www.maktabatulabrar.com

তাফসীরে

বুরহানুল কুরআন

(৩য় খণ্ড)

[সূরা রূম–সূরা মুরসালাত]

তত্ত্বাবধানে

হযরত মাওলানা মাহ্‌মূদুল হাসান

আমীর, মজলিসে দাওয়াতুল হক বাংলাদেশ

মুহতামিম, জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম মাদানিয়া

যাত্রাবাড়ী, ঢাকা- ১২০৪

সম্পাদনায়

মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন

গ্রন্থকার, "আহকামে যিন্দেগী", "ফাযায়েলে যিন্দেগী",

"বয়ান ও খুতবা", "ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ"

ও "ইসলামী মনোবিজ্ঞান" প্রভৃতি।

প্রকাশনায়

আল-কুরআন পাবলিকেশন্স

কিতাব মার্কেট, মাদরাসা রোড

(যাত্রাবাড়ি মাদরাসা সংলগ্ন)

যাত্রাবাড়ি, ঢাকা-১২০৪

মোবা: 01764-185654

আরও পাওয়া যায়

মাকতাবাতুল আবরার

ইসলামী টাওয়ার

১১/১ বাংলাবাজার,

ঢাকা-১১০০

মোবা: 01712-306364

www.maktabatulabrar.com

তাফসীরে বুরহানুল কুরআন

প্রথম প্রকাশ
রমজান, ১৪৩৩ হিজরী
জুলাই, ২০১২ ইংরেজি
শ্রাবণ, ১৪১৯ বাংলা
(সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত)

২য় সংস্করণ

মূল্য: ৭১০.০০ (সাতশত দশ টাকা)

www.maktabatulabrar.com

সূচিপত্র

* সূরা রূম ৭
* সূরা লুকমান ২৮
* সূরা সাজদা ৪১
* সূরা আহযাব ৫১
❑ পারা- ২২ ..... ৬৫
* সূরা সাবা ৮৬
* সূরা ফাতির ১০৯
* সূরা ইয়াছীন ১২৬
❑ পারা- ২৩ ..... ১৩৩
* সূরা সাফ্ফাত ১৪৮
* সূরা ছোয়াদ ১৭৩
* সূরা যুমার ১৯২
❑ পারা- ২৪ ..... ২০৫
* সূরা মু'মিন ২২২
* সূরা হা-মীম সাজদা ২৫৫
❑ পারা- ২৫ ..... ২৭৫
* সূরা শূরা ২৭৯
* সূরা যুখরুফ ৩০১
* সূরা দুখান ৩২৬
* সূরা জাছিয়া ৩৩৯
❑ পারা- ২৬ ..... ৩৫৩
* সূরা আহকাফ ৩৫৩
* সূরা মুহাম্মাদ ৩৬৮
* সূরা ফাতহ ৩৮২
* সূরা হুজুরাত ৩৯৬
* সূরা ক্বাফ ৪০৭
* সূরা যারিয়াত ৪১৮
❑ পারা- ২৭ ..... ৪২৩
* সূরা তূর ৪২৯
* সূরা নাজ্‌ম ৪৩৮
* সূরা ক্বামার ৪৪৯

* সূরা আর-রহমান ৪৫৯
* সূরা ওয়াকিআ ৪৭০
* সূরা হাদীদ ৪৮০
❑ পারা– ২৮ ..... ৪৯৩
* সূরা মুজাদালা ৪৯৩
* সূরা হাশ্‌র ৫০২
* সূরা মুমতাহিনা ৫১১
* সূরা সাফ্‌ফ ৫১৮
* সূরা জুমুআ ৫২৩
* সূরা মুনাফিক্বূন ৫২৭
* সূরা তাগাবুন ৫৩১
* সূরা তালাক ৫৩৭
* সূরা তাহরীম ৫৪৪
❑ পারা– ২৯ ..... ৫৫১
* সূরা মুল্‌ক ৫৫১
* সূরা ক্বালাম ৫৬৩
* সূরা আল-হাক্কা ৫৭৮
* সূরা মা'আরিজ ৫৮৮
* সূরা নূহ ৫৯৭
* সূরা জিন ৬০৪
* সূরা মুযযামমিল ৬১২
* সূরা মুদ্দাছ্‌ছির ৬২০
* সূরা কিয়ামাহ ৬৩১
* সূরা দাহ্‌র ৬৪০
* সূরা মুরসালাত ৬৪৯

সূচি সমাপ্ত

www.maktabatulabrar.com

তাফসীরে বুরহানুল কুরআন ৩য় খণ্ড প্রসঙ্গে
কিছু কথা

আল-হাম্‌দু লিল্লাহ! ছুম্মা আল-হাম্‌দু লিল্লাহ!! তাফসীরে বুরহানুল কুরআনের ৩য় খণ্ড প্রকাশিত হল। ইতিপূর্বে তাফসীরখানির প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। এই তাফসীরের রচনা, প্রকাশনা ও অন্যান্য কাজে যাদের যেভাবে সহযোগিতা ও অবদান রয়েছে তার বিবরণ প্রথম খণ্ডের শুরুতে প্রদান করা হয়েছে। তবুও এখানে বিশেষভাবে যার নাম উল্লেখ করতেই হয়, তিনি হলেন চট্টগ্রাম নিবাসী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন সচিব জনাব চৌধুরী মোহাম্মাদ মহসীন সাহেব। তাঁর প্রতিষ্ঠিত "ইঞ্জিনিয়ার চৌধুরী মোহাম্মাদ মহসীন ফাউন্ডেশন ফর হিউমান রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট"–এর বিশেষ আর্থিক সহায়তা ১ম, ২য় ও ৪র্থ খণ্ডের ন্যায় এই ৩য় খণ্ড প্রকাশের বেলায়ও অব্যাহত রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা সকলকে উত্তম প্রতিদান এনায়েত করুন।

প্রথম খণ্ডে সূরা ফাতিহা থেকে সূরা তওবা-র শেষ পর্যন্ত অংশটুকুর তাফসীর সম্পন্ন হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে ছিল সূরা ইউনুস থেকে সূরা আনকাবূত-এর তর্জমা ও তাফসীর। চতুর্থ খণ্ড ছিল শুধু ৩০ নং পারার তাফসীর সম্বলিত। আর এই ৩য় খণ্ডে রয়েছে সূরা রূম থেকে সূরা মুরসালাত-এর তর্জমা ও তাফসীর।

আল্লাহ তা'আলার কাছে কামনা করি বাংলা ভাষাভাষী মুসলমান নর-নারীর জন্য এই তাফসীর গ্রন্থখানি যেন কুরআনে কারীমের শিক্ষা গ্রহণ ও আমলের উৎস হয়ে থাকে। আমীন!

তাং
২০/৭/১৪৩৯ হিজরী
৮/৪/২০১৮ ঈসায়ী

বিনীত
(মাওলানা) মাহমূদুল হাসান
আমীর, মজলিসে দাওয়াতুল হক বাংলাদেশ
মুহতামিম, জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম মাদানিয়া
যাত্রাবাড়ী, ঢাকা–১২০৪

তাফসীর অধ্যয়নকারীদের জন্য
বিশেষ জ্ঞাতব্য

❑ তর্জমা ও তাফসীর পাঠ করুন কুরআন বুঝে তদনুযায়ী আমল করার নিয়তে।

❑ ভক্তি ও ইখলাসের সাথে পাঠ করুন।

❑ কুরআনের আদব ও তা'যীম রক্ষা করে পাঠ করুন।

❑ আপনি যদি আলেম না হন, তাহলে কুরআন থেকে গবেষণা করে নতুন কিছু উদ্ভাবন করা হতে বিরত থাকুন। এটা আপনার জন্য নিরাপদ নয়। এতে আপনি বিভ্রান্তির শিকার হতে পারেন। কোথাও নতুন কিছু মনে জাগলে বিজ্ঞ আলেম থেকে সেটা ভালভাবে যাচাই নিন।

❑ কুরআনের ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গি সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক অর্থবোধক। সুতরাং তর্জমা ও তাফসীরের প্রত্যেকটা শব্দ খুব মনোযোগের সাথে পাঠ করুন এবং ভেবে-চিন্তে মর্ম উদ্ধার করুন।

❑ আপনি যদি আলেম না হন, আর তর্জমা বা তাফসীরের বক্তব্যে কোথাও কোন অস্পষ্টতা বোধ হয়, তাহলে নিজে অনুমান করে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন না। বরং কোন বিজ্ঞ আলেম থেকে বিষয়টি ভালভাবে বুঝে নিবেন।

www.maktabatulabrar.com

(৩০) সূরা রূম, মক্কী[১]
৬০ আয়াত, ৬ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

الٓمّٓ ①
غُلِبَتِ الرُّوْمُ ②
فِيْٓ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ ③
فِيْ بِضْعِ سِنِيْنَ ؕ لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْۢ بَعْدُ ؕ وَيَوْمَئِذٍ يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ ④

(১) আলিফ-লাম-মীম। (এর অর্থ আল্লাহই ভালো অবগত আছেন।)
(২) রূম[২] পরাজিত হয়েছে।
(৩) নিকটবর্তী এলাকায়[৩]। এবং তারা তাদের পরাজয়ের পর শীঘ্রই বিজয়ী হবে।
(৪) কয়েক বছরের[৪] মধ্যেই। পূর্বেও এখতিয়ার আল্লাহর-ই ছিল এবং পরেও। আর সেদিন মুমিনগণ আনন্দিত হবে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) নামকরণ: এই সূরার মধ্যে পারস্যের কাছে রোম সাম্রাজ্যের (রূম সাম্রাজ্যের অর্থাৎ, পূর্ব রোমক সাম্রাজ্য বা বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের) পরাজয় এবং পরবর্তীতে রোম সাম্রাজ্যের বিজয় লাভের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গেই সূরার নাম "রূম" রাখা হয়েছে।

(২) অর্থাৎ, রোমের অধিবাসীগণ। উল্লেখ্য, তৎকালীন সময়ে রোম এবং পারস্য নামে পৃথিবীতে দুটো পরাশক্তি ছিল। রোমকগণ ছিল আহলে কিতাব এবং পারসিকগণ ছিল অগ্নিপূজারী। হিজরতের পাঁচ বছর পূর্বে তাদের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হলে এতে পারসিকগণ বিজয়ী হয়। ফলে মক্কার মুশরিকরা আনন্দিত হয়ে মুসলামানদেরকে বলতে থাকে, "যেভাবে পারস্যের মুশরিকরা রোমের কিতাবীদেরকে পরাজিত করেছে, তেমনিভাবে আমরা তোমাদেরকে পরাজিত করব।" মুসলমানগণ রোমকগণের সমর্থক ছিল। কারণ, তারা কাফের হলেও কিতাবী ছিল এবং কেয়ামত, আখেরাত ইত্যাদি অনেক বিষয়ে মুসলমানদের সাথে একমত ছিল। এই প্রেক্ষাপটে উল্লেখিত আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। এবং রোমকদের বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়। (মাআরিফুল কুরআন)

(৩) "নিকটবর্তী এলাকা" বলে বর্তমান সিরিয়ার বুসরা ও আযরুআত (বর্তমান নাম দারআ)-এর মধ্যবর্তী এলাকাকে বোঝানো হয়েছে।

(৪) بضع অর্থ তিন থেকে নয় পর্যন্ত মধ্যবর্তী সংখ্যা। রোমানগণ সপ্তম বছরেই পারসিকদের বিরুদ্ধে জয়ী হয়। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১-৪ নং আয়াতসমূহ:

১. আহলে কিতাব তথা ইহুদী-নাসারাগণের চেয়ে মুশরিক তথা পৌত্তলিক ও নাস্তিক, ধর্মদ্রোহী শ্রেণী মুসলমানদের বড় শত্রু। এ জন্যই মুশরিক পারসিকদের মোকাবেলায় রোমানদের বিজয় মুসলমানদের আনন্দের কারণ হয়েছে। বুঝা গেল, পক্ষশক্তির বিজয়েও আনন্দ বোধ করা যায়, যদিও সেই পক্ষশক্তি অমুসলিম হয়।

২. জাগতিক জয়-পরাজয়েও আনন্দ বোধ করা যেতে পারে।

৩. জয়-পরাজয় আল্লাহরই এখতিয়ারে। এখানে সৈন্য ও অস্ত্রবল মুখ্য ভূমিকা রাখে না।

৪. রোমানদের বিজয়ী হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হওয়া দ্বারা কুরআন ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্য– একথার একটি দলীল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

بِنَصْرِ اللّٰهِ ؕ يَنْصُرُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۝٥	(৫) আল্লাহর সাহায্যের দরুন। তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন। আর তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।
وَعْدَ اللّٰهِ ؕ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝٦	(৬) আল্লাহ এই ওয়াদা করেছেন[১]। আল্লাহ নিজ ওয়াদার খেলাফ করেন না। কিন্তু অধিকাংশ লোকই জানে না।
يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ ۝٧	(৭) তারা পার্থিব জীবনের বাইরেরটুকুই[২] জানে। এবং আখেরাত সম্পর্কে তারা গাফেল।
اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ ؕ مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ لَكٰفِرُوْنَ ۝٨	(৮) তারা কি নিজেদের মনে মনে ভেবে দেখে না যে, আল্লাহ আকাশমণ্ডলী পৃথিবী এবং এতদুয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুই সৃষ্টি করেছেন সঠিকভাবে এবং নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য। আর নিঃসন্দেহে অনেক মানুষই তাদের প্রতিপালকের সম্মুখীন হওয়াকে অবিশ্বাস করছে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এখানে "ওয়াদা করেছেন" ক্রিয়া উহ্য আছে। অর্থাৎ তিনি রোমানদেরকে সাহায্য করার ওয়াদা করেছেন। (জালালাইন)

(২) যথা: দুনিয়ার অর্থ-সম্পদ, জমি-জমা, ক্ষেত-খামার ইত্যাদি নিয়েই তারা ব্যস্ত।

www.maktabatulabrar.com

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫-৬ নং আয়াতদ্বয়:

১. আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন। অবশ্য আলোচ্য ঘটনায় রোমানদেরকে সাহায্য করার ফলে মুসলমানদের প্রতিও পরোক্ষভাবে সাহায্য করা হয়েছে। কারণ, রোমানগণ আহলে কিতাব হওয়ার দরুন মুসলমানগণ মনে মনে মুশরিক পারসিকদের বিরুদ্ধে রোমানদের বিজয় কামনা করছিল। (ভাব সংক্ষেপ, মাআরিফুল কুরআন)

২. আল্লাহর নুসরাত বা সাহায্য কাফেরদের উপরও হতে পারে।

৩. আল্লাহ ওয়াদা খেলাফ করেন না।

● ৭ নং আয়াত:

১. কাফের মুশরিকরা শুধু দুনিয়াই বোঝে, দুনিয়া নিয়েই তাদের চিন্তা-চেতনা আবর্তিত হয়।

২. আখেরাত থেকে গাফেল থাকা কাফের মুশরিকদের মানসিকতা।

● ৮ নং আয়াত:

১. আল্লাহকে বুঝার জন্য আসমান-জমিনের বিষয়াদি নিয়ে ভাববার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

২. আসমান জমিনকে একটা নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য তৈরি করা হয়েছে।

৩. বিচারের জন্য মানুষকে আল্লাহর সম্মুখীন হতে হবে।

اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّاَثَارُوا الْاَرْضَ وَعَمَرُوْهَآ اَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوْهَا وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ؕ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝٩	(৯) তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না? তাহলে তারা দেখত যে, তাদের পূর্ববর্তী লোকদের পরিণতি কিরূপ হয়েছিল? তারা ওদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী ছিল, তারা জমি চাষ করত এবং ওরা (মক্কার মুশরিকরা) জমিকে যে পরিমাণ আবাদ করেছে তারচে বেশি তারা আবাদ করেছিল। আর তাদের কাছে তাদের রসূলগণ এসেছিল সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে। বস্তুত আল্লাহ এমন ছিলেন না যে, তাদের প্রতি জুলুম করবেন কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করেছিল।
ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِيْنَ اَسَآءُوا السُّوْٓآٰى اَنْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَكَانُوْا بِهَا يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝١٠	(১০) অতঃপর যারা মন্দকাজ করেছে তাদের পরিণতি মন্দ হয়েছিল। কারণ, তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলত এবং তারা তা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত।
اَللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝١١	(১১) আল্লাহ-ই মাখলুককে প্রথমবার সৃষ্টি করেন তারপর তিনিই তা পুনরায় সৃষ্টি করবেন। অনন্তর তার-ই কাছে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৯ নং আয়াত:

১. শিক্ষা, জ্ঞান এবং হেদায়াত লাভের উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে সফর করা জায়েয বরং উত্তম। কুরআনে পাকে এ ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহ দেয়া হয়েছে। তবে সব প্রকারের গোনাহের থেকে অবশ্যই বেঁচে থাকতে হবে। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. পূর্ববর্তী লোকেরা শক্তিতে, জ্ঞানে কৌশলে অনেক বেশি শ্রেষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ পাকের নাফরমানীর দরুন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয়, জাগতিক শক্তি-সামর্থ আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করতে পারে না।

৩. আল্লাহ কারও প্রতি জুলুম করেন না।

● ১০নং আয়াত:

১. আল্লাহ পাক অতি ন্যায় বিচারক। তিনি মন্দ কাজের পরিণতি মন্দ-ই দেন।

২. আল্লাহ, রসূল, কিতাব, শরীয়ত ইত্যাদি নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা কাফেরদের-ই স্বভাব।

৩. এরূপ মিথ্যা প্রতিপন্নকরণ ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ আযাব ডেকে আনে।

● ১১নং আয়াত:

১. আল্লাহ তাআলা সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা।

২. "তারপর তিনিই তা পুনরায় সৃষ্টি করবেন" বলে পরকালের সত্যতা বর্ণিত হয়েছে।

৩. আল্লাহর নিকট সকলকে ফিরে যেতে হবে, এবং তাঁর কাছে সবকিছুর বিচার হবে।

وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿١٢﴾	(১২) আর যেদিন কেয়ামত কায়েম হবে সেদিন অপরাধীরা যুক্তি-প্রমাণে হেরে গিয়ে নিরাশ হয়ে চুপ মেরে যাবে।[১]
وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ مِّنْ شُرَكَآئِهِمْ شُفَعٰٓؤُا وَكَانُوْا بِشُرَكَآئِهِمْ كٰفِرِيْنَ ﴿١٣﴾	(১৩) এবং তাদের শরীকদের মধ্য থেকে তাদের জন্য সুপারিশকারী হবে না আর তারা তাদের শরীকদেরকে অস্বীকারকারী হবে।
وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَّتَفَرَّقُوْنَ ﴿١٤﴾	(১৪) এবং যেদিন কেয়ামত কায়েম হবে সেদিন তারা (মানুষ) পৃথক পৃথক[২] হয়ে যাবে।
فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَهُمْ فِيْ رَوْضَةٍ يُّحْبَرُوْنَ ﴿١٥﴾	(১৫) অর্থাৎ[৩] যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমলসমূহ করেছে তারা বাগিচায় (জান্নাতে) আনন্দে বিচ্ছুরিত হবে।
وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَلِقَآئِ الْاٰخِرَةِ فَاُولٰٓئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُوْنَ ﴿١٦﴾	(১৬) আর যারা কুফরী করেছে এবং আমার আয়াতসমূহ ও আখেরাতের সাক্ষাতকে মিথ্যা বলেছে তাদেরকেই আযাবের মধ্যে উপস্থিত রাখা হবে।

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) أبلاس শব্দের অর্থ হল যুক্তি-প্রমাণে হেরে গিয়ে নিরাশ হয়ে চুপ মেরে যাওয়া। (আইছারুত্তাফাসীর ও আবুস সুউদ)

(২) একদিকে মুসলমান এবং অন্যদিকে কাফের সম্প্রদায়। (আবুস সুউদ)

(৩) এখানে تفصيلية এসেছে হিসেবে। এজন্যই অনুবাদে "অর্থাৎ" শব্দ যোগ করা হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন ও আবুস সুউদ)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১২-১৩ নং আয়াতদ্বয়:

১. কেয়ামতের দিবসে কাফেররা যুক্তি-প্রমাণে হেরে গিয়ে চুপ মেরে যাবে। তারা সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে পড়বে।

২. যেসব মূর্তি বা মাবূদদেরকে তারা সুপারিশকারী বলে ধারণা করেছিল তারা কেউ সুপারিশকারী হবে না। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ১৪-১৬নং আয়াতসমূহ:

১. কেয়ামতের দিবসে মানুষ ঈমানদার এবং কাফের– এই দুই পরিচয়ে বিভক্ত হয়ে পড়বে।

২. ঈমানদার এবং কাফের– এই দুই পরিচয়ে সমস্ত মানুষের ভাগ হওয়া থেকে বুঝা গেল মূলত সমস্ত মানুষের পরিচয় হল, হয়ত সে মুসলিম অথবা সে কাফের। অন্য কোন পরিচয়-ই মুখ্য নয়।

৩. ঈমানদারগণ জান্নাতী হবে এবং কাফেরগণ জাহান্নামী হবে।

৪. জান্নাতীগণ জান্নাতে এমন আনন্দিত হবে যে, তাদের চেহারা থেকে আনন্দ বিচ্ছুরিত হতে থাকবে। يُحْبَرُوْنَ শব্দ এমনই বোঝায়। (আবুস সুউদ দ্র:)

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ ﴿١٧﴾	(১৭) সুতরাং আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা[১] কর যখন তোমরা সন্ধায় উপনীত হও এবং যখন ভোরে উপনীত হও।
وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ ﴿١٨﴾	(১৮) এবং আসমানসমূহে ও জমিনে তো তাঁরই প্রশংসা। আর সূর্য ঢলে পড়ার সময় (তার পবিত্রতা ঘোষণা কর) এবং যখন তোমরা জোহরের সময়ে উপনীত হও।
يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۭ وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ ﴿١٩﴾	(১৯) তিনি প্রাণবানকে প্রাণহীন থেকে বের করেন[২] এবং প্রাণহীনকে প্রাণবান থেকে বের করেন আর জমিনকে তিনি সজীব করে তোলেন তার মৃত্যুর পর। আর এভাবেই তোমাদেরকে (কবর থেকে) বের করা হবে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এখানে পবিত্রতা "ঘোষণা" বলে যিকির ইত্যাদি যেমনিভাবে উদ্দেশ্য হতে পারে তেমনিভাবে "নামায"ও উদ্দেশ্য হতে পারে। বরং আয়াতের পরবর্তী অংশ দ্বারা দ্বিতীয় উদ্দেশ্যই বেশি কাছাকাছি বলে অনুমিত হয়। (সার-সংক্ষেপ– আইছারুত্তাফাসীর ও মাআরিফুল কুরআন)

(২) যেমন, মানুষ এবং জীব-জন্তুকে বীর্য থেকে কিংবা ডিম থেকে বের করেন।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৭-১৮ নং আয়াতদ্বয়:

১. অনেকের মতে এ আয়াতদ্বয়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময় বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন, تمسون (সন্ধায় উপনীত হও) বলে মাগরিব ও এশা, تصبحون (ভোরে উপনীত হও) বলে ফজর, عشاء (সূর্য ঢলে পড়ার সময়) বলে আছর এবং تظهرون (জোহরের সময়ে উপনীত হও) বলে যোহরের ওয়াক্ত বর্ণনা করা হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন ও মাআরিফুল কুরআন)

২. আল্লাহর শান অনুযায়ী নয়– এমন সবকিছু থেকে আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করা ওয়াজিব। (আইছারুত্তাফাসীর)

৩. আল্লাহর নেয়ামতের উপর আল্লাহর প্রশংসা বর্ণনা করা চাই।

● ১৯ নং আয়াত:

১. আয়াতে বোঝানো হয়েছে, যে সত্তা প্রাণহীন থেকে প্রাণবানকে বের করে আনতে সক্ষম তার পক্ষে আখেরাতে মানুষকে পুনর্জীবন দান করা কঠিন কেন হবে?

২. আখেরাতে পুনরুত্থানের বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

(২০) এবং তার নিদর্শনসমূহের একটি হল,[১] তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন[২]। অতঃপর মুহূর্তে তোমরা মানবরূপে (পৃথিবীতে) ছড়িয়ে পড়ছ।	وَمِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَاۤ اَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُوْنَ ۝٢٠
(২১) আর তার নিদর্শনসমূহের একটি হল, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকেই[৩] স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি লাভ কর এবং তিনি তোমাদের মধ্যে সৃষ্টি করে দিয়েছেন ভালবাসা ও দয়া। এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন[৪] রয়েছে এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা চিন্তা-ভাবনা করে।	وَمِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْۤا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝٢١
(২২) আর তার নিদর্শনসমূহের একটি হল, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বিভিন্নতা। এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে জ্ঞানীদের জন্য।	وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ ۝٢٢

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এখান থেকে আল্লাহ তা'আলা তার বিশিষ্ট ছয়টি কুদরত বা নিদর্শনের বর্ণনা শুরু করেছেন।

(২) অর্থাৎ সমগ্র মানবজাতির অস্তিত্বের মূল ভিত্তি হযরত আদম (আ.) কে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। কাজেই অন্যান্য মানুষও পরোক্ষভাবে মাটি থেকে সৃষ্ট। অথবা মানুষ বীর্য থেকে সৃষ্ট। আর বীর্য সৃষ্টির উৎস হল মাটি। এ হিসেবে মানুষ মাটির সৃষ্টি। (মাআরিফুল কুরআন অবলম্বনে)

(৩) অর্থাৎ মানবজাতির মধ্য থেকে, জিন বা পশু থেকে নয়। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(৪) এখানে একটি নিদর্শনকে "বহু নিদর্শন" বলার কারণ হল, বৈবাহিক সম্পর্কের পার্থিব এবং ধর্মীয় বহু উপকার আছে। যার ফলে এটা একটা নয়, বরং বহু নিদর্শন। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২০ নং আয়াত:

মানব সৃষ্টি আল্লাহ পাকের একটা বিরাট নিদর্শন। কারণ, আশরাফুল মাখলুকাত তথা বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী মানুষকে তিনি একটা নিকৃষ্ট বস্তু তথা মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন।

● ২১ নং আয়াত:

১. বৈবাহিক জীবনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে শান্তি লাভ করা। অতএব, যে পরিবারে শান্তি নেই, পারস্পরিক ভালোবাসা নেই, সে পরিবারে বিবাহের মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ। আর একথা সন্দেহাতীত যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার পারস্পরিক শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়া তখনই সম্ভবপর যখন নারী পুরুষের সম্পর্কের ভিত্তি শরীয়তসম্মত বিবাহের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং একে অপরের অধিকার সম্পর্কে সজাগ থাকে। (মাআরিফুল কুরআন থেকে সংক্ষেপিত)

২. যে নারী-পুরুষের মধ্যে হয়ত কোনো পরিচয়ও ছিল না, বিবাহের পর তাদের মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টি হওয়া আল্লাহর কুদরতেরই এক নিদর্শন। যৌবনে হয়ত জৈবিক তাড়নায় এই ভালবাসার প্রকাশ ঘটে কিন্তু বার্ধক্যে একের প্রতি অন্যের টান অবশ্যই আল্লাহর কুদরত জ্ঞাপন করে থাকে।

৩. "তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকেই স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন"– একথার মধ্যে ইংগিত রয়েছে যে, মানুষের স্ত্রী মানুষের মধ্য থেকেই হবে জিন বা অন্য কোন জাতিকে স্ত্রী বানানো যাবে না।

● ২২ নং আয়াত:

১. কোন ভাষা-ই আল্লাহ পাকের কাছে অপছন্দনীয় নয়। কারণ, ভাষার এই বৈচিত্র এবং বিভিন্নতা আল্লাহ পাকের-ই কুদরত বা নিদর্শন।

২. বর্ণ-বৈষম্য তথা সাদা-কালো বর্ণের বিভেদও একটা গর্হিত বিষয়। কারণ, বর্ণের এই বিভিন্নতা আল্লাহ পাকের-ই এক মহান নিদর্শন।

৩. "এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে জ্ঞানীদের জন্য"– একথার মধ্যে ইংগিত রয়েছে যে, উপদেশ অর্জন করার জন্য জ্ঞানের প্রয়োগ ঘটাতে হবে, চিন্তা-ভাবনা করতে হবে।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ مَنَامُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَآؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ﴿٢٣﴾	(২৩) আর তার নিদর্শনসমূহের একটি হল, রাতে ও দিনে তোমাদের ঘুম এবং তার রিযিক তোমাদের অন্বেষণ করা। এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা (কথা) শোনে।
وَمِنْ اٰيٰتِهٖ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَيُحْيٖ بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿٢٤﴾	(২৪) আর তার নিদর্শনসমূহের একটি হল, তিনি তোমাদেরকে দেখান বিদ্যুৎ (বজ্রপাতের) ভয় ও (বৃষ্টির) আশারূপে। এবং তিনি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন অতঃপর এর দ্বারা জমিনকে সজীব করে তোলেন তার মৃত্যুর পর[১]। এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা জ্ঞান রাখে।
وَمِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ تَقُوْمَ السَّمَآءُ وَالْاَرْضُ بِاَمْرِهٖ ؕ ثُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً ۖ مِّنَ الْاَرْضِ ۖ اِذَاۤ اَنْتُمْ تَخْرُجُوْنَ ﴿٢٥﴾	(২৫) আর তার নিদর্শনসমূহের একটি হল, তার-ই নির্দেশে আসমান ও জমিন কায়েম থাকা। অতঃপর যখন তিনি তোমাদেরকে জমিন (কবর) থেকে (বের হওয়ার জন্য) একবার ডাক দিবেন[২] তখনই তোমরা বের হয়ে পড়বে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ শুকিয়ে যাওয়ার পর, নির্জীব হয়ে যাওয়ার পর।

(২) অর্থাৎ তিনি হযরত ইস্রাফীল (আ.)কে নির্দেশ দিলে ইস্রাফীল (আ.) শিঙ্গায় ফুৎকার দিবেন। ফলে মানুষ দলে দলে কবর থেকে বের হয়ে উঠতে থাকবে। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৩ নং আয়াত:

১. বিশ্রামের জন্য ঘুম যাওয়া এবং জীবিকার জন্যে রিযিক তালাশ করা তাওয়াক্কুল-এর খেলাফ নয়। কারণ, আল্লাহ তা'আলা এই দুটিকে তার অন্যতম নিদর্শন বলে ঘোষণা করেছেন এবং তাঁর অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করেছেন। (বায়ানুল কুরআন)

২. কোন কথা মনোযোগ দিয়ে না শুনলে উপদেশ বা শিক্ষা অর্জিত হয় না।

● ২৪ নং আয়াত:

১. বিদ্যুতের চমক এবং বৃষ্টিপাত –যা দ্বারা জমিনকে সজীব করা হয় তা– আল্লাহ পাকের এক বিরাট নিদর্শন। এর দ্বারা আল্লাহকে চেনা যায় এবং বুঝা যায়, যে আল্লাহ তাআলা শুকিয়ে যাওয়া এবং নির্জীব হয়ে যাওয়া ভূমিকে সজীব করতে সক্ষম তিনি মৃত্যুর পর মানুষকেও পুনর্জীবিত করতে সক্ষম।

www.maktabatulabrar.com

২. এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, ভয় এবং আশা তাওয়াক্কুল-এর খেলাফ নয়।

৩. উপদেশ অর্জন করার জন্য জ্ঞান-বুদ্ধির প্রয়োগ চাই।

● ২৫ নং আয়াত:

১. আল্লাহ পাকের ষষ্ঠ নিদর্শন বর্তীত হয়েছে। তা হল যুগ যুগ ধরে আসমান ও জমিনের নিখুঁতভাবে টিকে থাকা এবং মৃত্যুর পর আবার জীবিত হওয়া। (মাআরিফুল কুরআন)

২. কবর থেকে ওঠার জন্য ডাক দেয়া প্রমাণিত হয়। (প্রাগুক্ত)

৩. আখেরাতের সত্যতা এবং বাস্তবতা-ই প্রমাণিত হয়। (প্রাগুক্ত)

وَلَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ ﴿٢٦﴾ وَهُوَ الَّذِيْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ ؕ وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢٧﴾	(২৬) এবং আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যারা আছে সব তাঁর-ই। সব তাঁরই অনুগত। (২৭) আর তিনিই মাখলূককে প্রথমবার সৃষ্টি করেন তারপর তিনিই তা পুনরায় সৃষ্টি করবেন। আর সেটা তার জন্য খুবই সহজ[১]। এবং আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে সর্বোচ্চ শান তাঁর-ই। আর তিনি পরাক্রমশালী, অতি হেকমতওয়ালা।
ضَرَبَ لَكُمْ مَّثَلًا مِّنْ اَنْفُسِكُمْ ؕ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَآءَ فِيْ مَا رَزَقْنٰكُمْ فَاَنْتُمْ فِيْهِ سَوَآءٌ تَخَافُوْنَهُمْ كَخِيْفَتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ ؕ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿٢٨﴾	(২৮) তিনি (আল্লাহ) তোমাদের জন্য তোমাদের-ই অবস্থা[২] থেকে একটি দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন: তোমাদেরকে আমি যে রিযিক দান করেছি তাতে তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীগণের[৩] মধ্যে কোন শরীক আছে কি, যার ফলে তোমরা তাতে সমান (অধিকারী)? তোমরা কি তাদেরকেও ভয় কর তোমাদের একে অপরকে ভয় করার ন্যায়? এমনিভাবে আমি প্রমাণসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করি এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা আকল-বুদ্ধি কাজে লাগায়।
بَلِ اتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْۤا اَهْوَآءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ فَمَنْ يَّهْدِيْ مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ ؕ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٢٩﴾	(২৯) কিন্তু যারা জালেম তারা ইল্‌ম না থাকার দরুন নিজেদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে চলেছে। কাজেই আল্লাহ যাকে গোমরাহ করেন তাকে কে হেদায়াত দিবে? আর তাদের কোন সাহায্যকারীও হবে না[৪]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ প্রথমবার সৃষ্টির তুলনায় দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা আল্লাহ পাকের জন্য খুবই সহজ। যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করতে পেরেছেন তিনি সহজেই পুনরায় সৃষ্টি করতে পারবেন। অথচ নির্বোধরা এই পুনরুত্থানকে অসম্ভব মনে করছে এবং সে সম্বন্ধে বিভিন্ন রকম প্রশ্ন তুলছে।

(২) "অবস্থা" (احوال) শব্দটি এখানে উহ্য আছে। তাই অনুবাদে তা যোগ করা হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন ও আবুস সুউদ)

(৩) অর্থাৎ তোমরা নিজেদের দাস-দাসীদেরকে আল্লাহ প্রদত্ত সম্পত্তির মধ্যে শরীক নির্ধারণ করাকে পছন্দ কর না, অথচ তারাও তোমাদের মতই মানুষ। অতএব চিন্তা কর, ফেরেশতা, মানব, জিনসহ সবাই আল্লাহ পাকের দাস। তাদেরকে কীভাবে তোমরা আল্লাহ পাকের শরীক বা সমকক্ষ বিশ্বাস কর? (আইছারুত্তাফাসীর)

(৪) অর্থাৎ আল্লাহ পাকের আযাব থেকে রক্ষা করার মত কোন সাহায্যকারী।

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৬- নং আয়াত:

১. পৃথিবীর সবকিছুর মালিকানা ও কর্তৃত্ব আল্লাহর।

২. কোনকিছু ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক আল্লাহর আনুগত্যের বাইরে যেতে পারে না। সবকিছুই তাঁর অনুগত।

● ২৭- নং আয়াত:

১. আল্লাহর সৃষ্টিকর্তা হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে।

২. পুনরুত্থান হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে।

৩. পুনরুত্থান সহজ বলে যারা পুনরুত্থানকে অসম্ভব মনে করে তাদের খণ্ডন পেশ করা হয়েছে।

৪. আল্লাহর মর্যাদা সবার উপরে।

৫. আল্লাহর দুটো বিশেষ গুণ বর্ণিত হয়েছে। তিনি পরাক্রমশালী, হেকমতওয়ালা।

● ২৮- নং আয়াত:

১. আয়াতে দৃষ্টান্ত পেশ করার মাধ্যমে তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদের কথা বর্ণিত হয়েছে।

২. আকল-বুদ্ধি কাজে লাগানোর প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

● ২৯ নং আয়াত:

১. খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করা অত্যন্ত জঘন্য অপরাধ। আর এই মানসিকতা তৈরী হওয়ার মূল কারণ হল ইল্‌মের সাথে সম্পর্ক না থাকা। কাজেই ইল্‌ম অর্জন করা জরুরী। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. আল্লাহ যদি কাউকে (তার কার্যকলাপের কারণে) হেদায়েত থেকে বঞ্চিত রাখেন তাহলে কেউ তাকে হেদায়েত করতে পারে না।

৩. এরূপ লোককে কেউ সাহায্য করে আল্লাহ তাআলার আযাব ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিতে পারবে না।

www.maktabatulabrar.com

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ؕ فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ؕ لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ۙ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۙ﴿۳۰﴾	(৩০) অবএব, তুমি একনিষ্ঠভাবে নিজের রুখ এই দ্বীনের দিকে রাখ। আল্লাহ প্রদত্ত সেই যোগ্যতার[১] অনুসরণ করে চল[২] যার উপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর (এই) সৃষ্টিকে পরিবর্তন করা উচিত নয়। এটাই[৩] হল সরল দ্বীন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।
مُنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ وَاتَّقُوْهُ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۙ﴿۳۱﴾	(৩১) (ফিতরাতের অনুসরণ কর) তার দিকে রুজু হয়ে এবং তাকে ভয় কর। আর নামায কায়েম কর এবং অন্তর্ভূক্ত থেকো না মুশরিকদের–
مِنَ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا ؕ كُلُّ حِزْبٍۢ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ ﴿۳۲﴾	(৩২) যারা নিজেদের দ্বীনে বিভেদ সৃষ্টি করেছে এবং বহুদলে বিভক্ত হয়েছে। প্রত্যেক দল-ই তাদের কাছে যা আছে তা নিয়ে আনন্দিত।[৪]

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) "ফিতরাত" অর্থ মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতিতে যে যোগ্যতা আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করে দিয়েছেন যার দ্বারা সে তাঁর প্রভূকে চিনতে পারে। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) "অনুসরণ করে চল" বাক্যটি এখানে উহ্য আছে। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) অর্থাৎ, একনিষ্ঠভাবে রুখ আল্লাহর দিকে রাখা কিংবা ফিতরত তথা আল্লাহ প্রদত্ত সেই যোগ্যতার অনুসরণ করা। (তাফসীরে আবুস সুউদ)

(৪) অর্থাৎ প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মত ও পন্থা নিয়ে উৎফুল্ল।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩০ নং আয়াত:

১. আল্লাহ তা'আলা সব মানুষকেই এমন যোগ্যতা দিয়েছেন যার দ্বারা সে ইচ্ছা করলে আল্লাহকে চিনতে পারে এবং ইসলামকে বুঝতে পারে। মানুষের উচিত এই যোগ্যতাকে কাজে লাগানো।

২. বিভিন্ন পরিবেশ পরিস্থিতির কারণে মানুষ বিভ্রান্ত হতে পারে। তবে ভালো হওয়ার যে যোগ্যতা আল্লাহ তার মধ্যে রেখে দিয়েছেন তা কখনও সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে যায় না।

● ৩১ নং আয়াত"

১. একমাত্র আল্লাহ পাকের দিকেই মনোযোগী হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. তাকওয়া অর্জন করা ওয়াজিব। (প্রাগুক্ত)

৩. নামায কায়েম করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। (প্রাগুক্ত)

৪. মুশরিকদের থেকে দূরে থাকতে বলা হয়েছে। (প্রাগুক্ত)

● ৩২ নং আয়াত:

১. আয়াত দ্বারা মুশরিকদের একটি স্বভাবের কথা জানা যায়। তা হল, তারা বিভেদ সৃষ্টিকারী এবং নিজস্ব মত নিয়েই তারা আনন্দিত। বুঝা গেল মতবিরোধ সৃষ্টি করা হারাম।

২. অহেতুক মতবিরোধ সৃষ্টি করা এবং নিজ মত নিয়েই আনন্দিত থাকার নিন্দা করা হয়েছে।

وَاِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُّنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ ثُمَّ اِذَآ اَذَاقَهُمْ مِّنْهُ رَحْمَةً اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُوْنَ ۝	(৩৩) আর মানুষকে যখন কোন বিপদ স্পর্শ করে তখন তারা আপন প্রতিপালককে ডাকতে থাকে তাঁরই দিকে মনোযোগী হয়ে। অতঃপর যখন তিনি নিজের পক্ষ থেকে তাদেরকে রহমতের স্বাদ ভোগ করান তখনই তাদের একদল আপন প্রতিপালকের সাথে শিরক করতে থাকে।
لِيَكْفُرُوْا بِمَآ اٰتَيْنٰهُمْ ؕ فَتَمَتَّعُوْا ۟ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝	(৩৪) ফলত[১], আমি তাদেরকে যা দিয়েছি তারা তার নাশোকরী করে। ঠিক আছে ভোগ করে নাও। পরিণামে শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে।
اَمْ اَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوْا بِهٖ يُشْرِكُوْنَ ۝	(৩৫) আমি কি তাদের উপর এমন কোন দলীল[২] নাযেল করেছি যা (তাদেরকে) তারা তাঁর (আল্লাহর) সাথে যা শরীক করে তা করতে বলে?
وَاِذَآ اَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوْا بِهَا ؕ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ ۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ اِذَا هُمْ يَقْنَطُوْنَ ۝	(৩৬) আর যখন আমি মানুষকে রহমতের স্বাদ আস্বাদন করাই তখন তারা তাতে আনন্দিত হয়। আর যদি তাদের কৃতকর্মের দরুন কোন অনিষ্ট তাদের সাধিত হয় তখন দ্রুত তারা নিরাশ হয়ে পড়ে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এখানে لام এসেছে عاقبت-এর অর্থে। এজন্যই তর্জমায় "ফলত" কথাটি যোগ করা হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ "কিতাব" বা অন্য কিছু। (জালালাইন)

www.maktabatulabrar.com

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩৩ নং আয়াত:

আয়াত থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, মানুষের স্বভাবের মধ্যে হেদায়াত এবং গোমরাহী উভয়-ই বিদ্যমান। বিপদের কালে হেদায়াত প্রকাশ পায় আর বিপদ দূর হলে-ই গোমরাহী আপনরূপে আত্মপ্রকাশ করে। (বয়ানুল কুরআন)

● ৩৪ নং আয়াত:

আয়াতে আল্লাহ পাকের না-শোকরী এবং অকৃতজ্ঞতার ব্যাপারে হুশিয়ার করে দেয়া হয়েছে। আর কুফর এবং শিরক মানেই হল আল্লাহ পাকের চরম নাশোকরী ও অকৃতজ্ঞতা। অতএব, প্রকারান্তরে কুফর শিরক থেকেই হুশিয়ার করে দেয়া হয়েছে।

● ৩৫ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, মুশরিকদের ক্রিয়াকাণ্ড তথা শিরকের পেছনে কোন সুষ্ঠু এবং আসমানী দলীল বিদ্যমান নেই। তাদের কল্পনা থেকে শিরকের উৎপত্তি।

● ৩৬ নং আয়াত:

আয়াত থেকে কাফের, মুশরিক এবং অজ্ঞদের অবস্থা জানা যায়। তা হল, কল্যাণ এলে আনন্দিত হওয়া আর কিছুমাত্র বিপদ এলেই নিরাশ হয়ে পড়া। বরং তাদের উচিত ছিল, সর্বাবস্থায় কল্যাণ-অকল্যাণের মালিক আল্লাহ পাকের দিকে রুজু হওয়া।

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝	(৩৭) তারা কি দেখে না যে, আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা রিযিক বাড়িয়ে দেন এবং যার জন্য ইচ্ছা[১] কমিয়ে দেন। নিশ্চয়, এতে বহু নিদর্শন রয়েছে এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা ঈমান আনে।
فَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ ۫ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝	(৩৮) অতএব, আত্মীয়কে তার হক দাও এবং গরীব ও মুসাফিরকেও। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে তাদের জন্য এটাই উত্তম। এবং তারাই সফলকাম।
وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا۟ فِيْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ۝	(৩৯) আর তোমরা যে সুদ[২] দিয়ে থাক এ উদ্দেশ্য যে, তা মানুষের ধন-সম্পদের মধ্যে বৃদ্ধি পাবে। আল্লাহর কাছে তা বৃদ্ধি পায় না[৩]। পক্ষান্তরে আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় তোমরা যে যাকাত দিয়ে থাক, তো (যারা তা দেয়) তারা-ই বহুগুণ লাভ করে নেয়।

اَللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ یُمِیْتُكُمْ ثُمَّ یُحْیِیْكُمْ ؕ هَلْ مِنْ شُرَكَآىِٕكُمْ مَّنْ یَّفْعَلُ مِنْ ذٰلِكُمْ مِّنْ شَیْءٍ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا یُشْرِكُوْنَ ﴿۴۰﴾	(৪০) আল্লাহ-ই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, পরে তোমাদেরকে রিযিক দিয়েছেন তারপর তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন তারপর তোমাদেরকে জীবিত করবেন। তোমাদের শরীকদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে এসব বিষয়ের কোনোটা করতে পারে? তারা যা শরীক করছে তা থেকে তিনি অতি পবিত্র এবং উর্ধ্বে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এখানে "যার জন্য ইচ্ছা" কথাটি উহ্য আছে। (বয়ানুল কুরআন)

(২) মানুষ অনেক সময় বিয়ে-শাদীতে বা অন্য কোন অনুষ্ঠানে আত্মীয়-স্বজনকে উপহার দিয়ে থাকে এই আশায় যে, পাল্টা তারাও উপহার দিবে আরও বেশি করে। এটাকেই আয়াতে "সুদ" বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন)

(৩) অর্থাৎ এরূপ দানের বিনিময়ে আল্লাহ পাক সওয়াব দেন না এবং এরূপ সম্পদের মাঝে কোন বরকত-ও হয় না। (জালালাইন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩৭ নং আয়াত:

১. রিযিক বেশি-কম হওয়া সাফল্য এবং শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি নয়। কারণ, এটা সম্পূর্ণ আল্লাহ তাআলার ইচ্ছাধীন ব্যাপার। তিনি যার জন্য ইচ্ছা রিযিক বাড়িয়ে দেন, যার জন্য ইচ্ছা কমিয়ে দেন।

২. রিযিক আল্লাহর ইচ্ছাধীন ব্যাপার, তাই কেউ শুধু বিদ্যা-বুদ্ধি বলে বা বাহুবলেই সম্পদ বৃদ্ধি করে নিতে পারে না।

● ৩৮ নং আয়াত:

১. আয়াতে আত্মীয়, গরীব এবং মুসাফিরদের হক আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

২. আয়াত থেকে এ-ও প্রমাণিত হয় যে, দান মূলত দাতার দয়া বা অনুগ্রহ নয়। বরং আত্মীয় এবং গরীব-মুসাফিরের হক বা প্রাপ্য।

৩. দানের ক্ষেত্রেও নিয়ত সহীহ করার কথা বর্ণিত হয়েছে। তা হল দান হতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে।

● ৩৯ নং আয়াত:

১. প্রতিদান পাওয়ার আশায় দান করা এবং উপহার দেয়া নিন্দনীয় কাজ। তবে যে ব্যক্তি কোন আত্মীয়ের কাছ থেকে দান অথবা উপহার পায় তার জন্য নৈতিক শিক্ষা এই যে, সে-ও সুযোগমত এর প্রতিদান দিবে। (মাআরিফুল কুরআন)

২. আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের নিয়তে যাকাত প্রদান করলে বহুগুণ ছওয়াব পাওয়া যায়, সম্পদে বরকতও লাভ হয়।

www.maktabatulabrar.com

● ৪০ নং আয়াত:

আয়াত থেকে আল্লাহ পাকের তাওহীদ, শিরকের নিন্দা ও অবাস্তবতা এবং মুশরিকদের মূর্খতা ও অজ্ঞতার কথা সুস্পষ্টভাবে জানা যায়। (আইছারুত্তাফাসীর)

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَیْدِی النَّاسِ لِیُذِیْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِیْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُوْنَ ﴿۴۱﴾	(৪১) মানুষের কৃত আমলের[১] দরুন জল-স্থলে[২] ফ্যাসাদ[৩] প্রকাশ হয়ে পড়েছে। যেন তিনি তারা যা আমল করে তার কিছু অংশের মজা তাদেরকে ভোগ করাতে পারেন। (তাহলে) হয়ত তারা ফিরে আসবে।
قُلْ سِیْرُوْا فِی الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلُ ؕ كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّشْرِكِیْنَ ﴿۴۲﴾	(৪২) তুমি বল, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করে দেখ পূর্ববর্তী লোকদের পরিণতি কীরূপ হয়েছিল! তাদের অধিকাংশই ছিল মুশরিক।
فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّیْنِ الْقَیِّمِ مِنْ قَبْلِ اَنْ یَّاْتِیَ یَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ یَوْمَىِٕذٍ یَّصَّدَّعُوْنَ ﴿۴۳﴾	(৪৩) অতএব, তুমি নিজেকে সরল দ্বীনের উপর কায়েম রাখ সেদিন আসার পূর্বে আল্লাহর তরফ থেকে যার টলবার কোনই সম্ভাবনা নেই[৪]। সেদিন তারা বিভক্ত[৫] হয়ে যাবে।
مَنْ كَفَرَ فَعَلَیْهِ كُفْرُهٗ ۚ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِاَنْفُسِهِمْ یَمْهَدُوْنَ ﴿۴۴﴾	(৪৪) কেউ কুফ্‌রী করলে তার কুফ্‌র (-এর শাস্তি) তার-ই উপর পতিত হবে। আর যারা নেক আমল করে তারা নিজেদের জন্যই আরামের বন্দোবস্ত করে[৬]।
لِیَجْزِیَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ اِنَّهٗ لَا یُحِبُّ الْكٰفِرِیْنَ ﴿۴۵﴾	(৪৫) যাতে যারা ঈমান আনে এবং নেক আমলসমূহ করে তাদেরকে তিনি নিজ অনুগ্রহে পুরস্কার দিতে পারেন। নিশ্চয় তিনি কাফেরদেরকে পছন্দ করেন না।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ গোনাহের দরুন। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ সারা পৃথিবীতে। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) "ফাসাদ" বলতে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, রোগ-ব্যাধি, বরকত উঠে যাওয়া, অগ্নিকাণ্ড, পানিতে ডুবে যাওয়া ইত্যাদি বিপদ-আপদকে বোঝানো হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন ও মাআরিফুল কুরআন)

(৪) অর্থাৎ কেয়ামতের দিন। (জালালাইন)

(৫) অর্থাৎ আখেরাতে হিসাব-নিকাশের পর একদল হবে জান্নাতী আর অপরদল হবে জাহান্নামী। এভাবে মানুষ দুই দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। (জালালাইন)

(৬) অর্থাৎ তাদের ঈমান এবং নেক আমলের দরুন জান্নাতের মধ্যে তাদের আনন্দে বসবাসের ব্যবস্থা হয়। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর ও আইছারুত্তাফাসীর)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪১ নং আয়াত:

১. মানুষের গোনাহ এবং অন্যায়ের ফলেই পৃথিবীতে বিভিন্ন আযাব এবং বিপদাপদ নেমে আসে।

২. আযাব ও বিপদাপদ প্রেরণের একটা হেকমত হল আযাব ও বিপদাপদ প্রেরণের মাধ্যমে মানুষকে সতর্ক করে আখেরাতমুখী হতে উৎসাহিত করা।

৩. মানুষের অনেক অপরাধকে আল্লাহ পাক ক্ষমাও করে থাকেন। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে পরীক্ষা করার জন্যও বিপদ আসে; গোনাহের জন্য নয়। নবী-রসূলগণের উপর যে বিপদ এসেছে তা এ পর্যায়েরই। অনেক মুমিনের ক্ষেত্রেও একথাই প্রযোজ্য। বিপদ গোনাহের কারণে এসেছে, নাকি পরীক্ষার উদ্দেশ্যে– তা চেনার একটি সাধারণ উপায় হল, বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি যদি বিপদ আসার পূর্বে গোনাহ করে থাকে তবে বুঝতে হবে গোনাহের কারণে সে বিপদ এসেছে, অন্যথায় ধরে নিতে হবে যে, সে বিপদ পরীক্ষা স্বরূপ। (মাআরিফুল কুরআন থেকে সংক্ষেপিত)

● ৪২ নং আয়াত:

১. শিক্ষার জন্য এবং আল্লাহ পাকের নিদর্শন দেখে হেদায়াত লাভের ইচ্ছায় পৃথিবী ভ্রমণ করা ও বিভিন্ন স্থান সফর করা বিধেয়।

২. পূর্ববর্তীদের মধ্যে মু'মিনের তুলনায় মুশরিকের সংখ্যা বেশি ছিল।

● ৪৩ নং আয়াত:

১. সর্বাবস্থায় ইসলামের উপর পরিপূর্ণভাবে কায়েম থাকা ওয়াজিব। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. ইসলাম সরল ধর্ম, তাতে কোনো বক্রতা নেই।

৩. কেয়ামত ঘটবেই, তা কেউ টলাতে পারবে না।

৪. কেয়ামতের দিন মানুষদের কতক জান্নাতী আর কতক জাহান্নামী হওয়ার মাধ্যমে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে।

● ৪৪-৪৫ নং আয়াতদ্বয়:

১. কুফরীর পরিণতি আর ঈমান ও নেক আমলের পুরস্কারের বিষয় আলোচিত হয়েছে।

২. প্রত্যেকে তার আমলের ফল নিজেই ভোগ করবে।

৩. নেক আমলের পুরস্কার আল্লাহর অনুগ্রহ, আল্লাহর উপর নেক আমলের পুরস্কার দেয়া ওয়াজিব নয়, যেমনটা মুতাযিলা নামক ভ্রান্ত দল মনে করত।

৪. আল্লাহ তাআলা কাফেরদেরকে পছন্দ করেন না। অতএব, কাফেরদের পরিণাম ভালো হবে না।

www.maktabatulabrar.com

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ يُّرْسِلَ الرِّيٰحَ مُبَشِّرٰتٍ وَّلِيُذِيْقَكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهٖ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِاَمْرِهٖ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٤٦﴾

(৪৬) এবং তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি হল, তিনি বায়ুরাশি পাঠান সুসংবাদদাতারূপে,[১] আর যাতে তিনি তোমাদেরকে তাঁর রহমতের স্বাদ ভোগ করান, আর যাতে জাহাজসমূহ তার নির্দেশে চলাচল[২] করে, আর যাতে তোমরা তালাশ কর তাঁর অনুগ্রহ এবং যাতে তোমরা হও শোকরগুজার।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا اِلٰى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوْهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا ؕ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٤٧﴾

(৪৭) আর নিশ্চয় আমি তো তোমার পূর্বেও বহু রসূলকে পাঠিয়েছিলাম তাদের সম্প্রদায়ের কাছে আর তারা সুস্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে তাদের কাছে এসেছিল। অতঃপর যারা অপরাধ করেছে তাদের থেকে আমি প্রতিশোধ নিয়েছি। আর মুমিনদেরকে সাহায্য করা হচ্ছে আমার দায়িত্ব।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বৃষ্টি বর্ষণের পূর্বে বাতাস প্রেরণ করেন যা বৃষ্টির সুসংবাদ বয়ে আনে। (জালালাইন)

(২) অর্থাৎ, তিনি বাতাস প্রেরণ করেন এজন্যও যে, সেই বাতাসের জোরে জাহাজ চলবে এবং জাহাজে চড়ে তোমরা রিযিক অন্বেষণ করবে। (জালালাইন ও সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪৬ নং আয়াত:

১. এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বাতাসের বহুবিধ উপকারিতার কথা উল্লেখ করেছেন।

২. বাতাসকে তাঁর এক বিশেষ নেয়ামত হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

৩. আয়াতে জাহাজে আরোহণ করে (তদ্রূপ অন্যান্য পন্থায়) দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করা এবং হালাল জীবিকা উপার্জনকে উৎসাহিত করা হয়েছে।

৪. নেয়ামতের শোকর আদায়ের কথা বলা হয়েছে।

● ৪৭নং আয়াত:

১. অপরাধীদের শাস্তি অনিবার্য। তবে তার জন্য সময় নির্ধারিত নেই। দুনিয়াতেও হতে পারে আর আখেরাতে তো হবেই। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. মুমিন ও হকপন্থীদেরকে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই সাহায্য করবেন। কারণ, এটা আল্লাহ পাকের দায়িত্ব। (প্রাগুক্ত)

(৪৮) তিনিই আল্লাহ যিনি বায়ুরাশি পাঠান, ফলে তা মেঘমালাকে সঞ্চালন করে। অতঃপর তিনি যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে তাকে আকাশে ছড়িয়ে দেন এবং তা খণ্ড-বিখণ্ডে পরিণত করেন। অতঃপর তুমি দেখতে পাও, বৃষ্টি তার মাঝ থেকে বেরোচ্ছে। এরপর যখন তিনি নিজ বান্দাদের মধ্যে যাদের নিকট ইচ্ছা হয় তাদের কাছে তা পৌঁছিয়ে দেন তখন সহসাই তারা আনন্দ করতে থাকে।	اَللّٰهُ الَّذِیْ یُرْسِلُ الرِّیٰحَ فَتُثِیْرُ سَحَابًا فَیَبْسُطُهٗ فِی السَّمَآءِ كَیْفَ یَشَآءُ وَیَجْعَلُهٗ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ یَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ ۚ فَاِذَاۤ اَصَابَ بِهٖ مَنْ یَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖۤ اِذَا هُمْ یَسْتَبْشِرُوْنَ ﴿۴۸﴾
(৪৯) অথচ এর আগে তাদের উপর বৃষ্টি নাযেল হওয়ার পূর্বে তারা ছিল একেবারেই হতাশাগ্রস্ত[১]।	وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ یُّنَزَّلَ عَلَیْهِمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمُبْلِسِیْنَ ﴿۴۹﴾
(৫০) অতএব, আল্লাহর রহমতের ফলাফলের প্রতি লক্ষ্য কর। কীভাবে তিনি ভূমিকে জীবন দান করেন তার মৃত্যুর পর[২]। নিঃসন্দেহে তিনি মৃতদের জীবনদাতা। আর তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।	فَانْظُرْ اِلٰۤى اٰثٰرِ رَحْمَتِ اللّٰهِ كَیْفَ یُحْیِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ اِنَّ ذٰلِكَ لَمُحْیِ الْمَوْتٰى ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ﴿۵۰﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, বৃষ্টি বর্ষণ হওয়ার ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণরূপে নিরাশ ছিল।

(২) অর্থাৎ, অনাবৃষ্টির ফলে জমিন উৎপাদন ক্ষমতা হারায়। আর বৃষ্টি বর্ষণের ফলে জমিন আবার সতেজ হয়ে ওঠে অর্থাৎ উৎপাদন ক্ষমতা ফিরে পায়। এটাকেই মৃত্যুর পর জীবিত হওয়া বলা হয়েছে। (আইছারুত্তাফাসীর ও জালালাইন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪৮নং আয়াত:

আয়াত থেকে বৃষ্টির পূর্ব অবস্থা জানা যায় এবং জানা যায় যে, বৃষ্টি আল্লাহ পাকের একটা মহা নেয়ামত। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ৪৮-৪৯নং আয়াতদ্বয়:

আয়াতদ্বয় থেকে কাফের ও মুশরিকদের একটি স্বভাব বা চরিত্র সম্বন্ধে জানা যায়। তা হল, নেয়ামত পেলে তার নাশোকরী করা আর না পেলে একেবারেই নিরাশ হয়ে পড়া। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ৫০নং আয়াত:

১. আল্লাহ পাকের রহমত ও কুদরতের প্রতি গভীর শিক্ষণীয় দৃষ্টিতে তাকানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

www.maktabatulabrar.com

২. এ আয়াত মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়ার স্বপক্ষে একটি মজবুত ও স্পষ্ট দলীল।

৩. আল্লাহ তাআলা সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান।

(৫১) আর কসম, আমি যদি এমন বায়ু প্রেরণ করি যার দরুন তারা তা (শস্যক্ষেত্র) হলুদ বর্ণের দেখতে পায়[১] তখন তারা এরপর-ই কুফরী করতে থাকে।	وَلَىِٕنْ اَرْسَلْنَا رِیْحًا فَرَاَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوْا مِنْۢ بَعْدِهٖ یَكْفُرُوْنَ ﴿۵۱﴾
(৫২) সুতরাং তুমি তো মৃতদেরকে শোনাতে পারবে না এবং বধিরদেরকেও শোনাতে পারবে না আহ্বান, যখন তারা পিঠ দেখিয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয়[২]।	فَاِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَآءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِیْنَ ﴿۵۲﴾
(৫৩) এবং তুমি অন্ধদেরকে[৩] ও পথে আনতে পারবে না তাদের গোমরাহী থেকে। তুমি শুধু তাদেরকেই শোনাতে পারবে যারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান রাখে। সুতরাং তারাই মুসলমান।	وَمَاۤ اَنْتَ بِهٰدِ الْعُمْیِ عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ ؕ اِنْ تُسْمِعُ اِلَّا مَنْ یُّؤْمِنُ بِاٰیٰتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿۵۳﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ প্রবল ঝড়-বাতাসের ফলে ফসলের সবুজ-শ্যামলতা দূর হয়ে হলুদ বর্ণ ধারন করে এবং ধ্বংস হয়ে যায়। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর ও জালালাইন)

(২) অর্থাৎ সত্য থেকে বিমুখ হয় এবং পলায়ন করে। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর ও আইছারুত্তাফাসীর)

(৩) অর্থাৎ যারা আল্লাহ পাকের আয়াত তথা নিদর্শনাবলী থেকে চোখ ফিরিয়ে রাখে ইচ্ছাকৃতভাবে। (জালালাইন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫১ নং আয়াত:

আয়াত থেকে কাফেরদের অকৃতজ্ঞতা এবং না-শোকরীর কথা জানা যায়। কারণ, দীর্ঘ নেয়ামত ভোগের পরও সামান্য বিপর্যয় আসলেই তারা নাশোকরী করতে থাকে।

● ৫২-৫৩ নং আয়াতদ্বয়:

১. কাফের সম্প্রদায় হল মৃত। কাজেই তারা শুনতেও পায় না, দেখতেও পায় না। পক্ষান্তরে মুমিনরা-ই হল জীবিত। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. কাউকে হেদায়াত দানের ক্ষমতা কোন মানুষের হাতে নেই। এমনকি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এরও ছিল না। (বয়ানুল কুরআন)

اَللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَكُمْ مِّنْ ضُعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ ضُعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَّشَیْبَةً ؕ یَخْلُقُ مَا یَشَآءُ ۚ وَهُوَ الْعَلِیْمُ الْقَدِیْرُ ﴿۵۴﴾	(৫৪) আল্লাহ এমন যে, তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেন দুর্বলরূপে[১]। অনন্তর দুর্বলতার পর দান করেন শক্তি[২], শক্তির পর আবার দেন দুর্বলতা এবং বার্ধক্য। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। এবং তিনিই মহা জ্ঞানী মহা শক্তিশালী।
وَیَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ یُقْسِمُ الْمُجْرِمُوْنَ ۙ مَا لَبِثُوْا غَیْرَ سَاعَةٍ ؕ كَذٰلِكَ كَانُوْا یُؤْفَكُوْنَ ﴿۵۵﴾	(৫৫) এবং যেদিন কেয়ামত কায়েম হবে অপরাধীরা কসম খেয়ে বলবে, তারা এক মুহূর্ত ছাড়া অবস্থান করেনি[৩]। এভাবেই তারা উল্টো পথে চলত[৪]।
وَقَالَ الَّذِیْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَالْاِیْمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِیْ كِتٰبِ اللّٰهِ اِلٰی یَوْمِ الْبَعْثِ ۚ فَهٰذَا یَوْمُ الْبَعْثِ وَلٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۵۶﴾	(৫৬) আর যাদেরকে ইল্‌ম এবং ঈমান দেয়া হয়েছে তারা বলবে, তোমরা তো আল্লাহর কিতাবমতে পুনরুত্থানের দিন পর্যন্তই অবস্থান করেছ। বস্তুত পুনরুত্থানের দিন এটাই। কিন্তু তোমরা জানতে না।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ দুর্বল শিশুরূপে। (বয়ানুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ যৌবন। (বায়ানুল কুরআন)

(৩) কাফেররা হাশরের মাঠের ভয়াবহতা দেখে বলতে থাকবে যে, কবরের মধ্যে আমরা মাত্র এক মুহূর্ত ছিলাম। হাশরের মাঠের ভয়াবহতার ফলে পূর্বের সময়টুকু তাদের কাছে খুবই সামান্য বলে মনে হবে। (বয়ানুল কুরআন)

(৪) অর্থাৎ এভাবেই তারা দুনিয়াতেও মিথ্যা কসম খেয়ে বলত যে, কখনোই কেয়ামত হবে না। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫৪ নং আয়াত:

আয়াত দ্বারা আখেরাতে পুনরায় জীবিত হওয়ার সত্যতা প্রমাণিত হয়। কারণ, যিনি মানুষকে দুর্বল থেকে শক্তিশালী এবং শক্তিশালী থেকে আবার দুর্বল তথা বার্ধক্যে পরিণত করতে পারেন তিনি অবশ্যই পুনরায় জীবিতও করতে পারবেন। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ৫৫ নং আয়াত:

আয়াত দ্বারা হাশরের মাঠের ভয়াবহ পরিস্থিতি সম্বন্ধে আঁচ করা যায়।

● ৫৬ নং আয়াত:

আয়াত দ্বারা ঈমানদার, বিশেষ করে আলেমগণের ফযীলত প্রমাণিত হয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

www.maktabatulabrar.com

فَیَوْمَئِذٍ لَّا یَنْفَعُ الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ یُسْتَعْتَبُوْنَ ﴿۵۷﴾	(৫৭) আর সেদিন জালেমদের উপকারে আসবে না তাদের ওযর-আপত্তি আর না তাদেরকে তওবা[১] করে সন্তুষ্টির পথে আসতে বলা হবে।
وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِیْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ؕ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِاٰیَةٍ لَّیَقُوْلَنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْۤا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُبْطِلُوْنَ ﴿۵۸﴾	(৫৮) আমি তো এ কুরআনের মধ্যে মানুষের জন্য সব রকমের উদাহরণ পেশ করেছি। আর কসম, তুমি যদি তাদের কাছে কোন নিদর্শন নিয়ে আস তাহলে ঐ কাফেররা অবশ্যই বলবে, "তোমরা তো বাতিলপন্থী ছাড়া কিছুই না"।
كَذٰلِكَ یَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰی قُلُوْبِ الَّذِیْنَ لَا یَعْلَمُوْنَ ﴿۵۹﴾	(৫৯) এভাবেই আল্লাহ সেসব লোকদের অন্তর-মনে মোহর মেরে দেন যারা জ্ঞান রাখে না।
فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلَا یَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِیْنَ لَا یُوْقِنُوْنَ ﴿۶۰﴾	(৬০) সুতরাং তুমি ধৈর্য্যধারণ কর। আল্লাহর ওয়াদা অবশ্যই সত্য। আর যারা বিশ্বাস রাখে না, তারা যেন তোমাকে বিচলিত করতে না পারে[২]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) لا يستعتبون অর্থাৎ لا يطلب منهم العتبى তাদেরকে তওবা করতে বলা হবে না যেভাবে দুনিয়াতে বলা হত। (আইছারুত্তাফাসীর)

(২) অর্থাৎ তাদের ঠাট্টা-বিদ্রূপে অতিষ্ঠ হয়ে তুমি দ্বীনের দাওয়াত ছেড়ে দিবে– এমন যেন না হয়। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫৭ নং আয়াত:

নেক আমল দুনিয়াতেই করে নিতে হবে। আখেরাতে নেক আমলের যেমন সুযোগ নেই তেমনি কোন রকম ওযর-আপত্তিও গ্রহণযোগ্য হবে না।

● ৫৮ নং আয়াত:

১. কুরআনে শিক্ষার জন্য সব ধরনের উপমা পেশ করা হয়েছে।

২. কখনো কখনো বতিলপন্থীরা-ই হকপন্থীদেরকে বাতিলপন্থী বলে আখ্যায়িত করে থাকে।

● ৫৯ নং আয়াত:

১. যারা দ্বীন নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপে লিপ্ত হয় এবং তার বিরোধিতা করে আল্লাহ তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেন। ফলে তাদের ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য হয় না। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ৬০ নং আয়াত:

১. দ্বীনের প্রচারক এবং আলেমগণের উচিত প্রতিকূল এবং বিরুদ্ধ পরিবেশে ধৈর্য্যের সাথে সবকিছু মোকাবেলা করা, সবর করা। কারণ, আল্লাহ পাকের সাহায্যের ওয়াদা তো অবশ্যই সত্য। (বয়ানুল কুরআন ও আইছারুত্তাফাসীর)

২. মুমিনদেরকে দ্বীনের উপর অটল থাকতে বলা হয়েছে। সাবধান করা হয়েছে যে, অমুসলিম অবিশ্বাসীরা যেন কোনক্রমেই মুমিনদেরকে বিচলিত করতে না পারে।

(৩১) সূরা লোকমান[১] মক্কী
৩৪ আয়াত, ৪ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

الٓمّٓ ①	(১) আলিফ লাম মীম[২]।
تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ②	(২) এগুলো[৩] মহা হেকমতপূর্ণ কিতাবের আয়াত।
هُدًى وَّرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِيْنَ ③	(৩) উত্তমভাবে নেক আমল সম্পাদন- কারীদের জন্য হেদায়াত ও রহমত স্বরূপ।
الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ④	(৪) যারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয়। আর তারাই আখেরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।
اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ⑤	(৫) তারা নিজ প্রতিপালকের তরফ থেকে হেদায়াতের উপর রয়েছে এবং তারাই সফলকাম।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ। এতে ৩৪ আয়াত রয়েছে। এ সূরায় হাকীম লোকমানের কাহিনী এবং তাঁর পুত্রের প্রতি কিছু উপদেশের কথা উল্লেখিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গেই সূরার নামকরণ হয়েছে "লোকমান"। (মাআরিফুল কুরআন ও সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(২) এ শব্দের সঠিক অর্থ আল্লাহ তাআলা-ই ভালো জানেন।

(৩) এগুলো অর্থাৎ এ সূরার মধ্যে বা কুরআনের মধ্যে যা কিছু বর্ণিত আছে। (বয়ানুল কুরআন)

www.maktabatulabrar.com

আহকাম ও শিক্ষা

● ১ নং আয়াত:

ব্যবহৃত শব্দাবলীর দ্বারা কুরআনে কারীমের এক বিশেষ ভঙ্গিমা, শ্রেষ্ঠত্ব এবং ব্যতিক্রমতার প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ২-৩ নং আয়াতদ্বয়:

আয়াতদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয়, কুরআন এক মহা হেকমতপূর্ণ হেদায়াত এবং রহমতের কিতাব। তবে তা হেদায়াত এবং রহমত কেবলমাত্র সেসব লোকদের জন্য, যারা উত্তমভাবে নেক আমল সম্পাদন করার তথা কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন পরিচালনার ইচ্ছা রাখে। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ৪-৫ নং আয়াতদ্বয়:

নামায, যাকাত এবং আখেরাতের প্রতি দৃঢ়বিশ্বাসের ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে এবং যারা এগুলো পালন করে তাদেরকে "মুহসিন" (উত্তমভাবে নেক আমল সম্পাদনকারী) এবং সফলকাম বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তবে এখানে উল্লেখ্য যে, যারা নামায পড়ে, যাকাত প্রদান করে এবং আখেরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখে– এই তিনটি আমল করলেই চলবে একথা বলা হয়নি। যারা এসব আমল যারা করে তারা অন্যান্য জরুরী আমলও পরিত্যাগ করবে না– এটাই স্বাভাবিক।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِيْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ وَّيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ⑥	(৬) আর কিছু লোক[১] এমন আছে যারা কোন জ্ঞান ছাড়াই অনর্থক কথা-বার্তা[২] খরিদ করে যেন আল্লাহর পথ থেকে গোমরাহ করতে পারে। এবং তাকে[৩] বিদ্রূপের বিষয় বানাতে পারে। ঐসব লোক, তাদের জন্যই রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।
وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا وَلّٰى مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا كَاَنَّ فِيْٓ اُذُنَيْهِ وَقْرًا ۚ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ⑦	(৭) আর যখন তার সামনে আমার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা হয় তখন সে অহংকারে মুখ ফিরিয়ে নেয় যেন সে তা শুনতেই পায়নি, যেন তার দু'কানে ছিপি আছে। অতএব তাকে বেদনাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ[৪] দাও।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এখানে এবং পরবর্তী আয়াতে নযর ইবনে হারেস নামক মুশরিকের বিষয় আলোচিত হয়েছে। সে ব্যাবসার উদ্দেশ্য বিভিন্ন দেশে গমন করত। একবার সে পারস্যের বাদশাহদের কিচ্ছা-কাহিনী বর্ণিত কিছু পুস্তক খরিদ করে এনে মক্কার লোকদেরকে বলতে লাগল, মুহাম্মাদ

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তোমাদেরকে আদ ও ছামূদের কাহিনী শোনায়। আমি তোমাদেরকে রুস্তম প্রমুখ পারস্য সম্রাটদের কাহিনী শোনাব। এভাবে সে মানুষকে ইসলাম থেকে দূরে সরাতে লাগল। এ ব্যক্তি সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) لهو الحديث অর্থ হল, অনর্থক কিচ্ছা-কাহিনী কিংবা খেলাধূলা বা নাচ-গান ইত্যাদি।

(৩) অর্থাৎ আল্লাহর পথকে। (বয়ানুল কুরআন)

(৪) এখানে "সুসংবাদ" শব্দটি বিদ্রূপাত্মক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। (জালালাইন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৬নং আয়াত:

১. এ আয়াতের প্রাসঙ্গিক মাসআলা হল, ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে দেয় এমনসব গল্প-উপন্যাস-কবিতা-প্রবন্ধ এবং খেলাধূলা সম্পূর্ণ হারাম। তবে বিজ্ঞ আলেমগণ সমালোচনার উদ্দেশ্যে এসব রচনা পাঠ করতে পারেন। তেমনিভাবে শারীরিক ব্যায়ামের জন্য উপকারী এবং মানুষকে ইসলাম থেকে গাফেল করে না– এমন সব খেলাধূলাও জায়েয। (মাআরিফুল কুরআন সংক্ষেপ)

২. দ্বীনের পথ তথা দ্বীনের কোন বিষয় নিয়ে বিদ্রূপ নিষেধ।

● ৭নং আয়াত:

আয়াত দ্বারা হক শোনার পর বাতিলপন্থীদের আচরণ এবং পরিণামে তাদের ভয়াবহ শাস্তির কথা জানা যায়।

(৮) যারা ঈমান আনে এবং নেক আমলসমূহ করে তাদের জন্য অবশ্যই রয়েছে নেয়ামতপূর্ণ উদ্যানরাজি।	اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتُ النَّعِيْمِ ۝٨
(৯) সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আল্লাহ সত্য ওয়াদা করেছেন[১]। এবং তিনি মহা ক্ষমতাশালী, মহা হেকমতের অধিকারী।	خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝٩
(১০) তিনি তোমাদের দৃষ্টিগোচর হয়– এমন খুঁটি ব্যতীত আকাশমণ্ডলীকে সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবীতে স্থাপন করেছেন স্থিত পর্বতমালা, যাতে তোমাদেরকে নিয়ে তা (পৃথিবী) দোল না খায়। এবং তাতে তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন সব রকমের জীব-জন্তু। আর আমি[২] আসমান থেকে পানি বর্ষণ করি অতঃপর আমি তাতে উৎপন্ন করি সব রকমের কল্যাণকর উদ্ভিদ।	خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ ؕ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ ۝١٠
(১১) এ-ই হল আল্লাহ সৃষ্টি। এখন তিনি ছাড়া আর যারা আছে তারা কি সৃষ্টি করেছে তা আমাকে দেখাও। বরং এই জালেমরা সুস্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে আছে।	هٰذَا خَلْقُ اللّٰهِ فَاَرُوْنِىْ مَاذَا خَلَقَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ ؕ بَلِ الظّٰلِمُوْنَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝١١

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এখানে "ওয়াদা করেছেন" ক্রিয়াটি উহ্য আছে। (জালালাইন)

(২) এখানে তৃতীয় পুরুষ থেকে প্রথম পুরুষের দিকে التفات হয়েছে। যা আরবী ভাষা ও সাহিত্যের একটি বিশেষ অলংকার।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৮-৯নং আয়াতদ্বয়:

আয়াতদ্বয়ে ঈমান এবং নেক আমলের পুরস্কারের কথা বর্ণিত হয়েছে।

● ১০-১১নং আয়াতদ্বয়:

১. আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ পাকের একত্ব এবং তাঁর সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। কারণ, বিশাল আসমানকে কোন প্রকার খুঁটি ছাড়া আপন স্থানে স্থির রাখা, পৃথিবীকে অসংখ্য পাহাড়ের পেরেক দিয়ে ঠিক রাখা, পৃথিবীব্যাপী নানা রকমের জীব-জন্তু সৃষ্টি করা এবং আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণের মাধ্যমে পৃথিবীতে ফসল উৎপন্ন করা ইত্যাদি সব তাঁর-ই মহান কীর্তি। কাজেই তিনি ছাড়া আর কে ইলাহ হবেন?

২. তথাকথিত মূর্তিদের ইলাহ না হওয়ার যুক্তি তুলে ধরা হয়েছে যে, সেগুলো তো এসব কিছুই করতে অক্ষম।

৩. মূর্তিপূজারীরা বিভ্রান্ত। তারা শিরকের মাধ্যমে নিজেদের প্রতি অবিচার করে চলেছে।

(১২) আর আমি তো অবশ্যই লোকমান[৩]কে দান করেছি হেকমত[১] (এবং বলেছি) যে[৩], তুমি আল্লাহর শোকর করতে থাক। বস্তুত যে শোকর করে সে তো নিজের লাভের জন্যই শোকর করে। আর কেউ নাশোকরী করলে আল্লাহ নিশ্চয় অমুখাপেক্ষী[৪], মহা প্রশংসিত।	وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمٰنَ الْحِكْمَةَ اَنِ اشْكُرْ لِلّٰهِ ؕ وَمَنْ يَّشْكُرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ حَمِيْدٌ ۝١٢
(১৩) আর স্মরণ[৫] কর, যখন লোকমান তার পুত্রকে উপদেশচ্ছলে বলেছিল, হে আমার আদরের পুত্র, আল্লাহর সাথে শরীক কর না। নিঃসন্দেহে শিরক তো চরম জুলুম।	وَاِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَىَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ۝١٣

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এক বর্ণনানুসারে হযরত লোকমান হযরত আইয়ূব (আ.)-এর ভাগ্নে ছিলেন। তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করেছিলেন এবং এবং হযরত দাউদ (আ.)-এর সময়েও বেঁচে ছিলেন। তিনি নবী ছিলেন না। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) হেকমত দ্বারা উদ্দেশ্য হল, ইল্‌ম ও সে অনুযায়ী আমল। হেকমত দ্বারা এখানে জ্ঞানবত্তাও উদ্দেশ্য হতে পারে। (বয়ানুল কুরআন, জালালাইন-টীকা ও মাআরিফুল কুরআন)

(৩) "এবং বলেছি" বাক্যটি এখানে উহ্য আছে। (জালালাইন) লোকমান যেহেতু নবী ছিলেন না সেহেতু এই নির্দেশ ওহীর মাধ্যমে নয়, বরং ইল্হামের মাধ্যমে হওয়া সম্ভব। (মাআরিফুল কুরআন)

(৪) অর্থাৎ আল্লাহ পাক কারো শোকরের মুখাপেক্ষী নন।

(৫) "স্মরণ কর" বাক্যটি এখানে উহ্য আছে। (জালালাইন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১২নং আয়াত:

১. হযরত লোকমানকে আল্লাহ তা'আলা বিশেষ হেকমত বা জ্ঞানবত্তা দান করেছিলেন। তাঁর অনেক জ্ঞানগর্ভ বাণীর কথা শোনা যায়। (মাআরিফুল কুরআন)

২. আল্লাহ পাকের শোকর আদায়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

৩. শোকর আদায়ের দ্বারা নিজের-ই লাভ হয়ে থাকে। কারণ, শোকর আদায়ের ফলে আল্লাহ তা'আলা নেয়ামত বৃদ্ধি করে দেন। পক্ষান্তরে শোকর আদায় না করলে আল্লাহ পাকের কোন-ই ক্ষতি নেই।

৪. আল্লাহ তাআলা মানুষের শোকরসহ কোনো কিছুর মুখাপেক্ষী নন।

● ১৩নং আয়াত:

আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় শির্ক হল চরম জুলুম ও অপরাধ। কাজেই শির্ক থেকে সকলেরই বেঁচে থাকা উচিত। (আইছারুত্তাফাসীর)

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۚ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصٰلُهٗ فِىْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْ لِىْ وَلِوَالِدَيْكَ ؕ اِلَىَّ الْمَصِيْرُ ﴿۱۴﴾

(১৪) এবং[১] আমি মানুষকে তার পিতা-মাতা সম্বন্ধে জোর নির্দেশ দিয়েছি[২]। তার মা দুর্বলতার পর দুর্বলতা সয়ে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে[৩]। আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দু' বৎসরে। (এবং মানুষকে বলেছি যে,) আমার এবং তোমার পিতা-মাতার শোকর আদায় কর। ফিরে আসার স্থান তো আমার কাছেই।

وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰٓى اَنْ تُشْرِكَ بِىْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا ۖ وَّاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَىَّ ۚ ثُمَّ اِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۵﴾

(১৫) আর তারা যদি এমন কিছুকে আমার শরীক দাঁড় করাতে তোমাকে চাপ দেয় যে সম্বন্ধে তোমার কোনই জ্ঞান নেই, তাহলে তুমি তাদের আনুগত্য কর না। তবে দুনিয়ায় তাদের সাথে সদ্ভাবে থাকবে। আর এমন ব্যক্তির পথ অনুসরণ করবে যে আমার দিকে রুজু হয়[৪]। অতঃপর তোমাদের ফিরে আসার স্থান আমার কাছেই। তখন আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দিব তোমরা যা করতে।

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এখানে ১৪-১৫ নং আয়াত দুটি হযরত লোকমানের আলোচনার সাথে সম্পর্কহীন। তবে উপরোক্ত তাওহীদের আলোচনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

(২) অর্থাৎ ভালো আচরণ এবং তাদের হক আদায় করার নির্দেশ দিয়েছি।

(৩) প্রথমত গর্ভে ধারণের ফলে দুর্বলতা, দ্বিতীয়ত ভূমিষ্ট করার ফলে দুর্বলতা, তৃতীয়ত লালন-পালনের কষ্টের ফলে দুর্বলতা। (জালালাইন)

(৪) অর্থাৎ নবী ও সাহাবাগণের পথ। (জালালাইন-টীকা)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৪ নং আয়াত:

১. পিতা-মাতার সাথে ভালো আচরণ করা এবং তাদের উপযুক্ত হক আদায় করা সন্তানের উপর ওয়াজিব।

২. আল্লাহ তাআলা তাঁর শোকর আদায়ের নির্দেশের সাথে পিতা-মাতার শোকর আদায়েরও জোর নির্দেশ দিয়েছেন। এতেই পিতা-মাতার অধিকারের গুরুত্ব প্রমাণিত হয়।

● ১৫ নং আয়াত:

১. আল্লাহ পাকের হুকুম অমান্য করে কোন ব্যক্তির আনুগত্য করা জায়েয হবে না। এমন কি আল্লাহ পাকের হুকুম অমান্য করে পিতা-মাতার আনুগত্যও করা চলবে না। তবে দুনিয়াতে যথাসম্ভব তাদের সাথে ভালো আচরণ করে যেতে হবে। (মাআরিফুল কুরআন)

২. যারা আল্লাহর দিকে রুজু হয় তাদের পথ তথা নবী ও সাহাবাগণের পথ, তদ্রূপ হকপন্থী পূর্বসূরীদের পথ অনুসরণ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

৩. আল্লাহর কাছে সকলকে ফিরে যেতে হবে এবং তখন সকলের আমলের বদলা দেয়া হবে।

يٰبُنَىَّ اِنَّهَآ اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِىْ صَخْرَةٍ اَوْ فِى السَّمٰوٰتِ اَوْ فِى الْاَرْضِ يَاْتِ بِهَا اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ﴿۱۶﴾

(১৬) হে আমার স্নেহের[১] পুত্র, নিশ্চয় তা (আমল) যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয় এবং তা যদি থাকে পাথরের ভেতরে অথবা আসমানসমূহে কিংবা জমিনের ভেতরে[২] তবে আল্লাহ তা-ও উপস্থিত করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ অত্যন্ত সুক্ষ্ম জ্ঞানী, সব বিষয়ে অবহিত।

يٰبُنَىَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَآ اَصَابَكَ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ﴿۱۷﴾

(১৭) হে স্নেহের পুত্র, নামায কায়েম করবে, নেক কাজের আদেশ দিবে, অন্যায় কাজ থেকে বারণ করবে এবং তোমার উপর কোন বিপদ এলে তাতে ধৈর্যধারণ করবে। নিশ্চয়, এটা[৩] দৃঢ়সংকল্পজাত কার্যাবলীর একটি।

(১৮) আর তুমি মানুষের সামনে নিজের গাল ফুলিয়ে রেখো না[৪]। এবং জমিনের উপর গর্ব করে চলা-ফেরা কর না। নিশ্চয় আল্লাহ কোন আত্মগর্বী, অহংকারী লোককে পছন্দ করেন না।	وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾
(১৯) আর নিজ হাঁটা-চলায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করবে[৫] এবং নিজ কণ্ঠস্বর নিচু রাখবে। নিঃসন্দেহে আওয়াজসমূহের মধ্যে গাধার আওয়াজ-ই সবচেয়ে অপছন্দনীয়[৬]।	وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴿١٩﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এখানে يُحِبُّ শব্দটি تصغير হয়েছে ছোট বা নীচ বোঝানোর জন্য নয় বরং স্নেহ এবং ভালবাসা প্রকাশের জন্য। (জালালাইন) এ জন্যই তরজমায় "স্নেহের" শব্দ যোগ করা হয়েছে।

(২) এসব কথার উদ্দেশ্য হল, নেক আমল বা বদ আমল যত গোপনেই করা হোক না কেন আল্লাহ তাআলা তার সংবাদ রাখেন এবং হাশরের মাঠে তা উপস্থাপন করবেন। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) অর্থাৎ ধৈর্যধারণ করা। (বয়ানুল কুরআন)

(৪) অর্থাৎ অহংকারবশত মানুষের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না। আসলে لَا تُصَعِّرْ صعر শব্দটি ধাতু থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ উটের এক প্রকার রোগ, যার ফলে তার ঘাড় বেঁকে যায়। এখানে রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন)

(৫) অর্থাৎ খুব তাড়াতাড়িও হাঁটবে না, যা ভদ্রতার খেলাফ এবং তাতে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা আছে আবার খুব ধীরে ধীরেও হাঁটবে না, যা অহংকারীদের স্বভাব বা স্ত্রী লোকের স্বভাব বা রোগীদের স্বভাব। বরং হাঁটা-চলায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করবে। (মাআরিফুল কুরআন থেকে সংক্ষেপিত)

(৬) কারণ, গাধার আওয়াজ খুব উচ্চস্বরে হয়ে থাকে । (আইছারুত্তাফাসীর)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৬নং আয়াত:

১. নেক আমল হোক বা বদ আমল হোক কোন আমলকেই ছোট এবং সামান্য মনে করা উচিত নয়। সবটাই হিসেবে আসবে। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. আল্লাহ তাআলা সব বিষয়ের খবর রাখেন।

● ১৭নং আয়াত:

১. নামায কায়েম করা, নেক কাজের আদেশ এবং বদ কাজের নিষেধ করা আর ধৈর্য ধারণ করা অতি গুরুত্বপূর্ণ আমল। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. ধৈর্যধারণ করা দৃঢ়সংকল্পের আমল তথা উচ্চাঙ্গের আমল।

● ১৮-১৯ নং আয়াতদ্বয়:

www.maktabatulabrar.com

১. আয়াতদ্বয়ে মানুষকে চারটি শিষ্ঠাচার বা সামাজিক আচরণ শিক্ষা দেয়া হয়েছে। (১) মানুষের সাথে কথা-বার্তা বলার সময় অহংকারবশত মুখ ফিরিয়ে কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে। (২) পৃথিবীতে গর্বের সাথে হাঁটা-চলা করতে নিষেধ করা হয়েছে। (৩) মধ্যবর্তী চাল-চলন গ্রহণ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। (৪) উচস্বরে চিৎকার করে কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন)

২. আল্লাহ তাআলা অহংকারকে খুবই অপছন্দ করেন।

(২০) তোমরা কি দেখ না যে, আকাশমণ্ডলীতে যা আছে এবং পৃথিবীতে যা আছে সব-ই আল্লাহ তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করে দিয়েছেন[১] এবং তোমাদের উপর তার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নেয়ামতসমূহ[২] পূর্ণ করে দিয়েছেন? আর কিছু লোক আছে যারা আল্লাহ সম্বন্ধে বিতর্ক করে কোন ইল্‌ম ছাড়া, প্রমাণ[৩] ছাড়া এবং কোন কিতাব ছাড়া যা আলো দেখাতে পারে।	أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ۗ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتٰبٍ مُنِيرٍ ﴿٢٠﴾
(২১) এবং তাদেরকে যখন বলা হয় "আল্লাহ যা নাযেল করেছেন তোমরা তার অনুসরণ কর" তখন তারা বলে, "না, আমাদের বাপ-দাদাদেরকে যার উপর পেয়েছি আমরা তার-ই অনুসরণ করব"। (আল্লাহ বলেন,[৪]) শয়তান যদি তাদেরকে জাহান্নামের আযাবের দিকে ডাকে তবুও কি?[৫]	وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۗ أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطٰنُ يَدْعُوهُمْ إِلٰى عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿٢١﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) تسخير শব্দের অর্থ কোন বস্তুকে কোন বিশেষ কাজে বাধ্যতামূলকভাবে নিয়োজিত করে রাখা। আল্লাহ তা'আলা আসমান ও জমিনের সবকিছুই মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করে রেখেছেন। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) প্রকাশ্য নেয়ামত বলতে মানুষের সুঠাম দেহ, সুস্থতা, ধন-সম্পদ এবং জাগতিক সব কিছু আর অপ্রকাশ্য নেয়ামত বলতে আল্লাহ পাকের পরিচয়, জ্ঞান-বুদ্ধি, সচ্চরিত্র ইত্যাদিকে বোঝানো হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন)

(৩) এখানে هدى অর্থ যুক্তিগত দলীল-প্রমাণ। (বয়ানুল কুরআন)

(৪) "আল্লাহ বলেন" কথাটি এখানে উহ্য আছে। (জালালাইন)

(৫) অর্থাৎ তবুও কি তোমরা তার অনুসরণ করবে?

আহকাম ও শিক্ষা

● ২০ নং আয়াত:

সকল মানুষের উপর ওয়াজিব হল, একমাত্র আল্লাহ পাকের ডাকে সাড়া দেয়া, তাঁর আনুগত্য করা এবং তাঁর শোকর আদায় করা। কারণ, তিনি মানুষের কল্যাণে পৃথিবীর সবকিছু নিয়োজিত করেছেন। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. না জেনে না শুনে আল্লাহ পাক সম্বন্ধে বিতর্ক করা হারাম। (প্রাগুক্ত)

● ২১ নং আয়াত:

১. বাতিল এবং খোদাদ্রোহী শক্তি যে কেউ হোক না কেন তার আনুগত্য করা হারাম। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. বাপ-দাদা প্রমুখ পূর্বসূরীরা জ্ঞানী ও হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়ে থাকলে তাদের অনুসরণে কোন বাধা নেই।

৩. শয়তানই অজ্ঞ ও গোমরাহ পূর্বসূরীদের অন্ধ অনুকরণের দিকে ডেকে থাকে, এভাবে প্রকারান্তরে সে জাহান্নামের দিকে ডেকে থাকে।

وَمَنْ يُّسْلِمْ وَجْهَهٗۤ اِلَى اللّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ؕ وَاِلَى اللّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ﴿۲۲﴾	(২২) আর কেউ আন্তরিক হয়ে আপন চেহারাকে আল্লাহর সামনে নত করলে[১] সে তো আঁকড়ে ধরল এক মজবুত হাতল[২]। আর আল্লাহর কাছেই সব বিষয়ের পরিণতি।
وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهٗ ؕ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿۲۳﴾	(২৩) আর কেউ কুফ্‌রী করলে তার কুফ্‌রী যেন তোমাকে চিন্তিত না করে। তাদের ফিরে আসার স্থান আমার কাছেই। তখন তাদেরকে আমি জানিয়ে দিব তারা যা করেছে তা। নিশ্চয় আল্লাহ অন্তরসমূহের বিষয় সম্বন্ধে ভালোরূপে অবগত।
نُمَتِّعُهُمْ قَلِيْلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ اِلٰى عَذَابٍ غَلِيْظٍ ﴿۲۴﴾	(২৪) তাদেরকে আমি অল্প কিছু দিনের জন্য ভোগ-বিলাস করতে দিব অতঃপর তাদেরকে কঠিন শাস্তি (ভোগ করা)–এর দিকে যেতে বাধ্য করব[৩]।
وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ؕ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۲۵﴾	(২৫) আর তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন? তাহলে তারা অবশ্যই বলবে "আল্লাহ"। বল, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য[৪]। বরং তাদের অধিকাংশই জানে না।

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ আক্বীদা ও আমলে পুরোপুরি ইসলামের অনুসারী হলে। (বয়ানুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ মজবুত হাতল ধরে যেভাবে অনেক সময় বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায় তেমনি সে ইসলামের কারণে ধ্বংস থেকে রক্ষা পেল।

(৩) আখেরাতের মধ্যে। কাজেই তাদের খুশী হওয়ার কারণ নেই। (বয়ানুল কুরআন)

(৪) এখানে প্রশংসা বা শোকর করতে বলা হচ্ছে এ কারণে যে, তাদের মুখ থেকেই ইসলামের সত্যতা প্রমাণিত হচ্ছে। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২২ নং আয়াত:

১. ইসলাম তথা আল্লাহ তা'আলার কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পন-ই হল মুক্তির একমাত্র পথ।

২. সবকিছুর শেষ পরিণাম আল্লাহর উপর ন্যস্ত।

● ২৩-২৪ নং আয়াতদ্বয়:

১. দুনিয়াতে কাফেরদের কুফ্‌রীর বাড়াবাড়ি এবং ভোগ-বিলাস দেখে মুমিনদের চিন্তিত হওয়ার নেই। কারণ, অল্প কিছুদিন পরেই এসবের কঠোর পরিণতি তারা ভোগ করবে।

২. সকলকে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে।

৩. আল্লাহ অন্তর্যামী।

●২৫ নং আয়াত:

মুশরিকরাও আল্লাহকে রব এবং সৃষ্টিকর্তা বলে স্বীকার করত, তবে ইবাদতের ক্ষেত্রে তাঁর সাথে অন্যকে শরীক করত। যেমন: আজকাল অনেকে পীর ইত্যাদিকে শরীক করে থাকে। (আইছারুত্তাফাসীর)

لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِىُّ الْحَمِيْدُ ﴿۲۶﴾	(২৬) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা আছে সব আল্লাহর-ই। আল্লাহ, নিঃসন্দেহে তিনি অমুখাপেক্ষী, স্বয়ং প্রশংসিত।
وَلَوْ اَنَّ مَا فِى الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَّالْبَحْرُ يَمُدُّهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمٰتُ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿۲۷﴾	(২৭) আর পৃথিবীতে যত বৃক্ষ রয়েছে সব যদি কলম হয়[১] এবং এই যে[২] সমুদ্র তার পরে আরও সাত সমুদ্রও যদি তার সাথে যুক্ত হয় তবুও আল্লাহর (গুণাবলীর) কথামালা শেষ হবে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহা ক্ষমতাশালী, মহা হেকমতওয়ালা।
مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ﴿۲۸﴾	(২৮) তোমাদের সবাইকে সৃষ্টি করা এবং পুনর্জীবিত করা মাত্র এক ব্যক্তির (সৃষ্টি ও পুনর্জীবিত করার) মতই[৩]। নিশ্চয় আল্লাহ সব শোনেন, সব দেখেন।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ সকল গাছ দিয়ে যদি সাধারণ কলমের মত কলম বানানো হয়। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) তরজমায় "এই যে" যোগ করার কারণ হল الف ولام এখানে عهد خارجى অর্থে।

(৩) অর্থাৎ একজন ব্যক্তিকে সৃষ্টি করা এবং তার মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করা আল্লাহ পাকের কাছে যেমনি সহজ, তেমনি সারা মানবজাতিকে প্রথমবার সৃষ্টি করা এবং মৃত্যুর পর পুনরায় সৃষ্টি করাও একই রকম সহজ। কারণ, তিনি তো "হও" বললেই সব হয়ে যায়। (জালালাইন ও আইছারুত্তাফাসীর)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৬ নং আয়াত:

আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলার সর্বময় ক্ষমতার কথা জানা যায়।

● ২৭ নং আয়াত:

আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়, আল্লাহ পাকের গুণাবলী ও কুদরত সীমাহীন। কাজেই এই সীমাহীন বিষয়কে সীমাবদ্ধ মানুষ সীমাবদ্ধ উপকরণ দিয়ে কী করে লিখে শেষ করবে? (মাআরিফুল কুরআন থেকে সংক্ষেপিত।)

● ২৮নং আয়াত:

১. আখেরাতের সত্যতা এবং বাস্তবতা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়। আল্লাহর পক্ষে পুনরায় সকলকে জীবিত করা মোটেই কঠিন নয়।

২. আল্লাহ সব শোনেন সব জানেন। সেমতে তিনি সবকিছুর বিচার করবেন।

৩. আল্লাহর আসমায়ে হুসনা তথা সুন্দর অর্থবোধক নামসমূহের দুটো নাম سَمِيْعٌ ও بَصِيْرٌ প্রমাণিত হয়।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۙ كُلٌّ يَّجْرِىْٓ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّاَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿٢٩﴾	(২৯) তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ রাতকে দিনের ভেতর এবং দিনকে রাতের ভেতর প্রবেশ করান আর সূর্য ও চাঁদকে তিনি কাজে নিয়োজিত করে রেখেছেন। প্রত্যেকটি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত চলতে থাকবে১। আর তোমরা যা কর আল্লাহ অবশ্যই সে সম্পর্কে অবহিত।
ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الْبَاطِلُ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِىُّ الْكَبِيْرُ ﴿٣٠﴾	(৩০) এটা২ এ কারণে যে, নিঃসন্দেহে আল্লাহই সত্য। এবং তাকে ছাড়া যাদেরকে তারা ডাকে তারা অবশ্যই বাতিল। আর নিশ্চয়, আল্লাহ-ই হলেন উঁচু মর্যাদাশীল, অতি মহান।

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ কেয়ামত পর্যন্ত। (জালালাইন)

(২) এটা অর্থাৎ রাতকে দিনে এবং দিনকে রাতে পরিণত করা, সূর্য ও চাঁদকে কাজে নিয়োজিত রাখা একমাত্র আল্লাহ পাকের দ্বারাই সম্ভব। কারণ, তিনিই তো একমাত্র সত্য। (আইছারুত্তাফাসীর)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৯-৩০ নং আয়াতদ্বয়:

আয়াতদ্বয়ের দ্বারা প্রমাণিত হয়, মাবুদ একমাত্র আল্লাহ তা'আলা-ই। কারণ, দিনকে রাতে এবং রাতকে দিনে পরিণত করা আর চাঁদ-সুরুজকে কাজে নিয়োজিত রাখা একমাত্র তাঁর-ই কাজ; অন্য কারো নয়। এমন মহা ক্ষমতাধর যিনি তিনিই তো মা'বূদ হওয়ার যোগ্য। আর এমন ক্ষমতা যেহেতু একমাত্র তাঁরই, তাই তিনি ছাড়া আর কেউ মা'বূদ হওয়ার যোগ্য নেই। তাঁর কোন শরীক নেই।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللّٰهِ لِيُرِيَكُمْ مِّنْ اٰيٰتِهٖ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ﴿٣١﴾	(৩১) তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহর অনুগ্রহে জাহাজ সমুদ্রে চলাচল করে। উদ্দেশ্য, তিনি তোমাদেরকে তার নিদর্শনসমূহ দেখাবেন? নিশ্চয়, এর মধ্যে তো আছে বহু নিদর্শন প্রত্যেক ধৈর্যশীল, শোকরগুজার ব্যক্তির জন্য১।
وَاِذَا غَشِيَهُمْ مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ فَلَمَّا نَجّٰىهُمْ اِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ؕ وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَآ اِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُوْرٍ ﴿٣٢﴾	(৩২) আর ঢেউ যখন তাদেরকে ছায়ার মত ঘিরে ফেলে তখন তারা আল্লাহকেই ডাকতে থাকে তাঁর প্রতি খাঁটি বিশ্বাসী হয়ে। অতঃপর তিনি যখন তাদেরকে স্থল ভাগের দিকে উদ্ধার করে আনেন তখন তাদের মধ্যে একদল মধ্যমপন্থা অবলম্বনকারী হয়২। আর আমার আয়াতসমূহকে একমাত্র বিশ্বাসঘাতক এবং অকৃতজ্ঞ লোকেরাই অস্বীকার করে থাকে৩।
يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِىْ وَالِدٌ عَنْ وَّلَدِهٖ ۫ وَلَا مَوْلُوْدٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَّالِدِهٖ شَيْـًٔا ؕ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۪ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ﴿٣٣﴾	(৩৩) হে লোকসকল, তোমরা আপন প্রতিপালককে ভয় কর। এবং ভয় কর সেদিনকে যেদিন না কোন পিতা তার সন্তানের উপকারে আসবে আর না কোন সন্তান তার পিতার কিছুমাত্র উপকারে আসবে৪। নিঃসন্দেহে আল্লাহর ওয়াদা সত্য। অতএব, দুনিয়ার জীবন যেন তোমাদেরকে ধোঁকায় না ফেলে। আর সেই ধোঁকাবাজও (শয়তান) যেন তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে ধোঁকায় ফেলতে না পারে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) ধৈর্যশীল এবং শোকরগুজার "গুণবাচক" শব্দ দু'টো উল্লেখ করার কারণ হল, সমুদ্রে তুফান শুরু হলে তখন ধৈর্যের প্রয়োজন। তেমনিভাবে উদ্ধার পেয়ে তীরে আসার পর উচিত আল্লাহ পাকের শোকর করা। (বয়ানুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ ঈমানও আনে না আবার নাশোকরীও করে না। কিংবা مُقْتَصِدٌ অর্থ হবে ন্যায়পথ অবলম্বনকারী। অর্থাৎ ঈমান আনে। (আইছারুত্তাফাসীর ও বয়ানুল কুরআন)

(৩) অর্থাৎ বিশ্বাসঘাতকরা তীরে এসেই কুফ্‌রী করতে থাকে। (বয়ানুল কুরআন)

(৪) পিতা-পুত্রের মধ্যে কেউ যদি কাফের হয়। তবে উভয়ে মুমিন হলে ভিন্ন কথা। (মাআরিফুল কুরআন থেকে সংক্ষেপিত।)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩১ নং আয়াত:

১. সমুদ্রে জাহাজ ইত্যাদি চলাচল আল্লাহ তা'আলার এক বিরাট নিদর্শন ছাড়া কিছুই নয়।
২. ধৈর্য এবং শোকর– এই দু'টি গুণ আল্লাহ পাকের কাছে অত্যন্ত পছন্দনীয়।

● ৩২ নং আয়াত:

আয়াতে কাফের ও মুশরিকদের একটি স্বভাব তুলে ধরা হয়েছে। তা হল, তারা বিপদ এলে আল্লাহকে স্মরণ করে। আর বিপদ কেটে গেলেই আবার কুফ্‌রী করতে থাকে। এরা নিঃসন্দেহে অকৃতজ্ঞ এবং বিশ্বাসঘাতক।

● ৩৩ নং আয়াত:

১. হাশরের মাঠের ভয়াবহ অবস্থার কথা জানা যায়। সেদিন কেউ কারো উপকারে আসবে না। কাজেই একথা স্মরণ করে মানুষের উচিত দুনিয়া এবং শয়তানের ধোঁকা থেকে বেঁচে থাকা। এবং পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ পাকের কাছেই আত্মসমর্পণ করা। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. দুনিয়া এবং শয়তানের ধোঁকা থেকে সাবধান থাকতে বলা হয়েছে।

إِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۖ إِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

(৩৪) নিঃসন্দেহে আল্লাহর কাছেই আছে কেয়ামতের জ্ঞান[১] এবং তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনিই জানেন যা কিছু আছে গর্ভসমূহে[২]। আর কোন ব্যক্তিই জানে না আগামীকাল সে কি উপার্জন করবে এবং কোন ব্যক্তিই জানে না সে কোন্ জমিনে মৃত্যুবরণ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ মহা জ্ঞানী, সর্ব বিষয়ে অবহিত।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ কেয়ামত কবে হবে-এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলাই জানেন।

(২) অর্থাৎ গর্ভের সন্তান ছেলে হবে নাকি মেয়ে এবং সৌভাগ্যবান হবে নাকি দুর্ভাগা– তা আল্লাহ তাআলাই জানেন। (আইছারুত্তাফাসীর)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩৪নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, পাঁচটি বিষয়ের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ পাকের-ই আছে। অন্য কেউ তা জানে না। বিষয় পাঁচটি আয়াতের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলোকে مَفَاتِحُ الْغَيْبِ (গায়েবের মৌলিক বিষয়াবলী) বলা হয়। (মাআরিফুল কুরআন)

(৩২) সূরা সাজদা[১]
৩০ আয়াত, ৩ রূকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

الٓمّٓ ﴿١﴾
تَنْزِيلُ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِينَ ﴿٢﴾
أَمْ يَقُولُونَ افْتَرٰىهُ ۚ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ أَتٰىهُمْ مِّنْ نَّذِيرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٣﴾

(১) আলিফ-লাম-মীম[২]।
(২) এটি জগতসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নাযেলকৃত[৩] কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নেই।
(৩) তারা কি বলে যে, এটা সে (রসূল) রচনা করেছে? বরং সেটা তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সত্য। যেন তুমি সতর্ক কর এমন সম্প্রদায়কে যাদের কাছে তোমার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসেনি[৪]। যেন তারা হেদায়াত পায়।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) সূরার নামকরণ: এ সূরাতে আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের বিশেষ গুণাবলীর উল্লেখ করেছেন। তার অন্যতম হল, মুমিনগণ সাজদায় লুটিয়ে পড়ে, আপন পালনকর্তার তাছবীহ পাঠ করে এবং অহংকার করে না। এ সূত্রেই সূরার নাম "সাজদা" রাখা হয়েছে। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(২) এ শব্দের অর্থ আল্লাহ তা'আলা-ই ভালো জনেন।

(৩) এখানে مصدر ব্যবহৃত হয়েছে اسم مفعول অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। (জালালাইন)

www.maktabatulabrar.com

(৪) "সতর্ককারী" বলে এখানে নবী ও রসূলকে বোঝানো হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন ও ফাউয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১নং আয়াত:

আয়াতে ব্যবহৃত أ শব্দের দ্বারা (যার নিশ্চিত অর্থ আল্লাহ ব্যতীত কারও জানা নেই।) কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব এবং ব্যতিক্রমতা প্রমাণিত হয়।

● ২ নং আয়াত:

আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় কুরআন কোন মানবের রচিত নয়। এটি স্বয়ং আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে নাযেলকৃত। এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ৩নং আয়াত:

১. কুরআনে কারীম নাযেলের উদ্দেশ্য হল মানুষকে সতর্ক করা।

২. মক্কায় কুরাইশ বংশে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পূর্বে কোন রসূল বা নবী আগমন করেননি। তবে রসূল না এলেও রসূলগণের দাওয়াত অন্য কোন মাধ্যমে অবশ্যই পৌছেছে, যা অন্যান্য আয়াতের আলোকে প্রমাণিত হয়। (মাআরিফুল কুরআন)

(৪) আল্লাহ! যিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং এই দুয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয়দিনে[১] সৃষ্টি করেছেন।[২] অতঃপর তিনি আরশের উপর অধিষ্ঠিত হন। তিনি ছাড়া তোমাদের না কোন অভিভাবক আছে আর না আছে কোন সুপারিশকারী। এরপরও কি তোমরা বুঝবে না?	اَللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا فِیْ سِتَّةِ اَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ ؕ مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِیٍّ وَّلَا شَفِیْعٍ ؕ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ۝
(৫) তিনি আসমান থেকে জমিন পর্যন্ত সবকিছু পরিচালনা করেন। অতঃপর তা[৩] তার দিকে উঠে আসবে এমন এক দিনে যার পরিমাণ তোমাদের গণনায় হাজার বছর হবে[৪]।	یُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَآءِ اِلَی الْاَرْضِ ثُمَّ یَعْرُجُ اِلَیْهِ فِیْ یَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗۤ اَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ۝

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ ছয়দিন পরিমাণ সময়ে। (বয়ানুল কুরআন)

(২) আরশে অধিষ্ঠিত হন কথাটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হল, নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করেন। যেমন: কেউ বলল, অমুক ব্যক্তি বা দল দেশের সিংহাসনে আরোহণ করেছে। এর অর্থ হল, রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করেছ। প্রকৃত সিংহাসন থাকা জরুরি নয় বা থাকলেও তাতে আক্ষরিক অর্থে আরোহণ করা জরুরি নয়। তবে এর প্রকৃত অর্থ আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

(৩) অর্থাৎ পৃথিবীর যাবতীয় বিষয়-আসয়। (বয়ানুল কুরআন ও জালালাইন)

www.maktabatulabrar.com

(৪) এখানে হাশরের দিনের কথা বলা হয়েছে। মানুষের বদ আমলের পরিমাণ অনুযায়ী কারো কাছে এক হাজার বছর আবার কারো কাছে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান মনে হবে। (মাআরিফুল কুরআন ও জালালাইন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪ নং আয়াত:

১. আল্লাহ তা'আলা ছয়দিনে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। অথচ তিনি তো এক মুহূর্তেই তা করতে পারতেন। বস্তুত এর দ্বারা মানুষকে তাড়াহুড়ো না করে ধীরে-সুস্থে কাজ সমাধা করার নীতি শিক্ষা দেয়া উদ্দেশ্য।

২. আল্লাহ ছাড়া মানুষের কোন অভিভাবক নেই, সুপারিশকারী নেই। কাজেই মানুষের উচিত একমাত্র তারই ইবাদত করা। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ৫ নং আয়াত:

আয়াত দ্বারা আল্লাহ পাকের শক্তি, ক্ষমতা এবং হাশরের মাঠের ভয়াবহতার কথা জানা যায়। (আইছারুত্তাফাসীর)

(৬) তিনিই অপ্রকাশ্য ও প্রকাশ্য বিষয় সম্পর্কে অবহিত, পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।	ذٰلِكَ عٰلِمُ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِیْزُ الرَّحِیْمُ ۝
(৭) যিনি যেসব বস্তু[১] সৃষ্টি করেছেন তা উত্তমরূপে সৃষ্টি করেছেন এবং মানব[২] সৃষ্টির সূচনা করেছেন কাদামাটি থেকে।	الَّذِیْۤ اَحْسَنَ كُلَّ شَیْءٍ خَلَقَهٗ وَبَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِیْنٍ ۝
(৮) অতঃপর তিনি তার বংশধর সৃষ্টি করেছেন তুচ্ছ পানির[৩] নির্যাস থেকে।	ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِیْنٍ ۝
(৯) অবশেষে তিনি তাকে পূর্ণরূপ[৪] দিয়েছেন এবং তাতে নিজের (পক্ষ থেকে) রূহ ফুঁকে দিয়েছেন আর তোমাদেরকে দিয়েছেন কান, চোখসমূহ, এবং অন্তর-মন। তোমরা সামান্যই শোকর আদায় করে থাক।	ثُمَّ سَوّٰىهُ وَنَفَخَ فِیْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ؕ قَلِیْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ۝

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) "যেসব বস্তু" বলতে পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুকেই বোঝানো হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) এখানে "মানব" বলে হযরত আদম (আ.)-এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) অর্থাৎ মানুষের বীর্য যা অতি নিকৃষ্টতম বস্তু। (মাআরিফুল কুরআন)

(৪) অর্থাৎ মানুষকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়েছেন, সুঠাম করেছেন।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৬ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্যের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ পাকের-ই আছে। আর কারও নেই।

● ৭–৯ নং আয়াতসমূহ:

১. আল্লাহ পাকের সৃষ্টি সবই উত্তম। তবে তার ব্যবহারবিধি এবং স্থান-কাল-পাত্র জ্ঞান থাকতে হবে।

২. প্রথম মানবকে সরাসরি কাদামাটি দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। এরপর তার মধ্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে রূহ সঞ্চারিত করা হয়েছে।

৩. আয়াতসমূহে মানব সৃষ্টির ধারাবাহিকতা বর্ণনা করা হয়েছে। এতে বোঝা যায়, এ মানব জাতিকে মৃত্যুর পর পুনরায় সৃষ্টি করতেও তিনি পুরোপুরি সক্ষম। আর এই সৃষ্টির বিনিময়ে মানুষের উচিত প্রতি মুহূর্তে তাঁর শোকর আদায় করা। (আইছারুত্তাফাসীর)

وَقَالُوْٓا ءَاِذَا ضَلَلْنَا فِى الْاَرْضِ ءَاِنَّا لَفِىْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ۭ بَلْ هُمْ بِلِقَاۗئِ رَبِّهِمْ كٰفِرُوْنَ ۝	(১০) এবং তারা বলে, যখন আমরা জমিনে হারিয়ে (নিশ্চিহ্ন) হয়ে যাব সত্যিই তখন কি আমরা (পুনরায়) নতুনরূপে সৃষ্টি হব? আসলে তারা আপন পালনকর্তার সাক্ষাতকে অস্বীকারকারী[১]।
قُلْ يَتَوَفّٰىكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِيْ وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ ۝	(১১) তুমি বল, তোমাদের জন্য নিযুক্ত মৃত্যুর ফেরেশতা[২] তোমাদের মৃত্যু ঘটাবে। অতঃপর তোমাদেরকে আপন প্রতিপালকের কাছে ফিরিয়ে নেয়া হবে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ তাদের এরূপ প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য আখেরাতকে অস্বীকার করা, আখেরাতের জ্ঞান লাভ করা নয়। (বয়ানুল কুরআন ও আইছারুত্তাফাসীর)

(২) সকল মানুষের মৃত্যুর জন্য নিযুক্ত ফেরেশতা একজন-ই। তিনি হলেন হযরত আযরাইল (আ.)। তবে তার সাহায্যকারীরূপে আরও ফেরেশতা আছে। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১০ নং আয়াত:

আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সকল গোনাহের মূলে রয়েছে মানুষের আখেরাতকে অস্বীকার করা কিংবা তার প্রতি চরম অমনোযোগিতা। (আইছারুত্তাফাসীর)

www.maktabatulabrar.com

● ১১ নং আয়াত:

আয়াত থেকে জানা যায়, প্রত্যেক মানুষের প্রাণ হরণের জন্য একজন ফেরেশতা নিযুক্ত আছেন। তিনি হলেন হযরত আযরাঈল (আ.)। হযরত আযরাঈল (আ.)–এর সহযোগী বহু ফেরেশতা রয়েছে। নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েত থেকে জানা যায়, কেবলমাত্র মানুষের প্রাণ-ই ফেরেশতা কর্তৃক বের করা হয়। অন্যান্য প্রাণী আল্লাহর হুকুমে আপনা-আপনিই মৃত্যুবরণ করে। (মাআরিফুল কুরআন থেকে সংক্ষেপিত)

وَلَوْ تَرٰٓى اِذِ الْمُجْرِمُوْنَ نَاكِسُوْا رُءُوْسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۭ رَبَّنَآ اَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا اِنَّا مُوْقِنُوْنَ ۝	(১২) আর যদি তুমি দেখতে[১]! যখন অপরাধীরা আপন প্রতিপালকের কাছে লজ্জায় নিজ নিজ মাথা নত করবে[২] (এবং বলবে,) হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা দেখলাম এবং শুনলাম[৩]। এখন আমাদের পুনরায় পাঠিয়ে দিন। আমরা নেক আমল করব। নিশ্চয় আমরা পূর্ণ বিশ্বাসী হয়ে গেছি।
وَلَوْ شِئْنَا لَاٰتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدٰىهَا وَلٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّىْ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ۝	(১৩) আর আমি যদি ইচ্ছা করতাম তবে তো প্রত্যেক ব্যক্তিকেই দান করতাম তার সরল পথ। কিন্তু আমার এ সিদ্ধান্ত স্থির হয়ে গেছে যে, আমি অবশ্যই জাহান্নামকে পূর্ণ করব জ্বিন ও মানব উভয় জাতি দ্বারা[৪]।
فَذُوْقُوْا بِمَا نَسِيْتُمْ لِقَاۗءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ۚ اِنَّا نَسِيْنٰكُمْ وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝	(১৪) অতএব, তোমরা মজা ভোগ করতে থাক, এ কারণে যে, তোমাদের এ দিনের সাক্ষাতকে তোমরা ভুলে গিয়েছিলে। আমিও তোমাদেরকে ভুলে গেলাম। আর তোমরা যে আমল করতে তার ফলে চিরস্থায়ী শাস্তির মজা ভোগ করতে থাক।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ "তাহলে অতি ভয়ানক এবং আশ্চর্যজনক ব্যাপার দেখতে পেতে" বাক্যটি এখানে উহ্য আছে। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(২) نكس শব্দের অর্থ লজ্জায় মাথা নত করা। (জালালাইন ও আইছারুত্তাফাসীর)

(৩) অর্থাৎ পৃথিবীতে আখেরাতের কথা, আযাবের কথা যা আমরা অস্বীকার করেছিলাম তা সবই এখন সত্যরূপে দেখলাম ও শুনলাম।

(৪) অর্থাৎ উভয় জাতির নাফরমানদের দ্বারা। (আইছারুত্তাফাসীর)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১২ নং আয়াত:

১. আয়াত দ্বারা কেয়ামতের পর অপরাধীদের ভয়াবহ অবস্থার কথা জানা যায়। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. আরো জানা যায় যে, আযাব চোখে দেখার পর ঈমান কোন উপকারে আসবে না। (প্রাগুক্ত)

● ১৩ নং আয়াত:

আয়াত থেকে জানা যায়, নাফরমান মানুষ এবং জ্বিন জাতির দ্বারাই জাহান্নাম পূর্ণ হবে। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ১৪ নং আয়াত:

১. বদ আমলের শাস্তি অবশ্যই ভোগ করতে হবে। কাজেই সকলের উচিত গোনাহ এবং বদ আমল থেকে বেঁচে থাকা।

২. জাহান্নামের আযাব হতে স্থায়ী।

(১৫) আমার আয়াতসমূহের প্রতি কেবলমাত্র তারা-ই ঈমান আনে যাদেরকে এর[১] দ্বারা নসীহত করা হলে তারা সাজদাকারীরূপে জমিনে লুটিয়ে পড়ে। এবং আপন প্রতিপালকের সপ্রশংস তাছবীহ পাঠ করে আর তারা অহংকার করে না।	اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِهَا خَرُّوْا سُجَّدًا وَّسَبَّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ۩ ﴿١٥﴾
(১৬) তাদের পিঠের পার্শ্ব বিছানা থেকে পৃথক থাকে[২]। তারা আপন প্রতিপালককে ডাকে ভয়ে ও আশায়[৩]। আর আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে তারা ব্যয় করে।	تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا ۫ وَّمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿١٦﴾
(১৭) আর তাদের জন্য চোখ-জুড়ানো যেসব বস্তু লুকানো[৪] আছে সে সম্পর্কে কেউ জানে না। এসব তারা যে আমল করত তার-ই প্রতিদান স্বরূপ।	فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ اُخْفِىَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٧﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এর দ্বারা অর্থাৎ আয়াতসমূহের দ্বারা, কুরআনের দ্বারা।

(২) অর্থাৎ তারা নামাযের অপেক্ষায় থাকে। কিংবা রাতে ঘুম থেকে উঠে তাহাজ্জুদ, নফল ইত্যাদি আদায় করে। (বয়ানুল কুরআন ও আইছারুত্তাফাসীর)

(৩) আল্লাহ পাকের আযাবের ভয় এবং তাঁর রহমতের আশায়। (জালালাইন)

(৪) জান্নাতের নেয়ামতরাজি। (আইছারুত্তাফাসীর)

www.maktabatulabrar.com

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৫ নং আয়াত:

আয়াতের দ্বারা আল্লাহ পাকের প্রতি বিনয়-নম্রতার ফযীলত প্রমাণিত হয়। এ ছাড়া প্রশংসাসূচক তাছবীহ যথা "সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম" এবং "সুবহানা রাব্বিয়াল আলা" ইত্যাদির ফযীলত জানা যায়। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ১৬ নং আয়াত:

আয়াতে রাত জেগে তাহাজ্জুদ, দোয়া ইত্যাদি পড়াকে প্রকৃত মুমিনদের চরিত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কারো কারো মতে, এশার পূর্বে না ঘুমিয়ে জামাতে এশা আদায়কারী এবং জামাতে ফজর আদায়কারী ব্যক্তিও এতে শামেল হয়ে যাবে। (মাআরিফুল কুরআন)

● ১৭ নং আয়াত:

আয়াতের দ্বারা জানা যায়, এরূপ মুমিনদের জন্য জান্নাতে যে পুরস্কার রক্ষিত আছে তা কেউ দেখেনি, শুনেনি এমনকি কল্পনাও করেনি। (আইছারুত্তাফাসীর)

(১৮) অতএব, যে ব্যক্তি মুমিন হয়েছে সে কি ঐ ব্যক্তির মতই যে নাফরমান[১]? (না) তারা সমান নয়।	اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ؕ لَا يَسْتَوٗنَ ﴿١٨﴾
(১৯) আর যারা ঈমান আনে এবং নেক আমলসমূহ করে তাদের (বসবাসের) জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যে আমল করত তার বিনিময়ে (এটা) আপ্যায়নস্বরূপ।	اَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ جَنّٰتُ الْمَاْوٰى ۙ نُزُلًۢا بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٩﴾
(২০) আর যারা নাফরমানী করেছে তাদের বাসস্থান হল জাহান্নাম। যখনই তারা সেখান থেকে বের হতে চাইবে তখনই তাদেরকে সেখানে ফিরিয়ে নেয়া হবে। আর তাদেরকে বলা হবে, যে জাহান্নামের শাস্তিকে তোমরা মিথ্যা বলতে তার মজা তোমরা ভোগ করতে থাক।	وَاَمَّا الَّذِيْنَ فَسَقُوْا فَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ ؕ كُلَّمَآ اَرَادُوْٓا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَآ اُعِيْدُوْا فِيْهَا وَقِيْلَ لَهُمْ ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّذِىْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ﴿٢٠﴾
(২১) এবং তাদেরকে আমি অবশ্যই বড় আযাবের পূর্বে ছোট আযাবের মজা[২] ভোগ করাব যেন তারা ফিরে আসে।	وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْاَدْنٰى دُوْنَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٢١﴾
(২২) আর যে ব্যক্তিকে তার প্রতিপালকের আয়াতসমূহ দ্বারা নসীহত করা হয়, অতঃপর সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় সে ব্যক্তি থেকে বড় জালেম আর কে? আমি অবশ্যই এরূপ অপরাধীদের থেকে প্রতিশোধ নেব।	وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ ثُمَّ اَعْرَضَ عَنْهَا ؕ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِيْنَ مُنْتَقِمُوْنَ ﴿٢٢﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এখানে ফাসেক বা নাফরমান অর্থ হল কাফের। (আইছারুত্তাফাসীর ও বয়ানুল কুরআন)

(২) বড় আযাব বলে জাহান্নামের আযাব এবং ছোট আযাব বলে পৃথিবীর রোগ-শোক, পরাজয়, হত্যা, বন্দিত্ব ইত্যাদিকে বোঝানো হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

●১৮ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, মুমিন এবং কাফের কখনোই সমান নয়। মুমিন অবশ্যই শ্রেষ্ঠ।

● ১৯-২০ নং আয়াতদ্বয়:

আয়াতদ্বয়ে প্রথমে মুমিনদের পুরস্কার এবং পরে কাফেরদের শাস্তি এবং তাদের পরিণতির কথা বলা হয়েছে। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ২১ নং আয়াত:

আয়াত থেকে জানা যায়, আল্লাহ তা'আলা কখনো মানুষকে দুনিয়াতে কষ্ট ও বিপদাপদ দেন সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার জন্য। যারা ফিরে আসে তাদের জন্য এ কষ্ট ও বিপদাপদ নিঃসন্দেহে রহমতস্বরূপ। (মাআরিফুল কুরআন)

● ২২ নং আয়াত:

১. নসীহত করার পরও যারা সঠিক পথে ফিরে আসে না তারা অতি জঘন্য আপরাধী। এদের শাস্তি হবে অত্যন্ত কঠোর। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. আল্লাহ অপরাধীদের শাস্তি দিবেন।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَلَا تَكُنْ فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَآئِهٖ وَجَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ﴿٢٣﴾	(২৩) আর নিশ্চয় আমি তো মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম। অতএব তুমি তা (কিতাব) প্রাপ্ত হওয়া সম্পর্কে কোনরূপ সন্দেহ কর না[১]। এবং আমি সেটিকে বনী ইসরাঈলের জন্য হেদায়াতের উপায় বানিয়েছিলাম।
وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوْا ؕ وَكَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يُوْقِنُوْنَ ﴿٢٤﴾	(২৪) এবং যখন তারা ধৈর্য্যধারণ করেছিল[২] তখন তাদের মধ্য থেকে আমি বহু নেতা বানিয়েছিলাম যারা আমার হুকুম অনুযায়ী পথ দেখাত। এবং তারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি ছিল দৃঢ়বিশ্বাসী।
اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿٢٥﴾	(২৫) নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকই কেয়ামতের দিন তাদের মধ্যে সে বিষয়ে মীমাংসা করে দিবেন, যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করত।

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ তোমার পূর্বেকার নবী মূসাকে আমি যেমনিভাবে কিতাব দান করেছিলাম তেমনিভাবে তোমাকে আমি কিতাব তথা কুরআন দান করেছি। কাজেই কাফেরদের বিভিন্ন অভিযোগের কারণে তোমার অন্তরে যেন কোনরূপ সন্দেহ সৃষ্টি না হয়। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ দ্বীন-বিরোধীদের বিভিন্ন রকম নির্যাতন সহ্য করে সঠিক দ্বীনের উপর অটল অবিচল ছিল। (জালালাইন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৩ নং আয়াত:

১. হযরত মূসা (আ.)-এর নবুয়ত এবং তাঁর প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হওয়া সম্পূর্ণ সত্য। এতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. আসমানী কিতাব হেদায়েতের উপকরণ হয়ে থাকে।

● ২৪ নং আয়াত:

আয়াতের দ্বারা ইঙ্গিত পাওয়া যায়, ধৈর্য ও পুরোপুরি একীন তথা দৃঢ়বিশ্বাসের দ্বারাই দ্বীনের নেতৃত্ব লাভ করা যায়। কাজেই দ্বীনি দাওয়াতের প্রতিটি কর্মীর-ই উচিত সব অবস্থায় ধৈর্য্যধারণ করা এবং বিশ্বাস না হারানো। (মাআরিফুল কুরআন)

● ২৫ নং আয়াত:

কেয়ামতের দিনেই মানুষের সকল মতবিরোধের মীমাংসা হয়ে যাবে। সত্য স্পষ্ট হয়ে যাবে। সকল প্রশ্নের অবসান ঘটবে। (আইছারুত্তাফাসীর)

اَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ يَمْشُوْنَ فِيْ مَسٰكِنِهِمْ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ ؕ اَفَلَا يَسْمَعُوْنَ ﴿٢٦﴾	(২৬) এটাও কি তাদেরকে হেদায়াত দিতে পারল না যে, তাদের পূর্বে আমি এমন বহু সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি যাদের বাড়ী-ঘরে তারা চলাফেরা করে[১]। এর মধ্যে তো অবশ্যই বহু নিদর্শন আছে। তবুও কি তারা শুনবে না ?
اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا نَسُوْقُ الْمَآءَ اِلَى الْاَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهٖ زَرْعًا تَاْكُلُ مِنْهُ اَنْعَامُهُمْ وَاَنْفُسُهُمْ ؕ اَفَلَا يُبْصِرُوْنَ ﴿٢٧﴾	(২৭) তারা কি দেখে না যে, আমি শুষ্ক জমিনের দিকে পানি প্রবাহিত করি। অতঃপর তা দ্বারা ফসল উৎপন্ন করি যা থেকে খায় তাদের চতুষ্পদ জন্তুগুলো এবং তারা নিজেরাও। তবুও কি তারা দেখবে না[২] ?
وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْفَتْحُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٢٨﴾	(২৮) আর তারা বলে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও (তবে বল,) এ বিজয়[৩] কখন হবে?

(২৯) বল, সেই বিজয়ের দিন কাফেরদের ঈমান আনয়ন করা তাদের কোনো উপকারে আসবে না। আর তাদেরকে সুযোগও দেয়া হবে না।	قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِيْمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ۝٢٩
(৩০) অতএব তুমি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও এবং অপেক্ষা কর। নিশ্চয় তারাও অপেক্ষাকারী।	فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ اِنَّهُمْ مُّنْتَظِرُوْنَ ۝٣٠

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ শাম ইত্যাদি অঞ্চলে। ব্যাবসায়ী হিসেবে কুরাইশরা সেখানে যেত।

(২) অর্থাৎ উপদেশ গ্রহণের নিয়তে হেদায়াতের আলোচনা শুনবে না? (জালালাইন)

(৩) অর্থাৎ কাফেরদের পরাজয় এবং মুমিনদের বিজয় বা ফয়সালা। (জালালাইন ও আইছারুত্তাফাসীর)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৬ নং আয়াত:

আয়াতের শিক্ষণীয় বিষয় হল, পূর্ববর্তী ধ্বংসপ্রাপ্ত উম্মতগণের কাহিনী এবং বাড়ী-ঘর নসীহত হাসিল করার নিয়তে দেখা ও শোনা উচিত। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ২৭ নং আয়াত:

আয়াতের দ্বারা বোঝানো হয়েছে, শুষ্ক ভূমিকে যিনি উর্বর করতে সক্ষমত তিনি মৃত্যুর পর জিন ইনসানকে পুনরায় জীবিত করতেও সক্ষম। অতএব, আয়াতের দ্বারা পুনর্জীবনের বাস্তবতা প্রমাণিত হয়। (প্রাগুক্ত)

● ২৮ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, হঠকারী প্রশ্ন করে সত্যকে বাধাগ্রস্থ করা মুশরিক কাফেরদের-ই স্বভাব।

● ২৯ নং আয়াত:

১. আযাব দেখার পর আর তওবা গ্রহণযোগ্য নয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. আযাব এসে গেলে আর সুযোগ দেয়া হয় না।

● ৩০ নং আয়াত:

আয়াতের শিক্ষণীয় বিষয় হল, যারা জেনে শুনে হঠকারী প্রশ্ন করে এবং অবাধ্যতা করে তাদের ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকা উচিত।

www.maktabatulabrar.com

(৩৩) সূরা আহযাব[১] মাদানী
৭৩ আয়াত, ৯ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

(১)হে নবী, আল্লাহকে ভয় করতে থাক[২]। আর কাফের ও মুনাফেকদের আনুগত্য কর না[৩]। নিশ্চয় আল্লাহ মহাজ্ঞানী, মহা হেকমতওয়ালা।	يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللّٰهَ وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝١
(২) আর তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার কাছে ওহীরূপে যা পাঠানো হয় তার অনুসরণ কর। নিশ্চয় তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ পুরোপুরি অবহিত।	وَّاتَّبِعْ مَا يُوْحٰٓى اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۝٢
(৩) এবং তুমি আল্লাহর উপর ভরসা করতে থাক। আর কাজ সমাধাকারীরূপে আল্লাহ-ই যথেষ্ট।	وَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۭ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ۝٣

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) সূরার নামকরণ: حزب শব্দের অর্থ দল। তার-ই বহুবচন احزاب (আহযাব)। খন্দকের যুদ্ধে কাফেরদের বিভিন্ন দল একত্র হয়ে মদীনার উপর হামলা করেছিল বলে এই যুদ্ধকে احزاب (আহযাব)ও বলা হয়। আলোচ্য সূরায় উক্ত যুদ্ধের আলোচনা এসেছে বিধায় সূরার নাম আহযাব রাখা হয়েছে।

(২) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো পূর্ব থেকেই আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে আসছেন। কাজেই এখানে নির্দেশের অর্থ হবে "তুমি এই ভয় সব সময় করতে থাক।" এ জন্যই তরজমায় "করতে থাক" যোগ করা হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন, ইবনে কাসীর ও সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(৩) কিছু মুশরিক রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে আবেদন করেছিল যে, আপনারা আমাদের দেব-দেবীদের সমালোচনা করবেন না, তাহলে আমরাও আপনাদের খোদার সমালোচনা করব না। আল্লাহ পাক এরূপ সমঝোতা থেকে উক্ত আয়াতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১-২ নং আয়াতদ্বয়:

১. তাকওয়া তথা খোদা-ভীতির নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে।

২. দ্বীন সম্পর্কিত কোন বিষয়ে কাফেরদের আনুগত্য করা কিংবা তাদের পরামর্শ গ্রহণ করা জায়েয নয়। অবশ্য অভিজ্ঞতা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ করাতে দোষ নেই। (মাআরিফুল কুরআন)

৩. অমুসলিমদের অনুসরণ না করে ওহীর অনুসরণের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

● ৩ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, সকল মুমিনদের উচিত একমাত্র আল্লাহ তাআলার উপরই ভরসা এবং তাওয়াক্কুল করা। (আইছারুত্তাফাসীর)

مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِىْ جَوْفِهٖ ۚ وَمَا جَعَلَ اَزْوَاجَكُمُ الّٰٓـِٔىْ تُظٰهِرُوْنَ مِنْهُنَّ اُمَّهٰتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَآءَكُمْ اَبْنَآءَكُمْ ؕ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى السَّبِيْلَ ۝

(৪) আল্লাহ কোন মানুষের জন্য তার বুকের ভেতরে দুটো হৃদয় সৃষ্টি করেননি১ এবং তোমাদের সেই স্ত্রীগণ যাদের সাথে তোমরা "যিহার"২ কর তাদেরকে তোমাদের "মা" বানাননি এবং তোমাদের পালকপুত্রদেরকেও৩ (প্রকৃত) পুত্র বানাননি। এগুলো তোমাদের নিজেদের মুখের কথা মাত্র। আর আল্লাহ সত্য কথা বলেন এবং তিনিই সরল পথ দেখান।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) বর্বর যুগে আরবরা মেধাবী লোকদের বুকের ভেতরে দুটো হৃদয় আছে বলে মনে করত। এখানে তা রদ করা হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) "যিহার" এর শাব্দিক অর্থ "পিঠ"। স্ত্রীকে আপন মায়ের পিঠ বা অন্য অঙ্গের সাথে তুলনা করলে পরিভাষায় তাকে "যিহার" বলা হয়। যেমন কেউ তার স্ত্রীকে বলল, "তুমি আমার কাছে আমার মায়ের পিঠের সমতুল্য।" জাহিলী যুগের আরবরা মনে করত, "যিহার"-এর দ্বারা স্ত্রী চিরদিনের জন্য হারাম হয়ে যায় এবং সে মায়ের মত হয়ে যায়। (মাআরিফুল কুরআন)

(৩) ادعيا শব্দটি دعى -এর বহুবচন। অর্থ পালকপুত্র। আরবরা পালকপুত্রকে অপন পুত্র বলে গণ্য করত এবং মীরাস ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে আপন ছেলের সমান মর্যাদা দিত। আলোচ্য আয়াতে এ ধরনের ধারণাকে রদ করা হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪ নং আয়াত:

১. মানুষ যত মেধাবী-ই হোক না কেন তার অন্তর বা মন একটি-ই হয়ে থাকে। এর দ্বারা আরও বুঝা যায়, একই সময়ে একাধিক বিষয় আয়ত্ত করা সম্ভব হয় না। কারণ, অন্তর তো একটি।

২. "যিহার" করার ফলে স্ত্রী মায়ের মত চিরদিন হারাম বলে গণ্য হয় না, বরং কাফফারা আদায় করলে সে পুনরায় স্বামীর জন্য হালাল হয়ে যায়। (মাআরিফুল কুরআন)

www.maktabatulabrar.com

৩. পালক ছেলে কখনোই আপন ছেলে বলে গণ্য হবে না। সুতরাং সে মীরাস পাবে না, তার লালন-পালকারীদের পর্দার হুকুম বহাল থাকবে এবং বিবাহ-শাদীর ক্ষেত্রে সে ভিন্ন পুরুষ বলেই গণ্য হবে। (আইছারুত্তাফাসীর)

اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَآئِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْٓا اٰبَآءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ وَمَوَالِيْكُمْ ؕ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَآ اَخْطَاْتُمْ بِهٖ ۙ وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

(৫) তোমরা তাদেরকে তাদের পিতাদের পরিচয়ে ডাক১। সেটা আল্লাহর কাছে অধিক ন্যায়সঙ্গত। আর যদি তোমরা তাদের পিতাদের (পরিচয়) না জান, তাহলে (তারা) তোমাদের দ্বীনি ভাই এবং তোমাদের বন্ধু হবে২। এবং এ ব্যাপারে তোমরা কোন ভুল করে ফেললে তোমাদের কোন গোনাহ নেই। কিন্তু হ্যাঁ, যা তোমরা আন্তরিক ইচ্ছায় করবে৩ (তাতে গোনাহ হবে।) এবং আল্লাহ মহা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

اَلنَّبِىُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهٗٓ اُمَّهٰتُهُمْ ؕ وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِىْ كِتٰبِ اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُهٰجِرِيْنَ اِلَّآ اَنْ تَفْعَلُوْٓا اِلٰٓى اَوْلِيٰٓئِكُمْ مَّعْرُوْفًا ؕ كَانَ ذٰلِكَ فِى الْكِتٰبِ مَسْطُوْرًا ۝

(৬) নবী মুমিনদের কাছে তাদের জান-প্রাণ থেকেও অধিক নিকটতর এবং তাঁর স্ত্রীগণ হল তাদের মা৪। আর আল্লাহর কিতাব অনুসারে আত্মীয়-স্বজনগণ পরস্পর অন্যান্য মুমিন ও মুহাজিরগণ অপেক্ষা অধিক নিকটতর৫। তবে তোমরা তোমাদের সেই বন্ধু-বান্ধবগণের প্রতি দয়া করতে চাইলে তা ভিন্ন কথা। এটা লওহে মাহফুযে লিখিত আছে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ পালকপুত্রদেরকে তাদের প্রকৃত পিতা যিনি তার ছেলে বলে ডাকতে আদেশ করা হয়েছে। যাতে বিভিন্ন রকম সন্দেহ থেকে মুক্ত থাকা যায়।

(২) অর্থাৎ প্রকৃত পিতার পরিচয় না জানা থাকলে "ভাই" বা "বন্ধু" বলে ডাকবে।

(৩) অর্থাৎ পিতার পরিচয়ে ডাকতে গিয়ে ভুলক্রমে পিতার নাম ছাড়া অন্য কারো নাম বলে ফেললে তাতে গোনাহ হবে না। তবে ইচ্ছাকৃত এরূপ করলে গোনাহ হবে। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(৪) অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর স্ত্রীগণ উম্মতের জন্য মায়ের সমান। কাজেই তাদের শানে বে-আদবী করা জায়েয নেই। হযরত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপন পালকপুত্র যায়েদ বিন হারিসা (রা.)-এর তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী হযরত যয়নব (রা.) কে বিয়ে করলে কাফেররা তাকে অপবাদ দিতে শুরু করে। অথচ ইসলামে পালকপুত্র যেহেতু আপন পুত্র বলে গণ্য হয়

না কাজেই তার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিয়ে করাতে কোনই দোষ নেই। যাহোক, এ প্রসঙ্গেই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। (মাআরিফুল কুরআন)

(৫) হিজরতের পর প্রাথমিক যুগে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুহাজির ও আনসারদের মাঝে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করে দিয়েছিলেন এবং পরস্পরকে পরস্পরের উত্তরাধিকারী বানিয়েছিলেন। এখানে তা রহিত করা হয়েছে, এবং বলা হয়েছে যে, আত্মীয়গণই কেবলমাত্র ওয়ারিস হবে। তবে ঈমানী সম্পর্কের ভিত্তিতে অন্য মুমিনদেরকে সম্পদ দান করলে বা ওসীয়ত করলে তাতে কোন অসুবিধা নেই। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫ নং আয়াত:

আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে এ মাসআলা জানা যায় যে, পালকপুত্রকে তার আসল পিতার পরিচয়ে-ই পরিচিত করতে হবে। আর পিতার পরিচয় জানা না থাকলে তাকে "ভাই" বা বন্ধু বলে সম্বোধন করতে হবে, পুত্র বলা যাবে না। এ দ্বারা আরো বুঝা যায়, অনেকে যে অপরের সন্তানকে নিজ পুত্র বলে ডাকে, তা যদি কেবল স্নেহের কারণে হয় পালকপুত্রে পরিণত করার উদ্দেশ্য না হয়, তবে যদিও তা জায়েয, কিন্তু উত্তম নয়। (মাআরিফুল কুরআন)

● ৬ নং আয়াত:

১. প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিজের জান-মাল, পিতা-মাতা তথা সবকিছুর উর্ধ্বে স্থান দিতে হবে। অন্যথায় সে মুমিন নয়।

২. প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র স্ত্রীগণ উম্মতের জন্য মায়ের সমান। কাজেই তাদের শানে কোনরূপ বেয়াদবীমূলক মন্তব্য করা সম্পূর্ণ হারাম। তেমনিভাবে তাদেরকে বিয়ে করাও উম্মতের জন্য হারাম ছিল। তবে পর্দার হুকুম বহাল ছিল। (মাআরিফুল কুরআন)

৩. উত্তরাধিকার বা মীরাস কেবলমাত্র আত্মীয়তার সম্পর্কের ভিত্তিতে হবে। (আইছারুত্তাফাসীর)

وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّٖنَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُّوْحٍ وَّاِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۠ وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ۙ﴿۷﴾	(৭) আর স্মরণ কর[১], যখন আমি সকল নবী থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করলাম[২] এবং তোমার কাছ থেকেও এবং নূহ, ইবরাহীম, মূসা ও মরিয়ম-তনয় ঈসার কাছ থেকেও[৩]। আর আমি তাদের থেকে গ্রহণ করলাম সুদৃঢ় অঙ্গীকার।
لِّيَسْـَٔلَ الصّٰدِقِيْنَ عَنْ صِدْقِهِمْ ۚ وَاَعَدَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿۸﴾	(৮) যেন তিনি (আল্লাহ)[৪] সত্যবাদীদেরকে[৫] তাদের সততা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। আর কাফেরদের জন্য তিনি প্রস্তুত রেখেছেন বেদনাদায়ক শাস্তি।

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) "স্মরণ কর" কথাটি এখানে উহ্য আছে। (জালালাইন)

(২) সকল নবী থেকে আল্লাহ তাআলা এ মর্মে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন যে, তারা আল্লাহর ইবাদত করবে এবং মানুষকে আল্লাহ পাকের ইবাদতের প্রতি আহবান করবে। (জালালাইন)

(৩) প্রথমে এজমালীভাবে সকল নবীর কথা উল্লেখ করার পর তুলনামূলকভাবে যারা বিশেষ বৈশিষ্টের অধিকারী ছিলেন তাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন)

(৪) এখানে متكلم থেকে غائب এর দিকে التفات হয়েছে।

(৫) এখানে "সত্যবাদী" বলে নবীদেরকে বোঝানো হয়েছে। যারা আপন অঙ্গীকারকে পুরোপুরি বাস্তবায়ন করেছিলেন। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৭ নং আয়াত:

আয়াতের দ্বারা তাওহীদ এবং মানুষকে আল্লাহর প্রতি আহ্বান করার গুরুত্ব ও মর্যাদা অনুমান করা যায়। কারণ, আল্লাহ তাআলা সকল নবী থেকে এ কাজের অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ৮ নং আয়াত:

১. নবীগণ সকলেই তাদের অঙ্গীকার পূরণ করেছিলেন। এ জন্যই আয়াতে তাদেরকে সত্যবাদী বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

২. কাফেরদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُوْدٌ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَّجُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا ۚ﴿۹﴾	(৯) হে মুমিনগণ, তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহকে স্মরণ কর, যখন বিভিন্ন সৈন্যদল[১] তোমাদের বিরুদ্ধে এগিয়ে এল তখন আমি তাদের বিরুদ্ধে পাঠালাম ঝড়ো বায়ু[২] এবং এমন এক সৈন্যদল যাদেরকে তোমরা দেখনি[৩]। আর তোমরা যা করছ আল্লাহ তা ভালোভাবে দেখেন।
اِذْ جَآءُوْكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَاِذْ زَاغَتِ الْاَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ الظُّنُوْنَا ﴿۱۰﴾	(১০) যখন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে এগিয়ে এল তোমাদের উপরের দিক থেকে, তোমাদের নিচের দিক থেকে[৪] এবং যখন তোমাদের চোখগুলো স্থির রইল আর অন্তর-প্রাণ কণ্ঠার কাছে এসে পৌছল[৫]। এবং তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে বিভিন্ন রকমের ধারণা[৬] করছিলে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এখানে "বিভিন্ন দল" বলতে কুরাইশ, বনু গতফান, বনু নযীর, বনু কুরাইজা প্রমুখ গোত্রের সৈন্যদলকে বোঝানো হয়েছে, যারা চতুর্থ হিজরীতে মদীনার উপর আক্রমণ করেছিল। তাদের সাথে মুসলমানদের এই যুদ্ধকে "আহযাব"-এর যুদ্ধ বলা হয়। এ যুদ্ধে মুসলমানগণ হযরত সালমান ফারসী (রা.)-এর পরামর্শক্রমে মদীনার চারপাশে "খন্দক" বা পরিখা খনন করে আত্মরক্ষা করেছিলেন। এ জন্য এটাকে "খন্দকের যুদ্ধ"ও বলা হয়।

(২) প্রচণ্ড ঝড়ে কাফেরদের তাঁবু এবং অন্যান্য রসদ উড়িয়ে নিয়ে গেলে কাফেররা ভয় পেয়ে যায় এবং পলায়ন করে। (আইছারুত্তাফাসীর)

(৩) অর্থাৎ ফেরেশতাগণের বাহিনী। (জালালাইন)

(৪) অর্থাৎ মদীনার উঁচু এবং নিম্ন উভয় এলাকা দিয়ে। (জালালাইন)

(৫) حَنَاجِرَ শব্দটি حَنْجَرَةٌ -এর বহুবচন। অর্থাৎ কণ্ঠের প্রথম ভাগ। এর অর্থ হল, ভয়ে দম বের হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। (জালালাইন)

(৬) অর্থাৎ বিপদের সময় ইচ্ছা ছাড়াই যেসব ধারণা মানুষের মনে জাগ্রত হয়। এগুলোর কারণে সে অপরাধী হয় না। যেমন মৃত্যু অতি নিকটে, বাঁচার কোনো উপায় নেই। ইত্যাদি। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৯ নং আয়াত:

১. আল্লাহ পাকের নেয়ামত বা অনুগ্রহের কথা মানুষের স্মরণ করা উচিত। এর দ্বারা মানুষ শোকরগোজার হয় এবং আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্যের মনোভাব বৃদ্ধি পায়।

২. আল্লাহ পাক কাউকে সাহায্য করতে চাইলে বিভিন্নভাবে তা করে থাকেন। যেমন, সামান্য বাতাস দিয়ে তিনি বিরাট বাহিনীকে হটিয়ে দিয়েছেন।

৩. আল্লাহ মানুষের সবকিছু দেখেন, শোকরগোজারী করে কিনা- তাও দেখেন।

● ১০ নং আয়াতে:

১. খন্দকের যুদ্ধের ভয়াবহতা সম্পর্কে অনুমান করা যায়। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. বিশেষ পরিস্থিতিতে মনে ভয়-ভীতি জাগ্রত হওয়া এবং বিভিন্ন রকমের কল্পনা মনে উদয় হওয়া ঈমানে কামেলের খেলাফ নয়। (বয়ানুল কুরআন)

(১১) তখন মুমিনদেরকে পরীক্ষা করা হয়েছিল এবং ভীষণভাবে তাদেরকে প্রকম্পিত করা হয়েছিল।	هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ﴿١١﴾
(১২) আর (স্মরণ কর) যখন মুনাফেকগণ এবং সেসব লোক যাদের অন্তর-মনে রোগ[১] আছে তারা বলছে, আল্লাহ ও তাঁর রসূল তো আমাদেরকে ধোঁকাপূর্ণ ওয়াদা-ই দিয়েছেন।	وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ﴿١٢﴾

www.maktabatulabrar.com

(১৩) এবং (স্মরণ কর) যখন তাদের একদল বলেছিল, হে ইয়াছরিবের[২] বাসিন্দাগণ, তোমাদের (এখানে) কোন স্থান নেই[৩]। সুতরাং তোমরা ফিরে চল। আর তাদের-ই অপর দল নবীর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করতে গিয়ে বলল, আমাদের বাড়ী-ঘর তো খালি। অথচ সেগুলো খালি নয়। তারা তো কেবল পালাতে চাচ্ছে।	وَإِذْ قَالَتْ طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا ۚ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ ۛ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ۚ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴿١٣﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ যাদের ঈমান দুর্বল ছিল। (জালালাইন)

(২) ইয়াছরিব "মদীনার" পুরাতন নাম। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) অর্থাৎ এ স্থানে থেকে বাঁচার কোন উপায় নেই। অতএব এখান থেকে পলায়ন কর। (আইছারুত্তাফাসীর)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১১ নং আয়াত:

আয়াত থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, আল্লাহ তা'আলা কখনো মুমিনদেরকে কঠোর পরীক্ষায় ফেলেন। তখন মুমিনের কর্তব্য হল, সবর করা।

● ১২-১৩ নং আয়াতদ্বয়:

আয়াতদ্বয়ের দ্বারা মুনাফেকদের চরিত্র সম্পর্কে জানা যায়। (মাআরিফুল কুরআন)

(১৪) আর যদি তার (মদীনার) বিভিন্ন দিক থেকে তাদের (মুনাফেকদের) কাছে দাখিল হওয়া যায় এবং তাদের কাছে ফ্যাসাদ বাঁধানোর আবেদন করা হয় তবে অবশ্যই তারা তা মঞ্জুর করবে[১]। এবং সেখানে[২] তারা অল্প-সময়ই অবস্থান করবে।	وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا ﴿١٤﴾
(১৫) অথচ তারা তো পূর্বে আল্লাহর সাথে ওয়াদা করেছিল যে, তারা পিঠ ফেরাবে না[৩]। আর আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।	وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ ۚ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا ﴿١٥﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ এসব মুনাফেকদেরকে শিরক ইত্যাদি যে কোন ধরণের ফিতনা করতে বললে তারা করবে। (আইছারুত্তাফাসীর)

(২) অর্থাৎ ইসলামে তারা অল্প সময়ই অবস্থান করবে। (প্রাগুক্ত)

(৩) অর্থাৎ পালাবে না। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৪ নং আয়াত:

আয়াতে বোঝানো হয়েছে, মুনাফেকরা অত্যন্ত ভয়াবহ শ্রেণী। যেকোনো সময় তাদের দ্বারা যেকোনো ফেতনা ঘটতে পারে। অতএব তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

● ১৫ নং আয়াত:

১. মুনাফেকরা ওয়াদা রক্ষা করে না।

২. আল্লাহ পাকের সাথে কৃত ওয়াদা পূরণ করা ওয়াজিব। সে ওয়াদা পালন করা হল কি না– সে ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হতে হবে।

قُلْ لَّنْ يَّنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ اِنْ فَرَرْتُمْ مِّنَ الْمَوْتِ اَوِ الْقَتْلِ وَاِذًا لَّاتُمَتَّعُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿١٦﴾

(১৬) তুমি বলে দাও, যদি তোমরা মৃত্যু অথবা হত্যা থেকে পলায়ন কর তবে এ পলায়ন কখনোই তোমাদের উপকারে আসবে না। আর তখন তোমাদেরকে সামান্যই ভোগ করতে দেয়া হবে[১]।

قُلْ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَعْصِمُكُمْ مِّنَ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَ بِكُمْ سُوْٓءًا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ؕ وَلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿١٧﴾

(১৭) বল, কে আছে এমন, যে তোমাদেরকে আল্লাহ থেকে রক্ষা করতে পারে যদি তিনি তোমাদের ব্যাপারে কোন অকল্যাণের ইচ্ছা করেন; অথবা যদি তিনি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করার ইচ্ছা করেন (তবে কে তা রুখতে পারে[২]?) এবং তারা আল্লাহ ছাড়া নিজেদের জন্য পাবে না কোন অভিভাবক আর না কোন সাহায্যকারী।

قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الْمُعَوِّقِيْنَ مِنْكُمْ وَالْقَآئِلِيْنَ لِاِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ اِلَيْنَا ۚ وَلَا يَاْتُوْنَ الْبَاْسَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿١٨﴾

(১৮) আল্লাহ অবশ্যই জানেন তাদেরকে যারা তোমাদের মধ্যে (জিহাদের পথে) বাধা দানকারী[৩] এবং যারা নিজেদের ভাই-বন্ধুদেরকে বলে, আমাদের কাছে আস[৪]। আর তারা যুদ্ধে খুব কমই হাজির হয়ে থাকে।

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ জিহাদে গিয়ে মৃত্যুবরণ না করলেও একদিন তো মরতেই হবে। সেদিন জান্নাতের অসীম নেয়ামত থেকে বঞ্চিত থাকতে হবে। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(২) "তবে কে তা রুখতে পারে" বাক্যটি এখানে উহ্য আছে। (বয়ানুল কুরআন ও জালালাইন)

(৩) الْمُعَوِّقِيْنَ শব্দের অর্থ যারা নেক কাজে বাধা দেয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

(৪) অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গ ত্যাগ করে আমাদের কাছে চলে এস এবং যুদ্ধ ও মৃত্যু থেকে নিরাপদ থাক। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর ও আইছারুত্তাফাসীর)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৬-১৭ নং আয়াতদ্বয়:

১. জেহাদের প্রতি মুমিনদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

২. যথাসময়ে সকলকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। জেহাদ থেকে পলায়ন মৃত্যু থেকে রক্ষা করবে না।

৩. কল্যাণ অকল্যাণ সব আল্লাহর ইচ্ছাধীন, কেউ আল্লাহর সে ইচ্ছার ব্যত্যয় ঘটাতে সক্ষম নয়।

● ১৮ নং আয়াত:

আয়াতে জেহাদে বাধাদানকারী ব্যক্তিদের নিন্দা করা হয়েছে।

اَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ۚ فَاِذَا جَآءَ الْخَوْفُ رَاَيْتَهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ تَدُوْرُ اَعْيُنُهُمْ كَالَّذِىْ يُغْشٰى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۚ فَاِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوْكُمْ بِاَلْسِنَةٍ حِدَادٍ اَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ ؕ اُولٰٓئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوْا فَاَحْبَطَ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ ؕ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿١٩﴾

(১৯) তোমাদের প্রতি কৃপণতাবশত[১]। অতঃপর যখন তারা ভয়ের সম্মুখীন হয় তখন তুমি তাদেরকে দেখ যে, তারা তোমার দিকে নিজেদের চোখগুলো উল্টিয়ে তাকিয়ে আছে এমন ব্যক্তির ন্যায় যার উপর মৃত্যুর ভয় আচ্ছন্ন হয়ে আছে। অতঃপর যখন সেই ভয় দূর হয়ে যায়[২] তখন তারা সাথে সাথে সম্পদের আশায় কড়া ভাষা নিয়ে তোমাদের মুখোমুখী হয়[৩]। ঐসব লোক এমন যারা ঈমান আনেনি। ফলে আল্লাহ তাদের সকল আমলকে বিফল করে রেখেছেন। আর এটা আল্লাহর কাছে খুবই সহজ।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ তারা যদিও জেহাদে শরীক হয় কিন্তু মুসলমানদের প্রতি কৃপণতা এবং হিংসা থাকে তাদের মূল উদ্দেশ্য। মুসলমানগণ যাতে গনীমতের মাল বেশি করে না পায় এবং তারা যেন গনীমত দাবি করতে পারে– এই নিয়তেই মুনাফেকরা কখনো কখনো জেহাদে শরীক হয়। (বয়ানুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ যখন মুসলমানগণ বিজয় লাভ করে।

(৩) অর্থাৎ তারা গনীমতের মাল পাওয়ার আশায় বলতে থাকে, আমরা যুদ্ধে যোগদান করিনি, এ জয়লাভে কি আমাদের অংশ নেই? (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৯ নং আয়াত:

১. আয়াত থেকে মুনাফেকদের একটি স্বভাবের কথা জানা যায়। তা হল কৃপণতা।

২. বিপদের দিনে কেটে পড়া, মন্দ বলা আর সুখের দিনে এসে ভাগ চাওয়া মুনাফেকদের স্বভাব যা অতি নিকৃষ্ট স্বভাব।

৩. ঈমান ছাড়া আমলের কোনোই মূল্য নেই। মুনাফেকরা যেহেতু পুরোপুরি ঈমান আনেনি, কাজেই তাদের এই জেহাদে যোগদান আল্লাহ পাকের দরবারে মকবুল নয়।

يَحْسَبُوْنَ الْاَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوْا ۚ وَاِنْ يَّاْتِ الْاَحْزَابُ يَوَدُّوْا لَوْ اَنَّهُمْ بَادُوْنَ فِى الْاَعْرَابِ يَسْاَلُوْنَ عَنْ اَنْۢبَآئِكُمْ ؕ وَلَوْ كَانُوْا فِيْكُمْ مَّا قٰتَلُوْٓا اِلَّا قَلِيْلًا ۝

(২০) তারা মনে করছে যে, সম্মিলিত বাহিনী চলে যায়নি। এ সম্মিলিত বাহিনী যদি আবার আসে তবে তারা এটাই কামনা করবে[১] যে, কত ভালো হত, যদি তারা পল্লীবাসীদের মধ্যে অবস্থান করে তোমাদের খবরাখবর জিজ্ঞাসা করে জেনে নিত।" আর তারা তোমাদের মধ্যে থাকলেও খুব সামান্যই যুদ্ধ করত।

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا ۝

(২১) তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখেরাতকে ভয় করে[২] এবং বেশি বেশি আল্লাহর যিকির করে তাদের জন্য অবশ্যই আল্লাহর রসূলের মধ্যে ছিল উত্তম নমুনা[৩]।

وَلَمَّا رَاَ الْمُؤْمِنُوْنَ الْاَحْزَابَ ۙ قَالُوْا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ ۫ وَمَا زَادَهُمْ اِلَّاۤ اِيْمَانًا وَّتَسْلِيْمًا ۝

(২২) আর মুমিনগণ যখন সম্মিলিত বাহিনীকে দেখল তখন তারা বলে উঠল, এ বিষয়েই তো আল্লাহ ও তাঁর রসূল আমাদেরকে ওয়াদা দিয়েছিলেন। এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূল সত্য বলেছেন এবং এটা তাদের ঈমান ও আত্মসমর্পনকেই বৃদ্ধি করল।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ মুনাফেকদের কামনা হল, শত্রুবাহিনী না যাক। আর ইসলামের প্রতি তাদের শত্রুতা এতই প্রবল যে, তারা সুযোগ পেলেই মুসলমানদের বিরুদ্ধে গ্রামে লুকিয়ে লুকিয়ে গুপ্তচরবৃত্তি করবে। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর ও বয়ানুল কুরআন)

(২) এখানে يَرْجُوا শব্দের অর্থ "ভয় করে"। (জালালাইন ও বয়ানুল কুরআন)

www.maktabatulabrar.com

(৩) কাজেই যিনি "উত্তম নমুনা" তিনিই যখন জেহাদে অংশগ্রহণ করতে পারলেন তখন অন্যরা পারবে না কেন? (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২০ নং আয়াত:

আয়াত দ্বারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুনাফেকদের হিংস্র মনোভাবের কথা বর্ণিত হয়েছে। তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদের বিজয় কামনা করে।

● ২১ নং আয়াত:

আয়াত দ্বারা জানা যায়, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই বিশ্ব মানবের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ বা নমুনা। কাজেই সে আদর্শের অনুসরণের মধ্যেই রয়েছে সকলের কামিয়াবী ও মুক্তি। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ২২ নং আয়াত:

১. প্রকৃত মুমিনগণ আল্লাহ ও রসূলের সব কথা ও সব ওয়াদায় বিশ্বাস করে।

২. প্রকৃত মুমিনগণ বিপদ ও পরীক্ষার মুখোমুখি হলে তাদের ঈমান আরো বৃদ্ধি পায়।

৩. ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি আছে।

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا ۝

(২৩) মুমিনদের মধ্যে কতক ব্যক্তি এমন আছে যারা আল্লাহর সাথে যে বিষয়ে অঙ্গীকার করেছে তা সত্যে পরিণত করেছে[১]। অতঃপর তাদের মধ্যে কেউ তো নিজের মানতকে পূর্ণ করেছে[২] আর তাদের কেউ অপেক্ষা করছে। এবং তারা একটুও পরিবর্তন করেনি[৩]।

لِّيَجْزِىَ اللّٰهُ الصّٰدِقِيْنَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ اِنْ شَآءَ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

(২৪) যাতে[৪] আল্লাহ সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদিতার বিনিময় দেন এবং মুনাফেকদেরকে ইচ্ছা করলে শাস্তি দেন অথবা তাদের তওবা কবুল করেন। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوْا خَيْرًا ؕ وَكَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ قَوِيًّا عَزِيْزًا ۝

(২৫) আর আল্লাহ কাফেরদেরকে তাদের ক্রোধসহ ফিরিয়ে দিলেন। তারা কোন কল্যাণই হাসিল করতে পারেনি। এবং যুদ্ধে আল্লাহ-ই মুমিনদের জন্য যথেষ্ট হয়ে গেলেন। আর আল্লাহ অটুট শক্তির অধিকারী, পরাক্রমশালী।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অনেক সাহাবী তো কোন অঙ্গীকার ছাড়াই যুদ্ধে অটল ছিলেন। আবার কেউ কেউ অঙ্গীকার করেছেন এবং তা পূরণও করেছেন।

(২) অর্থাৎ শাহাদাতবরণ করেছে। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(৩) অঙ্গীকার পালনের ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন করেনি। তানবীন-এর অর্থ একটুও।

(৪) এখানে "জিহাদের" হেকমত বর্ণনা করা হচ্ছে। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৩ নং আয়াত:

১. সাহাবায়ে কেরামের জিহাদী প্রেরণা ও সত্যনিষ্ঠার প্রশংসা করা হয়েছে।

২. জিহাদী প্রেরণা ও সত্যনিষ্ঠা প্রশংসনীয় বিষয়।

৩. অঙ্গীকার পালনের ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন না করা চাই, বরং হুবহু অঙ্গীকার পালন করা চাই।

● ২৪ নং আয়াত:

আয়াতের দ্বারা জিহাদের একটি বিশেষ হেকমতের কথা জানা যায়। তা হল মুমিনদেরকে পুরস্কৃত করা এবং কাফের ও মুনাফেকদেরকে শাস্তি দেয়া।

● ২৫ নং আয়াত:

১. যত বড় শত্রুই হোক না কেন তার মোকাবেলায় আল্লাহ পাকের সাহায্যই যথেষ্ট, যদি তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়।

২. আল্লাহর শক্তি অটুট, তিনি পরাক্রমশালী তথা অন্যকে পরাভূত করতে সক্ষম।

وَاَنْزَلَ الَّذِيْنَ ظَاهَرُوْهُمْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ صَيَاصِيْهِمْ وَقَذَفَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ وَتَاْسِرُوْنَ فَرِيْقًا ﴿٢٦﴾	(২৬) আর কিতাবীদের মধ্যে যারা তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছে তাদেরকে তিনি তাদের দূর্গসমূহ[১] থেকে নামিয়ে দিলেন। এবং তাদের অন্তর-মনে ভয় ঢেলে দিলেন। (ফলে) একদলকে তোমরা হত্যা করছ এবং একদলকে বন্দী করছ[২]।
وَاَوْرَثَكُمْ اَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ وَاَرْضًا لَّمْ تَطَئُوْهَا ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرًا ﴿٢٧﴾	(২৭) এবং তিনি তোমাদেরকে তাদের জমিন, ঘর-বাড়ী ও ধন-সম্পদের মালিক বানিয়ে দিলেন এবং এমন জমিনের-ও যেখানে তোমরা পা মাড়াওনি[৩]। আর আল্লাহ হলেন সবকিছুর উপর মহা ক্ষমতাবান।

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) صيصية এর বহুবচন صياصى। এখানে মদীনার ইহুদী সম্প্রদায়ের কিছু অংশ তথা বনু কুরাইজা –যারা সম্মিলিত কাফের বাহিনীর সহযোগিতা করেছিল– তাদের কথা বলা হয়েছে। তারা দূর্গে আশ্রয় নিলে সেখান থেকে তাদেরকে বের করা হয়। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(২) তাদের পুরুষদেরকে হত্যা করা হয় এবং নারী ও শিশুদেরকে বন্দী করা হয়। কারণ, তারা চুক্তি ভঙ্গ করে কাফেরদের সাথে হাত মিলিয়েছিল। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(৩) এখানে "খায়বার" ভূমির কথা বলা হয়েছে। (জালালাইন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৬ নং আয়াত:

এ আয়াতে বিশ্বাসঘাতক এবং ওয়াদা ভঙ্গকারী ইয়াহুদীদের শাস্তির বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। তাদের সকল সক্ষম পুরুষকে হত্যা করা হয়। আর নারী ও শিশুদেরকে বন্দী করা হয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ২৭ নং আয়াত:

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের ভবিষ্যত বিজয় লাভের সুসংবাদ দিয়েছেন যা পরবর্তীতে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। মুসলমানগণ খায়বার, ইরাক, শাম, পারস্যসহ বহু জনপদ অধিকার করেছিল। (মাআরিফুল কুরআন)

يٰٓاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ وَاُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ﴿٢٨﴾	(২৮) হে নবী, তুমি তোমার স্ত্রীদের বলে দাও[১] তোমরা যদি দুনিয়ার জীবন ও তার চাকচিক্য চাও তাহলে আস, আমি তোমাদেরকে ভোগ-সামগ্রী দেই এবং উত্তম পন্থায় তোমাদেরকে বিদায় দিয়ে দেই[২]।
وَاِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ فَاِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٢٩﴾	(২৯) আর যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রসূল ও আখেরাতের বাসস্থান চাও তাহলে নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে যারা নেককার তাদের জন্য আল্লাহ মহা প্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন।
يٰنِسَآءَ النَّبِىِّ مَنْ يَّاْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُّضٰعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ؕ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿٣٠﴾	(৩০) হে নবীর স্ত্রীগণ, যা প্রকাশ্য অন্যায়, তোমাদের মধ্যে কেউ তা করলে তাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেয়া হবে। এবং এটা আল্লাহর জন্য খুব সহজ।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) **শানে নুযূল:** খায়বারের যুদ্ধে হুজুরের হাতে প্রচুর গনীমতের মাল আসার পর হুজুরের স্ত্রীগণ কিছু সাজ-সরঞ্জাম কিনে দেয়ার জন্য হুজুর-এর কাছে পীড়াপীড়ি শুরু করেন। এতে তিনি অসন্তুষ্ট হন। এ প্রসঙ্গেই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর স্ত্রীগণকে শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে আলোচ্য আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। (মাআরিফুল কুরআন ও আইছারুত্তাফাসীর)

(২) অর্থাৎ উত্তম পদ্ধতিতে তালাক দেই। (জালালাইন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৮ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, দুনিয়া এবং দুনিয়ার মহব্বত নিঃসন্দেহে আল্লাহ এবং তাঁর রসূল থেকে দূরে সরে যাওয়ার লক্ষণ। (বয়ানুল কুরআন)

● ২৯ নং আয়াত:

আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয়, আখেরাতের মহা পুরস্কার পেতে চাইলে দুনিয়ার মহব্বত ত্যাগ করতে হবে। আল্লাহ ও রসূলের মহব্বত অন্তরে পয়দা করতে হবে।

● ৩০ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের যত নৈকট্যশীল তার সামান্য অপরাধেও তাকে তত বেশি পাকড়াও করা হয়। (মাআরিফুল কুরআন)

২১ নং পারা সমাপ্ত

www.maktabatulabrar.com

পারা-২২

وَمَنْ يَّقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَآ اَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ ۙ وَاَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيْمًا ﴿٣١﴾	(৩১) আর তোমাদের মধ্যে যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে এবং নেক আমল করবে, আমি তাকে তার বিনিময় দান করব দু'বার আর তার জন্য আমি প্রস্তুত করে রেখেছি সম্মানজনক রিযিক।[১]

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পত্নীগণকে তাদের মর্যাদা অনুসারে সতর্কীকরণস্বরূপ বলা হয়েছিল যে, তোমরা যদি কোন অবাঞ্ছিত ও অপ্রীতিকর কাজ কর, তবে তোমাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দেয়া হবে। কারণ, তোমরা নবীপত্নী। আলোচ্য আয়াতটিতেও তাদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে এবং নেক আমল করে তাকে তার আমলের দ্বিগুণ প্রতিদান দেয়া হবে। এই দ্বিগুণ শাস্তি দানের ভীতি প্রদর্শন ও দ্বিগুণ প্রতিদানের ওয়াদাদানের উদ্দেশ্য হচ্ছে নবী-পত্নীগণকে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ থেকে বিরত রাখা এবং তাদের আনুগত্য করার জন্য উৎসাহিত করা। এ ছাড়াও দুনিয়ার লোভ-লালসা থেকে তাদের অন্তরকে সম্পূর্ণ নির্মল এবং তাদেরকে তাদের মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন করে তোলাই হচ্ছে এর লক্ষ্য।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩১ নং আয়াত:

আয়াতে দ্বিগুণ প্রতিদানের জন্য দু'টো শর্ত আরোপ করা হয়েছে। অথচ পূর্ববর্তী আয়াতে শাস্তি প্রাপ্ত হওয়ার জন্য কেবল একটি অপরাধ তথা আল্লাহ ও রসূলের বিরুদ্ধাচরণই যথেষ্ট হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বুঝা যায়, পূর্ণ মাকবূলিয়াত লাভের জন্য সমস্ত বিধি-বিধান মানা আবশ্যক। পক্ষান্তরে শাস্তির জন্য কিছু ত্রুটি ও গুনাহই যথেষ্ট। (বয়ানুল কুরআন ও মাআরিফুল কুরআন)

يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ﴿٣٢﴾	(৩২) হে নবী-পত্নীগণ! তোমরা অন্য কোন নারীর মত নও, যদি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর১। অতএব তোমরা (পরপুরুষের সঙ্গে) বাক্যালাপে কোমলতা অবলম্বন কর না, যাতে এরূপ লোক প্রলুব্ধ হয়, যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে এবং তোমরা সঙ্গত কথা বল২।

وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلٰى وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ﴿٣٣﴾

(৩৩) আর তোমরা তোমাদের গৃহে অবস্থান কর[৩] এবং পূর্ববর্তী জাহিলিয়াতের (যুগের) সৌন্দর্য প্রদর্শনের ন্যায় সৌন্দর্য প্রদর্শন করে ফির না[৪] এবং নামায কায়েম কর ও যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য কর। হে (নবীর) গৃহবাসীগণ! আল্লাহ তো কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করে দিতে এবং তোমাদেরকে পুরোপুরি পবিত্র করতে[৫]।

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِيْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيْرًا ﴿٣٤﴾

(৩৪) আর আল্লাহর আয়াত ও জ্ঞানের কথা, যা তোমাদের গৃহে পঠিত হয় তা তোমরা স্মরণ কর। নিশ্চয় আল্লাহ অতি সুক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবহিত[৬]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, তোমাদের মান ও মর্যাদা অন্য সাধারণ নারীদের মত নয়। আল্লাহ তা'আলা তো তোমাদেরকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সহধর্মিণী হিসেবে মনোনীত করেছেন এবং তোমাদেরকে সমস্ত মু'মিনের মাতা বানিয়েছেন। সুতরাং তোমাদের এ মর্যাদা সংরক্ষণের জন্য কেবল দাম্পত্য সম্পর্কই যথেষ্ট নয়। এজন্য তোমাদের নিজেদেরও তাকওয়া-পরহেজগারী অবলম্বন করা জরুরী। পক্ষান্তরে তোমরা যদি তা না কর তবে এ দাম্পত্য সম্পর্ক দ্বিগুণ শাস্তির কারণ হবে। কেননা, নিজের আমল ও তাকওয়া ব্যতীত কেবল সম্পর্ক অর্থহীন। (বয়ানুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ, প্রয়োজনে পরপুরুষের সাথে কথা বলতে হলে এভাবে বলবে, যা তোমাদের মর্যাদা অনুসারে সাজে এবং অন্য সাধারণ নারীদের চেয়ে তোমাদের এ ব্যাপারে অধিক সতর্ক থাকা উচিত। সুতরাং এভাবে কথা বলবে, যেমন কোন মাতা তার সন্তানের সাথে বলে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) অর্থাৎ, বিনা প্রয়োজনে এবং পর্দাহীনভাবে ঘর থেকে বের হয়ো না; বরং যথাসম্ভব গৃহে অবস্থান করে গৃহস্থালীর কাজকর্ম আঞ্জাম দাও। কারণ, এটাই হচ্ছে মহিলাদের প্রধান দায়িত্ব এবং এর দ্বারাই পর্দার অধিক সংরক্ষণ হয়। (মাআরিফুল কুরআন ইদরীসী ও মাআরিফুল কুরআন মুফতী শফী)

(৪) অর্থাৎ, প্রয়োজনে যদি ঘর থেকে বের হতেও হয় তবে সৌন্দর্য প্রদর্শন করে ফিরো না ; বরং বোরখা কিংবা বড় চাদর দ্বারা শরীর ও পোষাক আবৃত করে বের হবে। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বেকার জাহিলিয়াতের মত সৌন্দর্য প্রদর্শন করে নব্য জাহিলিয়াতের জন্ম দিয়ো না। বলাবাহুল্য যে, বর্তমান যুগের পর্দাহীনতাই নব্য জাহিলিয়াত। (মাআরিফুল কুরআন ও বয়ানুল কুরআন)

(৫) অর্থাৎ, তোমাদেরকে উল্লেখিত বিধানাবলীর নির্দেশ দেয়ার উদ্দেশ্যই হচ্ছে তেমাদেরকে গুনাহ ও অপরাধের অপবিত্রতা থেকে দূরে রাখা এবং প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে আকীদা ও আমলে এবং স্বভাব-চরিত্রে সম্পূর্ণ নিষ্কলুষ রাখা। (বয়ানুল কুরআন)

www.maktabatulabrar.com

(৬) অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে আলোচ্য আয়াতে "আল্লাহর আয়াত" মানে কুরআন এবং হেকমত (জ্ঞানের কথা) মানে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীছ। অর্থাৎ, কুরআন ও হাদীছের বাণী –যা তোমাদের গৃহেই চর্চা হয় তা– তোমরা স্মরণ কর, তদানুযায়ী আমল কর এবং তা অন্যদেরকে শেখাও ও অন্যদের কাছে পৌছাও। তাছাড়া আল্লাহ তাআলার এ অপার অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর যে, তিনি তোমাদেরকে এমন গৃহে স্থান দিয়েছেন, যা জ্ঞানের ভাণ্ডার ও হেদায়েতের উৎস। অন্য সাধারণ নারীদের থেকে তোমাদের মর্যাদা ভিন্ন ও উন্নত হওয়ার এটাও একটা অন্যতম কারণ। (মাআরিফুল কুরআন ও ফাউয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩২ নং আয়াত:

১. কেবল আল্লাহর কোন প্রিয় বান্দার সাথে কৃত সম্পর্কের উপর ভরসা করে থাকা উচিত নয়, বরং তাকওয়া-পরহেযগারীর উপর নিজেরও চলা চাই। (মাআরিফুল কুরআন)

২. যদিও প্রয়োজনে পরপুরুষের সাথে কথা বলা মহিলার জন্য নিষিদ্ধ নয়, কিন্তু এমন কোমল কণ্ঠে কথা বলা নাজায়েয, যা দ্বারা পর পুরুষের আকৃষ্ট হওয়ার আশংকা থাকে। (আহকামুল কুরআন, থানবী)

● ৩৩ নং আয়াত:

আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, মহিলাদের প্রতি ইসলামের মূল নির্দেশ হচ্ছে পর্দার সাথে গৃহে অবস্থান করার। কিন্তু প্রয়োজনে গৃহের বাইরে যেতে হলে তা নিষিদ্ধ নয়, তবে সৌন্দর্য প্রদর্শন করে পর্দাহীনভাবে বের হওয়া সম্পূর্ণ হারাম ও নিষিদ্ধ। (আহকামুল কুরআন, থানবী ও আইসারুত্তাফাসীর)

● ৩৪ নং আয়াত:

১. যে ব্যক্তি আলেম নয় তার আমলের চেয়ে আলেমের আমলের ফযীলত বেশি। (আহকামুল কুরআন, থানবী)

২. যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট থেকে কুরআনের কোন আয়াত অথবা বা হাদীছ শোনে তার জন্য অপরিহার্য অন্যের কাছে তা পৌঁছে দেয়া। (মাআরিফুল কুরআন)

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمٰتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْقٰنِتٰتِ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالصّٰدِقٰتِ وَالصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰبِرٰتِ وَالْخٰشِعِيْنَ وَالْخٰشِعٰتِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقٰتِ وَالصَّآئِمِيْنَ وَالصّٰٓئِمٰتِ وَالْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحٰفِظٰتِ وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرٰتِ ۙ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٣٥﴾

(৩৫) নিশ্চয় আত্মসমর্পণকারীগণ ও আত্মসমর্পনকারিণীবৃন্দ, ঈমান আনয়নকারীগণ ও ঈমান আনয়নকারিণীবৃন্দ, আনুগত্যকারীগণ ও আনুগত্যকারিণীবৃন্দ, সত্যপরায়ণগণ ও সত্যপরায়ণাবৃন্দ, ধৈর্যশীলগণ ও ধৈর্যশীলাবৃন্দ, বিনীতগণ ও বিনীতাবৃন্দ, দানশীলগণ ও দানশীলাবৃন্দ, রোযা পালনকারীগণ ও রোযা পালণকারিণীবৃন্দ, আপন লজ্জাস্থান সংরক্ষণকারীগণ ও সংরক্ষণকারিণীবৃন্দ এবং অধিক পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণকারীগণ ও স্মরণকারিণীবৃন্দ, তাদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত করে রেখেছেন ক্ষমা ও মহা প্রতিদান[১]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কোন কোন পত্নী বলেছিলেন যে, কুরআনের প্রায় জায়গায় পুরুষের আলোচনা করা হয়েছে। মহিলাদের কোথাও উল্লেখ নেই। এ ছাড়াও কোন কোন নেককার মহিলা মনে করেছিলেন যে, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তো নবী-পত্নীগণের আলোচনা করা হয়েছে। অন্য সাধারণ নারীদের ব্যাপারে কিছুই বলা হয়নি। তখন আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়, যাতে তারা এ সান্ত্বনা পায় যে, পুরুষ হোক বা নারী, কারো শ্রমই আল্লাহ তা'আলা বিনষ্ট করেন না। প্রত্যেককেই তার আমল অনুসারে প্রতিদান দেওয়া হয়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩৫ নং আয়াত:

১. যারা উল্লেখিত আয়াতে বর্ণিত দশটি গুণে গুণান্বিত হবে তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কার ক্ষমা ও জান্নাত। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. যে সব আমলের জন্য পুরুষ ও মহিলা সমানভাবে আদিষ্ট সেগুলোর প্রতিদান ও পুরস্কারের ক্ষেত্রেও পুরুষ ও মহিলা সমান। তবে পুরুষ বা মহিলাকে যেসব আমলের জন্য ভিন্ন ভিন্ন নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেগুলোর পুরস্কার এবং প্রতিদানও স্বতন্ত্রভাবে দেয়া হবে। (প্রাগুক্ত)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ؕ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا ﴿٣٦﴾

(৩৬) আর কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর জন্য এটা সম্ভব নয় যে, যখন আল্লাহ ও তাঁর রসূল কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেন তখন তাদের সে বিষয়ে তাদের জন্য কোন এখতিয়ার থাকে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে সে নিশ্চয় প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে বিভ্রান্ত হয়েছে[১]।

وَاِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِيْٓ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّٰهَ وَتُخْفِيْ فِيْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ ۚ وَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشٰىهُ ؕ

(৩৭) আর (স্মরণ কর) যখন[২] তুমি আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ করেছেন এবং তুমিও যার প্রতি অনুগ্রহ করেছ তাকে বলছিলে, তুমি তোমার স্ত্রীকে নিজের জন্য রেখে দাও এবং আল্লাহকে ভয় কর! আর তুমি তোমার অন্তরে সে বিষয়টি গোপন রাখছিলে, যা আল্লাহ প্রকাশ করে দেয়ার ছিলেন আর তুমি মানুষকে ভয় করছিলে, অথচ আল্লাহই অধিকতর উপযুক্ত যে, তুমি তাঁকে ভয় করবে। অতঃপর যখন যায়েদ তার (যয়নবের) থেকে প্রয়োজন পূর্ণ করে নিল[৩], আমি তাকে তোমার বিবাহ বন্ধনে

www.maktabatulabrar.com

فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا لِكَيْ لَا يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِيْٓ اَزْوَاجِ اَدْعِيَآئِهِمْ اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ؕ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا ﴿٣٧﴾

দিলাম, যাতে মু'মিনদের জন্য তাদের পোষ্যপুত্রদের (পরিত্যক্তা) স্ত্রীদের ব্যাপারে কোন সংকীর্ণতা না থাকে, যখন তারা (পোষ্যপুত্রগণ) তাদের থেকে প্রয়োজন পূর্ণ করে নেয় (অর্থাৎ, তালাক প্রদান করে)। আর আল্লাহর আদেশ কার্যকরী হয়েই থাকে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ফুফাত বোন যয়নব বিনতে জাহাশকে তাঁরই পালকপুত্র যায়েদ ইবনে হারেছার সাথে বিবাহ দিতে ইচ্ছা করলেন। যায়েদ সাধারণ্যে ক্রীতদাস বলে পরিচিত ছিলেন। সুতরাং হযরত যয়নব ও তার ভাই আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ এ বিবাহে আপত্তি করলেন। তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (বয়ানুল কুরআন)

(২) পূর্ববর্তী আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর পাত্রী ও পাত্রীপক্ষ বিবাহে সম্মতি প্রদান করল। কিন্তু ঘটনাক্রমে বিবাহের পর তাদের মনের মিল হল না। কাজেই হযরত যায়েদ হযরত যয়নবকে তালাক দিতে ইচ্ছা করে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পরামর্শ চাইলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে উপদেশ দিলেন যে, তালাক দিয়ো না। কিন্তু কোনক্রমেই যখন তাদের মনের মিল হল না তখন পুনরায় তালাক দেওয়ার সংকল্প প্রকাশ করলে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

(৩) অর্থাৎ, সম্পর্ক ছিন্ন করল।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩৬ নং আয়াত:

১. কোন বিষয়ের অনুমোদন অথবা নিষিদ্ধকরণের ক্ষেত্রে যখন আল্লাহ ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন সিদ্ধান্ত দিয়ে দেন তখন সে ক্ষেত্রে কোন প্রকৃত মু'মিন ব্যক্তির কোন রকম আপত্তি থাকতে পারে না। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ মানুষকে হেদায়েতের পথ থেকে সরিয়ে গোমরাহীর দিকে নিয়ে যায়। (প্রাগুক্ত)

● ৩৭ নং আয়াত:

১. কোন বিষয়ে স্ত্রীর প্রতি অসন্তুষ্ট হলেও পারতপক্ষে তাকে তালাক প্রদানের সিদ্ধান্ত না নেওয়া উচিত। এ জন্যই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত যায়েদকে পরামর্শ দিয়েছিলেন তাঁর স্ত্রীকে তালাক না দেওয়ার জন্য। (আহকামুল কুরআন, থানবী)

২. পোষ্যপুত্রের পরিত্যাক্তা স্ত্রীকে বিবাহ করা জায়েয। (প্রাগুক্ত)

কাজেই তার পর আর কাউকে নবুয়ত দেওয়া হবে না। তার নবুয়ত কেয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। উল্লেখ্য, কেয়ামতের পূর্বে হযরত ঈসা (আ.)-এর পুনঃ আগমন হবে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর একজন উম্মত হিসাবে। তখন তিনি তার নিজের নবুয়ত ও রেসালাতের উপর আমল করবেন না। (ফাউয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩৯ নং আয়াত:

আয়াত থেকে বুঝা যায়, আল্লাহর মনোনীত বান্দাদের গুণ হচ্ছে তাঁর বাণী প্রচার করা, তাঁকে ভয় করা এবং তিনি ব্যতীত কাউকে ভয় না করা। সুতরাং যে কাজে কোন দ্বীনী স্বার্থ রয়েছে তা বাস্তবায়নে কোন সমালোচনাকারীর সমালোচনার তোয়াক্কা করা উচিত নয়। (আহকামুল কুরআন, থানবী)

● ৪০ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তা'আলার মনোনীত সর্বশেষ নবী। তার পরে এ পর্যন্ত কোন নবী আসেনি এবং ভবিষ্যতেও কোন নবী আসবে না। কেয়ামত পর্যন্ত কেবল তাঁরই নবুয়তের কার্যকারিতা থাকবে। সুতরাং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পর যদি কেউ নবুয়তের দাবি করে তবে তা ভ্রান্তি ও মিথ্যা। (আহকামুল কুরআন, থানবী)

(৪১) হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর।	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ﴿٤١﴾
(৪২) এবং তাঁর তাসবীহ পাঠ কর সকাল ও সন্ধ্যায়[১]।	وَّسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ﴿٤٢﴾
(৪৩) তিনি এমন, যিনি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণও (তোমাদের জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে) যাতে তিনি তোমাদেরকে অন্ধকারপুঞ্জ থেকে আলোর দিকে আনয়ন করেন এবং তিনি মু'মিনদের প্রতি পরম দয়ালু[২]।	هُوَ الَّذِيْ يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلٰٓئِكَتُهٗ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ؕ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا ﴿٤٣﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা এত বড় অনুগ্রহ করেছেন যে, সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তোমাদের হেদায়েতের জন্য প্রেরণ করেছেন। এজন্য তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, প্রকৃত অনুগ্রহশীল আল্লাহ তা'আলাকে কখনও ভুলো না। উঠায়-বসায়, চলায়-ফেরায়, দিনে-রাতে, সকাল-সন্ধ্যায় সব সময় তাকে স্মরণ কর। (ফাউয়ায়েদে উছমানী)

www.maktabatulabrar.com

(৩৮) নবীর জন্য তা করাতে কোন আপত্তি নেই, যা আল্লাহ তাঁর জন্য বিধিসম্মত করে দিয়েছেন। পূর্বে যারা গত হয়েছে[১] তাদের ক্ষেত্রে এটাই ছিল আল্লাহর রীতি। আর আল্লাহর আদেশ হচ্ছে সুনির্ধারিত সিদ্ধান্ত[২]।	مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيْمَا فَرَضَ اللّٰهُ لَهٗ ؕ سُنَّةَ اللّٰهِ فِي الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ؕ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ قَدَرًا مَّقْدُوْرَا ﴿٣٨﴾
(৩৯) যারা আল্লাহর বাণীসমূহ পৌঁছে দেয় এবং তাঁকে ভয় করে। তারা আল্লাহ ব্যতীত কাউকে ভয় করে না। আর আল্লাহ হিসাব গ্রহণে যথেষ্ট।	الَّذِيْنَ يُبَلِّغُوْنَ رِسٰلٰتِ اللّٰهِ وَيَخْشَوْنَهٗ وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهَ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا ﴿٣٩﴾
(৪০) মুহাম্মাদ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারও পিতা নয়; বরং সে আল্লাহর রসূল এবং শেষ নবী। আর আল্লাহ হলেন সর্ববিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞাত[৩]।	مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ﴿٤٠﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, পূর্ববর্তী নবীগণ।

(২) অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলার আদেশ অলংঘনীয়। তিনি যা সিদ্ধান্ত করেছেন তা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। উল্লেখ্য, আল্লাহ তা'আলা হযরত যয়নবকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিবাহে অর্পন করেছিলেন, কিন্তু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটাকে তৎকালীন সামাজিক প্রথার ব্যতিক্রম হওয়ায় এবং কাফেরদের সমালোচনার আশংকায় প্রকাশ করতে ইতস্তবোধ করছিলেন, তাই এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, শরীয়তে যা অনুমোদিত হয়ে গেছে তা গ্রহণে কোন অসুবিধা বা অন্তরায় নেই। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলার মনোনীত বান্দা। আল্লাহ তা'আলার পূর্ববর্তী মনোনীত বান্দা তথা নবী-রসূলগণ আল্লাহর বাণী প্রচার করতেন এবং আল্লাহকে ভয় করতেন। তারা আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করতেন না। সুতরাং তুমিও মানুষের সমালোচনার ভয়ে আল্লাহর রসূল হিসাবে আল্লাহর সিদ্ধান্তের ব্যাপারে কোন রকম ইতস্তবোধ করবেন না। (ফাওয়ায়েয়ে উছমানী থেকে সংক্ষেপিত)

(৩) অর্থাৎ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেবল এক যায়েদ কেন, কোন পুরুষেরই পিতা নন। কেননা, তাঁর যে সব পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করেছিল, তারা শৈশবেই মৃত্যুবরণ করেছিল, আর কেউ কেউ আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সময় জন্মগ্রহণই করেননি। তার যেসব কন্যা সন্তান ছিল তাদের মধ্যে কেবল হযরত ফাতেমা (রা.)-এর মাধ্যমেই তার বংশ-পরিক্রমা অব্যাহত রয়েছে। সুতরাং কোন পুরুষকে তাঁর পুত্র মনে করার কোন কারণ নেই। তবে তিনি আল্লাহর রসূল। এ দিক থেকে সমস্ত উম্মতই তাঁর আধ্যাত্মিক সন্তান। বলাবাহুল্য যে, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আগমনের মাধ্যমে আম্বিয়ায়ে কেরামের আবির্ভাবের সুমহান ধারার পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

(২) অর্থাৎ, যখন তোমরা অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকির করবে এবং সকাল-সন্ধ্যা তথা সবসময় তাঁর তাসবীহ পাঠ করবে। তখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন এবং ফেরেশতাগণ তোমাদের জন্য আল্লাহর কাছে অনুগ্রহের দোয়া করবেন। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪১-৪২ নং আয়াতদ্বয়:

আয়াতদ্বয় থেকে বুঝা যায়, আল্লাহকে স্মরণ করাই এমন একটি ইবাদত, যা বান্দার উপর সার্বক্ষণিক কর্তব্য। এজন্য কোন সময় নির্ধারিত নেই। এ কারণে এক্ষেত্রে কোন রকম ওজরও গ্রহণযোগ্য নয়। (আহকামুল কুরআন, থানবী)

● ৪৩ নং আয়াত:

১. আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহ করেন।

২. ফেরেশতাগণ মুমিনদের জন্য আল্লাহর কাছে অনুগ্রহের দোয়া করেন।

৩. হেদায়েত হচ্ছে আলো আর কুফর, শিরক, পাপাচার হচ্ছে অন্ধকার।

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهٗ سَلٰمٌ ۚ وَاَعَدَّ لَهُمْ اَجْرًا كَرِيْمًا ﴿٤٤﴾	(৪৪) যেদিন তারা তাঁর (অর্থাৎ আল্লাহর) সাথে সাক্ষাৎ করবে সেদিন তাদের প্রতি অভিবাদন হবে 'সালাম' এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন সম্মানজনক প্রতিদান।
يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ﴿٤٥﴾	(৪৫) হে নবী! আমি তো তোমাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষদাতা, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে।
وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا ﴿٤٦﴾	(৪৬) এবং আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীরূপে তাঁরই আদেশে এবং আলো দানকারী প্রদীপরূপে[১]।
وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَضْلًا كَبِيْرًا ﴿٤٧﴾	(৪৭) আর তুমি মু'মিনদেরকে সুসংবাদ প্রদান কর যে, তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে মহা অনুগ্রহ।
وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَدَعْ اَذٰىهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿٤٨﴾	(৪৮) এবং তুমি কাফের ও মুনাফেকদের কথা গ্রাহ্য কর না, আর তাদের নির্যাতন উপেক্ষা কর এবং আল্লাহর উপর ভরসা রাখ। কর্ম বিধায়করূপে আল্লাহ যথেষ্ট[২]।

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) পূর্ববর্তী ৪৩ নং আয়াতে বলা হয়েছিল, আল্লাহর অনুগ্রহ মু'মিনদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোতে আনয়ন করে। এখানে বলা হচ্ছে, সে আলো উজ্জ্বল প্রদীপ অর্থাৎ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর থেকেই বিচ্ছুরিত। সম্ভবত আলোচ্য আয়াতে 'সিরাজ' তথা 'প্রদীপ' শব্দটি সূর্যের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন সূরা নূহের ১৬ নং আয়াতে সূর্যকে প্রদীপ বলা হয়েছে। (ফাউয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ হে নবী! আমি তোমাকে যেসব আদেশ করেছি, তা বাস্তবায়নে কোন কাফের ও মুনাফেকের তোয়াক্কা করবে না। বরং দাওয়াত ও ইসলাহের গুরু দায়িত্ব অকুতোভয়ে পালন কর। তারা যদি তোমাকে কথায় বা কাজে কষ্ট দিতে চায় তবে তা উপেক্ষা করে আমার প্রতি ভরসা কর। আমার সাহায্যই তোমার জন্য যথেষ্ট।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪৪ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মুসলমানদের পারস্পরিক অভিবাদন হওয়া উচিত "আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ"। এ অভিবাদন ছোটর থেকে বড়কে যেমন হতে পারে, তেমনি হতে পারে বড়র পক্ষ থেকে ছোটর প্রতিও। (আহকামুল কুরআন, থানবী)

● ৪৫-৪৬ নং আয়াতদ্বয়:

১. আয়াতদ্বয় থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিশেষ কয়েকটি পরিচয় হল- তিনি সাক্ষদাতা, সুসংবাদদাতা, সতর্ককারী, আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী এবং আলো দানকারী প্রদীপ।

● ৪৭ নং আয়াত:

এ আয়াতে মুমিনদের মহা পুরস্কার পাওয়ার সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে।

● ৪৮ নং আয়াত:

১. আল্লাহর আদেশ বাস্তবায়নে কোন কাফের ও মুনাফেকের তোয়াক্কা করা যাবে না।

২. দাওয়াত ও ইসলাহের গুরু দায়িত্ব অকুতোভয়ে পালন করতে হবে।

৩. কাফের মুনাফেকরা যদি কথায় বা কাজে কষ্ট দিতে চায় তবে তা উপেক্ষা করে আল্লাহর প্রতি ভরসা রেখে দ্বীনের কাজ চালিয়ে যেতে। আল্লাহর সাহায্যই মুমিনদের জন্য যথেষ্ট।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا ۚ فَمَتِّعُوْهُنَّ وَسَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ﴿٤٩﴾	(৪৯) হে মু'মিনগণ! যখন তোমরা মু'মিন নারীদেরকে বিবাহ কর, অতঃপর তোমরা তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে তাদেরকে তালাক প্রদান কর, তখন তোমাদের জন্য তাদের পালনীয় কোন ইদ্দত নেই, যা তোমরা গণনা করবে। সুতরাং তোমরা তাদেরকে কিছু সামগ্রী প্রদান কর এবং তাদেরকে সৌজন্যপূর্ণ বিদায় দাও[১]।

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّآ اَحْلَلْنَا لَكَ اَزْوَاجَكَ
الّٰتِيْٓ اٰتَيْتَ اُجُوْرَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ
مِمَّآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلَيْكَ وَبَنٰتِ عَمِّكَ وَبَنٰتِ
عَمّٰتِكَ وَبَنٰتِ خَالِكَ وَبَنٰتِ خٰلٰتِكَ الّٰتِيْ
هَاجَرْنَ مَعَكَ ۫ وَامْرَاَةً مُّؤْمِنَةً اِنْ وَّهَبَتْ
نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ اِنْ اَرَادَ النَّبِيُّ اَنْ يَّسْتَنْكِحَهَا ۗ
خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۭ قَدْ عَلِمْنَا
مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيْٓ اَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ
اَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُوْنَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ۭ
وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝۵۰

(৫০) হে নবী! নিশ্চয় আমি তোমার জন্য তোমার সেই স্ত্রীদেরকে হালাল করেছি, যাদেরকে তুমি তাদের মহর প্রদান করেছ এবং সেই নারীদেরকেও (হালাল করেছি) যারা তোমার মালিকানাধীন হয়েছে সেই নারীদের মধ্য থেকে যাদেরকে আল্লাহ গনীমতস্বরূপ তোমাকে দান করেছেন এবং (তোমার বিবাহের জন্য বৈধ করেছেন) তোমার চাচার কন্যাগণ, তোমার ফুফুদের কন্যাগণ এবং তোমার মামার কন্যাগণ এবং তোমার খালাদের কন্যাগণ, যারা তোমার সাথে হিজরত করেছে। এবং কোন মু'মিন নারী যদি নিজেকে নবীর জন্য সমর্পণ করে সেও, যদি নবী তাকে বিবাহ করতে ইচ্ছা করে২ (তবে তাকেও বিনা মহরে বিবাহ করা বৈধ)। এটা বিশেষ করে তোমার জন্য, মু'মিনদের জন্য নয়। অবশ্যই আমি তাদের উপর তাদের স্ত্রীগণ ও যারা তাদের মালিকানাধীন রয়েছে তাদের ব্যাপারে যা বিধান আরোপ করেছি তা অবগত রয়েছি, (আমি তা থেকে তোমাকে ব্যতিক্রম রেখেছি) যাতে তোমার জন্য কোন অসুবিধা না হয়। আর আল্লাহ সর্বদা অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, কোন মুসলমান পুরুষ কোন মুসলমান রমনীকে বিবাহ করে যদি তাকে স্পর্শ করার অর্থাৎ, তার সাথে নির্জন-অবস্থান অথবা সহবাস করার পূর্বেই তাকে তালাক প্রদান করে, তবে সে রমণীর জন্য ইদ্দত পালন করার প্রয়োজন নেই। সে তালাকের অব্যবহিত পরেই অন্য স্বামী গ্রহণ করতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে যদি তার বিবাহে মহর নির্ধারিত হয়ে থাকে তাহলে স্ত্রীকে অর্ধেক মহর প্রদান করতে হবে। আর নির্ধারিত না হয়ে থাকলে রীতি ও সামর্থ্য অনুযায়ী পোশাক-আশাক দিয়ে তাকে বিদায় করবে।

(২) অর্থাৎ, মদীনায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নিজ গোত্রের কোন রমণীকে বিবাহ করতে চাইলে তার জন্য শর্ত ছিল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে হিজরত করা। পক্ষান্তরে সে রমণী অনাত্মীয়া হলে তার জন্য কেবল মুসলমান হওয়াই যথেষ্ট ছিল এবং এরূপ রমণী বিনা মহরে নিজেকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাতে সমর্পণ করতে চাইলে

www.maktabatulabrar.com

তখন তাকে বিনা মহরে গ্রহণ করাও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্য জায়েয ছিল।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪৯ নং আয়াত:

আয়াত থেকে তিনটি বিষয় প্রতীয়মান হয়। যথা: ১. বিবাহের পর স্ত্রীর সাথে নির্জন অবস্থান কিংবা সহবাসের পূর্বে তাকে তালাক প্রদান করা হলে ইদ্দত পালন করা তার জন্য ওয়াজিব নয়। ২. পূর্ববর্ণিত বিধান মোতাবেক তাকে তার প্রাপ্য আদায় করে দিবে। ৩. তার সাথে কোন রকম কঠোর ব্যবহার করবে না। (আহকামুল কুরআন, থানবী)

● ৫০ নং আয়াত:

আয়াত থেকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্য নিম্নোক্ত স্বতন্ত্র বিধানগুলো প্রতীয়মান হয়:

১. চার ও চারের অধিক স্ত্রী, যাদের মহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিশোধ করে দিয়েছেন তারা তাঁর জন্য হালাল।

২. রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইন্তেকালের পর তাঁর স্ত্রীগণকে যেমন অন্য কোন পুরুষের পক্ষে বিবাহ করা হারাম, তেমনি তাঁর ইন্তেকালের পর তার অধীনে থাকা বাঁদীরাও অন্য যে কোন পুরুষের জন্য হারাম।

৩. রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পিতা ও মাতার বংশীয়া কোন রমনীকে বিবাহ করতে চাইলে তার জন্য শর্ত ছিল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে তাকে হিজরত করতে হবে।

৪. সাধারণ মানুষের পক্ষে ইহুদী ও খৃষ্টান নারী বিবাহ করা জায়েয হলেও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্য তা ছিল হারাম।

৫. তাঁর পক্ষে বিনা মহরে বিবাহ করাও জায়েয। (আহকামুল কুরআন, থানবী)

تُرْجِيْ مَنْ تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُـْٔوِيْٓ اِلَيْكَ
مَنْ تَشَآءُ ۭ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ۭ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ تَقَرَّ
اَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَآ اٰتَيْتَهُنَّ
كُلُّهُنَّ ۭ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ ۭ
وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَلِيْمًا ۝۵۱

(৫১) তুমি তাদের (অর্থাৎ, তোমার স্ত্রীদের) মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা (তোমার নিকট থেকে) দূরে রাখতে পার এবং যাকে ইচ্ছা তোমার নিকটে স্থান দিতে পার এবং তুমি যাদেরকে দূরে রেখেছ তাদের মধ্য থেকে যাকে কামনা কর (করতে পার), তাতে তোমার কোন গুনাহ নেই। এটা তাদের চক্ষু শীতল হওয়া ও তাদের দুঃখিত না হওয়া এবং তুমি তাদেরকে যা দেবে তাতে তাদের সবারই সন্তুষ্ট থাকার সহজতম পন্থা। আর আল্লাহ জানেন যা তোমাদের অন্তরে রয়েছে এবং আল্লাহ সর্বদা সর্বজ্ঞ ও অতি সহনশীল১।

لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَآءُ مِنْۢ بَعْدُ وَلَآ اَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ اَزْوَاجٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ اِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ رَّقِيْبًا ﴿۵۲﴾

(৫২) এর পর তোমার জন্য কোন নারী বৈধ নয় এবং এটাও (বৈধ) নয় যে, তুমি তাদের অর্থাৎ (তোমার বর্তমান) স্ত্রীদের স্থলে কাউকে পরিবর্তন করে নেবে, যদিও তাদের সৌন্দর্য তোমাকে বিস্মিত করে[২]। কিন্তু ঐ নারী, যে তোমার মালিকানাধীন হয় (তার বিধান ভিন্ন)[৩]। আর আল্লাহ সর্বদা সবকিছুর উপর সুপর্যবেক্ষক।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) স্ত্রী-পরিজন নিয়ে ঘর-সংসার করতে গেলে সময় সময় ভাল-মন্দ কথার উৎপত্তি হওয়া আথবা একটু-আধটু অপ্রীতি ও অশান্তি দেখা দেওয়া সম্পূর্ণই স্বাভাবিক। এ থেকে কোন মহা পুরুষ বা মহিয়সী মহিলারই একেবারে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় নেই। কিন্তু আল্লাহর রসূলগণ যদি এসব ব্যাপারে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এজন্য আল্লাহ তা'আলা পূর্ব আয়াতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাংসারিক ও পরিবারিক দায়িত্ব থেকে ন্যায়সঙ্গতভাবে মুক্তি প্রদান করে এ আয়াতে নিজ স্ত্রীদেরকে পরিত্যাগ, পরিবর্তন অথবা তাদেরকে রাখা বা না রাখার পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করেছেন। কিন্তু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ অধিকার পেয়েও গোটা জীবদ্দশায় তা কাজে লাগাননি। উল্লেখ্য যে, উক্ত স্বাধীনতাকে "রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর স্ত্রীদের সন্তুষ্ট থাকার সহজতম পন্থা" হিসাবে আখ্যায়িত করার কারণ হচ্ছে, যখন তাঁরা বুঝতে পারবেন যে, স্ত্রীদের অধিকারের ব্যাপারে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং তার উপর কিছুই ওয়াজিব নয়, তাই যতটুকুই পাবেন তাকেই তারা বড় পাওয়া মনে করে সন্তুষ্ট থাকবেন।

(২) অর্থাৎ, পূর্ববর্তী ৫০ নং আয়াতে যে কয় শ্রেণীর নারীকে বিবাহ করা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্য হালাল করা হয়েছে তাদের বাইরে কোন নারীকে বিবাহ করা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্য বৈধ নয়। আর যারা আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিবাহ-বন্ধনে বর্তমান ছিলেন তাদের কাউকে পরিবর্তন করারও অনুমতি ছিল না। হযরত আয়েশা ও উম্মে সালমা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে যে, এ নিষেধাজ্ঞা পরবর্তীকালে রহিত করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পর কোন বিবাহ করেননি বা কাউকে পরিবর্তন করেননি। তারা সবাই মৃত্যুকালেও তাঁর বিবাহ বন্ধনে ছিলেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) অর্থাৎ, মালিকানাধীন দাসীদের বেলায় উপরোক্ত বাধ্য-বাধকাতা নেই। উল্লেখ্য যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দু'জন মালিকানাধীন বৈধ দাসী ছিলেন। একজন মারিয়া কিবতিয়া ও দ্বিতীয়জন রায়হানা। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫১ নং আয়াত:

আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, স্ত্রীদের সবাইকে সমান সঙ্গ দান করা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর ওয়াজিব ছিল না। কিন্তু উম্মতের জন্য ওয়াজিব। (আহকামুল কুরআন, থানবী)

● ৫২ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পূর্বোক্ত নারীগণ ব্যতীত অন্য কোন নারীকে বিবাহ করা বৈধ ছিল না। ভিন্নমতে, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সময় যে নয়জন স্ত্রী রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিবাহ-বন্ধনে ছিলেন তাদের বাইরে অন্য কোন নারীকে বিবাহ করা তার জন্য বৈধ ছিল না। (মাআরিফুল কুরআন মুফতী শফী ও মাআরিফুল কুরআন ইদরীসী)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِیِّ اِلَّاۤ اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ اِلٰى طَعَامٍ غَيْرَ نٰظِرِيْنَ اِنٰىهُ ۙ وَلٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلَا مُسْتَاْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ ؕ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِی النَّبِیَّ فَيَسْتَحْیٖ مِنْكُمْ ۫ وَاللّٰهُ لَا يَسْتَحْیٖ مِنَ الْحَقِّ ؕ وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْـَٔلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ ؕ ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ ؕ وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَاۤ اَنْ تَنْكِحُوْۤا اَزْوَاجَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖۤ اَبَدًا ؕ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا ﴿۵۳﴾ اِنْ تُبْدُوْا شَیْـًٔا اَوْ تُخْفُوْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِيْمًا ﴿۵۴﴾

(৫৩) হে মু'মিনগণ! তোমরা নবীর গৃহসমূহে প্রবেশ কর না[১], তবে খাওয়ার দাওয়াতের মাধ্যমে তোমদেরকে অনুমতি দেওয়া হলে তখন এভাবে প্রবেশ কর যে, তোমরা তা রান্না হওয়ার জন্য অপেক্ষমান নও। কিন্তু যখন তোমাদেরকে দাওয়াত দেয়া হয় তখন প্রবেশ কর। অতঃপর যখন তোমাদের খাওয়া হয়ে যাবে, তখন ছড়িয়ে পড়ো এবং কথায় লিপ্ত হয়ে বসে থেক না। নিশ্চয় এটা নবীকে পীড়া দেয়, কিন্তু তিনি তোমাদের ব্যাপারে সংকোচ বোধ করেন। আর আল্লাহ সত্যের ব্যাপারে কোন সংকোচ বোধ করেন না। আর যখন তোমরা তাদের (অর্থাৎ, নবী-পত্নীদের) কাছে কোন আসবাব চাও তখন তোমরা পর্দার অন্তরাল থেকে তাদের কাছে চেয়। এটা তোমাদের অন্তর ও তাদের অন্তর অধিকতর পবিত্র রাখার সহায়ক পন্থা। এবং তোমাদের জন্য উচিত নয় যে, তোমরা আল্লাহর রসূলকে কষ্ট দেবে এবং এটাও নয় যে, তোমরা তাঁর (মৃত্যুর) পরে তাঁর স্ত্রীদেরকে কখনও বিবাহ করবে। নিশ্চয় এটা আল্লাহর কাছে মহা অপরাধ।

(৫৪) যদি তোমরা (এ সম্পর্কে) কোন কিছু প্রকাশ কর, অথবা তা গোপন রাখ তবে নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু সম্পর্কে সর্বদা সর্বজ্ঞ।

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) যয়নবের সাথে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিবাহের পর তিনি সাহাবীদেরকে ওলীমার দাওয়াত করেন। কেউ কেউ আহারের পর হুজুরের গৃহে বসে আলাপ করছিল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গাত্রোত্থানের ইচ্ছা করলেন, যেন তারা চলে যায়। কিন্তু তারা ইঙ্গিতটি বুঝলেন না। অবশেষে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উঠে দাঁড়ালে সকলে উঠে যান; কিন্তু তখনও তিনজন বসে ছিলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুনরায় এসেও তাদেরকে আলাপে রত দেখে ফিরে গেলেন। এবার তারা উঠে গেলেন। অতঃপর তিনি ঘরে আসেন। তখন এই পর্দার আয়াতটি নাযেল হয়। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫৩ নং আয়াত:

১. বিনা দাওয়াতে কোন খাবারের মজলিসে শরীক হওয়া এবং খাবার শেষে সেখানে বসে গল্প করার কারণে মেজবানের অসুবিধা হলে এরূপ করা নাজায়েয, অন্যথায় নাজায়েয নয়।

২. গায়র মাহরাম মহিলাদের কাছ থেকে কোন জিনিস-পত্র চাওয়ার প্রয়োজন হলে পর্দার অন্তরাল থেকে চেয়ে নেওয়া উচিত। (মাআরিফুল কুরআন)

● ৫৪ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়– আল্লাহ তাআলা গোপন প্রকাশ্য সবকিছু সম্বন্ধেই অবগত।

لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِيْٓ اٰبَآئِهِنَّ وَلَآ اَبْنَآئِهِنَّ وَلَآ اِخْوَانِهِنَّ وَلَآ اَبْنَآءِ اِخْوَانِهِنَّ وَلَآ اَبْنَآءِ اَخَوٰتِهِنَّ وَلَا نِسَآئِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ ۚ وَاتَّقِيْنَ اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا ۝۵۵

(৫৫) তাদের (অর্থাৎ নবী-পত্নীদের) পক্ষে তাদের নিজ নিজ পিতার (সামনে যাওয়ার) ক্ষেত্রে কোন গুনাহ নেই, আর না তাদের নিজ নিজ (ভিন্ন ঔরসজাত)[১] পুত্রদের, আর না তাদের নিজ নিজ ভাইদের, আর না তাদের নিজ নিজ ভ্রাতুষ্পুত্রদের আর না তাদের নিজ নিজ ভগ্নিপুত্রদের, আর না তাদের (সধর্মী) নারীদের[২], আর না তাদের অধিকারভুক্ত[৩] (দাসী)-দের (সামনে যাওয়াতে কোন গুনাহ আছে)। আর (হে নবী-পত্নীগণ!) তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বদা সুতীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষক।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) পূর্বাপর আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, এখানে ভিন্ন ঔরসজাত পুত্র বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, নবী-পত্নীদের মধ্যে যাঁর পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত পুত্র রয়েছে তার সাথে সেই মাতা দেখা দিতে পারেন, কিন্তু নবীর অন্য পত্নীগণ তার সাথে দেখা দিতে পারেন না। পক্ষান্তরে একই স্বামীর ঔরসজাত পুত্রের

www.maktabatulabrar.com

সাথে মায়ের মত বিমাতাগণও দেখা দিতে পারেন। সেটা সূরা নিসার 'মুহাররমাতে আবাদিয়্যাহ' সম্পর্কিত ২২ নং আয়াত থেকে প্রতীয়মান।

(২) অর্থাৎ, মুসলিম নারীদের পক্ষে সচ্চরিত্রা মুসলমান নারীদের সাথে দেখা দেওয়া যায়। কিন্তু দুশ্চরিত্রা কিংবা কাফের নারী গায়রে মাহরাম পুরুষের মতই। (মাআরিফুল কুরআন) অবশ্য হাদীছ দ্বারা উম্মাহাতুল মুমিনীনদের নিকট কাফের নারীদের যাতায়াত প্রমাণিত আছে বিধায় কেউ কেউ কাফের নারীদের সঙ্গেও মুসলমান নারীদের পক্ষে দেখা-সাক্ষাত জায়েয হওয়ার মত প্রদান করেছেন।

৩. "অধিকারভুক্ত" দ্বারা অধিকাংশ ফিকাহবিদ ও সাহাবায়ে কেরামের বর্ণনামতে দাসীদের বোঝানো হয়েছে। কেউ কেউ ক্রীতদাসকেও এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫৫ নং আয়াত:

আয়াতে যাদের সঙ্গে পর্দা করার প্রয়োজন নেই এমন কয়েকজনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰۗىِٕكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَي النَّبِيِّ ۭ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ۝۵۶

(৫৬) নিশ্চয় আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ এই নবীর প্রতি সালাত পাঠান।[১] হে মুমিনগণ! তোমরাও তাঁর উপর সালাত পাঠাও এবং যথাযথভাবে সালাম জানাও।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِيْنًا ۝۵۷

(৫৭) নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে কষ্ট দেয়[২], আল্লাহ তাদের প্রতি দুনিয়া ও আখেরাতে লা'নত করেন এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন লাঞ্ছনাকর শাস্তি।

وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ۝۵۸

(৫৮) আর যারা মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে কষ্ট দেয় তাদের কৃত কোন অপরাধ ব্যতিরেকে, তারা অপবাদ ও স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) আল্লাহর সালাত পাঠানো অর্থ রহমত বর্ষণ এবং ফেরেশতাদের সালাত অর্থ ইস্তিগফার। আর মুমিনদের সালাত অর্থ রহমতের দুআ করা। আলোচ্য আয়াতে একই সঙ্গে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ ও ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি সালাত পাঠান বা রহমত বর্ষণ করেন। উল্লেখ্য যে, রহমত বর্ষণকারী অনুসারে রহমতের অর্থগত তাৎপর্য ভিন্ন ভিন্ন। যেমন পিতা কর্তৃক পুত্রকে ভালবাসা এবং পুত্র কর্তৃক পিতাকে ভালবাসার শব্দ এক হলেও উভয় ভালবাসার তাৎপর্য ও ধরন এক নয়। প্রকৃতপক্ষে রহমত

বর্ষণের মালিক একমাত্র আল্লাহ। ফেরেশতাদের রহমত বর্ষণ অর্থ নবীর জন্য ইস্তেগফার করা। (ফাউয়ায়েদে উছমানী অবলম্বনে)

(২) অর্থাৎ আল্লাহর শানে অমর্যাদাকর কথাবার্তা বলা এবং রসূলের শানে অশোভন আচরণ ও উক্তি করাই হচ্ছে তাঁদেরকে কষ্ট দেওয়ার নামান্তর। (ফাউয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫৬ নং আয়াত:

আয়াত থেকে ফেকাহবিদগণ বলেছেন যে, যেখানে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আলোচনা হয়, সেখানে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নাম উচ্চারিত হওয়ার সাথে সাথে প্রত্যেকবার দরূদ পাঠ করা মুস্তাহাব এবং সে মজলিসে অন্তত একবার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই দরূদ পাঠ করা ওয়াজিব। আর জীবনে কমপক্ষে একবার দরূদ পাঠ করা ফরয। (বয়ানুল কুরআন)

● ৫৭ নং আয়াত:

আয়াতে আল্লাহর শানে অমর্যাদাকর কথাবার্তা বলা এবং রসূলের শানে অশোভন আচরণ ও উক্তি করার কারণে শাস্তি হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে।

● ৫৮ নং আয়াত:

আয়াতে মুমিন মুসলমানদেরকে –চাই পুরুষ হোক বা নারী– কষ্ট দেয়ার নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ؕ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٥٩﴾

(৫৯) হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে, তোমার কন্যাদেরকে এবং মু'মিনদের নারীদেরকে বলে দাও, তারা যেন তাদের চাদরের কিছু অংশ নিজেদের (মাথা ও চেহারার) উপর ঝুলিয়ে দেয়। এটা তাদের চেনা যাওয়ার সহজতম পন্থা। ফলে তারা উত্যক্ততার শিকার হবে না। আর আল্লাহ সর্বদা অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু[১]।

لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْمُرْجِفُوْنَ فِي الْمَدِيْنَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُوْنَكَ فِيْهَآ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٦٠﴾

(৬০) অবশ্য যদি এই মুনাফেকরা এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে[২] এবং যারা মদীনায় গুজব রটায়[৩] তারা বিরত না হয় তবে অবশ্যই আমি তোমাকে তাদের পেছনে লাগিয়ে দেব। অতঃপর তারা সেখানে অতি সামান্য সময়ই তোমার প্রতিবেশীরূপে থাকবে–

مَّلْعُوْنِيْنَ ۚ اَيْنَمَا ثُقِفُوْٓا اُخِذُوْا وَقُتِّلُوْا تَقْتِيْلًا ﴿٦١﴾

(৬১) অভিশপ্ত হয়ে[৪]; যেখানেই তাদেরকে পাওয়া যাবে সেখানেই তাদেরকে ধরা হবে এবং নির্মমভাবে হত্যা করা হবে[৫]।

سُنَّةَ اللّٰهِ فِي الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ﴿٦٢﴾

(৬২) পূর্বে যারা অতীত হয়ে গেছে তাদের ব্যাপারে আল্লাহর বিধান এভাবে জারি রয়েছে। আর তুমি আল্লাহর বিধানে কখনও কোন পরিবর্তন পাবে না[৬]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) মুনাফেকদের মধ্যে দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরা মুসলমানদের ক্রীতদাসীদেরকে পথে-ঘাটে উত্যক্ত করত এবং মুসলিম নারীদেরকেও দাসী মনে করে বিরক্ত করত। এতে মুসলমানদের এবং বিশেষ করে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মনে কষ্ট হত। এজন্য আলোচ্য আয়াতে মুসলিম মহিলাদেরকে পর্দাবৃত অবস্থায় চলা-ফেরা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, নিজেদের উপর চাদরের কিছু অংশ ঝুলিয়ে দেওয়া মানে মাথা ও চেহারা ঢেকে কেবল চক্ষু খোলা রেখে চলা। এ কারণে বন্ধনীতে "মাথা ও চেহারা" শব্দ দু'টো যুক্ত করা হয়েছে। এ তাফসীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও উবায়দা সালমানী প্রমুখ থেকে বর্ণিত। (দ্রষ্টব্যঃ ইবনে কাছীর, বয়ানুল কুরআন, মাআরিফুল কুরআন-ইদরীসী ও মাআরিফুল কুরআন মুফতী শফী)

(২) অর্থাৎ যাদের কুদৃষ্টি ও কামুকতার ব্যাধি রয়েছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) সম্ভবত এরা ছিল ইয়াহুদী। এরা প্রায়ই মিথ্যা গুজব রটিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে লিপ্ত থাকত। কিংবা এরাও ছিল মুনাফেকই। (প্রাগুক্ত)

(৪) আল্লাহ তা'আলার সেই অভিশাপের ফলেই তারা অনর্থক প্রশ্নাবলীর পেছনে পড়ছে। পরিণামের চিন্তা করছে না।

(৫) তারা তাদের অপকর্ম থেকে বিরত না হওয়ায় উক্ত ঘোষণা মোতাবেক ইহুদীদের বের করে দেওয়া হয়েছে এবং মুনাফেকরা সম্ভবত তাদের আচরণ পরিবর্তন করেছিলো বিধায় তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হয়নি। (প্রাগুক্ত)

(৬) অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলার চিরাচরিত বিধান হচ্ছে, যারা নবী-রসূলদের মুকাবেলায় অন্যায়-অপকর্ম ও ষড়যন্ত্র করেছে তাদেরকে তিনি লাঞ্ছিত-বঞ্চিত ও ধ্বংস করে দিয়েছেন। অথবা অর্থ এই যে, পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থাবলীতেও অনর্থ সৃষ্টিকারীদেরকে বের করে দেওয়ার বিধান রয়েছে। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫৯ নং আয়াত:

আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, মহিলারা যখন কোন প্রয়োজনে গৃহ থেকে বের হবে তখন লম্বা চাদর দ্বারা সমস্ত শরীর আবৃত করে বের হবে এবং সে চাদর দ্বারা মাথা ও চেহারা ঢেকে নেবে। শরীয়তসম্মত বোরখাও তার স্থলে চলতে পারে। (আহকামুল কুরআন, থানবী)

www.maktabatulabrar.com

● ৬০–৬২ নং আয়াতসমূহ:

১. মুসলমানদের মাঝে এমন গুজব ছড়ানো হারাম, যা দ্বারা তাদের দুশ্চিন্তা, পেরেশানী ও আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। (মাআরিফুল কুরআন)

২. মুসলমানদের কষ্ট দেওয়ার শাস্তি অবস্থাভেদে বিচারকের বিবেচনা মোতাবেক শাস্তি, নির্ধারণ কিংবা হত্যা পর্যন্ত হতে পারে। (আহকামুল কুরআন, থানবী)

৩. অতীকালেও এরূপ শাস্তির বিধান ছিল। ৫ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

يَسْـَٔلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ۭ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ ۭ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُوْنُ قَرِيْبًا ۝۶۳

(৬৩) লোকেরা তোমাকে কেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। তুমি বলে দাও, এর জ্ঞান কেবল আল্লাহরই নিকট রয়েছে। আর তোমার (এটা) কী করে জানা থাকবে? হয়ত কেয়ামত অচিরেই সংঘটিত হয়ে যেতে পারে[১]।

اِنَّ اللّٰهَ لَعَنَ الْكٰفِرِيْنَ وَاَعَدَّ لَهُمْ سَعِيْرًا ۝۶۴

(৬৪) নিশ্চয় আল্লাহ কাফেরদেরকে অভিশপ্ত করেছেন এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন জ্বলন্ত অগ্নি।

خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۚ لَا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ۝۶۵

(৬৫) সেখানে তারা চিরকাল অবস্থানকারী হবে। তারা না কোন বন্ধু পাবে, আর না কোন সাহায্যকারী।

يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوْهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُوْلُوْنَ يٰلَيْتَنَآ اَطَعْنَا اللّٰهَ وَاَطَعْنَا الرَّسُوْلَا ۝۶۶

(৬৬) যেদিন (জাহান্নামের) অগ্নিতে তাদের চেহারা উলট-পালট হয়ে যাবে সেদিন তারা বলবে, হায়! যদি আমরা আল্লাহর আনুগত্য করতাম এবং রসূলের আনুগত্য করতাম[২]।

وَقَالُوْا رَبَّنَآ اِنَّآ اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَاَضَلُّوْنَا السَّبِيْلَا ۝۶۷

(৬৭) আর তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয় আমরা আমাদের নেতৃবৃন্দ ও আমাদের বড়দের আনুগত্য করেছিলাম এবং তারা আমাদেরকে সুপথ থেকে বিভ্রান্ত করেছিল।

رَبَّنَآ اٰتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيْرًا ۝۶۸

(৬৮) হে আমাদের প্রতিপালক! তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দিন এবং তাদের প্রতি অভিসম্পাত করুন মহা অভিসম্পাত[৩]।

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) যদিও আল্লাহ তাআলা কেয়ামতের নির্ধারিত সময় কাউকে জানাননি, কিন্তু এখানে তার নৈকট্যের ইঙ্গিত করেছেন। এক হাদীছে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপন হাতের তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুল একত্র করে বলেছেন, আমি ও কেয়ামত এ দু'টি আঙ্গুলের মত কাছাকাছি। অর্থাৎ, তর্জনী আঙ্গুলের চেয়ে মধ্যমা অঙ্গুল যতটুকু বেশি, আমিও কেয়ামতের ততটুকু পূর্বেই এসেছি। শীঘ্রই কেয়ামত সংঘটিত হতে যাচ্ছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, তাদেরকে জাহান্নামে উপুড় করে নিক্ষেপ করে তাদের চেহারা অগ্নিতে উলট-পালট করা হবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) অর্থাৎ, তখন অতি ক্ষোভের সাথে তারা বলবে যে, আমাদেরকে এসব নেতৃবৃন্দ ধোঁকা দিয়ে ও প্রতারিত করে এ মুসিবতে ফেলেছে। তাদেরই প্ররোচনায় আমরা সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছি। সুতরাং আমাদেরকে সাজা দেওয়া হলে তাদেরকে আমাদের দ্বিগুণ সাজা দেওয়া হোক এবং আমাদের উপর যে অভিসম্পাত হচ্ছে তাদের উপর তার দ্বিগুণ অভিসম্পাত হোক। এ আবেদনের মাধ্যমে নেতৃবৃন্দের প্রতি তাদের মনের ঝাল মেটাতে চাইবে। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৬৩ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয়, কেয়ামত কখন সংঘটিত হবে– তা কেবল আল্লাহই জানেন। কেননা, জ্ঞান সাধারণত ইন্দ্রিয়লব্ধ কিংবা মস্তিষ্কপ্রসূত অথবা আল্লাহ প্রদত্ত হয়ে থাকে। কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার বিষয়টি কোন ইন্দ্রিয় কিংবা মেধা-মস্তিষ্ক দ্বারা বুঝা সম্ভব নয়। আল্লাহ তাআলা এ সম্পর্কে জ্ঞান দান করেননি, তাই কোন মাখলুকই জানে না যে, কেয়ামত কখন সংঘটিত হবে। তবে পৃথিবী সৃষ্টির সূচনা অপেক্ষা কেয়ামত যে নিকটবর্তী এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

● ৬৪–৬৫ নং আয়াতদ্বয়:

১. কাফেরদের জন্য রয়েছে জাহান্নাম।

২. জাহান্নামে তারা অনন্তকাল থাকবে।

৩. পরকালে বিপদ থেকে উদ্ধার করার মত কোন সাহায্যকারী তাদের থাকবে না।

ষ ৬৬ নং আয়াত:

আয়াত থেকে বুঝা যায়, কাজের সময় কাজ না করে পরবর্তীতে আক্ষেপ করলে সে আক্ষেপের ফল পার্থিব জীবনে কিছুটা পরিলক্ষিত হলেও পরকালের জীবনে এরূপ আক্ষেপের কোনও মূল্য নেই।

● ৬৭–৬৮ নং আয়াতদ্বয়:

১. কাফের নেতাদের অনুসরণের জন্য তাদের অনুসারীরা কেয়ামতের দিন আফ সোস করবে।

২. কাফের নেতাদের অন্ধ অনুসরণ কেয়ামতের দিন আযাব থেকে পরিত্রাণের ক্ষেত্রে কোন ওজর বলে গণ্য হবে না। (মাসায়েলুস সুলূক: বয়ানুল কুরআন-টীকা)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اٰذَوْا مُوْسٰى فَبَرَّاَهُ اللّٰهُ مِمَّا قَالُوْا ؕ وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيْهًا ۝٦٩

(৬৯) হে মুমিনগণ! তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা মূসাকে কষ্ট দিয়েছিল। অতঃপর তারা যা বলেছিল তা থেকে আল্লাহ তাঁকে নির্দোষ প্রমাণিত করেন। আর সে ছিল আল্লাহর কাছে বড় মর্যাদাবান[১]।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ۝٧٠

(৭০) হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল।

يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ؕ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ۝٧١

(৭১) (তাহলে) তিনি তোমাদের আমলসমূহ সংশোধন করে দিবেন এবং তোমাদের কল্যাণার্থে তোমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে সে অবশ্যই সাফল্য লাভ করবে মহা সাফল্য[২]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, তোমরা এমন কোন কথা বা কাজ করবে না, যা দ্বারা তোমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কষ্ট পান। যদি তোমারা এরূপ অন্যায় ব্যবহার কর, তবে তোমরা নবীর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। কেননা, আল্লাহর কাছে নবীগণের মর্যাদা অনেক উর্ধ্বে। যেমন হযরত মূসা (আ.)-কে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা ভ্রাতৃহত্যা এবং শরীরের গঠনগত ত্রুটি যেমন শ্বেত বা একশিরা ইত্যাদির অলীক অপবাদ দিয়েছিল। এ ছাড়াও কারুন এক মহিলাকে অর্থ-কড়ি দিয়ে প্রস্তুত করেছিল হযরত মূসা (আ.)-এর বিরুদ্ধে চরিত্রগত অপবাদ দেওয়ার জন্য। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা আপন কুদরতে সমস্ত মিথ্যা রটনা এবং অপবাদ থেকে হযরত মূসা (আ.)-কে সম্পূর্ণ নির্দোষ প্রমাণিত করেছেন, কিন্তু পরিণতিতে অপবাদদানকারীরা ধ্বংস ও শোচনীয় অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, হে মু'মিনগণ! তোমরা মূসা (আ.)-এর সম্প্রদায়ের মত নবী-রসূলের প্রতি অপবাদ কিংবা একে অপরের প্রতি অপবাদ দিয়ো না। বরং আল্লাহকে ভয় করে সত্য কথা বল। যারা আল্লাহকে ভয় করে সত্য কথা বলে, তাদেরকে তিনি উৎকৃষ্ট ও মকবূল আমলের তাওফীক দেন এবং তাদের গুনাহ মাফ করে দেন। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৬৯–৭১ নং আয়াতসমূহ:

১. যবান সংশোধন সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও আমল সংশোধনের কার্যকর উপায়। মানুষের যবান সংশোধিত হয়ে গেলে আল্লাহ তা'আলা তাকে তার অন্যান্য কার্যকলাপ সংশোধনের তাওফীক দিয়ে দেন। (মাআরিফুল কুরআন)

২. আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্যের মাঝেই মানুষের সাফল্য নিহীত।

www.maktabatulabrar.com

اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا ۝٧٢

(৭২) নিশ্চয় আমি আসমানসমূহ, জমিন ও পর্বতমালার সামনে এই আমানত পেশ করেছিলাম, অনন্তর তারা তা বহন করতে অস্বীকার করল এবং তাতে শঙ্কিত হল, অথচ মানুষ তা বহন করল। নিশ্চয় সে অতিশয় জালেম, অতিশয় অজ্ঞ[১]।

لِّيُعَذِّبَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكٰتِ وَيَتُوْبَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝٧٣

(৭৩) পরিণামে আল্লাহ মুনাফেক পুরুষ ও মুনাফেক নারীদেরকে এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীদেরকে শাস্তি দিবেন এবং মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি দিবেন[২]। আর আল্লাহ সর্বদা অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, আমি আসমান, জমিন ও পর্বতমালার সামনে এই আমানত অর্থাৎ, ঈমান ও হেদায়েত কবুল করার দায়িত্ব এবং শরীয়তের পালনীয় যাবতীয় বিধি-বিধান পেশ করেছিলাম, কিন্তু তারা নিজেদের অক্ষমতা প্রকাশ করে এ গুরুদায়িত্ব নিতে অস্বীকৃতি জানায় এবং তারা এ দায়িত্ব গ্রহণ করতে ভয় পায়। এ আমানত গ্রহণ করার জন্য তাদের উপর কোন বাধ্য-বাধকতা ছিল না, তাই তাদের অস্বীকৃতির পর হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করে তার সামনে এ আমানত পেশ করা হল, কিংবা সমস্ত মানবজাতিকে রূহের জগতে সমবেত করে তাদের সামনে পেশ করা হল, তখন হযরত আদম (আ.) অথবা সমগ্র মানবজাতি তা মাথা পেতে নিল। যেহেতু মানব জাতি পরিণামের কথা চিন্তা না করে এ গুরুদায়িত্ব মাথা পেতে নিয়েছে, তাই মানবজাতিকে সস্নেহ ভর্ৎসনার সুরে অতিশয় জালেম ও অতিশয় অজ্ঞ বলা হয়েছে। কারও কারও মতে, অনেক মানুষই যেহেতু দায়িত্ব নিয়ে তা যথাযথভাবে পালন করছে না এ কারণে তাদেরকে উক্ত ভর্ৎসনা করা হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) এখানে يتوب -এর অর্থ "ক্ষমা করা" না নিয়ে কৃপাদৃষ্টি নেওয়াই শ্রেয়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৭২ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আমানত গ্রহণ করা হলে তা যথাযথভাবে আদায় করে দেওয়া ওয়াজিব। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ৭২ নং আয়াত:

আয়াতে মুনাফেক ও মুশরিকদের শাস্তি এবং মু'মিনীদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি দানের কথা বর্ণিত হয়েছে।

(৩৪) সূরা সাবা[১] মক্কী
৫৪ আয়াত, ৬ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

(১) প্রকৃত প্রশংসা আল্লাহর জন্য[২] যার মালিকানাধীনে আছে সে সবই যা আকাশমণ্ডলীতে রয়েছে, আর যা পৃথিবীতে রয়েছে। এবং আখেরাতেও প্রশংসা তারই। আর তিনিই অতি প্রজ্ঞাময়, সম্যক অবগত।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِی الْاٰخِرَةِ ؕ وَهُوَ الْحَكِیْمُ الْخَبِیْرُ ①

(২) তিনি জানেন যা ভূমিতে প্রবেশ করে এবং যা তা থেকে নির্গত হয়, আর যা আকাশ থেকে অবতরণ করে এবং যা তাতে উত্থিত হয়।[৩] তিনিই পরম দয়ালু, অতি ক্ষমাশীল।[৪]

یَعْلَمُ مَا یَلِجُ فِی الْاَرْضِ وَمَا یَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا یَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا یَعْرُجُ فِیْهَا ؕ وَهُوَ الرَّحِیْمُ الْغَفُوْرُ ②

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

নামকরণঃ এ সূরার ১৫তম আয়াতে উল্লেখিত সাব নগরী এবং তার অধিবাসীদের উন্নতি, অগ্রগতি, সমৃদ্ধি ও স্বাচ্ছন্দ্যের পর তাদের অবাধ্যতা, ধর্মদ্রোহীতা ও অতিরিক্ত বিলাসিতার দরুন তাদের ধ্বংস হওয়ার কাহিনী এ সূরার ১৫-২০ আয়াতে বর্ণিত হওয়ায় এটাকে সূরা সাবা নামে নামকরণ করা হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন ইদরীসী)

(১) এ সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারে সকল তাফসীরকার একমত। তবে ৬ নং আয়াতটির ব্যাপারে দ্বিমত রয়েছে। কারও কারও মতে উক্ত আয়াতটি মদীনায় অবতীর্ণ। আবার কোন কোন তাফসীরকার বলেন, এ আয়াতটিও মক্কায়ই অবতীর্ণ হয়েছে। (প্রাগুক্ত)

(২) আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনের পাঁচটি সূরা "আলহামদু" শব্দ দ্বারা শুরু করেছেন। ১. সূরা ফাতেহা, ২. সূরা আনআম, ৩. সূরা কাহ্‌ফ, ৪. (আলোচ্য) সূরা সাবা, ৫. (পরবর্তী) সূরা ফাতির। উল্লেখ্য যে, আল্লাহ তা'আলা মাখলুকের উপর যেসব অপরিসীম অনুগ্রহ করেছেন সেগুলো সাধারণত দু'ভাগে বিভক্ত। এক, অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দান, দুই, অস্তিত্বপ্রাপ্তকে স্থায়িত্ব দানের জন্য উপকরণ সৃষ্টিকরণ। প্রথমটি আবার দু'প্রকার: ইহলৌকিক ও পারলৌকিক এবং দ্বিতীয়টিও দু'প্রকার: আধ্যাত্মিক ও দৈহিক। এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, উপরোক্ত পাঁচটি সূরায় আল্লাহ তা'আলার এসব অনুগ্রহ ও অনুকম্পার আলোচনা বিবৃত হয়েছে। (প্রাগুক্ত)

(৩) অর্থাৎ, আকাশ ও পৃথিবীর ছোট বড় কোন কিছুই তাঁর অবগতির বাইরে নয়। যা কিছু ভূমিতে প্রবেশ করে যেমন, কীট-পতঙ্গ, উদ্ভিদের বীজ, বৃষ্টির পানি, মৃতের লাশ এবং যা কিছু ভূমি থেকে বের

www.maktabatulabrar.com

হয় যেমন: ফসল, ঘাস, খনিজ পদার্থ ইত্যাদি আর যা কিছু আকাশ থেকে অবতরণ করে যেমন: বৃষ্টির পানি, ওহী, তাকদীর, ফেরেশতা এবং যা কিছু আকাশে উত্থিত হয় যেমন: প্রাণ, দোয়া, আমল, ফেরেশতা ইত্যাদি, এসব কিছুর খুঁটি-নাটি সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা সম্যক অবগত রয়েছেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) অর্থাৎ, উপরোক্ত বিষয়াদিতে মানুষের দৈহিক ও আত্মিক উপকারিতা থাকায় মানুষের উচিত পুরোপুরিভাবে আল্লাহর শোকর করা। আর যে এতে ত্রুটি করে সে শাস্তির উপযুক্ত হওয়া চাই। কিন্তু আল্লাহ্ বড়ই ক্ষমাশীল। তিনি ছোট-খাট গুনাহগুলো নেক কাজের দরুন এবং বড় গুনাহগুলো তাওবার দরুন, আবার কখনও উভয় প্রকার গুনাহ নিজের বিশেষ অনুগ্রহে, আর যেসব গুনাহ কুফর ও শিরক পর্যন্ত পৌছে সেগুলো ঈমান আনার দরুন মাফ করে দেন। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১ নং আয়াতঃ

আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সেই সত্তাই একমাত্র প্রশংসার অধিকারী, যিনি একই সাথে প্রভাব-প্রতিপত্তি ও সুকুমারবৃত্তি এই উভয় গুণের মালিক। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ২ নং আয়াতঃ

আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, জগতের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য যাবতীয় বিষয়ে আল্লাহ্ তাআলা সম্যক অবগত। (আইছারুত্তাফাসীর)

(৩) আর যারা কুফরী করে তারা বলে, আমাদের উপর কেয়ামত আসবে না। তুমি বলে দাও, হ্যাঁ আমার আলেমুল গায়েব প্রতিপালকের কসম[১], অবশ্যই তোমাদের উপর তা আসবে। অণু পরিমাণ বস্তু তাঁর অগোচর নয়, না আকাশমণ্ডলীতে আর না পৃথিবীতে। আর তার চেয়ে ক্ষুদ্র-বৃহৎ এমন কিছু নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে[২] লিপিবদ্ধ নেই।

وَقَالَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا لَا تَاْتِیْنَا السَّاعَةُ ؕ قُلْ بَلٰی وَرَبِّیْ لَتَاْتِیَنَّكُمْ ۙ عٰلِمِ الْغَیْبِ ۚ لَا یَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِی السَّمٰوٰتِ وَلَا فِی الْاَرْضِ وَلَاۤ اَصْغَرُ مِنْ ذٰلِكَ وَلَاۤ اَكْبَرُ اِلَّا فِیْ كِتٰبٍ مُّبِیْنٍ ③

(৪) (কেয়ামত এজন্য আসবে) যেন তিনি যারা ঈমান এনেছে, এবং নেক আমল করেছে তাদেরকে প্রতিদান দেন। তাদেরই জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা[৩]।

لِّیَجْزِیَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِیْمٌ ④

(৫) আর যারা আমার আয়াতসমূহের ব্যাপারে (নবীকে) পরাভূত করার মনোভাব নিয়ে চেষ্টা করেছিল তাদেরই জন্য রয়েছে যন্ত্রণাময় কঠোর শাস্তি[৪]।

وَالَّذِیْنَ سَعَوْ فِیْۤ اٰیٰتِنَا مُعٰجِزِیْنَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ اَلِیْمٌ ⑤

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, কেন আসবে না? অবশ্যই আসবে। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলাকে "আলেমুল গায়ব" বিশেষণে বিশেষায়িত করে কসম করার সম্ভবত কারণ এই যে, কাফেররা বলত যে যখন আমাদের শরীরের অণু-পরমাণু বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে তখন সেগুলোকে কীভাবে একত্র করে পুনঃজীবিত করা হবে। তাই তাদের উক্তির জওয়াবস্বরূপ বলা হয়েছে, কোন অণু-পরমাণু তাঁর অবগতির বাইরে নয়। ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে যে, আসমান ও জমীনের মালিকানা আল্লাহরই। সুতরাং সমস্ত অণু-পরমাণুকে একত্র করে দেওয়া তাঁর পক্ষে কোন অসম্ভবই নয়।

(২) 'সুস্পষ্ট কিতাব' বলে লওহে মাহফূজকে বোঝানো হয়েছে।

(৩ ও ৪) অর্থাৎ, কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার প্রয়োজন এ জন্য যে, যাতে মানুষকে তাদের ভালো-মন্দ কাজের প্রতিদান দেওয়া যায় এবং আল্লাহ্ তাআলার যাবতীয় গুণাবলীর বহিঃপ্রকাশ ঘটে। ৫ম আয়াতে বলা হয়েছে যে, "যারা আমার আয়াতসমূহের ব্যাপারে (নবীকে) পরাভূত করার মানষে চেষ্টা করেছিল"। এর মানে কথা ও কাজে মানুষকে আমার আয়াত থেকে বাধা দেওয়ার জন্য তারা উঠে পড়ে লেগেছিল। যেন তারা (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহ্ তা'আলাকে পরাভূত করতে চায় এবং তাকেই ব্যর্থ করতে চায়। আর তারা মনে করে যে, তারা আল্লাহর হাতে ধরা পড়বে না, তাই তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তাদেরই জন্য রয়েছে জাহান্নামের যন্ত্রণাময় কঠোর শাস্তি। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩ নং আয়াত:

১. আয়াতে কেয়ামত ও পুনরুত্থানের বিশ্বাস অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও জোরালোভাবে বিবৃত হয়েছে। অতএব এ ব্যাপারে কোন রকম সন্দেহের অবকাশ নেই। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর ক্ষুদ্র-বৃহৎ সবকিছুই লওহে মাহফূজে লিপিবদ্ধ আছে।

● ৪-৫ নং আয়াতদ্বয়:

১. কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার উদ্দেশ্যই হচ্ছে নেক আমল ও অসৎকাজের প্রতিদান দেওয়া।

২. কেউ আল্লাহর আয়াতসমূহকে ব্যর্থ করার চেষ্টা করলে তার জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে।

وَيَرَى الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ ۙ وَيَهْدِيْٓ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۝٦

(৬) এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে তারা মনে করে, যা তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি অবতারা করা হয়েছে তা সত্য এবং তা এমন সত্তার পথের দিক নির্দেশনা করে[১] যিনি পরাক্রমশালী, প্রশংসার উপযুক্ত।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ يُّنَبِّئُكُمْ اِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ۙ اِنَّكُمْ لَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ۝٧

(৭) এবং যারা কুফরী করে তারা বলে, আমরা কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যক্তির সন্ধান দেব, যে তোমাদিগকে সংবাদ দেয় যে, যখন তোমরা সম্পূর্ণ বিচূর্ণিত আকারে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে তখন তোমরা নিশ্চয়ই নতুন সৃষ্টিতে উত্থিত হবেই?

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) "যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছে" অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরাম অথবা আহলে কিতাব আলেমগণ ভালোভাবেই জানেন যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার প্রতি অবতারিত কুরআন নিঃসন্দেহে সত্য এবং কুরআন মহাপরাক্রমশালী ও প্রশংসার্হ্য আল্লাহর পথে দিক নির্দেশনা করে, অথবা আয়াতের মর্মার্থ এই যে, জ্ঞানী ও ঈমানদার লোকেরা কেয়ামতের দিন স্বচক্ষে দেখে নেবে যে, কুরআনে পাক যে সওয়াব ও আযাবের ঘোষণা দিয়েছে তা সম্পূর্ণ সত্য। অর্থাৎ, মু'মিনদের তো পূর্ব থেকেই বিশ্বাসগতজ্ঞান ছিল, কেয়ামতের দিন তাদের সে জ্ঞান চাক্ষুষ জ্ঞানে পরিণত হবে। (মাআরিফুল কুরআন ইদরীসী ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৬ নং আয়াত:

আয়াতের প্রথম তাফসীর অনুযায়ী একথা প্রতীয়মান হয় যে, জ্ঞান হচ্ছে সত্যকে যাচাই ও উপলব্ধি করার একমাত্র চবিকাঠি।

দ্বিতীয় তাফসীর অনুযায়ী বুঝা যায় যে, মানুষের জ্ঞানের সর্বশেষ স্তর হচ্ছে চাক্ষুষ জ্ঞান। ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত মানুষের পরকাল সম্পর্কিত জ্ঞান বিশ্বাসগত হলেও তা কেয়ামতের দিন তার চাক্ষুষ জ্ঞানে পরিণত হবে। সেদিন সে উপলব্ধি করবে যে, দুনিয়াতে তার পরকাল সম্পর্কিত বিশ্বাসগত জ্ঞানে কোন ত্রুটি ছিল না।

● ৭ নং আয়াত:

আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়, কেয়ামতকে অস্বীকার করা কাফেরদের কাজ। এটা কুফরী।

اَفْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَمْ بِهٖ جِنَّةٌ ؕ بَلِ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ فِى الْعَذَابِ وَالضَّلٰلِ الْبَعِيْدِ ۝٨

(৮) সে কি আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করেছে কিংবা তার কোন মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে[২]? (না,) বরং যারা পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে না তারাই আযাব ও সুদূর ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে[৩]।

اَفَلَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ؕ اِنْ نَّشَاْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْاَرْضَ اَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَآءِ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ ۝٩

(৯) তবে কি তারা তাদের সামনে ও তাদের পেছনে যা রয়েছে অর্থাৎ, আসমান ও জমিনের প্রতি লক্ষ করেনি? যদি আমি ইচ্ছা করি তবে তাদেরকেসহ আমি ভূমি ধসিয়ে দেই অথবা তাদের উপর আসমানের টুকরো টুকরো নিপতিত করি। নিশ্চয়ই এতে বড় নিদর্শন রয়েছে প্রতিটি এমন বান্দার জন্য যে (আল্লাহর) মনোনিবেশকারী[৩]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, কুরাইশের কাফেররা পরস্পরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে এই বেয়াদবী করত যে, আসো তোমাদেরকে এমন এক লোক দেখাব, যে বলে, তোমরা গলে ছিন্ন ভিন্ন

হয়ে যাওয়ার পরও পুনরায় তোমাদেরকে জীবিত করা হবে। এরূপ অনর্থক কথা কী করে গ্রহণযোগ্য হতে পারে? হয় সে জেনে-শুনে আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করছে যে, আল্লাহ তাকে এরূপ জানিয়েছেন, অথবা তার মস্তিষ্ক বিকৃত, তাই যা ইচ্ছে তাই বলছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, আমার রসূল অসত্যবাদী কিংবা উন্মাদ নয়, বরং যারা তার উপদেশ শুনেও পরকালে বিশ্বাস করে না তারাই সুনিশ্চিত অজ্ঞতা ও সুদূর ভ্রান্তিতে পড়ে রয়েছে।

(৩) অর্থাৎ, তারা কি অন্ধ হয়ে গেছে? তারা কি আসমান ও জমিনের প্রতিও তাকায় না? এটা তো তারাও স্বীকার করে যে, এগুলো আল্লাহর সৃষ্টি। সুতরাং যিনি এ বিশাল আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, তিনি তা ধ্বংসও করে দিতে পারেন এবং তাঁর পক্ষে মানুষের মত একটি ক্ষুদ্রপ্রাণীকে মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করা অসম্ভব নয়। তাঁরই সৃষ্ট আকাশের নিচে ও ভূমির উপর বসে এরূপ স্পর্ধাপূর্ণ উক্তি! তিনি ইচ্ছা করলে তাদেরকেসহ ভূমি ধসিয়ে দিয়ে কিংবা বজ্রাঘাত দিয়ে তাদের নিপাত করে দিতে পারেন। এটা বুদ্ধি ও বিবেকসম্পন্ন লোকের পক্ষে বুঝা সহজ ব্যাপার। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

- ৮ নং আয়াত:

১. নবী মিথ্যা বলেন না, তার মস্তিষ্ক-বিকৃতিও থাকে না।

২. পরকালে অবিশ্বাসীগণ বিভ্রান্ত, তাদের জন্য রয়েছে শাস্তি।

- ৯ নং আয়াত:

আয়াত থেকে বুঝা যায়, বিশ্ব-প্রকৃতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। (আইছারুত্তাফাসীর)

(১০) আর আমি অবশ্যই আমার পক্ষ থেকে দাউদকে বিশেষ অনুগ্রহ প্রদান করেছিলাম[১] (এবং আমি আদেশ করেছিলাম) হে পর্বতমালা! তোমরা তার সাথে পুনঃপুনঃ তাসবীহ পাঠ কর এবং পক্ষীকুলকেও[২] (আমি এ আদেশ করেছিলাম) এবং আমি তার জন্য লোহাকে নরম করে দিয়েছিলাম–	وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ مِنَّا فَضْلًا ؕ يٰجِبَالُ اَوِّبِىْ مَعَهٗ وَالطَّيْرَ ۚ وَاَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ ۝١٠
(১১) যে, তুমি পূর্ণমাপের বর্মসমূহ তৈরি কর এবং কড়াসমূহ জোড়ার ক্ষেত্রে (যথোচিত) পরিমাপ রক্ষা কর[৩]। আর তোমরা নেক আমল কর। নিশ্চয়ই আমি তোমরা যা কর সে সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা।	اَنِ اعْمَلْ سٰبِغٰتٍ وَّقَدِّرْ فِى السَّرْدِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا ؕ اِنِّىْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝١١

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, নবুওয়তের সাথে এক বিশাল সাম্রাজ্যও তাকে আমি প্রদান করেছিলাম। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

www.maktabatulabrar.com

(২) হযরত দাউদ (আ.) কখনও কখনও জঙ্গলে গিয়ে আল্লাহকে স্মরণ করতেন, আল্লাহর ভয়ে কাঁদতেন, যিকির ও তাসবীহে মশগুল থাকতেন এবং তার কিংবদন্তীর সুরে যবূর তেলাওয়াত করতেন। এর প্রভাবে পর্বতমালাও তাঁর সাথে তাসবীহ পড়তে শুনতে শুরু করত এবং পাখিরা তাঁর আশে পাশে একত্র হয়ে এভাবেই আওয়াজ করত। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে এ বিশেষ মর্যাদা দান করেছিলেন। (প্রাগুক্ত)

(৩) অর্থাৎ, আমি হযরদ দাউদ (আ.)-এর জন্য লোহাকে মোমের মত নরম করে দিয়েছিলাম। তিনি আগুন ও কলকব্জার সাহায্য ব্যতিরেকে লোহা থেকে বর্ম তৈরি করতে পারতেন। নিজ হাতে লোহার বর্ম তৈরি করে সেগুলো বাজারে বিক্রি করতেন এবং সে অর্থ দিয়ে নিজের ব্যয় নির্বাহ করতেন। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

- ১০-১১ নং আয়াতদ্বয়:

১. আয়াতদ্বয় থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ প্রদত্ত অলৌকিক শক্তি আম্বিয়ায়ে কেরামের কাছে ছিল। (মাসায়েলুস সুলূক: বয়ানুল কুরআনের টীকা)

২. নিজের হাতে উপার্জিত অর্থই সর্বোৎকৃষ্ট। (প্রাগুক্ত)

৩. যে কোন কাজে ভারসাম্য, শৃংখলা ও অনুপাতের প্রতি লক্ষ্য রাখা জরুরী। (প্রাগুক্ত)

(১২) আর আমি সুলায়মানের অধীন করে দিয়েছিলাম বায়ুকে। তার প্রাতঃগমন ছিল এক মাসের পথ এবং তার সান্ধ্য-গমন ছিল এক মাসের পথ। আর আমি তার জন্য গলিত তামার ঝর্ণা প্রবাহিত করেছিলাম[১] এবং (আমি তার অধীন করে দিয়েছিলাম) জিনদের থেকে তাদেরকে, যারা তার সামনে তার প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে কাজ করত। আর (তাদের প্রতি এ ঘোষণা ছিল যে,) তাদের মধ্যে যে আমার নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে বাঁকা পথ অবলম্বন করবে, তাকে আমি জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি আস্বাদন করাব[২]।	وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَّرَوَاحُهَا شَهْرٌ ۚ وَاَسَلْنَا لَهٗ عَيْنَ الْقِطْرِ ؕ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَّعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِاِذْنِ رَبِّهٖ ؕ وَمَنْ يَّزِغْ مِنْهُمْ عَنْ اَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ ۝١٢
(১৩) সে উঁচু উঁচু ইমারত, মূর্তি, হাউজের ন্যায় বড় বড় পাত্র ও একই স্থানে স্থাপিত ডেগ যা ইচ্ছা করত তারা তাঁর জন্য তা তৈরি করত। হে দাউদের বংশধরগণ! তোমরা কার্যত কৃতজ্ঞতা আদায় কর। আর আমার বান্দাদের মধ্যে কৃতজ্ঞতা আদায়কারী লোক অল্পই[৩]।	يَعْمَلُوْنَ لَهٗ مَا يَشَآءُ مِنْ مَّحَارِيْبَ وَتَمَاثِيْلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُوْرٍ رّٰسِيٰتٍ ؕ اِعْمَلُوْٓا اٰلَ دَاوٗدَ شُكْرًا ؕ وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِىَ الشَّكُوْرُ ۝١٣

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلٰى مَوْتِهٖۤ اِلَّا دَآبَّةُ الْاَرْضِ تَاْكُلُ مِنْسَاَتَهٗ ۚ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ اَنْ لَّوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوْا فِى الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ ⑭

(১৪) অতঃপর যখন আমি তাঁর মৃত্যুর সিদ্ধান্ত করলাম তখন তার মৃত্যু সম্পর্কে তাদেরকে কেউই জানায়নি মাটির পোকা (ঘুণকীট) ব্যতীত, যারা তাঁর লাঠি খাচ্ছিল। অতঃপর যখন সে পড়ে গেল তখন জিনেরা বুঝতে পারল যে, যদি তারা গায়েব জানত তবে তারা লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তিতে আবদ্ধ থাকত না[৪]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, হযরত সুলায়মান (আ.)-এর সিংহাসন আকাশে উড়ত। বায়ুর গতি তাকে শাম থেকে ইয়ামানে এবং ইয়ামান থেকে শামে নিয়ে যেত। আল্লাহ্ তা'আলা বায়ুকে তাঁর অধীন করে দিয়েছিলেন। বায়ুর সাহায্যে তিনি এক মাসের দূরত্ব অর্ধ দিনে অতিক্রম করতেন। গলিত তামার ঝর্ণা সম্পর্কে কথিত আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা এটা ইয়ামানের দিকে প্রবাহিত করেছিলেন। সেই গলিত তামাকে জিনেরা ছাঁচে ফেলে বড় বড় পাত্র, পাতিল, তাগাড়ী ইত্যাদি তৈরি করত। এরূপ পাতিলে এক এক বাহিনীর খাবার তৈরি হত এবং তাগাড়ীতে তা পরিবেশিত হত। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, বহু জিন, যাদেরকে অন্য জায়গায় শয়তান আখ্যা দেওয়া হয়েছে, তারা সাধারণ কুলী ও মুটে মজুরের মত কাজ করত। তাদের প্রতি আল্লাহর হুকুম ছিল যে, সুলায়মান (আ.)-এর আনুগত্য কর, অন্যথায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। (প্রাগুক্ত)

(৩) অর্থাৎ, এসব মহা অনুগ্রহ ও অনুকম্পার শুকর আদায় কর। কেবল মুখেই নয়, বাস্তবেই এমন কাজ কর, যাতে কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। পুরোপুরি কৃতজ্ঞ লোক তো অল্পই, অনুগ্রহ তো কম-বেশি সবার উপরেই রয়েছে। সুতরাং পুরোপুরি কৃতজ্ঞ হয়ে নিজের মর্যাদা বৃদ্ধি কর। (ফাউয়ায়েদে উছমানী)

(৪) হযরত সুলায়মান (আ.) বায়তুল মোকাদ্দাস মসজিদের সংস্কার কাজ করাচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় যখন তিনি তার মৃত্যুর খবর জানতে পারলেন তখন তিনি জিনদেরকে কাজের নির্দেশনা দিয়ে একটি কাঁচের ঘরে দরজা বন্ধ করে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল হয়ে গেলেন। এভাবে মাসের পর মাস নির্জনে থেকে আল্লাহর ইবাদত করার নিয়ম তাঁর পূর্বে থেকেই ছিল। এমতাবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়ে যায়, কিন্তু তাঁর লাশ লাঠির উপর ভর করে দাঁড়িয়ে থাকে। কেউই তাঁর মৃত্যু উপলব্ধি করতে পারেনি। মৃত্যুর অনেক দিন পর তাঁর ভর করা লাঠি ঘুণে ধরে ভেঙ্গে পড়ায় তিনি মাটিতে পড়ে যান। তখন সবাই তার মৃত্যুর কথা জানতে পারে। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১২ নং আয়াত:

আয়াত থেকে বুঝা যায়, জিন যদি কোন তদবীর ব্যতিরেকে কারও বশীভূত হয়, তবে এটা

www.maktabatulabrar.com

কারামত বলে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে তদবীরের মাধ্যমে জিনকে বশীভূত করা হলে যদি সে তদবীরের মধ্যে কোন গুনাহ বা কুফর-শির্কের বিষয় থাকে তাহলে তা হবে হারাম ও কুফরী। (মাআরিফুল কুরআন)

● ১৩ নং আয়াত:

আয়াত থেকে বুঝা যায়, হযরত সুলায়মান (আ.)-এর শরীয়তে জীবের মূর্তি তৈরি জায়েয ছিল। কিন্তু ইসলামী শরীয়তে তা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। (আহকামুল কুরআন: ইবনুল আরাবী)

● ১৪ নং আয়াত:

আয়াত থেকে বুঝা যায়, জিনেরা গায়েব জানে না।

لَقَدْ كَانَ لِسَبَاٍ فِىْ مَسْكَنِهِمْ اٰيَةٌ ۚ جَنَّتٰنِ عَنْ يَّمِيْنٍ وَّشِمَالٍ ۚ كُلُوْا مِنْ رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوْا لَهٗ ۚ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَّرَبٌّ غَفُوْرٌ ⑮

(১৫) অবশ্যই সাবাবাসীদের[১] জন্য তাদের আবাসভূমিতে ছিল এক নিদর্শন তথা দু'টি উদ্যান (রাস্তার) ডান দিকে ও বাম দিকে: (তাদের প্রতি আদেশ ছিল যে,) তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দেওয়া রিযিক থেকে আহার কর এবং তাঁর শুকর আদায় কর। (এটি) একটি উৎকৃষ্ট নগরী এবং আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল প্রতিপালক।

فَاَعْرَضُوْا فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنٰهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَىْ اُكُلٍ خَمْطٍ وَّاَثْلٍ وَّشَىْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيْلٍ ⑯

(১৬) অনন্তর তারা বিমুখতা প্রদর্শন করল, সুতরাং আমি তাদের উপর বাধের প্লাবন প্রবাহিত করে দিলাম এবং তাদের উদ্যান দু'টিকে বিস্বাদ ফলমূল ও ঝাউ গাছ এবং সামান্য কিছু কুল গাছ বিশিষ্ট দু'টি উদ্যানে পরিবর্তন করে দিলাম।

ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِمَا كَفَرُوْا ۚ وَهَلْ نُجٰزِىْۤ اِلَّا الْكَفُوْرَ ⑰

(১৭) এটা আমি তাদেরকে শাস্তিস্বরূপ দিয়েছিলাম তাদের কুফরী করার কারণে। আর আমি এরূপ শাস্তি ঘোর অকৃতজ্ঞদের ছাড়া (কাউকে) দেই কি?

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কিছু আনুগত্যশীল বান্দা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াত থেকে সত্যবিমুখ ও অকৃতজ্ঞ সাবাবাসীদের আলোচনা করা হচ্ছে। এ সম্প্রদায় অত্যন্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় ও আয়েসী জীবন-যাপন করার পর কুফরী ও অকৃতজ্ঞতার দরুন ধ্বংসের সম্মুখীন হয়। এরা ছিল ইয়ামানের অতি প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী সম্প্রদায়। কয়েক শতাব্দী যাবৎ তারা দাপটে রাজত্ব করেছিল। হযরত সুলায়মান (আ.)-এর কাছে বশ্যতা স্বীকারকারিণী রাণী বিলকীস এ সম্প্রদায়েরই রাণী ছিলেন। এ সম্পর্কে সূরা নাম্‌লে আলোচনা হয়েছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৫-১৭ নং আয়াতসমূহ:

আয়াতসমূহ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নেয়ামত ভোগ করে তার শোকর আদায় করা উচিত। যারা নেয়ামত ভোগ করে তার শোকর আদায় করে না, তারা শাস্তি ও ধ্বংসের সম্মুখীন হয়।

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَّقَدَّرْنَا فِيْهَا السَّيْرَ ط سِيْرُوْا فِيْهَا لَيَالِيَ وَاَيَّامًا اٰمِنِيْنَ ﴿١٨﴾	(১৮) আর তাদের এবং যেসব জনপদের মধ্যে আমি বরকত দান করেছিলাম সেগুলোর মধ্যে আমি এমন বহু জনপদ স্থাপন করেছিলাম যা (দূর থেকে) দৃশ্যমান ছিল এবং সেগুলোর মাঝে নির্দিষ্ট পরিমাণ (দূরত্ব) রেখেছিলাম। (আর তাদেরকে বলেছিলাম,) তোমরা এর মাঝে রাত্রে ও দিবসে নিরাপদে ভ্রমণ কর[১]।
فَقَالُوْا رَبَّنَا بٰعِدْ بَيْنَ اَسْفَارِنَا وَظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنٰهُمْ اَحَادِيْثَ وَمَزَّقْنٰهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ط اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ﴿١٩﴾	(১৯) কিন্তু তারা বলল[২], হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের সফরের (মনযিলসমূহের) মাঝে ব্যবধান বৃদ্ধি করে দিন এবং (এভাবে) তারা নিজেদের উপর জুলুম করল। ফলে আমি তাদেরকে কাহিনীতে পরিণত করে দিলাম এবং আমি তাদেরকে সম্পূর্ণ বিচূর্ণিত আকারে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলাম। নিশ্চয় এতে প্রত্যেক পূর্ণ ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এখানে বরকতময় জনপদ দ্বারা শামকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তাদের জনপদ থেকে শাম পর্যন্ত পথ ছিল নিরাপদ। পথের পাশে পাশে উপযুক্ত দূরত্বে এভাবে বিভিন্ন জনপদের অবস্থান ছিল যে, মুসাফিরগণ প্রত্যেক মনযিলে খাবার পনি ও বিশ্রামের সুযোগ-সুবিধা লাভ করত। (ফাউয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, তারা হয়ত ভাব-সাবে প্রকাশ করেছিল, কিংবা স্পষ্টভাবে মুখেই বলেছিল যে, হে আল্লাহ্! পথ-পার্শ্বস্থ জনপদগুলো অতি নিকটবর্তী হওয়ার কারণে ভ্রমণে আনন্দ পাওয়া যায় না। আসল আনন্দ তো এতেই রয়েছে যে, কোথাও পিপাসা হল, কিন্তু পানি পাওয়া গেল না। তখন তার জন্য অতিশয় আগ্রহ ও প্রতীক্ষা থাকবে। চোর-ডাকাতের ভয় থাকলে প্রহরীর ব্যবস্থা থাকবে। এখন তো সবাই সমান সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে। এতে ধনী-দরিদ্রের তারতম্য থাকছে না। (ফাউয়ায়েদে উছমানী ও বয়ানুল কুরআন)

www.maktabatulabrar.com

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৮-১৯ নং আয়াতদ্বয়:

আয়াতদ্বয় থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন নেয়ামত লাভ হলে তার কদর করা উচিত। অন্যথায় অকৃতজ্ঞতার শাস্তির সম্মুখীন হতে হয়।

وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيْسُ ظَنَّهٗ فَاتَّبَعُوْهُ اِلَّا فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢٠﴾	(২০) আর বাস্তবিকই ইবলীস তাদের সম্পর্কে তার ধারণাকে সঠিক পেল, অর্থাৎ মুমিনদের একটি দল ব্যতীত সবাই তার অনুসরণ করল[১]।
وَمَا كَانَ لَهٗ عَلَيْهِمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُّؤْمِنُ بِالْاٰخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِيْ شَكٍّ ط وَرَبُّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ ﴿٢١﴾	(২১) এবং তাদের উপর তার কোন প্রভাব ছিল না[২], (তাকে বিভ্রান্ত করার ক্ষমতা দিয়েছিলাম) কেবল এ জন্য যে, যাতে আমি (প্রকাশ্যত) তাদেরকে জেনে নিই, যারা আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস করে তাদের থেকে পৃথক করে যারা সে (আখেরাতের) ব্যাপারে সংশয়ের মধ্যে রয়েছে। আর তোমার প্রতিপালক সর্ববিষয়ের সংরক্ষক।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) ইবলীস প্রথমে অনুমান করে বলেছিল যে, আমি অল্প কিছু লোক ব্যতীত আদমের বংশধরগণকে অবশ্যই আমার বশীভূত করে ফেলব (১৭: ৬২) আরও বলেছিল, অতঃপর আমি তাদের উপর আক্রমণ করব তাদের সম্মুখ দিক থেকে, তাদের পেছন দিক থেকে, তাদরে ডান দিক থেকে এবং তাদের বাম দিক থেকে। আর আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না। (৭: ১৭) পরবর্তীতে তার সে তার কথাকে সত্য পেল। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, শয়তানের এতটুকু শক্তি নেই যে, জোরপূর্বক মানুষকে অন্যায় কাজে বাধ্য করতে পারে। তবে সে উস্কানি দিতে পারে মাত্র। এ ক্ষমতাটুকুও তাকে এজন্যই দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে পরীক্ষা করা যে, কে আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে, আর কে রাখে না। অন্যথায় আল্লাহ্ তাআলা সর্ববিষয়ে সতর্ক পর্যবেক্ষক। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২১ নং আয়াত:

আয়াত থেকে বুঝা যায়, শয়তান মন্দ কাজে উস্কানি দিলেও এ অজুহাতে অপরাধীরা পরকালে পার পাবে না। কেননা, শয়তান কাউকে মন্দ কাজে বাধ্য করতে পারে না। অপরাধীরা নিজেদের এখতিয়ারেই আপরাধ করে থাকে।

قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۚ لَا يَمْلِكُوْنَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الْاَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيْهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَّمَا لَهٗ مِنْهُمْ مِّنْ ظَهِيْرٍ ﴿٢٢﴾

(২২) তুমি বল, তোমরা তাদেরকে আহ্বান কর, আল্লাহ্ ব্যতীত যাদেরকে তোমরা (মাবূদ) গণ্য কর[১], তারা অণু পরিমাণেরও মালিক নয় আকাশমণ্ডলীতে আর না পৃথিবীতে। আর এতদুভয়ের মধ্যে তাদের কোন অংশও নেই এবং তাদের মধ্যে কেউ তাঁর কোন সাহায্যকারীও নয়।

وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا لِمَنْ اَذِنَ لَهٗ ؕ حَتّٰٓى اِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ قَالُوْا مَاذَا ۙ قَالَ رَبُّكُمْ ؕ قَالُوا الْحَقَّ ۚ وَهُوَ الْعَلِىُّ الْكَبِيْرُ ﴿٢٣﴾

(২৩) যার জন্য তিনি অনুমতি দেন তার জন্য ব্যতীত কারও জন্য তাঁর কাছে সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না[২]; অবশেষে যখন তাদের[৩] অন্তর থেকে আতঙ্ক বিদূরিত হয়ে যায়, তখন তারা পরস্পরে বলাবলি করে, তোমাদের প্রতিপালক কী বললেন? তারা বলে, তিনি সঠিক বলেছেন। আর তিনিই সমুন্নত, সুমহান।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এখান থেকে মক্কার মুশরিকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, যাদেরকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে সাবা সম্প্রদায়ের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্ ব্যতীত যাদেরকে তোমরা মা'বুদ বলে গণ্য কর তাদেরকে তোমাদের প্রয়োজনের সময় ডেকে দেখ, তারা তোমাদের কোন প্রকার উপকার করতে সমর্থ কি না। (ফাউয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, এসব অসহায়রা কী আর করবে? আসমান ও জমিনে তাদের তো কোন স্বাধীন এখতিয়ার নেই। না তাদের কোন ক্ষমতা বা অংশীদারিত্ব রয়েছে। আল্লাহ্ তাআলার দরবারে তো বড় বড় নৈকট্যপ্রাপ্তরাও অনুমতি ব্যতিরেকে সুপারিশের জন্য মুখ খুলতে পারবে না। (প্রাগুক্ত)

(৩) অর্থাৎ, নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাদের। তারা সুপারিশের উপযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তারা আল্লাহর ভয়ে এতটাই তটস্থ থাকে যে, আল্লাহ কোন হুকুম দিলে তারা বেহুশের ন্যায় একে অপরকে জিজ্ঞাসা করে আল্লাহ কী বললেন? ... এই নৈকট্যপ্রাপ্তদের অবস্থা যখন এই, তখন অন্যদের অবস্থা আর কীইবা হবে!

আহকাম ও শিক্ষা

- ২২-২৩ নং আয়াতদ্বয়:

১. ভ্রান্ত মাবূদদের অক্ষমতা ও অসারতা তুলে ধরা হয়েছে।

২. আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কারও জন্য সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না।

৩. আল্লাহই বান্দার একমাত্র সাহায্যকারী। সুতরাং প্রত্যেকের নিজ নিজ বিপদে আপদে তার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করা উচিত।

www.maktabatulabrar.com

قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ قُلِ اللّٰهُ ۙ وَاِنَّآ اَوْ اِيَّاكُمْ لَعَلٰى هُدًى اَوْ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢٤﴾

(২৪) তুমি বল, কে তোমাদেরকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী থেকে রিযিক প্রদান করে? তুমি বল, আল্লাহ্, এবং নিশ্চয় আমরা অথবা তোমরা অবশ্যই হেদায়েতের উপর কিংবা প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছি[১]।

قُلْ لَّا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّآ اَجْرَمْنَا وَلَا نُسْـَٔلُ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٥﴾

(২৫) তুমি বল, আমরা যে অপরাধ করি, তার জন্য তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না এবং তোমরা যা কর তার জন্য আমরা জিজ্ঞাসিত হব না[২]।

قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ ؕ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ ﴿٢٦﴾

(২৬) তুমি বল, আমাদের প্রতিপালক আমাদের সকলকে একত্র করবেন, অতঃপর আমাদের মধ্যে সঠিক ফয়সালা করবেন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী, সর্বজ্ঞ।

قُلْ اَرُوْنِىَ الَّذِيْنَ اَلْحَقْتُمْ بِهٖ شُرَكَآءَ كَلَّا ؕ بَلْ هُوَ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢٧﴾

(২৭) তুমি বল, তোমরা আমাকে দেখাও তাদেরকে, যাদেরকে তোমরা তার সাথে শরীকরূপে জুড়ে দিয়েছে। কখনও নয়, বরং তিনিই আল্লাহ্, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়[৩]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, উভয় সম্প্রদায় তো সত্য বলতে পারে না? নিশ্চয় দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা সত্যের অনুসারী এবং অপরটা মিথ্যার অনুসারী। সুতরাং তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে চিন্তা-ভাবনা করে সত্যের অনুসরণ করা। উল্লেখ্য যে, কেউ কেউ বলে থাকে, উভয় সম্প্রদায় আদিকাল থেকে চলে আসছে। সুতরাং বিতর্ক করে লাভ কী? এখানে তাদের বলা হয়েছে যে, দু'টো সম্প্রদায়ের একটা নিশ্চয় বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট। তবে বিশেষ দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়নি। অর্থাৎ, আমরা নিজেরা কোন সিদ্ধান্ত দিচ্ছি না, তোমরাই উপরের বক্তব্য শোনার পর সিদ্ধান্ত দাও যে, কারা বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট। (ফাউয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, প্রত্যেকের পরকালের চিন্তা তাকে নিজেকেই করতে হবে। একে অপরের অপরাধের জন্য দায়ী হবে না। (প্রাগুক্ত)

(৩) অর্থাৎ, যাদেরকে তোমরা আল্লাহর সাথে শরীক করছ তাদেরকে আমার সম্মুখে উপস্থিত কর, অমিও দেখে নিই যে, তাদের কতটুকু এখতিয়ার রয়েছে। কখনও তোমরা এমন কোন সত্তাকে উপস্থিত করতে পারবে না, যে আল্লাহর শরীক হওয়ার যোগ্যতা রাখে। বরং তিনিই একমাত্র পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্।

وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٨﴾	(২৮) আর আমি তোমাকে সমগ্র মানব জাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপেই প্রেরণ করেছি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।
وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٢٩﴾	(২৯) এবং তারা বলে, এ প্রতিশ্রুতি কখন সংঘটিত হবে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও?
قُلْ لَّكُمْ مِّيْعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَاْخِرُوْنَ عَنْهُ سَاعَةً وَّلَا تَسْتَقْدِمُوْنَ ﴿٣٠﴾	(৩০) তুমি বল, তোমাদের জন্য রয়েছে একটা দিবসের প্রতিশ্রুতি, তা থেকে তোমরা এক মুহূর্ত না পশ্চাদ্বর্তী হতে পারবে আর না অগ্রবর্তী হতে পারবে।

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৮ নং আয়াত:

আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন বিশেষ অঞ্চল বা জনগোষ্টির নবী নন, বরং সমগ্র জগতের তথা সমগ্র মানবজাতির নবী।

● ২৯–৩০ নং আয়াতদ্বয়:

১. কেয়ামতের ব্যাপারে কাফেরদের সন্দেহের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই সন্দেহ থেকেই তারা বার বার নবী ও তার অনুসারীদেরকে বলত, কেয়ামতের প্রতিশ্রুতি কখন সংঘটিত হবে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও?

২. কেয়ামত যথাসময়েই সংঘটিত হবে। এতে কোনো রকম অগ্রপশ্চাৎ হবে না।

www.maktabatulabrar.com

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ بِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَلَا بِالَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ ؕ وَلَوْ تَرٰٓى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ مَوْقُوْفُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖۚ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضِ ِۨالْقَوْلَ ۚ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لَوْلَآ اَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِيْنَ ﴿٣١﴾	(৩১) আর যারা কুফরী করে তারা বলে, আমরা কখনও এই কুরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব না, এবং তার পূর্ববর্তী কিতাবের প্রতিও নয়[১]। আর যদি তুমি দেখতে যখন জালেমরা তাদের প্রতিপালকের সামনে অবস্থান করবে, কতিপয় কতিপয়ের প্রতি কথা চাপাবে[২], যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তারা অহংকারীদেরকে বলবে, যদি তোমরা না থাকতে তবে আমরা অবশ্যই মু'মিন হতাম।
قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْٓا اَنَحْنُ صَدَدْنٰكُمْ عَنِ الْهُدٰى بَعْدَ اِذْ جَآءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُّجْرِمِيْنَ ﴿٣٢﴾	(৩২) যারা অহংকারী ছিল তারা যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তাদেরকে বলবে, আমরা কি তোমাদেরকে হেদায়েত থেকে বারণ করেছিলাম তা তোমাদের কাছে আসার পর[৩]? (না,) বরং তোমরাই ছিলে অপরাধী।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, আমরা কুরআনকেও বিশ্বাস করি না এবং কুরআনের পূর্ববর্তী কোন কিতাবেও বিশ্বাস রাখি না, যেগুলোকে তোমরা আসমানী কিতাব বলে আখ্যা দিয়ে থাক। সবগুলোতে একই রকম হিসাব-নিকাশ ও কেয়ামতের কথা। এগুলো তো আমরা বিশ্বাস করি না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) যেমন কোন কাজে ব্যর্থতার সময় একে অপরের প্রতি দোষ চাপায়, ঠিক তেমনি কেয়ামতের দিন কাফেররাও একে অপরের প্রতি দোষ চাপাবে। (প্রাগুক্ত)

(৩) অর্থাৎ, যখন তোমাদের নিকট সত্য বাণী পৌঁছে গেছে এবং তোমাদের বুঝে এসে গেছে, তখন তোমরা কেন কবুল করনি? আমরা কি তোমাদের উপর বল প্রয়োগ করেছিলাম? (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩১-৩২ নং আয়াতদ্বয়:

১. কেয়ামতের দিন নেতাদের অনুসারীরা তাদের নেতাদের প্রতি, কাফেররা একে অপরের প্রতি দোষ চাপাবে।

২. কেয়ামতের দিন একে অপরের প্রতি দোষ চাপালেও তা দ্বারা কেউ অপরাধের শাস্তি থেকে রেহাই পাবে না।

وَقَالَ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا بَلْ مَكْرُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ اِذْ تَاْمُرُوْنَنَآ اَنْ نَّكْفُرَ بِاللّٰهِ وَنَجْعَلَ لَهٗٓ اَنْدَادًا ؕ وَاَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ ؕ وَجَعَلْنَا الْاَغْلٰلَ فِيْٓ اَعْنَاقِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٣٣﴾

(৩৩) আর যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তারা, যারা অহংকার করত তাদেরকে বলবে, বরং (তোমাদের) রাত ও দিনের দুরভিসন্ধিই[১], (আমাদেরকে হেদায়েত থেকে বিরত রেখেছিল) যখন তোমরা আমাদেরকে নির্দেশ দিতে যেন, আমরা আল্লাহর সাথে কুফ্‌রী করি এবং তার জন্য শরিক সাব্যস্ত করি, আর তারা (নিজেদের) অনুতাপ গোপন রাখবে, যখন তারা আযাব প্রত্যক্ষ করবে[২] এবং আমি যারা কুফ্‌রী করে তাদের গলদেশে বেড়ি লাগিয়ে দেব। তারা যা করত তারা কেবল তারই প্রতিফল প্রাপ্ত হবে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, তোমরা অবশ্যই জোরপূর্বক আমাদেরকে সত্যবাণী থেকে আমাদেরকে বিরত রাখনি, কিন্তু তোমাদের দিবারাত্রের দুরভিসন্ধি ও ষড়যন্ত্রের ফেরে পড়েই আমরা হোদায়েত থেকে বঞ্চিত ছিলাম। যখনই তোমাদের সাথে আমাদের দেখা হত তখনই তোমরা আমাদেরকে এ শিক্ষা দিতে যে, আমরা যেন নবীদের শিক্ষা অনুযায়ী এক আল্লাহকে স্বীকার না করি। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, যখন আযাব সামনে আসবে তখন অনুসারী ও অনুসৃত উভয় সম্প্রদায় মনে মনে আক্ষেপ করবে এবং উপলব্ধি করবে যে, আমিই প্রকৃত অপরাধী, কিন্তু লজ্জায় একে অপরের কাছে তা প্রকাশ করবে না। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩৩ নং আয়াত:

১. যে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট হয় এবং যার কারণে পথভ্রষ্ট হয় উভয়ই দোষী। উভয়কেই শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

২. কেয়ামতের দিন আযাব সামনে আসার পর অনুসারী ও অনুসৃত উভয় সম্প্রদায় মনে মনে আক্ষেপ করবে এবং উপলব্ধি করবে যে, আমিই প্রকৃত অপরাধী, কিন্তু সে সময়ের অপরাধ বোধ কোন ফায়দায় আসবে না।

৩. কাফেরদের গলায় বেড়ি পরানো হবে।

৪. প্রত্যেকে তার আমল অনুযায়ী ফলপ্রাপ্ত হবে। ফল প্রদানের ক্ষেত্রে কারও প্রতি জুলুম করা হবে না।

www.maktabatulabrar.com

وَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَآ ۙ اِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿٣٤﴾

(৩৪) আর আমি যে কোন জনপদে কোন সতর্ককারী প্রেরণ করলেই তথাকার বিত্তশালীরা বলেছে যে, তোমরা যা সহকারে প্রেরিত হয়েছে আমরা তার প্রত্যাখ্যানকারী[১]।

وَقَالُوْا نَحْنُ اَكْثَرُ اَمْوَالًا وَّ اَوْلَادًا ۙ وَّمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ﴿٣٥﴾

(৩৫) আর তারা বলেছে, আমরা ধনে ও জনে (তোমাদের চেয়ে) প্রাচুর্যের অধিকারী, আর আমরা শাস্তিপ্রাপ্ত হওয়ার নই[২]।

قُلْ اِنَّ رَبِّيْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٦﴾

(৩৬) তুমি বল, নিশ্চয় আমার প্রতিপালক যাকে ইচ্ছা, রিযিকে প্রশস্ততা দান করেন এবং (যাকে ইচ্ছা) হ্রাস করে দেন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না[৩]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এখানে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, তুমি মক্কার নেতৃস্থানীয় লোকদের সত্যবিমুখতা ও বিরুদ্ধাচরণে বিচলিত হয়ো না, সর্বকালেই এরূপ দুর্ভাগা মাতব্বরেরা নবীদের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। সুতরাং এটা নতুন কিছু নয়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) যেহেতু আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে তোমাদের চেয়ে অনেক বেশি সম্পদ দান করেছেন তাতে বুঝা যায় যে, তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট ও প্রীত। কাজেই আমাদের কোন রকম আযাব ও শাস্তির ভয় নেই। (প্রাগুক্ত)

(৩) অর্থাৎ, রিযিকের প্রাচুর্য বা সংকট আল্লাহর সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টির প্রমাণ বহন করে না। কেননা, কত বখাটে, মাস্তান, বেদীন ও খোদাদ্রোহী মজা উড়িয়ে বেড়াচ্ছে, অথচ তাদেরকে কোন মতবাদই ভালো বলে না (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩৪-৩৫ নং আয়াতদ্বয়:

১. বিত্তশালীরাই সাধারণত সত্যবিমুখতা ও সত্যের বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত হয়ে থাকে।

২. ধন-সম্পদের প্রাচুর্য অনেক সময় মানুষকে সত্য উপলব্ধি থেকে বিরত রাখে। কারণ, তারা সে প্রাচুর্যকে আল্লাহর সন্তুষ্টির ফলস্বরূপ মনে করে। অথচ এটা সর্ব ক্ষেত্রে ঠিক নয়।

● ৩৬ নং আয়াত:

আয়াতে বোঝানো হয়েছে রিযিকে প্রশস্ততা দান বা সংকীর্ণকরণ আল্লাহর ইচ্ছা ও হেকমতের উপর ভিত্তিশীল, পাপ বা পুণ্যের উপর ভিত্তিশীল নয়। অনেক পাপীকেও আল্লাহ প্রচুর সম্পদ দান করেন, আবার অনেক নেককারকেও অভাবী রাখেন।

وَمَآ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ بِالَّتِىْ تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفٰٓى اِلَّا مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ۪ فَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ جَزَآءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوْا وَهُمْ فِى الْغُرُفٰتِ اٰمِنُوْنَ ﴿٣٧﴾	(৩৭) এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি এমন নয়, যা তোমাদেরকে আমার কোন রকম নিকটবর্তী করে দেবে, তবে যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে (তারা সেগুলো দ্বারা অবশ্যই আমার নৈকট্যপ্রাপ্ত হবে)[১]। অতএব ঐসব লোক, তাদের জন্যই রয়েছে তারা যা করে তার দ্বিগুণ প্রতিদান এবং তারা (জান্নাতের) প্রাসাদসমূহে নিরাপদে থাকবে।
وَالَّذِيْنَ يَسْعَوْنَ فِىْٓ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُولٰٓئِكَ فِى الْعَذَابِ مُحْضَرُوْنَ ﴿٣٨﴾	(৩৮) আর যারা (আমাকে) পরাভূত করার উদ্দেশ্যে আমার আয়াতসমূহ ব্যর্থ করার জন্য চেষ্টা করে তাদেরকে আযাবে উপস্থিত করা হবে।
قُلْ اِنَّ رَبِّىْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهٗ ؕ وَمَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَىْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهٗ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ﴿٣٩﴾	(৩৯) তুমি বল, নিশ্চয় আমার প্রতিপালক তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা রিযিক প্রশস্ত করে দেন এবং যার জন্য ইচ্ছা হ্রাস করে দেন এবং তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তিনি তার প্রতিদান দিবেন এবং তিনি সর্বোত্তম রিযিকদাতা[২]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, ধন ও জনের প্রাচুর্য যেমন আল্লাহর নৈকট্যের প্রমাণ বহন করে না, তেমনি এসব আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের উপায়ও নয়। বরং কাফেরদের ক্ষেত্রে এসব আরও দূরত্বের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তবে মুমিন যদি তার ধন-সম্পদ নেক কাজে ব্যয় করে এবং সন্তান-সন্ততিকে শিক্ষা-দিক্ষা দিয়ে নেককার বান্দা হিসাবে গড়ে তোলে, তারা কোন কোন পর্যায়ে আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের উপায় হয়ে থাকে। (ফাউয়ায়েদে উছমানী)

(২) এখানে মুসলমানদেরকে বলা হয়েছে যে, তোমরা নেক কাজে অর্থসম্পদ ব্যয় করতে অভাব-অনটনের ভয় করবে না। এতে সম্পদ কমে না; বরং বরকত হয়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩৭ নং আয়াত:

১. যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে তাদের ধন-সম্পদ কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের জন্য উপকারী হয়। আর ঈমানহীন ও নেক আমলহীন লোকদের জন্য তা অপকার বয়ে আনে।

২. কেয়ামতের দিবসে জিজ্ঞাস্য বিষয় হবে ঈমান ও আমল। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

www.maktabatulabrar.com

● ৩৮ নং আয়াত:

আল্লাহকে পরাভূত করার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এরূপ লোকদের জন্য শাস্তি রয়েছে।

● ৩৯ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয়, রিযিকে প্রশস্ততা দান বা সংকীর্ণকরণ আল্লাহর ইচ্ছা ও হেকমতের উপর ভিত্তিশীল। তিনি তাঁর ইচ্ছা ও হেকমত অনুসারে যার জন্য ইচ্ছা রিযিক প্রশস্ত করে দেন যার জন্য ইচ্ছা সংকীর্ণ করে দেন।

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ يَقُوْلُ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اَهٰٓؤُلَآءِ اِيَّاكُمْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ ﴿٤٠﴾	(৪০) আর যেদিন আল্লাহ্ তাদের সকলকে একত্র করবেন, অতঃপর ফেরেশতাদেরকে বলবেন, এরা কি তোমাদেরই উপাসনা করত[১]?
قَالُوْا سُبْحٰنَكَ اَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُوْنِهِمْ ۚ بَلْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ الْجِنَّ ۚ اَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُّؤْمِنُوْنَ ﴿٤١﴾	(৪১) তারা বলবে, আপনি পবিত্র, আপনিই আমাদের অভিভাবক তারা নয়। বরং তারা জিনদের (শয়তানদের) উপাসনা করত। তাদের অধিকাংশ ওদের প্রতিই বিশ্বাসী ছিল।
فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَّفْعًا وَّلَا ضَرًّا ؕ وَنَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّتِىْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ﴿٤٢﴾	(৪২) অতএব আজ তোমাদের মধ্যে কেউ কারও না কোন উপকার করার ক্ষমতা রাখে, আর না কোন ক্ষতি সাধনের[২], আর যারা জুলুম করেছিল তাদেরকে আমি বলব, তোমরা সেই আগুনের আযাব আস্বাদন কর, যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অনেক মুশরিক ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা বলে আখ্যা দিত। অনেকে তাদের আকৃতি তৈরি করে পূজা করত। এমনকি কেউ কেউ লিখেছেন যে, ফেরেশতা-পূজা থেকে মূর্তিপূজার সূচনা হয়েছে। আমর ইবনে লুহাই নামক এক মুশরিক শাম দেশ থেকে এ কুসংস্কার হেজাযে আমদানী করে। বস্তুত এ সম্পর্কেই কেয়ামতের দিন ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, আজ উপাসক ও উপাসিত উভয় সম্প্রদায়ের অক্ষমতা প্রকাশ হয়ে পড়েছে যে, কেউ কাউকে অণু পরিমাণ উপকার বা ক্ষতি করতে পারবে না। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪০ নং আয়াত:

১. পরকালে একত্র করার কথা বর্ণিত হয়েছে।

২. ফেরেশতা-পূজার খণ্ডন পেশ করা হয়েছে।

● ৪১–৪২ নং আয়াতদ্বয়:

১. কারও প্ররোচনায় শিরক করা প্রকারান্তরে প্ররোচনাদানকারীর আনুগত্য ও উপাসনার নামান্তর। যেমন মুশরিকরা শয়তানের প্ররোচনায় শিরক করত, কিন্তু এখানে তাদেরকে শয়তানের উপাসনা করত বলে বলা হয়েছে।

২. কেয়ামতের দিন উপাসক ও উপাসিত উভয় সম্প্রদায়ের অক্ষমতা প্রকাশ হয়ে পড়বে– কেউ কারও কোন উপকার করতে পারবে না।

৩. মূর্তি-পূজারীদের জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে হবে।

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالُوْا مَا هٰذَاۤ اِلَّا رَجُلٌ يُّرِيْدُ اَنْ يَّصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَآؤُكُمْ ۚ وَقَالُوْا مَا هٰذَاۤ اِلَّاۤ اِفْكٌ مُّفْتَرًى ؕ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ ۙ اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿۴۳﴾	(৪৩) এবং যখন তাদের সামনে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা হয়, তখন তারা বলে, এতো কেবল এমন এক লোক, যে তোমাদেরকে ঐসব বস্তু থেকে বিরত রাখতে চায়, যেগুলোর উপাসনা করত তোমাদের পূর্ব পুরুষগণ[১] এবং তারা বলে, এটা তো কেবল মনগড়া মিথ্যা কথা ব্যতীত কিছু নয়[২]। আর যারা কুফরী করে তারা এ সত্য সম্পর্কে বলে –যখন তা তাদের কাছে পৌঁছে– এটাতো এক সুস্পষ্ট যাদু ব্যতীত কিছু নয়[৩]।
وَمَاۤ اٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ كُتُبٍ يَّدْرُسُوْنَهَا وَمَاۤ اَرْسَلْنَاۤ اِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَّذِيْرٍ ﴿۴۴﴾	(৪৪) আর আমি তাদেরকে কোন (আসমানী) কিতাব দান করিনি, যা তারা পাঠ করত এবং আমি তোমার পূর্বে তাদের কাছে কোন সতর্ককারীও প্রেরণ করিনি[৪]।
وَكَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۙ وَمَا بَلَغُوْا مِعْشَارَ مَاۤ اٰتَيْنٰهُمْ فَكَذَّبُوْا رُسُلِىْ ۫ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ﴿۴۵﴾	(৪৫) আর যারা তাদের পূর্বে ছিল তারাও অবিশ্বাস করেছিল এবং আমি তাদেরকে যা (অর্থ-সম্পদ) দিয়েছিলাম এরা[৫] তার এক দশমাংশেও পৌঁছেনি, তা সত্ত্বেও তারা আমার রসূলগণকে অবিশ্বাস করেছে। ফলে কেমন হয়েছে আমার আযাব[৬]?

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) তারা রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-সম্পর্কে পরস্পরে বলত যে, এ লোক প্রকৃতপক্ষে নবী বা রসূল কিছুই নয়। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে কেবল আমাদেরকে আমাদের পূর্বপুরুষদের পথ থেকে সরিয়ে এনে নিজের মন মত চালাবে এবং সে নিজে নেতা ও শাসক হয়ে বসবে। মনে হচ্ছে ক্ষমতা আর রাজত্বই তার একমাত্র উদ্দেশ্য। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

www.maktabatulabrar.com

(২) তারা এও বলত যে, কুরআন আবার কী? এতো কিছু মিথ্যা কথা আল্লাহর নামে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। (প্রাগুক্ত)

(৩) অর্থাৎ, এই নবুওয়তের দাবি, যার সাথে রয়েছে মুজেযা ও অলৌকিক ঘটনাবলী, অথবা এই ইসলাম, যা স্বামী-স্ত্রী ও পিতা-পুত্রের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করে দিয়েছে, অথবা কুরআন, যার অসাধারণ প্রভাবে মানুষ প্রভাবান্বিত হচ্ছে, সুস্পষ্ট যাদু ব্যতীত অন্য কিছু নয়। (প্রাগুক্ত)

(৪) অর্থাৎ, তারা ছিল নিরেট মূর্খ। তাদের কাছে না কোন আসমানী কিতাব ছিল, না কোন নবী ইতিপূর্বে তাদের কাছে এসেছে। আল্লাহ্ তা'আলা একজন মহান নবী ও একটি মহান গ্রন্থ তাদেরকে দান করেছেন। তাদের উচিত ছিল এটাকে অমূল্য সম্পদ বলে গণ্য করা, এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত নেয়ামতের মর্যাদা দেওয়া। বিশেষত এজন্য যে, তারা ইতিপূর্বে বলত যে, যদি আমাদের কাছে কোন নবী বা কিতাব আসত তবে আমরা তা পালনে অন্যদের চেয়ে অধিক সচেষ্ট হতাম। কিন্তু যখন তা আসল তখন তারা অস্বীকার করতে শুরু করল। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৫) অর্থাৎ আরবের মুশরিকগণ।

(৬) অর্থাৎ, যেমন দীর্ঘ আয়ু, শারীরিক শক্তি, ধন-সম্পদ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পূর্ববর্তীদেরকে প্রদান করা হয়েছে তার একদশমাংশও তোমরা পাওনি কিন্তু যখন তারা নবীদেরকে অবিশ্বাস ও তাদের বিরোধিতা করেছে তখন তাদের পরিণতি কি হয়েছে? সুতরাং তোমরা কেন এত লম্ফ-ঝম্ফ করছ? (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪৩ নং আয়াত:

আয়াত থেকে বুঝা যায়, হঠকারিতা সত্য উপলব্ধির পথে অন্তরায় হয়, যেমন কাফেররা হঠকারিতার বশীভূত হয়ে কুরআন ও নবুয়তকে মিথ্যা ও যাদু বলে আখ্যা দিয়েছিল।

● ৪৪ নং আয়াত:

আয়াতে আরব মুশরিকদের মূর্খতার কথা তুলে ধরা হয়েছে।

● ৪৫ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পূর্ববর্তী উম্মতগণ যখন নবীগণ ও তাদের শিক্ষাকে উপেক্ষা করে আল্লাহর আযাব থেকে রেহাই পায়নি, তখন পরবর্তীরাও পাবে না। সুতরাং পূর্ববর্তীদের থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত।

قُلْ اِنَّمَاۤ اَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ۚ اَنْ تَقُوْمُوْا لِلّٰهِ مَثْنٰى وَفُرَادٰى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوْا ۛ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّنْ جِنَّةٍ ؕ اِنْ هُوَ اِلَّا نَذِيْرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَىْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ ﴿۴۶﴾	(৪৬) তুমি বল, আমি তোমাদেরকে কেবল একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি– তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে দুই দুইজন অথবা এক একজন করে দাঁড়াও, অতঃপর চিন্তা কর, তোমাদের এই সঙ্গীর মধ্যে বিকারগ্রস্ততার কিছু নেই। সে তো কেবল তোমাদের জন্য সম্মুখস্ত কঠিন শাস্তি বিষয়ে একজন সতর্ককারী ব্যতীত কিছু নয়[১]।

(৪৭) তুমি বল, আমি তোমাদের কাছে কোন বিনিময় চেয়ে থাকলে তা তোমাদেরই থাকুক[২]। আমার বিনিময় তো আল্লাহর যিম্মায় ব্যতীত (কারও উপর) নয় এবং তিনি সর্ব বিষয়েই অবহিত।	قُلْ مَا سَاَلْتُكُمْ مِّنْ اَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ ؕ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ﴿٤٧﴾
(৪৮) তুমি বল, নিশ্চয় আমার প্রতিপালক সত্য ছুড়ে থাকেন[৩], তিনি গায়েবী বিষয়সমূহের পরিজ্ঞাতা।	قُلْ اِنَّ رَبِّيْ يَقْذِفُ بِالْحَقِّ ۚ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ﴿٤٨﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, হিংসা-বিদ্বেষ ছেড়ে ইনসাফ ও এখলাসের সাথে আল্লাহর নাম নিয়ে উঠে দাঁড়াও, কয়েকজন মিলে পরামর্শ করে দেখ, এবং নির্জনে ভিন্ন ভিন্নভাবে চিন্তা-ভাবনা করে দেখ যে, তোমাদের সঙ্গী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, যিনি তোমাদের মাঝে জীবনের চল্লিশটি বছর কাটিয়েছেন। তাঁর শৈশব থেকে পৌঢ়ত্ব পর্যন্ত সবকিছুই তোমরা দেখেছ এবং তোমরা তার সততা, ন্যায়-নীতি, বিবেক ও বুদ্ধিমত্তার স্বীকৃতি দিয়েছ। এখন তিনি কী করে অকারণে উন্মাদ হতে পারেন? তা-ই যদি হতেন, তবে তিনি কী করে এই প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা-কাজ ও জীবন-বিধান পেশ করতেন? এমনটি হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে তিনি হচ্ছেন একজন সতর্ককারী মাত্র। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, তোমাদের ধারণামতে যদি কিছু চেয়েও থাকি তবে তা তোমাদের কাছেই রেখে দাও। আমার প্রতিদান আল্লাহর যিম্মায়ই রয়েছে। (প্রাগুক্ত)

(৩) অর্থাৎ, নবীদের কাছে সত্য নাযেল করেন। (জালালাইন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪৬ নং আয়াত:

১. নবীকে তারা উম্মাদ বলত, তার খণ্ডন পেশ করা হয়েছে।

২. কোন বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের অন্যতম উপায় হচ্ছে পরস্পর পরামর্শ ও একান্তে চিন্তা-ভাবনা করা।

৩. নবীর প্রধান একটি পরিচয় হল তিনি সতর্ককারী। অর্থাৎ, যারা তাঁর আনীত আদর্শ অমান্য করবে তাদেরকে আযাবের ব্যাপারে সতর্ক করা।

● ৪৭ নং আয়াত:

আয়াত থেকে বুঝা যায়, নবীদের সুন্নাত তথা আদর্শ হল দ্বীনী দাওয়াতের কোন বিনিময় গ্রহণ না করা।

● ৪৮ নং আয়াত:

১. নবীদের কাছে ওহী প্রেরিত হয়।

২. আল্লাহ পাক আলেমুল গায়েব।

www.maktabatulabrar.com

(৪৯) তুমি বলে দাও, সত্য এসেছে আর বাতিল না পারে (কোন কিছুর) সূচনা করতে আর না পুনরাবৃত্তি করতে[১]।	قُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيْدُ ﴿٤٩﴾
(৫০) তুমি বল, যদি আমি পথভ্রষ্ট হই, তবে পথভ্রষ্টতার ক্ষতি আমার নিজেরই হবে; আর যদি আমি হেদায়েতপ্রাপ্ত হয়ে থাকি তবে তা আমার প্রতিপালক আমার প্রতি যে ওহী প্রেরণ করে থাকেন তার বদৌলতে। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, অত্যন্ত সন্নিকট[২]।	قُلْ اِنْ ضَلَلْتُ فَاِنَّمَآ اَضِلُّ عَلٰى نَفْسِيْ ۚ وَاِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوْحِيْٓ اِلَيَّ رَبِّيْ ؕ اِنَّهٗ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ ﴿٥٠﴾
(৫১) আর যদি তুমি (সেই দৃশ্য) দেখতে, যখন তারা ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়বে, কিন্তু পলায়নের কোন পথ থাকবে না এবং তাদেরকে নিকটস্থ স্থান থেকে[৩] পাকড়াও করা হবে।	وَلَوْ تَرٰٓى اِذْ فَزِعُوْا فَلَا فَوْتَ وَاُخِذُوْا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ ﴿٥١﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, সত্য দীন এসে গেছে, এখন এর শক্তি থেমে থাকবার নয়। সে সকল বাতিলকে পরাভূত করে বিজয়ের মুকুট ছিনিয়ে আনবে। সত্যের সামনে মিথ্যা অচল-নিথর হয়ে পড়বে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ যদি আমি তোমাদের বক্তব্য অনুযায়ী সত্যিই এসব মনগড়া খেলা জুড়ে থাকি, তবে তা কয়দিন চলবে। এতে অবশেষে আমারই ক্ষতি। পৃথিবীতে লোকের শত্রুতার মুখোমুখি হওয়া, লাঞ্ছনা-গঞ্জনার শিকার হওয়া এবং পরকালে সীমাহীন দুর্ভোগে পড়া। পক্ষান্তরে আমি যদি সঠিক পথে থাকি –যা একান্তই বাস্তবিক– তবে এটা আল্লাহর সাহায্য ও তাঁর ওহীর বরকতেই রয়েছি। এবং এভাবেই সর্বদা থাকব। আল্লাহ্ সবকিছু শোনেন এবং তিনি নিকটেই রয়েছেন। তিনি সর্বদা আমার সাহায্য করবেন এবং তিনি দুনিয়াতে তাঁর পয়গামের বিস্তার ঘটাবেন। (প্রাগুক্ত)

(৩) অর্থাৎ, কবর থেকে। (জালালাইন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪৯ নং আয়াত:

আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, সত্যের মোকাবেলায় বাতিল কখনও স্থায়ী বিজয় লাভ করতে পারে না।

● ৫০ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পথভ্রষ্টতার অভিশাপ ও সৎপথে পরিচালিত হওয়ার লাভ প্রত্যেকের নিজেরই। এতে অন্যের কোন অংশীদারিত্ব নেই।

● ৫০ নং আয়াত:

১. কেয়ামতের অবস্থা ভয়াবহ হবে।

২. কেয়ামতের ভয়াবহতা থেকে কাফেররা নিষ্কৃতি পাবে না।

৩. তাদেরকে কবর থেকে পাকড়াও করা হবে।

وَّقَالُوْٓا اٰمَنَّا بِهٖ ۚ وَاَنّٰى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَّكَانٍۢ بَعِيْدٍ ۝٥٢	(৫২) এবং তারা বলবে, আমরা তার প্রতি ঈমান আনলাম। আর তাদের পক্ষে এত দূরবর্তী স্থান থেকে (ঈমান) নাগালে পাওয়া কীভাবে সম্ভব হবে[১]?
وَّقَدْ كَفَرُوْا بِهٖ مِنْ قَبْلُ ۚ وَيَقْذِفُوْنَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍۢ بَعِيْدٍ ۝٥٣	(৫৩) অথচ তারা পূর্ব থেকে তা অস্বীকার করছিল এবং তারা দূরবর্তী স্থান থেকে অদৃশ্য বিষয়ে (অনুমানে) ঢিল ছুড়ত[২]।
وَحِيْلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُوْنَ كَمَا فُعِلَ بِاَشْيَاعِهِمْ مِّنْ قَبْلُ ۭ اِنَّهُمْ كَانُوْا فِيْ شَكٍّ مُّرِيْبٍ ۝٥٤	(৫৪) এবং তাদের মধ্যে ও তারা যা আকাঙ্খা করত তন্মধ্যে অন্তরায় সৃষ্টি করে দেওয়া হয়েছে, যেমন তাদের সমপন্থীদের সাথে ইতিপূর্বে করা হয়েছিল। নিশ্চয় তারা ছিল বিভ্রান্তিকর সন্দেহের মধ্যে পতিত।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, তখন তারা বলবে, নবীর কথার উপর আমাদের বিশ্বাস হয়ে গেছে, এখন আমরা ঈমান গ্রহণ করছি। কিন্তু তখন ঈমান আবার কিসের? সে অবকাশ তো এখন আর নেই যে, ঈমান গ্রহণ করে নিজেকে রক্ষা করতে পারে। এখন ঈমান কীকরে তাদের নাগালে আসবে যে, সে দুনিয়ার জীবনের ঈমানকে পরকালে বসে গ্রহণ করবে। উদ্দেশ্য এই যে, মৃত্যু পূর্ববর্তী পার্থিব জীবনের ঈমানই গ্রহণযোগ্য ও নাজাতের উপায়। মৃত্যুর পরে তো চোখে দেখে সবারই দৃঢ়বিশ্বাস হয়ে যাবে। এতে বিশেষত্ব কী আছে? (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, যখন তাদের ঈমান আনার সময় ছিল তখন তারা ছিল অস্বীকারে বদ্ধপরিকর। তারা অনুমানের বাক্যবাণ চালাত। দুনিয়াতে থেকে তারা ভিত্তিহীন কথা বলত। সত্য ও সঠিক কথা গ্রহণ করত না। এখন আক্ষেপের কোন মূল্য নেই। (প্রাগুক্ত)

(৩) অর্থাৎ, তারা যা আকাঙ্খা করত যেমন: ভোগ-বিলাস ও আরাম-আয়েশ এসব বিষয় ও সে সকল কাফেরদের মঝে অন্তরায় সৃষ্টি করে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, তারা কখনও পরকালে এগুলো লাভ করতে পারবে না। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫২-৫৩ নং আয়াতদ্বয়:

১. পরকাল ঈমান আনার স্থান নয়। পরকালে ঈমান আনলে কোন লাভ হবে না।

www.maktabatulabrar.com

২. পরকালের বিষয়ে অনুমানের ভিত্তিতে ঢিল ছোড়া কাফেরদের কাজ।

● ৫৪ নং আয়াত:

আয়াতে বলা হয়েছে, কাফেররা পরকালে ভোগ-বিলাস ও আরাম-আয়েশ লাভ করতে পারবে না।

(৩৫) সূরা ফাতির[১] মক্কী
৪৫ আয়াত, ৫ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا اُولِيْٓ اَجْنِحَةٍ مَّثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۭ يَزِيْدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاۗءُ ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝١	(১) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য[২], যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা, যিনি ফেরেশতাদেরকে বাণীবাহক করেন, যারা দু'দুটো, তিন তিনটে, চার চারটে পাখা বিশিষ্ট। তিনি সৃষ্টিতে যা ইচ্ছা বৃদ্ধি করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।
مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۚ وَمَا يُمْسِكْ ۙ فَلَا مُرْسِلَ لَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ ۭ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝٢	(২) আল্লাহ্ মানুষের জন্য যে অনুগ্রহ অবারিত করে দেন তার কোন রোধকারী নেই[৩], আর যা তিনি রোধ করে দেন তার (রোধ করার) পর তার কোন উন্মুক্তকারী নেই। আর তিনিই পরাক্রমশালী, অতি প্রজ্ঞাময়[৪]।
يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ۭ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاۗءِ وَالْاَرْضِ ۭ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ۝٣	(৩) হে মানুষ! তোমাদের প্রতি কৃত আল্লাহর অনুগ্রহ তোমরা স্মরণ কর। আল্লাহ্ ব্যতীত কি কোন স্রষ্টা আছে, যে তোমাদেরকে আসমান ও জমিন থেকে রিযিক প্রদান করে? তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। সুতরাং কোথায় তোমরা উল্টো চালিত হচ্ছ?

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) ফাতির শব্দের অর্থ সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপত্তিশালী। এ সূরার প্রথম আয়াতেই আল্লাহ তা'আলা যে সৃষ্টিকর্তা তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এ কারণে এ সূরাকে সূরা ফাতির বলা হয়। উক্ত আয়াতেই মালায়েকা অর্থাৎ, ফেরেশতার আলোচনা থাকায় এ সূরাটিকে সূরাতুল মালায়েকা নামেও নামকরণ করা হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন, ইদরীসী)

(২) পূর্ববর্তী সূরা সাবার প্রথম আয়াতের টীকায় বলা হয়েছিল যে, পবিত্র কুরআনে যে পাঁচটি সূরা 'আল্‌হামদু' শব্দ দ্বারা শুরু করা হয়েছে তন্মধ্যে সর্বশেষ হচ্ছে সূরা ফাতির। এ সব সূরায় আল্লাহ তা'আলা চারটি নেয়ামতের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। সমস্ত নেয়ামতের মধ্যে মূল নেয়ামতে হচ্ছে এ চারটি– ১. ইহকালীন জন্ম, ২. ইহকালীন জীবন, ৩. পরকালে পুনরুজ্জীবিত হওয়া, ৪. পরকালীন জীবন। উল্লেখ্য যে, পরকালীন নেয়ামতই সর্বোত্তম ও সর্বোকৃষ্ট। পূর্ববর্তী সূরা সাবায় ইহকালীন জীবন ও তার নেয়ামতসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এবং আলোচ্য সূরায় অধিকাংশত পরকালীন জীবন ও তার নেয়ামতসমূহ আলোচিত হয়েছে। (প্রাগুক্ত)

(৩) অনুগ্রহ দৈহিক হোক, যেমন বৃষ্টিবর্ষণ, জীবিকা প্রদান ইত্যাদি। অথবা আধ্যাত্মিক হোক, যেমন আসমানী গ্রন্থাবলীর অবতারণ ও নবী-রসূলের প্রেরণ। মোটকথা, আল্লাহ তাআলা যখন মানুষের জন্য রহমতের দুয়ার খুলে দেন, তখন কেউ তা বন্ধ করতে পারে না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) অর্থাৎ, তোমরা স্বীকার কর যে, সৃষ্টি করা ও জীবনোপকরণ দান করা এবং জীবিত রাখা সবই আল্লাহর ক্ষমতা ও এখতিয়ারাধীন। এরপর আবার উপাস্য হওয়ার অধিকার রয়েছে কার? যিনি প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা ও রিযিকদাতা, উপাস্য তিনিই হতে পারেন। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১ নং আয়াত:

আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, যিনি আকাশমণ্ডলী ও সমগ্র পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা এবং মহা কুদরতের মালিক, তিনিই প্রকৃত উপাস্য, সমস্ত প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য।

● ২ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, গায়রুল্লাহর পক্ষ থেকে লাভের আশা অথবা লোকসানের ভয় না রেখে কেবল আল্লাহ্ তাআলার প্রতি ভরসা রাখা চাই। এটাই দীনের সঠিক পন্থা ও দুনিয়ার শান্তির মূলমন্ত্র। এর ফলে মানুষ হাজার হাজার চিন্তা ও অস্থিরতা থেকে মুক্তি লাভ করে। (মাআরিফুল কুরআন)

● ৩ নং আয়াত:

১. আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামতের কথা স্মরণ করা ওয়াজিব।

২. আল্লাহ ব্যতীত রিযিকদাতা কেউ নেই।

৩. আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবূদ নেই।

(৪) আর তারা তোমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করলে তোমার পূর্বেও রসূলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করা হয়েছে এবং আল্লাহর নিকটই সমস্ত বিষয় প্রত্যাবর্তীত হবে[১]।	وَاِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ۝

(৫) হে মানুষ! নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য। সুতরাং পার্থিব জীবন যেন কিছুতেই তোমাদেরকে ধোঁকায় না ফেলে এবং আল্লাহ সম্বন্ধেও যেন বড় ধোঁকাবাজ তোমাদেরকে ধোঁকায় না ফেলে। (৬) নিশ্চয় শয়তান তোমাদের শত্রু। সুতরাং তোমরা তাকে শত্রুরূপেই গ্রহণ কর। সে তো তার দলকে কেবল এ জন্য আহ্বান করে, যেন তারা জাহান্নামবাসীদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়[২]।	يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۪ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ۝ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا ؕ اِنَّمَا يَدْعُوْا حِزْبَهٗ لِيَكُوْنُوْا مِنْ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ۝

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, এতো বোঝানো এবং দলীল-প্রমাণ পেশ করার পরও যদি তারা তোমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তবে তুমি দুঃখিত হয়ো না। পূর্ববর্তী নবীদের সাথেও এরূপ ব্যবহার করা হয়েছে। এতে কোন নতুনত্ব নেই। তাদেরকে আল্লাহর কাছে সোপর্দ কর। সেখানে সকলের ফয়সালা হয়ে যাবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, কেয়ামত সংঘটিত হবে এবং অবশ্যই সবাইকে আল্লাহর মহা আদালতে হাজির হতে হবে। পার্থিব জীবনের চাকচিক্য ও অস্থায়ী সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে মাতোয়ারা হয়ো না। সেই চিহ্নিত প্রতারক শয়তানের কবলে পড়ো না। সে তোমাদের আদি শত্রু। সে কখনও তোমাদের ভালো পরামর্শ দেবে না। সে সর্বদা এ চেষ্টাই করবে, যেন তোমাদেরকে তার সাথেই জাহান্নামে নিয়ে যেতে পারে। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪ নং আয়াত:

১. নবী রসূলদের (এমনিভাবে নবীর অনুসারীদের) মিথ্যা আরোপ করা সবযুগেরই কাফেরদের রীতি।

২. দ্বীনের পথে আহ্বানকারীর জন্য উচিত যে কোন দুঃখকষ্টের মোকাবেলায় ধৈর্যধারণ করা, যেমন নবী-রসূলগণ করেছেন। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ৫ নং আয়াত:

১. আল্লাহর ওয়াদা সত্য।

২. শয়তানের ধোঁকা থেকে সাবধান থাকার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে।

● ৬ নং আয়াত:

আয়াত থেকে বুঝা যায়, যার কারণে দীনের কাজে ক্ষতি হয় তাকে দীনের স্বার্থেই শত্রু ভাবা উচিত, যেমন শয়তানকে শত্রু মনে করা অপরিহার্য।

www.maktabatulabrar.com

(৭) যারা কুফরী করে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। আর যারা ঈমান আনে ও নেক আমলসমূহ করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহা প্রতিদান।	اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۬ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ ۝٧
(৮) তবে কি সেই ব্যক্তি, যার মন্দ কর্ম তাকে শোভন করে দেখানো হয়, ফলে সে তাকে ভালো মনে করে (ঐ ব্যক্তির মত হতে পারে, যাকে আল্লাহ্ হেদায়েত করেন)? তিনি তো যাকে ইচ্ছা গোমরাহ করেন এবং যাকে ইচ্ছা হেদায়েত দেন। অতএব তাদের জন্য আক্ষেপ করে যেন তোমার প্রাণ না যায়। নিশ্চয় তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ সম্যক জ্ঞানী[১]।	اَفَمَنْ زُيِّنَ لَهٗ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ فَرَاٰهُ حَسَنًا ؕ فَاِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ۫ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرٰتٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ۝٨

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, শয়তান যার দৃষ্টিতে মন্দকে শোভন করে দেখায় সেকি কখনও ঐ ব্যক্তির মত হতে পারে যে আল্লাহর অনুগ্রহে ভালো-মন্দ পৃথক করতে পারে, ভালোকে ভালো এবং মন্দকে মন্দ মনে করে? যখন উভয়ে সমান নয় তখন উভয়ের পরিণতি একই রকম কী করে হতে পারে? এটা ধারণা করো না যে, মানুষ দেখে-শুনে কী করে মন্দকে ভালো মনে করতে পারে? কেননা, আল্লাহ তাআলা যাকে তার অযোগ্যতা ও অনিচ্ছার কারণে পথভ্রষ্ট করতে চান তার বিবেক এভাবেই অন্ধ হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে যাকে উত্তম যোগ্যতা ও শুভ ইচ্ছার ভিত্তিতে হেদায়েত দিতে চান তাকে বিভ্রান্ত করার শক্তি কোন শয়তানেরও নেই। সুতরাং তুমি এত বিচলিত হয়ো না, যাতে তোমার প্রাণের আশংকা দেখা দেয়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৭ নং আয়াত:

১. কাফেরদের জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে।

২. নেক আমলকারী মুমিনদের জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার।

● ৮ নং আয়াত:

১. হেদায়েতপ্রাপ্ত আর পথভ্রষ্ট সমান নয়।

২. হেদায়েত ও গোমরাহী দুটোই আল্লাহর তাওফীকের উপর নির্ভর করে। তবে মানুষের নিজ ইচ্ছা ও এখতিয়ারকে কাজে লাগানো বা না লাগানোর উপর ভিত্তি করেই পরকালে আযাব ও সওয়াবের ফয়সালা হবে।

৩. আল্লাহ মানুষের সব কর্ম সম্বন্ধে অবগত। সে মোতাবেকই তিনি সকলের ফয়সালা করবেন।

www.maktabatulabrar.com

(৯) এবং আল্লাহ্ তিনিই, যিনি বায়ুরাশি প্রেরণ করেন, ফলে তা মেঘমালাকে সঞ্চালিত করে। অতঃপর আমি তা নির্জীব ভূখণ্ডের দিকে পরিচালিত করি এবং আমি তদ্বারা ভূমিকে তার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করি। এভাবেই হবে পুনরুত্থান[১]।	وَاللّٰهُ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَسُقْنٰهُ اِلٰى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَحْيَيْنَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ كَذٰلِكَ النُّشُوْرُ ۝٩
(১০) কেউ ইজ্জত চাইলে (তার উচিত আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁর থেকেই ইজ্জত লাভ করা। কেননা) সমস্ত ইজ্জতের মালিক আল্লাহই[২]। তাঁরই কাছে পবিত্র কথাগুলো আরোহণ করে এবং নেক আমল তাকে উন্নীত করে৩। আর যারা মন্দ কাজের চক্রান্ত করে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি এবং তাদের এ চক্রান্ত ব্যর্থ হয়ে যাবে।	مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعِزَّةَ فَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ جَمِيْعًا ؕ اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهٗ ؕ وَالَّذِيْنَ يَمْكُرُوْنَ السَّيِّاٰتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ؕ وَمَكْرُ اُولٰٓئِكَ هُوَ يَبُوْرُ ۝١٠

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলার ইচ্ছায় বায়ুর মাধ্যমে মেঘমালা সঞ্চালিত হয়ে বৃষ্টি বর্ষিত হয় এবং আল্লাহ্ তা'আলা তদ্বারা নির্জীব ভূখণ্ডকে সঞ্জীবিত ও উর্বর করে তোলেন। ঠিক তেমনি তোমাদেরকেও মৃত্যুর পর এভাবেই পুনরুত্থিত করা হবে। কেয়ামতের দিনও আরশের নিচ থেকে এক বিশেষ ধরনের বৃষ্টি বর্ষণ এবং তার দ্বারা উদ্ভিদের ন্যায় মৃতদের জীবিত হওয়ার কথা রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) উল্লেখ্য, কাফেররা আল্লাহর কাছে সম্মান লাভের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেব-দেবীকে উপাস্যরূপে স্থির করেছিল (দ্র. সূরা মারইয়াম-৮১)। তা ছাড়াও অনেকে মুসলমানদের ছেড়ে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করত, যাতে তাদের সম্মান রক্ষিত থাকে (দ্র. সূরা নিসা -১৩৯)। আলোচ্য আয়াতে এ ধরনের লোকদের বলা হয়েছে যে, যারা দুনিয়া ও আখেরাতের সম্মান পেতে চায় তাদের উচিত আল্লাহর আনুগত্য করে তাঁরই কাছ থেকে সম্মান লাভ করা। (প্রাগুক্ত)

(৩) অর্থাৎ, যিকির-আযকার, দু'আ, তেলাওয়াত, ইল্‌ম ও উপদেশ প্রদান ইত্যাদি কবুল হওয়ার জন্য ঈমান থাকা শর্ত এবং উত্তমরূপে কবুল হওয়ার জন্য কাজগুলো পালন করাও শর্ত। এ বিষয়গুলো আল্লাহ্ তা'আলার পছন্দনীয়। যে ব্যক্তি এগুলো অবলম্বন করবে সে-ই সম্মানিত হবে। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৯ নং আয়াত:

আয়াতে একটি উপমার মাধ্যমে পুনরুত্থান সম্ভব হওয়ার বিষয় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

● ১০ নং আয়াত:

১. যারা দুনিয়া ও আখেরাতের সম্মান পেতে চায় তাদের উচিত আল্লাহর আনুগত্য করে তাঁরই কাছ থেকে সম্মান লাভ করা। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

২. যিকির-আযকার, দু'আ, তেলাওয়াত, ইল্‌ম ও উপদেশ প্রদান ইত্যাদি কবুল হওয়ার জন্য ঈমান থাকা শর্ত।

৩. যারা মন্দ কাজের চক্রান্ত করে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।

৪. মন্দ কাজের চক্রান্তকে আল্লাহ ব্যর্থ করে দেন।

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْوَاجًا ؕ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهٖ ؕ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَّلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهٖۤ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ﴿۱۱﴾

(১১) এবং আল্লাহ্ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে; অতঃপর শুক্রবিন্দু থেকে, অতঃপর তোমাদেরকে করেছেন জোড়া জোড়া। আর কোন নারী গর্ভধারণ করে না এবং প্রসবও করে না তার অবগতি ব্যতীত এবং কোন দীর্ঘায়ু ব্যক্তির আয়ু বৃদ্ধি করা হয় না, আর তার আয়ু হ্রাসও করা হয় না, (যা নির্ধারিত হয়, তা) কেবল লওহে মাহফূযে লিপিবদ্ধ রয়েছে। নিশ্চয় এটা আল্লাহর জন্য সহজ।

وَمَا يَسْتَوِى الْبَحْرٰنِ ۖ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآئِغٌ شَرَابُهٗ وَهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ ؕ وَمِنْ كُلٍّ تَاْكُلُوْنَ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْنَ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ۚ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيْهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿۱۲﴾

(১২) এবং দুটো সমুদ্র সমান নয়। একটি সুমিষ্ট, যা পান করা সহজ, আর অপরটি লবণাক্ত, বিস্বাদ; এবং প্রত্যেকটি থেকেই তোমরা তাজা গোশ্‌ত আহার কর এবং তোমরা অলংকার (রত্নাবলী) বের কর, যা তোমরা পরিধান কর[১]। আর তুমি নৌযানগুলোকে তার মধ্যে পানি চিরে চলাচল করতে দেখ, যাতে তোমরা তার অনুগ্রহ অনুসন্ধান করতে পার এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) পূর্ববর্তী আয়াত থেকে এ পর্যন্ত তাওহীদের প্রমাণ ও কুদরতের নিদর্শনাবলী সম্পর্কে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এতে ইসলামের বিজয়ের প্রতিও সুক্ষ্ম ইংগিত হয়ে যায়। অর্থাৎ, কুফর ও ইসলাম সমান নয়। আল্লাহ্ তা'আলা কুফরকে পরাজিত করবেনই। যদিও তোমরা উভয়টা থেকে উপকার লাভ করছ। যেমন, মুসলমানদের দ্বারা দ্বীনের শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং কাফেরদের থেকে জিযয়া কর লাভ হয়। মিষ্টি ও লোনা উভয় প্রকার পানি থেকে মাছ পাওয়া যায় এবং লোনা পানি থেকে অধিকাংশত রত্নাবলী পাওয়া যায়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

www.maktabatulabrar.com

আহকাম ও শিক্ষা

● ১১ নং আয়াত:

১. মানুষ সৃষ্টির বিভিন্ন পর্যায় বর্ণনা করা হয়েছে।

২. যার যে পরিমাণ বয়স লওহে মাহফূজে লিপিবদ্ধ রয়েছে তার থেকে বয়স বাড়েও না, কমেও না।

● ১২ নং আয়াত:

আয়াত থেকে বুঝা যায়, সামুদ্রিক রত্নাবলী পুরুষ ও মহিলা উভয় সম্প্রদায়ের পক্ষে ব্যবহার করা জায়েয, যদিও স্বর্ণ ব্যবহার করা পুরুষের জন্য নিষিদ্ধ। (আহকামুল কুরআন, থানবী)

يُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ ۙ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۚ كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ؕ وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرٍ ﴿۱۳﴾

(১৩) তিনি রাত্রিকে দিবসের মধ্যে প্রবিষ্ট করেন এবং দিবসকে প্রবিষ্ট করেন রাত্রির মধ্যে। আর তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে করেছেন নিয়ন্ত্রিত; প্রত্যেকে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত চলতে থাকবে। তিনিই আল্লাহ্, তোমাদের প্রতিপালক, রাজত্ব তাঁরই। আর তোমরা তাঁর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারা তো খেজুরের আঁটির আবরণেরও মালিক নয়[২]।

اِنْ تَدْعُوْهُمْ لَا يَسْمَعُوْا دُعَآءَكُمْ ۚ وَلَوْ سَمِعُوْا مَا اسْتَجَابُوْا لَكُمْ ؕ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُوْنَ بِشِرْكِكُمْ ؕ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيْرٍ ﴿۱۴﴾

(১৪) যদি তোমরা তাদেরকে ডাক তারা তোমাদের ডাক শুনবে না, আর যদি তারা শোনেও তবুও তারা তোমাদের ডাকে সাড়া দেবে না। আর কেয়ামতের দিন তারা তোমাদের শিরককে অস্বীকার করবে[২]। আর কেউ তোমাকে সর্বজ্ঞ সত্তা (আল্লাহ্)-র ন্যায় অবহিত করবে না[৩]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, উপরে যেসব গুণাবলীর কথা বর্ণিত হল সেসব গুণে গুণান্বিত সত্তাই প্রকৃতপক্ষে তোমাদের আসল প্রতিপালক এবং সমগ্র ভূমণ্ডল নভোমণ্ডলের অধিকর্তা। পক্ষান্তরে যাদেরকে তোমরা উপাস্য স্থির করে ডেকে থাক সেসব অসহায়েরা তো অধিকর্তা হওয়া দূরে থাক, খেজুরের আঁটির আবরণের মত তুচ্ছাতিতুচ্ছ বস্তুরও মালিক নয়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, নির্জীব দেবতারা তো অক্ষমতা হেতু সাড়া দেবে না, আর ফেরেশতাদের মত যারা প্রাণী জাতীয় দেবতা, তার পূজকদের পূজায় যেহেতু সন্তুষ্ট নয়, তাই তারাও তাদের ডাকে সাড়া দেবে না। আর যারা শয়তান জাতীয়, তাদের অক্ষমতা হেতু তারাও ডাকে সাড়া দেবে না। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) অর্থাৎ যে সত্তা যাবতীয় বিষয় সম্বন্ধে অবগত তার ন্যায় সঠিক সংবাদ কেউ দিতে পারে না, দিবেও না।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৩ নং আয়াত:

আয়াতে আল্লাহর কুদরত ও শক্তিমত্তার কথা বর্ণনা করে বোঝানো হয়েছে তিনিই মাবূদ হওয়ার যোগ্য, অন্য কেউ নয়। মুশরিকরা যাদের পূজা করে তাদের ক্ষমতা তো দূরের কথা তারা তো খেজুর বীচির আবরণের মত তুচ্ছ বস্তুরও মালিক নয়, তারা কী করে মাবূদ হতে পারে?

● ১৪ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, অজ্ঞ লোকেরা তাদের দেবতাদের মধ্যে যেসব ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস করে তা ঠিক নয়, এরপরও যেহেতু তারা এসব অক্ষম দেবতার পূজা করে তাই এটা তাদের নির্বুদ্ধিতার পরিচয় বহন করে। (মাসায়েলুস সুলূক, বয়ানুল কুরআন)

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ اِلَى اللّٰهِ ۚ وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ﴿١٥﴾	(১৫) হে মানুষ! তোমরাই আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষী। আর আল্লাহ্, তিনিই অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ।
اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ ﴿١٦﴾	(১৬) যদি তিনি ইচ্ছা করেন তবে তিনি তোমাদেরকে অপসৃত করতে পারেন। এবং আনয়ন করতে পারেন এক নতুন সৃষ্টিকে।
وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ ﴿١٧﴾	(১৭) আর এটা আল্লাহর জন্য কিছুই কঠিন নয়।
وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ؕ وَاِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ اِلٰى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ؕ اِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ؕ وَمَنْ تَزَكّٰى فَاِنَّمَا يَتَزَكّٰى لِنَفْسِهٖ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ﴿١٨﴾	(১৮) কোন বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না, আর যদি কোন ভারাক্রান্ত ব্যক্তি কাউকে তা বহন করার জন্য আহ্বান করে, তবে তার থেকে কিছুই বহন করা হবে না; যদিও সে হয় আত্মীয়[১]। তুমি তো কেবল তাদেরকেই সতর্ক করতে পার, যারা তাদের প্রতিপালককে না দেখে ভয় করে এবং নামায কায়েম করে। আর যে ব্যক্তি (ঈমান এনে) পবিত্র হয় সে তো কেবল তার নিজেরই কল্যাণের জন্য পবিত্র হয়। আর প্রত্যাবর্তন তো আল্লাহরই নিকট[২]।

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, কেউ নিজের ইচ্ছায় অন্যের গোনাহের বোঝা নিজের মাথায় নেবে না এবং কারও আহ্বানেও তার কোনো রকম সহযোগিতা করতে পারবে না, যদি সে নিকট আত্মীয়ও হয় না কেন। সবাই তখন নিজের চিন্তায় অস্থির থাকবে। সেখানে কেবল আল্লাহর রহমতেই নিস্তার পাওয়া যাবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, যে ব্যক্তি তোমার উপদেশ মেনে নেয় এবং নিজেকে সংশোধন করে তার লাভ সে নিজেই ভোগ করবে। এতে আল্লাহ্ বা রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কোন উপকার হয় না। তবে এ লাভ সে পুরোপুরিভাবে তখনই ভোগ করবে যখন আল্লাহ্ তা'আলার কাছে ফিরে যাবে। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৫ নং আয়াত:

১. মানুষ আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষী।

২. আল্লাহ কারও প্রতি মুখাপেক্ষী নন। তিনি সব রকম অভাব থেকে মুক্ত।

৩. আল্লাহ সবরকম গুণের অধিকারী বিধায় তিনি সর্বতোভাবে প্রশংসার্হ্য।

● ১৬–১৭ নং আয়াতদ্বয়:

আয়াতদ্বয়ে বোঝানো হয়েছে, কোন গোষ্ঠীবিশেষ যেন মনে না করে যে, তারা আল্লাহর ইবাদত না করলে আল্লাহর ইবাদত করার কেউ থাকবে না। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়ে তাদের স্থলে অন্য এক গোষ্ঠীকে আনয়ন করতে সক্ষম। আল্লাহর পক্ষে কোন কিছুই কঠিন নয়।

● ১৮ নং আয়াত:

১. কেয়ামতের দিন কেউ কারো গোনাহের বোঝা বহন করবে না। প্রত্যেককে নিজের গোনাহের শাস্তি নিজেকেই ভোগ করতে হবে।

২. যারা ঈমান আনার ও আমল করার চেতনা রাখে সতর্কবাণী দ্বারা কেবল তাদেরই ফায়দা হয়।

৩. কেউ ঈমান এনে পবিত্র হলে এতে তারই লাভ।

৪. আল্লাহর কাছে সকলকে ফিরে যেতে হবে।

وَمَا يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ﴿١٩﴾	(১৯) আর সমান নয় অন্ধ ও চক্ষুষ্মান।
وَلَا الظُّلُمٰتُ وَلَا النُّوْرُ ﴿٢٠﴾	(২০) আর না অন্ধকারপুঞ্জ ও আলো।
وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُوْرُ ﴿٢١﴾	(২১) আর না ছায়া ও রৌদ্র।
وَمَا يَسْتَوِى الْاَحْيَآءُ وَلَا الْاَمْوَاتُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُسْمِعُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَآ اَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِى الْقُبُوْرِ ﴿٢٢﴾	(২২) এবং সমান নয় জীবিত ও মৃত। নিশ্চয় আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা শোনান। আর তুমি তাদেরকে শোনাতে সক্ষম নও, যারা কবরের মধ্যে সমাহিত রয়েছে[১]।

(২৩) তুমি তো একজন সতর্ককারী বৈ নও।	اِنْ اَنْتَ اِلَّا نَذِيْرٌ ﴿٢٣﴾
(২৪) নিশ্চয় আমি তোমাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী স্বরূপ। আর এমন কোন সম্প্রদায় নেই, যাদের মধ্যে কোন সতর্ককারী (নবী) অতীত হয়নি।	اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۭ وَاِنْ مِّنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ ﴿٢٤﴾
(২৫) আর যদি তারা তোমার প্রতি মিথ্যারোপ করে তবে (তুমি বিচলিত হয়ো না। কেননা,) যারা তাদের পূর্বে ছিল তারাও মিথ্যারোপ করেছিল। তাদের রসূলগণ তাদের কাছে এসেছিল সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি, গ্রন্থাবলী ও এমন উজ্জ্বল কিতাবসহকারে যা আলো বিস্তার করে।	وَاِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ جَاۗءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ ﴿٢٥﴾
(২৬) অতঃপর যারা কুফ্‌রী করেছে আমি তাদেরকে পাকড়াও করি। সুতরাং কেমন হয়েছিল আমার শাস্তি।	ثُمَّ اَخَذْتُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ﴿٢٦﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) আল্লাহ্ তা'আলা ১৯-২২– এ চার আয়াতে কাফের ও মুমিনের সাথে অন্ধ ও চক্ষুষ্মান এবং মৃত ও জীবিতের উপমা, আর কুফ্‌রী ও ঈমানের সাথে অন্ধকার ও আলো এবং ছায়া ও রৌদ্রের উপমা পেশ করে এ কথাই বুঝিয়েছেন যে, এ দু'টো কখনও সমান হত পারে না। কবরস্থ মৃতকে যেমন কোন মানুষ কথা শোনাতে পারে না, তেমনি যাদের ভাগ্যে হেদায়েত নেই, তাদেরকেও কেউ হোদায়েত করে দিতে পারে না। আল্লাহ্ তা'আলাই যাকে ইচ্ছা হেদায়েত করতে পারেন। রসূলের দায়িত্ব কেবল দীনের দাওয়াত পৌঁছিয়ে দেওয়া।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৯-২২ নং আয়াতসমূহ:

এ চারটি আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা কাফের ও মুমিনের মর্যাদাগত ব্যবধান বোঝানোর জন্য বিভিন্ন উপমা পেশ করেছেন, তাতে বুঝা যায় যে, কোন বক্তব্য সুস্পষ্ট করে বোঝাবার উদ্দেশ্যে উপমা-উৎপ্রেক্ষার সাহায্য নেওয়া উত্তম। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ২৩-২৪ নং আয়াতদ্বয়:

১. রসূলের দায়িত্ব সতর্ক করা। তিনি কাফেরদের শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করেন আর মুমিনদের জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করেন।

২. প্রত্যেক জাতির নিকটই নবী রসূল প্রেরিত হয়েছিল।

www.maktabatulabrar.com

● ২৫-২৬ নং আয়াতদ্বয়:

১. সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের বিরোধিতায় বিচলিত না হওয়ার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে, এটা সবযুগেই করা হয়ে থাকে।

২. নবী রসূলগণ উম্মতের কাছে এসেছিল সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি, গ্রন্থাবলী ও এমন উজ্জ্বল কিতাব সহকারে।

৩. কাফেরদের শাস্তি ছিল ভয়াবহ।

(২৭) তুমি কি লক্ষ করনি যে, আল্লাহ্ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন অতঃপর আমি তা দ্বারা নানান বর্ণের ফলমূল উদগত করেছি[১]। এবং পর্বতমালার মধ্যে রয়েছে নানান পথ– সাদা ও লাল, যার বর্ণ বৈচিত্রময় এবং নিকষ কাল[২]।	اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاۗءِ مَاۗءً ۚ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ ثَمَرٰتٍ مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهَا ۭ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌۢ بِيْضٌ وَّحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهَا وَغَرَابِيْبُ سُوْدٌ ﴿٢٧﴾
(২৮) এবং মানুষ প্রাণী ও চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যেও এরূপ রয়েছে, যার বর্ণ বৈচিত্রময়[৩]। আল্লাহকে তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে কেবল জ্ঞানীরাই ভয় করে[৪]। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, পরম ক্ষমাশীল।	وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَاۗبِّ وَالْاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ كَذٰلِكَ ۭ اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰۗؤُا ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ غَفُوْرٌ ﴿٢٨﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, একে তো নানান রকমের ফলমূল, আবার প্রত্যেক প্রকারের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন রঙের ফল। এ সবই আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন। একই মাটি, একই পানি ও একই বায়ুতে এত রকমারি জিনিসের সৃষ্টি এক বিস্ময়কর ও মহা কুদরতের পরিচয় বহন করে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, সাদাও আবার কয়েক প্রকার (কোনটি বেশি সাদা, কোনটি তার চেয়ে কম, কোনটি আবার তার চেয়েও কম) লালও কয়েক ধরনের। কোন কোনটি আবার নিকষ কালো। (প্রাগুক্ত)

(৩) অর্থাৎ, এ সবই কুদরতের নিদর্শন। উল্লেখ্য, উদ্ভিদ, জড়পদার্থ ও জীব-জন্তুর মধ্যে যেমন নানান রকমের সৃষ্টি রয়েছে, তেমনি মানুষ একই ধরনের হয়ে যাবে তা হতে পারে না। এতে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, মানুষের মতভেদের কারণে তুমি বিচলিত হবে না। (প্রাগুক্ত)

(৪) অর্থাৎ, কোন কোন মানুষ আছে নির্ভীক; আবার কেউ কেউ এমনও আছে যারা আল্লাহকে ভয় করে। তবে আল্লাহকে ভয় করে তারাই, যারা আল্লাহর মাহাত্ম্য, পরাক্রমশালিতা, পরকালের স্থায়ী জীবন ও দুনিয়ার নশ্বরতা সম্পর্কে জানে এবং নিজেদের প্রতিপালকের বিধি-বিধানের জ্ঞান লাভ করে পরকালের চিন্তা করে। যে যতটুকু বুঝে তার ভয়ও হবে সে পরিমাণেই।

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৭-২৮ নং আয়াতদ্বয়:

১. সৃষ্টির বৈচিত্র তুলে ধরে আল্লাহর কুদরতের বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে।

২. যারা আল্লাহর মাহাত্ম্য, পরাক্রমশালিতা, পরকালের স্থায়ী জীবন ও দুনিয়ার নশ্বরতা সম্পর্কে জানে এবং নিজেদের প্রতিপালকের বিধি-বিধানের ইলম তথা জ্ঞান লাভ করে পরকালের চিন্তা করে, তাদের মধ্যেই আল্লাহর ভয় জাগ্রত হয়।

৩. ইল্‌ম ও উলামায়ে কেরামের ফযীলত প্রমাণিত হয়।

৪. আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, পরম ক্ষমাশীল।

(২৯) নিশ্চয় যারা আল্লাহর কিতাব তেলাওয়াত করে, নামায কায়েম করে; এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে তারা এমন ব্যবসায়ের আশা করে, যা কখনও মন্দা হবে না[১]।	اِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتٰبَ اللّٰهِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً يَّرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ ﴿٢٩﴾
(৩০) যাতে তিনি তাদেরকে তাদের বিনিময় পুরোপুরি দান করেন এবং নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে আরও বেশি দান করেন[২]। নিশ্চয় তিনি অতি ক্ষমাশীল পরম গুণগ্রাহী।	لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ؕ اِنَّهٗ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ﴿٣٠﴾
(৩১) আর আমি তোমার প্রতি যে কিতাব ওহীরূপে প্রেরণ করেছি সেটাই সত্য, তার পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সমর্থক। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক অবহিত, সুনিপুণ দ্রষ্টা।	وَالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِعِبَادِهٖ لَخَبِيْرٌۢ بَصِيْرٌ ﴿٣١﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) কেননা, এ পণ্যের ক্রেতা কোন সৃষ্টিজীব নয় যে, কোন সময় পণ্যের সমাদর করবে, আবার কখনও অবহেলা করবে। বরং এর ক্রেতা স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলা, যিনি নিজ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাদেরই কল্যাণার্থে এ পণ্যের উপযুক্ত মূল্য দিবেন। এতে তাঁর নিজের বিন্দুমাত্রও স্বার্থ নেই। (বয়ানুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ, তাদের আমলের পুরোপুরি বিনিময় দান, এমনকি নিজ অনুগ্রহে তাদের আমলের চেয়ে অধিক প্রতিফল দানের উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে লোকসানহীন ব্যবসা তথা আল্লাহর কবুলিয়াতের ঘোষণা দিয়েছেন।

www.maktabatulabrar.com

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৯-৩০ নং আয়াতদ্বয়:

১. কুরআন তেলাওয়াত, নামায, ভালো কাজে ব্যয় ইত্যাদি নেক আমলের ছওয়াব পুরোপুরি পাওয়া যাবে, ক্ষেত্র বিশেষে আল্লাহ্ তাআলা বেশিও দান করবেন।

২. আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল পরম গুনগ্রাহী।

৩. রসূলের প্রতি প্রেরিত কিতাব সত্য। এ কিতাব সত্য হওয়ার একটা প্রমাণ হল এ কিতাব পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের সত্যায়নকারী।

৪. আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক অবহিত, তাদের সবকিছুর দ্রষ্টা।

(৩২) অতঃপর আমি তাদেরকে কিতাবের অধিকারী করলাম, যাদেরকে আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে মনোনীত করেছি। তবে তাদের মধ্যে কেউ কেউ নিজের প্রতি অত্যাচারী এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ মধ্যপন্থী, আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর তাওফীকে নেক আমলে অগ্রগামী[১]। এটাই মহা অনুগ্রহ।	ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتٰبَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۚ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ ۚ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ۚ وَمِنْهُمْ سَابِقٌۢ بِالْخَيْرٰتِ بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ ﴿٣٢﴾
(৩৩) স্থায়ী বসবাসের জান্নাত, তাতে তারা প্রবেশ করবে। সেখানে তাদেরকে সোনার কংকন ও মুক্তা দ্বারা অলংকৃত করা হবে এবং সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের।	جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا ۚ وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ ﴿٣٣﴾
(৩৪) আর তারা বলবে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদের থেকে চিন্তা দূর করে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আমাদের প্রতিপালক অতি ক্ষমাশীল, পরম গুণগ্রাহী।	وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ ؕ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ﴿٣٤﴾
(৩৫) যিনি আমাদেরকে নিজ অনুগ্রহে স্থায়ী বসবাসের নিবাসে প্রবেশ করিয়েছেন, যেখানে আমাদেরকে কোন রকম কষ্ট স্পর্শ করবে না এবং স্পর্শ করবে না সেখানে আমাদেরকে কোন রকম ক্লান্তি।	الَّذِيْٓ اَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ لَا يَمَسُّنَا فِيْهَا نَصَبٌ وَّلَا يَمَسُّنَا فِيْهَا لُغُوْبٌ ﴿٣٥﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, আমি নবীর পর এই কিতাবের অধিকারী উম্মতকে করেছি। তারা সামগ্রিকভাবে অন্যান্য উম্মত থেকে উত্তম, তবুও তাদের সবাই সমান নয়, তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমনও রয়েছে যে, সঠিক ঈমান থাকা সত্ত্বেও গোনাহে লিপ্ত হয়ে যায়, আর কেউ কেউ তেমন গোনাহও করে না এবং

বেশি নফল ইবাদতও করে না- মধ্যপন্থী, আবার কেউ কেউ এমনও রয়েছে যে, গোনাহ থেকেও বেঁচে থাকে আবার বেশি বেশি নেক আমলও করে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩২-৩৫ নং আয়াতসমূহ:

১. রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উম্মত আল্লাহ্ তাআলার মনোনীত উম্মত। তবে তাদের মধ্যে যারা মনে-প্রাণে ঈমান এনে দীনের বিধি-বিধান যথাযথভাবে পালন করে তারা হবে নাজাতপ্রাপ্ত ও সফলকাম, পক্ষান্তরে যারা দীনের বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে ত্রুটি করে, কিন্তু ঈমান নিয়ে মৃত্যুবরণ করে তারাও অবশেষে জান্নাত লাভে সমর্থ হবে। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. নেক আমল করতে পারা আল্লাহর অনুগ্রহ।

৩. নেক আমলের বদলায় আল্লাহর অনুগ্রহে জান্নাত লাভ হবে।

৪. জান্নাতে সোনার কঙ্কন ও মুক্তার অলংকার থাকবে।

৫. জান্নাতে প্রবেশের পর অতীতের সব দুঃখ দুশ্চিন্তা দূর হয়ে যাবে।

৬. জান্নাতে কোন রকম কষ্ট-ক্লান্তি স্পর্শ করবে না।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ ۚ لَا يُقْضٰى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوْا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِىْ كُلَّ كَفُوْرٍ ۝	(৩৬) আর যারা কুফ্‌রী করে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন; তাদের মৃত্যুর আদেশ দেওয়া হবে না, যাতে তারা মৃত্যুবরণ করে। এবং তাদের উপর থেকে তার (জাহান্নামের) শাস্তি লাঘব করা হবে না। এভাবেই আমি সাজা দিয়ে থাকি প্রত্যেক কাফেরকে।
وَهُمْ يَصْطَرِخُوْنَ فِيْهَا ۚ رَبَّنَاۤ اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِىْ كُنَّا نَعْمَلُ ؕ اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ النَّذِيْرُ ؕ فَذُوْقُوْا فَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ ۝	(৩৭) আর তারা সেখানে চিৎকার করবে, হে আমাদের প্রতিপালক। আপনি আমাদেরকে (এখানে থেকে) বের করে দিন, আমরা যা করতাম তার ব্যতিক্রম নেক আমল করব। (আল্লাহ্ বলবেন,) আমি কি তোমাদেরকে এতটুকু আয়ু প্রদান করিনি, যাতে যে উপদেশ গ্রহণ করতে চায় সে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে? আর (তা ছাড়া) তোমাদের কাছে সতর্ককারীও এসেছিল। সুতরাং স্বাদ গ্রহণ কর, কেননা জালেমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই[১]।

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, এ উত্তর জাহান্নামীদেরকে দেওয়া হবে। আল্লাহ্ তাআলা বলবেন, আমি তোমাদেরকে বিবেক দিয়েছিলাম, যাতে তোমরা বুঝতে পার এবং আমি তোমাদেরকে যথেষ্ট বয়সও দিয়েছিলাম, যাতে তোমরা ইচ্ছা করলে ভালো-মন্দ বিবেচনা করে সরল পথ গ্রহণ করতে পারতে। তাছাড়া আমার পক্ষ থেকে এমন লোকজন ও পরিস্থিতি সৃষ্টি করে দিয়েছি, যাতে তোমরা অশুভ পরিণতিকে ভয় কর এবং গাফলতি থেকে সচেতন হও।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩৬ নং আয়াত:

১. কাফেরদের জন্য জাহান্নামের শাস্তি রয়েছে।

২. পরকালে মৃত্যুও ঘটবে না এবং অন্য কোনোভাবেও শাস্তি লাঘব হবে না।

● ৩৭ নং আয়াত:

১. কাফেররা নেক আমল করার জন্য পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে আসার আবেদন করবে, কিন্তু সে আবেদন মঞ্জুর হবে না।

২. আল্লাহ্ তাআলা বান্দাকে বয়ঃসন্ধিতে পৌঁছার পর কমপক্ষে এতটুকু জ্ঞান দান করেন, যাতে সে তার সৃষ্টিকর্তাকে চিনতে পারে এবং তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করতে পারে। (মাআরিফুল কুরআন)

اِنَّ اللّٰهَ عٰلِمُ غَيْبِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝	(৩৮) নিশ্চয় আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে অবগত। নিশ্চয় তিনি সম্যক অবগত অন্তরস্থ বিষয়াদি সম্পর্কে[১]।
هُوَ الَّذِىْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ فِى الْاَرْضِ ؕ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهٗ ؕ وَلَا يَزِيْدُ الْكٰفِرِيْنَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اِلَّا مَقْتًا ۚ وَلَا يَزِيْدُ الْكٰفِرِيْنَ كُفْرُهُمْ اِلَّا خَسَارًا ۝	(৩৯) তিনিই সেই সত্তা, যিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে (পূর্ববর্তীদের) স্থলাভিষিক্ত করেছেন। সুতরাং যে কুফ্‌রী করবে তার কুফ্‌রী (-র শাস্তি) তাঁরই উপর পতিত হবে। আর কাফেরদের জন্য তাদের কুফ্‌রী তাদের প্রতিপালকের সমীপে ক্রোধ ব্যতীত কিছুই বৃদ্ধি করে না।
قُلْ اَرَءَيْتُمْ شُرَكَآءَكُمُ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ اَرُوْنِىْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِى السَّمٰوٰتِ ۚ اَمْ اٰتَيْنٰهُمْ كِتٰبًا فَهُمْ عَلٰى بَيِّنَتٍ مِّنْهُ ۚ بَلْ اِنْ يَّعِدُ الظّٰلِمُوْنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا اِلَّا غُرُوْرًا ۝	(৪০) তুমি বল, তোমরা কি ভেবে দেখেছ তোমাদের সেসব শরীকদের সম্পর্কে, যাদেরকে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে ডেকে থাক? আমাকে দেখাও তো তারা পৃথিবীর কোন অংশটা সৃষ্টি করেছে? না কি তাদের জন্য আকাশমণ্ডলীতে কোন অংশীদারিত্ব রয়েছে? না কি আমি তাদেরকে কোন কিতাব প্রদান করেছি, ফলে তারা তার প্রমাণের উপর রয়েছে? বরং এসব জালেম, তাদের কতিপয় কতিপয়কে কেবল প্রতারণামূলক প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, তিনি বান্দার যাবতীয় প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য কর্ম ও অবস্থা এবং মনের গোপন কথা পর্যন্ত জানেন। কারও নিয়তও তার কাছে অস্পষ্ট নয়। সে অনুযায়ীই তিনি ব্যবহার করেন। তিনি এও জানেন, যারা এখন চিৎকার করছে তাদেরকে যদি সত্তরবারও পুনরায় প্রেরণ করা হয় তবুও তারা অন্যায় কাজ থেকে বিরত হবে না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩৮ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত আল্লাহ আলেমুল গায়েব, তিনি মনের গোপন বিষয় পর্যন্ত জানেন।

● ৩৯ নং আয়াত:

১. প্রত্যেককে তার কুফরির শাস্তি ভোগ করতে হবে।

২. কুফরী আল্লাহর ক্রোধকেই বৃদ্ধি করে।

● ৪০ নং আয়াত:

১. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কোন কিছুতে কেউ আল্লাহর শরীক নেই।

২. ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল সৃষ্টিকারী আল্লাহই একমাত্র মাবূদ তথা উপাস্য হওয়ার যোগ্য।

إِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلَا ۚ وَلَئِنْ زَالَتَآ اِنْ اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْۢ بَعْدِهٖ ؕ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ﴿٤١﴾

(৪১) নিশ্চয় আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে ধরে রেখেছেন যাতে তারা স্থানচ্যুত হতে না পারে। আর যদি এতদুভয় স্থানচ্যুত হয় তবে তিনি ব্যতীত কেউ এতদুভয়কে ধরে রাখতে পারবে না। নিশ্চয় তিনি হলেন সহনশীল, অত্যন্ত ক্ষমাপরায়ণ।

وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَآءَهُمْ نَذِيْرٌ لَّيَكُوْنُنَّ اَهْدٰى مِنْ اِحْدَى الْاُمَمِ ۚ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيْرٌ مَّا زَادَهُمْ اِلَّا نُفُوْرًا ﴿٤٢﴾

(৪২) আর তারা (কাফেররা) আল্লাহর নামে তাদের জোরালো শপথ করেছিল যদি তাদের কাছে কোন সতর্ককারী আসে তবে তারা অপরাপর যে কোন উম্মত অপেক্ষা অধিক হেদায়েতের অনুসারী হবেই। অতঃপর যখন তাদের কাছে একজন সতর্ককারী আসল, তখন তা বৈরিতা ব্যতীত তাদের কিছুই বৃদ্ধি করল না।

اِسْتِكْبَارًا فِى الْاَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ ؕ وَلَا يَحِيْقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ اِلَّا بِاَهْلِهٖ ؕ فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا سُنَّتَ الْاَوَّلِيْنَ ۚ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ۚ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَحْوِيْلًا ﴿٤٣﴾

(৪৩) পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য প্রকাশ এবং কুট ষড়যন্ত্রের কারণে। আর কুটষড়যন্ত্র তার উদ্যোক্তাদের ব্যতীত কাউকে পরিবেষ্টন করে না। তবে কি তারা পূর্ববর্তীদের (সাথে অবলম্বিত) পন্থা ব্যতীত অন্য কিছুর অপেক্ষা করছে? কিন্তু তুমি কখনও আল্লাহর (অবলম্বিত) পন্থার পরিবর্তন পাবে না এবং তুমি কখনও আল্লাহর অবলম্বিত পন্থার ব্যতিক্রম পাবে না[১]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, কারও এ শক্তি নেই যে, আল্লাহর চিরাচরিত বিধানকে পরিবর্তন করতে পারে। সুতরাং তারা যে সাজার উপযুক্ত তাই পতিত হবে এবং তাদেরই উপর পতিত হবে। সাজা রহমতের দ্বারা পরিবর্তিত হওয়ার কিংবা অপরাধীগণ ব্যতীত অন্য কারও উপর পতিত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪১ নং আয়াত:

১. আল্লাহর শক্তিমত্তার কথা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে ধরে রেখেছেন।

২. কেউ আল্লাহর শক্তিমত্তাকে অস্বীকার করে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করলে তিনি সাথে সাথে তাকে শাস্তি দেন না। কারণ তিনি সহনশীল। আবার তাওবা করলে ক্ষমা করে দেন, কারণ তিনি অত্যন্ত ক্ষমাপরায়ণ।

● ৪২-৪৩ নং আয়াতদ্বয়:

১. হেদায়েত লাভের জন্য আল্লাহর তাওফীক ও বান্দার সদিচ্ছা থাকা চাই।

২. অহংকার ও অসদুদ্দেশ্যে হেদায়েত লাভের পথে বড় অন্তরায়।

৩. কুটচক্রান্তকারীদেরকে তাদের কুটচক্রান্তের সাজা ভোগ করতেই হবে। এটা আল্লাহর চিরাচরিত নিয়ম। এ নিয়মের কোন ব্যতিক্রম ঘটবে না।

اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ؕ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعْجِزَهٗ مِنْ شَىْءٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الْاَرْضِ ؕ اِنَّهٗ كَانَ عَلِيْمًا قَدِيْرًا ﴿٤٤﴾

(৪৪) আর তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি যাতে তারা দেখতে পেত-যারা তাদের পূর্বে গত হয়েছে তাদের পরিণাম কী হয়েছিল? অথচ তারা ছিল এদের চেয়ে শক্তিতে অধিক প্রবল। আর আল্লাহ্ এমন নন যে, আকাশগুলীতে ও পৃথিবীতে কোনকিছু তাকে অক্ষম করে দেবে। নিশ্চয় তিনি হলেন সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوْا مَا تَرَكَ عَلٰى ظَهْرِهَا مِنْ دَآبَّةٍ وَّلٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِعِبَادِهٖ بَصِيْرًا ﴿٤٥﴾

(৪৫) এবং যদি আল্লাহ্ মানুষকে যা তারা করে তার দরুন পাকড়াও করতেন তবে ভূপৃষ্ঠের উপর কোন প্রাণীকে ছাড়তেন না। কিন্তু তিনি তাদেরকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দেন। অতঃপর যখন তাদের (নির্দিষ্ট) সময় এসে যাবে (তখন তাদেরকে এক মুহূর্তও অবকাশ দেওয়া হবে না)। কেননা, আল্লাহ্ তো হলেন তাঁর বান্দাদের সম্যক দ্রষ্টা[১]।

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আল্লাহ্ তাআলা অবকাশ দিয়ে রেখেছেন। যে কোন অপরাধের জন্যই পাকড়াও করেন না। অতঃপর যখন সেই প্রতিশ্রুত সময় এসে যাবে তখন মনে রাখবে যে, সকল মানুষই আল্লাহ্ তা'আলার দৃষ্টিতে রয়েছে। কারও অণু পরিমাণ ভালো বা মন্দ তার কাছে অজানা নয়। সুতরাং তাঁর জানা অনুসারে প্রত্যেকেরই সঠিক ফয়সালা করে দেবেন। তাঁর কাছে যেমন কারও প্রাপ্য বিনষ্ট হবে না, তেমনি কোন অপরাধও লুকাতে পারবে না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪৪ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্ তাআলার কুদরতের নিদর্শনসমূহ প্রত্যক্ষ করে শিক্ষা গ্রহণ করার উদ্দেশ্য দেশ-দেশান্তরে সফর করা বৈধ। তবে আমোদ-ফূর্তি ও খেলাধূলার জন্য নয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ৪৫ নং আয়াত:

১. আল্লাহ বান্দাদের সব অপরাধের জন্য সাথে সাথে পাকড়াও করেন না। তা করলে কেউ নিস্তার পেত না। বরং তিনি একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত অবকাশ দেন।

২. সকল মানুষই আল্লাহ্ তা'আলার দৃষ্টিতে রয়েছে। কারও অণু পরিমাণ ভালো বা মন্দ তার কাছে অজানা নয়। সুতরাং তাঁর জানা অনুসারে প্রত্যেকেরই সঠিক ফয়সালা করে দেবেন।

৩৬) সূরা ইয়াসীন[১] মক্কী
৮৩ আয়াত, ৫ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

يٰسٓ ①	(১)ইয়া-সীন[২],
وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ②	(২) জ্ঞানগর্ভ কুরআনের শপথ,
اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ③	(৩) নিশ্চয়ই তুমি রসূলদের অন্যতম,
عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ④	(৪) সরল পথের উপর প্রতিষ্ঠিত।
تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ⑤	(৫) (এ কুরআন) অবতারিত হয়েছে পরাক্রমশালী, পরম দয়ালুর পক্ষ থেকে,
لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اُنْذِرَ اٰبَآؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ ⑥	(৬) যাতে তুমি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার, যাদের পিতৃপুরুষদেরকে সতর্ক করা হয়নি[৩], ফলে তারা রয়েছে গাফেল।

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে কোন জিনিসের একটি হৃদয় রয়েছে, কুরআনের হৃদয় হচ্ছে সূরা ইয়াসীন। যে ব্যক্তি একবার এ সূরা তেলাওয়াত করবে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে দশবার কুরআন খতম করার সওয়াব দান করবেন। (তিরমিযী) ইমাম গাজ্জালী (রহ.) বলেন, হৃদয়ের উপর যেমন প্রাণীর ইহকালীন জীবন নির্ভরশীল, তেমনি ঈমানের উপর আধ্যাত্মিক জীবন নির্ভরশীল। ঈমানের মৌলিক বিষয় হচ্ছে তিনটি: তাওহীদ, রেসালত ও পরকাল। আর আলোচ্য সূরায় ঈমানের এ তিনটি মৌলিক বিষয় বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। সম্ভবত একারণেই এ সূরাকে 'কুরআনের হৃদয়' বলা হয়েছে। (রূহুল মাআনী)

(২) এই হরফগুলোর তাৎপর্য আল্লাহ্ তাআলাই ভালো জানেন। এগুলোকে 'হুরূফে মুকাত্তায়াত' বলা হয়। অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ীর মতে, আল্লাহ্ ব্যতীত এ হরফগুলোর তাৎপর্য অন্য কেউ জানেন না। হযরত ইবনে আব্বাস, ইকরামা, যাহ্হাক, হাসান বসরী ও সুফয়ান ইবনে উয়ায়না বলেন, ইয়াসীন শব্দের অর্থ ইয়া ইনসান, অর্থাৎ হে মানুষ। এখানে "হে মানুষ" বলে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বোঝানো হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন ইদরীসী)

(৩) অর্থাৎ, যাদের নিকট আত্মীয়দেরকে সতর্ক করা হয়নি। এখানে এর দ্বারা আরব জাতিকে বোঝানো হয়েছে। কেননা, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আর্বিভাবের পূর্বে নিকটবর্তী সময়ে তাদের কাছে কোন নবী আসেননি।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১–৪ নং আয়াতসমূহ:

১. মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রেসালাত ও সঠিক পথ প্রাপ্ত হওয়ার ঘোষণা প্রদান করা হয়েছে।

২. কুরআন জ্ঞানসমৃদ্ধ আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত কিতাব।

● ৫–৬ নং আয়াতদ্বয়:

১. কুরআন হচ্ছে সতর্কবাণী।

২. রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আর্বিভাবের পূর্বে নিকটবর্তী সময়ে তাদের কাছে কোন নবী আসেননি।

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰٓى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ⑦	(৭) অবশ্যই তাদের অধিকাংশের উপর সেই বাণী সাব্যস্ত হয়ে আছে। সুতরাং তারা ঈমান আনবে না[১]।
اِنَّا جَعَلْنَا فِيْٓ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلٰلًا فَهِيَ اِلَى الْاَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ ⑧	(৮) নিশ্চয় আমি তাদের গলদেশে বেড়ি পরিয়ে দিয়েছি, আর তা চিবুক পর্যন্ত; ফলে তারা হয়ে আছে উর্ধ্বমুখী[২]।
وَجَعَلْنَا مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ ⑨	(৯) আর আমি তাদের সামনে একটি প্রাচীর এবং তাদের পেছনে একটি প্রাচীর স্থাপন করে দিয়েছি, আর আমি তাদেরকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছি; ফলে তারা দেখতে পায় না[৩]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) আলোচ্য আয়াতে "সেই বাণী" দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার এই বাণীর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আমি অবশ্যই জিন ও মানুষ উভয় দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করব। (সূরা সাজদা ও বয়ানুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ, আমি সেই হঠকারী কাফের সম্প্রদায়ের গলদেশে এমন বেড়ি পরিয়ে দিয়েছি, যার ফলে তারা সত্যের প্রতি মনোযোগী হয়ে মাথা নিচু করতে পারছে না। গবাদি পশুকে যেমন খাদ্য দেওয়ার ইচ্ছা না থাকলে তার মুখ ও মাথা বেঁধে দেওয়া হয়, তেমনি তাদের সামাজিক রীতি-প্রথা, মান-মর্যাদার লোভ, পূর্বপুরুষদের অন্ধ-অনুকরণ ইত্যাদির কারণে সত্য দ্বীনের প্রতি তাদের মাথা ঝুঁকছে না, বা তারা ঝোকাতে পারছে না। আল্লাহ্ তাআলা তাদের এসব আচরণকে গলার বেড়ির সাথে উপমা দিয়েছেন, যা চিবুক পর্যন্ত গিয়ে ঠেকার কারণে মাথা নিচু করা যাচ্ছে না। (মাআরিফুল কুরআন ইদরীসী)

(৩) অর্থাৎ, নবীর প্রতি বিদ্বেষ পোষণের কারণে হেদায়েত লাভের পথ থেকে তাদের যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে, তাকে এখানে সামনের ও পেছনের প্রাচীর ও দৃষ্টির আবরণ হিসেবে ব্যক্ত করা হয়েছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৭-৯ নং আয়াতসমূহ:

আয়াতসমূহ থেকে বুঝা যায় যে, সামাজিক রীতি-প্রথা, মান-মর্যাদার লোভ, পূর্বপুরুষদের অন্ধ-অনুকরণ ইত্যাদি হেদায়েতের পথে অন্তরায়।

(১০) আর তুমি তাদেরকে সতর্ক কর অথবা তুমি তাদেরকে সতর্ক না কর তাদের পক্ষে (উভয়ই) সমান। তারা ঈমান আনবে না[১]।	وَسَوَآءٌ عَلَيۡهِمۡ ءَاَنۡذَرۡتَهُمۡ اَمۡ لَمۡ تُنۡذِرۡهُمۡ لَا يُؤۡمِنُوۡنَ ۝١٠
(১১) তুমি কেবল তাকেই সতর্ক করতে পার, যে উপদেশ অনুসরণ করে এবং না দেখে অত্যন্ত দয়ালু (আল্লাহ্) কে সশ্রদ্ধ ভয় করে। অতএব তুমি তাকে সুসংবাদ শোনাও ক্ষমা ও সম্মানজনক প্রতিদানের[২]।	اِنَّمَا تُنۡذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكۡرَ وَخَشِىَ الرَّحۡمٰنَ بِالۡغَيۡبِ ۚ فَبَشِّرۡهُ بِمَغۡفِرَةٍ وَّاَجۡرٍ كَرِيۡمٍ ۝١١
(১২) নিশ্চয়ই আমিই মৃতদেরকে জীবিত করব এবং আমি লিপিবদ্ধ করে রাখি যা তারা (মৃত্যুর) পূর্বে পেশ করে এবং তাদের পশ্চাদবর্তী কর্মফলসমূহ। আর আমি প্রত্যেক বিষয়কে একটি সুস্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত রেখেছি।	اِنَّا نَحۡنُ نُحۡىِ الۡمَوۡتٰى وَنَكۡتُبُ مَا قَدَّمُوۡا وَاٰثَارَهُمۡ ؕ وَكُلَّ شَىۡءٍ اَحۡصَيۡنٰهُ فِىۡۤ اِمَامٍ مُّبِيۡنٍ ۝١٢

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, তুমি তাদেরকে সতর্ক করো বা না করো– তাদের পক্ষে উভয়টা সমান। তবে তোমার পক্ষে সমান নয়। বরং এরূপ কঠোর বিদ্বেষী ও হঠকারী সম্প্রদায়কে উপদেশ দেওয়া এবং সংশোধনের চেষ্টা করা বিশেষ সওয়াব ও প্রতিদানের উপায়। কখনও এ নীতি-পন্থা অন্যদের হেদায়েতের ওছিলা হয়ে থাকে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, যার অন্তরে আল্লাহর ভয়ই নেই, তার আবার উপদেশের প্রতি তোয়াক্কা কিসের? সে নবীর সতর্কীকরণ ও উপদেশদান থেকে কীইবা উপকৃত হবে? (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১০ নং আয়াত:

আয়াতে বোঝানো হয়েছে, মাদউ দাওয়াতের বিষয়বস্তু গ্রহণ এবং তদনুযায়ী আমল না করলেও দাওয়াতদাতার ফায়দা হয়েই থাকে, কারণ সে তার দাওয়াতের ছওয়াব প্রাপ্ত হয়।

● ১১ নং আয়াত:

১. যার অন্তরে আল্লাহর ভয়ই নেই, সতর্কীকরণ ও উপদেশ থেকে তার ফায়দা হয় না।

২. তরবিয়াতের ফলে দীক্ষার্থীর মধ্যে যে ফায়দা পরিলক্ষিত হয়, তা তারই আনুগত্যের ফলশ্রুতি জাহেরী দীক্ষাগুরুর অবদান নয়। (মাসায়েলুস সুলুক, বয়ানুল কুরআন-এর টীকা)

● ১২ নং আয়াত:

১. মানুষের আমলনামা লিখে রাখা হয়।

(১৩) আর তুমি তাদের জন্য উদাহরণ স্বরূপ জনপদবাসীদের দৃষ্টান্ত পেশ কর[১], যখন সেখানে রসূলগণ আগমন করেছিল।	وَاضۡرِبۡ لَهُمۡ مَّثَلًا اَصۡحٰبَ الۡقَرۡيَةِ ۘ اِذۡ جَآءَهَا الۡمُرۡسَلُوۡنَ ۝١٣
(১৪) যখন আমি তাদের কাছে দু'জন রসূল প্রেরণ করেছিলাম তখন তারা তাদের মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল। অতঃপর আমি (তাদেরকে) তৃতীয় একজন দ্বারা শক্তিশালী করেছিলাম, তখন তারা বলেছিলে, নিশ্চয় আমরা তোমাদের কাছে প্রেরিত[২]।	اِذۡ اَرۡسَلۡنَاۤ اِلَيۡهِمُ اثۡنَيۡنِ فَكَذَّبُوۡهُمَا فَعَزَّزۡنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوۡۤا اِنَّاۤ اِلَيۡكُمۡ مُّرۡسَلُوۡنَ ۝١٤
(১৫) তারা বলল, তোমরা তো আমাদের মত মানুষ ব্যতীত ভিন্ন কিছু নও এবং অতিশয় দয়ালু (আল্লাহ) কিছুই অবতীর্ণ করেননি। তোমরা কেবল মিথ্যাই বলছ।	قَالُوۡا مَاۤ اَنۡتُمۡ اِلَّا بَشَرٌ مِّثۡلُنَا ۙ وَمَاۤ اَنۡزَلَ الرَّحۡمٰنُ مِنۡ شَىۡءٍ ۙ اِنۡ اَنۡتُمۡ اِلَّا تَكۡذِبُوۡنَ ۝١٥

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে এখানে "জনপদবাসী" বলে সিরিয়ার প্রসিদ্ধ শহর আন্তাকিয়ার অধিবাসীদের বোঝানো হয়েছে। ইবনে কাছীর এতে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তাঁর মতে উক্ত

www.maktabatulabrar.com

জনপদবাসীরা আনতাকিয়া ব্যতীত অন্য কোন শহরের অধিবাসী। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে এ তিনজন রসূল ছিলেন আনতাকিয়াবাসীদের কাছে প্রেরিত হযরত ঈসা (আ.)-এর দূত। প্রথম দু'জনের নাম ইউহান্না ও বূলুস এবং তৃতীয় জনের নাম শামউন। ভিন্নমতে তারা সরাসরি আল্লাহ তাআলা কর্তৃক প্রেরিত ছিলেন, তাদের নাম অজ্ঞাত। (তাফসীরে মারাগী ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৪ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহর খাস বান্দাগণ মানুষের হেদায়েতের উদ্দেশ্যে দেশ-দেশান্তরে তাঁদের প্রতিনিধি প্রেরণ করতে পারেন, যেমন হযরত ঈসা (আ.) করেছিলেন।

● ১৫ নং আয়াত:

আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহর ওলীগণ মানবীয় গুণাবলীর দিক থেকে সাধারণ মানুষের মতই হয়ে থাকেন, যেমন ঈসা (আ.)-এর দূতগণ ছিলেন। (মাসায়েলুস সুলূক: বয়ানুল কুরআনের টীকা)

(১৬) তারা বলল, আমাদের প্রতিপালক জানেন, নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের কাছে প্রেরিতই[১]।	قَالُوْا رَبُّنَا يَعْلَمُ اِنَّآ اِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُوْنَ ﴿١٦﴾
(১৭) এবং সুস্পষ্ট প্রচারই আমাদের দায়িত্ব[২]।	وَمَا عَلَيْنَآ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿١٧﴾
(১৮) তারা বলল, নিশ্চয় আমরা তোমাদেরকে অশুভ মনে করি। যদি তোমরা বিরত না হও তবে অবশ্যই আমরা তোমাদেরকে প্রস্তরাঘাত (করে হত্যা) করবই এবং আমাদের পক্ষ থেকে যন্ত্রণাময় শাস্তি তোমাদেরকে স্পর্শ করবেই[৩]।	قَالُوْٓا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ۚ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهُوْا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٨﴾
(১৯) তারা (রসূলগণ) বলল, তোমাদের অশুভত্ব তোমাদেরই সাথে রয়েছে। যদি তোমাদেরকে উপদেশ দেওয়া হয় তবে কি (তোমরা এটাকে অশুভত্ব মনে কর)? বরং তোমরা এক সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়[৪]।	قَالُوْا طَآئِرُكُمْ مَّعَكُمْ ؕ اَئِنْ ذُكِّرْتُمْ ؕ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ﴿١٩﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, আমরা যদি মিথ্যা বলে থাকি তবে তিনি তো দেখছেন। তিনি কার্যত কী করে মিথ্যাবাদীদের সমর্থন করবেন? এমনটা হতে পারে না। তোমরা স্বীকার কর বা না-ই কর, আল্লাহ

www.maktabatulabrar.com

তাআলা ভালোভাবে জানেন যে, আমরা আমাদের দাবিতে সত্যবাদী। আমরা নিজেদের পক্ষ থেকে কিছুই বলছি না। তাই তিনি কার্যত আমাদের সমর্থন করছেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করেছি এবং আল্লাহ্ তা'আলার পয়গাম সুস্পষ্টভাবে তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি। এখন তোমরা বিবেচনা করে দেখ, বিদ্বেষ ও অস্বীকারের পরিণতি কী হতে পারে? (প্রাগুক্ত)

(৩) সম্ভবত নবী-রসূলদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা, তাদেরকে অস্বীকার করা এবং কুফরী করার কারণে তাদের জনপদে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল, কিংবা রসূলদের উপদেশ দানের পর কেউ তাদের কথায় সাড়া দিয়েছিল, কেউ দেয়নি, তখন তারা এটাকে রসূলদের আগমনের অশুভ লক্ষণরূপে চিহ্নিত করে রসূলদেরকে সম্বোধন করেছিল। (প্রাগুক্ত)

(৪) অর্থাৎ, তোমাদের কুফরী ও অস্বীকারের কারণে তোমরা আযাবের সম্মুখীন হয়েছ। পক্ষান্তরে যদি তোমরা সবাই মিলে সত্য পয়গামটুকু মেনে নিতে, তবে এ অবাঞ্ছিত মতানৈক্য দেখা দিত না এবং তোমরা আযাবের সম্মুখীনও হতে না। এতএব অশুভত্বের কারণ তোমাদেরই মধ্যে রয়েছে। আমরা তো কেবল তোমাদেরকে ভালো উপদেশই দিয়েছিলাম। এতে কি তোমরা আমাদের প্রতি অশুভত্বের বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছ? এবং আমাদেরকে হত্যার হুমকি দিচ্ছ? আসলে তোমরা বিবেক ও মানবতার গণ্ডিবহির্ভূত লোক। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৬–১৭ নং আয়াতদ্বয়:

আয়াতদ্বয় থেকে প্রমাণিত যে, নবী-রসূলগণ ও তাদের প্রতিনিধিদের দায়িত্ব নিজেদের সত্যতার কথা ব্যক্ত করা এবং সুস্পষ্টভাবে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেয়া।

● ১৮ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহর খাস বান্দাদের সাথে বেয়াদবী করলে নানাবিদ আল্লাহর আযাব-গজবের সম্মুখীন হতে হয়, যেমন আনতাকিয়াবাসী হয়েছিল। (মাসায়েলুস সুলূক, বয়ানুল কুরআন টীকা)

● ১৯ নং আয়াত:

আনতাকিয়াবাসীরা সীমালংঘনকারী সম্প্রদায় ছিল।

(২০) এবং শহরের প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি ছুটে এল[১]। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা এই প্রেরিতদের অনুসরণ কর।	وَجَآءَ مِنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ يَّسْعٰى قَالَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٢٠﴾
(২১) অনুসরণ কর তাদের, যারা তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চায় না, এবং তারা হেদায়েতপ্রাপ্ত।	اتَّبِعُوْا مَنْ لَّا يَسْئَلُكُمْ اَجْرًا وَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿٢١﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) বর্ণিত আছে যে, এ লোকটির নাম ছিল হাবীব। প্রসিদ্ধ অভিমত অনুযায়ী তিনি পেশায় একজন মিস্ত্রী। তিনি শহরের এক প্রান্তে থাকতেন। তিনি আল্লাহর ইবাদত করতেন এবং নিজ হাতে কাজ করে জীবিকা উপার্জন করতেন। রসূলগণের পয়গামের উত্তরে কাফেরদের অসৌজন্যমূলক আচরণের কথা শুনে তিনি শহরের সেই প্রান্ত থেকে কাফেরদের সুপরামর্শ দিয়ে সৎপথে আনয়নের জন্য ছুটে এলেন এবং তাদেরকে সুপরামর্শ দিলেন, যা এ আয়াত ও পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

আহকাম ও শিক্ষা

● ২০ নং আয়াত:

আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, সত্যের সমর্থনে সর্বদা এগিয়ে যাওয়া উচিত, যেমন হাবীব নাজ্জার এগিয়ে গিয়েছিলেন।

● ২১ নং আয়াত:

১. দ্বীনী দাওয়াতের কাজ করে প্রতিদান না নেয়াই নবী রসূলগণের তরীকা।

২. নবী রসূলগণ হেদায়েতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন। তাঁরা কখনও বিচ্যুতির শিকার হন না।

২২ নং পারা সমাপ্ত

www.maktabatulabrar.com

পারা-২৩

وَمَالِيَ لَآ اَعْبُدُ الَّذِيْ فَطَرَنِيْ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٢٢﴾	(২২) আমার কী হল যে, যিনি আমাকে (কোন নমুনা ব্যতীত) সৃষ্টি করেছেন এবং যার কাছেই তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে, আমি তাঁর এবাদত করব না?
ءَاَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً اِنْ يُّرِدْنِ الرَّحْمٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّيْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْـًٔا وَّلَا يُنْقِذُوْنِ ﴿٢٣﴾	(২৩) আমি কি তাঁকে অতিক্রম[১] করে এমনসব উপাস্য গ্রহণ করব যে[২], যদি মহা-করুণাময় (আল্লাহ) আমাকে কোন কষ্ট দিতে ইচ্ছা করেন, তবে না তাদের সুপারিশ আমার কোন কাজে আসবে, আর না তারা আমাকে মুক্ত করতে পারবে?
اِنِّيْٓ اِذًا لَّفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢٤﴾	(২৪) এরূপ করলে আমি অবশ্যই স্পষ্ট ভ্রান্তিতে পতিত হব।
اِنِّيْٓ اٰمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُوْنِ ﴿٢٥﴾	(২৫) আমি তো নিশ্চিতভাবে তোমাদের রব্বের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি, তাই তোমরাও আমার কথা শোন।
قِيْلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ۭ قَالَ يٰلَيْتَ قَوْمِيْ يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٦﴾	(২৬) তাকে বলা হল[৩], জান্নাতে প্রবেশ কর[৪]। সে বলতে লাগল, হায়! যদি আমার সম্প্রদায় জানতে পারত–
بِمَا غَفَرَ لِيْ رَبِّيْ وَجَعَلَنِيْ مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ ﴿٢٧﴾	(২৭) যে, আমার রব্ব আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং আমাকে সম্মানিতদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) مِنْ دُوْنِهٖ এখানে مُتَجَاوِزًا শব্দের (উহ্য) সাথে সম্পর্কযুক্ত। তাই এই অনুবাদ।

(২) ইশারা করা হল যে," اِنْ يُّرِدْنِ الخ বাক্যটি اٰلِهَةً এর صفت হয়েছে।

(৩) অর্থাৎ, নিহত হওয়ার পর। তারা তাকে প্রস্তরাঘাতে বা পদদলিত তরে হত্যা করে।

(৪) তৎক্ষণাৎ প্রবেশ করা উদ্দেশ্য হলে "জান্নাত" অর্থ হবে তৎসংলগ্ন কোন স্থান, কেননা, জান্নাতে প্রবেশ করার পর আর নির্গমন নেই। অথচ পুণরুত্থান ও হাশর জান্নাতের বাইরে হবে। আর "জান্নাতে প্রবেশ কর" বলতে যথাসময়ে জান্নাতে প্রবেশ করার সুসংবাদও উদ্দেশ্য হতে পারে। (বয়ানুল কুরআন) কেউ কেউ বলেন, যেহেতু তিনি ছিলেন শহীদ। আর শহীগণের রূহ মৃত্যুর পরেই সবুজ পাখীর পেটে অবস্থান করে জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা বিচরণ করে বেড়ায়। তারই হুকুম দেয়া হয়েছে অত্র আয়াতে। (কুরতুবী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২২ নং আয়াত:

আয়াত দ্বারা প্রমণিত হয় যে, (১) দাওয়াত দানের ক্ষেত্রে এমন শব্দ ব্যবাহার করা ঠিক নয়, যাতে সম্বোধিত ব্যক্তির ত্রুটি বা দোষের প্রতি ইঙ্গিত থাকে। কারণ হাবীব নাজ্জার "তোমাদের কী হল" না বলে বলেছেন "আমার কী হল"। (২) যিনি সৃষ্টিকর্তা বা যার নিকট সকলের প্রত্যাবর্তন জরুরী, তাঁর এবাদত করা একান্ত যুক্তিসঙ্গতও বটে। (তাফসীরে কাবীর)

● ২৩–২৪ নং আয়াতদ্বয়:

১. মানুষের কল্পিত উপাস্যগুলো বিপদ ও শাস্তির সময় মানুষকে না মুক্ত করতে পারবে আর না বিন্দুমাত্র উপকারে আসবে।

২. এরূপ কল্পিত উপাস্যের ইবাদত করা গোমরাহী।

● ২৫ নং আয়াত:

আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শাস্তি যত কঠিনই হোক না কেন, হকের দাওআত চালিয়ে যাওয়া জরুরী।

● ২৬ নং আয়াত:

আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মু'মিন ব্যক্তি মৃত্যুর সময় সুসংবাদ লাভ করে থাকে, বিশেষ করে শহীদ, সে তো সচক্ষে জান্নাত প্রত্যক্ষ করতে থাকে। (আইসারুত্তাফাসীর)

وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلٰى قَوْمِهٖ مِنْۢ بَعْدِهٖ مِنْ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِيْنَ ﴿٢٨﴾	(২৮) আর আমি তার সম্প্রদায়ের প্রতি তার (শাহাদাতের) পর আকাশ থেকে কোন সেনা-বাহিনী অবতারণ করিনি। এবং আমি অবতারণকারীও নই[১]।
اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ خٰمِدُوْنَ ﴿٢٩﴾	(২৯) ঐ শাস্তি ছিল কেবল একটা বিকট ধ্বনি, আর অমনি তারা নিস্পন্দ[২] হয়ে রইল।
يٰحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ۚ مَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٣٠﴾	(৩০) হায় আফসোস বান্দাদের উপর, তাদের নিকট যে কোন রসূলই আসে, তারা তাঁকেই বিদ্রূপ করে আসছে।
اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ اَنَّهُمْ اِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ﴿٣١﴾	(৩১) তারা কি লক্ষ করেনি যে, আমি তাদের পূর্বে বহু সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দিয়েছি, তারা এদের মধ্যে আর ফিরে আসে না।
وَاِنْ كُلٌّ لَّمَّا جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ ﴿٣٢﴾	(৩২) আর (ময়দানে মাহশারে) তাদের[৩] সকলকেই সমবেতভাবে আমার সামনে উপস্থিত করা হবে।

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, আমার পাঠানোর প্রয়োজনও নেই।

(২) خٰمِدُوْنَ শব্দটি خمود থেকে উদগত। এর মূল অর্থ নিভে যাওয়া, এখানে তাদের জীবন স্পন্দন থেমে যাওয়া ও মৃত্যুবরণ করাকে বোঝানো হয়েছে। কারণ, প্রত্যেক প্রাণীর প্রাণ সহজাত তাপের উপর নির্ভরশীল। এই তাপ খতম হওয়ার নামই মৃত্যু।

(৩) كُلٌّ শব্দের تنوين এখানে هم (مضاف اليه) এর পরিবর্তে এসেছে। আর جَمِيْعٌ শব্দের অর্থ مجموع (সমবেতভাবে)। (রূহুল-মাআনী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৮ নং আয়াত:

আয়াত প্রমাণ করে যে, কোন কওমকে ধ্বংস করার জন্য আসমান থেকে বাহিনী পাঠানো আল্লাহর রীতি নয়। এতো কেবল রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বৈশিষ্ট যে, তাঁর জন্য আল্লাহ্ আসমানী বাহিনী পাঠিয়েছিলেন, সাহাবীদের মনকে সবল ও সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে।

● ৩১ নং আয়াত:

আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অতীতে যাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছে তাদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

● ৩২ নং আয়াত:

আয়াত প্রমাণ করে যে, ধ্বংসকৃতদেরকে একেবারে ছেড়ে দেয়া হয় না, বরং পুনরায় তাদেরকে হাশরের ময়দানে উপস্থিত করা হবে এবং বিচার শেষে নির্ধারিত শাস্তি তো রয়েছেই।

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ ۚ اَحْيَيْنٰهَا وَاَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَاْكُلُوْنَ ﴿٣٣﴾	(৩৩) তাদের জন্য একটি বড়[১] নিদর্শন হল মৃত যমীন। আমি একে সঞ্জীবিত করি এবং তা থেকে উৎপন্ন করি শস্য, ফলে তারা তা থেকে আহার করে থাকে।
وَجَعَلْنَا فِيْهَا جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ وَّفَجَّرْنَا فِيْهَا مِنَ الْعُيُوْنِ ﴿٣٤﴾	(৩৪) আর আমি তাতে সৃষ্টি করেছি খেজুর বৃক্ষের[২] ও আঙ্গুরের[৩] বাগান-সমূহ, এবং প্রবাহিত করেছি তাতে বহু প্রস্রবণ।
لِيَاْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ ۙ وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ ؕ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٣٥﴾	(৩৫) যাতে তারা এর ফল খেতে পারে। আর তাদের হাত একে সৃষ্টি করেনি[৪]।আর তারা কি (এর দ্বারা উপকৃত হবে[৫]? এবং) শোকর করবে না?
سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٦﴾	(৩৬) পবিত্র সত্তা তিনি যিনি সমুদয় জোড়া[৬] সৃষ্টি করেছেন অর্থাৎ যমীন থেকে উৎপন্ন উদ্ভিদের, স্বয়ং মানুষের এবং যা তারা জানে না সেই সমস্ত বস্তুর।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) اية এর تنوين যেহেতু تفخيم এর জন্য তাই 'বড়' কথাটি যোগ করা হল।

(২) نَخِيْل শব্দটি نخل এর বহুবচন। এর অর্থ খেজুর-বৃক্ষ, খেজুর ফল নয়। বৃক্ষ উল্লেখ করা দ্বারা একটি হেকমত এও হতে পারে যে, খেজুর ছাড়াও এ বৃক্ষ দ্বারা অন্যান্য অনেক উপকার সাধিত হয়। (রূহুল মাআনী)

(৩) اَعْنَاب শব্দটি عنبة এর বহুবচন। এটি আঙ্গুর বৃক্ষ ও আঙ্গুর ফল উভয়টির ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। (রাগেব, মুফরাদাত)

(৪) وَمَاعَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ বাক্যের দ্বিবিধ অর্থ (রূহুল মাআনী) বর্ণিত হয়েছে। অনুবাদে গৃহিত অর্থ হযরত ইবনে আব্বাস, দাহহাক ও মুকাতিল (রহ.) থেকে বর্ণিত রয়েছে। মুতাআখখিরীন তাফসীর বিদগণ সাধারণভাবে এ অর্থই গ্রহণ করেছেন। (কুরতুবী ও ফাওয়ায়েদে উছমানী) কিন্তু সাধারণভাবে সালাফ থেকে ما শব্দটি موصولة হওয়াই বর্ণিত হয়েছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী) হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর কিরাআত وَمِمَّا عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمএ অর্থকেই জোরদার করে। আল্লামা আলূসী (রহ.) এ অর্থকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। কুরতুবী (রহ.)-এর ঝোঁকও এদিকে। (রূহুল মাআনী)

(৫) اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ বাক্যে أ হরফটি استفهامية বা প্রশ্নবোধক, فَ হরফটি عاطفة একটি উহ্য ক্রিয়ার উপর عطف এর জন্য এটিকে উল্লেখ করা হয়েছে। পূর্ণ বাক্য হল أينتفعون به فلا يشكرون। এ হিসাবেই উক্ত অনুবাদ গ্রহণ করা হয়েছে। (রূহুল মাআনী)

(৬) ازواج শব্দটি زوج এর বহুবচন। রাগেব (রহ.) বলেছেন, يقال لكم واحد من القرينين من الذكر والانثى في الحيوانات المتزاوجة زوج ولكم قرينين فيها وفي غيرها زوج كالخف والنعل, ولكم ما يقترن باخر مماثلاله او مضادا زوج من حيث ان له ضدا او مثل ما او تركيبا ما بل لا ينفك بوجه من تركيب (ص216)(মুফরাদাত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩৩ নং আয়াত:

আয়াতে আল্লাহর পক্ষে পুনরুত্থান সম্ভব ও সহজ হওয়ার প্রমাণ বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, যেমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা মৃত যমীনকে পূর্ণরূপে উজ্জীবিত করে তোলেন, তেমনি তিনি মৃত্যুব্যক্তিকেও পরিপূর্ণরূপে পুনরুজ্জীবিত করবেন।

● ৩৪-৩৫ নং আয়াতদ্বয়:

আয়াতদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, উদ্ভিদ উৎপন্ন করার ক্ষেত্রে মানুষের কোন হাত নাই। বাহ্যিক দৃষ্টিতে বীজ বপন, পানি সরবরাহ ইত্যাদি মানুষের কাজ হলেও বীজ থেকে চারা উৎপন্ন করা, চারাকে পত্রপল্লবে সজ্জিত করা, এবং তাকে ফলে-ফুলে সমৃদ্ধ করা একান্তভাবেই আল্লাহ্ তা'আলার কাজ। অতএব এসব ভোগ করে আল্লাহর শোকর আদায় করা চাই।

● ৩৬ নং আয়াত:

আয়াতে সবকিছুর জোড়া থাকার কথা বর্ণিত হয়েছে। এটা আল্লাহ তাআলার কুদরতের একটা নমুনা।

www.maktabatulabrar.com

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ ۚ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَاِذَا هُمْ مُّظْلِمُوْنَ ﴿٣٧﴾	(৩৭) আর তাদের জন্য রাত্রও একটা বিরাট[১] নিদর্শন, যা থেকে আমি দিন (-এর আবরণ)-কে খসিয়ে নেই, আর অমনি তারা অন্ধকারে পড়ে যায়।
وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ؕ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ﴿٣٨﴾	(৩৮) এবং সূর্য তার অবস্থানস্থলের[২] দিকে চলে। এটা মহা-পরাক্রান্ত, সর্বজ্ঞ (আল্লাহ্)-এর নির্ধারিত নিয়ম।
وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ ﴿٣٩﴾	(৩৯) আর চন্দ্রের জন্য আমি নির্ধারিত করেছি বিভিন্ন মানযিল[৩]। অবশেষে সে পুরাতন খেজুর কাধির ডাঁটার[৪] ন্যায় হয়ে যায়।
لَا الشَّمْسُ يَنْۢبَغِىْ لَهَاۤ اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ؕ وَكُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ﴿٤٠﴾	(৪০) সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চন্দ্রের নাগাল পাওয়া, আর না রাত দিনকে অতিক্রম করতে পারে। (তাদের) প্রত্যেকেই এক একটি কক্ষপথে সন্তরণ করে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) وَاٰيَةٌএর تنوين টি تفخيم এর জন্য, তাই বিরাট কথাটি যোগ করা হল।

(২) مُسْتَقَرবা অবস্থান-স্থল বলতে কি বোঝানো হয়েছে তা নিয়ে একাধিক মত ব্যক্ত হয়েছে। তবে মুহাক্কিকগণের মতে অবস্থান-স্থল বলতে ব্যাপক অর্থে সূর্যের ভ্রমণের শেষ সীমাকে বোঝানো হয়েছে। চাই তা স্থানগত হোক, বা কালগত। স্থানগত ভ্রমণের সীমা সম্পর্কে সহীহ বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর একটি হাদীছ উল্লেখিত হয়েছে যে, সূর্য চলতে চলতে আরশের নিচে গিয়ে সিজদা করে এবং পরিভ্রমণের অনুমতি প্রার্থনা করে। অনুমতি লাভ হলে পুনরায় সে ভ্রমণ শুরু করে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবূ যর গিফারী (রা.)-এর হাদীছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপরোক্ত কথার পর অত্র আয়াতটি প্রমাণ হিসাবে পেশ করার কথাও উল্লেখিত হয়েছে। কালগত ভ্রমণের শেষ বলতে দৈনিক ভ্রমণের শেষও উদ্দেশ্য হতে পারে, আবার বার্ষিক ভ্রমণের শেষও উদ্দেশ্য হতে পারে। আবার দুনিয়ার জীবনের শেষ অর্থাৎ কেয়ামত দিবসও উদ্দেশ্য হতে পারে। এগুলোর মধ্যে কোন বৈপরিত্য নেই।

(৩) চন্দ্র এক মাসে তার পরিভ্রমণ সমাপ্ত করে। তাই তার মনযিল ত্রিশ বা উনত্রিশটি হয়ে থাকে। প্রত্যেক মাসে দুই দিন সে উধাও থাকতে পারে। তাই সাধারণভাবে মানযিল আঠাশটিই বলা হয়।

(৪) অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে الْعُرْجُوْن এর অর্থ হল খেজুর কাধির ডাঁটা। এটি পুরাতন হলে শুকিয়ে বাঁকিয়ে যায় এবং ফ্যাকাশে রং ধারণ করে। তাই চন্দ্রের শেষ অবস্থাকে এর সাথে তুলনা করা হয়েছে। (কাশশাফ ও কুরতুবী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩৭ নং আয়াত:

১. রাত আল্লাহ্ তা'আলার একটা বড় নিদর্শন।

২. যমানা ও কালের জন্য অন্ধকারই আসল। আলোক বৈপত্তিক বিষয়। কারণ এখানে نَسْلَخُ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যার শাব্দিক অর্থ হল শরীর থেকে চামড়া খসিয়ে নেয়া। এখানে আলোকে চামড়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে। যেভাবে পশুর চামড়া খুলে ফেললে ভিতরের গোশত জাহের হয় তেমনি যখন মহাশূন্য থেকে আলো সরিয়ে নেয়া হয় তখনই ভিতর থেকে অন্ধকার প্রকাশ হয়ে পড়ে। সুতরাং যেই মহান সত্তা এই সব পট-পরিবর্তন ঘটিয়ে থাকেন তিনিই সকলের বরহক মা'বুদ।

● ৩৮ নং আয়াত:

আয়াতে বলা হয়েছে, চন্দ্র-সূর্য ও গ্রহ-তারা সবকিছুই আল্লাহর বেঁধে দেয়া নিয়ম-কানুন অনুযায়ী নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।

● ৩৯ নং আয়াত:

আয়াতে চন্দ্রের মানযিল থাকার কথা বর্ণিত হয়েছে।

● ৪০ নং আয়াত:

সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর বেঁধে দেয়া নিয়মের বাইরে যেতে সক্ষম নয়। সেমতে তারা উভয়েই নিজ নিজ কক্ষপথে চলছে, নিজ কক্ষপথে বাইরে গিয়ে অন্যের কক্ষপথে প্রবেশ করার ক্ষমতা তাদের নেই।

وَاٰيَةٌ لَّهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ﴿٤١﴾	(৪১) এবং তাদের জন্য একটা বড় নিদর্শন এই যে, আমি তাদের সন্তান-সন্ততিকে বোঝাই নৌকায় আরোহণ করিয়েছি।
وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّنْ مِّثْلِهٖ مَا يَرْكَبُوْنَ ﴿٤٢﴾	(৪২) আর তাদের জন্য এর (নৌকার) অনুরূপ এমন কিছু সৃষ্টি করেছি[১], যাতে তারা আরোহণ করে।
وَاِنْ نَّشَاْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيْخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُوْنَ ﴿٤٣﴾	(৪৩) আর আমি যদি ইচ্ছা করি, তবে তাদেরকে ডুবিয়ে দিতে পারি, তখন কেউ তাদের আর্তনাদে সাড়াও দিবে না এবং তারা মুক্তিও পাবে না।
اِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ ﴿٤٤﴾	(৪৪) আমার পক্ষ থেকে মহা-রহমত ও নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত জীবনোপভোগ প্রদান করার কারণ ব্যতীত[২]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) যারা বোঝাই নৌকা বলে হযরত নূহ (আ.)-এর কিস্তীকে বুঝিয়েছেন তাদের মতে "এর অনুরূপ" বলে অন্যান্য কিস্তীকে বোঝানো হয়েছে। ইমাম রাযীর ভাষ্যমতে এটাই অধিকাংশ তাফসীরবিদের

www.maktabatulabrar.com

মত। পক্ষান্তরে যারা "বোঝাই নৌকা" বলে সাধারণ নৌকাকে বুঝিয়েছেন তাদের মতে "এর অনুরূপ" বলে উট ও অন্যান্য যানবাহনকে বোঝানো হয়েছে। (কুরতুবী ও কাবীর)

(১) তাফসীর রূহুল মাআনীতে " اِلَّارَحْمَةً مِّنَّا বাক্যটিকে عام علت থেকে مفرغ হিসাবে গন্য করে এর অর্থ করা হয়েছে أى لا يغاثون ولا ينقذون لشيء من الا لا لرحمة عظيمة من قبلنا داعية إلى الإغاثة والتقاذ অর্থাৎ, কোন কারণে তাদের আর্তনাদে সাড়া দেয়া হবে না এবং তাদেরকে মুক্তি দেয়া হবে না, একমাত্র আমার পক্ষ থেকে মহা-রহমতের কারণ ব্যতীত। (রূহুল মাআনী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪১-৪২ নং আয়াতদ্বয়:

আয়াতদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নৌকা ও অন্যান্য যাবতীয় যানবাহন আল্লাহ্ তা'আলারই সৃষ্টি এর তার দেয়া মহা রহমত। বলা বাহুল্য যে, কেয়ামত পর্যন্ত আবিষ্কৃত হবে– এমন সমস্ত যানবাহনই এর আওতাভুক্ত রয়েছে।

● ৪৩ নং আয়াত:

আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নেয়ামত প্রাপ্তির অবস্থায়ও আল্লাহ্ তা'আলার আযাব থেকে নির্ভয় হওয়া উচিৎ নয়। নৌকা ও অন্যান্য জলযান নদী বা সমুদ্রে নিমজ্জিত না হওয়া আল্লাহ্ তা'আলার অপার কুদরতের জ্বলন্ত সাক্ষী। (তাফসীরে কবীর)

○ ৪৪ নং আয়াত:

আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে বিপদাপদ থেকে দু'ভাবে রক্ষা করেন। যাদের ব্যাপারে তার জানা আছে যে, তারা ঈমান আনবে তাদেরকে রহমতস্বরূপ। আর যাদের ব্যাপারে জানা আছে যে, তারা ঈমান আনবে না তোদেরকে অবকাশ স্বরূপ। (তাফসীরে কাবীর)

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّقُوْا مَا بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿٤٥﴾	(৪৫) আর যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা ভয় কর (ঐ আযাবকে) যা তোমাদের সামনে (জীবনকালে) রয়েছে, এবং যা তোমাদের পশ্চাতে (মৃত্যুর পরে) রয়েছে। যাতে তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হয়, (তখন তারা তা অগ্রাহ্য করে[১])।
وَمَا تَاْتِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ مِّنْ اٰيٰتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ﴿٤٦﴾	(৪৬) আর যখনই তাদের নিকট তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী থেকে কোন নিদর্শন আসে তখনই তারা তা থেকে মুখ ফিরাতে থাকে।
وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ ۙ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنُطْعِمُ مَنْ لَّوْ يَشَآءُ اللّٰهُ اَطْعَمَهٗٓ ۖ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٤٧﴾	(৪৭) এবং তাদেরকে যখন বলা হয়, আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছেন তোমরা তা থেকে ব্যয় কর। তখন কাফেররা মু'মিনদেরকে বলে যে, আমরা কি এমন লোকদেরকে খাওয়াব, যাদেরকে আল্লাহ ইচ্ছা করলে খাওয়াতে পারেন? তোমরা তো প্রকাশ্য ভ্রান্তির

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এই বাক্যটি ।ঃ এর উহ্য জবাব। (কুরতুবী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪৫ নং আয়াত:

১. আল্লাহর আযাবের ভয় রাখার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

২. আল্লাহর আযাবের ভয় রাখলে আল্লাহর রহমত লাভ করা যায়।

● ৪৬ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় আল্লাহর নিদর্শন থেকে শিক্ষা গ্রহণ না করে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া কাফেরদের রীতি।

● ৪৭ নং আয়াত:

১. কাফেরদের অন্তর কালিমাচ্ছন্ন হওয়ার কারণে সত্যকে তারা সত্য হিসাবে বুঝতে পারে না।

২. আল্লাহ্ তা'আলা যেমন অন্যান্য জীব-জন্তুকে সমানভাবে রিযিক দিয়ে থাকেন, তাদের মধ্যে ধণী-গরীব নেই, তেমনি তিনি ইচ্ছা করলে মানুষকেও এভাবে রিযিক দিতে পারতেন। কিন্তু মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার প্রাণ সঞ্চার করার জন্য রিযিক পৌছানোর ক্ষেত্রে তিনি একজনকে অপরজনের জন্য মাধ্যম বানিয়েছেন। যাতে দাতা সওয়াব পায় এবং গ্রহিতা অনুগ্রহ স্বীকার করে। কিন্তু এই সত্যটি তারা বুঝতে না পেরে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করাকেই নিজেদের কাজ বানিয়ে নিয়েছে।

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٤٨﴾	(৪৮) আর তারা বলে, কখন (কেয়ামতের) এই প্রতিশ্রুতি (কার্যকরী) হবে? যদি তোমরা সত্যবাদী হও (তবে বল)।
مَا يَنْظُرُوْنَ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً تَاْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُوْنَ ﴿٤٩﴾	(৪৯) তারা কেবল একটি ভয়ঙ্কর ধ্বনির প্রতীক্ষা করছে, যা তাদেরকে পাকড়াও করবে এমন অবস্থায় যে, তারা পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ করতে থাকবে।
فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ تَوْصِيَةً وَّلَآ اِلٰٓى اَهْلِهِمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٥٠﴾	(৫০) তখন তারা ওছিয়ত করারও সুযোগ পাবে না, এবং নিজ পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে যেতেও পারবে না।
وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَاِذَا هُمْ مِّنَ الْاَجْدَاثِ اِلٰى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ ﴿٥١﴾	(৫১) আর (২য় বার) শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, তখনই তারা কবরসমূহ থেকে তাদের রব্বের দিকে ছুটে চলবে।
قَالُوْا يٰوَيْلَنَا مَنْۢ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا ۜ هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ ﴿٥٢﴾	(৫২) তারা বলবে, হায় আমাদের দুর্ভোগ! কে আমাদেরকে আমাদের নিদ্রাস্থল থেকে উত্থিত করল? মহা করুণাময়১ (আল্লাহ্) তো এরই ওয়াদা দিয়েছিলেন, এবং রসুলগণ (এ ব্যাপারে) সত্যই বলেছিলেন।

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এই কথা বলবেন ফেরেশতাগণ বা মু'মিনগণ। ইবনে ফয়দের মতে কাফেররাই আফসোস করে এই কথা স্বীকার করবে। (রূহুল মাআনী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪৮–৪৯ নং আয়াতদ্বয়:

১. কেয়ামতের সন-তারিখ সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা কাউকে অবহিত করেননি।

২. কেয়ামত একটি ভয়ঙ্কর ধ্বনিরূপে অতর্কিত আঘাত হানবে, যখন মানুষ নিজেদের কাজ-কারবার ও পারস্পরিক লেন-দেনের বাক বিতণ্ডায় লিপ্ত থাকবে।

● ৫০ নং আয়াত:

আয়াতে বলা হয়েছে, কেয়ামত অকস্মাৎ ঘটবে। এতই অকস্মাৎ ঘটবে যে, মানুষ বাড়ীতে থাকা অবস্থায় ওছীয়ত করার সুযোগটিও পাবে না এবং সফররত থাকলে বাড়ীতে ফিরে আসতেও পাবে না। বরং যে যেখানে থাকবে সেখানেই মরে পড়ে থাকবে। বুখারী, মুসলিম প্রমুখ হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)–এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন– কেয়ামত এমনই অবস্থায় সংঘটিত হবে যে, দুই ব্যক্তি (ক্রয়ের উদ্দেশে দেখার জন্য) নিজেদের মধ্যে কাপড় মেলে দিবে কিন্তু ক্রয় করতে পারবে না, এবং ভাজ করতেও পারবে না। কেয়ামত এমনই সময় কায়েম হবে যে, মানুষ তার হাউজ (পশুকে পানি খাওয়ানোর চাঁড়ি) ঠিক করবে কিন্তু পানি পান করানোর সুযোগ পাবে না। কেয়ামত এতই হঠাৎ কায়েম হবে যে, মানুষ তার দুম্বার দুধ দোহন করে আনবে কিন্তু পান করাবার সুযোগ পাবে না। কেয়ামত এতই অতর্কিতে হবে যে, মানুষ খাদ্যের লোকমা মুখ পর্যন্ত তুলেও খাওয়ার সুযোগ পাবে না। (রূহুল মাআনী)

● ৫১ নং আয়াত:

আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হলে মানুষ নিজ নিজ কবর থেকে উঠে দাড়াবে এবং নিজ রব্বের দিকে ছুটে যাবে।

● ৫২ নং আয়াত:

১. কেয়ামতের আযাব এত কঠিন ও ভীষণ হবে যে, কাফেররা তা প্রত্যক্ষ করে তার তুলনায় নিজেদের কবরে ভোগ করা শাস্তিকে নিদ্রাতুল্য (আরামের) মনে করবে। (মাআরিফুল কুরআন)

اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ ﴿٥٣﴾	(৫৩) এটা তো হবে কেবল এক বিকট ধ্বনি। যার ফলে তাদের সকলকে তৎক্ষণাত আমার সামনে উপস্থিত করা হবে।
فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَّلَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٥٤﴾	(৫৪) সেদিন কারও উপর সামান্যও অবিচার করা হবে না, এবং তোমরা কেবল সেই সমস্ত কার্যেরই প্রতিফল প্রাপ্ত হবে যা তোমরা করতে।
اِنَّ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِىْ شُغُلٍ فٰكِهُوْنَ ﴿٥٥﴾	(৫৫) নিঃসন্দেহে জান্নাতবাসীগণ সেদিন মহা লিপ্ততায়১ প্রফুল্ল থাকবে।

هُمْ وَاَزْوَاجُهُمْ فِىْ ظِلٰلٍ عَلَى الْاَرَآئِكِ مُتَّكِـُٔوْنَ ﴿٥٦﴾	(৫৬) তারা এবং তাদের স্ত্রীরা[২] বিশেষ ধরনের[৩] ছায়ায় সজ্জিত পালঙ্কের উপর হেলান দিয়ে উপবিষ্ট থাকবে।
لَهُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّلَهُمْ مَّا يَدَّعُوْنَ ﴿٥٧﴾	(৫৭) তাদের জন্য সেখানে শানদার[৪] ফল- মূল থাকবে এবং তারা যা কামনা করবে তা-ই পাবে।
سَلٰمٌ قف قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ ﴿٥٨﴾	(৫৮) অতি দয়ালু রব্বের পক্ষ থেকে তাদেরকে বলা হবে সালাম[৫]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) شُغُلٍ এর تنوين টি تفخيم এর জন্য। شُغُلٍ অর্থ কর্ম-লিপ্ততা জান্নাতবাসী সেখানে আহার-বিহারে, হুরদের সাথে চিত্তবিনোদনে যে মহা ধুমধাম ও ব্যস্ততায় থাকবেন তাকেই فِىْ شُغُلٍ বলে বোঝানো হয়েছে। (রূহুল মাআনী)

(২) ازواج (স্ত্রীরা) অর্থে বেহেশতের হুর ও দুনিয়ার স্ত্রী সবাই অন্তর্ভূক্ত।

(৩) ইশারা করা হয়েছে যে, ظِلٰلٍ এর تنوين টি تفخيم এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ এমন এক ছায়া হবে যা মানুষ কল্পনাও করতে পারবে না।

(৪) "শানদার" বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, فَاكِهَةٌ এর تنوين টি تعظيم ও تفخيم এর জন্য। اى فاكهة جليلة الشان (রূহুল মাআনী)

(৫) এর অর্থ সম্মানিত করা বা চিরস্থায়ী শান্তির সুভসংবাদ প্রদান করা। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫৩–৫৪ নং আয়াতদ্বয়:

১. কেয়ামত ও আল্লাহর কাছে হাজির হওয়ার বিষয় প্রমাণিত।

২. কেয়ামতের ধ্বনি হবে বিকট ধ্বনি।

৩. কেয়ামতের দিন বিচারে কারও প্রতি জুলুম করা হবে না। যে যা করেছে তারই প্রতিদান তাকে দেয়া হবে।

● ৫৫–৫৮ নং আয়াতসমূহ:

১. জান্নাতে জান্নাতবাসীগণ আহার-বিহার, হুরদের সাথে চিত্তবিনোদন ইত্যাদিতে মহা ধুমধাম ও ব্যস্ততায় সময় কাটাবে।

২. জান্নাতবাসীগণ বেহেশতের হুর ও দুনিয়ার স্ত্রীদেরকে নিয়ে বিশেষ ছায়ায় সজ্জিত পালঙ্কের উপর হেলান দিয়ে উপবিষ্ট থাকবে।

৩. জান্নাতবাসীদের জন্য শানদার ফল-মূল থাকবে এবং তারা যা কামনা করবে তা-ই পাবে।

৪. জান্নাতবাসীদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাম বলা হবে। (৫ নং টীকা দ্রষ্টব্য)

www.maktabatulabrar.com

وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٥٩﴾	(৫৯) আর হে অপরাধীরা! আজ তোমরা পৃথক হয়ে যাও।
اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ اَنْ لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٦٠﴾	(৬০) আমি কি তোমাদেরকে জোর নির্দেশ দেইনি[১] যে, হে বনী-আদম! তোমরা শয়তানের ইবাদত কর না, সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু?
وَّاَنِ اعْبُدُوْنِىْ ۭ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿٦١﴾	(৬১) আর এই যে, কেবল আমারই ইবাদত কর। এটাই সরল পথ।
وَلَقَدْ اَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيْرًا ۭ اَفَلَمْ تَكُوْنُوْا تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٢﴾	(৬২) সে (শয়তান) পথভ্রষ্ট করে দিয়েছে তোমাদের মধ্যকার এক বিরাট দলকে। তবুওকি তোমরা বুঝবে না?
هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ﴿٦٣﴾	(৬৩) এই সে জাহান্নাম, যার ওয়াদা তোমাদেরকে দেয়া হত।
اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿٦٤﴾	(৬৪) তোমরা যে কুফরী করতে সে কারণে আজ এতে প্রবেশ কর।
اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰٓى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٦٥﴾	(৬৫) আমি আজ তাদের মুখে মোহর মের দেব এবং তাদের হাতগুলো আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পাগুলো তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) اعهد শব্দটি عهد থেকে উদগত এর অর্থ চুক্তি, অসিয়্যত, জোর নির্দেশ। এখানে অর্থ হল: ما كان منه تعالى على অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে রসূলগণের মাধ্যমে যে আদেশ-নিষেধ পাঠানো হয়েছে। (রূহুল মাআনী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫৯–৬১ নং আয়াতসমূহ:

১. কেয়ামত দিবসে অপরাধীদেরকে নিরপরাধদের থেকে পৃথক করে দেয়া হবে।

২. শয়তান মানুষের বড় শত্রু। তার আনুগত্য করা নিষিদ্ধ।

৩. আল্লাহর ইবাদত করা ফরয।

৪. আল্লাহর আনুগত্য করাই সিরাতে মুস্তাকীম তথা সঠিক পথ।

● ৬২ নং আয়াত:

আয়াতে বরা হয়েছে, শয়তান অতীতে বহু মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে। এ থেকেই শিক্ষা নেয়া উচিত যে, শয়তান মানুষের বড় শত্রু।

● ৬৩–৬৪২ নং আয়াতদ্বয়:

১. যে জাহান্নামের প্রতিশ্রুতি দুনিয়াতে দেয়া হচ্ছে তা একদিন চোখে দেখিয়ে প্রমাণ করানো হবে যে, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য।

২. কুফরীর কারণে জাহান্নামে যেতে হবে।

● ৬৫ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, কেয়ামতের দিন মুখে মোহর মেরে দেয়া এবং হাত পা সাক্ষ্য দেয়ার কারণে মানুষ সেদিন তার কোন মন্দ ক্রিয়া-কর্মকে গোপন করতে পারবে না। (আইসারুত্তাফাসীর)

وَلَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلٰٓى اَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَاَنّٰى يُبْصِرُوْنَ ﴿٦٦﴾	(৬৬) আর যদি আমি ইচ্ছা করতাম, তবে তাদের চক্ষুসমূহ বিলীন করে দিতাম, অতঃপর অবশ্যই তারা পথে ছুটাছুটি করতে চাইলে কীরূপে দেখতে পেত?
وَلَوْ نَشَآءُ لَمَسَخْنٰهُمْ عَلٰى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوْا مُضِيًّا وَّلَا يَرْجِعُوْنَ ﴿٦٧﴾	(৬৭) আর আমি যদি ইচ্ছা করতাম তাহলে অবশ্যই তাদেরকে স্ব স্ব স্থানে আকার বিকৃত করে দিতাম, ফলে তারা না পারত সামনে অগ্রসর হতে, আর না পারত পেছনে ফিরে যেতে।
وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِى الْخَلْقِ ؕ اَفَلَا يَعْقِلُوْنَ ﴿٦٨﴾	(৬৮) আর যাকে আমি দীর্ঘায়ু প্রদান করি, তার স্বাভাবিক অবস্থা উল্টিয়ে দেই, তবুও কি তারা বোঝে না ?
وَمَا عَلَّمْنٰهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْۢبَغِىْ لَهٗ ؕ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَّقُرْاٰنٌ مُّبِيْنٌ ﴿٦٩﴾	(৬৯) আর আমি তাঁকে (রসূলকে) কবিতা শিক্ষা দেইনি, এবং সেটা তাঁর জন্য শোভনীয়ও নয়। (তাঁকে যা দেয়া হয়েছে) সেটা তো এক মহা উপদেশ এবং সুস্পষ্ট আসমানী কিতাব।
لِّيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَّيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٧٠﴾	(৭০) যাতে সে সতর্ক করে জীবিতকে এবং যাতে কাফেরদের বিরুদ্ধে কথা (অভিযোগ) প্রতিষ্ঠিত হয়।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) سضيا শব্দটি مضى يمضى থেকে, এর অর্থ সামনে চলা।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৬৬-৬৭ নং আয়াতদ্বয়:

আয়াতদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ তাআলা এতই কুদরতওয়ালা যে, ইচ্ছা করলে নাফরমান মানুষের দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত করে দিতে পারতেন, তাদেরকে নির্জীব পদার্থে রূপান্তরিত করতে পারতেন। কিন্তু বিশেষ হেকমতের কারণে তিনি তা করেন না।

www.maktabatulabrar.com

● ৬৮ নং আয়াত:

আয়াত দ্বারা বোঝানো হয়েছে, বয়স হলে দুর্বলতা আসে এটা প্রমাণ যে, আল্লাহ তাআলা অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম। সেমতে মৃত্যুর পর পুনরুত্থান ঘটাতেও সক্ষম।

● ৬৯ নং আয়াত:

আয়াত প্রমাণ করে যে, কুরআন একটি আসমানী কিতাব। এটা কবিতা নয় যেমন কাফেররা বলে বেড়াত। (আইসারুত্তাফাসীর)

● ৭০ নং আয়াত:

১. কুরআন সতর্ক করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে।

২. কুরআন অমান্যকারীদের জন্য শাস্তির বাণী অবধারিত।

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِّمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَآ اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مٰلِكُوْنَ ﴿٧١﴾	(৭১) তারা কি লক্ষ করেনি যে, আমি তাদের জন্য আমার হাতেগড়া[১] বস্তুসমূহের মধ্যে চতুস্পদ (গবাদি) পশু সৃষ্টি করেছি। তাই তারা এর মালিক হয়ে থাকে।
وَذَلَّلْنٰهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوْبُهُمْ وَمِنْهَا يَاْكُلُوْنَ ﴿٧٢﴾	(৭২) এবং আমি এগুলোকে তাদের বশীভূত করে দিয়েছি, ফলে এদের কতক তো তাদের বাহন, আর কতিপয়কে তারা আহার করে।
وَلَهُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ ؕ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٧٣﴾	(৭৩) আর এগুলোর মধ্যে তাদের জন্য রয়েছে (আরও) অনেক রকমের উপকার[২] ও পানীয় দ্রব্যাদি। তবুও কি তারা শোকর আদায় করবে না?

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) "হাতেগড়া" বলতে বোঝানো হয়েছে এগুলো সরাসরি আল্লাহ্র নিজেরই সৃষ্টি। এর সাথে অন্য কারও সৃষ্টি বা কৌশলের কোন সম্পর্ক নেই। (রূহুল মাআনী)

(২) যেমন পশম, চামড়া, হাড় ইত্যাদি তারা বিভিন্নভাবে ব্যবহার করে থাকে।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৭১ নং আয়াত:

আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মালিকানার আসল কারণ আল্লাহর দান। পুজি বা শ্রম নয়। পুজিবাদী অর্থনীতির প্রবক্তারা পুজিকে আর সমাজতান্ত্রিকরা শ্রমকে মূল কারণ আখ্যা দেয়। অত্র আয়াতে উক্ত উভয় মতবাদকে খণ্ডন করা হয়েছে।

● ৭২–৭৩ নং আয়াতদ্বয়:

আয়াতদ্বয়ে আল্লাহর নেয়ামতের কথা তুলে ধরা হয়েছে যে, পশুকে তিনি বশীভূত করে দিয়েছেন, তার দ্বারা মানুষের বহুবিধ উপকারিতা লাভ হয়। এই নেয়ামতের কথা তুলে ধরার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষ যেন এই নেয়ামতদাতা আল্লাহর শোকরগোজারী করে।

وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٧٤﴾

(৭৪) এবং তারা আল্লাহর পরিবর্তে অনেক উপাস্য গ্রহণ করেছে, এই আশায় যে, তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে।

لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَهُمْ ۙ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُوْنَ ﴿٧٥﴾

(৭৫) ওরা তাদের সাহায্য করতে সক্ষম নয়। আর তারাই হল ওদের (মূর্তিদের) জন্য সপ্রস্তুত বাহিনী[১]।

فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ۘ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ﴿٧٦﴾

(৭৬) অতএব তাদের কথা যেন তোমাকে দুঃখিত না করে। আমি অবশ্যই জানি যা তারা অন্তরে রাখে এবং যা প্রকাশ করে।

اَوَلَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ﴿٧٧﴾

(৭৭) আর মানুষ কি ভেবে দেখেনি যে, আমি তাকে শুক্র-বিন্দু থেকে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর ইঠাৎ সে প্রকাশ্য বাকবিতণ্ডা-পটু[২] হয়ে গেল[৩]।

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَّنَسِيَ خَلْقَهٗ ؕ قَالَ مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ ﴿٧٨﴾

(৭৮) আর সে আমার সম্বন্ধে এক অভিনব বিষয় বর্ণনা করল, এবং নিজের মূল সৃষ্টিকে ভুলে গেল। সে বলে, কে জীবিত করবে এই হাড়গুলোকে, যখন সেগুলো অত্যন্ত পুরাতন হয়ে যাবে?

قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِيْٓ اَنْشَاَهَآ اَوَّلَ مَرَّةٍ ؕ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمُ ﴿٧٩﴾

(৭৯) বলে দাও, যিনি প্রথমবার সেগুলোকে সৃষ্টি করেছেন তিনিই জীবিত করবেন। এবং তিনি সর্বপ্রকার সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক অবহিত।

الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا فَاِذَآ اَنْتُمْ مِّنْهُ تُوْقِدُوْنَ ﴿٨٠﴾

(৮০) যিনি তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ থেকে আগুন উৎপন্ন করে থাকেন। অতঃপর তোমরা তা থেকে (আরও) আগুন প্রজ্বলিত কর।

اَوَلَيْسَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ ؕ بَلٰى ۙ وَهُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ ﴿٨١﴾

(৮১) যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? হ্যা অবশ্যই (তিনি সক্ষম), এবং তিনিই মহা-স্রষ্টা, সর্বজ্ঞ।

اِنَّمَآ اَمْرُهٗٓ اِذَآ اَرَادَ شَيْـًٔا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿٨٢﴾

(৮২) তিনি যখন কোন কিছু করতে ইচ্ছা করেন তখন তাঁর নির্দেশ কেবল এতটুকু হয় যে তিনি বলে দেন, হয়ে যা ব্যাস তখনই তা হয়ে যায়।

فَسُبْحٰنَ الَّذِيْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٨٣﴾

(৮৩) অতএব পবিত্র তিনি, যাঁর হাতে সবকিছুর পূর্ণ মালিকানা রয়েছে, এবং তোমরা তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে।

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) রূহুল-মাআনীতে مُحْضَرُوْنَ এর ব্যখ্যায় বলা হয়েছে, اى سعدون لحفظهم والذب عنهم فى الدنيا অর্থাৎ দুনিয়াতে প্রতিমাসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ ও হেফাজতের জন্য তাদেরকে প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

(২) خَصِيْمٌ শব্দটি مبالغة এর صيغة বিধায় 'পটু' কথাটি যুক্ত হল।

(৩) শানে নুযূলঃ উবাই ইবনে খালফ মতান্তরে আস ইবনে ওয়াইল মক্কা উপত্যকা থেকে একটি পুরাতন হাড় কুড়িয়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে আনল, এবং সেটি স্বহস্তে ভেঙ্গে চুরমার করে বলল, একেও আল্লাহ্ জীবিত করবেন কি? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হাঁ, আল্লাহ্ তোমাকে মৃত্যু দিবেন, পুনরুজ্জীবিত করবেন এবং জাহান্নামে দাখিল করবেন। এ প্রসঙ্গে এ আয়াতগুলো নাযেল হয়। (রূহুল মাআনী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৭৪–৭৫ নং আয়াতদ্বয়:

আয়াতদ্বয় প্রমাণ করে, কাফেররা যে সাহায্য লাভের আশায় মূর্তিপূজা করে তাদের এ আশা অহেতুক। কারণ দুনিয়াতে ওরা যখন এদের সাহায্য করতে পারে না বরং উল্টো ওদেরকেই হেফাজত করতে হয় এবং ওদের থেকে শত্রুকে তাড়াতে হয়, তখন আখেরাতে ওরা কীভাবে সাহায্য করতে সক্ষম হবে?

● ৭৬–৭৮ নং আয়াতসমূহ:

১. রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিরুদ্ধাবাদীর অন্যায় সমালোচনা ও কটাক্ষের ক্ষেত্রে শান্তনা প্রদান করা হয়েছে।

২. আল্লাহ প্রকাশ্য ও গোপনীয় সবকিছু সম্বন্ধে অবগত।

৩. মানুষ নিজের সৃষ্টির ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করলেও তা থেকে পুনরুত্থান সম্ভব হওয়ার বিষয়সহ অনেক বিষয়েই শিক্ষা লাভ করতে পারে।

● ৭৯ নং আয়াত:

আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ তাআলা তার সকল সৃষ্টির ব্যাপারেই সম্যক অবগত। তাই এর চূর্ণ-বিচূর্ণ ও ছিন্ন হাড়-গোড়ের কোন্ অংশ কোথায় আছে, তারও পূর্ণ জ্ঞান তার রয়েছে। সুতরাং তার পক্ষে মানুষকে পুনরায় জীবিত করা আশ্চর্যের কিছু নয়। (রূহুল মাআনী)

● ৮০ নং আয়াত:

আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় আগুনও আল্লাহ্ তাআলাই সৃষ্টি করেছেন। মানুষ একে ব্যবহার করে নিজেদের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হয়। আরবে মারখ ও ইফার নামক দুই ধরনের বৃক্ষ থেকে দুটি শাখা নিয়ে ঘষা দিয়ে আরবরা আগুন জ্বালাত।

● ৮২ নং আয়াত:

আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ তাআলা কোন কিছু সৃষ্টি করতে চাইলে তার জন্য কোন উপকরণ সংগ্রহ করতে হয় না। বরং হুকুম দিলেই তা হয়ে যায়।

(৩৭) সূরা সাফ্‌ফাত, মক্কী
১৮২ আয়াত, ৫ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

وَالصّٰٓفّٰتِ صَفًّا ۝١	(১) শপথ তাদের[১] যারা সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান থাকে।
فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا ۝٢	(২) অতঃপর তাদের যারা খুব বাধাদান করে[২]।
فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا ۝٣	(৩) অনন্তর তাদের যারা যিকির (আল্লাহর কিতাব) পাঠ করে[৩]।
اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ۝٤	(৪) নিশ্চয়ই তোমাদের মা'বূদ এক।
رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ۝٥	(৫) তিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যস্থিত সমস্ত কিছুর প্রতিপালক; এবং তিনি সকল উদয়-স্থলের মালিক।
اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ ِۨالْكَوَاكِبِ ۝٦	(৬) আমিই নিকটবর্তী আকাশকে অপরূপ শোভা (তথা) জ্যোতিষ্কমণ্ডল দ্বারা সুশোভিত করেছি।
وَ حِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ ۝٧	(৭) এবং তাকে সম্পূর্ণ সংরক্ষিত করেছি সকল অবাধ্য শয়তান[৪] থেকে।
لَا يَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى وَيُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ۝٨ دُحُوْرًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ۝٩	(৮) ওরা ঊর্ধ্ব জগতের[৫] প্রতি কর্ণপাতও করতে পারে না। এবং প্রত্যেক দিক[৬] থেকে ওদের প্রতি উল্কা নিক্ষেপ করা হয়। (৯) ওদেরকে বিতাড়নের উদ্দেশ্যে। আর ওদের জন্য রয়েছে স্থায়ী আযাব।
اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ۝١٠	(১০) তবে যে (শয়তান) আচম্বিতে কোন সংবাদ নিয়ে পলায়ন করে, তখন এক জ্বলন্ত শিখা তার পশ্চাদ্ধাবন করতে থাকে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে এ আয়াত থেকে তিন নং আয়াত পর্যন্ত ফেরেশতাদের শপথ করা হয়েছে। (রুহুল মাআনী)

(২) বাধাদান করা বলতে বোঝানো হয়েছে মানুষের মনে নেক কাজের ইলহাম করতঃ তাদেরকে পাপাচার থেকে বাধা দান করা, শয়তানকে কুমন্ত্রণা ও বিভ্রান্তিকরণ ও আসমানী কালাম চুরি করে শ্রবণ করা থেকে বাধাদান করা ইত্যাদি। (রুহুল মাআনী)

(৩) "যিকর" পাঠ করা বলতে অনেকে বুঝিয়েছেন আল্লাহর পক্ষ থেকে কুরআন মাজীদের আয়াত এনে মানুষের নিকট পাঠ করা, কেউ কেউ যিকর বলতে তাসবীহ-তাহলীল পাঠ করাকেও বুঝিয়েছেন।

(৪) " مَارِدٍ " শব্দের মূল অর্থ "মুক্ত"। পত্র-পল্লব-মুক্ত বৃক্ষকে " شَجَرٌ اَمْرَدُ " বলা হয়, দাঁড়ি-গোঁফ মুক্ত (অর্থাৎ যার গজায়নি) বালককে বলা হয় اَمْرَد। সে হিসাবে শয়তানকে এ কারণে مَارِد বলা হয়েছে যে, সে সকল সৎকথা ও সৎকর্ম থেকে মুক্ত। অবাধ্য তরজমা এজন্যই করা হয় যে, সে আনুগত্য থেকে মুক্ত। (রুহুল মাআনী)

(৫) " الْمَلَاِ الْاَعْلٰى " বলে হযরত ইবন আব্বাস (রা.)-এর মতে বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন ফেরেশতাদেরকে বোঝানো হয়েছে। সুদ্দির মতে " الْمَلَاِ الْاَعْلٰى " বলে সকল ফেরেশতাকেই বোঝানো হয়েছে। (রুহুল মাআনী)

(৬) "প্রত্যেক দিক" বলতে একথা বোঝানো হয়নি যে, যে কোন শয়তানকে প্রত্যেক দিক থেকে উল্কা মেরে বিতাড়ন করা হয়, বরং এর অর্থ হল যে শয়তান আসমানের যেদিক থেকে কথা চুরি করতে যায়, সেদিক থেকেই তাকে বিতাড়িত করা হয়। (রুহুল মাআনী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১ নং আয়াত:

আয়াত দ্বারা এই শিক্ষা লাভ হয় যে, প্রত্যেক কাজে নিয়ম ও শৃঙ্খলা এবং তারতীব ও বিন্যাসের প্রতি লক্ষ্য রাখা কাম্য এবং আল্লাহ্ তাআলার পছন্দনীয়। একথা সুস্পষ্ট যে, আল্লাহর ইবাদত হোক কিংবা তার আদেশ ও বিধি-বিধান পালন হোক, উভয় কর্মে সারিবদ্ধ হওয়ার পরিবর্তে এলোমেলোভাবে একত্র হয়েও ফেরেতাগণ তা সম্পাদন করতে পারত, কিন্তু এহেন বিশৃংখলার পরিবর্তে তাদেরকে সারিবদ্ধ হওয়ার তাওফীক দেয়া হয়েছে। আয়াতে তাদের উত্তম গুনাবলীর মধ্যে সর্বাগ্রে এ গুনটি উল্লেখ করে বোঝানো হয়েছে যে, তাদের এ অবস্থা আল্লাহর খুবই পছন্দনীয়। (মাআরিফুল কুরআন)

● ২ নং আয়াত:

আয়াত থেকে এ শিক্ষা লাভ হয় যে, তাগুতী শক্তিসমূহকে আল্লাহর নাফরমানী থেকে রুখতে হবে। (মাআরিফুল কুরআন)

● ৩ নং আয়াত:

আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর আদেশ-নিষেধ ও উপদেশাবলী নিজে পাঠ করা ও অপরের কাছে পৌছানো একজন বান্দার করণীয় কাজ।

● ৫ নং আয়াত:

আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়, যেই মহান আল্লাহ্ একাই এই আসমানসমূহ, যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যস্থিত সব কিছুর প্রতিপালন করে থাকেন তার কোন শরীক নেই, শরীকের দরকারও নেই।

www.maktabatulabrar.com

● ৮–৯ নং আয়াতদ্বয়:

আয়াতদ্বয় দ্বারা প্রমণিত হয়, শয়তান ব্যাপকভাবে আসমানের সংবাদ শুনতে পারে না। এমনকি কাছেও ঘেষতে পারে না।

● ১০ নং আয়াত:

১. আচম্বিতে কোন শয়তান কিছু সংবাদ শুনে ফেললেও সে তা অন্যের নিকট পৌছাতে পারে না বরং তাকে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড দ্বারা ভস্মিভূত করা হয়। (বয়ানুল কুরআন) অবশ্য অনেক সময় উল্কাপিণ্ডের আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্বে নিচের জনের কাছে ছিটেফোটা দুই এক কথা পৌছে দিয়ে থাকে।

২. আয়াত দ্বারা তাদেরও আসারতা প্রমাণিত হয় যারা শয়তানকে মা'বূদ বানিয়ে নিয়েছে।

(১১) অতএব, তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর যে, তারাই গঠনে অধিকতর মযবুত, না কি আমার উল্লেখিত[১] সৃষ্ট বস্তুসমূহ? আমি তো তাদেরকে এঁটেল মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছি।	فَاسْتَفْتِهِمْ اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمْ مَّنْ خَلَقْنَا ؕ اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّنْ طِيْنٍ لَّازِبٍ ﴿١١﴾
(১২) বরং (তাদের পুনরুত্থান অস্বীকার করাতে) তুমিও বিস্ময়বোধ করেছ, আর তারা বিদ্রূপ করছে।	بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُوْنَ ﴿١٢﴾
(১৩) আর যখন তাদেরকে বোঝানো হয়, তখন তারা বোঝে না।	وَاِذَا ذُكِّرُوْا لَا يَذْكُرُوْنَ ﴿١٣﴾
(১৪) আর যখন কোন মু'জিযা দেখে, তখন তারা বিদ্রূপ করে।	وَاِذَا رَاَوْا اٰيَةً يَّسْتَسْخِرُوْنَ ﴿١٤﴾
(১৫) এবং বলে, এটাও স্পষ্ট যাদু ছাড়া কিছুই নয়।	وَقَالُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٥﴾
(১৬) আমরা যখন মরে যাব, এবং মাটি ও হাড়ে পরিণত হব, তখনও কি আমরা পুনরুত্থিত হব?	ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ﴿١٦﴾
(১৭) এবং আমাদের পূর্ব-পিতৃ পুরুষগণও কি?	اَوَ اٰبَآؤُنَا الْاَوَّلُوْنَ ﴿١٧﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) যেহেতু " مَّنْ خَلَقْنَا " এর " من" মওসূলটি "আহদে খারিজী"-এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, এবং এর দ্বারা صراحة ودلالة পূর্বোক্ত মালাইকা, সামাওয়াত, 'আরদ, মা-বাইনাহুমা, মাশারিক্ব, কাওয়াকিব, শায়াতীন ও শিহাব-ই ছাকিবের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। তাই অনুবাদে "উল্লেখিত" কথাটি যোগ করা হয়েছে। (রূহুল মাআনী)

www.maktabatulabrar.com

আহকাম ও শিক্ষা

● ১১ নং আয়াত:

আয়াত দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে যে, আকাশ, পৃথিবী, ফেরেশতাকুল, গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদি গঠন-গাঠনে মানুষের তুলনায় অধিকতর মজবুত। সুতরাং আল্লাহ্ যখন সেগুলো নমুনা বিহীন প্রথমত সৃষ্টি করতে পেরেছেন, তখন তিনি অবশ্যই মানুষকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারবেন। (বয়ানুল কুরআন)

● ১৩ নং আয়াত:

আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কেয়ামত, হাশর-নাশর ইত্যাদি বিষয়ে নবী-রসূলগণের কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা আবশ্যক। তাদের থেকে বুঝ গ্রহণ করা উচিত। কারণ যেসব বিষয় সাধারণ বিবেকের আওতা বহির্ভূত সেসব বিষয়ে জ্ঞানী-গুনীর কথা অনুসারে চলাই বুদ্ধিমানের পরিচায়ক।

(১৮) তুমি বলে দাও, হাঁ, এবং তোমরা লাঞ্ছিতও হবে।	قُلْ نَعَمْ وَاَنْتُمْ دَاخِرُوْنَ ﴿١٨﴾
(১৯) (কেয়ামতকে অসম্ভব মনে কর না[১], কারণ,) সেটা (কেয়ামত) তো কেবল একটা ভীষণ হুংকার[২] হবে, আর তখনই সকলে (জীবিত হয়ে) দেখতে আরম্ভ করবে।	فَاِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ فَاِذَا هُمْ يَنْظُرُوْنَ ﴿١٩﴾
(২০) এবং বলবে, হায় আমাদের দুর্ভোগ! এটাই তো ঐ প্রতিফল দিবস।	وَقَالُوْا يٰوَيْلَنَا هٰذَا يَوْمُ الدِّيْنِ ﴿٢٠﴾
(২১) (বলা হবে, হাঁ) এটাই সেই ফয়সালার দিন, যাকে তোমরা অবিশ্বাস করতে।	هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ﴿٢١﴾
(২২) (নির্দেশ হবে) একত্র কর অনাচারী-দেরকে, তাদের দোসরদেরকে এবং সেই উপাস্যদেরকেও তারা যাদের পূজা করত,	اُحْشُرُوا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَ اَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ ﴿٢٢﴾
(২৩) আল্লাহ্‌কে ছেড়ে। অতঃপর তাদেরকে দগ্ধকারী আগুনের দিকে পথ প্রদর্শন কর।	مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَاهْدُوْهُمْ اِلٰى صِرَاطِ الْجَحِيْمِ ﴿٢٣﴾
(২৪) এবং তাদেরকে (একটু) থামাও, তাদেরকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ[৩] করা হবে।	وَقِفُوْهُمْ اِنَّهُمْ مَّسْئُوْلُوْنَ ﴿٢٤﴾
(২৫)এখন তোমাদের কী হল যে, তোমরা একে অপরের সাহায্য করছ না?	مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُوْنَ ﴿٢٥﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে এখানে " فَاِنَّمَا هِيَ " বাক্যের " فَ " কালিমাটি شرط مقدر এর জবাবে কিংবা " نبي مقدر " এর হেতু বর্ণনার উদ্দেশ্য ব্যবহৃত হয়েছে। ২য় অবস্থায় " لا تستصعبوها " কথাটি উহ্য ধরা হবে। আমরা এই ২য় توجيه কে গ্রহণ করেই এখানে উক্ত অনুবাদ করেছি। (রূহুল মাআনী)

(২) زَجْرَةٌ বা হুংকার বলতে এখানে হযরত ইসরাফীলের ২য় বারের সিংগা ধ্বনীকে বোঝানো হয়েছে। (রূহুল মাআনী)

(৩) অর্থাৎ, তাদের আকীদা ও আমল সম্পর্কে।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৮-১৯ নং আয়াতদ্বয়:

আয়াতদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইসরাফীল (আ.)-এর ২য় বার সিঙ্গায় ফু দেয়ার সাথে সাথে সকল মানুষ ও জীব পুনরুজ্জীবিত হয়ে হিসাব-নিকাশের জন্য উপস্থিত হবে।

● ২০ নং আয়াত:

আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অপরাধীরা সেদিন সবকিছু বিশ্বাস করবে, কিন্তু সময় হাত ছাড়া করার পর উক্ত বিশ্বাসে কোন কাজ হবে না। তাই সেদিন তারা আফসুস করবে।

● ২৫ নং আয়াত:

আয়াত প্রমাণ করে যে, সেদিন উপাস্য দেব-দেবীরা উপাসকদের কোন উপকারে আসবে না। কাফেররা একে অপরকেও সাহায্য করতে পারবে না।

بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُوْنَ ﴿٢٦﴾	(২৬) বরং তারা সেদিন থাকবে আত্মসমর্পনকারী।
وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَآءَلُوْنَ ﴿٢٧﴾	(২৭) এবং তারা একে অপরের মুখোমুখী হয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে[১]।
قَالُوْٓا اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَاْتُوْنَنَا عَنِ الْيَمِيْنِ ﴿٢٨﴾	(২৮) বলবে[২], তোমরা তো কল্যাণের পথ দিয়ে[৩] আমাদের নিকট আসতে।
قَالُوْا بَلْ لَّمْ تَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿٢٩﴾	(২৯) তারা বলবে, (না,) বরং তোমরা নিজেরাই ঈমান আনার ছিলে না।
وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ ۚ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طٰغِيْنَ ﴿٣٠﴾	(৩০) আর তোমাদের উপর আমাদের তো কোন আধিপত্য ছিলই না, বরং তোমরা নিজেরাই ছিলে অবাধ্য সম্প্রদায়।
فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا ۖ اِنَّا لَذَآئِقُوْنَ ﴿٣١﴾	(৩১) অতএব, আমাদের সকলের উপরই আমাদের প্রতিপালকের এই কথা সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছে যে, আমাদের সকলকে অবশ্যই (আযাব) চাখতে হবে।
فَاَغْوَيْنٰكُمْ اِنَّا كُنَّا غٰوِيْنَ ﴿٣٢﴾	(৩২) তাই আমরা তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছি, নিশ্চয়ই নিজেরাও ছিলাম পথভ্রষ্ট।

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) ভর্ৎসনামূলক ও হুমকি-ধামকি মূলক জিজ্ঞাসাবাদ করবে।

(২) একজন তার সাথীকে বলবে বা অনুসারীরা মাতবরদেরকে বলবে। চাই সেই মাতবর মানুষ হোক বা জ্বীন-শয়তান।

(৩) কাশশাফ, কুরতুবী ও রূহল-মাআনী ইত্যাদিতে "عَنِ الْيَمِيْنِ" এর ব্যাখ্যায় হযরত কাতাদাহ ও ইবন্ আব্বাস (রা.) থেকে "من جهة الخير وناحيته" উল্লেখ করা হয়েছে, তাই আমরা উপরোক্ত অনুবাদ অবলম্বন করেছি। অবশ্য এর আরও কয়েকটি অর্থ বর্ণিত আছে এবং কুরতুবী (রহ.) সবগুলোকেই কাছাকাছি বলে মন্তব্য করেছেন। (দ্র. কাশশাফ, কুরতুবী ও রূহুল মাআনী) অর্থাৎ, তোমরা কল্যাণের পথে এসে আমাদেরকে কল্যাণ থেকে বাধা দান করেছ।

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৬ নং আয়াত:

আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কেয়ামত দিবসে কারও পক্ষেই আত্মসমর্পন ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না।

● ২৮-৩২ নং আয়াতসমূহ:

আয়াতসমূহ প্রমাণ করে যে, দুনিয়াতে অসৎ পথে চলে পরকালে যতই আফসোস করা হোক, গোমরাহকারী নেতাদের যতই দায়ী করা হোক কোনকিছুতেই কোন কাজ হবে না।

فَاِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِى الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ ﴿٣٣﴾	(৩৩) অতএব, অবশ্যই তারা সবাই সেদিন আযাবে শরীক থাকবে।
اِنَّا كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ﴿٣٤﴾	(৩৪) এমন ধরনের অপরাধীদের (অর্থাৎ মুশরিকদের) সাথে আমি এমনি ব্যবহার করে থাকি।
اِنَّهُمْ كَانُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ۙ يَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٣٥﴾	(৩৫) তারা এমন ছিল যে, যখন তাদেরকে বলা হত, "আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই" তখনই তারা অহংকার করত।
وَيَقُوْلُوْنَ اَئِنَّا لَتَارِكُوْٓا اٰلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُوْنٍ ﴿٣٦﴾	(৩৬) এবং বলত, আমরা কি একজন উন্মাদ কবির কথায় আমাদের উপাস্যদেরকে ত্যাগ করব?
بَلْ جَآءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٣٧﴾	(৩৭) (আল্লাহ্ বলেন, সে উন্মাদ নয়,) বরং সে সত্য নিয়ে এসেছে এবং অন্যান্য রসূলগণের সত্যতা সমর্থন করে।
اِنَّكُمْ لَذَآئِقُوا الْعَذَابِ الْاَلِيْمِ ﴿٣٨﴾	(৩৮) তোমরা অবশ্যই যন্ত্রণাময় আযাব আস্বাদন করবে।
وَمَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٣٩﴾	(৩৯) আর তোমরা যা করতে কেবল তারই প্রতিফল পাবে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, অহংকার করে একত্ববাদকে কবূল করত না।

(২) উন্মাদ কবি বলতে তারা (নাউযুবিল্লাহ) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বুঝিয়ে থাকত।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩৩-৩৪ নং আয়াতদ্বয়:

আয়াতদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয়, যদি কেউ অপরকে অবৈধ কাজের দাওআত দেয়, তবে পাপ কাজের প্রতি আমন্ত্রণ জানানোর কারণে তাকে অবশ্যই শাস্তি ভোগ করতে হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় তার আমন্ত্রণ গ্রহণ করে, সেও আপন কর্মের পাপ থেকে মুক্ত হতে পারবে না। তবে হাঁ, পাপ কাজটি যদি সে স্বেচ্ছায় না করে, বরং জোর-জবরদস্তিতে পড়ে প্রাণ রক্ষার্থে করে থাকে তবে ইনশায়াল্লাহ্ রক্ষা পাবে বলে আশা করা যায়।

● ৩৫ নং আয়াত:

আয়াতে বোঝানো অহংকার হক গ্রহণে বাধা হয়ে থাকে।

● ৩৬-৩৭ নং আয়াতদ্বয়:

আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে, কাফেররা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উম্মাদ ও কবি বলত। আল্লাহ বলেছেন, তিনি উম্মাদ নন। বরং তিনি সত্য নবী। আর সত্য নবী হওয়ার একটা বড় প্রমাণ হল তিনি অন্যান্য নবীদের সত্যায়ন করে প্রমাণ করেছেন তিনি নবুয়তের সত্য ধারারই একজন।

● ৩৮-৩৯ নং আয়াতদ্বয়:

১. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উম্মাদ ও কবি আখ্যা দেয়ার নামে তাকে অস্বীকার করার কারণে তাদের জন্য যন্ত্রণাময় আযাব অপেক্ষা করছে। বোঝা গেল নবীকে উম্মাদ বা কবি আখ্যা দেয়া হারাম।

২. আল্লাহ কাউকেই তার কৃতকর্ম ব্যতীত অন্য কিছুর কারণে শাস্তি দেন না।

(৪০) কিন্তু হ্যাঁ, যারা আল্লাহর খাঁটি বান্দা।	اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿٤٠﴾
(৪১) তাদের জন্য এমন রিযিক রয়েছে, যা সুবিদিত[১]।	اُولٰٓئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُوْمٌ ﴿٤١﴾
(৪২) (অর্থাৎ) নানান জাতীয় ফল[২] এবং তারা মহা-সম্মানিত।	فَوَاكِهُ ۚ وَهُمْ مُّكْرَمُوْنَ ﴿٤٢﴾
(৪৩)নেয়ামতের উদ্যানসমূহে,	فِىْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿٤٣﴾
(৪৪) আসনের উপর মুখোমুখী হয়ে উপবিষ্ট হবে।	عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ ﴿٤٤﴾
(৪৫) এবং তাদের সম্মুখে ঘুরে ঘুরে এমন শরাবের পেয়ালা পরিবেশন করা হবে, যা তরল শরাবে পরিপূর্ণ হবে।	يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَاْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ ﴿٤٥﴾

www.maktabatulabrar.com

(৪৬) (দেখতে) শুভ্র বর্ণের (এবং) পানকারীদের জন্য সুস্বাদু।	بَيْضَآءَ لَذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ ﴿٤٦﴾
(৪৭) আর না তাতে শিরঃপীড়া (-র উপকরণ) হবে, আর না তার দরুন তাদের জ্ঞানে কোন ব্যতিক্রম ঘটবে।	لَا فِيْهَا غَوْلٌ وَّلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُوْنَ ﴿٤٧﴾
(৪৮) এবং তাদের কাছে থাকবে আনতনয়না আয়তলোচনা তরুণীগণ,	وَعِنْدَهُمْ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ عِيْنٌ ﴿٤٨﴾
(৪৯) যেন তারা (পালকের নিচে) সুরক্ষিত ডিম।	كَاَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُوْنٌ ﴿٤٩﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, এমন রিযিক বা খাদ্য যার গুণাগুন ও বৈশিষ্ট্যাবলী সুবিদিত। যেমন এ রিযিক হচ্ছে অবিচ্ছিন্ন, অনিষিদ্ধ, সুদর্শনীয়, সুস্বাদু, সুঘ্রাণযুক্ত ইত্যাদি। (রূহুল মাআনী)

(২) মূলত আরবী ভাষায় " فَوَاكِهُ " বলা হয় সেই খাদ্য-বস্তুকে যা ক্ষুধার প্রয়োজন মেটাবার জন্য নয়, বরং স্বাদের জন্য খাওয়া হয়। ফল-মূলও যেহেতু স্বাদের জন্য খাওয়া হয়, তাই এর অনুবাদ করা হয় ফল-মূল। অন্যথায় এর মূল অর্থ ফল-মূলের অর্থের চেয়ে ব্যাপক।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪০-৪১ নং আয়াত:

১. আল্লাহর খাঁটি বান্দাগণ আযাব থেকে মুক্তি পাবেন।

২. জান্নাতে তাদের জন্য বিশেষ গুণাগুন ও বৈশিষ্ট্যাবলী সমৃদ্ধ খাদ্য-খাবার থাকবে। (১ নং টীকা দ্রষ্টব্য)

● ৪২ নং আয়াত:

১. জান্নাতে যে সব খাদ্য-সামগ্রী দেয়া হবে, তা সবই স্বাদ ভোগ করার জন্য দেয়া হবে, ক্ষুধা মেটানোর জন্য নয়। (মাআরিফুল কুরআন)

২. জান্নাতীদেরকে পূর্ণ সম্মান ও মর্যাদা সহকারে রিযিক দেয়া হবে। কারণ সম্মান ব্যতীত সুস্বাদু খাদ্যও বিস্বাদ হয়ে যায়। এ থেকে এ কথাও জানা যায় যে, শুধু খানা খাওয়ালেই মেহমানের হক আদায় হয়ে যায় না, বরং তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করাও তার অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। (মাআরিফুল কুরআন)

● ৪৩-৪৯ নং আয়াতসমূহ:

আয়াতসমূহে জান্নাতের বিভিন্ন নেয়ামত এবং সেগুলোর বৈশিষ্টাবলীর বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে। যেমন জান্নাতের শরাবের বৈশিষ্ট বলা হয়েছে যে, তাতে শিরপীড়া হবে না, তাতে কারও আকল বুদ্ধি নষ্ট হবে না, যেমনটা দুনিয়ার শরাবে হয়ে থাকে।

فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَآءَلُوْنَ ﴿٥٠﴾	(৫০) অতঃপর তারা একে অপরের দিকে মুখোমুখী হয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে[১]।
قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ اِنِّىْ كَانَ لِىْ قَرِيْنٌ ﴿٥١﴾	(৫১) তাদের একজন বলবে, আমার তো এক সঙ্গী ছিল।
يَّقُوْلُ ءَاِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِيْنَ ﴿٥٢﴾	(৫২) সে বলত, তুমি কি (পুনরুত্থানে) বিশ্বাসী লোকদের অন্তর্ভূক্ত?
ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَدِيْنُوْنَ ﴿٥٣﴾	(৫৩) যখন আমরা মরে যাব এবং মাটি ও হাড়ে পরিণত হব, তখন কি আমাদেরকে প্রতিফল দেয়া হবে ?
قَالَ هَلْ اَنْتُمْ مُّطَّلِعُوْنَ ﴿٥٤﴾	(৫৪) সে[২] (আরও) বলবে, তোমরা কি তাকে উঁকি মেরে দেখতে চাও?
فَاطَّلَعَ فَرَاٰهُ فِىْ سَوَآءِ الْجَحِيْمِ ﴿٥٥﴾	(৫৫) অতঃপর সে উঁকি মেরে দেখবে এবং তাকে জাহান্নামের মাঝখানে দেখতে পাবে।
قَالَ تَاللّٰهِ اِنْ كِدْتَّ لَتُرْدِيْنِ ﴿٥٦﴾	(৫৬) সে বলবে, আল্লাহর কসম! তুমি তো আমাকে প্রায় ধ্বংসই করে দিয়েছিলে।
وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّىْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ ﴿٥٧﴾	(৫৭) আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ না হলে আমিও যে উপস্থিতকৃতদের (অর্থাৎ, গ্রেফতারকৃতদের) অন্তর্ভুক্ত হতাম।
اَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِيْنَ ﴿٥٨﴾	(৫৮) আমরা কি তাহলে আর মরব না[৩]?
اِلَّا مَوْتَتَنَا الْاُوْلٰى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ﴿٥٩﴾	(৫৯) আমাদের প্রথমবারের মৃত্যু ব্যতীত। এবং আমাদের শাস্তিও হবে না।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, বাক্যালাপ করবে।

(২) অর্থাৎ, মু'মিন লোকটি তার জান্নাতী সাথীদেরকে বলবে। (কাশশাফ, রূহুল মাআনী)

(৩) এ কথাটিও মু'মিন লোকটি আবেগাপ্লুত হয়ে তার জান্নাতী সাথীদেরকে বলবে, বা সেই ফেরেশ্‌তাদেরকে বলবে, যারা মৃত্যুকে দুম্বার আকৃতিতে ধরে এনে জবাই করে দেবে।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫১-৫৬ নং আয়াতসমূহ:

আয়াতসমূহ থেকে এ শিক্ষাই লাভ হয় যে, প্রত্যেক ব্যক্তির উচিৎ তার বন্ধুমহলকে যাচাই করে দেখা, তাদের কেউ তাকে জাহান্নামের পরিণতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে কি না। কু-সংসর্গের সম্ভাব্য ধ্বংসকারিতার সঠিক অনুমান তো হবে পরকালে। তখন তা থেকে আত্মরক্ষার কোন পথই খোলা থাকবে না। তাই দুনিয়ায় থাকতেই যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা করে বন্ধুত্ব স্থাপন করা উচিত। (মাআরিফুল কুরআন)

www.maktabatulabrar.com

اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٦٠﴾	(৬০) নিঃসন্দেহে এটাই মহা-সফলতা।
لِمِثْلِ هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعٰمِلُوْنَ ﴿٦١﴾	(৬১) এমন সফলতার জন্যই কর্মপরায়ণদের কাজ করা উচিত।
اَذٰلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا اَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّوْمِ ﴿٦٢﴾	(৬২) এই কি উত্তম আপ্যায়ন, না যাক্কুম বৃক্ষ?
اِنَّا جَعَلْنٰهَا فِتْنَةً لِّلظّٰلِمِيْنَ ﴿٦٣﴾	(৬৩) আমি জালেমদের জন্য সে বৃক্ষকে পরীক্ষার উপকরণ বানিয়ে দিয়েছি[১]।
اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِىْٓ اَصْلِ الْجَحِيْمِ ﴿٦٤﴾	(৬৪) বস্তুত সেটা এমনই বৃক্ষ, যা দোযখের তলদেশে উৎপন্ন হয়ে থাকে।
طَلْعُهَا كَاَنَّهٗ رُءُوْسُ الشَّيٰطِيْنِ ﴿٦٥﴾	(৬৫) এর গুচ্ছ শয়তানদের মাথার মত[২]।
فَاِنَّهُمْ لَاٰكِلُوْنَ مِنْهَا فَمَالِـُٔوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ﴿٦٦﴾	(৬৬) অনন্তর তারা (তীব্র ক্ষুধার তাড়নায়)-এর থেকে ভক্ষণ করবে এবং এর দ্বারাই উদর পূর্তি করবে।
ثُمَّ اِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيْمٍ ﴿٦٧﴾	(৬৭)তদুপরি তাদের জন্য থাকবে অত্যুষ্ণ পানির মিশ্রণ।[৩]
ثُمَّ اِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَاِلَى الْجَحِيْمِ ﴿٦٨﴾	(৬৮) তারপর তাদের প্রত্যাবর্তন হবে দোযখেরই দিকে[৪]।
اِنَّهُمْ اَلْفَوْا اٰبَآءَهُمْ ضَآلِّيْنَ ﴿٦٩﴾	(৬৯) তারা যে তাদের পূর্বপুরুষদেরকে পেয়েছিল বিপথগামী।
فَهُمْ عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ يُهْرَعُوْنَ ﴿٧٠﴾	(৭০) তারপর তারাও ওদের পদাঙ্কানুসরণে দ্রুত চলছিল।
وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ اَكْثَرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٧١﴾	(৭১) আর তাদের পূর্বেও অবশ্যই বিপথগামী হয়েছিল পূর্ববর্তীদের অধিকাংশ লোক।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) কেননা, তারা এর অস্তিত্ব অবিশ্বাস করে এবং বিদ্রূপ করে বলে, যাক্কুম অর্থ মাখন বা কোরমা, এ তো খুব সুস্বাদু। আরও বলে যে, যাক্কুম বৃক্ষ আগুনে কীভাবে উৎপন্ন হবে। আগুনই তো একে পুড়ে ছাই করে দেবে।

(২) অর্থাৎ, কুৎসিত-কদাকার হওয়ার ক্ষেত্রে।

(৩) যা পুঁজের সঙ্গে মিশ্রিত করে দেয়া হবে।

(৪) কেউ কেউ বলছেন, দোযখীদেরকে জাহান্নামের বাইরে ফুটন্ত পানি পান করতে নিয়ে যাওয়া হবে। এ হিসাবে আয়াতের অর্থ সম্পষ্ট। কেউ কেউ বলেছেন, দোযখের অভ্যন্তরেই বিভিন্ন শাস্তির জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্র তৈরী করা হয়েছে। যেমন হযরত কাতাদাহ (রহ.) থেকে বর্ণিত। এ হিসাবে আয়াতের অর্থ হবে অত্যুষ্ণ পানি পান করে তারা নিজ নিজ আবাস ও ঠিকানায় ফিরে যাবে।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৬০ নং আয়াত:

১. পরকালের সাফল্যই আসল সাফল্য।

২. এই মহা সাফল্যের জন্য সকলের চেষ্টা করা উচিত।

● ৬২-৭১ নং আয়াতসমূহ:

১. আয়াতসমূহে জাহান্নামের যাক্কুম বৃক্ষ, অত্যুষ্ণ পানি ইত্যাদি বিভিন্ন শাস্তির উপকরণের কথা বর্ণিত হয়েছে।

২. জাহান্নামে যাওয়ার একটা বিশেষ কারণ বর্ণিত হয়েছে। তা হচ্ছে বিভ্রান্ত পূর্বপুরুষদের অনুকরণ-অনুসরণ।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا فِيْهِمْ مُّنْذِرِيْنَ ﴿٧٢﴾	(৭২) আর আমি তো তাদের মধ্যে সতর্ক-কারীদের পাঠিয়েছিলাম।
فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِيْنَ ﴿٧٣﴾	(৭৩) সুতরাং দেখ, তাদের পরিণাম কিরূপ হয়েছিল যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল।
اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿٧٤﴾	(৭৪) হাঁ, আল্লাহর বিশিষ্ট বান্দাগণ ব্যতীত।
وَلَقَدْ نَادٰنَا نُوْحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيْبُوْنَ ﴿٧٥﴾	(৭৫) আর নূহ আমাকে (সাহায্যার্থে) ডেকেছিল। আর ডাকে কী চমৎকার সাড়া দানকারী আমি।
وَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ﴿٧٦﴾	(৭৬) এবং আমি তাকে ও তার অনুবর্তী-দেরকেই মহা সংকট[১] থেকে রক্ষা করেছিলাম।
وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهٗ هُمُ الْبٰقِيْنَ ﴿٧٧﴾	(৭৭) এবং তার বংশধরদেরকেই আমি বাকি রেখেছিলাম।
وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ ﴿٧٨﴾	(৭৮) আর আমি তার জন্য পরবর্তীদের মধ্যে এই ঐতিহ্য রেখে দিয়েছি
سَلٰمٌ عَلٰى نُوْحٍ فِى الْعٰلَمِيْنَ ﴿٧٩﴾	(৭৯) (যে, তারা বলবে,) বিশ্ববাসীর মধ্যে নূহের প্রতি সালাম (শান্তি বর্ষিত হোক)।
اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٨٠﴾	(৮০) আমি উত্তমভাবে নেক আমল সম্পাদন-কারীদেরকে এভাবেই পুরস্কার প্রদান করে থাকি।
اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٨١﴾	(৮১) নিশ্চয়ই সে ছিল আমার ঈমানদার বান্দাদের অন্যতম।
ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْاٰخَرِيْنَ ﴿٨٢﴾	(৮২) অতঃপর আমি আর সকলকে নিমজ্জিত করে দিলাম।

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) রাগিব ইস্ফাহানী (রহ.)-এর মতে الْكَرْب শব্দের মূল অর্থ হল মহা-চিন্তা, পেরেশানী। এখানে এর দ্বারা নিমজ্জন বা সম্প্রদায়ের নির্যাতন-নিপীড়নকে বোঝানো হয়েছে।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৭৩ নং আয়াত:

আয়াত প্রমাণ করে যে, নবী-রসূলগণের কথা অমান্যকারীদের পরিণাম খুবই করুণ ও ভয়াবহ হয়েছে।

● ৭৪ নং আয়াত:

আয়াত প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্ তাআলার নীতি হল বন্ধুদের সাহায্য ও সম্মান করা, আর শত্রুদেরকে অপমান ও ধ্বংস করা।

● ৭৫ নং আয়াত:

আয়াত প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্ তাঁর নেক বান্দাদের দুআ কবুল করে থাকেন। বিশেষভাবে যখন তারা মজলুম হয়। (আইসারুত্তাফাসীর)

وَاِنَّ مِنْ شِيْعَتِهٖ لَاِبْرٰهِيْمَ ﴿٨٣﴾	(৮৩) আর নূহের পথাবলম্বীদের মধ্যে ইবরাহীমও ছিল[১]।
اِذْ جَآءَ رَبَّهٗ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ﴿٨٤﴾	(৮৪) (সেই ঘটনাও স্মরণীয়) যখন সে নিজ রব্বের প্রতি বিশুদ্ধ-চিত্তে[২] মনোযোগী হল।
اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَاذَا تَعْبُدُوْنَ ﴿٨٥﴾	(৮৫) যখন সে স্বীয় পিতা ও সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমরা কিসের উপাসনা করছ?
اَئِفْكًا اٰلِهَةً دُوْنَ اللّٰهِ تُرِيْدُوْنَ ﴿٨٦﴾	(৮৬) তোমরা কি আল্লাহ্ ব্যতীত নিকৃষ্ট[৩] মিথ্যার উদ্দেশ্যে[৪] দেবতাদেরকে চাচ্ছ?
فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٨٧﴾	(৮৭) তাহলে বিশ্বজগতের প্রতিপালক সম্বন্ধে তোমাদের কী ধারণা?

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, উভয়ের উসূলে দ্বীন বা ধর্মের মৌলিক নীতিসমূহ এক ও অভিন্ন ছিল। (রূহুল মাআনী)

(২) قَلْبٍ سَلِيْمٍ অর্থ পরিচ্ছন্ন হৃদয়। অর্থাৎ যে হৃদয় সকল অসুবিধা ও ব্যাধী তথা ফাসেদ আকীদা-বিশ্বাস, খারাপ নিয়ত ও উদ্দেশ্য এবং মন্দ গুণাবলী যথা: হিংসা, বিদ্বেষ ইত্যাদি থেকে মুক্ত ও পরিচ্ছন্ন। "পরিচ্ছন্ন অন্তর নিয়ে আসার" অর্থ আল্লাহর দিকে রুজু করা ও তাঁর প্রতি মনোনিবেশ করা। আল্লামা যামাখশারী جَاءَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ এর অর্থ করেছেন اَنَّهٗ اَخْلَصَ لِلّٰهِ قَلْبَهٗ (তিনি তার হৃদয়কে আল্লাহর জন্য খালেছ করেছেন।)

(৩ افك (শব্দের অর্থ اسوء الكذب নিকৃষ্ট মিথ্যা। (কাশশাফ)

(৪) কাশশাফ, রূহুল মাআনী ও জালালাইন ইত্যাদিতে إفكا শব্দটির لـ مفعول হওয়াকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। সে হিসাবেই আমাদের এই অনুবাদ।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৮৩ নং আয়াত:

আয়াতে বলা হয়েছে, হযরত নূহ ও হযরত ইব্রাহীম (আ.) উভয়ের উসূলে দ্বীন বা ধর্মের মৌলিক নীতিসমূহ এক ও অভিন্ন ছিল। (রূহুল মাআনী)

● ৮৪ নং আয়াত:

আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর কোন এবাদত ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহনযোগ্য হয় না, যতক্ষণ এবাদতকারীর মন ভ্রান্ত বিশ্বাস ও মন্দ প্রেরণা থেকে পবিত্র না হয়। (মাআরিফুল কুরআন)

● ৮৫–৮৭ নং আয়াতসমূহ:

আয়াতসমূহে মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে হযরত ইবরাহীম (আ.)–এর কিছু ভূমিকা তুলে ধরা হয়েছে।

فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ ﴿٨٨﴾	(৮৮) তখন ইবরাহীম তারকারাজিকে এক পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখল।
فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴿٨٩﴾	(৮৯) অতঃপর বলল, আমি তো অসুস্থ হয়ে পড়েছি[১]।
فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ﴿٩٠﴾	(৯০) অনন্তর তারা পৃষ্ঠ ফিরিয়ে তাকে ছেড়ে চলে গেল।
فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٩١﴾	(৯১) পরে সে চুপিসারে তাদের দেবতাদের কাছে গেল এবং বলল, তোমরা কেন খাচ্ছ না?
مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ ﴿٩٢﴾	(৯২) তোমাদের কী হল, তোমরা যে কথাও বলছ না?
فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ ﴿٩٣﴾	(৯৩) অতঃপর সে সেগুলোকে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করতে লাগল[২]।
فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ ﴿٩٤﴾	(৯৪) পরে তারা তার দিকে দৌড়ে এল।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) কোন এক নির্ধারিত পর্ব-দিনে ইবরাহীম (আ.)-এর সম্প্রদায় তাঁকেও আমন্ত্রণ জানাল। তিনি ভাবলেন, তারা সবাই চলে গেলে তাদের প্রতিমাসমূহকে ভেঙ্গে চুরমার করার এই সুযোগ কাজে লাগাতে হবে। যাতে তারা নিজেদের উপাস্যের আসহায়ত্বের কথা চিন্তা করে সত্যিকার ঈমান আনতে পারে। তাই তিনি তাদের সাথে উৎসবে যেতে অস্বীকার করলেন। এবং অস্বীকার করার পথ এই বেছে নিলেন যে, প্রথমে তারকার দিকে তিনি গভীর দৃষ্টিপাত করলেন, এরপর বললেন, আমি তো অসুস্থ হয়ে

www.maktabatulabrar.com

পড়েছি। যেহেতু তারা জ্যোতিঃশাস্ত্রে বিশ্বাসী ছিল, তাই তারা তাঁর তারকারাজী দেখে এই উক্তি করায় মনে করেছে যে, তিনি নিজের অসুস্থতা সম্পর্কে যা বলছেন তা হয়ত ভিত্তিহীন নয়, বরং তারকারাজির গতিবিধি লক্ষ্য করেই বলেছেন। এতে তারা তাকে অপারগ মনে করে ছেড়ে উৎসবে চলে গেল। আর তিনি তার উদ্দেশ্য পূরণ করলেন।

হযরত ইবরাহীম (আ.) সত্যিই তখন অসুস্থ ছিলেন কি না– এ সম্বন্ধে কুরআন মাজীদে কোন সুস্পষ্ট বর্ণনা নেই। তবে বুখারী শরীফের একটি হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, তিনি তখন এমন অসুস্থ ছিলেন না যে, তিনি উৎসবে যোগ দিতে পারবেন না। তাই প্রশ্ন ওঠে, তিনি একথা কী করে বললেন?

অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে হযরত ইবরাহীম (আ.) এক্ষেত্রে তাওরিয়া করেছিলেন। তাওরিয়া দু' প্রকার। যথা: (১) উক্তিগত। অর্থাৎ এমন কথা বলা যার বহ্যিক অর্থ বাস্তবের প্রতিকূলে, এবং বক্তার উদ্দিষ্ট অর্থ বাস্তবের অনুকূলে। (২) কর্মগত। অর্থাৎ এমন কাজ করা, যার প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধারণ দর্শকের বুঝে নেয়া উদ্দেশ্য থেকে ভিন্ন। একে অলংকার শাস্ত্রের পরিভাষায় "ঈহাম"ও বলা হয়।

তারকারাজির দিকে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দৃষ্টিপাত করাও অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে ঈহামই ছিল এবং নিজেকে অসুস্থ বলা ছিল তাওরিয়া। কারণ এর দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য মানসিক অসুস্থতাও হতে পারে, যা স্বগোত্রের মুশরিকানা কাণ্ডকীর্তি দেখে তার মনে সৃষ্টি হয়েছিল। আবার এর উদ্দেশ্য এও হতে পারে যে, আমি অসুস্থ হয়ে পড়ব। আর একথা এজন্যই বলেছেন যে, মৃত্যুর পূর্বে প্রত্যেক মানুষের অসুস্থ হওয়া স্থির নিশ্চিত। এমনও হতে পারে যে, তিনি বাস্তবিকই কিছুটা অসুস্থ ছিলেন। তবে তা এমন ছিল না যে, উৎসবে যোগদানে প্রতিবন্ধক হতে পারে। তিনি তার মামুলী অসুস্থতার কথাই এমনভাবে ব্যক্ত করেছেন, যাতে শ্রোতারা মনে করে নেয় যে, তিনি বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, কাজেই উৎসবে যাওয়া সম্ভবপর নয়।

(২) ضَرْبًا بِالْيَمِينِ এর অর্থ কাশশাফ ইত্যাদিতে ضَرْبًا شَدِيدًا করা হয়েছে, এবং " رَاغَ" এর এখানে অর্থ ضَرَبَ উল্লেখ করা হয়েছে, সে হিসাবেই উক্ত অনুবাদ। (কাশশাফ)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৮৮- ৮৯ নং আয়াতদ্বয়:

আয়াতদ্বয় থেকে জানা যায় যে, প্রয়োজনের সময় তাওরিয়া (১ নং টীকা দ্রষ্টব্য) করা জায়েয।

● ৯১–৯৪ নং আয়াতসমূহ:

আয়াতসমূহে মূর্তি নির্মূলে হযরত ইবরাহীম (আ.)–এর কিছু কার্যক্রম বিবৃত হয়েছে।

قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ﴿٩٥﴾	(৯৫) ইবরাহীম বললেন, তোমরা কি এদের পূজা কর যাদেরকে তোমরা (পাথর) কেটে বানাও।
وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾	(৯৬) অথচ আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমরা যা কর সেগুলোকেও।

قَالُوا ابْنُوْا لَهٗ بُنْيَانًا فَاَلْقُوْهُ فِى الْجَحِيْمِ ﴿٩٧﴾

(৯৭) তারা (পরস্পর) বলল, এর জন্য একটা ইমারত বানাও এবং তাকে (তার ভেতর) জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ কর।

فَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَسْفَلِيْنَ ﴿٩٨﴾

(৯৮) অতঃপর তারা তার অনিষ্ট করতে চাইল। আর আমি তাদেরকে অধঃপতিত করে দিলাম।

وَقَالَ اِنِّىْ ذَاهِبٌ اِلٰى رَبِّىْ سَيَهْدِيْنِ ﴿٩٩﴾

(৯৯) আর ইবরাহীম বলল, আমি তো আমার প্রতিপালকের দিকে চলে যাচ্ছি। তিনি আমাকে (উত্তম স্থানে) পৌছিয়ে দিবেনই[১]।

رَبِّ هَبْ لِىْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٠٠﴾

(১০০) (দোআ করল) হে আমার রব্ব! আমাকে একটি সুসন্তান দান কর।

فَبَشَّرْنٰهُ بِغُلٰمٍ حَلِيْمٍ ﴿١٠١﴾

(১০১) অতঃপর আমি তাকে সহনশীল প্রকৃতির একটি পুত্র সন্তানের[২] সুসংবাদ দিলাম।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) হযরত ইবরাহীম (আ.) স্বীয় সম্প্রদায়ের ঈমানের ব্যাপারে নিরাশ হয়েই তাদেরকে বলেছিলেন, আমি তোমাদের নিকট থেকে হিজরত করছি এবং আমার আল্লাহর পথে কোন এক দিকে চলে যাচ্ছি। অবশেষে তিনি স্বীয় পত্নী সারা ও ভাগিনেয় হযরত লূত (আ.) কে সাথে নিয়ে গেলেন। এবং ইরাকের বিভিন্ন অঞ্চল অতিক্রম করে অবশেষে শামে গিয়ে পৌছলেন।

(২) অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে এখানে হযরত ইসমাঈলের সুসংবাদই দেয়া হয়েছে। হযরত হাজেরার ঘরেই তার জন্ম হয় এবং তিনি ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জ্যেষ্ট পুত্র। হযরত হাজেরা ছিলেন মিসরের রাজ-কন্যা। মিসরের রাজা ফিরআউন তার এই কন্যাকে হযরত ইবরাহীম (আ.) কে দিয়ে দেন। তিনি তাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে নেন।

আহকাম ও শিক্ষা

- ৯৫ নং আয়াত:

আয়াতে বোঝানো হয়েছে, পাথরের তৈরী মূর্তি কীকরে উপাস্য হতে পারে?

- ৯৬ নং আয়াত:

আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ মানুষের কাজ-কর্মেরও স্রষ্টা।

- ৯৯ নং আয়াত:

আয়াতে দ্বীন ও ঈমান রক্ষার খাতিরে হিজরত করার আদর্শ পাওয়া যায়।

- ১০০ নং আয়াত:

আয়াত থেকে আল্লাহর কাছে নেক সন্তানের দু'আ করার আদর্শ পাওয়া যায়।

www.maktabatulabrar.com

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْىَ قَالَ يٰبُنَىَّ اِنِّىْٓ اَرٰى فِى الْمَنَامِ اَنِّىْٓ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى ؕ قَالَ يٰٓاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۡ سَتَجِدُنِىْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٠٢﴾

(১০২) অতঃপর পুত্রটি যখন তার সাথে চলাফেরা করার মত বয়সে[১] উপনীত হল। তখন সে বলল, স্নেহের পুত্র আমার! নিশ্চয় আমি স্বপ্নে দেখছি যে, আমি তো তোমাকে যবেহ্ করছি, অতএব তুমিও চিন্তা কর, তোমার কী মত[২]? সে বলল, আব্বাজান! আপনি যেই বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছেন তা পূর্ণ করুন। ইনশা-আল্লাহ্ শীঘ্রই আমাকে ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন।

فَلَمَّآ اَسْلَمَا وَتَلَّهٗ لِلْجَبِيْنِ ﴿١٠٣﴾

(১০৩) অতঃপর যখন পিতা-পুত্র উভয়েই আনুগত্য প্রদর্শন করল করল এবং পিতা পুত্রকে কাত করে[৩] শোয়াল,

وَنَادَيْنٰهُ اَنْ يّٰٓاِبْرٰهِيْمُ ﴿١٠٤﴾

(১০৪) আর আমি তাকে ডাক দিলাম, এই বলে যে হে ইবরাহীম!

قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا ۚ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٠٥﴾

(১০৫) নিশ্চই তুমি স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করে দেখালে। আমি বিশিষ্ট বান্দাদেরকে এভাবেই পুরস্কার প্রদান করে থাকি।

اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلٰٓؤُا الْمُبِيْنُ ﴿١٠٦﴾

(১০৬) প্রকৃতপক্ষে এটাও ছিল একটি স্পষ্ট পরীক্ষা।

وَفَدَيْنٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ ﴿١٠٧﴾

(১০৭) আর আমি তাকে মুক্ত করলাম একটি শ্রেষ্ঠ[৪] যবেহের পশু দিয়ে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) তাফসীরবিদগণ লিখেছেন যে, সে সময় হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর বয়স ছিল তের বছর। কেউ কেউ লিখেছেন যে, তিনি সাবালক হয়ে গিয়েছিলেন।

(২) এ কথা জিজ্ঞেস করে একদিকে যেমন হযরত ইবরাহীম (আ.) পুত্রের পরীক্ষা নিয়েছেন, অপরদিকে আল্লাহর নির্দেশ পালনের ক্ষেত্রও তৈরী করেছেন। কারণ পূর্বাহ্নে কিছু না বলেই যদি তিনি পুত্রকে যবেহ করতে উদ্যত হতেন তবে বিষয়টি উভয়ের পক্ষেই কঠিন হয়ে যেতে পারত। (রূহুল মাআনী)

(৩) কোন কোন গ্রন্থে এ আয়াতের অর্থ উপুড় করে শোয়ানোর কথা লেখা হয়েছে, এটা ঠিক নয়। جَبِيْن বলা হয় কপালের দুই পার্শ্বকে। মধ্যস্থানকে جَبْهَة বলা হয়।

(৪) কেউ কেউ এর অর্থ আকারে বড় একটি দুম্বা দ্বারা করেছেন। আবার অনেকে "মর্যাদায় শ্রেষ্ট দুম্বা" অর্থ নিয়েছেন। কারণ এটি হয়ত জান্নাত থেকে হযরত জিবরাঈল নিয়ে এসেছেন। (রূহুল মাআনী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১০২–১০৭ নং আয়াতসমূহ:

১. হযরত ইবরাহীম (আ.)–এর পুত্রকে যবেহ করার পরীক্ষার কাহিনী বিবৃত হয়েছে।

২. নবীগণের স্বপ্নও ওহী।

৩. হযরত ইবরাহীম (আ.) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿١٠٨﴾	(১০৮) এবং আমি তার জন্য পরবর্তীদের মধ্যে এই কথা রেখে দিলাম যে,
سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿١٠٩﴾	(১০৯) ইবরাহীমের প্রতি সালাম হোক।
كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١١٠﴾	(১১০) এভাবেই আমি উত্তমভাবে নেক আমল সম্পন্নকারীদেরকে পুরস্কার প্রদান করে থাকি।
إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١١﴾	(১১১) নিঃসন্দেহে সে ছিল আমার ঈমানদার বান্দাদের অন্যতম।
وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١١٢﴾	(১১২) আর আমি তাকে ইসহাক সম্বন্ধে সুসংবাদ দিলাম সে নবী, (এবং) যোগ্যদের অন্তর্ভুক্ত হবে।
وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ ۖ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ ﴿١١٣﴾	(১১৩) আর আমি ইবরাহীম ও ইসহাকের প্রতি বরকতসমূহ[১] নাযেল করেছি; এবং তাদের বংশধরদের মধ্যে কতক নেক লোকও রয়েছে, এবং কতক এমনও রয়েছে যারা প্রকাশ্যরূপে নিজেদের ক্ষতিসাধন করছে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) "বরকত" বলতে এখানে দুনিয়া-আখেরাত উভয় জগতের বরকতকে বোঝানো হয়েছে। তাদের বংশধর বিস্তৃত ছিল, তাদের অনেকেই নবী-রসূল হয়েছেন। (রূহুল মাআনী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১১২ নং আয়াত:

হযরত ইসহাক (আ.)–এর সু-সংবাদের বিষয়টি এক পুত্রের যবেহের প্রসঙ্গের পরে আনা হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় যবেহের ঘটনা হযরত ইসহাকের সাথে নয় বরং অন্য পুত্র তথা ইসমাঈলের সাথে। ইসহাক নয় বরং ইসমাঈলই হলেন "যবীহুল্লাহ"।

● ১১৩ নং আয়াত:

আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পয়গম্বরদের বংশধর হওয়াই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও মুক্তির জন যথেষ্ট নয়, বরং এটা মানুষের ঈমান ও আমলের উপর নির্ভরশীল। (মাআরিফুল কুরআন)

www.maktabatulabrar.com

وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١١٤﴾	(১১৪) আর আমি মূসা ও হারূনের প্রতিও অনুগ্রহ করেছিলাম।
وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿١١٥﴾	(১১৫) এবং আমি তাদের উভয়কে এবং তাদের সম্প্রদায়কে মহা সংকট থেকে নাজাত দিয়েছিলাম।
وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ﴿١١٦﴾	(১১৬) আর আমি তাদের সকলকে সাহায্য করেছিলাম, ফলে তারাই বিজয়ী ছিল।
وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ ﴿١١٧﴾	(১১৭) আর আমি তাদের উভয়কে সুস্পষ্ট কিতাব (তাওরাত) প্রদান করেছিলাম।
وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١١٨﴾	(১১৮) এবং তাদের উভয়কে আমি সরল পথে প্রতিষ্ঠিত রেখেছিলাম।
وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ ﴿١١٩﴾	(১১৯) এবং আমি তাদের উভয়ের জন্য পরবর্তীদের মধ্যে এই কথা রেখে দিয়েছি যে,
سَلَامٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١٢٠﴾	(১২০) মূসা ও হারূনের প্রতি সালাম হোক।
إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢١﴾	(১২১) আমি উত্তমভাবে নেক আমল সম্পন্নকারীদেরকে এরূপই পুরস্কার দিয়ে থাকি।
إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٢﴾	(১২২) নিঃসন্দেহে তারা উভয়ে আমার ঈমানদার বান্দাদের অন্যতম ছিল।
وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٣﴾	(১২৩) নিশ্চয়ই ইলয়াসও[১] রসূলগণের অন্তর্ভুক্ত ছিল।
إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٢٤﴾	(১২৪) যখন সে স্বীয় কওমকে বলল, তোমরা (আল্লাহকে) ভয় কর না?
أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ﴿١٢٥﴾	(১২৫) তোমরা কি বা'ল (দেবতা) কে[২] পূজা করছ, আর তাঁকে ছেড়ে বসছ যিনি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা?

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) ঐতিহাসিক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, হযরত ইলয়াস (আ.) হযরত হিযকীল (আ.)-এর পর এবং হযরত আলইয়াসা এর পূর্বে বনী ইসরাইলের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। তিনি জর্দানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

(২) বাইবেলের 'রাজাবলী' পুস্তকের বর্ণনা অনুযায়ী রাজা আখিয়াবের স্ত্রী 'ইযাবীল' বা'ল নামক এক প্রতীমার পূজা শুরু করেছিল।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১১৬ নং আয়াত:

আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর সাহায্য নিয়ে হক সদা-সর্বদা বিজয়ী থাকে। বাতিল কোন কোন সময় মাথা চাড়া দিলেও পরিণামে ব্যর্থ হয়।

اللّٰهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٢٦﴾	(১২৬) সেই আল্লাহকে, যিনি তোমাদেরও রব্ব এবং তোমাদের বিগত পিতৃপুরুষদেরও রব।
فَكَذَّبُوْهُ فَاِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ ﴿١٢٧﴾	(১২৭) অবশেষে তারা তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করল। অতএব তাদেরকে অবশ্যই হাজির করা হবে১।
اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿١٢٨﴾	(১২৮) ব্যতিক্রম যারা আল্লাহর বিশিষ্ট বান্দা (তারা পুরস্কৃত হবে)।
وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ ﴿١٢٩﴾	(১২৯) আর আমি ইল্‌য়াসের জন্য পরবর্তীদের মধ্যে এই কথা রেখে দিলাম যে২,
سَلٰمٌ عَلٰٓى اِلْ يَاسِيْنَ ﴿١٣٠﴾	(১৩০) ইলয়াসের প্রতি সালাম হোক।
اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٣١﴾	(১৩১) আমি উত্তমভাবে নেক আমল সম্পন্নকারীদেরকে এরূপই পুরস্কার দিয়ে থাকি।
اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٣٢﴾	(১৩২) নিঃসন্দেহে সে ছিল আমার ঈমানদার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।
وَاِنَّ لُوْطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٣٣﴾	(১৩৩) আর নিঃসন্দেহে লূত ছিল রসূলগণের অন্তর্ভুক্ত।
اِذْ نَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗٓ اَجْمَعِيْنَ ﴿١٣٤﴾	(১৩৪) (সেই ঘটনাটি স্মরণীয়) যখন আমি তাঁকে এবং তাঁর সংশ্লিষ্টদের সকলকেই উদ্ধার করলাম।
اِلَّا عَجُوْزًا فِى الْغٰبِرِيْنَ ﴿١٣٥﴾	(১৩৫) সেই বৃদ্ধা (স্ত্রী) কে ব্যতীত, কেননা সে (আযাবে) নিপতিতদের মধ্যে রয়ে গিয়েছিল।
ثُمَّ دَمَّرْنَا الْاٰخَرِيْنَ ﴿١٣٦﴾	(১৩৬) অতঃপর আমি অন্য সকলকে ধ্বংস করে ফেললাম।
وَاِنَّكُمْ لَتَمُرُّوْنَ عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِيْنَ ﴿١٣٧﴾	(১৩৭) আর তোমরাতো তাদের (ধ্বংসস্তূপের) উপর দিয়ে যাতায়াত করে থাক ভোর বেলায়।
وَبِالَّيْلِ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿١٣٨﴾	(১৩৮) এবং রাত্রিকালে। তবুও কি তোমরা বুঝছ না?

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, তাদের শাস্তি হবে।

(২) অর্থাৎ, পরবর্তীদের মাঝে তার গুণগান, তার প্রতি দোয়া ইত্যাদি আল্লাহ্ তাআলা বাকী রেখে দিয়েছিলেন।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১২৭ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যারা আল্লাহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে, তাদের অবশ্যই শাস্তি হবে।

● ১৩২ নং আয়াত:

আয়াত নবী-রসূলগণের কামেল মুমিন হওয়ার প্রমাণ বহন করে।

● ১৩৪ নং আয়াত:

আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয যে, নবী-রসূলগণের অনুসারীরা সর্বযুগেই ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সাফল্য অর্জন করেছে। পক্ষান্তরে তাঁদের দুশমনরা সর্বকালেই ধ্বংসে নিপতিত হয়েছে।

● ১৩৫ নং আয়াত:

আয়াত থেকে বোঝা যায় কোন স্ত্রী শুধুমাত্র তার স্বামী নেককার হওয়ার সুবাদে আযাব থেকে রক্ষা পাবে না, যদি তার নিজের ঈমান-আমল না থাকে। যেমন লূত (আ.)-এর স্ত্রীর বেলায় হয়েছে।

● ১৩৭-১৩৮ নং আয়াতদ্বয়:

আয়াতদ্বয় বোঝাচ্ছে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির ধ্বংশাবশেষ দেখে বুঝ তথা শিক্ষা অর্জন করা উচিত।

وَاِنَّ يُوْنُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٣٩﴾	(১৩৯) আর নিঃসন্দেহে ইউনুসও রসূলগণের অন্তর্ভুক্ত ছিল।
اِذْ اَبَقَ اِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ﴿١٤٠﴾	(১৪০) (সেই সময়ও স্মরণযোগ্য) যখন সে পালিয়ে৩ বোঝাই নৌকায় গিয়ে পৌঁছল।
فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِيْنَ ﴿١٤١﴾	(১৪১) অতঃপর সে লটারীতে শরীক হয়ে পরাভূত হল।
فَالْتَقَمَهُ الْحُوْتُ وَهُوَ مُلِيْمٌ ﴿١٤٢﴾	(১৪২) পরে একটি মাছ তাঁকে গিলে ফেলল, এবং সে (নিজেকে) তিরস্কার৪ করতে থাকল।
فَلَوْلَآ اَنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ ﴿١٤٣﴾	(১৪৩) সুতরাং যদি সে অধিক তাসবীহ পাঠকারী না হত৫।
لَلَبِثَ فِىْ بَطْنِهٖٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ﴿١٤٤﴾	(১৪৪) তাহলে সে লোকদের পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত তার পেটেই অবস্থান করত৪।
فَنَبَذْنٰهُ بِالْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيْمٌ ﴿١٤٥﴾	(১৪৫) অতঃপর আমি তাকে এক উন্মুক্ত ময়দানে নিক্ষেপ করলাম, তখন সে ছিল রুগ্ন।
وَاَنْۢبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَّقْطِيْنٍ ﴿١٤٦﴾	(১৪৬) আর আমি তাঁর উপর একটি লতাযুক্ত তরুও জন্মিয়ে দিয়েছিলাম।

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, হিজরত করার ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষা না করেই স্বীয় কওম থেকে সরে পড়েন এবং হিজরত করে চলে যান।

(২) রূহুল মাআনীতে শব্দের একাধিক অর্থের মধ্যে আমাদের অবলম্বিত অর্থও লিখা হয়েছে এবং বয়ানুল কুরআনে এটাকেই গ্রহণ করা হয়েছে।

(৩) "অধিক" কথাটি পাওয়া গেছে مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ থেকে, كَانَ مُسَبِّحًا বলে مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ এ জন্যই বলা হয়েছে। (রূহুল মাআনী)

(৪) অর্থাৎ মাছের পেটই হত তাঁর কবর।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৪১ নং আয়াত:

আয়াত দ্বারা লটারীর বৈধতা প্রমাণিত হয়। তবে এই বৈধতা শুধু এমন ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ, যে ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির জন্য শরীয়তের দৃষ্টিতে কয়েকটি পন্থার যে কোন একটিকে গ্রহণ করার সম্পূর্ণ অধিকার রয়েছে। সেখানে সে যদি নিজের ইচ্ছামত কোন একটি পন্থাকে অবলম্বন না করে লটারীর মাধ্যমে তা অবলম্বন করে তবে তা শুধু বৈধই নয় উত্তমও বটে। যেমন কোন ব্যক্তি সফরে যাওয়ার সময় তার একাধিক স্ত্রীর যে কোন একজনকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে। এক্ষেত্রে সে যদি লটারী করে কোন একজনকে নিয়ে যায়, সেক্ষেত্রে লটারী করা বৈধ। কিন্তু কাউকে অপরাধী সাব্যস্ত করা, বা কাউকে কোন অধিকার থেকে বঞ্চিত করার ক্ষেত্রে লটারী করা জায়েয নেই। (মাআরিফুল কুরআন)

● ১৪৩ নং আয়াত:

আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়, বিপদাপদ দূর করার ক্ষেত্রে তাসবীহ ও ইস্তেগফার বিশেষ গুরুত্ব রাখে।

(১৪৭) আর আমি তাঁকে এক লক্ষ বা ততোধিক লোকের প্রতি রসূলরূপে পাঠালাম।	وَاَرْسَلْنٰهُ اِلٰى مِائَةِ اَلْفٍ اَوْ يَزِيْدُوْنَ ﴿١٤٧﴾
(১৪৮) অনন্তর তারা ঈমান আনল[১], ফলে আমি তাদেরকে এক নির্দিষ্টকাল[২] পর্যন্ত জীবনোপভোগ করতে দিলাম।	فَاٰمَنُوْا فَمَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ ﴿١٤٨﴾
(১৪৯) সুতরাং তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, তোমার প্রতিপালকের জন্য কি কণ্যাগণ, আর তাদের জন্য রয়েছে পুত্রগণ?	فَاسْتَفْتِهِمْ اَلِرَبِّكَ الْبَنٰتُ وَلَهُمُ الْبَنُوْنَ ﴿١٤٩﴾
(১৫০) না কি আমি তাদের উপস্থিতিতে ফেরেশতাগণকে নারীরূপে সৃষ্টি করেছি?	اَمْ خَلَقْنَا الْمَلٰٓئِكَةَ اِنَاثًا وَّهُمْ شٰهِدُوْنَ ﴿١٥٠﴾
(১৫১) জেনে রাখ, তারা অবশ্যই তাদের মিথ্যা থেকে বলছে যে,	اَلَآ اِنَّهُمْ مِّنْ اِفْكِهِمْ لَيَقُوْلُوْنَ ﴿١٥١﴾
(১৫২) আল্লাহ্ সন্তান জন্ম দিয়েছেন। আর নিঃসন্দেহে তারা মিথ্যাবাদী।	وَلَدَ اللّٰهُ ۙ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿١٥٢﴾

www.maktabatulabrar.com

(১৫৩) তিনি কি কন্যাদের পছন্দ করেছেন পুত্রদের পরিবর্তে?	اَصْطَفَى الْبَنٰتِ عَلَى الْبَنِيْنَ ﴿١٥٣﴾
(১৫৪) তোমাদের কী হল? তোমরা কীভাবে বিচার করছ?	مَا لَكُمْ ۫ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ﴿١٥٤﴾
(১৫৫) তোমরা কি চিন্তা-শক্তিকে কাজে লাগাও না?	اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿١٥٥﴾
(১৫৬) না কি তোমাদের কাছে কোন সুস্পষ্ট দলীল রয়েছে?	اَمْ لَكُمْ سُلْطٰنٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٥٦﴾
(১৫৭) তাহলে তোমাদের সেই গ্রন্থ নিয়ে এস যদি তোমরা সত্যবাদী হও।	فَاْتُوْا بِكِتٰبِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١٥٧﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, তাঁর কওমের প্রায় একলক্ষ বিশ হাজার লোক আসমানী আযাবের আলামত প্রত্যক্ষ করে এজমালীভাবে এবং মৎসের ঘটনার পর তিনি তথায় পৌছলে বিস্তারিতভাবে ঈমান আনয়ন করে।

(২) এক নির্দিষ্টকাল বা কিছুকাল বলে উদ্দেশ্য এই যে, যতদিন তারা পনরায় কুফর ও শিরকে লিপ্ত না হবে, ততদিন তারা আযাব থেকে বেঁচে থাকবে।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৫৩–১৫৭ নং আয়াতসমূহ:

১. আয়াতসমূহ দ্বারা জানা যায় যে, যারা হঠকারিতায় বদ্ধপরিকর, তাদরেকে এলযামী বা আক্রমণাত্মক জবাব দেয়াই অধিক উপযুক্ত। এলযামী বা আক্রমণাত্মক জবাব বলা হয় প্রতিপক্ষের দাবী তারই অন্য কোন স্বীকৃত নীতি দ্বারা খণ্ডন করা। এতে এটা জরুরী হয় না যে, সেই অন্য নীতিটা আমরাও স্বীকার করি; বরং প্রায়শই সে নীতিও ভ্রান্ত হয়ে থাকে, কিন্তু প্রতিপক্ষকে বোঝানোর জন্য একে কাজে লাগানো হয়। অত্র আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তাআলা তাদের বিশ্বাস খণ্ডন করার জন্য স্বয়ং তাদেরই এই ধারণাকে ব্যবহার করেছেন যে, কন্যা সন্তান লজ্জা ও দোষের বিষয়। বলাবাহুল্য, এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ্ তাআলার নিকটও কন্যা সন্তান লজ্জার বিষয়। এর মর্ম এটাও নয় যে, তারা যদি ফেরেশতাগণকে আল্লাহর কন্যা না বলে আল্লাহর পুত্র বলত, তাহলে তা সঠিক হত। বরং এটা একটা এলযামী জবাব, যার লক্ষ্য হল, স্বয়ং তাদের-ই স্বীকৃত ধারণা দ্বারা তাদের বিশ্বাসকে খণ্ডন করা। নতুবা এ জাতীয় বিশ্বাসের সত্যিকার জবাব তাই, যা কুরআন মাজীদের কয়েক জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, তাঁর কোন সন্তানের প্রয়োজন নেই, এবং সন্তান থাকা তার মহান মর্যাদার যোগ্যও নয়। (মাআরিফুল কুরআন)

২. সত্যকে বুঝতে হলে চিন্তা-শক্তিকে কাজে লাগাতে হবে।

৩. কোন দাবী প্রমাণ করতে চাইলে দলীল থাকতে হবে।

৪. আল্লাহ পুত্রদের পরিবর্তে কন্যাদের পছন্দ করেছেন– এ দাবীর পক্ষে তাদের কাছে কোন দলীল ছিল না।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৫৮–১৫৯ নং আয়াতদ্বয়:

আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ তাআলার স্ত্রী ও সন্তান থেকে পবিত্র হওয়ার বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে।

● ১৬১–১৬৩ নং আয়াতসমূহ:

আয়াতসমূহে বলা হয়েছে, আল্লাহর স্ত্রী আছে সন্তান আছে– এসব কথায় যারা জাহান্নামী তারা ছাড়া কেউ বিভ্রান্ত হয় না।

● ১৬৪–১৬৫ নং আয়াতদ্বয়:

আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে, যে ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা সাব্যস্ত করা হয়েছে, সেই ফেরেশতারা তো সর্বক্ষণ আল্লাহর হুকুম পালনে তৎপর থাকে, তাঁর তাসবীহ পাঠে রত থাকে।

وَاِنْ كَانُوْا لَيَقُوْلُوْنَ ﴿١٦٧﴾	(১৬৭) আর তারা বলত,
لَوْ اَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٦٨﴾	(১৬৮) যদি পূর্ববর্তীদের মত কোন উপদেশ (গ্রন্থ) আমাদের নিকট থাকত,
لَكُنَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿١٦٩﴾	(১৬৯) তবে সত্যিই আমরা আল্লাহর বিশিষ্ট বান্দা হতাম।
فَكَفَرُوْا بِهٖ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿١٧٠﴾	(১৭০) অতঃপর তারা তাকে (কুরআনকে) অস্বীকার করতে লাগল। সুতরাং তারা অচিরেই জানতে পারবে।
وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٧١﴾	(১৭১) আর অবশ্যই আমার বিশিষ্ট-বান্দা রসূলগণের জন্য এই সিদ্ধান্ত পূর্ব থেকেই নির্ধারিত হয়ে আছে যে,
اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُوْرُوْنَ ﴿١٧٢﴾	(১৭২) অবশ্যই তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে।
وَاِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ ﴿١٧٣﴾	(১৭৩) আর আমার সেনাদলই জয়ী থাকবে।
فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتّٰى حِيْنٍ ﴿١٧٤﴾	(১৭৪) অতএব, তুমি কিছুকালের জন্য তাদেরকে উপেক্ষা কর,
وَّاَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُوْنَ ﴿١٧٥﴾	(১৭৫) এবং তাদেরকে দেখতে থাক, শীঘ্রই তারাও (এর পরিণাম) দেখতে পাবে।
اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُوْنَ ﴿١٧٦﴾	(১৭৬) তবে কি তারা আমার আযাবের জন্য ত্বরা করছে?
فَاِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَآءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ ﴿١٧٧﴾	(১৭৭) যখন সেই আযাব তাদের আঙ্গিনায় নাযেল হবে, তখন সেই লোকদের সকালটি বড়ই মন্দ হবে যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে।

وَجَعَلُوْا بَيْنَهٗ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا ؕ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ اِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ ﴿١٥٨﴾	(১৫৮) আর তারা আল্লাহ্ ও জিনদের মধ্যে বংশীয় সম্পর্ক স্থির করেছে। অথচ (স্বয়ং) জিনরাও জানে যে, অবশ্যই তাদেরকে (অপরাধী রূপে) উপস্থিত করা হবে।
سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿١٥٩﴾	(১৫৯) আল্লাহ্ ঐ সমস্ত কথা থেকে পবিত্র, যা তারা বলে।
اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿١٦٠﴾	(১৬০) তবে যারা আল্লাহর বিশিষ্ট বান্দা (তারা পাকড়াও হবে না।)
فَاِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ ﴿١٦١﴾	(১৬১) কেননা, নিশ্চয়ই তোমরা এবং তোমরা যার ইবাদত কর তারা (সমবেত হয়েও),
مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفٰتِنِيْنَ ﴿١٦٢﴾	(১৬২) তাঁর (আল্লাহ্‌র) সম্বন্ধে (কাউকেই তোমাদের বিভ্রান্তি দ্বারা) বিগড়াতে পারবে না।
اِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيْمِ ﴿١٦٣﴾	(১৬৩) শুধুমাত্র তাদের ছাড়া, যারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে।
وَمَا مِنَّآ اِلَّا لَهٗ مَقَامٌ مَّعْلُوْمٌ ﴿١٦٤﴾	(১৬৪) এবং (ফেরেশতাগণ তো বলে,) আমাদের প্রত্যেকের জন্যই রয়েছে এক নির্দিষ্ট স্থান।
وَّاِنَّا لَنَحْنُ الصَّآفُّوْنَ ﴿١٦٥﴾	(১৬৫) এবং আমরা তো সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান থাকি।
وَاِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُوْنَ ﴿١٦٦﴾	(১৬৬) এবং আমরা তো তাসবীহ পাঠে নিমগ্ন থাকি।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এখানে জিন ও আল্লাহর মধ্যে বংশীয় সম্পর্ক স্থির করা বলতে বোঝানো হয়েছে যে, মক্কার কোরাইশরা ফেরেশতাগণ আল্লাহর কন্যা, আর তাদের "মা" হল জিন সরদার-দুহিতারা। এভাবে তারা জিন সরদার-দুহিতাদেরকে আল্লাহর স্ত্রী আখ্যা দিয়েছে (নাউযুবিল্লাহ) ইবনে জারীর, আবদ ইবনে হুমায়দ, আদম ইবনে আবী ইয়াস প্রমুখ হযরত মুজাহিদ (রহ.) থেকে এ ব্যাখ্যাই উল্লেখ করেছেন। ইবনে আবী হাতিম রাযীও আতিয়্যাহ থেকে তা-ই নকল করেছেন। (রূহুল মাআনী)

(২) আল্লামা আলূসী (রহ.)-এর মতে بِفٰتِنِيْنَ শব্দটি فَتَنَ غُلَامَه عليه بمعنى افسده (অর্থাৎ গোলামকে মুনীব সম্পর্কে বিগড়ে দিল।) কথা থেকে গৃহীত হয়েছে। এ হিসাবে তিনি আয়াতের অর্থ তাই করেছেন যা আমরা অনুবাদে উল্লেখ করেছি (أى ما أنتم بمفسدين على الله بإغوائكم) (রূহুল মাআনী)

www.maktabatulabrar.com

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৭০ নং আয়াত:

আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় কুরআন অস্বীকার করলে শাস্তি হবে।

● ১৭১–১৭২ নং আয়াতদ্বয়:

আয়াতদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নবী-রসূলগণ সর্বকালেই আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্ত তথা বিজয়ী ছিলেন। আদর্শিক বিজয় তো তারা সকলেই লাভ করেছিলেন। বৈষয়িক বিজয়ও তাদের অধিকাংশই লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কারণ, তাদেরকে অস্বীকারকারী অধিকাংশ কওম ও জাতিকেই ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। তবে কোন কোন নবী-রসূলের আদর্শিক বিজয়ের বৈষয়িক আলামত পরীক্ষা ইত্যাদির মত বিশেষ কোন উপযোগিতার কারণে পরকাল পর্যন্ত পিছিয়ে দেয়া হয়েছে।

● ১৭৩ নং আয়াত:

আয়াত দ্বারা এ শিক্ষা লাভ হয় যে, পার্থিব বিজয় হোক, কিংবা পরলৌকিক বিজয়, কোন জাতি কেবল বংশগত বৈশিষ্ট বা ধর্মের সাথে নামেমাত্র সম্পর্কের দ্বারা তা অর্জন করতে পারে না। বরং মানুষ যখন নিজেকে আল্লাহর বাহিনীর একজন সৈনিকরূপে গড়ে তোলে, তখনই তা অর্জিত হতে পারে। এর অপরিহার্য মর্মার্থ হচ্ছে এই যে, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর আনুগত্যকে লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। এখানে جُنْدَنَا আমার সেনাদল) শব্দটি ব্যক্ত করছে যে, যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে সে নিজের সকল কর্মশক্তি শয়তানী শক্তির বিরুদ্ধে ব্যয় করার জন্য আল্লাহর সাথে চুক্তি করে। এই শর্তের ওপরই বৈষয়িক অথবা আদর্শগত, পার্থিব অথবা পারত্রিক বিজয় নির্ভরশীল। (মাআরিফুল কুরআন থেকে সংক্ষেপিত)

(১৭৮) আর তুমি কিছুকালের জন্য তাদেরকে উপেক্ষা কর।	وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتّٰى حِيْنٍ ﴿١٧٨﴾
(১৭৯) এবং দেখতে থাক। শীঘ্রই তারাও এর পরিণাম দেখে নেবে।	وَّاَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُوْنَ ﴿١٧٩﴾
(১৮০) তোমার রব্ব -যিনি মহিমান্বিত- ঐ সমস্ত কথা থেকে পবিত্র, যা তারা বর্ণনা করে থাকে।	سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿١٨٠﴾
(১৮১) আর রসূলগণের প্রতি মহা শান্তি বর্ষিত হোক,	وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٨١﴾
(১৮২) আর সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি সারা বিশ্বের প্রতিপালক।	وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٨٢﴾

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৮০ নং আয়াত:

আল্লাহ তাআলা স্ত্রী ও সন্তানাদি থেকে পবিত্র।

● ১৮২ নং আয়াত:

আয়াতের শিক্ষণীয় হল মুমিনের কর্তব্য তার প্রত্যেকটি প্রসঙ্গ, ভাষণ ও বৈঠক আল্লাহর মহত্ব বর্ণনা ও প্রশংসা দিয়ে সমাপ্ত করবে। এ মর্মে হাদীসও বর্ণিত হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন)

www.maktabatulabrar.com

(৩৮) সূরা ছোয়াদ, মক্কী
৮৮ আয়াত, ৫ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

(১) ছোয়াদ (ص) শপথ উপদেশপূর্ণ কুরআনের।	صٓ وَالْقُرْاٰنِ ذِى الذِّكْرِ ﴿١﴾
(২) বরং এই কাফেররা অহংকার ও বিরোধিতায় লিপ্ত রয়েছে।	بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِىْ عِزَّةٍ وَّ شِقَاقٍ ﴿٢﴾
(৩) তাদের পূর্বে আমি বহু সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি, অতঃপর তারা আর্তনাদ করতে শুরু করেছে, কিন্তু সে সময় নিষ্কৃতি লাভের সময় ছিল না।	كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَّلَاتَ حِيْنَ مَنَاصٍ ﴿٣﴾
(৪) আর তারা বিস্ময়বোধ করে যে, তাদের নিকট তাদেরই মধ্য থেকে একজন সতর্ককারী আগমন করেছে। এবং কাফেররা বলে, এ তো এক চরম মিথ্যাচারী, যাদুকর।	وَعَجِبُوْٓا اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ ز وَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا سٰحِرٌ كَذَّابٌ ﴿٤﴾
(৫) সে কি এতগুলো উপাস্যের স্থলে মাত্র একজন উপাস্য স্থির করে দিল? বাস্তবিকই এটা এক বড় বিস্ময়কর ব্যাপার!	اَجَعَلَ الْاٰلِهَةَ اِلٰهًا وَّاحِدًا ج اِنَّ هٰذَا لَشَىْءٌ عُجَابٌ ﴿٥﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

শানে নুযূল: উল্লেখিত আয়াতগুলোর শানে নুযূল সম্পর্কে ইমাম আহমাদ, ইবনে আবী শায়বা, 'আব্দ উবনে হুমায়দ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে জারীর প্রমুখ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আবূ তালিব অসুস্থ হয়ে পড়লে, আবূ জাহলসহ কোরাইশদের একটি দল তার নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, আপনার ভাতিজা আমাদের দেব-দেবীর নিন্দামন্দ করে এবং একথা ওকথা বলে। আপনি যদি তাকে ডেকে এনে নিষেধ করে দিতেন। সেমতে তিনি তাঁকে ডাকলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাশরীফ আনলে আবূ তালিব বললেন, ভাতিজা! তোমার বিরুদ্ধে তোমার সম্প্রদায়ের অভিযোগ, তুমি নাকি তাদের প্রতিমাদের নিন্দামন্দ কর এবং একথা ওকথা বল। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, চাচাজান! আমি তাদের থেকে শুধু একটি কথা চাই, যার কারণে সমগ্র আরব তাদের সামনে মাথানত করবে এবং আনাররা জিযয়া প্রদান করবে। তারা

খুশী হয়ে বললো, সে কথাটি কি, শুধু একটি কেন? আমরা এমন দশটি বলতেও রাজী আছি। তিনি বললেন, সেটি হল " لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ " তখন তারা সবাই পরিধেয় বস্ত্র ঝেড়ে উঠে দাঁড়াল এবং বলল, আমরা কি সমস্ত দেব-দেবীকে পরিত্যাগ করে মাত্র একজনকে অবলম্বন করব? এ যে বড় বিস্ময়কর ব্যাপার! এই সূরার ৮নং আয়াত পর্যন্ত উল্লেখিত কথাগুলো বলতে বলতে তারা প্রস্থান করল। তখন সূরা ছোয়াদের এই প্রাথমিক আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১–৫ নং আয়াতসমূহ:

১. অহংকার ও ধর্ম-বিরোধিতার নিন্দা করা হয়েছে।

২. আল্লাহ যখন কোন জাতিকে ধ্বংস করেন, তখন তাদের নিষ্কৃতির কোন পথ থাকে না।

৩. কুরায়শের কাফেররাও অন্যান্য অবাধ্য জাতির ন্যায় নবীকে মিথ্যুক ও যাদুকর আখ্যায়িত করেছিল।

৪. তাওহীদ গ্রহণ ও দেবদেবি বর্জনের শিক্ষা বর্ণিত হয়েছে।

وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ اَنِ امْشُوْا وَاصْبِرُوْا عَلٰٓى اٰلِهَتِكُمْ ۚ اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ يُّرَادُ ۚ ۝٦	(৬) তাদের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি একথা বলে প্রস্থান করে যে, চল এবং উপাস্যদের উপর অটল থাক। এটা তো (অর্থাৎ তাওহীদের দিকে আহবান করা-এই নবীর) কোন উদ্দেশ্যমূলক ব্যাপার[১]।
مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِى الْمِلَّةِ الْاٰخِرَةِ ۚ اِنْ هٰذَآ اِلَّا اخْتِلَاقٌ ۝٧	(৭) আমরা তো এরূপ কথা অতীত ধর্মে[২] শুনিনি। এটা মনগড়া উক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়।
ءَاُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْۢ بَيْنِنَا ۭ بَلْ هُمْ فِىْ شَكٍّ مِّنْ ذِكْرِىْ ۚ بَلْ لَّمَّا يَذُوْقُوْا عَذَابِ ۝٨	(৮) আমাদের মধ্য থেকে কি কেবল এই ব্যক্তিরই উপর আল্লাহর কালাম নাযেল করা হয়েছে? বরং এরা আমার ওহী সম্পর্কে সন্দেহের মধ্যে রয়েছে। বরং এরা এখন পর্যন্ত আমার শাস্তি আস্বাদন করেনি।
اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَآئِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيْزِ الْوَهَّابِ ۝٩	(৯) নাকি তাদের কাছে তোমার পরাক্রমশালী অতি দানশীল প্রতিপালকের রহমতের কোন ভাণ্ডার রয়েছে?
اَمْ لَهُمْ مُّلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوْا فِى الْاَسْبَابِ ۝١٠	(১০) নাকি আসমানসমূহ, জমিন ও এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে সেগুলোর উপর তাদের কোন আধিপত্য আছে? তাহলে তাদের সিঁড়ি লাগিয়ে আকাশে আরোহণ করা উচিত।

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, এসব কথার উদ্দেশ্য হল নিজের প্রতিপত্তি লাভ করে আমাদের উপর নেতৃত্ব করা।

(২) অতীত ধর্মে বলতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) মুজাহিদ, মুহাম্মাদ ইবনে কাব ও মুকাতিল প্রমুখের মতে নাসারা বা খৃষ্টানদের ধর্মকে বোঝানো হয়েছে। (রূহুল মাআনী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৬–১০ নং আয়াতসমূহ:

১. নবীর তাওহীদের দাওয়াতকে মক্কার কাফেররা উদ্দেশ্যমূলক, অভিনব এবং মনগড়া উক্তি আখ্যায়িত করেছিল।

২. "বরং এরা এখন পর্যন্ত আমার শাস্তি আস্বাদন করেনি" বলে মক্কার মুশরিকদেরকে শাস্তির হুমকি দিয়ে রাখা হয়েছিল।

৩. নবুয়ত আল্লাহর রহমত তথা দান। এই রহমতের ভাণ্ডার কোন মানুষের নিয়ন্ত্রণে নয় যে, তারা যাকে চাইবে তাকেই নবুয়ত প্রদান করা হবে।

৪. আসমান ও যমিনের কোন কিছুর উপর মানুষের আধিপত্য নেই। আধিপত্য থাকলে তারা আল্লাহর কাছে পৌঁছে আল্লাহর সঙ্গে আধিপত্যের লড়াইয়ে অবতীর্ণ লিপ্ত হয়ে তা প্রমাণ করুক।

جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُوْمٌ مِّنَ الْاَحْزَابِ ۝١١	(১১) তারা[১] (নবী-রসূলগণের বিরোধী) দলসমূহের মধ্য থেকে একটি বড় দল, যারা[২] সেখানে[৩] (মক্কায়) পরাজিত হবে।
كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّعَادٌ وَّفِرْعَوْنُ ذُو الْاَوْتَادِ ۝١٢	(১২) তাদের পূর্বেও মিথ্যা প্রতিপাদন করেছিল নূহ-সম্প্রদায়, 'আদ সম্প্রদায় এবং কীলকের অধিকারী ফেরআউন (যে খুঁটা রাজত্ব গেড়ে বসেছিল।)
وَثَمُوْدُ وَقَوْمُ لُوْطٍ وَّاَصْحٰبُ الْاَيْكَةِ ۭ اُولٰٓئِكَ الْاَحْزَابُ ۝١٣	(১৩) এবং ছামূদ ও লূত সম্প্রদায় এবং আইকার অধিবাসীগণও; এরাই ছিল সেই দলসমূহ।
اِنْ كُلٌّ اِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ۝١٤	(১৪) এরা সবাই রসূলগণের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল, ফলে (তাদের উপর) আমার শাস্তি পতিত হয়ে গেল।
وَمَا يَنْظُرُ هٰٓؤُلَآءِ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ ۝١٥	(১৫) আর তারা কেবল একটি ভীষণ ধ্বনির প্রতীক্ষায় আছে, যাতে ফাওয়াক[৫] পরিমাণ অবকাশও থাকবে না।
وَقَالُوْا رَبَّنَا عَجِّلْ لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ۝١٦	(১৬) তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের (আযাবের) অংশ হিসাব-দিবসের আগেই আমাদেরকে দিয়ে দাও।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) ইশারা করা হয়েছে যে, এখানে جُنْدٌ এর পূর্বে একটি هم মুবতাদা বা উদ্দেশ্য উহ্য রয়েছে।

(২) جُنْدٌ শব্দের تنوين টি تقليل এর জন্যও হতে পারে আবার تكثير বা تعظيم এর জন্যও হতে পারে। ما শব্দটি উক্ত تقليل বা تكثير এর تمييد এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। অনেক তাফসীরবিদ تكثير এর দিককেই প্রাধান্য দিয়েছেন। সে হিসেবেই আমাদের উক্ত অনুবাদ।

(৩) প্রসিদ্ধ মতানুসারে هُنَالِكَ শব্দটি مَهْزُوْمٌ এর ظرف হয়েছে। সে হিসাবেই আমরা অনুবাদ করেছি। (রূহুল মাআনী)

(৪) –এর অর্থ এরূপও হতে পারে– এবং ফেরআউন যে খুঁটা (রাজত্ব) গেড়ে বসেছিল।

(৫) فَوَاق শব্দের মূল অর্থ একবার দুধ দহন করার পর পুনরায় স্তনে দুধ আসার মধ্যবর্তী সময়। এ হিসাবে আয়াতের মর্ম হল, সিংগায় ফুঁ দেয়ার পর আর সামান্য অবকাশও দেয়া হবে না। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), মুজাহিদ ও কাতাদা থেকে এর অর্থ "পুনরাবৃত্তি ঘটা" বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ একবার সিংগায় ফুঁ দিলে আর এর পুনরাবৃত্তি ঘটবে না। অবশ্য কুরতুবী (রহ.) একটি হাদীস দ্বারা এর মর্ম এই বলেছেন যে, একবার সিংগায় ফুঁ দেয়ার পর অনবরত চলতে থাকবে। কোন বিরতি হবে না।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১১ নং আয়াত:

আয়াতে মক্কার মুশরিকদের পরাজিত হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে।

● ১২–১৪ নং আয়াতসমূহ:

আয়াতসমূহে নূহ সম্প্রদায় এবং তাদের পরবর্তী আদ, ফিরআউন, ছামূদ, আইকার অধিবাসী প্রমুখের শাস্তিপ্রাপ্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

● ১৫ নং আয়াত:

১. কেয়ামত হবে একটা ভীষণ ধ্বনি (সিংগা-ধ্বনি)।

২. সিংগায় ফুঁ দেয়ার পর আর সামান্য অবকাশও দেয়া হবে না।

اِصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوٗدَ ذَا الْاَيْدِ ۚ اِنَّهٗۤ اَوَّابٌ ﴿۱۷﴾	(১৭) তারা যা বলে, তাতে তুমি সবর কর এবং আমার শক্তিশালী বান্দা দাউদকে স্মরণ কর। নিশ্চয় সে হল (আল্লাহর প্রতি) খুব মনোনিবেশকারী[১]।
اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهٗ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِشْرَاقِ ﴿۱۸﴾	(১৮) আমি পর্বতমালাকে তার অনুগামী করে দিয়েছিলাম, তারা সকাল-বিকাল তার সাথে তাসবীহ পাঠ করত[২]।

www.maktabatulabrar.com

وَالطَّيْرَ مَحْشُوْرَةً ؕ كُلٌّ لَّهٗ اَوَّابٌ ﴿۱۹﴾	(১৯) আর পক্ষীকুলকেও –যারা তার কাছে সমবেত হত– সকলেই তাঁর (তাসবীহের) কারণে৩ যিকিরে রত থাকত।
وَشَدَدْنَا مُلْكَهٗ وَاٰتَيْنٰهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ ﴿۲۰﴾	(২০) এবং আমি তার রাজত্বকে সুদৃঢ় করেছিলাম, আর তাকে দিয়েছিলাম হেকমত ও ফয়সালাকারী বাগ্মিতা[৪]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত এক হাদীসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহর নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয় নামায হল দাউদ (আ.)-এর নামায এবং সর্বাধিক পছন্দনীয় রোযা হল দাউদ (আ.)-এর রোযা। তিনি অর্ধরাত্রি নিদ্রা যেতেন, এক তৃতীয়াংশ ইবাদত করতেন এবং পুনরায় রাত্রির ষষ্ঠাংশে নিদ্রা যেতেন। আর তিনি একদিন পর পর রোযা রাখতেন। শত্রুর মোকাবেলায় অবতীর্ণ হয়ে কখনও পশ্চাদপদ হতেন না। নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন খুব মনোনিবেশকারী।

(২) এটা যেহেতু দাউদ (আ.)-এর একটি অন্যতম মু'জিযা ছিল, তাই এটাকেও তার প্রতি কৃত অনুগ্রহসমূহের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া পর্বতমালা ও পক্ষীকুলের তাসবীহের ফলে যিকরের বিশেষ এক আনন্দঘন পরিবেশ সৃষ্টি হত। ফলে ইবাদতে বেশ ফূর্তি, সজীবতা ও সাহসিকতা অনুভূত হত। সঙ্গবদ্ধ যিক্‌রের আরও একটি উপকারিতা এই যে, এতে যিক্‌রের বরকত পরস্পরের উপর প্রতিফলিত হতে থাকে। (মাআরিফুল কুরআন)

(৩) ইশারা করা হয়েছে যে, كُلٌّ لَّهٗ اَوَّابٌ এর লাম বর্ণটি تعليليه বা হেতুবোধক। (রূহুল মাআনী)

(৪) فَصْلَ الْخِطَاب এর বিভিন্ন তাফসীর করা হয়েছে। এক ব্যাখ্যা অনুসারে فصل শব্দটি তার معنى مصدرى তে ব্যবহার হয়েছে এবং الخطاب অর্থ الخصام বা ঝগড়া-বিবাদ। এ হিসাবে " فصل الخطاب এর ভাবার্থ হল ঝগড়া-বিবাদের বিচার-শক্তি। এক ব্যাখ্যা অনুসারে فصل শব্দটি اسم فاعل অর্থাৎ الفاصل অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, আর الخطاب অর্থ হবে الكلام। সে হিসাবে فَصْلَ الْخِطَاب এর অর্থ দাঁড়ায় الكلام الفصل بين الصحيح والسقيم والحق والباطل অর্থাৎ এমন কথা ও ভাষা, যা সঠিক ও বেঠিক এবং হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে। অপর এক ব্যাখ্যায় الخطاب অর্থ الكلام এবং فصل অর্থ সুস্পষ্ট করা। সে হিসাবে আয়াতের মর্ম দাঁড়ায় এমন কথা ও বাক্য তাকে দেয়া হয়েছে, যা সুস্পষ্টভাবে মনের ভাবকে ফুটিয়ে তুলত, তার ভাষায় অস্পষ্টতার ছোঁয়ামাত্রও ছিল না। বক্তৃতায় হামদ ও সালাতের পর اَمَّا بَعْد কথাটি সর্বপ্রথম তিনিই ব্যবহার করেছিলেন।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৭ নং আয়াত:

১. ধর্ম-বিরোধীদের কথাবার্তায় সবর করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

২. নেককার মনীষীদের কথা স্মরণ করলে তাঁদের আদর্শে আদর্শবান হওয়ার চেতনা জাগ্রত হয়। এজন্যই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দাউদ (আ.)–এর কথা স্মরণ করতে বলা হয়েছে।

● ১৮–১৯ নং আয়াতদ্বয়:

১. হযরত দাউদ (আ.)–এর কয়েকটি মুজিযার কথা আলোচিত হয়েছে।

২. ১৮ নং আয়াতে উল্লেখিত وَالْاِشْرَاق শব্দটি দ্বারা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) চাশ্‌তের নামায শরীয়তসিদ্ধ হওয়ার প্রমাণ পেশ করেছেন। কেউ কেউ চাশতের নামাযকে সালাতে আউয়াবীন, আবার কেউ কেউ সালাতে এশরাকও বলেছেন। পরবর্তীতে সালাতে আউয়াবীন নাম মাগরিবের পর ছয় রাকআতের জন্য এবং সালাতে এশরাক নাম সূর্যোদয়ের পর দুই/চার রাকআত নফল নামাযের জন্য অধিক খ্যাত হয়। (মাআরিফুল কুরআন)

● ২০ নং আয়াত:

১. হযরত দাউদ (আ.)–এর রাজত্ব ছিল সুদৃঢ়।

২. হযরত দাউদ (আ.)কে হেকমত ও ফয়সালাকারী বাগ্মিতা দান করা হয়েছিল। (৪ নং টীকা দ্রষ্টব্য)

وَهَلْ اَتٰىكَ نَبَؤُا الْخَصْمِ ۘ اِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ﴿٢١﴾	(২১) আর তোমার কাছে সেই বাদী-বিবাদীর সংবাদ পৌঁছেছে কি? যখন তারা দেওয়াল টপকে ইবাদতখানায় প্রবেশ করল।
اِذْ دَخَلُوْا عَلٰى دَاوٗدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوْا لَا تَخَفْ ۚ خَصْمٰنِ بَغٰى بَعْضُنَا عَلٰى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَاۤ اِلٰى سَوَآءِ الصِّرَاطِ ﴿٢٢﴾	(২২) যখন তারা দাউদের নিকট পৌঁছল, তখন সে তাদেরকে দেখে ভয় পেয়ে গেল। তারা বলল, ভয় পাবেন না। আমরা বিবাদকারী দুই ব্যাক্তি, আমরা একে অন্যের প্রতি বাড়াবাড়ি করেছি। অতএব আপনি আমাদের মধ্যে ন্যায়ভাবে মীমাংসা করে দিন এবং অবিচার করবেন না। আর আমাদেরকে সঠিক পথ বলে দিন।
اِنَّ هٰذَاۤ اَخِىْ لَهٗ تِسْعٌ وَّ تِسْعُوْنَ نَعْجَةً وَّلِىَ نَعْجَةٌ وَّاحِدَةٌ فَقَالَ اَكْفِلْنِيْهَا وَعَزَّنِىْ فِى الْخِطَابِ ﴿٢٣﴾	(২৩) (মোকাদ্দমা এই যে,)নিঃসন্দেহে এই লোকটি আমার (ধর্মীয়) ভাই, তার নিকট নিরানব্বইটি মাদী দুম্বা রয়েছে, আর আমার নিকট রয়েছে একটি মাদী দুম্বা। কিন্তু সে বলছে যে, এটিও আমাকে দিয়ে দাও, এবং কথার জোরে আমাকে পরাস্ত করেছে।

www.maktabatulabrar.com

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ اِلٰى نِعَاجِهٖ ؕ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْخُلَطَآءِ لَيَبْغِىْ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَقَلِيْلٌ مَّا هُمْ ؕ وَظَنَّ دَاوٗدُ اَنَّمَا فَتَنّٰهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهٗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَّاَنَابَ ﴿٢٤﴾ السجدة	(২৪) সে (দাউদ) বলল, নিশ্চয় সে তোমার দুম্বাটিকে নিজের দুম্বাগুলোর সাথে সংযুক্ত করার আবেদন করে তোমার প্রতি অবিচার করেছে। এবং শরীকদের অনেকেই একে অপরের প্রতি জুলুম করে থাকে, কিন্তু যারা ঈমান রাখে ও নেক আমলাদি করে (তারা এরূপ করে না।)। আর এমন লোক খুবই কম। আর দাউদের খেয়াল হল যে, আমি তাকে পরীক্ষায় ফেলেছি। তাই সে স্বীয় রব্বের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করল এবং সেজাদায় লুটিয়ে পড়ল এবং (আল্লাহর দিকে) রুজু হল।
فَغَفَرْنَا لَهٗ ذٰلِكَ ؕ وَاِنَّ لَهٗ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى وَحُسْنَ مَاٰبٍ ﴿٢٥﴾	(২৫) অতঃপর আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম[১]। নিশ্চয়ই আমার কাছে তার জন্য রয়েছে (বিশেষ) নৈকট্য ও উত্তম পরিণাম।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, উক্ত ঘটনার পর হযরত দাউদ (আ.) বুঝতে পারলেন যে, এটা আমার জন্য এক পরীক্ষা ছিল। এই খেয়াল আসার সাথে সাথেই তিনি স্বীয় ত্রুটি মাফ করানোর জন্য অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আল্লাহর সামনে সাজাদায় লুটিয়ে পড়লেন। অবশেষে আল্লাহ তাঁর সেই ত্রুটি ক্ষমা করে দেন।

হযরত দাউদ (আ.)-এর সেই ত্রুটি কি ছিল, যার প্রতি অত্র আয়াতগুলোতে ইশারা করা হয়েছে, সে সম্পর্কে তাফসীরবিদগণ অনেক লম্বা-চওড়া ঘটনা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হাফিজ ইমাদুদ্দীন ইবন কাছীর (রহ.) এ সম্পর্কে লিখেন যে,

قدذكر المفسرون ههنا قصة اكثرها ماخود من الاسراءيليات ولم يثبت فيهب عن المعصوم حديث يجب اتباعه

অর্থাৎ, এখানে তাফসীরবিদগণ এমন ঘটনা উল্লেখ করেছেন, যার সিংহভাগ ইসরাঈলিয়াত বা ইহুদী-নাসারাদের বর্ণনা থেকে গৃহীত। এ ব্যাপারে নিস্পাপ সত্তা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এমন কোন হাদীছ পাওয়া যায় না, যার অনুসরণ করা জরুরী। এবং হাফিজ আবূ মুহাম্মাদ ইবনে হাযম (রহ.) স্বীয় "কিতাবুল-ফাসল" গ্রন্থে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে এসব ঘটনা খণ্ডন করেছেন। আবূ তাইয়ান প্রমুখ এসব ঘটনা থেকে আলাদা থেকে আয়াতের যে ব্যাখ্যা ও মর্ম নির্ণয় করতে চেয়েছেন, সেটাও এক প্রকার টানাটানি থেকে মুক্ত নয়। আমাদের নিকট মূল কথা সেটাই যা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। অর্থাৎ হযরত দাউদ (আ.)-এর এই পরীক্ষা এক পর্যায়ের এ'জাব (আপন কাজের প্রতি গর্বিত হওয়া, খোদ পছন্দী)–এর ভিত্তিতেই হয়েছিল। ঘটনার বিবরণ এই যে, একদা হযরত দাউদ (আ.) আল্লাহর দরবারে আরজ করলেন, হে পরওয়ারদিগার! দিন-রাতের এমন

কোন মুহূর্ত নেই, যাতে দাউদ পরিবারের কোন না কোন সদস্য আপনার ইবাদতে (নামায, তাসবীহ ও তাকবীরে) লিপ্ত না থাকে। (একথা তিনি এই জন্যই বলেছিলেন যে, তিনি দিন-রাত্রির ২৪ ঘণ্টা স্বীয় পরিবারের উপর পালাক্রমে বণ্টন করে রেখেছিলেন, যাতে তার ইবাদতখানা কোন মুহূর্তেই এবাদত থেকে খালী না থাকতে পারে।) এমন ধরনের আরও কিছু বিষয় তিনি আরজ করেন। কিন্তু এসব কথা আল্লাহ্ তাআলা পছন্দ করলেন না। ইরশাদ হল যে, দাউদ! এসব একমাত্র আমারই তাওফীকে হয়েছে। যদি আমার সাহায্য না হত হবে তুমি একাজে সক্ষম হতে না। আমার জালালের কসম! একদিন আমি তোমাকে তোমার হাতে ছেড়ে দেব (অর্থাৎ স্বীয় মদদ সরিয়ে নেব এবং দেখব তুমি সেসময় কীভাবে ইবাদতে লিপ্ত থাক, আর স্বীয় নিজাম ও শৃংখলা কীভাবে কায়েম রাখতে পার।) হযরত দাউদ (আ.) আরজ করলেন, হে পরওয়ারদিগার! সে দিনটি সম্পর্কে আমাকে অবহিত করবেন। ব্যস, সেদিনই তিনি পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে যান। (হাদীছটি হাকেম আবূ আবদিল্লাহ্ আল-মুসতাদরাকে উল্লেখ করে মন্তব্য করেছেন যে, এটি সহীহ হাদীছ, আর হাফিজ যাহাবী (রহ.) তালখীসুল-মুসতাদরাকে উক্ত মতের পূর্ণ সমর্থন করেছেন।) হাদীছটি এ কথাই প্রমাণ করে যে, পরীক্ষার ধরন শুধু এতটুকুতে সীমাবদ্ধ থাকা চাই যে, যখন দাউদ (আ.) যে ইবাদতে লিপ্ত হতেন, সর্বাত্মক চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি তাতে মশগুল থাকতে পারবেন না এবং স্বীয় নেজাম ও শৃংখলা বজায় রাখতে সক্ষম হবেন না। হয়েছিলও তাই। অকস্মাৎ বাদী-বিবাদীর এভাবে দেওয়াল টপকিয়ে আসা হযরত দাউদ (আ.) কে ঘাবড়িয়ে দিয়েছিল এবং তাঁকে ভাবিয়ে তুলেছিল যে, এরা কি মানুষ না অন্য কোন মাখলূক। মানুষ হলে এই অসময়ে আসার দুঃসাহস পেল কোত্থেকে। প্রহরীরাই বা কেন বাধা দেয়নি। দরজা দিয়ে প্রবেশ না করলে এক উঁচু দেওয়াল টপকালোই বা কীভাবে ইত্যাদি। অতঃপর তাদের বিচার প্রার্থনা করা এবং তার মীমাংসা করা ইত্যাদিতে তিনি তাঁর ইবাদতের নিমগ্নতা রক্ষা করতে পারেননি। প্রকৃতপক্ষে এই বাদী-বিবাদী কি মানুষই ছিলেন না ফেরেশতারা এভাবে ঘটনাটি সাজিয়ে নিয়ে এসেছেন–এ সম্বন্ধে দ্বিবিধ মতই তাফসীরবিদগণ থেকে বর্ণিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)–এর হাদীছের মাধ্যমে হযরত দাউদ (আ.)-এর পরীক্ষার যে ব্যাখ্যা আমরা তুলে ধরলাম ইমামুল আসর আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশমীরী ও শায়খুল ইসলাম মাওলানা শাব্বীর আহমদ উছমানী উভয়ে এই ব্যাখ্যাকেই সঠিক বলে আখ্যায়িত করেছেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও ফয়জুল বারী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২২ নং আয়াত:

১. কোন ভয়াবহ জিনিস দেখে স্বাভাবিকভাবে ভীত হয়ে যাওয়া নবুয়ত ও ওলীত্বের পরীপন্থী নয়। তবে এই ভীতিকে মন-মস্তিকে বদ্ধমূল করে কর্তব্য কাজ ছেড়ে দেয়া অবশ্যই মন্দ। (রূহুল মাআনী ও মাআরিফুল কুরআন)

২. কোন অনিয়ম বা বিশৃঙ্খলা পরিলক্ষিত হলে প্রকৃত অবস্থা উদঘাটিত না হওয়া পর্যন্ত সবর করা উচিত। (প্রাগুক্ত)

৩. আল্লাহ্ তাআলা যাকে বড় মর্যাদা দান করেছেন এবং সাধারণ মানুষের প্রয়োজনাদি তার সাথে সম্পর্কযুক্ত করেছেন, তার উচিত অভাবগ্রস্তদের অনিয়ম ও কথাবার্তায় ভুলভ্রান্তিতে যথাসম্ভব ধৈর্য ধরা,

www.maktabatulabrar.com

এটাই তার পদমর্যাদার দাবী। বিশেষভাবে শাসক, বিচারক ও মুফতীগণের এদিকে লক্ষ্য রাখা জরুরী। কারণ, বাদী-বিবাদীর অসময়ে হযরত দাউদ (আ.)–এর নিকট পৌছা, ন্যায়ভাবে মীমাংসা করার দাবী জানানো এবং অবিচার না করার কথা বলা ইত্যাদি সবই ছিল ধৃষ্টতাপূর্ণ। কিন্তু তিনি রাগ না করে সবর করেছেন। (প্রাগুক্ত)

● ২৪ নং আয়াত:

১. কোন ধরনের চাপ সৃষ্টি করে হাদিয়া বা চাঁদা চাওয়াও এক প্রকার ছিনতাই। সুতরাং যদি চাঁদা তলবকারী ব্যক্তি ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী বা প্রভাবশালী ব্যক্তি হয় এবং যার নিকট তলব করা হচ্ছে তিনি যদি তার ব্যক্তিত্বের প্রভাব ও চাপের কারণে অস্বীকার করতে না পারেন, তবে তা হাদিয়া তলব হোক বা চাঁদা, সর্বাবস্থায়ই ছিনতাই হিসাবে গণ্য হবে। কারণ দাউদ (আ.) এক ব্যক্তির শুধু অপরের দুম্বা চাওয়াকেই জুলুম আখ্যা দিয়েছেন। অথচ বাহ্যিকভাবে শুধু কারও নিকট কিছু চাওয়া কোন অপরাধ নয়। কারণ এটাই ছিল যে, যদিও দেখতে শুধু চাওয়া ছিল, কিন্তু যেভাবে কথা ও কর্মের চাপ প্রয়োগ করে এই চাওয়াটা ঘটেছিল তাতে সেটা ছিনতাইয়ের রূপ পরিগ্রহ করেছিল। (মাআরিফুল কুরআন)

২. শরীকী কাজ-কারবারে খুব সাবধানতা প্রয়োজন। এসব ক্ষেত্রে প্রায়ই একের দ্বারা অপরের অধিকার ক্ষুন্ন হয়ে থাকে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা গুনাহের কারণ হয়ে যায়। (মাআরিফুল কুরআন)

৩. ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) এই আয়াতের দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন যে, যদি নামাযে সাজদার আয়াত তেলাওয়াত করা হয়, তবে রুকুতে সাজদার নিয়ত করার দ্বারা সাজদা আদায় হয়ে যাবে। কারণ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা সাজদার জন্য রুকু শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ۝٢٦	(২৬) হে দাউদ! আমি তো তোমাকে ভূপৃষ্ঠে খলীফা (প্রতিনিধি ও হাকেম) নিযুক্ত করেছি। অতএব, মানুষের মাঝে ন্যায়ভাবে মীমাংসা করতে থাক, এবং খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবে না। (কেননা) তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে। যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়, তাদের জন্য কঠোর আযাব সুনিশ্চিত এই কারণে যে, তারা বিচার দিবসকে ভুলে রয়েছে।
وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ؕ ذٰلِكَ ظَنُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنَ النَّارِ ۝٢٧	(২৭) আমি আসমান, যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী কোন কিছু অযথা সৃষ্টি করিনি। এটা কাফেরদের ধারণা। অতএব, কাফেরদের জন্য রয়েছে বড় দুর্ভোগ অর্থাৎ জাহান্নাম।

(২৮) তবে কি আমি বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীল-দেরকে পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী (কাফের) দের সমান করব? না কি আমি পরহেযগারদেরকে দুষ্কার্যকারীদের সমান করে দেব?	اَمْ نَجْعَلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَالْمُفْسِدِيْنَ فِى الْاَرْضِ ۚ اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِيْنَ كَالْفُجَّارِ ﴿٢٨﴾
(২৯) এটি একটি বরকতময় কিতাব, যা আমি তোমার প্রতি এজন্য নাযেল করেছি যে, মানুষ এর আয়াতসমূহে গভীরভাবে চিন্তা করবে এবং বুদ্ধিমানগণ উপদেশ গ্রহণ করবে।	كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ مُبٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْٓا اٰيٰتِهٖ وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿٢٩﴾

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৬ নং আয়াত:

১. নবী-রসূলগণের পৃথিবীতে আগমনের অন্যতম একটি উদ্দেশ্য এও যে, তাঁরা আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে এখানে আল্লাহর বিধি-বিধান কার্যকর ও বাস্তবায়ন করবেন, এবং এখানে আল্লাহর দেয়া শরীয়তের বাইরে যাওয়ার কোন অধিকার কারও নেই। (মাআরিফুল কুরআন) সূরা বাকারার শুরুতে খালীফা শব্দের বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

২. ইসলামী রাষ্ট্রের বুনিয়াদী কাজ হল সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। (মাআরিফুল কুরআন)

৩. সুবচার প্রতিষ্ঠার মূল ভিত্তি হল খেয়াল-খুশীর অনুসরণ না করা এবং হিসাব-দিবসের কথা সর্বদা মনে রাখা। (প্রাগুক্ত)

৪. দায়িত্বশীল পদে নিয়োগের জন্য সর্বপ্রথম দেখার বিষয় চরিত্র। (প্রাগুক্ত)

● ২৭-২৯ নং আয়াতসমূহ:

১. পৃথিবীকে উদ্দেশ্যহীন সৃষ্টি করা হয়নি।

২. যারা পৃথিবীকে উদ্দেশ্যহীন সৃষ্টি করা হয়েছে বলে মনে করে তারা কাফের।

৩. মুমিন ও কাফের এবং পরহেযগার ও দুস্কার্যকারীদের পরিণাম সমান হবে না।

৪. কুরআন এক বরকতময় কিতাব।

৫. খারাপ পরিণাম থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কুরআন থেকে উপদেশ গ্রহণ করাই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।

(৩০) আর আমি দাউদকে (পুত্ররূপে) সুলায়মান দান করেছি। সে খুব ভাল বান্দা ছিল, সে ছিল (খোদার প্রতি) অতি মনোনিবেশকারী।	وَوَهَبْنَا لِدَاوٗدَ سُلَيْمٰنَ ۭ نِعْمَ الْعَبْدُ ۭ اِنَّهٗٓ اَوَّابٌ ﴿٣٠﴾
(৩১) যখন তাঁর সামনে অপরাহ্নে উৎকৃষ্ট সাফিনা ঘোড়াগুলো[১] পেশ করা হল,	اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصّٰفِنٰتُ الْجِيَادُ ﴿٣١﴾

www.maktabatulabrar.com

(৩২) তখন সে বলল, আমি তো আমার পরওয়ারদিগারের স্মরণ বিস্মৃত হয়ে সম্পদের মহব্বতে মুগ্ধ হয়ে পড়েছি-এমনকি সূর্য ডুবে গেছে।	فَقَالَ اِنِّيْٓ اَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّيْ ۚ حَتّٰى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ﴿٣٢﴾
(৩৩) এগুলোকে আমার কাছে ফিরিয়ে আন। অতঃপর সে সেগুলোর পায়ের গোছা ও গর্দানসমূহ ছেদন করতে লাগল[২]।	رُدُّوْهَا عَلَيَّ ۭ فَطَفِقَ مَسْحًۢا بِالسُّوْقِ وَالْاَعْنَاقِ ﴿٣٣﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১ صَافِنَةُ (শব্দের অর্থ এমন ঘোড়া যা তিন পায়ে দাঁড়িয়ে একটি পায়ের ক্ষুর বাঁকিয়ে খাড়া করে রাখে। এমন ঘোড়া খুব তেজি ও শক্তিশালী হয়ে থাকে। (জালালাইন)

(২) অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতানুসারে এই অনুবাদ গ্রহণ করা হয়েছে। আল্লামা ইবনে কাছীরও এই মতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। একটি মারফূ হাদীছ দ্বারাও এর সমর্থন পাওয়া যায়। হাদীছটি আল্লামা সুয়ূতী বর্ণনা করেছেন। এই হাদীছের সমর্থনের কারণে আমরা উক্ত ব্যাক্যকেই অগ্রাধিকার দিয়েছি।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩০-৩৩ নং আয়াতসমূহ:

১. আল্লাহ তাআলা হযরত সুলাইমান (আ.)-এর প্রশংসা করেছেন।

২. কোন সময় আল্লাহর স্মরণে শৈথিল্য হয়ে গেলে নিজেকে শাস্তি দেয়ার জন্যে কোন মুবাহ (অনুমোদিত) কাজ থেকে বঞ্চিত করে দেয়া জায়েয। সূফী বুযুর্গগণের পরিভাষায় একে 'গায়রত' বলা হয়। (মাআরিফুল কুরআন)

(৩৪) আর আমি সুলায়মানকে পরীক্ষা করলাম, এবং তার সিংহাসনের উপর ফেলে দিলাম একটি ধড়[১]। অনন্তর সে রুজু হল।	وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمٰنَ وَاَلْقَيْنَا عَلٰي كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا ثُمَّ اَنَابَ ﴿٣٤﴾
(৩৫) সে প্রার্থনা করল, হে আমার রব্ব! আমাকে ক্ষমা করুন, এবং আমাকে এমন রাজত্ব দান করুন, যা আমি ব্যতীত আর কারও ভাগ্যে না জোটে। নিশ্চয় আপনিই পরম দাতা।	قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَهَبْ لِيْ مُلْكًا لَّا يَنْۢبَغِيْ لِاَحَدٍ مِّنْۢ بَعْدِيْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٣٥﴾
(৩৬) তখন আমি বাতাসকে তার বশীভূত করে দিলাম। সেটি তার নির্দেশমতে ধীরে প্রবাহিত হত, যেখানে তার পৌছার হত।	فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيْحَ تَجْرِيْ بِاَمْرِهٖ رُخَآءً حَيْثُ اَصَابَ ﴿٣٦﴾

وَالشَّيٰطِيْنَ كُلَّ بَنَّآءٍ وَّ غَوَّاصٍ ﴿٣٧﴾	(৩৭) এবং জ্বিনদেরকেও তথা প্রাসাদ নির্মাণকারীদেরকেও এবং (মণি-মুক্তাদির জন্য) ডুবুরীদেরকেও।
وَّاٰخَرِيْنَ مُقَرَّنِيْنَ فِي الْاَصْفَادِ ﴿٣٨﴾	(৩৮) এবং অন্যান্য জ্বিনদেরকেও যারা শৃংখলাবদ্ধ থাকত।
هٰذَا عَطَآؤُنَا فَامْنُنْ اَوْ اَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٩﴾	(৩৯) এটা আমার দান, অতএব তুমি কাউকে দাও অথবা নিজে রেখে দাও– এর কোন হিসাব দিতে হবে না।
وَاِنَّ لَهٗ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى وَحُسْنَ مَاٰبٍ ﴿٤٠﴾	(৪০) নিশ্চয় তাঁর জন্য রয়েছে আমার কাছে (বিশেষ) নৈকট্য ও উত্তম পরিণাম।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা হযরত সুলায়মান (আ.)-এর একটি পরীক্ষার কথা উল্লেখ করেছেন। এক্ষেত্রে শুধু এতটুকু বলা হয়েছে যে, উক্ত পরীক্ষাকালে কোন ধড় হযরত সুলায়মান (আ.)-এর সিংহাসনের উপর ফেলে দেয়া হয়েছিল। এখন সেই ধড় কি ছিল? সেটা সিংহাসনের উপর নিক্ষেপ করার অর্থ কি? এবং এর দ্বারা পরীক্ষা হল কীরূপে? এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ না কুরআনে আছে, না কোন সহীহ হাদীছে। এ কারণে কোন কোন মুহাক্কিক তাফসীরবিদ যেমন হাফেজ ইবনে কাছীর-এর মনোভাব এখানেও এমন যে, কুরআনে কারীম যে বিষয়কে অস্পষ্ট রেখেছে, তার বিশদ বিবরণের পেছনে পড়া উচিত নয়। কেবল এতটুকু কথার উপর ঈমান রাখতে হবে যে, আল্লাহ্ তাআলা হযরত সুলায়মান (আ.) কে কোন এক পরীক্ষায় ফেলেছিলেন, যার ফলে তিনি আল্লাহর দিকে আরও বেশি রুজু হয়েছিলেন। আর এতেই কুরআনের আসল লক্ষ্য অর্জিত হয়ে যায়। (মাআরিফুল কুরআন)

বাকি রইল হযরত সুলায়মান (আ.)-এর আংটি ও জ্বিন কর্তৃক চল্লিশ দিনের জন্য সিংহাসন দখলের যে সকল বর্ণনা কোন কোন তাফসীরবিদ নকল করেছেন, সেগুলো নিতান্তই ভিত্তিহীন। হাফেজ ইবনে কাছীরের মতে এর অধিকাংশই ইসরাইলী বর্ণনা থেকে গৃহীত এবং অনেকাংশেই অসংলগ্ন কথাবার্তা রয়েছে। ইবনে কাছীর ছাড়াও ইমাম রাযী স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে, ইবন হাযম (রহ.) আল ফাস্‌ল গ্রন্থে,, কাজী আয়ায শিফা গ্রন্থে, বদরুদ্দীন আইনী বুখারী শরীফের ভাষ্য উমদাতুল কারীতে, ইবনে হিব্বান স্বীয় তাফসীরে এবং অন্যান্য খ্যাতনামা মুহাক্কিক, মুহাদ্দিছ ও মুফাসসিরগণ উক্ত কাহিনীর আসারতা বর্ণনা করেছেন। (ইবনে কাছীর ও কাসাসুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩৪ নং আয়াত:

আয়াত থেকে এ শিক্ষাই লাভ হয় যে, কোন বিপদাপদ বা পরীক্ষায় পতিত হলে আমরাও যেন হযরত সুলায়মান (আ.)-এর মত আল্লাহ্ তাআলার দিকে আরও বেশি রুজু ও ধাবিত হই।

www.maktabatulabrar.com

● ৩৫ নং আয়াত:

আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নবীরা যেহেতু জাগতিক লোভ-লালসার উর্ধ্বে থাকেন, তাই তাদের জন্য রাজত্ব ও শাসন ক্ষমতা লাভের দোয়া করা বৈধ। কিন্তু সাধারণ মানুষের জন্য নিজের পক্ষ থেকে শাসন ক্ষমতা প্রার্থনা করা হাদীছে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ, এতে প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ধন-সম্পদ লাভের কামনা-বাসনা শামিল হয়ে যায়। তাই কেউ যদি এরূপ বাসনা থেকে মুক্ত থাকার দৃঢ় প্রত্যয়ী হয়, এবং সত্যকে সমুন্নত করা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে ক্ষমতা লাভ করার প্রত্যাশী না হয়, তবে তার জন্য রাজত্ব লাভের দোয়া করা বৈধ। (মাআরিফুল কুরআন)

● ৩৬–৩৮ নং আয়াতসমূহ:

আয়াতসমূহে হযরত সুলাইমান (আ.)কে যে বিশেষ ধরনের রাজত্ব দান করা হয়েছিল তার কিছু বর্ণনা পেশ করা হয়েছে।

● ৩৯ নং আয়াত:

আয়াত থেকে বুঝা যায় হযরত সুলাইমান (আ.) কে যে রাজত্ব দান করা হয়েছিল তা ছিল মালিকানা হিসেবে। আর তাঁকে এখতিয়ার দেয়া হয়েছিল তিনি চাইলে তা থেকে কাউকে কিছু দান করবেন অথবা নিজের জন্যই রাখবেন।

وَاذْكُرْ عَبْدَنَآ اَيُّوْبَ ۘ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗٓ اَنِّيْ مَسَّنِيَ الشَّيْطٰنُ بِنُصْبٍ وَّعَذَابٍ ﴿٤١﴾	(৪১) আর স্মরণ কর আমার বান্দা আয়্যুবকে। যখন সে নিজ প্রতিপালককে ডাকল যে, শয়তান আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্ট পৌছিয়েছে[১]।
اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ ۚ هٰذَا مُغْتَسَلٌۢ بَارِدٌ وَّشَرَابٌ ﴿٤٢﴾	(৪২) (তাঁকে বলা হল,) তুমি তোমার পা দ্বারা আঘাত কর। এ হল (তোমার) গোসল করার ঠাণ্ডা পানি এবং পানীয়।
وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرٰى لِاُولِي الْاَلْبَابِ ﴿٤٣﴾	(৪৩) (পানি ব্যবহারে নিরাময় হল) এবং আমি তাঁকে তাঁর পরিজনবর্গ দান করলাম এবং তৎসঙ্গে তাদের সমান (সংখ্যক) আরও দিলাম আমার পক্ষ থেকে মহা রহমত স্বরূপ এবং বুদ্ধিমানদের জন্য স্মারক স্বরূপ।
وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِّهٖ وَلَا تَحْنَثْ ۭ اِنَّا وَجَدْنٰهُ صَابِرًا ۭ نِعْمَ الْعَبْدُ ۭ اِنَّهٗٓ اَوَّابٌ ﴿٤٤﴾	(৪৪) আর (হে আয়্যুব!) তুমি তোমার হাতে এক মুঠো শলা নাও এবং তা দ্বারা (নিজ স্ত্রীকে) আঘাত কর[২], আর শপথ ভঙ্গ করবে না। নিশ্চয়ই আমি তাঁকে সবরকারী পেয়েছি। উত্তম বান্দা সে। (কেননা) নিশ্চয় সে খুব রুজুকারী।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) তাঁর রোগটি কি ছিল কোরআন-হাদীছে তার উল্লেখ নেই। তবে গবেষক তাফসীরবিদদের মতে মানুষের ঘৃণা-উদ্দীপক কোন রোগে পয়গম্বরগণ আক্রান্ত হন না। তাই তাঁর রোগ সম্পর্কে ততটুকু বর্ণনাকেই গ্রহণ করা চাই, যতটুকু মানসবে নবুয়তের পরিপন্থী না হয়। এ ব্যাপারে গাল্পিকরা অনেক অবান্তর কথাবার্তা বর্ণনা করেছে। সতর্ক থাকতে হবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) হযরত আয়্যুব (আ.) অসুস্থ অবস্থায় কোনো এক কথা বা কাজে ক্ষিপ্ত হয়ে কসম খেলেন যে, সুস্থ হয়ে তিনি তার স্ত্রীকে একশ বেত্রাঘাত করবেন। অথচ স্ত্রী ছিলেন সেই দুঃখের সময়ের সঙ্গিনী, অপরাধও তার তেমন ছিল না। তাই আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় মেহেরবানীতে কসম পুরো করার একটি সহজ উপায় বের করে দিলেন।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪১ নং আয়াত:

আয়াত থেকে এ শিক্ষা লাভ হয় যে, যেসব বিষয়ে কোন ক্ষতি, দুঃখ বা কষ্টের দিক থাকে কিংবা কোন ভাল উদ্দেশ্য হাতছাড়া হওয়ার বিষয় থাকে, সেগুলোকে শয়তানের দিকে সম্পর্কিত করা চাই। কেননা শয়তান সাধারণত এসব বিষয়ে নিকট বা দূর পর্যায়ের কারণ হলেও হয়ে থাকে। যদিও সব কিছুর স্রষ্টা আল্লাহ।

● ৪২ নং আয়াত:

হযরত আয়্যুব (আ.) পা দ্বারা আঘাত করায় পানি বের হয়। এটা ছিল তার মুজিযা।

● ৪৩ নং আয়াত:

হযরত আয়্যুব (আ.) কে সমসংখ্যক সন্তান, নাতি-নাতনি আরও দান করা হয়েছিল, যাতে তার খান্দানের লোকজন বৃদ্ধি পায়।

● ৪৪ নং আয়াত:

১. যদি কেউ কাউকে একশ বেত্রাঘাত করার প্রতিজ্ঞা করে এবং পরে একশ বেতের আঁটি তৈরী করে দিয়ে তা দ্বারা একবার আঘাত করে, তাহলে তার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়ে যাবে। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মজহাব তাই। তবে আল্লামা ইবনুল-হুমাম (রহ.) লিখেছেন যে, এর জন্য দুটি শর্ত রয়েছে (১) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির গায়ে প্রত্যেকটি বেত দৈর্ঘ-প্রস্থে লাগতে হবে, এবং (২) এর কারণে কিছু না কিছু কষ্ট অবশ্যই পেতে হবে। যদি মোটেই কষ্ট না পায় তাহলে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হবে না। (মাআরিফুল কুরআন)

২. কোন অসমীচীন বা মাকরূহ বিষয় থেকে বাঁচার জন্য কোন শরীয়তসম্মত হীলা বা কৌশল অবলম্বন করা জায়েয। তবে স্মরণ রাখতে হবে যে, এ ধরনের হীলা তখনই কেবল বৈধ হয়, যখন একে শরীয়তের কোন উদ্দেশ্য বানচালের কাজে ব্যবহার করা না হয়। পক্ষান্তরে হীলার উদ্দেশ্য যদি এই হয় যে, কোন হকদারের হক বাতিল করা হবে, অথবা কোন সুস্পষ্ট হারাম কাজকে তার মূল প্রাণ বজায় রেখে নিজের জন্য হালাল করে নেয়া হবে, তবে এমন হীলা সম্পূর্ণরূপে না-জায়েয।

৩. কোন ব্যক্তি যদি কোন অসমীচীন, ভ্রান্ত বা না-জায়েয কাজের কসম করে, তবে কসম হয়ে যাবে। এবং এটা ভেঙ্গে দিলেও কাফফারা দিতে হবে। যদি কাফফারা ওয়াজিব না হত, তবে আয়্যুব (আ.) কে কৌশল শেখানো হত না।

www.maktabatulabrar.com

وَاذْكُرْ عِبٰدَنَآ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ اُولِى الْاَيْدِىْ وَالْاَبْصَارِ ﴿٤٥﴾	(৪৫) আর স্মরণ কর আমার বান্দাদেরকে ইবরাহীম ইসহাক ও ইয়াকুবকে, যাঁরা হাত ও চোখ বিশিষ্ট ছিল[১]।
اِنَّآ اَخْلَصْنٰهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ﴿٤٦﴾	(৪৬) আমি তাদেরকে এক বিশেষ গুণ তথা পরকালের স্মরণের কারণে[২] (আমার জন্য) খালেছ বানিয়ে নিয়েছিলাম।
وَاِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْاَخْيَارِ ﴿٤٧﴾	(৪৭) আর তারা অবশ্যই আমার কাছে মনোনীত (ও) সর্বাপেক্ষা উত্তম লোকদের অন্তর্ভুক্ত।
وَاذْكُرْ اِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ ؕ وَكُلٌّ مِّنَ الْاَخْيَارِ ﴿٤٨﴾	(৪৮) আরও স্মরণ কর ইসমাঈল, আল-ইয়াসা' এবং যুল-কিফলকেও; তারা সকলেই সর্বাপেক্ষা উত্তম লোকদের অন্তর্ভুক্ত।
هٰذَا ذِكْرٌ ؕ وَاِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ لَحُسْنَ مَاٰبٍ ﴿٤٩﴾	(৪৯) এ এক মহৎ আলোচনা। আর মুত্তাকী লোকদের জন্য রয়েছে উত্তম বাসস্থান।
جَنّٰتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الْاَبْوَابُ ﴿٥٠﴾	(৫০) অর্থাৎ, স্থায়ী বসবাসের জান্নাত; যার দ্বারসমূহ তাদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।
مُتَّكِـِٕيْنَ فِيْهَا يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ وَّشَرَابٍ ﴿٥١﴾	(৫১) সেখানে তারা হেলান দিয়ে বসবে। তারা সেখানে চাইবে অনেক ফল-মূল ও পানীয়।
وَعِنْدَهُمْ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ اَتْرَابٌ ﴿٥٢﴾	(৫২) আর তাদের কাছে থাকবে আনত-নয়না সমবয়স্কা রমণীগণ।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) হাত ও চোখবিশিষ্ট বলে বোঝানো হয়েছে যে, তাদের জ্ঞানগত ও কর্মগত শক্তি আল্লাহর আনুগত্যে নিয়োজিত থাকত।

(২) بِخَالِصَةٍ এর بِ বর্ণটি تعليليه বা হেতুবোধক।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪৫ নং আয়াত:

আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর আনুগত্যেই ব্যবহৃত হওয়া উচিত।

● ৪৬ নং আয়াত:

১. পরকাল-চিন্তা নবী-রসূলগণের স্বাতন্ত্র্যমূলক গুণ।

২. পরকাল চিন্তা মানুষের চিন্তাগত ও কর্মগত শক্তিকে অধিকতর ঔজ্জ্বল্য দান করে।

● ৫২ নং আয়াত:

আয়াত প্রমাণ করে যে, স্বামী-স্ত্রীর বয়সের সামঞ্জস্য লক্ষ্য রাখা বাঞ্ছণীয়, এতে পারস্পরিক ভালবাসা জন্মায় এবং বৈবাহিক সম্পর্ক মধুময় ও স্থায়ী হয়। (মাআরিফুল কুরআন)

هٰذَا مَا تُوْعَدُوْنَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٥٣﴾	(৫৩) তোমাদেরকে এরই প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে বিচার দিবসের জন্য[১]।
اِنَّ هٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهٗ مِنْ نَّفَادٍ ﴿٥٤﴾	(৫৪) নিঃসন্দেহে এটা আমার রিযিক, যা কখনও শেষ হবে না।
هٰذَا ؕ وَاِنَّ لِلطّٰغِيْنَ لَشَرَّ مَاٰبٍ ﴿٥٥﴾	(৫৫) এ তো মুত্তাকীদের জন্য[২], আর অবশ্যই অবাধ্য লোকদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্ট বাসস্থান।
جَهَنَّمَ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۚ فَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿٥٦﴾	(৫৬) অর্থাৎ, জাহান্নাম। তারা সেখানে প্রবেশ করবে। বস্তুত এটা বড়ই নিকৃষ্ট স্থান।
هٰذَا ۙ فَلْيَذُوْقُوْهُ حَمِيْمٌ وَّغَسَّاقٌ ﴿٥٧﴾	(৫৭) এটা উত্তপ্ত পানি ও পূঁজ। অতএব তারা একে আস্বাদন করুক।
وَّاٰخَرُ مِنْ شَكْلِهٖۤ اَزْوَاجٌ ﴿٥٨﴾	(৫৮) এবং এই প্রকারের আরও অন্যান্য (আযাবের) বস্তু রয়েছে।
هٰذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ ۚ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ ؕ اِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ ﴿٥٩﴾	(৫৯) এই তো একদল তোমাদের সাথে প্রবেশ করছে। তাদের জন্য কোন অভিনন্দন নেই[৩]। তারা তো দোযখে প্রবেশ করবে।
قَالُوْا بَلْ اَنْتُمْ ۟ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ ؕ اَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوْهُ لَنَا ۚ فَبِئْسَ الْقَرَارُ ﴿٦٠﴾	(৬০) তারা (মাতব্বরদেরকে) বলবে, বরং তোমরা, তোমাদের জন্যও তো কোন অভিনন্দন নেই। তোমরাই তো এই বিপদ আমাদের সন্মুখে এনেছ। বস্তুত এটা অত্যন্ত নিকৃষ্ট স্থান।
قَالُوْا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هٰذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِى النَّارِ ﴿٦١﴾	(৬১) তারা বলবে, হে আমাদের রব্ব! যে ব্যক্তি এটা আমাদের সম্মুখে এনেছে, তাকে দোযখে দ্বিগুন শাস্তি প্রদান করুন।
وَقَالُوْا مَا لَنَا لَا نَرٰى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِّنَ الْاَشْرَارِ ﴿٦٢﴾	(৬২) তারা আরও বলবে, ব্যাপার কি? আমরা যাদেরকে নিকৃষ্ট লোকদের মধ্যে গণ্য করতাম[৪] তাদেরকে এখানে দেখছি না!

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) কারণ, এ সব নেয়ামত লাভের কারণ হবে নেক আমল, আর আমল যাচাই হবে কেয়ামত দিবসে।

www.maktabatulabrar.com

(২) ইশারা করা হয়েছে যে, এখানে هٰذَا উদ্দেশ্যর খবর বা বিধেয় উহ্য আছে। জালালাইনেও এটাকেই গ্রহণ করা হয়েছে।

(৩) বরং রয়েছে আল্লাহর মার।

(৪) অর্থাৎ, মুসলমানদেরকে বিপথগামী ও নীচ মনে করতাম। আজ তাদের কেন দেখছি না।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫৪ নং আয়াত:

আয়াতে বলা হয়েছে, জান্নাতের রিযিক কখনও নিঃশেষ হবে না।

● ৫৫-৬১ নং আয়াতসমূহ:

১. আয়াতসমূহে জাহান্নামের কিছু শাস্তির বিবরণ রয়েছে।

২. জাহান্নামীদের জন্য কোন অভিনন্দন থাকবে না।

৩. জাহান্নামে অনুসারীরা অনুসৃতদের জন্য দ্বিগুন শাস্তির আবেদন জানাবে।

اَتَّخَذْنٰهُمْ سِخْرِيًّا اَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْاَبْصَارُ ﴿٦٣﴾	(৬৩) আমরা কি তাদেরকে (অহেতুক) ঠাট্টার পাত্র করে নিয়েছিলাম, না তাদের থেকে আমাদের দৃষ্টি ভ্রষ্ট হয়েছে[১]?
اِنَّ ذٰلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ اَهْلِ النَّارِ ﴿٦٤﴾	(৬৪) নিশ্চয়ই এটা অর্থাৎ, দোযখীদের পারস্পরিক বাক-বিতণ্ডা হওয়া সম্পূর্ণ সত্য কথা[২]।
قُلْ اِنَّمَاۤ اَنَا مُنْذِرٌ ۖ وَّمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٦٥﴾	(৬৫) তুমি বলে দাও, আমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র[৩]। এবং প্রবল পরাক্রমশালী এক আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই।
رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ ﴿٦٦﴾	(৬৬) তিনি আসমানসমূহ জমিন ও এতদুভয়ের মাঝে যা কিছু আছে সকলেরই প্রতিপালক, পরাক্রমশালী, পরম ক্ষমাশীল।
قُلْ هُوَ نَبَؤٌا عَظِيْمٌ ﴿٦٧﴾	(৬৭) বলে দাও, এটি (-আমার রিসালত) একটি মহান বিষয়,
اَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُوْنَ ﴿٦٨﴾	(৬৮) যা থেকে তোমরা মুখ ফিরিয়ে চলছ।
مَا كَانَ لِىَ مِنْ عِلْمٍۢ بِالْمَلَاِ الْاَعْلٰٓى اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ﴿٦٩﴾	(৬৯) উর্ধ্ব জগতের বিষয়ে আমার কোন খবর ছিল না, যখন তারা কথোপকথন করছিল।
اِنْ يُّوْحٰٓى اِلَىَّ اِلَّاۤ اَنَّمَاۤ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٧٠﴾	(৭০) আমার কাছে ওহী শুধু এ কারণেই আসে যে, আমি একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) আমরা ভুল করে তাদের সাথে ঠাট্টা করেছিলাম নাকি? তারা দোযখের নিকটবর্তী হওয়ার মতও ছিল না? নাকি এখানে দোযখেই তারা আছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি না?

(২) অর্থাৎ, যদিও একথা অকল্পনীয় লাগে যে, দোযখের ভয়াবহ অবস্থা প্রত্যক্ষ করেও তারা ঝগড়া করার দিকে মন দেবে কীভাবে? কিন্তু বাস্তব এটাই যে, তারা সেদিন বাক-বিতণ্ডায় জড়াবে। এটাও তাদের আযাবের অংশ হবে বৈ কি।

(৩) অর্থাৎ, আমার কাজ তো কেবল সেই ভয়াবহ মুহূর্তের ব্যাপারে হুশিয়ার করা, এবং তোমাদেরকে এ ক্ষেত্রে অনবহিত না রাখা। বাকি তোমাদের যে বিচারকের সম্মুখীন হতে হবে তিনি হলেন একক আল্লাহ।

আহকাম ও শিক্ষা

- ৬৩–৬৪ নং আয়াতদ্বয়:

আয়াতদ্বয়ে জাহান্নামীদের বাক-বিতণ্ডা বিষয়ের আলোচনা এসেছে।

- ৬৫–৭০ নং আয়াতসমূহ:

আয়াতসমূহে তাওহীদ, আল্লাহর ক্ষমতা ও রিসালাতের বিষয়সমূহ বর্ণিত হয়েছে।

(৭১) যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদেরকে বললেন, আমি মাটি দ্বারা একজন মানুষ সৃষ্টি করতে চাই।	اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ ﴿٧١﴾
(৭২) অতএব, যখন আমি তার সৃষ্টি-কার্য সম্পূর্ণ করব, এবং তাতে আমার (পক্ষ থেকে) রূহ ফুঁকে দেব, তখন তোমরা সকলে তার সামনে সাজদায় পড়ে যেয়ো।	فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ ﴿٧٢﴾
(৭৩) অতঃপর ফেরেশতারা সকলেই (আদমকে) সাজদা করল,	فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ ﴿٧٣﴾
(৭৪) ইবলীস ব্যতীত। সে অহংকার করল এবং কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।	اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ اِسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٧٤﴾
(৭৫) তিনি (আল্লাহ্) বললেন, হে ইবলীস! আমি স্বহস্তে যাকে সৃষ্টি করেছি, তাকে সাজদা করতে তোমাকে কিসে বাধা দিল? তুমি কি অহংকার করলে, না কি তুমি উচ্চ মর্যাদাবানদের অন্তর্ভুক্ত?	قَالَ يٰٓاِبْلِيْسُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ؕ اَسْتَكْبَرْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِيْنَ ﴿٧٥﴾
(৭৬) সে বলল, আমি তার চেয়ে উত্তম। আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি কাদা মাটি দ্বারা।	قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ؕ خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ ﴿٧٦﴾

www.maktabatulabrar.com

(৭৭) তিনি (আল্লাহ্) বললেন, বের হয়ে যাও এখান থেকে। কারণ তুমি নিঃসন্দেহে বিতাড়িত।	قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيْمٌ ﴿٧٧﴾
(৭৮) আর নিশ্চয়ই তোমার প্রতি আমার লা'নত থাকবে কেয়ামত-দিবস পর্যন্ত।	وَّاِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيْٓ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ ﴿٧٨﴾
(৭৯) সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে লোকদের পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন।	قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِيْٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ﴿٧٩﴾
(৮০) তিনি (আল্লাহ্) বললেন, তুমি অবশ্যই অবকাশপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত,	قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ﴿٨٠﴾
(৮১) নির্ধারিত সময়ের দিন পর্যন্ত।	اِلٰى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ ﴿٨١﴾
(৮২) সে বলল, তবে আপনার ইযযতের কসম! আমি তাদের সকলকে পথভ্রষ্ট করবই।	قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٨٢﴾
(৮৩) আপনার সেই বান্দাগণ ব্যতীত, যারা তাদের মধ্যে নির্বাচিত।	اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿٨٣﴾
(৮৪) তিনি (আল্লাহ্) বললেন, আমি সত্য বলছি। আর আমি তো (সর্বদা) সত্যই বলে থাকি।	قَالَ فَالْحَقُّ ۙ وَالْحَقَّ اَقُوْلُ ﴿٨٤﴾
(৮৫) অবশ্যই আমি তোমার দ্বারা এবং তাদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে তাদের সকলের দ্বারা অবশ্যই আমি দোযখ পূর্ণ করব।	لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٨٥﴾
(৮৬) তুমি বলে দাও, আমি তোমাদের এই কুরআনের বিনিময়ে কোন প্রতিদান চাই না। আর আমি তাদেরও অন্তর্ভুক্ত নই যারা কৃত্রিমতা করে।	قُلْ مَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ ﴿٨٦﴾
(৮৭) এটা তো বিশ্ববাসীর জন্যে এক বড় উপদেশ মাত্র।	اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿٨٧﴾
(৮৮) আর কিছুকাল পরেই তোমরা এর খবর অবশ্যই জানতে পারবে।	وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَاَهٗ بَعْدَ حِيْنٍ ﴿٨٨﴾

আহকাম ও শিক্ষা

- ৭১–৮৫ নং আয়াতসমূহ:

১. মানব সৃষ্টির মূল হল মাটি।
২. মানব সৃষ্টির পূর্বেই জিনদের সৃষ্টি হওয়া প্রমাণিত।
৩. মানব সৃষ্টির পূর্বেই ফেরেশতাদের সৃষ্টি হওয়া প্রমাণিত।

৪. হযরত আদম (আ.)কে সাজদা করার নির্দেশ।

৫. ফেরেশতাদেরকে সাজদা করার নির্দেশ থেকে ফেরেশতাদের উপর হযরত আদম (আ.)-এর মর্যাদা প্রমাণিত।

৬. ইবলীস কর্তৃক সরাসরি আল্লাহর নির্দেশ অমান্যকরণ।

৭. ইবলীস অহংকারের কারণে কাফেরে পরিণত হয়।

৮. ইবলীস অভিশপ্ত।

৯. ইবলীস কেয়ামত পর্যন্ত হায়াতপ্রাপ্ত হয়েছে।

১০. ইবলীসের অনুসারীদের দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করা হবে।

● ৮৬–৮৮ নং আয়াতসমূহ:

১. কুরআন হচ্ছে উপদেশে পূর্ণ কিতাব।

২. কুরআন প্রচারের বিনিময় গ্রহণ না করাই নবীর সুন্নাত।

৩. নবীর আদর্শ হচ্ছে কৃত্রিমতা না করা।

(৩৯) সূরা যুমার, মক্কী
৭৫ আয়াত, ৮ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ①

(১) এটা[১] পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহর তরফ থেকে অবতারিত কিতাব।

اِنَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ ②

(২) নিঃসন্দেহে আমি এই কিতাবটি সত্যসহ তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, সুতরাং তুমি আল্লাহর জন্য দ্বীনকে[২] খালেস করে তাঁরই ইবাদত করতে থাক।

اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ ؕ وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ ۘ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَآ اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيْ مَا هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ هُوَ كٰذِبٌ كَفَّارٌ ③

(৩) জেনে রাখ, বিশুদ্ধ ইবাদত একমাত্র আল্লাহরই যোগ্য। আর যারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে রেখেছে, (এবং বলে যে,) আমরা তো তাদের উপাসনা শুধু এজন্য করছি, যেন তাঁরা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাদের পারস্পরিক বিভেদসমূহের মীমাংসা করে দেবেন[৩]। আল্লাহ্ অবশ্যই তাদেরকে সৎপথে আনেন না, যারা মিথ্যাবাদী, (ও) কুফরের উপর অবিচলিত।

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) ইশারা করা হয়েছে যে, এখানে هٰذَا উদ্দেশ্যটি উহ্য রয়েছে।

(২) অর্থাৎ, যাবতীয় শিরক ও রিয়া এবং নাম-যশের চিন্তা থেকে মুক্ত থেকে একমাত্র তারই ইবাদত-বন্দেগী এবং আনুগত্য করতে থাকুন।

(৩) অর্থাৎ, তারা কুরআনকে অবিশ্বাস করায় তুমি চিন্তিত হয়ো না। তাদের মীমাংসা কেয়ামতের দিন হবে।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১–৩ নং আয়াতসমূহ:

১. কুরআন আল্লাহর তরফ থেকে অবতারিত কিতাব।

২. কুরআন সত্যসহ অবতীর্ণ হয়েছে।

৩. যাবতীয় শিরক ও রিয়া এবং নাম-যশের চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে ইবাদতের নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে।

৪. কেয়ামতের দিন পারস্পরিক বিভেদসমূহের মীমাংসা করে দেয়া হবে।

لَوْ اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا لَّاصْطَفٰى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۙ سُبْحٰنَهٗ ؕ هُوَ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ④

(৪) আল্লাহ্ যদি কাউকে সন্তান (রূপে) গ্রহণ করার ইচ্ছা করতেন, তবে অবশ্যই তাঁর সৃষ্টির মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা মনোনীত করতেন[১]। তিনি পবিত্র। তিনিই আল্লাহ্ যিনি একক, প্রবল পরাক্রান্ত।

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ يُكَوِّرُ الَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ؕ كُلٌّ يَّجْرِيْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ اَلَا هُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ ⑤

(৫) তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন। তিনি রাত্রিকে দিবসের উপর জড়িয়ে দিয়ে থাকেন, আর দিবসকে রাত্রির উপর জড়িয়ে দিয়ে থাকেন। এবং তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়মানুগত করে রেখেছেন। প্রত্যেকে নির্ধারিত কাল পর্যন্ত চলতে থাকবে। স্মরণ রেখ- তিনি পরাক্রমশালী, অতি ক্ষমাশীল।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) যারা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর সন্তান আখ্যা দিত, তাদের ভ্রান্ত ধারণা অপনোদন কল্পে অসম্ভবকে সম্ভব ধরে নেয়ার পর্যায়ে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর যদি কোন সন্তান হত, তবে তা তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত হওয়া অসম্ভব। কারণ জবরদস্তি সন্তান তাঁর উপর চাপতে পারে না। আর যদি ধরে নেই তার ইচ্ছা হত, তবে তাঁর সত্তা ব্যতীত সবই তো তাঁর সৃষ্ট। তাই তাদের মধ্য থেকেই কাউকে সন্তান বানাতেন। আর সন্তান তার জনকের সমজাত হওয়া অত্যাবশ্যক। অথচ সৃষ্টি স্রষ্টার সমজাত হতে পারে না। তাই সৃষ্টিকে সন্তান বানানোর ইচ্ছা করাও অসম্ভব।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪ নং আয়াত:

১. আল্লাহ সন্তান গ্রহণ থেকে পবিত্র।

২. তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই।

● ৫ নং আয়াত:

১. সূর্য ও চন্দ্র উভয়ই বিচরণ করে। সৌরবিজ্ঞান ও ভূতত্ত্বের বস্তুনিষ্ঠ গবেষণা কুরআন পাকে বা কোন আসমানী গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় নয়। কিন্তু এ ব্যাপারে প্রসঙ্গক্রমে কোথাও কোন বিষয় বর্ণিত হলে তার উপর ঈমান রাখা ফরয। বৈজ্ঞানিকদের প্রাচীন ও আধুনিক গবেষণা তো নিত্য পরিবর্তনশীল বিষয়, কিন্তু কুরআনের তথ্যাবলী অপরিবর্তনীয়। (মাআরিফুল কুরআন)

২. সূর্য ও চন্দ্র উভয়েই একটা নিয়মের অধীনে চলছে।

خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ الْاَنْعَامِ ثَمٰنِيَةَ
اَزْوَاجٍ ؕ يَخْلُقُكُمْ فِيْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ خَلْقًا
مِّنْۢ بَعْدِ خَلْقٍ فِيْ ظُلُمٰتٍ ثَلٰثٍ ؕ ذٰلِكُمُ
اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ؕ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ
فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ ۝٦

(৬) তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একই ব্যক্তি থেকে। অতঃপর তার থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন, এবং তিনি তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু থেকে আট প্রকারের নর-মাদী সৃষ্টি করেছেন। তিনি তোমাদেরকে তোমাদের মাতৃগণের গর্ভে এক অবস্থার পর অন্য অবস্থায় সৃষ্টি করেছেন ত্রিবিধ অন্ধকারের মধ্যে[১]। তিনিই আল্লাহ্, তোমাদের প্রতিপালক রাজত্ব তাঁরই। তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই, এসত্ত্বেও তোমরা কীরূপে ফিরে যাচ্ছ (তাঁর ইবাদত-আনুগত্য থেকে)?

اِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ ۬ وَلَا
يَرْضٰى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ۚ وَاِنْ تَشْكُرُوْا يَرْضَهُ
لَكُمْ ؕ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ؕ ثُمَّ اِلٰى
رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ؕ
اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝٧

(৭) যদি তোমরা অস্বীকার কর, তবে আল্লাহ্ (এর কিছু আসে যায় না। তিনি) তো তোমাদের থেকে মুখাপেক্ষীহীন। এবং তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য কুফর পছন্দ করেন না। আর যদি তোমরা শোকর কর, তবে তিনি তোমাদের পছন্দ করবেন। কেউ কারও (পাপের) বোঝা বহন করবে না। অবশেষে তোমরা তোমাদের রব্বের কাছেই ফিরে যাবে। তখন তিনি তোমাদেরকে তোমাদের আমল সম্পর্কে অবহিত করবেন। নিঃসন্দেহে তিনি অন্তরের বিষয় সম্পর্কেও সবিশেষ অবগত।

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) ত্রিবিদ অন্ধকার অর্থ ১. পেটের অন্ধকার, ২. রেহেম বা জরায়ু'র অন্ধকার, ৩. ঝুলি'র অন্ধকার।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৬ নং আয়াত:

১. এক ব্যক্তি থেকে মানব জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

২. মাতৃগর্ভের বিভিন্ন পর্যায়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

৩. তাওহীদের কথা বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহর ব্যতীত কোনো মাবূদ নেই।

● ৭ নং আয়াত:

১. দুনিয়াতে কোন ভাল বা মন্দ কাজ, ঈমান অথবা কুফর যদিও আল্লাহ্ তাআলার ইচ্ছা ব্যতীত অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না, কিন্তু তাঁর সন্তুষ্টি ও পছন্দ কেবল ভাল কাজের সাথেই সম্পৃক্ত। কুফর, শির্ক ও পাপাচার তিনি পছন্দ করেন না। (মাআরিফুল কুরআন)

২. কেউ কারও পাপের বোঝা বহন করবে না।

৩. সকলকেই আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে।

وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهٗ مُنِيْبًا اِلَيْهِ
ثُمَّ اِذَا خَوَّلَهٗ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوْۤا
اِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلّٰهِ اَنْدَادًا لِّيُضِلَّ عَنْ
سَبِيْلِهٖ ؕ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيْلًا ۖ اِنَّكَ
مِنْ اَصْحٰبِ النَّارِ ۝٨

(৮) আর যখন মানুষকে দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে তার প্রতিপালককে ডাকতে থাকে তার দিকে একাগ্রচিত্তে। অতঃপর তিনি যখন নিজের তরফ থেকে তাকে (নিরাপত্তার) নেয়ামত দান করেন, তখন যেজন্য পূর্ব থেকে ডাকছিল তা ভুলে যায়, এবং আল্লাহর বহুশরীক নির্ধারণ করতে থাকে। যার প্রতিক্রিয়া এই হয় যে, অন্যান্যদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বিভ্রান্ত করতে থাকে। তুমি বলে দাও, স্বীয় কুফরীর মজা আরও কিছুকাল ভোগ করে নাও। নিশ্চয় তুমি দোযখীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ اٰنَآءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَّقَآئِمًا
يَّحْذَرُ الْاٰخِرَةَ وَيَرْجُوْا رَحْمَةَ رَبِّهٖ ؕ قُلْ
هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا
يَعْلَمُوْنَ ؕ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۝٩

(৯) আচ্ছা, (মুশরিকরা কি সেই ব্যক্তির সমান?) যে ব্যক্তি রাত্রির প্রহরসমূহে[২] সাজদায় ও দণ্ডায়মান অবস্থায় ইবাদত করতে থাকে, পরকালকে ভয় করে এবং স্বীয় রব্বের রহমতের প্রত্যাশা করে? তুমি বল, যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান হতে পারে? বুদ্ধিমানরাই কেবল নছীহত গ্রহণ করে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) قَانِتٌ শব্দের একাধিক অর্থ রয়েছে। হযরত ইবন মাসউদ (রা.) এর অর্থ করেছেন আনুগত্যশীল। এ শব্দটি যখন বিশেষভাবে নামাযের ক্ষেত্রে বলা হয়, যেমন وَقُومُوا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ তখন এর অর্থ হয় সে ব্যক্তি যে নামাযে দৃষ্টি নত রাখে, এবং এদিক সেদিক তাকায় না, নিজের কোন অঙ্গ অথবা কাপড় নিয়ে খেলা করে না এবং দুনিয়ার কোন বিষয় ইচ্ছাকৃতভাবে নামাযে স্মরণ করে না।

(২) اٰنَاءَ الَّيْلِ অর্থ রাত্রির প্রহরসমূহ অর্থাৎ, রাত্রির শুরুভাগ, মধ্যবর্তী ও শেষভাগ। হযরত ইবন আব্বাস (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি হাশরের ময়দানে সহজ হিসাব কামনা করে, তার উচিত হবে আল্লাহ্ যেন তাকে রাত্রির অন্ধকারে সাজদারত ও দাঁড়ানো অবস্থায় পান। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৮ নং আয়াত:

১. বিপদে পড়লে আল্লাহকে ডাকা আর বিপদ হটে নেয়ামত লাভ হলে আল্লাহকে ভুলে তার সাথে শরীক স্থাপন করা– এই রীতির নিন্দা করা হয়েছে।

২. যারা এরূপ করে তারা দোযখীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

● ৯ নং আয়াত:

১. রাতে ইবাদতের ফযীলত প্রমাণিত হয়। (২ নং টীকা দ্রষ্টব্য)

২. ইলম ও আলেমের ফযীলত প্রমাণিত হয়। যারা ইলম রাখে আর যারা ইলম রাখে না তারা সমান নয়।

قُلْ يٰعِبَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ؕ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ؕ وَ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةٌ ؕ اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١٠﴾

(১০) তুমি (আমার পক্ষ থেকে) বল, হে আমার ঈমানদার বান্দাগণ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর। যারা এই দুনিয়াতে নেক কাজ করে, তাদের জন্য উৎকৃষ্ট বিনিময় রয়েছে। আর আল্লাহর যমীন প্রশস্ত[১]। সবরকারীদের তো অগণিত প্রতিদান দান করা হবে।

قُلْ اِنِّيْٓ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ ﴿١١﴾

(১১) তুমি বল, আমি তো আদিষ্ট হয়েছি যেন এরূপে আল্লাহর ইবাদত করি যেন তারই উদ্দেশ্য ইবাদতকে খাঁটি রাখি।

وَاُمِرْتُ لِاَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿١٢﴾

(১২) এবং আমি আরও আদিষ্ট হয়েছি যেন, আমিই সমস্ত মুসলমানের মধ্যে প্রথম হই।

قُلْ اِنِّيْٓ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿١٣﴾

(১৩) তুমি (এ-ও) বলে দাও যে, যদি আমি আমার প্রতিপালকের নির্দেশ অমান্য করি, তবে আমি এক মহা দিবসের আযাবের আশংকা করছি।

www.maktabatulabrar.com

قُلِ اللّٰهَ اَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهٗ دِيْنِيْ ﴿١٤﴾

(১৪) তুমি বলে দাও, আমি আল্লাহর ইবাদত এইরূপে করে থাকি যে, তাঁরই উদ্দেশ্য আমার ইবাদতকে খাঁটি রাখি।

فَاعْبُدُوْا مَا شِئْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ ؕ قُلْ اِنَّ الْخٰسِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَاَهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اَلَا ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ ﴿١٥﴾

(১৫) অতএব তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে যার ইচ্ছা ইবাদত কর (পরকালে ফল কী হয় দেখবে)। তুমি বলে দাও, পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত তারাই, যারা নিজেদের ও পরিবারবর্গের তরফ থেকে কেয়ামতের দিন ক্ষতিগ্রস্ত হবে। স্মরণ রাখ, এটাই সুস্পষ্ট ক্ষতি।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, জন্মভূমিতে থেকে নেক কাজ করতে না পারলে হিজরত করে অন্যত্র চলে যাও। কেননা আল্লাহর যমীন সুপ্রসস্ত রয়েছে। আর জন্মভূমি ত্যাগ করতে মনে কষ্ট হলে তাতে সবর বা ধৈর্য ধারণ করো।

(১) ইমাম মালেক (রহ.) এখানে الصّٰبِرُوْنَ অর্থ নিয়েছেন যারা দুনিয়াতে বিপদাপদে, দুঃখে-কষ্টে সবর করে। কেউ কেউ বলেন, যারা পাপ কাজ থেকে সংযম অবলম্বন করে আয়াতে তাদেরকে الصّٰبِرُوْنَ বলা হয়েছে। ইমাম কুরতুবী শেষোক্ত অর্থকেই এখানে গ্রহণ করেছেন। (কুরতুবী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১০ নং আয়াত:

১. খোদাভীতি অর্জন করা ফরয।

২. জন্মভূমিতে থেকে নেক কাজ করতে না পারলে হিজরত করে অন্যত্র চলে যাওয়ার বিধান বর্ণিত হয়েছে।

৩. জন্মভূমি ত্যাগ করতে মনে কষ্ট হলে তাতে সবর বা ধৈর্য ধারণ করতে বলা হয়েছে।

৪. সবরকারীদের তো অগণিত পুরস্কার দান করা হবে।

● ১১–১৪ নং আয়াতসমূহ:

১. একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করা ফরয।

২. আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পন করা ফরয।

৩. পালনকর্তার নির্দেশ অমান্য করলে ভীষণ দিনের আযাবের ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে।

● ১৫ নং আয়াত:

১. আল্লাহকে ছেড়ে অন্যের ইবাদত করলে আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে।

২. আখেরাতের ক্ষতি স্পষ্ট ক্ষতি।

৩. যারা আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে তারাই পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত।

لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ؕ ذٰلِكَ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهٖ عِبَادَهٗ ؕ يٰعِبَادِ فَاتَّقُوْنِ ﴿١٦﴾

(১৬) তাদের জন্য তাদের উপর দিক থেকে আগুনের অনেক স্তর হবে, এবং তাদের নিচের দিক থেকেও হবে (আগুনের) অনেক স্তর। এটাই সেই আযাব যার দ্বারা আল্লাহ তার বান্দাদেরকে সতর্ক করেন যে, হে আমার বান্দাগণ! আমাকে ভয় কর।

وَالَّذِيْنَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوْتَ اَنْ يَّعْبُدُوْهَا وَاَنَابُوْٓا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرٰى ۚ فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿١٧﴾

(১৭)আর যারা শয়তানের পূজা থেকে দূরে থাকে, এবং আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করে, তাদের জন্যই রয়েছে সুসংবাদ। অতএব তুমি সুসংবাদ দাও আমার সেই বান্দাদেরকে,

الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدٰىهُمُ اللّٰهُ وَاُولٰٓئِكَ هُمْ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿١٨﴾

(১৮) যারা এই কালামকে মনোযোগ দিয়ে শোনে, অতঃপর এর সর্বোত্তম কথাগুলো অনুসরণ করে। এরাই তারা, যাদেরকে আল্লাহ্ হেদায়েত করেছেন এবং এরাই জ্ঞানবান।

اَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ ؕ اَفَاَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِى النَّارِ ﴿١٩﴾

(১৯) আচ্ছা, যে ব্যক্তির উপর আযাবের বাক্য আবধারিত হয়ে রয়েছে; তুমি কি তবে এমন ব্যক্তিকে মুক্তি দিতে পারবে, (আল্লাহর জ্ঞানে) যে দোযখে অবস্থিত?

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ আল্লাহর কালাম –যার প্রত্যেক কথাই اَحْسَن বা সর্বোত্তম– এরই অনুসরণ তারা করে। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হল আল্লাহর কালামে যে হেদায়েত তথা দিক-নির্দেশনাগুলো সর্বোচ্চ শ্রেণীভুক্ত এর উপর তারা আমল করে। যেমন রূখছত (অনুমতিপ্রাপ্ত) ও ইবাহাত (অনুমোদিত)-এর কোন কিছু শুনল, আবার 'আযীমত বা সর্বোত্তম ও দৃঢ়তার কিছু শুনল, তখন তারা সেই সর্বোত্তম ও দৃঢ় আমলকেই গ্রহণ করে। রূখছতের পেছনে পড়ে না। আয়াতের অর্থ এ-ও করা হয়েছে যে, তারা সব ধরনের কথা (তথা ভাল-মন্দ, সত্য-মিথ্যা হক ও বাতিল) শোনে, কিন্তু আমল করে কেবল নেক ও ভাল কথা অনুসারে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

- ১৬ নং আয়াত:

আয়াত থেকে বোঝা যায় জাহান্নামের আগুনের অনেকগুলো স্তর থাকবে।

- ১৭–১৮ নং আয়াতদ্বয়:

১. যারা শয়তানের পূজা না করে আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করে তাদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে।

২. যারা আল্লাহর কালামের তথা সর্বোত্তম কথার অনুসরণ করে তারাই হেদায়াতপ্রাপ্ত এবং সত্যিকার অর্থে জ্ঞানী।

www.maktabatulabrar.com

لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ ۙ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ وَعْدَ اللّٰهِ ؕ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ الْمِيْعَادَ ﴿٢٠﴾

(২০) কিন্তু যারা স্বীয় প্রতিপালককে ভয় করে, তাদের জন্য এমন বহু বড় বড় প্রাসাদ নির্মিত রয়েছে, যেগুলোর উপর আরও প্রাসাদ আছে। এগুলোর নিচ দিয়ে নহরসমূহ প্রবহিত হচ্ছে। আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি। (এটি) আল্লাহ প্রতিশ্রুতির খেলাফ করেন না।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكَهٗ يَنَابِيْعَ فِى الْاَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهٖ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهٗ حُطَامًا ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِاُولِى الْاَلْبَابِ ﴿٢١﴾

(২১) তুমি কি লক্ষ করনি যে, আল্লাহ্ আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন, অতঃপর সে পানি যমীনের ঝর্ণাসমূহে প্রবাহিত করেন[১], এরপর তদ্বারা নানান রঙের ফসল উৎপন্ন করেন, অনন্তর সেই শষ্যগুলো সম্পূর্ণরূপে শুকিয়ে যায়, তখন তুমি তা পীতবর্ণ দেখতে পাও, এরপর আল্লাহ্ সেগুলোকে খড়-কুটায় পরিণত করে দেন। নিশ্চয় এতে বুদ্ধিমানদের জন্য উপদেশ রয়েছে[২]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করা এক বড় নেয়ামত, কিন্তু একে ভূগর্ভে সংরক্ষিত করার ব্যবস্থা না করা হলে মানুষ তদ্বারা কেবল বৃষ্টির দিনে বা এর অব্যবহিত পরে কয়েকদিন উপকৃত হতে পারত। অথচ পানি ছাড়া মানুষের বাঁচা অসম্ভব, তাই আল্লাহ্ তাআলা একে সংরক্ষণ করার বিস্ময়কর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। কিছু পানি তো ভূমির গর্তে চৌবাচ্চায় ও পুকুরসমূহে সংরক্ষিত হয়ে যায়। আর এর এক বিরাট অংশকে বরফে পরিণত করে পর্বতের চূড়ায় তুলে রাখা হয়। ফলে পানি পচে যাওয়া বা দুষিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। অতঃপর সে বরফ গলে ক্রমে ক্রমে পর্বতের শিরা-উপশিরার পথে ভূমির দিকে নেমে আসে এবং স্থানে স্থানে ঝর্ণার আকারে নির্গত হয়। এর পর নদী-নালার আকার ধারণ করে সমতল ভূমিতে প্রবাহিত হতে থাকে। (মাআরিফুল কুরআন থেকে সংক্ষেপিত)

(২) কেননা, মানুষের পার্থিব জীবনের অবস্থাও অবিকল এমনই, অর্থাৎ পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়ে পরিশেষে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। অতএব, এই নশ্বর জীবনের মোহে আবিষ্ট হয়ে পরকালের শান্তি থেকে বঞ্চিত হওয়া এবং অনন্তকালের বিপদ মাথা পেতে নেয়া নিতান্ত বোকামী। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

- ২০ নং আয়াত:

১. জান্নাত পূর্ব থেকেই তৈরীকৃত হয়ে আছে। এমন নয় যে, কেয়ামতের পরে তৈরী করা হবে,

২. জান্নাতের প্রাসাদগুলো বহুতল ও বহুস্তর বিশিষ্ট হবে।

৩. মুত্তাকীরা অবশ্যই তা লাভ করবে।

● ২১ নং আয়াত

আয়াত প্রমাণ করে যে, শষ্য ও ফসলের ন্যায় মানুষেরও একদিন না একদিন খতম হতে হবে। চিরকাল এখানে কেউই থাকতে পারবে না, তাই পরকালের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা দরকার।

اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلٰى نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ فَوَيْلٌ لِّلْقٰسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓئِكَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢٢﴾

(২২) তবে কি আল্লাহ্ যার বক্ষকে ইসলাম (গ্রহণ)-এর জন্য খুলে দিয়েছেন, ফলে সে তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আগত মহা[১] আলোর উপর রয়েছে (সে আর সংকীর্ণমনা ব্যক্তি সমান?)। হাঁ তাদের জন্য বড় সর্বনাশ যাদের হৃদয়গুলো আল্লাহর স্মরণের কারণে[২] (নরম না হয়ে উল্টো) কঠোর হয়। তারা সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতার মধ্যে রয়েছে।

اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِىَ ۖ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ۚ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِىْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ﴿٢٣﴾

(২৩) আল্লাহ্ নাযেল করেছেন অতিউৎকৃষ্ট বাণী তথা[৩] এমন কিতাব, যা সামঞ্জস্যপূর্ণ, পুনঃপুন আলোচিত[৪] যার কারণে তাদের চামড়া কুঁচকে ওঠে[৫], যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে। এরপর তাদের চামড়া ও অন্তরগুলো[৬] আল্লাহর (রহমতের কথা) স্মরণে বিনম্র হয়। এটাই আল্লাহর পথ-নির্দেশ, এর মাধ্যমে তিনি যাকে ইচ্ছা পথ-প্রদর্শন করেন। আর আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার কোন পথ-প্রদর্শক নেই।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) نُوْرٍ এর تنوين তাফখীম (تفخيم) এর জন্য। তাই "মহা" কথাটি যুক্ত হল। (রূহুল মাআনী)

(২) কাশশাফ ও রূহুল-মাআনীতে مِنْ اَجْلِ ذِكْرِ الله مِنْ ذِكْرِ الله এর অর্থ লেখা রয়েছে তাই আমরা "কারণে" কথাটি যুক্ত করেছি। অর্থ হল- আল্লাহর স্মরণের কারণে তাদের হৃদয় মন নরম ও কোমল হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তা না হয়ে তাদের মন শক্ত ও পাষাণ হয়ে ওঠে। (কাশশাফ)

(৩) ইশারা করা হয়েছে যে, كِتٰبًا শব্দটি এখানে اَحْسَنَ الْحَدِيْث থেকে بدل হয়েছে।

(৪) অর্থাৎ, এর ঘটনা, বিধি-বিধানগুলো মানুষের মনে বদ্ধমূল করার জন্য পুণঃ পুণঃ আলোচিত হয়েছে।

(৫) اِقْشَعَرَّ এর মূল অর্থ চামড়া কুঁচকে যাওয়া, এ থেকে প্রকম্পিত হওয়া, লোমে কাঁটা দেয়া বিভিন্ন অর্থও করা হয়। যামাখশারী বলেন, اقشعر جلده من الخوف وقف شعره অর্থ হল লোম খাড়া হয়ে যাওয়া। (কাশশাফ) এখানে চামড়া কুঁচকে যাওয়া অর্থ তাদের দেহ প্রকম্পিত হওয়া।

(৬) অর্থাৎ, তাদের দেহ মন।

www.maktabatulabrar.com

আহকাম ও শিক্ষা

● ২২ নং আয়াত:

১. ইসলামের জন্য যার বক্ষ খুলে যায়– এটা তার জন্য সৌভাগ্য।

২. আল্লাহর স্মরণের কারণে যাদের হৃদয় মন নরম ও কোমল হওয়ার পরিবর্তে শক্ত ও পাষাণ হয়ে ওঠে, তাদের জন্য এটা ধ্বংসের লক্ষণ।

● ২৩ নং আয়াত:

১. গোটা কুরআন এক অংশের সঙ্গে অন্য অংশ সামঞ্জস্যপূর্ণ। কুরআনের বক্তব্যসমূহে কোন পারস্পরিক বৈপরিত্য নেই।

২. আল্লাহর স্মরণে দেহমন বিগলিত হওয়া এবং বিনম্র হয়ে পড়া কাম্য।

৩. কুরআন হেদায়েতের কিতাব।

৪. আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথ-প্রদর্শন করেন।

৫. আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, কেউ তাকে হেদায়েত করতে পারে না।

اَفَمَنْ يَّتَّقِىْ بِوَجْهِهٖ سُوْٓءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَقِيْلَ لِلظّٰلِمِيْنَ ذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ﴿٢٤﴾

(২৪) তবে কি যে ব্যক্তি কেয়ামত দিবসে স্বীয় মুখমণ্ডল দ্বারা কঠিন আযাব থেকে আত্মরক্ষা করবে[১]; এবং এরূপ[২] জালেমদেরকে বলা হবে যে, তোমরা যা করতে তার স্বাদ গ্রহণ কর, (সে তার সমান যে এরূপ নয়?)

كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَتٰىهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٢٥﴾

(২৫) যারা এদের পূর্বে অতীত হয়েছে, তারাও মিথ্যারোপ করেছিল, ফলে তাদের উপর আযাব এমনভাবে এসেছিল যা তারা কল্পনাও করেনি।

فَاَذَاقَهُمُ اللّٰهُ الْخِزْىَ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٦﴾

(২৬) ফলত আল্লাহ তাদেরকে এই পার্থিব জীবনেই লাঞ্ছনার[৩] স্বাদ আস্বাদন করিয়েছিলেন। আর পরকালের আযাব তো আরও গুরুতর। যদি তারা বুঝত।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) মুখমণ্ডল দ্বারা কঠিন আযাব থেকে আত্মরক্ষা করা অর্থ মুখমণ্ডলকে ঢাল বানানো। যেমন কোন প্রকারের আক্রমণ বা আঘাত আসলে মানুষ স্বভাবত হাত দ্বারা তা প্রতিরোধ করে থাকে। হাত হয় তার ঢাল। কিন্তু পরকালে কাফেরদের হাত, পা শৃংখলে আবদ্ধ থাকার কারণে তারা সর্বপ্রকার আঘাত ও শাস্তি মুখমণ্ডল দ্বারা প্রতিহত করতে চাবে।

(২) ইশারা করা হয়েছে যে, এখানে الظّٰلِمِين শব্দটি وضع الظاهر موضع المضمر হিসাবে নেয়া হয়েছে। (রূহুল মাআনী)

(৩) যথা- চেহারা বিকৃত করে দেয়া, ধ্বসিয়ে দেয়া, হত্যা করা, বন্দী করা এবং দেশান্তর করা ইত্যাদি। (রূহুল মাআনী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৪ নং আয়াত:

১. পরকালে কাফেরদের হাত, পা শৃংখলে আবদ্ধ থাকার কারণে তারা সর্বপ্রকার আঘাত ও শাস্তি মুখমণ্ডল দ্বারা প্রতিহত করতে চাবে।

২. মুমিন আর কাফের সমান নয়।

● ২৫–২৬ নং আয়াতদ্বয়:

১. মিথ্যারোপ করার কারণে অতীত জাতিসমূহের উপর আযাব এমনভাবে এসেছিল যা তারা কল্পনাও করেনি।

২. নবী-রসূলগণের বিরুদ্ধাচারণ করলে এই পার্থিব জীবনেই লাঞ্ছনার স্বাদ আস্বাদন করা লাগতে পারে। আর পরকালের আযাব তো আরও গুরুতর।

(২৭) আর আমি মানুষের জন্য এই কুরআনে প্রত্যেক প্রকারের উত্তম দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেছি যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে।	وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٧﴾
(২৮) এর অবস্থা এই যে, এটি আরবী (ভাষায়) কুরআন, এতে বক্রতা মাত্র নেই, যেন তারা ভীত হয়।	قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِيْ عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ﴿٢٨﴾
(২৯) আল্লাহ্ একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন যে, একজন (দাস) আছে[১], যাতে কয়েকজন পরস্পর বিরোধী অংশীদার[২] রয়েছে, আর একজন (দাস) আছে[৩], সে সম্পূর্ণ[৪] একই ব্যক্তির; তাদের উভয়ের অবস্থা কি সমান? সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই[৫]। বরং তাদের অধিকাংশ বোঝেই না[৬]।	ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيْهِ شُرَكَآءُ مُتَشٰكِسُوْنَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ ؕ هَلْ يَسْتَوِيٰنِ مَثَلًا ؕ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ۚ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٩﴾
(৩০) তোমাকেও মৃত্যুবরণ করতে হবে, এবং তারাও মৃত্যুবরণ করবেই।	اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّاِنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ ﴿٣٠﴾
(৩১) অবশেষে কেয়ামতের দিন অবশ্যই তোমরা সবাই স্বীয় পালনকর্তার সামনে মোকদ্দমা[৭] পেশ করবে।	ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ ﴿٣١﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) জালালাইনে مِنْ كُلِّ مَثَلٍ-এর অর্থ করা হয়েছে أى من جنس كل مثل

(২) এ হচ্ছে মুশরিকদের দৃষ্টান্ত।

(৩) অর্থাৎ, নিজেদের দুঃচরিত্রের কারণে এবং মন্দ স্বভাব-প্রকৃতির কারণে প্রত্যেকেই নিজ নিজ বিভিন্নমুখী মতলবে তাকে ব্যবহার করতে চায়।

(৪) এ হচ্ছে মু'মিনের উদাহরণ।

(৫) "সম্পূর্ণ" শব্দটি سَلَمًا এর অর্থ। রূহল-মাআনীতে এর অর্থ লেখা হয়েছে خالصًا

(৬) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বলে এখানে "উভয়ের অবস্থা সমান না হওয়ার" বিষয়কেই সুদৃঢ় করা হয়েছে। অধিকন্তু মুমিনদের দৃষ্টান্ত যে উত্তম– এর উপরও এই প্রশংসা উল্লেখ করা হয়েছে। (রূহুল মাআনী)

(৭) অর্থাৎ, এদের উভয়ের অবস্থা যে সমান নয় এটা তারা বুঝতে পারছে না।

(৮) যেমন, নবী-রসূলগণ তাদের দাওয়াত যথাযথভাবে পৌছানো এবং তাদের উম্মতের নাফরমানীর কথা পেশ করবে, আর উম্মতরা তাদের মিথ্যা ওযর-আপত্তি তুলে ধরবে। এমনিভাবে কেউ কারও প্রতি জুলুম করে থাকলে মাজলূম ব্যক্তি জালেমের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়ের করবে।

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৭ নং আয়াত:

১.কুরআনে প্রত্যেক প্রকারের উত্তম দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে।

২. দৃষ্টান্ত বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যেন মানুষ উপদেশ গ্রহণ করে।

৩. দৃষ্টান্ত পেশ করার বিধি-বদ্ধতা প্রমাণিত হয়।

● ২৮ নং আয়াত:

১. কুরআন আরবি ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে।

২. কুরআনে কোন রকম বক্রতা নেই।

৩. কুরআনে কারীম নাযেল করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যেন মানুষ তাকওয়া তথা খোদাভীতি অর্জন করতে পারে, মুত্তাকী হতে পারে।

● ২৯ নং আয়াত:

১. একটি বিষয় সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দেয়া এবং কাউকে পথ-নির্দেশ করার বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদান করা ও উদাহরণ পেশ করা শরীয়তসম্মত ও বৈধ।

২. মুশরিক ব্যক্তি খুব পেরেশানী ও কষ্টে জীবন-যাপন করে। পক্ষান্তরে একজন মু'মিন ব্যক্তি শান্তি ও স্বস্তিতে জীবন-যাপন করে।

৩. মুশরিক আর মুমিন ব্যক্তি সমান নয়। মুশরিকের পরিণাম হচ্ছে জাহান্নাম আর মুমিনের পরিণাম হচ্ছে জান্নাত।

www.maktabatulabrar.com

৪. যাদেরকে আল্লাহ তাআলা মুমিন হওয়ার তাওফীক দান করেছেন তাদের শোকর আদায় করা উচিত।

৫. অধিকাংশ মানুষ বোঝে না যে, শিরক করার কারণে তারা কোন্ আযাবের দিতে ধাবিত হচ্ছে। (জালালাইন)

● ৩০ নং আয়াত:

১. দুনিয়াতে সকলকেই মরতে হবে। কেউ চিরঞ্জীব নয়।

২. "নবীকেও মরতে হবে"– এ কথা থেকে প্রমাণিত হয়, নবী মানুষ, খোদা নন। কারণ খোদা হলে তার মৃত্যু হত না।

● ৩১ নং আয়াত:

১. কেয়ামত সংঘটিত হবে।

২. কেয়ামতের দিন প্রত্যেকে তাদের হক যারা নষ্ট করেছে, তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে মোকদ্দমা দায়ের করবে।

২৩ নং পারা সমাপ্ত

www.maktabatulabrar.com

পারা–২৪

فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللّٰهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ اِذْ جَآءَهٗ ؕ اَلَيْسَ فِىْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكٰفِرِيْنَ ﴿٣٢﴾	(৩২) সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ[১] করে সে অপেক্ষা বড় জালেম আর কে? আর মিথ্যা সাব্যস্ত করে সত্যবাণীকে যখন তা তার নিকট পৌঁছে, এরূপ কাফেরদের জন্য কি জাহান্নামে আবাসস্থল হবে না?
وَالَّذِىْ جَآءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهٖٓ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ﴿٣٣﴾	(৩৩) আর যেসব লোক[২] সত্যবাণী নিয়ে আগমন করেছে এবং সত্যকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছে তারাই পরহেযগার।
لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ ذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٣٤﴾	(৩৪) তারা যা কিছু চাবে সমস্তই তাদের জন্য তাদের রবের নিকট রয়েছে, এটাই নেককারদের প্রতিদান।
لِيُكَفِّرَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَسْوَاَ الَّذِىْ عَمِلُوْا وَيَجْزِيَهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ الَّذِىْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٣٥﴾	(৩৫) যাতে আল্লাহ্ তাদের থেকে তাদের মন্দকাজসমূহও দূর করে দেন এবং তাদের নেক আমলের বিনিময়ে তাদেরকে তাদের প্রতিদান প্রদান করেন।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরীক নির্ধারণ করে বা তার জন্য সন্তান সাব্যস্ত করে এবং রসূল আনীত শিক্ষাকে অস্বীকার করে, নিঃসন্দেহে তার চেয়ে বড় জালেম আর কেউ নেই। (ফাওয়ায়েদে উসমানী)

(২) অর্থাৎ, আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্যসহকারে আগামনকারী নবীগণ এবং নবীর পক্ষ থেকে হকের পথে আহবানকারী ব্যক্তিবর্গ, যারা নিজেরাও সত্যকে সত্য বলে বিশ্বাস করে এবং মানুষকে সত্যের পথে আহবান করে, প্রকৃত অর্থে তারাই পরহেযগার। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা মুত্তাকীদেরকে তাদের নেককাজের উত্তম প্রতিদান দিবেন এবং ভুলে কোন মন্দ কাজ হয়ে থাকলে তা মাফ করে দিবেন। (ফাওয়ায়েদে উসমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩২–৩৫ নং আয়াতসমূহ:

১. আল্লাহর উপর মিথ্যারোপকারী এবং রসূল আনীত শিক্ষাকে অস্বীকারকারীর পরিণাম জাহান্নাম।

২. আকীদা-বিশ্বাস এবং কথা ও কাজে সত্যের উপর অটল অবিচল থাকা মুত্তাকীর একটি অপরিহার্য গুণ।

৩. তাকওয়া ও ইহ্সানের প্রতিদান জান্নাত। (ফাওয়ায়েদে উসমানী ও আইছারুত্তাফাসীর)

أَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ ؕ وَيُخَوِّفُوْنَكَ بِالَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ ؕ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ۝٣٦	(৩৬) আল্লাহ কি তার বান্দার (হেফাযতের) জন্য যথেষ্ট[১] নন? আর তারা তোমাকে তা (মিথ্যা দেবতাসমূহ) থেকে ভয় প্রদর্শন করে যা আল্লাহ ব্যতীত তারা নির্ধারণ করে রেখেছে। আর আল্লাহ যাকে[২] গোমরাহ করেন তার কোন পথপ্রদর্শক নেই।
وَمَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّضِلٍّ ؕ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِعَزِيْزٍ ذِى انْتِقَامٍ ۝٣٧	(৩৭) আর আল্লাহ যাকে হেদায়েত করেন তাকে পথভ্রষ্ট করার কেউ নেই। আল্লাহ কি পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী নন?
وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ؕ قُلْ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَنِىَ اللّٰهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كٰشِفٰتُ ضُرِّهٖۤ اَوْ اَرَادَنِىْ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكٰتُ رَحْمَتِهٖ ؕ قُلْ حَسْبِىَ اللّٰهُ ؕ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ۝٣٨	(৩৮) আর যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে সৃষ্টি[৩] করেছে? তাহলে তারা অবশ্যই বলবে আল্লাহ্। তুমি বল, তোমরা ভেবে দেখেছ কি আল্লাহ্ ভিন্ন তোমরা যে সমস্ত মা'বূদের উপাসনা করছ, যদি আল্লাহ্ আমাকে কোন কষ্ট দিতে চান তবে কি এ মা'বূদরা তাঁর প্রদত্ত সে কষ্টকে দূর করতে পারে? কিংবা আল্লাহ যদি আমার উপর অনুগ্রহ করতে চান তবে কি এ মা'বূদরা তার সে অনুগ্রহ আঁটকে রাখতে পারে? তুমি বল, আল্লাহ্ ই আমার জন্য যথেষ্ট। ভরসাকারীরা তাঁরই উপর ভরসা করে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) **শানে নযূল:** একবার কাফেররা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামকে এই বলে ভয় দেখিয়েছিল যে, আপনি যদি আমাদের প্রতিমার প্রতি বে-আদবী প্রদর্শন করেন তবে তাদের কোপানল থেকে আপনাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। (আল্লাহ্ পানাহ) হতে পারে তাদের কু-প্রভাব আপনাকে উন্মাদ করে দিবে। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এবং জবাবে বলা হয়, আল্লাহ্ কি তাঁর বান্দার পক্ষে যথেষ্ট নন? এ কারণেই কোন কোন তাফসীরবিদ এখানে বান্দার অর্থ নিয়েছেন বিশেষ বান্দা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। অন্যান্য তাফসীরবিদগণ বলেন, এখানে যেকোনো বান্দা উদ্দেশ্য হতে পারে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তাঁর প্রত্যেক বান্দার জন্যই যথেষ্ট।

(২) হেদায়াত ও গোমরাহী সবকিছুই আল্লাহর হাতে। আল্লাহ্ যদি কাউকে তার বক্রতার কারণে হেদায়াত ও সফলতার পথে পরিচালিত না করেন, তবে তাকে হেদায়াত দেয়ার কেউ নেই। (ফাওয়ায়েদে উসমানী)

www.maktabatulabrar.com

(৩) একদিকে আল্লাহ তাআলা –যিনি তোমাদের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী আসমান-যমীন সব কিছুর স্রষ্টা– অন্য দিকে মাটি বা পাথরের নিষ্প্রাণ মূর্তির ন্যায় অক্ষম সৃষ্টি –যারা সম্মিলিতভাবেও আল্লাহ্ প্রেরিত শান্তি-অশান্তি বিন্দুমাত্রও স্ব-স্থান থেকে হটাতে পারে না– এখন তোমরাই বল কে মা'বূদ হওয়ার যোগ্য? কার উপর নির্ভর করা হবে? কাকে সাহার্যকারী হিসাবে যথেষ্ট মনে করা হবে? (ফাওয়ায়েদে উসমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩৬ নং আয়াত:

১. আল্লাহ্ কি তার বান্দার পক্ষে যথেষ্ট নন? এ আয়াত থেকে বোঝা যায় মু'মিন বান্দা খাঁটিমনে গুনাহ না করার সংকল্প করলে এবং আল্লাহর বিধানাবলীর বিপক্ষে কোন শাসক ও কর্মকর্তার রক্তচক্ষুর পরওয়া না করলে আল্লাহর সাহায্য তার সাথে থাকবে।

২. وَيُخَوِّفُوْنَكَ بِالَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ (অর্থাৎ, কাফেররা তোমাকে তাদের মিথ্যা উপাস্যদের কোপানলের ভয় দেখায়) এ আয়াত থেকে প্রমালিত হয় যে, কোন মুসলমানকে এই বলে ভীতি প্রর্দশন করা হারাম যে, তুমি অমুক পাপকাজ না করলে তোমার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা অথবা শাসক শ্রেণী তোমার প্রতি রাগান্বিত হবেন এবং তোমার ক্ষতিসাধন করবেন।

● ৩৭ নং আয়াত:

১. হেদায়াত আল্লাহর হাতে।

২. আল্লাহ্ যদি কাউকে তার বক্রতার কারণে হেদায়াত ও সফলতার পথে পরিচালিত না করেন, তবে তাকে হেদায়াত দেয়ার কেউ নেই। (ফাওয়ায়েদে উসমানী)

● ৩৮ নং আয়াত:

১. মানুষের হাতে তৈরী উপাস্যরা আল্লাহর কোন সিদ্ধান্ত প্রতিহত করার ক্ষমতা রাখে না।

২. মু'মিনদের আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করা ওয়াজিব।

قُلْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّىْ عَامِلٌ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝٣٩	(৩৯) তুমি বল হে আমার[১] সম্প্রদায়, তোমরা তোমাদের অবস্থায় কাজ করতে থাক, আমিও (আমার রীতি অনুযায়ী) কাজ করছি, তারপর অচিরেই তোমরা জানতে পারবে–
مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ۝٤٠	(৪০) সে কে যার উপর এমন আযাব আগতপ্রায়, যা তাকে লাঞ্ছিত করে দিবে এবং (মৃত্যুর পর) তার উপর স্থায়ী আযাব নিপতিত[২] হবে?
اِنَّاۤ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ۚ فَمَنِ اهْتَدٰى فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَمَاۤ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ۝٤١	(৪১) অবশ্যই আমি মানুষের উপকারের জন্য তোমার প্রতি এ কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যা সত্যের বাহক। সুতরাং যে সুপথ অবলম্বন করবে, সে নিজেরই কল্যাণের জন্য করবে, আর যে বিপথে থাকবে তার বিপথগমন তারই উপর বর্তাবে। আর তুমি তাদের ব্যাপারে দায়বদ্ধ নও[৩]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) যেহেতু কাফেররা এ সমস্ত জ্বলন্ত প্রমাণ এবং অকাট্য যুক্তি সত্ত্বেও নিজেদের সে মূর্খতা এবং বিপথগমনের উপর জেদ করে থাকল। তাই এ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শেষ উত্তর শিক্ষা দিচ্ছেন যে, তুমি বল, যদি এতেও তোমরা না মান তাহলে তোমরা জান, তোমাদের কাজে জানে। (বয়ানুল কুরআন)

(২) এ ভবিষ্যদ্বাণীর পরিণতি এই হয়েছিল যে, বদরের যুদ্ধে কাফেরদের অপমানকর শাস্তি হয়েছিল। আর মৃত্যুর পরও এরা অনন্ত শাস্তি ভোগ করবে। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) এ আয়াতের রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা প্রদান করা হয়েছে যে, তুমি হকের পয়গাম পৌঁছে দাও। বাকি মানা না মানা তাদের দায়িত্ব। তুমি পেরেশান হয়ো না। এ ব্যাপারে তোমাকে জিজ্ঞাবাদ করা হবে না।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩৯-৪০ নং আয়াত:

১. যে কাফেরা প্রমাণাদি ও যুক্তি পেশ করার পরও মানবে না, তাদের বিষয়টা আল্লাহর উপর ন্যস্ত করে দেয়ার শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

২. তাদের শাস্তি হওয়ার ইংগিত রয়েছে। সেমতে বদরের যুদ্ধে কাফেরদের অপমানকর শাস্তি হয়েছিল। আর মৃত্যুর পরও এরা অনন্ত শাস্তি ভোগ করবে। (বয়ানুল কুরআন)

● ৪১ নং আয়াত:

১. কুরআন মানুষের উপকারার্থে নাযেল হয়েছে।

২. কেউ হেদায়েত গ্রহণ করলে তার লাভ তারই, পক্ষান্তরে কেউ গোমরাহ হলে তার ক্ষতি তারই। এতে নবীর কোন লাভ বা ক্ষতি নেই।

৩. নবী শুধু আল্লাহর পয়গাম পৌঁছে দেয়ার দায়িত্বশীল। মানুষ না মানলে নবীকে সেজন্য জবাবদিহী করতে হবে না।

اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِيْ لَمْ تَمُتْ فِيْ مَنَامِهَا ۚ فَيُمْسِكُ الَّتِيْ قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْاُخْرٰى اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٤٢﴾

(৪২) আল্লাহই[১] প্রাণসমূহ কবজ[২] করেন তাদের মৃত্যুকালে, আর সে প্রাণসমূহকে যাদের মৃত্যুকাল আসেনি তাদের নিদ্রিত অবস্থায়, অতঃপর সে প্রাণসমূহকে (দেহে ফিরে আসা থেকে) নিবৃত্ত রাখেন যাদের মৃত্যু অবধারিত করেছেন, এবং অপরগুলোকে ফিরিয়ে দেন এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। নিশ্চয় এতে অনেক নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল লোকদের জন্য।

اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُفَعَاۗءَ ۭ قُلْ اَوَلَوْ كَانُوْا لَا يَمْلِكُوْنَ شَيْـــًٔا وَّلَا يَعْقِلُوْنَ ﴿٤٣﴾

(৪৩) হাঁ[৩] (এসত্ত্বেও) তারা কি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যান্যদেরকে সুপারিশকারী[৪] গ্রহণ করেছে? তুমি বলে দাও, যদিও এরা কোনও ক্ষমতা না রাখে এবং কোনও জ্ঞানই না রাখে, তবুও কি?

www.maktabatulabrar.com

قُلْ لِّلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا ۭ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٤٤﴾

(৪৪) তুমি[৫] বলে দাও, সকল সুপারিশ আল্লাহরই এখতিয়ারে। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব তাঁরই। অতঃপর তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

الله يتوف الله هى اشالرة الى ان التقديم للحصر واعتباره اوفق بالمقام من التقوى (بيان القران (১)

(২) প্রাণসমূহ কবয করার অর্থ হল তাদের সম্পর্ক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া। কখনও বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সব দিক থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়। এরই নাম মৃত্যু। আবার কখনও শুধু বাহ্যিকভাবে বিচ্ছিন্ন করা হয়, আভ্যন্তরীণভাবে যোগাযোগ থাকে। এর ফলে কেবল বাহ্যিকভাবে জীবনের লক্ষণ, চেতনা ইচ্ছা-ভিত্তিক নড়াচড়ার শক্তি বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয় এবং আভ্যন্তরীণ দিক থেকে দেহের সাথে প্রাণের সম্পর্ক বাকী থাকে। ফলে সে শ্বাস গ্রহণ করে ও জীবিত থাকে। এটা নিদ্রিত অবস্থায় হয়ে থাকে। (মাআরিফুল কুরআন) মৃত্যুও নিদ্রা উভয় অবস্থায় জীবের প্রাণ আল্লাহ্ কবয করে থাকেন তবে তিনি যাদের মৃত্যুর সিদ্ধান্ত করেন তাদের প্রাণ দেহে ফিরিয়ে দেন না। আর যাদের আয়ুস্কাল তখনও বাকী থাকে, তাদের আত্মা জাগরণের সময় নিমিষের চেয়েও কম সময়ে দেহে ফিরিয়ে দেন, যাতে তারা তাদের নির্দিষ্টকাল পূরো করতে পারে। (মাআরিফুল কুরআন)

ام اتخذوا هان اشاره الى كون ام منقطعه (بيان القران (৩)

(৪) মুশরিকরা তাদের প্রতিমা সম্পর্কে দাবী করে থাকে যে, তারা কেয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে তাদের জন্য সুপারিশ কারী হবে। আল্লাহ তাআলা আলোচ্য আয়াতে তাদের এ দাবী খণ্ডন করে বলেছেন, সুপারিশকারীর মাঝে নুন্যতম জ্ঞান-বুদ্ধি এবং এখতিয়ার ও ইচ্ছা থাকা আবশ্যক, আর তা প্রতিমার মাঝে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। কাজেই এমতাবস্থায় প্রতিমা কেমন করে সুপারিশকারী হবে?

(৫) যেহেতু উপরোক্ত আয়াতের উত্তরে মুশরিকরা বলতে পারে যে, "এ সমস্ত নির্জীব প্রস্তর-মূর্তি আমাদের সুপারিশকারী হবে না বরং এরা যাদের প্রতিমূর্তি তারা আমাদের সুপারিশকারী হবে।" সেহেতু আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, সুপারিশ সম্পূর্ণ আল্লাহ্ তাআলার ইচ্ছাধীন। অর্থাৎ, তাঁর অনুমতি ভিন্ন সেদিন সুপারিশ করার সাধ্য কারও হবে না। আর অনুমতি পাওয়ার জন্য দু'টি শর্ত আবশ্যক। (ক) সুপারিশকারী আল্লাহর মাকবূল ও প্রিয় বান্দা হওয়া (খ) যার জন্য সুপারিশ করা হবে তার ক্ষমার যোগ্য হওয়া। কাজেই তাদের দেবতা যদি শয়তান হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে উভয় শর্ত অনুপস্থিত। আর যদি ফেরেশতা হয়ে থাকে, তাহলে দ্বিতীয় শর্ত অনুপস্থিত। কারণ, কাফেররা ক্ষমার যোগ্য নয়। ফলে কেউ কাফেরদের জন্য সুপারিশ করার অনুমতি প্রাপ্ত হবে না। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪২ নং আয়াত:

১. আল্লাহ কর্তৃক প্রাণ হরণ আবার নিদ্রাকালে এক ধরনের প্রাণ হরণ হওয়া সত্ত্বেও আবার সে প্রাণ ফিরে দেয়া- এর মধ্যে আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন রয়েছে।

২. জীবন-মৃত্যু সর্বাবস্থায় ও সর্বক্ষণই আল্লাহ্ তাআলার আয়ত্তাধীন। তিনি যখন ইচ্ছা তা হরণ করতে পারেন।

● ৪৩–৪৪ নং আয়াতদ্বয়:

১. যারা মনে করে তাদের দেবদেবী তাদের জন্য সুপারিশ করবে তাদের ধারণা ভুল একারণে যে, তাদের দেবদেবীর মধ্যে নুন্যতম জ্ঞান-বুদ্ধি ও এখতিয়ার নেই।

২. কাফের-মুশরিকদের জন্য আল্লাহর দরবারে কেউ সুপারিশ করতে পারবে না। কেননা, কারও ব্যাপারে সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য তার মু'মিন হওয়া আবশ্যক।

وَاِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحْدَهُ اشْمَاَزَّتْ قُلُوْبُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ ۚ وَاِذَا ذُكِرَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖٓ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ﴿٤٥﴾	(৪৫) আর যখন এক আল্লাহর উল্লেখ করা হয় (যে, তিনিই একমাত্র মাবূদ), তখন তাদের অন্তর সংকুচিত হয়ে যায় যারা পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে না। আর যখন আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্যদের নাম উল্লেখ করা হয়, অমনি তারা প্রফুল্ল হয়ে উঠে।
قُلِ اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عٰلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْ مَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿٤٦﴾	(৪৬) তুমি বল, হে আল্লাহ –আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা! তুমিই (কেয়ামতের দিন) নিজ বান্দাদের মাঝে সেই সকল বিষয়ের ফয়সালা করে দিবে যেগুলোতে তারা মতভেদ করত।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) মুশরিকরা মুখে আল্লাহর বড়ত্ব ও মহত্বের কথা স্বীকার করলেও বস্তুত এককভাবে আল্লাহর উল্লেখ ও তাঁর হামদ-ছানার আলোচনা দ্বারা তাদের অন্তর প্রফুল্ল হয় না। পক্ষান্তরে তাদের দেব-দেবীর প্রশংসা করা হলে অমনি তাদের তনুমন আনন্দে নেচে ওঠে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, অধুনা একশ্রেণীর মুসলমানদের মাঝে ও এ প্রবনতা লক্ষ্য করা যায়। আল্লাহ্ তাআলার অপরিসীম কুদরত, আযমত এবং অপার ইল্‌মের কথা বর্ণনা করা হলে তাদের চেহারা বিতৃষ্ণায় সংকুচিত হয়ে আসে, অথচ কোন পীর-ফকীরের আলোচনা আসলে, তাঁদের সত্য-মিথ্যা কারামাতের কথা শুনলে আনন্দে তারা উদ্বেলিত হয়। (ফাওয়ায়েদে উসমানী)

(২) অর্থাৎ, যখন তারা এহেন অমোঘ সত্যের মাঝে মতবিরোধ সৃষ্টি করল এবং তাদের অন্তরে খোদার এতটুকু আযমত অবশিষ্ট থাকেনি, কাজেই তোমার কাছে ফরিয়াদ তুমিই তাদের মাঝে ফয়সালা করে দিবে শেষ বিচারের দিবসে। (ফাওয়ায়েদে উসমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪৪–৪৫ নং আয়াতদ্বয়:

১. যারা আল্লাহর উল্লেখ ও তাঁর হামদ-ছানার আলোচনা দ্বারা প্রফুল্ল হয় না, তাদের নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়েছে।

www.maktabatulabrar.com

২. আল্লাহ তাআলা দৃশ্য ও অদৃশ্য সবিকছুর পরিজ্ঞাতা।

৩. কেয়ামতের দিন সমস্ত মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ের ফয়সালা করা হবে।

وَلَوْ اَنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ لَافْتَدَوْا بِهٖ مِنْ سُوْٓءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۭ وَبَدَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُوْنُوْا يَحْتَسِبُوْنَ ﴿٤٧﴾	(৪৭) আর যদি অত্যাচারী (কাফের-মুশরিকদের) নিকট সমগ্র পৃথিবীর যাবতীয় সবকিছু বিদ্যমান থাকে এবং তার সাথে সমপরিমাণ বস্তু আরও থাকে তাহলে অবশ্যই তারা কেয়ামত দিবসে কঠোর আযাব থেকে মুক্তি পাওয়ার উদ্দেশ্যে সে সবকিছু প্রদান করতে প্রস্তুত[১] হবে, এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের সম্মুখে এমন সব ব্যাপার উপস্থিত হবে যার ধারণাও তাদের ছিল না।
وَبَدَا لَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٤٨﴾	(৪৮) এবং (তখন) তাদের সামনে তাদের সকল মন্দকাজ প্রকাশ হয়ে পড়বে। আর যে (আযাব) সম্বন্ধে তারা বিদ্রূপ করত তা তাদেরকে ঘিরে নিবে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) কিন্তু তা গ্রহণ করা হবে না। বরং তারা এমন কঠিন আযাবের সম্মুখীন হবে যার তারা কখনও কল্পনাও করতে পারেনি।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪৭–৪৮ নং আয়াতদ্বয়:

১. যদি মেনে নেয়া হয় কাফের-মুশরিকরা পৃথিবীর যাবতীয় সবকিছু মুক্তিপণ স্বরূপ দিয়ে দিতে পারবে, তবুও তা দ্বারা শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে না।

২. জান্নাতের নায-নেয়ামত এবং জাহান্নামের শাস্তি সম্পর্কে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হারাম ও কুফরী। যারা এরূপ ঠাট্টা-বিদ্রূপ যার করবে সেই ঠাট্টা-বিদ্রূপের শাস্তি তাদেরকে বেষ্টন করে নিবে।

فَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ۡ ثُمَّ اِذَا خَوَّلْنٰهُ نِعْمَةً مِّنَّا ۙ قَالَ اِنَّمَآ اُوْتِيْتُهٗ عَلٰي عِلْمٍ ۭ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٤٩﴾	(৪৯) অতঃপর মানুষকে[১] যখন দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে আমাকে ডাকতে থাকে। এর পর যখন আমার পক্ষ থেকে তাকে কোন নেয়ামত প্রদান করি তখন সে বলে, এটা তো আমি (আমারই) চেষ্টা-তদবীর[২] দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছি, বরং এটা একটা পরীক্ষা[৩], কিন্তু তাদের অধিকাংশই বুঝে না।

قَدْ قَالَهَا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٥٠﴾ فَاَصَابَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا ؕ وَالَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْ هٰٓؤُلَآءِ سَيُصِيْبُهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا ۙ وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿٥١﴾ اَوَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٥٢﴾

(৫০) একথা তারাও বলেছিল যারা ওদের পূর্বে[৪] অতীত হয়েছে, সুতরাং তাদের কৃত কার্যকলাপ তাদের কোন কাজে আসেনি।

(৫১) অতঃপর তাদের যাবতীয় কুকর্ম (-এর প্রতিফল) তাদের উপর আপতিত হল, আর এদের[৫] (বর্তমান কাফেরদের) মধ্যে যারা জালেম তাদের উপরও তাদের অপকর্ম শীঘ্রই আপতিত হবে। আর তারা আল্লাহকে পরাভূত করতে পারবে না।

(৫২) তারা কি জানে না যে, আল্লাহই যাকে ইচ্ছা প্রচুর[৬] রিযিক দিয়ে থাকেন এবং তিনিই (যাকে ইচ্ছা) সংকীর্ণও করে থাকেন। এতে মু'মিনদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, মুশরিকরা এককভাবে যাঁর নাম উল্লেখ করার দ্বারা বিতৃষ্ণায় সংকুচিত হত, দুঃখ দৈন্য স্পর্শ করলে তখন তাঁকেই ডাকতে থাকে, যেসব দেব-দেবীর আলোচনায় প্রফুল্ল বোধ করত তাদেরকে তখন বেমালুম ভুলে যায়। এটা মুশরিকদের মূর্খতা এবং স্ববিরোধিতা বৈ কি? (ফাওয়ায়েদে উসমানী ও বয়ানুল কুরআন)

(২) অতঃপর যখন আল্লাহ্ তাকে কোন নেয়ামত প্রদান করেন, তখন সে এটাকে আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত না করে বলে, এটা আমি আমার তদবীর দ্বারা লাভ করেছি। সুতরাং সে আল্লাহর অনুগ্রহ ও অপার ক্ষমতার প্রতি লক্ষ করে না। (ফাওয়ায়েদে উসমানী ও বয়ানুল কুরআন)

(৩) পরীক্ষা এই যে, নেয়ামত লাভ করে আল্লাহকে ভুলে কুফ্‌রীতে লিপ্ত হয়, না তাওহীদের উপর অটল থেকে তাঁর শোকর আদায় করে। (বয়ানুল কুরআন)

(৪) যেমন কারূন বলেছিল। তার পরিণতি পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

(৫) পূর্ববর্তী কাফেররা যেমন তাদের পাপের শাস্তি ভোগ করেছে। বর্তমান কাফেররাও তা ভোগ করবে। আল্লাহ্ যখন শাস্তি দানের ইচ্ছা করবেন তখন কেউ আত্মগোপন করে কিংবা অন্য কোন কৌশল অবলম্বন করে আল্লাহকে ব্যর্থ করতে পারবে না। (ফাওয়ায়েদে উসমানী)

(৬) রিযক বর্ধিত করা কিংবা সংকীর্ণ করা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহরই কাজ। চেষ্টা-তদবীর এর প্রকৃত কারণ নয়।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪৯ নং আয়াত:

১. আয়াতে মানুষের মূর্খতা ও স্ববিরোধিতা তুলে ধরা হয়েছে যে, বিপদে পড়লে আল্লাহকে ডাকে, আবার নেয়ামত পেলে সেই আল্লাহকে ভুলে নেয়ামত-প্রাপ্তিকে নিজের জ্ঞান-বুদ্ধির অর্জন মনে করে।

www.maktabatulabrar.com

২. নেয়ামত দিয়ে আল্লাহ মানুষকে পরীক্ষা করেন যে, নেয়ামত লাভ করে আল্লাহকে ভুলে কুফ্‌রীতে লিপ্ত হয়, না তাওহীদের উপর অটল থেকে তাঁর শোকর আদায় করে। (বয়ানুল কুরআন)

● ৫০-৫১ নং আয়াতদ্বয়:

১. পূর্ববর্তীরা নেয়ামত পেয়ে আল্লাহর শোকর না করায় ধ্বংস হয়েছে। তাদের সম্পদ তাদেরকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করতে পারেনি। অতএব এখনও কেউ এমন করলে সে ধ্বংস থেকে বাঁচতে পারবে না।

● ৫২ নং আয়াত:

১. রিযক বর্ধিত করা কিংবা সংকীর্ণ করা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহরই কাজ। চেষ্টা-তদবীর এর প্রকৃত কারণ নয়।

২. কারো প্রতি আল্লাহর রিযক বৃদ্ধি করা, কারও প্রতি সংকীর্ণ করা কোনটিই তার প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টির দলীল নয়। আল্লাহ্ কখনও কাফেরের রিযক প্রশস্ত করে দেন, মু'মিনের রিযক সংকীর্ণ করে দেন। উভয় অবস্থা আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা স্বরূপ।

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿٥٣﴾ وَاَنِيْبُوْٓا اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوْا لَهٗ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ ﴿٥٤﴾

(৫৩) তুমি বলে দাও, (আল্লাহ্ বলেন,) হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের প্রতি অত্যাচার করেছ তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ[১] হয়ো না; নিঃসন্দেহে আল্লাহ সমস্ত গুনাহ মাফ করেন, নিশ্চয় তিনিই অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়াল[২]।

(৫৪) আর তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের অভিমুখী হও[৩] এবং তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ কর তোমাদের নিকট শাস্তি আসার পূর্বে, অতঃপর তোমরা কোন সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) শানে নযূল: হযরত ইব্নে আব্বাস (রহ.) বলেন, কিছু লোক ছিল যারা অন্যায় হত্যা করেছিল, এবং অনেক করেছিল। আরো কিছু লোক ছিল, যারা ব্যভিচার করেছিল এবং অনেক করেছিল। তারা এসে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে আরয করল, আপনি যে ধর্মের দাওয়াত দেন তা খুবই উত্তম। কিন্তু চিন্তার বিষয় হল আমরা অনেক জঘন্য গুনাহ করে ফেলেছি ! আমরা যদি ইসলাম গ্রহণ করি তবে আমাদের তাওবা কবূল হবে কি? এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) এ আয়াতের সারমর্ম হল মৃত্যুর পূর্বে প্রত্যেক বড় গুনাহ এমনকি কুফর-শিরক থেকে তাওবা করলেও তাওবা কবূল হয়। সুতরাং আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া উচিৎ নয়। হযরত ইবনে ওমর বলেন, এ আয়াতটি গোনাহগারদের জন্য সর্বাধিক আশাব্যঞ্জক আয়াত। (মাআরিফুল কুরআন)

(৩) অর্থাৎ অতীত কর্মের উপর অনুতপ্ত হয়ে কুফর-শিরকসহ যাবতীয় গুনাহ পরিত্যাগ করে আল্লাহর সামনে আত্মসমর্পন কর। ইখলাস ও নিষ্ঠার সাথে তাঁর সকল আদেশ-নিষেধ মেনে নাও। তবেই আল্লাহর শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে। চির জান্নাত লাভ করবে। অন্যথায় তাঁর আযাব থেকে কেউ তোমাদের রক্ষা করতে পারবে না।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫৩ নং আয়াত:

১. সত্যিকার তাওবা দ্বারা আল্লাহ্ সব গুনাহ মাফ করবেন। কাজেই আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া উচিৎ নয়।

২. আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

● ৫৪ নং আয়াত:

১. আল্লাহ-অভিমুখী হওয়ার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। (৩ নং টীকা দ্রষ্টব্য)

২. শাস্তি আসার পূর্বে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পন করার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে।

وَاتَّبِعُوْٓا اَحْسَنَ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَّاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ﴿٥٥﴾	(৫৫) তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি উত্তম[১] যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তার অনুসরণ করে চল এর পূর্বে যে, তোমাদের উপর অকস্মাৎ[২] আযাব এসে পড়বে, আর তোমরা বে-খবর থাকবে।
اَنْ تَقُوْلَ نَفْسٌ يّٰحَسْرَتٰى عَلٰى مَا فَرَّطْتُّ فِيْ جَنْۢبِ اللّٰهِ وَاِنْ كُنْتُ لَمِنَ السّٰخِرِيْنَ ﴿٥٦﴾	(৫৬) (ইসলাম গ্রহণের নির্দেশ এ জন্য দেয়া হয় যে,) পরে কেউ বলবে[৩], হায় আফসোস! আমার সে ত্রুটির জন্য, যা আমি আল্লাহর দরবারে করেছি। আর আমি তো (সে নির্দেশাবলীকে) ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতাম।
اَوْ تَقُوْلَ لَوْ اَنَّ اللّٰهَ هَدٰىنِيْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٥٧﴾	(৫৭) অথবা কেউ এরূপ বলবে, যদি আল্লাহ (পৃথিবীতে) আমাকে হেদায়াত[৪] করতেন, তবে আমিও অবশ্যই মুত্তাকীদের অন্তর্ভূক্ত হতাম।
اَوْ تَقُوْلَ حِيْنَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ اَنَّ لِيْ كَرَّةً فَاَكُوْنَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٥٨﴾	(৫৮) অথবা কেউ আযাব দেখে এরূপ বলবে, আহা যদি (পৃথিবীতে) আমার পুনঃপ্রত্যাবর্তন[৫] ঘটত, তবে আমি নেককার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।
بَلٰى قَدْ جَآءَتْكَ اٰيٰتِيْ فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٥٩﴾	(৫৯) (আল্লাহ্ বলবেন,) হাঁ, নিঃসন্দেহে তোমার নিকট আমার নিদর্শনসমূহ[৬] এসেছিল, কিন্তু তুমি তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিলে, অহংকার করেছিলে এবং কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত রয়েছিলে।

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এখানে "উত্তম যা অবতীর্ণ করা হয়েছে" বলে কুরআন করীমকে বোঝানো হয়েছে। সমগ্র কুরআনই উত্তম। (ফাওয়ায়েদে উসমানী)

(২) "অকস্মাৎ" এজন্য বলা হয়েছে যে, সিংগায় প্রথম ফুঁৎকার প্রদান করলে সকল আত্মাই সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়বে। অতঃপর দ্বিতীয়বার ফুঁৎকারে আযাবের অনুভূতি আরম্ভ হবে। সুতরাং অনুভব হওয়ামাত্র তা অকস্মাৎ মনে হবে। সুতরাং এ আয়াতে আযাব দ্বারা আখেরাতের আযাব বোঝানো হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) কাফেররা হাশরের ময়দানে বলবে, আফসোস! আমরা আল্লাহকে চিনতে এবং তাঁর আদেশ-নিষেধ পালন করতে কতইনা ত্রুটি করেছি। ফলে আজ আমাদেরকে এ ভয়াবহ পরিণতির শিকার হতে হয়েছে। কিন্তু এ আফসোস তখন আর কোন কাজে আসবে না। কাজেই দুনিয়াতে আল্লাহ্ তাআলা ইসলাম গ্রহণের আদেশ এ জন্য দিচ্ছেন যেন সেদিন এ নিস্ফল আফসোস করতে না হয়। (ফাওয়ায়েদে উসমানী)

(৪) যখন আফসোস কোন কাজে আসবে না, তখন তারা এ খোড়া ওজর পেশ করে আত্মপ্রসাদ লাভের চেষ্টা করবে যে, আল্লাহ্ আমাদেরকে হেদায়াত দান করেননি। তিনি যদি আমাদের হেদায়াত দিতেন তবে আমরাও মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। (ফাওয়ায়েদে উসমানী)

(৫) যখন আফসোস ও ওযর উভয়টা নিস্ফল প্রমাণিত হবে এবং ভয়াবহ আযাব স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করবে, তখন অস্থির হয়ে বলবে, যদি আমাদেরকে পুনরায় দুনিয়াতে ফিরিয়ে দেয়া হত, তবে আমরা নেককার হয়ে আসতাম। (ফাওয়ায়েদে উসমানী)

(৬) আল্লাহ্ বলবেন, সে মিথ্যা বলছে। আমি তো বিধি-বিধান ও নিদর্শনাবলী সহকারে তোমার কাছে নবী-রসূল পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু তুমি সত্যকে গ্রহণ করনি। বরং তাঁদেরকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছ। আমি জানি তোমাকে পুনঃরায় সুযোগ দেয়া হলেও তুমি পূর্ববৎ অহংকারবশত হককে প্রত্যাখ্যান করবে। (ফাওয়ায়েদে উসমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫৫ নং আয়াত:

১. কুরআনে কারীমের অনুসরণ করার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে।

২. সমগ্র কুরআনই উত্তম।

৩. দ্বিতীয়বার ফুঁৎকারে আযাবের অনুভূতি আরম্ভ হলে তখন তা অকস্মাৎ মনে হবে। (২ নং টীকা দ্রষ্টব্য)

● ৫৬–৫৯ নং আয়াতসমূহ:

১. কুরআনে কারীম এজন্য নাযেল করা হয়েছে, যাতে কেউ এরূপ ওজর পেশ করতে না পারে যে, আমার কাছে হেদায়েত আসেনি বলে হেদায়াতপ্রাপ্ত হইনি কিংবা আবারও দুনিয়ায় প্রেরণ করা হলে নেককার হয়ে আসতাম ইত্যাদি।

২. আল্লাহর বিধি-বিধান, নিদর্শনাবলী ও আল্লাহর প্রেরিত রসূলকে অমান্য করাই জাহান্নামের আযাবের কারণ হবে।

وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ تَرَى الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلَى اللّٰهِ وُجُوْهُهُمْ مُّسْوَدَّةٌ ؕ اَلَيْسَ فِىْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿٦٠﴾	(৬০) আর যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ[১] করেছিল, তুমি কেয়ামতের দিন তাদের মুখগুলো দেখবে কালো। এ অহংকারীদের আবাসস্থল কি জাহান্নামে নয়?
وَيُنَجِّى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ ۫ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوْٓءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٦١﴾	(৬১) আর যারা (কুফর-শিরক থেকে) বেঁচে থাকত আল্লাহ্ তাদেরকে সফলতার সঙ্গে (জাহান্নাম থেকে) নাজাত[২] দিবেন। না তাদেরকে অনিষ্ট স্পর্শ করবে আর না তারা চিন্তিত হবে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত সত্যবাণীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করাই আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করা। এ মিথ্যারোপ কেয়ামতের দিন তাদের চেহারাকে আচ্ছন্ন করে রাখবে। (ফাওয়ায়েদে উসমানী)

(২) মুত্তাকীগণ তাঁদের তাকওয়ার বরকতে চির সুখের আবাস জান্নাতে স্থায়ী হবেন। যেখানে কোন দুঃখ-কষ্ট, চিন্তা-পেরেশানীর বালাই নেই।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৬০ নং আয়াত:

১. কেয়ামতের দিন কালিমালিপ্ত চেহারা হওয়া কাফের এবং চিরস্থায়ী জাহান্নামী হওয়ার আলামত। এর বিপরীত কেয়ামতের দিন উজ্জ্বল আলোকময় চেহারা হওয়া ঈমানদার ও চির জন্নাতী হওয়ার আলামত। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. অহংকার কুফরির কারণ। আর যারা কুফরী করবে তাদের ঠিকানা হল জাহান্নাম।

● ৬১ নং আয়াত:

১. যারা কুফর-শিরক হতে বেঁচে থাকবে পরকালে তারা নাজাত লাভ করবে।

২. জান্নাতীদেরকে না কোন অনিষ্ট স্পর্শ করবে আর না তারা চিন্তিত হবে।

اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ ۫ وَّهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ وَّكِيْلٌ ﴿٦٢﴾	(৬২) আল্লাহই সবকিছুর স্রষ্টা এবং তিনিই প্রত্যেক বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণকারী।
لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٦٣﴾	(৬৩) আসমানসমূহ ও যমীনের কুঞ্জিসমূহ[১] তাঁরই অধিকারে রয়েছে। আর (এসত্ত্বেও) যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।
قُلْ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَاْمُرُوْٓنِّىْٓ اَعْبُدُ اَيُّهَا الْجٰهِلُوْنَ ﴿٦٤﴾	(৬৪) তুমি বলে দাও, হে মূর্খদল, তবুওকি তোমরা আমাকে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করতে বলছ?

وَلَقَدْ اُوْحِىَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٦٥﴾	(৬৫) তোমার প্রতি ও তোমার[২] পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই ওহী হয়েছে যে, শিরক করলে তোমার সকল কৃতকর্ম বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে।
بَلِ اللّٰهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿٦٦﴾	(৬৬) বরং আল্লাহরই ইবাদত করবে এবং তাঁরই শুকরগোযার হয়ে থাকবে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) কুঞ্জি বা চাবি কারো হাতে থাকা তার মালিক ও নিয়ন্ত্রক হওয়ার লক্ষণ। তাই আয়াতের মর্মার্থ হল আকাশে ও পৃথিবীতে লুকায়িত সকল ভাণ্ডারের চাবি আল্লাহর হাতে। তিনিই এ ভাণ্ডারের রক্ষক ও নিয়ন্ত্রক। যখন ইচ্ছা, যাকে ইচ্ছা, যে পরিমাণ ইচ্ছা দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা দান করেন না। কাজেই এরূপ পূর্ণগুণের অধিকারী সত্তা অবশ্যই শিরক থেকে মুক্ত। (বয়ানুল কুরআন ও মাআরিফুল কুরআন)

(২) অতএব যখন সকল নবী ওহীর সাহায্যে শিরকের নিন্দনীয়তা সম্পর্কে অবগত হয়েছেন তখন তাঁদের দ্বারা এবং রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বারা শিরক প্রকাশ পাওয়া কীরূপে সম্ভব হবে? সুতরাং তাঁর থেকে এরূপ আশা করা কাফেরদের মস্তিষ্ক বিকৃতি ছাড়া আর কিছুই নয়। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৬২-৬৩ নং আয়াতদ্বয়:

১. আকাশে ও পৃথিবীতে লুকায়িত সকল ভাণ্ডারের চাবি আল্লাহর হাতে।

২. যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

● ৬৪-৬৫ নং আয়াতদ্বয়:

১. সকল নবীর কাছেই শিরকের নিন্দনীয়তা সম্পর্কে ওহী এসেছে। এই নবীর কাছে তদ্রূপ ওহী এসেছে। অতএব এই নবী থেকে শিরকের আশা করা মূর্খ বৈ কিছুই নয়।

২. শিরক করলে সকল আমল বিনষ্ট হয়ে যায় এবং ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া অবধারিত হয়ে পড়ে।

● ৬৬ নং আয়াত:

১. শিরকমুক্তভাবে আল্লাহর ইবাদত করা ফরয।

২. আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হওয়া ফরয।

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ۖ وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌۢ بِيَمِيْنِهٖ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٦٧﴾	(৬৭) আর তারা আল্লাহর কিছুই মর্যাদা দেয়নি, যতটুকু দেওয়া কর্তব্য ছিল[১], আর কেয়ামত দিবসে সমগ্র পৃথিবী থাকবে তার হাতের মুঠোতে[২] এবং আকাশমণ্ডলী গুটানো থাকবে তাঁর ডান হাতে। তিনি পবিত্র। আর এরা যাকে শরীক করে তা থেকে তিনি অনেক উর্ধ্বে।

www.maktabatulabrar.com

وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ ؕ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرٰى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ ﴿٦٨﴾

(৬৮) আর শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে। ফলে আকাশমণ্ডলীতে যারা আছে এবং পৃথিবীতে যারা আছে সবাই মূর্ছিত[৩] হয়ে পড়বে। তবে আল্লাহ্ যাকে[৪] ইচ্ছা করেন (সে রক্ষা পাবে)। অতঃপর তাতে দ্বিতীয়বার ফুঁক[৫] দেয়া হবে, তখন অমনি সবাই দাঁড়িয়ে যাবে এবং (চতুর্দিকে) দেখতে থাকবে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, নির্ভেজাল তাওহীদের বিশ্বাসী হলে আল্লাহর প্রকৃত মর্যাদা দেয়া হত। কিন্তু তারা আল্লাহর সাথে শরীক নির্ধারণ করে তাঁর মর্যাদা বিনষ্ট করেছে। (বয়ানুল কুরআন)

(২) কেয়ামতের দিন যমিন আল্লাহর মুঠোতে থাকবে এবং আসমান ভাঁজকরা অবস্থায় তার ডান হাতে থাকবে। পূর্ববর্তী আলেমদের মতে আক্ষরিক অর্থেই এমনটি হবে। কিন্তু আয়াতের বিষয়বস্তু মুতাশাবিহাতের অন্তর্ভুক্ত, যার প্রকৃত স্বরূপ আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ অবগত নয়। আয়াতে আল্লাহ তাআলার মুঠি ও ডান হাতের উল্লেখ এসেছে, এগুলো দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। অথচ আল্লাহ্ তাআলা দেহ ও দেহত্ব থেকে মুক্ত। তাই আয়াতের শেষাংশে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এগুলোকে নিজেদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আলোকে বোঝার চেষ্টা করো না। আল্লাহ্ তাআলা এগুলো থেকে পবিত্র। سُبْحٰنَهٗ تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ পরবর্তী আলেমগণ আলোচ্য আয়াতকে রূপক অর্থে গ্রহণ করেছেন। মুঠো রূপক অর্থে অধিকার, ডান হাত রূপক অর্থে শক্তি ও ক্ষমতা বোঝায়। অর্থাৎ, কেয়ামতের দিবসে এ পৃথিবী এবং আকাশমণ্ডলী একমাত্র আল্লাহর করায়ত্ত ও নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে। যদিও এ বিশ্বজগত সর্বদা আল্লাহর অধিকারে ও আয়ত্তাধীনে আছে। কিন্তু যেহেতু কেয়ামতে কারো এর কোন কিছুর উপর কোনরূপ মালিকানা থাকবে না যেমন এ দুনিয়াতে চলে, আর সেদিন আল্লাহর মালিকানার বিষয়টি বাস্তবে প্রত্যক্ষ করা যাবে, সেহেতু ইরশাদ হয়েছে, কেয়ামতের দিন পৃথিবী এবং আকাশমণ্ডলী আল্লাহর আয়ত্তাধীন থাকবে। (মাআরিফুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) সিংগায় ফুঁৎকার মোট দু'বার হবে। প্রথম ফুঁকে সবাই বেহুশ হবে। অতঃপর মারা যাবে। আর যারা পূর্বেই মৃত, তাদের আত্মা বেহুঁশ হয়ে যাবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও বয়ানুল কুরআন)

(৪) দুররে মানসূরের বর্ণনা অনুযায়ী এই ব্যতিক্রমের মধ্যে রয়েছেন চার ফেরেশতা– জিবরাঈল, মিকাঈল, ইসরাফিল ও আযরাঈল। কোন কোন রেওয়ায়েত অনুযায়ী আল্লাহর আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণও ব্যতিক্রমের অন্তর্ভুক্ত থাকবেন। তাদের ব্যতিক্রমের অর্থ এই যে, সিঙ্গায় ফুঁৎকারের প্রভাবে তাদের মৃত্যু হবে না। কিন্তু পরে তারাও মারা যাবেন। আল্লাহ তাআলা ব্যতীত তখন কেউ জীবিত থাকবে না। (মাআরিফুল কুরআন)

(৫) দ্বিতীয়বার সিংগায় ফুঁ দেয়ার পর আকস্মাৎ সকলে চেতনাপ্রাপ্ত হবে এবং দেহসমূহের সাথে আত্মার সম্পর্ক স্থাপনের পর সকলে কবর হতে বের হবে। এবং চতুর্দিকে বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে দেখতে থাকবে। (বয়ানুল কুরআন)

www.maktabatulabrar.com

আহকাম ও শিক্ষা

● ৬৭ নং আয়াত:

১. নির্ভেজাল তাওহীদে বিশ্বাসী হওয়ার মাধ্যমে আল্লাহর প্রকৃত মর্যাদা দেয়া কর্তব্য। আল্লাহর সাথে শরীক নির্ধারণ করলে তাঁর মর্যাদা বিনষ্ট করা হয়।

২. কেয়ামতের দিন বাহ্যিকভাবেও ক্ষমতা আল্লাহর হাতে– এটা বোঝানোর জন্য যমিনকে আল্লাহ নিজের মুঠোতে নিয়ে নিবেন এবং আসমান ভাঁজকরা অবস্থায় তার ডান হাতে থাকবে। (বিস্তারিত ২ নং টীকায় দ্রষ্টব্য)

● ৬৮ নং আয়াত:

১. শিঙ্গায় একবার ফুঁৎকার দেয়া হয়ে হলে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যারা আছে সবাই (কয়েকজন ব্যতিক্রম ছাড়া) মূর্ছিত হয়ে পড়বে।

২. দ্বিতীয়বার ফুঁৎকার দেয়া হলে সবাই পুনঃর্জীবিত হবে।

وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُوْرِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتٰبُ وَجِايْٓءَ بِالنَّبِيّٖنَ وَالشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٦٩﴾

(৬৯) আর বিশ্ব তার প্রতিপালকের জ্যোতিতে[১] উদ্ভাসিত হবে। আমলনামা (প্রত্যেকের সামনে) রাখা হবে। নবীগণকে[২] ও সাক্ষীদেরকে উপস্থিত করা হবে। এবং সকলের মধ্যে ন্যায়ভাবে মীমাংসা করা হবে। তাদের প্রতি সামান্যও জুলুম করা হবে না।

وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ﴿٧٠﴾

(৭০) এবং প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের পূর্ণ প্রতিফল[৩] দেয়া হবে। আর তিনি সকলের কার্যাবলী সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত আছেন।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা তাঁর শান অনুযায়ী হাশরের ময়দানে আগমন করবেন। তাঁর নূরের তাজাল্লীতে হাশরের মাঠ ঝলমল করে উঠবে। তখন হিসাবের দফতর খোলা হবে। প্রত্যেকের আমলনামা সামনে রাখা হবে। এবং প্রত্যেকের আমলের সঠিক ফয়সালা প্রদান করা হবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) হাশরের ময়দানে হিসাব-নিকাশের সময় নবীগণও উপস্থিত থাকবেন। এবং অন্যান্য সাক্ষীও উপস্থিত থাকবে। সাক্ষীগণের এ তালিকায় আম্বিয়া (আ.) ও ফেরেশতাগণ থাকবেন। উম্মতে মুহাম্মাদী এবং স্বয়ং মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও থাকবে। (মাআরিফুল কুরআন)

(৩) নেকীর প্রতিফল কম, বদীর শাস্তি বেশি– এমন হবে না। প্রত্যেকের ভাল-মন্দ আমল সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা সবিশেষ অবগত আছেন, সে অনুপাতে তিনি বদলা দিবেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৬৯-৭০ নং আয়াতদ্বয়:

১. কেয়ামতের দিন বিশ্ব আল্লাহর জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হবে।

২. হিসাব-নিকাশের সময় নবীদের ও অন্যান্য সাক্ষীদের উপস্থিত রাখা হবে।

৩. প্রত্যেকের আমলনামা সামনে থাকবে।

৪. প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেয়া হবে। কারও প্রতি অবিচার করা হবে না।

৫. আল্লাহ তাআলা সকলের সব আমল সম্বন্ধে পূর্ণ অবহিত।

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا ؕ حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْهَا فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ؕ قَالُوْا بَلٰى وَ لٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٧١﴾

(৭১) আর যারা কাফের তাদেরকে দলে দলে দোযখের দিকে হাঁকিয়ে নেয়া হবে। এমনকি যখন তারা দোযখের নিকটে পৌঁছবে, তখন তার প্রবেশদ্বারসমূহ খুলে দেয়া হবে এবং জাহান্নামের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের নিকট কি তোমাদেরই মধ্য থেকে রসূলগণ আগমন করেনি যারা তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনাত, এবং তোমাদেরকে তোমাদের এই দিনের আগমন সম্বন্ধে সতর্ক করত? তারা বলবে, হাঁ[১], কিন্তু কাফেরদের জন্য আযাবের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হল।

قِيْلَ ادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿٧٢﴾

(৭২) তাদেরকে বলা হবে, জাহান্নামের দ্বারসমূহে প্রবেশ কর সেখানে চিরকাল অবস্থানের জন্য। সুতরাং কতইনা নিকৃষ্ট অহংকারীদের নিবাস!

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) তারা বলবে, হাঁ অবশ্যই নবীও এসেছিলেন এবং আল্লাহর আদেশও আমাদের নিকট পৌঁছেছিলেন; কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা কুফ্‌র করেছি। ফলে আমরা অবাধ্য কুফ্‌রির শাস্তির সম্মুখীন হয়েছি। এবং খোদার অবধারিত শাস্তি আমাদের উপর বাস্তবায়িত হল। (বয়ানুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৭১-৭২ নং আয়াতদ্বয়:

১. কাফেরদের মধ্যে যেমন বিভিন্ন দল থাকে, তেমনি দলে দলে কাফেরদেরকে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।

২. কাফেররা জাহান্নামের দরজা বন্ধ পাবে, তাদের নিকটে আগমনের পর দরজা খোলা হবে। যেমন অপরাধীকে কাছে আনার পর জেলখানার দরজা খোলা হয়।

www.maktabatulabrar.com

৩. তারা জাহান্নামের কাছে আসার পর জাহান্নামের রক্ষীরা তাদেরকে তিরস্কার করবে।

৪. অহংকার করা হারাম এবং অহংকারের শেষ পরিণতি জাহান্নাম।

৫. কাফেররা জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে।

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ؕ حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْهَا وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خٰلِدِيْنَ ﴿٧٣﴾

(৭৩) আর যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করত তাদেরকে দলেদলে[১] জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। এমনকি যখন তারা জান্নাতের নিকটে পৌঁছবে এবং এর দরজাসমূহ পূর্ব থেকে উন্মুক্ত[২] থাকবে এবং জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা পরমানন্দে অবস্থান কর। সুতরাং জান্নাতে প্রবেশ কর অনন্তবাসের জন্য।

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ صَدَقَنَا وَعْدَهٗ وَاَوْرَثَنَا الْاَرْضَ نَتَبَوَّاُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ ۚ فَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ﴿٧٤﴾

(৭৪) তারা (জান্নাতে প্রবশ করে) বলবে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদের প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন এবং আমাদেরকে অধিকারী করেছেন এই ভূমির[৩]। আমরা জান্নাতে যেখানে[৪] ইচ্ছা অবস্থান করব। ফলকথা সৎকর্মপরায়ণশীলদের পুরস্কার কত উত্তম!

وَتَرَى الْمَلٰٓئِكَةَ حَآفِّيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۚ وَقُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيْلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٧٥﴾

(৭৫) আর তুমি ফেরেশতাদেরকে দেখবে আরশের[৫] চতুর্দিকে চক্রাকারে অবস্থান করবে, স্বীয় প্রতিপালকের পবিত্রতা ও প্রশংসা করতে থাকবে, আর তাদের (মানুষ ও জিনের) মাঝে ফয়সালা করা হবে ন্যায়ের সাথে। আর বলা হবে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য, যিনি সারা জাহানের প্রতিপালক।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) তাকওয়ার স্তর যেহেতু বিভিন্ন, সেহেতু প্রত্যেক স্তরের মুত্তাকীদের দল ভিন্ন হবে। এবং প্রত্যেক স্তরের লোকদেরকে পৃথক দলে বিভক্ত করে জান্নাতের দিকে চালিত করা হবে। (বয়ানুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) যেমন আগমনের পূর্বেই মেহমানের জন্য মেহমানখানার দরজা খোলা রাখা হয়, তেমনি জান্নাতী জান্নাতের নিকটে পৌঁছেই জান্নাতের সকল দরজা খোলা পাবে। এবং ফেরেশতাগণ "আস্‌সালামু আলাইকুম" বলে তাঁদেরকে অভ্যর্থনা জানাবেন এবং চিরস্থায়ী জান্নাতের সুসংবাদ দিবেন।

(৩) অর্থাৎ, জান্নাতের ভূমি। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) অর্থাৎ, জান্নাতীদের নিজেদের প্রাসাদ ও বাগ-বাগিচা তো থাকবেই উপরন্তু তাদেরকে অন্য

জান্নাতীদের কাছে সাক্ষাৎ ও বেড়ানোর অনুমতিও দেয়া হবে। (মাআরিফুল কুরআন)

(৫) আল্লাহ্ যখন হিসাব-কিতাবের উদ্দেশ্যে আগমন করবেন, তখন ফেরেশতাগণ আরশের চতুর্দিকে চক্রাকারে স্বীয় প্রভুর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণায় নিমগ্ন থাকবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৭৩ নং আয়াত:

১. মুমিনদের মধ্যে যেমন বিভিন্ন দল থাকে, সে মোতাবেক দলে দলে মুমিনদেরকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে।

২. জান্নাতীগণ জান্নাতের নিকটে পৌছেই জান্নাতের সকল দরজা খোলা পাবেন। যেমন মেহমানদের আগমনের পূর্বেই তাদের জন্য মেহমানখানার দরজা খোলা রাখা হয়।

৩. জান্নাতের প্রহরীগণ জান্নাতীদেরকে সালাম বলে অভ্যর্থনা জানাবেন এবং চির বসবাসের জন্য জান্নাতে প্রবেশের আহবান জানাবেন।

● ৭৪ নং আয়াত:

১. জান্নাতীগণ আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপনপূর্বক জান্নাতে প্রবেশ করবেন।

২. বোঝা গেল প্রত্যেক কাজ আল্লাহর হাম্দ তথা প্রশংসার মাধ্যমে শুরু করা এবং আল্লাহর হাম্দ তথা প্রশংসার মাধ্যমে শেষ করা উচিৎ। (আইছারুত্তাফাসীর)

৩. জান্নাতীগণ যেখানে ইচ্ছা গমনাগমন করতে পারবেন।

● ৭৫ নং আয়াত:

১. আল্লাহ্ তাআলা যখন হিসাব-কিতাবের উদ্দেশ্যে আগমন করবেন, তখন ফেরেশতাগণ আরশের চতুর্দিকে চক্রাকারে স্বীয় প্রভুর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণায় নিমগ্ন থাকবে।

২. সকলের মাঝে ইনসাফের সাথে ফয়সালা করা হবে।

৩. আল্লাহর পক্ষ থেকে সঠিক ফয়সালা হওয়ার পর সবদিক থেকে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ-এর শ্লোগান উচ্চারিত হবে। এবং এ শ্লোগানের মাধ্যমে মজলিস সমাপ্ত হবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪০) সূরা মু'মিন, মক্কী
৮৫ আয়াত, ৯ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

حٰمٓ ①

(১) হা[১]-মীম।

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ②

(২) এই কিতাব পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহর পক্ষ হতে অবতারিত।

غَافِرِ الذَّنْۢبِ وَ قَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ۙ

ذِى الطَّوْلِ ؕ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ③

(৩) যিনি গুনাহ মার্জনাকারী[২], তাওবা কবূলকারী, কঠোর শাস্তি প্রদানকারী ও কুদরতওয়ালা। তিনি ভিন্ন ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই। তাঁরই দিকে হবে প্রত্যাবর্তন[৩]।

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) কোন কোন তাফসীরবিদ বলেন, এটা আল্লাহর নাম। কিন্তু পূর্ববর্তী ইমামগণের মতে এ সব খণ্ডিত শব্দগুলো মুতাশাবিহাতের অন্তর্ভুক্ত, যার অর্থ একমাত্র আল্লাহ্ তাআলাই জানেন; অথবা এগুলো আল্লাহ্ ও রসূলের মাঝে কোন গোপন সংকেত। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) গুনাহ মার্জনাকারী ও তাওবা কবূলকারী– এ দু'টি শব্দ অর্থের দিক থেকে এক হলেও আলাদা আলাদা আনা হয়েছে, কারণ প্রথমোক্ত শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, আল্লাহ্ তাআলা তাওবা ব্যতিরেকেও বান্দার পাপ ক্ষমা করতে সক্ষম, আর তাওবাকারীকে ক্ষমা করা তাঁর একটি গুণ। (মাআরিফুল কুরআন)

(৩) যেকারণে প্রত্যেকেই তার কৃতকর্মের প্রতিফল লাভ করবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

ফযীলত: রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন যে, ব্যক্তি দিনের শুরুতে আয়াতুল কুরসী এবং সূরা মু'মিনের প্রথম তিন আয়াত পর্যন্ত পাঠ করবে, সে সেদিন সব রকম কষ্ট ও অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকবে। (ইবনে কাছীর)

● ২ নং আয়াত:

১. কুরআনে কারীম মহা জ্ঞানী আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতারিত। অতএব এতে কোন ভুল বা অসংগতি থাকতে পারে না।

২. আল্লাহর অবতারিত এই কিতাব অমান্য করলে তাঁর শাস্তি থেকে কেউ রেহাই পাবে না। তিনি পরাক্রমশালী।

● ৩ নং আয়াত:

১. আয়াতে আল্লাহ তাআলার বিশেষ কয়েকটি গুন বর্ণিত হয়েছে। তাহল– তিনি গুনাহ মার্জনাকারী, তাওবা কবূলকারী, কঠোর শাস্তি প্রদানকারী ও কুদরতওয়ালা।

২. আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই।

৩. আল্লাহরই দিকে সকলের প্রত্যাবর্তন হবে। তখন যে তাঁর ইবাদত করেছে তাকে তিনি পুরস্কৃত করবেন। পক্ষান্তরে যে তাঁর ইবাদত করেনি তাকে তিনি শাস্তি দিবেন।

مَا يُجَادِلُ فِىْۤ اٰيٰتِ اللّٰهِ اِلَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِى الْبِلَادِ ④

(৪) কেবল কাফেররাই আল্লাহর আয়াতসমূহে ঝগড়ার সৃষ্টি করে। সুতরাং দেশে দেশে তাদের (নিরাপদে অবাধ) বিচরণ যেন তোমাকে সন্দেহে না ফেলে।

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّ الْاَحْزَابُ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ۪ وَهَمَّتْ كُلُّ اُمَّةٍۢ بِرَسُوْلِهِمْ لِيَاْخُذُوْهُ وَجٰدَلُوْا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوْا

(৫) এদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায় এবং তাদের পরে অন্যান্য সম্প্রদায়ও মিথ্যারোপ করেছিল, আর প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ রসূলকে আবদ্ধ (করে হত্যা) করার অভি-সন্ধি করেছিল এবং তারা অসার ঝগড়ার উদ্ভব করেছিল তদ্বারা

হককে বাতিল করে দেয়ার জন্য, ফলে (আখের) আমি তাদেরকে পাকড়াও করি। সুতরাং (তোমরা দেখ) আমার পক্ষ থেকে (তাদের) কেমন শাস্তি হয়েছিল!	بِهِ الْحَقَّ فَاَخَذْتُهُمْ ۫ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۝
(৬) এবং অনুরূপভাবে সকল কাফেরের জন্য তোমার প্রতিপালকের এ বাক্য স্থিরীকৃত হয়ে আছে যে, অবশ্যই তারা জাহান্নামী।	وَكَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ ۝

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এ ঝগড়ার অর্থ কুরআনের আয়াতে খুঁত বের করা, দোষত্রুটি খুঁজে বেড়ানো, অনর্থক সন্দেহ সৃষ্টি করে তাতে বাকবিতণ্ডা করা অথবা কোন আয়াতের এরূপ অর্থ করা যা অন্য আয়াত বা হাদীছের পরিপন্থী। এটা কুরআন বিকৃত করার নামান্তর। অন্যথায় কোন অস্পষ্ট বা সংক্ষিপ্ত বাক্যের অর্থ সন্ধান করা, দূর্বোধ্য বাক্যের সমাধান অন্বেষণ করা, কিংবা কোন আয়াত থেকে বিধানাবলী চয়ন করার কাজে পারস্পরিক আলোচনা-গবেষণা করা উপরোক্ত ঝগড়ার অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং এটা প্রভূত ছওয়াবের কাজ।

(২) কুরাইশরা শীতকালে ইয়ামানে এবং গ্রীষ্মকালে শামদেশে বাণিজ্যিক সফরে যেত। বায়তুল্লাহ শরীফের খাদেম হওয়ার সুবাদে সমগ্র আরবে তাদের বিশেষ সম্মান ও মর্যাদা ছিল। ফলে তারা নিরাপদে সফর করত এবং অগাধ মুনাফা লাভ করত। এর মাধ্যমেই তাদের ধনাঢ্যতা এবং রাজনৈতিক প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইসলাম ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিরোধিতা সত্ত্বেও তাদের এ সুখ্যাতি ও প্রভাব কায়েম থাকা তাদের জন্য গর্ব ও অহংকারের বিষয় ছিল। তারা বলত আমরা আল্লাহর কাছে অপরাধী হলে এসব নেয়ামত ও ধনৈশ্বর্য ছিনিয়ে নেয়া হত। এ পরিস্থিতির কারণে কোন কোন মুসলমানের মাঝেও সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তাই আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ তাআলা বিশেষ হেকমত ও কল্যাণের ভিত্তিতে তাদেরকে সাময়িক অবকাশ দিয়ে দেখছেন। এতে তুমি বা কোন মুসলমান যেন সন্দেহে না পড়ে যে, তারা শাস্তি থেকে রেহাই পেয়ে গেল। বরং এ সাময়িক অবকাশের পর তারা আযাবে পতিত হবে এবং বর্তমান প্রভাব-প্রতিপত্তি ধ্বংস হয়ে যাবে। বস্তুত বদর যুদ্ধ থেকে এর সূচনা হয়ে মক্কা বিজয় পর্যন্ত তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। (মাআরিফুল কুরআন)

(৩) এখানে রসূল রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্বোধন করে অন্যদেরকে শোনানো উদ্দেশ্য। (বয়ানুল কুরআন)

(৪) প্রত্যেক সম্প্রদায়ের অবিশ্বাসী দুর্বৃত্তরা স্ব স্ব নবীকে হত্যা কিংবা নির্যাতনের উদ্দেশ্যে পাকড়াও করার দূরভিসন্ধি করেছিল। তারা চেয়েছিল মিথ্যার পসরা বিছিয়ে সত্য দ্বীনকে পরাভূত করবে, হকের আওয়াজ বিদমিত করবে। কিন্তু আমি তাদের সকল অপচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছি। এবং তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছি। আজও তাদের ধ্বংসাবশেষ পৃথিবীতে বাকি আছে। তা দেখে অনুমান করতে পার তারা আমার শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছে। পরকালেও তারা শাস্তি ভোগ করবে। এরূপে

www.maktabatulabrar.com

সমকালীন কাফেরদেরও শাস্তি হবে। তা উভয়কালেও হতে পারে, কিংবা ইহলোকে না হলেও পরলোকে তো অবশ্যই হবে। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪ নং আয়াত:

১. কুরআনের আয়াতে খুঁত বের করার চেষ্টা, দোষত্রুটি খুঁজে বেড়ানো, অনর্থক সন্দেহ সৃষ্টি করে তাতে বাকবিতণ্ডা করা অথবা কোন আয়াতের এরূপ অর্থ করা যা অন্য আয়াত বা হাদীছের পরিপন্থী– এটা কাফেরদের কাজ, যা কুফরী।

২. কাফেরদের বর্তমানে শাস্তিপ্রাপ্ত না হয়ে নিরাপদে ও অবাধে বিচরণ দেখে সন্দেহে পতিত না হওয়া চাই। এটা তাদেরকে সাময়িক অবকাশ প্রদান মাত্র।

● ৫ নং আয়াত:

১. পূর্বেও বহু জাতি তাদের নবীকে হত্যার চেষ্টা করেছিল। অবশেষে তাদেরকে পাকড়াও করা হয় এবং শাস্তি প্রদান করা হয়।

২. তাদের প্রতি আল্লাহর শাস্তি ছিল বড়ই কঠিন।

● ৬ নং আয়াত:

আয়াতে বলা হয়েছে, সকল কাফেরের জন্য আল্লাহর এ বাক্য স্থিরীকৃত হয়ে আছে যে, তারা জাহান্নামী।

(৭) যে সকল ফেরেশতা আরশ বহন[১] করে আছে, এবং যারা এর চতুর্দিকে আছে তারা তাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করতে থাকে, তাঁর প্রতি-ঈমান রাখে এবং মু'মিনদের জন্য (এভাবে দুআ ও) ইসতিগফার করে যে, হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার রহমত ও জ্ঞান সবকিছু ব্যাপী, অতএব তাদেরকে ক্ষমা কর যারা (কুফর থেকে) তওবা[২] করেছে এবং তোমার পথে চলে, আর তাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা কর।	اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهٗ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ۝
(৮) হে আমাদের প্রতিপালক, আর তাদেরকে অনন্তকাল বসবাসের বেহেশতে দাখিল কর যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাদেরকে দিয়েছিলে এবং তাদের পিতা-মাতা ও তাদের স্ত্রীগণ এবং তাদের সন্তান-সন্ততির মধ্যে যারা[৩] বেহেশতের উপযোগী (মু'মিন) তাদেরকেও। নিঃসন্দেহে তুমিই পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।	رَبَّنَا وَاَدْخِلْهُمْ جَنّٰتِ عَدْنِ ِالَّتِيْ وَعَدْتَّهُمْ ۥ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ ۭ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) আরশবহনকারী ফেরেশতা বর্তমানে চারজন এবং কেয়ামতের দিন আটজন হবে। আরশের চারপাশে কত ফেরেশতা আছে তার সংখ্যা আল্লাহ্ তাআলাই ভাল জানেন। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) পূর্বের আয়াতে কাফেরদের দুরবস্থার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে তাওবাকারী মু'মিনদের ফযীলত বর্ণিত হয়েছে যে, আরশ বহনকারী এবং তার চারপার্শে তাওয়াফকারী আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত অসংখ্য ফেরেশতা মু'মিনদের জন্য বিশেষত যারা তাওবা করে শরীয়তের পথে চলে তাদের জন্য দুআ করে, তাদের ভুলত্রুটির জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে। এটা হয় আল্লাহর আদেশের কারণে না হয় তাদের স্বভাবই আল্লাহর নেক বান্দাদের জন্য দুআয় মশগুল থাকা। (মাআরিফুল কুরআন)

(৩) ফেরেশতারা এ দুআও করেন যে, তাদের বাপ-দাদা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে যারা মাগফিরাতযোগ্য অর্থাৎ যারা ঈমান সহকারে মৃত্যুবরণ করেছে তাদেরকেও এদের সাথে জান্নাতে দাখিল করুন। এ থেকে জানা গেল যে, জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য ঈমান শর্ত। ঈমানের পর অন্যান্য সৎকর্মে মুমিনদের বাপ-দাদা, পতি-পত্নী ও সন্তানগণ নিম্নস্তরের হলেও আল্লাহ্ মুমিনদের প্রতি সম্মানার্থে তাদের পূর্ব-পুরুষ ও স্ত্রী পরিজনকেও তাদের স্তরেই স্থান দিবেন। যাতে তাদের আনন্দ ও সন্তুষ্টি পূর্ণ হয়। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

- ৭ নং আয়াত:

১. মুমিনদের জন্য ফেরেশতাগণ দুআ ও ইসতিগফার করেন। এটা তাদের বিরাট মর্যাদা।

২. জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য ঈমান শর্ত।

- ৮ নং আয়াত:

১. আল্লাহ্ তাআলা মুমিনদের প্রতি সম্মানার্থে তাদের পিতৃ-পুরুষ ও সন্তান-সন্ততিকেও তাদের স্তরে জান্নাতে স্থান দিবেন। যদিও আমলের ক্ষেত্রে এরা তাদের স্তরের নয়।

২. আল্লাহর যা ইচ্ছা করার ক্ষমতা রয়েছে এবং তাঁর সকল কাজে হেকমতও রয়েছে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

وَقِهِمُ السَّيِّاٰتِ ؕ وَمَنْ تَقِ السَّيِّاٰتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهٗ ؕ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝٩

(৯) এবং তুমি তাদেরকে কষ্ট[১] থেকে রক্ষা কর, আর যাকে তুমি সেদিনের কষ্ট থেকে রক্ষা করলে তার প্রতি তো বিশেষ অনুগ্রহ করলে। আর এটাই মহা সাফল্য।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللّٰهِ اَكْبَرُ مِنْ مَّقْتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ اِذْ تُدْعَوْنَ اِلَى الْاِيْمَانِ فَتَكْفُرُوْنَ ۝١٠

(১০) যারা কাফের নিশ্চয় তাদেরকে উচ্চস্বরে বলা হবে, (আজ) নিজেদের প্রতি তোমাদের[২] যেরূপ ঘৃণা হচ্ছে আল্লাহ্র ঘৃণা তোমাদের প্রতি এ অপেক্ষা অধিক ছিল[৩], যখন তোমাদেরকে ঈমানের প্রতি আহবান করা হত, আর তোমরা তা অস্বীকার করতে।

www.maktabatulabrar.com

قَالُوْا رَبَّنَآ اَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَاَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوْبِنَا فَهَلْ اِلٰى خُرُوْجٍ مِّنْ سَبِيْلٍ ۝١١

(১১) তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে প্রাণহীন অবস্থায় দু'বার রেখেছ[৪], এবং দু'বার আমাদেরকে জীবন দান করেছ[৫], অতএব আমরা আমাদের সকল অপরাধ স্বীকার করলাম, তবে (এখান থেকে) বের হওয়ার কোন উপায় আছে কি? (যাতে দুনিয়াতে ফিরে গিয়ে অতীত-কর্ম সংশোধন করে নিতে পারি)।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ ফেরেশতাগণ এ দুআ'ও করেন, হে খোদা! যেমন তাদেরকে দোযখের শাস্তির ন্যায় মহা শাস্তি থেকে রক্ষা করার জন্য আপনার দরবারে প্রার্থনা করছি তদ্রূপ কেয়ামত দিবসের অন্যান্য কষ্ট থেকেও তাদেরকে রক্ষা করুন। (বয়ানুল কুরআন)

(২) কাফেররা দোযখে প্রবেশ করে তাদের কুফর ও শিরক অবলম্বনের দরুন পরিতাপ ও আক্ষেপ করবে এবং স্বয়ং তারা নিজেদেরকে ঘৃণা করবে, এমনকি ক্রোধে আঙ্গুল দংশন করবে। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) অর্থাৎ, আজ জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর তোমরা যেমন নিজেদেরকে নিজেরা ধিক্কার দিচ্ছ, তোমরা দুনিয়াতে যখন কুফরী করতে তখন আল্লাহ্ তোমাদেরকে এর চেয়ে বেশি ধিক্কার দিতেন এবং অধিক ঘৃণা করতেন! (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) একবার জন্মের পূর্বে যখন মাটি বা বীর্যের সাথে জড় অবস্থায় ছিল, তখন এতে পরিচিত এ প্রাণ ছিল না। দ্বিতীয়বার যেটাকে সবাই মৃত্যু বলে। (বয়ানুল কুরআন)

(৫) একটা দুনিয়ার জীবন, আরেকটা আখেরাতের জীবন। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

- ৯ নং আয়াত:

১. ফেরেশতাগণ মুমিনদের জন্য অন্যান্য দুআর সঙ্গে এ দুআও করেন যে, হে আল্লাহ! আপনি তাদেরকে কেয়ামত দিবসের কষ্ট থেকে রক্ষা করুন।

২. কেয়ামত দিবসের কষ্ট থেকে রক্ষা (তথা জান্নাত) পাওয়াই হচ্ছে মহা সাফল্য।

- ১০ নং আয়াত:

আয়াতে বোঝানো হয়েছে, কুফরকে আল্লাহ ঘৃণা করেন এবং যারা কুফরী করে তাদেরকে তিনি ধিক্কার দেন।

- ১১ নং আয়াত:

আয়াতে বলা হয়েছে, কেয়ামতের দিন কাফেররা অপরাধ স্বীকার করে আবার দুনিয়াতে ফিরে আসার আবেদন করবে যেন, সংশোধন হতে পারে। কিন্তু সেই আবেদন পূর্ণ করা হবে না।

(১২) তোমাদের এ শাস্তি[১] এ জন্য যে, যখন এককভাবে আল্লাহর নাম নেয়া হত (অর্থাৎ তাওহীদের আলোচনা হত) তখন তোমরা অস্বীকার করতে। আর যদি তার সাথে শরীক স্থির করা হত, তখন তোমরা মেনে নিতে। বস্তুত আল্লাহরই সকল কর্তৃত্ব যিনি সমুচ্চ[২], সুমহান।	ذٰلِكُمْ بِاَنَّهٗۤ اِذَا دُعِیَ اللّٰهُ وَحْدَهٗ كَفَرْتُمْ ۚ وَاِنْ یُّشْرَكْ بِهٖ تُؤْمِنُوْا ؕ فَالْحُكْمُ لِلّٰهِ الْعَلِیِّ الْكَبِیْرِ ﴿۱۲﴾
(১৩) তিনিই তোমাদেরকে নিজ নিদর্শনাবলী[৩] দেখান এবং আকাশ[৪] থেকে তোমাদের জন্য রিযিক প্রেরণ করে থাকেন। আর কেবল সে-ই উপদেশ গ্রহণ করে থাকে যে আল্লাহর দিকে ফিরে আসার ইচ্ছা করে।	هُوَ الَّذِیْ یُرِیْكُمْ اٰیٰتِهٖ وَیُنَزِّلُ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ رِزْقًا ؕ وَمَا یَتَذَكَّرُ اِلَّا مَنْ یُّنِیْبُ ﴿۱۳﴾
(১৪) সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ডাক তাঁর আনুগত্যে একনিষ্ট হয়ে, যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে।	فَادْعُوا اللّٰهَ مُخْلِصِیْنَ لَهُ الدِّیْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ﴿۱۴﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) না, এখন দুনিয়াতে ফিরে যাওয়ার আর কোনো উপায় নেই। এখন তোমাদেরকে তোমাদের পূর্ববর্তী সকল আমলের শাস্তি ভোগ করতে হবে। আর তা এজন্য যে, তোমরা এককভাবে আল্লাহর ডাকে সাড়া দিতে না, সর্বদা তাওহীদকে অস্বীকার করতে। হাজার বারও যদি তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হয়, সেই কুফর শিরকই নিয়ে আসবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) আল্লাহর সুউচ্চ মর্যাদার প্রেক্ষিতে আল্লাহর সাথে এ অপরাধ গুরুতর। ফলে শাস্তিও হয়েছে গুরুতর অর্থাৎ চিরস্থায়ী জাহান্নাম। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) অর্থাৎ আল্লাহর তাওহীদ, বড়ত্ব ও মহত্বের নিদর্শনাবলী সবকিছুতে পরিস্ফুট। আকাশ থেকে নাযেলকৃত এক রিযিকের বিষয়টা চিন্তা করলেই সবকিছু বুঝে এসে যাবে। তবে হাঁ, যে আল্লাহর দিকে ফিরে আসার ইচ্ছাই করল না তার কথা ভিন্ন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) অর্থৎ, আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করে থাকেন, ফলে তোমাদের খাদ্য উৎপন্ন হয়। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১২ নং আয়াত:

১. জাহান্নামের শাস্তির কারণ হচ্ছে তাওহীদ বর্জন করা।

২. আল্লাহর সমুচ্চ মর্যাদার প্রেক্ষিতে তাঁর সঙ্গে শরীক করা গুরুতর অপরাধ।

● ১৩ নং আয়াত:

১. এক আকাশ থেকে নাযেলকৃত রিযিকের বিষয়টা চিন্তা করলেই আল্লাহর তাওহীদ, বড়ত্ব ও মহত্বের নিদর্শন ফুটে উঠবে।

www.maktabatulabrar.com

২. যে আল্লাহর দিকে ফিরে আসার ইচ্ছাই করে না, সে কোন নিদর্শন থেকে শিক্ষা লাভ করতে পারে না।

● ১৪ নং আয়াত:

১. শিরক থেকে মুক্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে।

২. কাফেররা শিরক বর্জন ও তাওহীদের পথে চলাকে অপছন্দ করলেও তার পরোয়া না করা চাই।

(১৫) তিনি সুউচ্চ মর্যাদার[১] অধিকারী, আরশের অধিপতি। তিনি আপন বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা ওহী অর্থাৎ স্বীয় নির্দেশ প্রেরণ করেন যেন সে সাক্ষাৎ (কেয়ামত) দিবস সম্পর্কে সতর্ক করতে পারে।	رَفِیْعُ الدَّرَجٰتِ ذُو الْعَرْشِ ۚ یُلْقِی الرُّوْحَ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰی مَنْ یَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ لِیُنْذِرَ یَوْمَ التَّلَاقِ ﴿۱۵﴾
(১৬) যেদিন তারা (সকল মানুষ তাদের কবর থেকে) বের হয়ে পড়বে[২], তাদের কোন বিষয় আল্লাহর নিকট গোপন থাকবে না[৩]। রাজত্ব আজ কার[৪]? একমাত্র আল্লাহরই, যিনি একক, প্রবল পরাক্রমশালী।	یَوْمَ هُمْ بٰرِزُوْنَ ۚ لَا یَخْفٰی عَلَی اللّٰهِ مِنْهُمْ شَیْءٌ ؕ لِمَنِ الْمُلْكُ الْیَوْمَ ؕ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿۱۶﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, তাঁর পূর্ণত্বের গুণাবলী সর্বাধিক উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ প্রত্যেকে স্ব স্ব কবর থেকে বের হয়ে একটি সমতল ময়দানে সমবেত হবে, যাতে কোন পাহাড়, গর্ত অথবা দালান-কোঠা ও বৃক্ষের আড়াল থাকবে না। তাই সবাই উন্মুক্ত ময়দানে দৃষ্টির সামনে থাকবে। আর সটা হবে হাশরের ময়দান।

(৩) খুব ভালভাবে জেনে নাও সকলকে সেই আল্লাহর দরবারে হাজির হতে হবে যার নিকট কোনো কিছুই গোপন নয়।

(৪) সেদিন রূপক অর্থেও কারো কোন কর্তৃত্ব থাকবে না। সকল কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহরই হবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৫–১৬ নং আয়াতদ্বয়:

১. ওহী প্রেরণের একটা উদ্দেশ্য হল কেয়ামত দিবস সম্পর্কে সতর্ক করা।

২. কেয়ামতের দিন আল্লাহর সবকিছুরই হিসাব-নিকাশ নিবেন। তাঁর কাছে কোনো কিছুই গোপন নয়।

৩. কেয়ামতের দিন রূপক অর্থেও কারও কোন কর্তৃত্ব থাকবে না। সকল কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহরই হবে।

(১৭) আজ প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের প্রতিদান দেয়া হবে, আজ কোন জুলুম হবে না, নিশ্চয় আল্লাহ অতি তরিৎ হিসাব গ্রহণকারী।	اَلْيَوْمَ تُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍۢ بِمَا كَسَبَتْ ؕ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿۱۷﴾
(১৮) আর তুমি তাদেরকে এক আসন্ন বিপদ-দিবস[১] থেকে সতর্ক কর, যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হবে, (চিন্তায়) অধীর হয়ে যাবে, জালেমদের না কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু থাকবে, আর না কোন সুপারিশকারী যার কথা গ্রহণযোগ্য হয়[২]।	وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْاٰزِفَةِ اِذِ الْقُلُوْبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كٰظِمِيْنَ ؕ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّلَا شَفِيْعٍ يُّطَاعُ ﴿۱۸﴾
(১৯) তিনি চোখসমূহের খেয়ানত[৩] জানেন এবং অন্তরে যা গোপন আছে সে সম্বন্ধে তিনি অবহিত।	يَعْلَمُ خَآئِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصُّدُوْرُ ﴿۱۹﴾
(২০) এবং আল্লাহই[৪] ফয়সালা করেন সঠিক-ভাবে। আল্লাহর পরিবর্তে তারা যাঁদেরকে ডাকে তারা কোন প্রকার ফয়সালা করতে সক্ষম নয়। আল্লাহই সব শোনেন, সব দেখেন।	وَاللّٰهُ يَقْضِىْ بِالْحَقِّ ؕ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَقْضُوْنَ بِشَىْءٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ﴿۲۰﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) কেয়ামতের দিনকে আসন্ন বিপদ-দিবস এজন্য বলা হয়েছে যে, যতই দিন যাচ্ছে কেয়ামত ততই নিকটবর্তী হয়ে আসছে।

(২) কেয়ামতের দিন সুপারিশ আল্লাহ্ তাআলার অনুমতি সাপেক্ষে হবে। তিনি যার জন্য পছন্দ করেন তার জন্য হবে। কাফেরদের জন্য সুপারিশ করার অনুমতি কাউকে প্রদান করা হবে না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) খেয়ানত তথা অপব্যবহার। যেমন পর নর-নারীর প্রতি কামদৃষ্টিতে তাকানো কিংবা অন্যে অনুভব করতে পারে না এমনভাবে তাকানো– এগুলো দৃষ্টির খেয়ানত বা অপব্যাবহার। আল্লাহর কাছে এগুলো গোপন নয়।

(৪) ফয়সালা তিনিই করতে পারেন যিনি সবকিছু সমানভাবে দেখেন, সবকিছু শুনেন এবং জানেন। এ পাথরের মূর্তিসমূহ যাদেরকে তারা খোদা হিসাবে ডাকে তারা তো কোন প্রকার ফয়সালা করতে সক্ষম নয়। তবে তারা খোদা হবে কেমন করে ?

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৭ নং আয়াত:

১. কেয়ামতের দিন প্রত্যেককে তার প্রতিদান পুরোপুরি দেয়া হবে, কারও প্রতি কোন জুলুম করা হবে না।

২. কেয়ামতের দিন অতিদ্রুত হিসাব সম্পন্ন হয়ে যাবে। আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

www.maktabatulabrar.com

● ১৮ নং আয়াত:

১. কেয়ামতের দিন কাফেরদের কোন বন্ধু থাকবে না।

২. কাফেরদের পক্ষে কোন সুপারিশ করার অনুমতিও আল্লাহ দিবেন না।

● ১৯ নং আয়াত:

১. আল্লাহ্ তাআলার ইল্ম সবকিছুকে পরিব্যপ্ত। গোপন চোখে কিছু দেখলেও সে সম্বন্ধে তিনি জানেন, অন্তরে যা গোপন আছে তাও তিনি সবিশেষ অবগত আছেন।

● ২০ নং আয়াত:

১. আল্লাহর ফয়সালা ইনসাফপূর্ণ। কারণ, তিনি পরিপূর্ণ ইল্ম ও কুদরতের অধিকারী। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. আল্লাহ সব শোনেন, সব দেখেন।

(২১) তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না? তবে তারা দেখত এদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কী হয়েছিল! পৃথিবীতে তারা ছিল এদের অপেক্ষা শক্তিতে ও কীর্তিতে[১] প্রবলতর। অতঃপর আল্লাহ্ তাদরে পাপের কারণে তাদেরকে পাকড়াও করেছিলেন, আর আল্লাহর শাস্তি থেকে তাদেরকে রক্ষাকারী[২] কেউ ছিল না।	اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ كَانُوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَانُوْا هُمْ اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّاٰثَارًا فِى الْاَرْضِ فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ؕ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ ﴿۲۱﴾
(২২) এটা এ জন্য যে, তাদের নিকট তাদের রসূলগণ স্পষ্ট প্রমাণসমূহ নিয়ে আগমন করত, অতঃপর তারা অমান্য[৩] করত, ফলে আল্লাহ্ তাদেরকে পাকড়াও করেন। নিঃসন্দেহে তিনি আতিশয় শক্তিমান, কঠোর শাস্তিদাতা।	ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانَتْ تَّاْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَكَفَرُوْا فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ ؕ اِنَّهٗ قَوِىٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿۲۲﴾
(২৩) আর আমি মূসাকে আমার নিদর্শনাবলী ও প্রকাশ্য প্রমাণসহ প্রেরণ করেছিলাম,	وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿۲۳﴾
(২৪) ফেরআউন, হামান ও কারূনের প্রতি তখন তারা বলল 'এ তো এক যাদুকর[৪], চরম মিথ্যাবাদী।	اِلٰى فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَقَارُوْنَ فَقَالُوْا سٰحِرٌ كَذَّابٌ ﴿۲۴﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) কীর্তি, যেমন মযবূত কিল্লা, সুউচ্চ ইমারত আরো বিভিন্ন ধরনের স্মৃতিচিহ্ন।

(২) দুনিয়ার শাস্তি থেকে যখন কেউ রক্ষা করতে পারেনি, আখেরাতের শাস্তি থেকে কে রক্ষা করবে ? (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) তোমরাও তাদের মত রসূলকে অস্বীকার করে সফলতা পাবে না। পরিণামে তোমরাও ধ্বংস হবে। এবং আল্লাহ্ নবীকে বিজয়ী করবেন। এ প্রসঙ্গে সামনে হযরত মূসা ও ফেরআউনের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) মু'জিযা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে যাদুকর, নবুয়তের দাবীর ক্ষেত্রে মিথ্যাবাদী।

আহকাম ও শিক্ষা

● ২১ নং আয়াত:

১. পূর্ববর্তী ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির ধ্বংসাবশেষ দেখে শিক্ষা লাভের জন্য ভ্রমণের নীতিগত বৈধতা প্রমাণিত হয়।

২. পূর্ববর্তী বহু জাতিকে তাদের পাপের কারণে আল্লাহ পাক ধ্বংস করেছেন। কেউ তাদের রক্ষা করতে পারিনি।

● ২২–২৪ নং আয়াতসমূহ:

আয়াতসমূহে বলা হয়েছে, রসূলগণ আনীত স্পষ্ট প্রমাণাদি সত্ত্বেও তাদেরকে অমান্য করার ফলে আল্লাহ্ পূর্ববর্তী অনেক সম্প্রদায়কে পাকড়াও করেন। যেমন: মূসা (আ.) নিদর্শনাবলী ও প্রকাশ্য প্রমাণসহ প্রেরণ প্রেরিত হয়েছিলেন, কিন্তু ফেরআউন, হামান এবং কারূন তাকে যাদুকর, মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে অমান্য করার ফলে তাদেরকে পাকড়াও করা হয়।

فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوْٓا اَبْنَآءَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ وَاسْتَحْيُوْا نِسَآءَهُمْ ؕ وَمَا كَيْدُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ۝٢٥	(২৫) অতঃপর যখন মূসা আমার পক্ষ থেকে প্রদত্ত সত্যধর্মসহ লোকদের নিকট আগমন করল, তখন তারা[১] বলল, যারা তার সঙ্গে ঈমান এনেছে তাদের পুত্রদেরকে হত্যা করে ফেল[২], আর তাদের নারীদেরকে[৩] জীবিত থাকতে দাও। আর সে কাফেরদের প্রচেষ্টা একেবারে নিষ্ফল হয়ে গেল।
وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِيْٓ اَقْتُلْ مُوْسٰى وَلْيَدْعُ رَبَّهٗ ۚ اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ يُّبَدِّلَ دِيْنَكُمْ اَوْ اَنْ يُّظْهِرَ فِى الْاَرْضِ الْفَسَادَ ۝٢٦	(২৬) আর ফেরআউন (তার সভাসদদেরকে) বলল, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি মূসাকে হত্যা করে ফেলব[৪]। সে (তার সাহায্যার্থে) তার রবকে আহ্বান করুক। আমার আশংকা হয় যে, সে তোমাদের ধর্মই পরিবর্তন করে ফেলবে কিংবা রাজ্যের মধ্যে প্রকাশ্য বিপর্যয় ঘটাবে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এখানে 'তারা' দ্বারা ফিরআউন, হামান ও কারূনকে বোঝানো হয়েছে।

(২) এ নির্দেশ এখন দ্বিতীয়বার হযরত মূসা (আ.)-এর আগমনের পর দেয়া হল। উদ্দেশ্য ছিল বনী ইরাঈলকে লাঞ্ছিত করা, তাদের জনসংখ্যা-বৃদ্ধি রোধ করা, এবং তাদের অন্তরে এ কথা বদ্ধমূল করে দেয়া যে, তাদের উপর এসব বিপদ-আপদ মূসার কারণেই আসছে। যাতে তারা মূসার সঙ্গ ত্যাগ করে। কিন্তু তাদের এ সকল ষড়যন্ত্র কোন কাজে আসেনি। কারণ আল্লাহর সাহায্য তাঁর প্রিয় বান্দাদের সাথে থাকে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

www.maktabatulabrar.com

(৩) কেননা কন্যাদের থেকে কোন আশংকা নেই। বরং আমাদের গৃহ কর্মাদি নির্বাহের জন্য তাদের প্রয়োজনও আছে। এ তদবীর কার্যকর করা হয়েছিল কি না সে সম্পর্কে কোন রেওয়ায়েত পাওয়া যায় না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও বয়ানুল কুরআন)

(৪) ফেরআউনের "আমাকে ছেড়ে দাও" বলা হয়ত এ কারণে যে, তার সভাসদদের মত হত্যা করা ছিল না। কারণ এটা কৌশলগত ভুল। মানুষ মনে করবে একজন নিরীহ ব্যক্তি দ্বারা মহারাজ এত ভীত হয়ে গেলেন। কিংবা এ জন্য বলেছে, যেন লোকে মনে করে সভাসদদের বাধা দেয়ার ফলেই ফেরআউন মূসাকে এ যাবৎ হত্যা করছে না। অন্যথায় হত্যা করে ফেলত। অথচ হযরত মূসার মু'জিযা দেখে ফেরআউনের সাহস ছিল না যে, মূসাকে হত্যা করে। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৫–২৬ নং আয়াতদ্বয়:

আয়াতদ্বয়ে হযরত মূসা (আ.)–এর আগমনের পর ফেরআউন ও ফেরআউনী সম্প্রদায় তাকে ও তার সম্প্রদায় বনী ইসরাঈলকে নির্মূল করার উদ্যোগ নেয়া এবং তাদের উদ্যোগ ব্যর্থ হওয়ার বিবরণ প্রদান করা হয়েছে।

وَقَالَ مُوْسٰٓى اِنِّيْ عُذْتُ بِرَبِّيْ وَرَبِّكُمْ مِّنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ۝٢٧	(২৭) এবং মূসা বলল, আমি আমার রব ও তোমাদের রবের[১] আশ্রয় নিয়েছি প্রত্যেক এমন উদ্ধত ব্যক্তি (-র অনিষ্ট) থেকে যে, হিসাব-দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে না।
وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ ۚ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ اِيْمَانَهٗٓ اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا اَنْ يَّقُوْلَ رَبِّيَ اللّٰهُ وَقَدْ جَآءَكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ مِنْ رَّبِّكُمْ ؕ وَاِنْ يَّكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهٗ ۚ وَاِنْ يَّكُ صَادِقًا يُّصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِيْ يَعِدُكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ۝٢٨	(২৮) ফেরআউনের বংশের[২] এক মু'মিন ব্যক্তি –যে নিজ ঈমান গোপন রাখত সে– বলল, তোমরা কি এক ব্যক্তিকে শুধু এ কথার জন্য হত্যা করতে চাও যে, সে বলে, আমার প্রতিপালক আল্লাহ্, অথচ সে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ তোমাদের কাছে এসেছে। যদি সে মিথ্যাবাদী[৩] হয়, তবে তার মিথ্যা তারই উপর বর্তাবে, আর যদি সে সত্যবাদী হয়, তবে সে যে শাস্তির প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দিচ্ছে তার কিছু তো তোমাদের উপর আপতিত[৪] হবেই। নিশ্চয় আল্লাহ্ সীমালংঘনকারী, চরম মিথ্যাবাদীকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) হযরত মূসা (আ.) তাদের এ পরামর্শের কথা জানতে পেরে স্বগোত্রীয়দের বললেন, তাদের এসব ধমকের আমি মোটেও পরওয়া করি না। ফেরআউন একা কেন, পৃথিবীর সকল অহংকারী ঔদ্ধত্যচারিরা

ঐক্যবদ্ধ হয়ে যদি আমাদের ক্ষতিসাধন করতে চায়, তবে আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অনেক তাফসীরবিদের মতে তিনি ফেরআউনের চাচাতভাই ছিলেন। তাঁর নাম ছিল শামআন বা হিযকীল। তিনি ফেরআউন গোত্রের একজন হওয়া সত্ত্বেও মূসা (আ.)-এর মু'জিযা দেখে ঈমান গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিজের ঈমান তখন পর্যন্ত গোপন রেখেছিলেন। কিবতী হত্যার ঘটনায় যখন ফেরআউনের দরবারে হযরত মূসা (আ.) কে পাল্টা হত্যা করার ব্যাপারে পরামর্শ চলছিল তখন তিনিই শহরের এক প্রান্ত থেকে দৌড়ে এসে হযরত মূসা (আ.) কে অবহিত করেছিলেন এবং মিসরের বাইরে চলে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। (মাআরিফুল কুরআন)

(৩) ফেরআউনী গোত্রের উক্ত ব্যক্তি তার কথোপকথনে ফেরআউন ও ফেরআউন পরিবারকে বিভিন্ন ভঙ্গিতে সত্য ও ঈমানের দিকে দাওয়াত দেন এবং তাদেরকে মূসা-হত্যার প্রচেষ্টা থেকে বিরত রাখেন।

(৪) অর্থাৎ, সে মু'মিন ব্যক্তি বললেন, মূসা (আঃ) কে হত্যা করার কোন প্রয়োজন নেই। বরং এটা তোমাদের জন্য বিপদজনক হবে। আর যদি তিনি মিথ্যাবাদী হন তবে অবশ্যই আল্লাহ্ তাঁকে লজ্জিত করবেন। এহেন মিথ্যাবাদীকে বরাবর সুযোগ দিয়ে যাওয়া আল্লাহর রীতি নয়। সুতরাং তাঁর রক্তে তোমাদের হাত রঞ্জিত করার কোন প্রয়োজন নেই। আর যদি বাস্তবেই তিনি সত্যবাদী হয়ে থাকেন তবে তিনি যে শাস্তির ভয় দেখাচ্ছেন তার কিছু না কিছু অবশ্যই তোমাদের উপর আপতিত হবেই। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৭-২৮ নং আয়াতদ্বয়:

১. অত্যাচারী ও উদ্ধত লোকদের থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাওয়ার শিক্ষা পাওয়া যায়।

২. কেউ জনসমক্ষে তার ঈমান প্রকাশ না করলে এবং অন্তরে পাকাপোক্ত বিশ্বাস পোষণ করলে সে মু'মিন বলে গণ্য হবে। যেমন ২৮ নং আয়াতে এরূপ লোককে মুমিন বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তবে তার উপর ইসলামী বিধি-বিধান প্রয়োগ হওয়ার জন্য মৌখিক স্বীকারোক্তি শর্ত। তাই যে পর্যন্ত মানুষ তার ঈমান সম্বন্ধে জানতে না পারবে সে পর্যন্ত তার সাথে মুসলমানসুলভ ব্যাবহার করতে পারবে না। (মাআরিফুল কুরআন)

(২৯) হে আমার সম্প্রদায়! আজ রাজত্ব তোমাদের। তোমরা এ ভূ-পৃষ্ঠে শাসক, কিন্তু আমাদের উপর আল্লাহর শাস্তি এসে পড়লে কে আমাদের সাহায্য করবে? ফেরআউন[১] বলল, আমি তোমাদেরকে তারই দিক নির্দেশনা দিব যা আমি নিজে ভালো মনে করি। আর আমি তোমাদেরকে মঙ্গলের পথই নির্দেশ করে থাকি।	يٰقَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظٰهِرِيْنَ فِى الْاَرْضِ ز فَمَنْ يَّنْصُرُنَا مِنْۢ بَاْسِ اللّٰهِ اِنْ جَآءَنَا ط قَالَ فِرْعَوْنُ مَآ اُرِيْكُمْ اِلَّا مَآ اَرٰى وَمَآ اَهْدِيْكُمْ اِلَّا سَبِيْلَ الرَّشَادِ ۝٢٩

(৩০) এবং সেই মু'মিন ব্যক্তিটি বলল, হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের প্রতি অন্যান্য সম্প্রদায়ের ন্যায় বিপজ্জনক দিনের আশংকা করছি।	وَقَالَ الَّذِىْٓ اٰمَنَ يٰقَوْمِ اِنِّىْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ الْاَحْزَابِ ۝٣٠
(৩১)অর্থাৎ নূহ, আদ ছামূদ সম্প্রদায়, এবং তাদের পরবর্তী[২] লোকদের অবস্থার ন্যায়। আর আল্লাহ্ বান্দাদের প্রতি কোনরূপ জুলুম করতে চান না।	مِثْلَ دَاْبِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ وَالَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ط وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ ۝٣١
(৩২) আর হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের উপর আশংকা করি প্রচণ্ড হাঁকডাকের দিনের[৩] (অর্থাৎ কেয়ামত দিবসের)	وَ يٰقَوْمِ اِنِّىْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ۝٣٢

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) উক্ত মু'মিনের বক্তব্য শুনে ফেরআউন বলল, তোমার আলোচনার দ্বারা আমার ইচ্ছার কোন পরিবর্তন হয়নি। আমি যা ভাল মনে করছি তা তোমাদেরকে বুঝাচ্ছি। আমার মতে মঙ্গলের পথ এটাই যে, শুরুতেই তাঁকে শেষ করে দেয়া হোক। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) লূত সম্প্রদায় প্রমুখ। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) কেয়ামতের দিন প্রচণ্ড ডাকাডাকি হবে বলে একে يَوْمُ التَّنَادِ (প্রচণ্ড হাক-ডাকের দিন) বলা হয়েছে। যেমন হাশরের মাঠে একত্র হওয়া এবং হিসাব-কিতাবের জন্য ডাকা হবে। জান্নতাবাসী, জাহান্নামবাসী ও আ'রাফবাসী একে অপরকে চিৎকার দিয়ে ডাকবে। অবশেষে এক ডাক হবে মৃত্যুকে যবেহ করার সময়। বলা হবে, হে জান্নাতবাসী! তোমরা এখানে চিরস্থায়ী হবে, আর মৃত্যু হবে না। আর হে জাহান্নামবাসী! তোমরা এখানে চিরস্থায়ী হবে, তোমাদেরও আর মৃত্যু হবে না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৯ নং আয়াত:

১. জালেম ও উদ্ধত শাসককেও সম্ভব হলে উপদেশ প্রদান করার আদর্শ পাওয়া যায়।

২. ফেরআউন তার অন্যায় পদক্ষেপকেও মঙ্গলজনক মনে করেছিল। বোঝা গেল পাপীরা খারাপকেই ভাল মনে করে থাকে।

● ৩০-৩২ নং আয়াতসমূহ:

১. আয়াতসমূহে পূর্ববর্তী ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের ধ্বংসের ইতিহাস তুলে ধরে মানুষকে সতর্ক করার রীতি প্রমাণিত হয়। কিংবা বলা যায় ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজন বুঝে আসে।

২. কেয়ামতের দিনকে প্রচণ্ড ডাকাডাকির দিন বলা যায়। কেননা, তাতে কয়েক পর্যায়ে ডাকাডাকি হবে। (৩ নং টীকা দ্রষ্টব্য)

www.maktabatulabrar.com

يَوْمَ تُوَلُّوْنَ مُدْبِرِيْنَ ۚ مَا لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ﴿٣٣﴾

(৩৩) যেদিন তোমরা পিঠ ফিরিয়ে[১] প্রত্যাবর্তন করবে, (তখন) তোমাদেরকে আল্লাহর (আযাব) থেকে রক্ষাকারী কেউ হবে না। আর আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট[২] করেন তার পথপ্রদর্শনকারী কেউ নেই।

وَلَقَدْ جَآءَكُمْ يُوْسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا زِلْتُمْ فِيْ شَكٍّ مِّمَّا جَآءَكُمْ بِهٖ ؕ حَتّٰۤى اِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ مِنْۢ بَعْدِهٖ رَسُوْلًا ؕ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابُ ﴿٣٤﴾

(৩৪) আর ইতিপূর্বে তোমাদের কাছে ইউসুফ আগমন করেছিল নিদর্শনাবলীসহ[৩] কিন্তু তোমরা সে সকল বিষয়ে সর্বদা সন্দেহ পোষণ করেছ যা সে তোমাদের নিকট নিয়ে এসেছিল। এমনকি যখন তার মৃত্যু হল, তখন তোমরা বলতে লাগলে যে, 'তারপরে আল্লাহ্ আর কাউকে রসূল করে৪ প্রেরণ করবেন না।' এভাবে আল্লাহ্ সীমালংঘনকারী, সংশয়ী ব্যক্তিকে পথভ্রষ্ট করেন।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অপরাধীদেরকে হিসাবের জায়গা থেকে যখন জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, এটা তখনকার অবস্থার বর্ণনা। অর্থাৎ যেদিন তোমরা হিসাবের স্থান থেকে জাহান্নামের দিকে ফিরে যাবে, তখন আল্লাহর আযাব থেকে তোমাদেরকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না (বয়ানুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ, আমি তোমাদেরকে সবকিছু বুঝিয়ে দিয়েছি। এরপরও যদি তোমরা না মান, তবে জেনে নাও যে, তোমাদের সত্য-বিদ্বেষের কারণে আল্লাহ্ ইচ্ছা করে নিয়েছেন তোমাদেরকে তোমাদের পছন্দকৃত গোমরাহীর উপর স্থায়ী করে রাখবেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) উক্ত মু'মিন ব্যক্তি তাঁর স্ব গোত্র কিবতী সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে আরো বলেন, ইতিপূর্বে তোমাদের নিকট হযরত ইউসুফ (আ.) নবী হয়ে এসেছিলেন। এবং এ সংবাদ তোমাদের পূর্বপুরুষদের থেকে ধারাবাহিকভাবে তোমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে, অথচ তোমরা তাঁকেও অস্বীকার করেছ। (বয়ানুল কুরআন)

(৪) অর্থাৎ, তারা বলল, না ইউসুফ নবী ছিলেন, না সামনে আর কোন নবী আগমন করবেন। এভাবে তারা গোটা রিসালতাতের ধারাকে অস্বীকার করল। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩৩–৩৪ নং আয়াতদ্বয়:

১. অপরাধীদেরকে যখন হিসাবের জায়গা থেকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, তখন কেউ তাদের রক্ষা করতে পারবে না।

২. আল্লাহ্ অনেককে পথভ্রষ্ট করেন অর্থাৎ, তাদের পছন্দকৃত গোমরাহীর উপর স্থায়ী করে রাখেন। তখন কেউ তার হেদায়েত করতে পারে না।

৩. যাদের মধ্যে সীমালংঘন ও সংশয়ের প্রবণতা থাকে তাদেরকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেন।

www.maktabatulabrar.com

الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْۤ اٰيٰتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ اَتٰىهُمْ ؕ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ؕ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴿٣٥﴾

(৩৫) যারা নিজেদের কাছে আগত কোন দলীল ছাড়াই আল্লাহর আয়াতসমূহের মাঝে বিতর্ক সৃষ্টি করে, এটা আল্লাহর নিকটও অতিশয় ঘৃণার বিষয় এবং মুমিনদের নিকটও। এভাবে আল্লাহ প্রত্যেক অহংকারী, অত্যাচারীর অন্তরের[১] উপর মোহর মেরে দেন।

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰهَامٰنُ ابْنِ لِيْ صَرْحًا لَّعَلِّيْۤ اَبْلُغُ الْاَسْبَابَ ﴿٣٦﴾

(৩৬) এবং ফেরআউন বলল, হে হামান! আমার জন্য একটা সুউচ্চ অট্টালিকা[২] নির্মাণ কর। সম্ভবত আমি পথসমূহ পর্যন্ত পৌঁছে যাব–

اَسْبَابَ السَّمٰوٰتِ فَاَطَّلِعَ اِلٰۤى اِلٰهِ مُوْسٰى وَاِنِّيْ لَاَظُنُّهٗ كَاذِبًا ؕ وَكَذٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيْلِ ؕ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ اِلَّا فِيْ تَبَابٍ ﴿٣٧﴾

(৩৭) আসমানে যাওয়ার পথসমূহ পর্যন্ত। অতঃপর (সেখানে গিয়ে) মূসার খোদাকে উঁকি মেরে দেখব, আর আমি তো তাকে মিথ্যাবাদীই মনে করি। আর এরূপেই ফেরআউনের অপকর্মসমূহ তার নিজের নিকট ভাল বলে বোধ হচ্ছিল এবং সোজা পথ থেকে তাকে বিরত[৩] রাখা হয়েছিল। আর ফেরআউনের ষড়যন্ত্র ব্যর্থই গেল।

وَقَالَ الَّذِيْۤ اٰمَنَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوْنِ اَهْدِكُمْ سَبِيْلَ الرَّشَادِ ﴿٣٨﴾

(৩৮) আর সে মুমিন লোকটি বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমার পথে চল, আমি তোমাদেরকে সঠিক পথই নির্দেশ করব।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ ফেরআউন ও হামানের অন্তর যেমন মূসা (আ.) ও মুমিন ব্যক্তির উপদেশ দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়নি, এমনিভাবে আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক উদ্ধত অহংকারীর অন্তরে মোহর এঁটেই দেন। ফলে তাতে ঈমানের নূর প্রবেশ করে না। তাই সে ভাল-মন্দ পার্থক্য করতে পারে না। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) বলাবাহুল্য যে, গগণচুম্বি সুউচ্চ প্রাসাদে আরোহণ করে খোদাকে দেখার পরিকল্পনা বালখিল্যতা বৈ কিছুই নয়। মিসর সাম্রাজ্যের অধিপতি ফেরআউন যদি বাস্তবিকই এরূপ পরিকল্পনা করে থাকে, তবে এটা তার চরম বোকামি ও নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। কিন্তু কোন রাজ্যপতির তরফ থেকে এরূপ বোকাসুলভ পরিকল্পনা আশা করা যায় না। তাই কোন কোন তাফসীরবিদ বলেন যে, এটা ফেরআউন জানত যে, যত উচ্চ প্রাসাদই নির্মাণ করা হোক না কেন তা আকাশ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না, কিন্তু সে লোকজনকে বোকা বানানো ও দেখানোর জন্য এ কাণ্ড করেছিল। কোন শক্তিশালী ও সহীহ রেওয়ায়াত থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, এরূপ কোন আকাশচুম্বি প্রাসাদ সত্যিই নির্মিত হয়েছিল। কুরতুবী বর্ণনা করেন যে, এ সুউচ্চ নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়েছিল যা উচ্চতায় পৌঁছা মাত্রই বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল। (মাআরিফুল কুরআন)

(৩) বার বার অপরাধ করতে করতে মানুষ এমন এক চরম অবস্থায় পৌঁছে যায় যে, তার হক গ্রহণের যাবতীয় যোগ্যতা বিনষ্ট হয়ে যায়, ফলে তার পক্ষে আর সুপথে ফিরে আসা সম্ভব হয় না। ফেরআউনের অবস্থাও তা-ই হয়ে ছিল। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

- ৩৫ নং আয়াত:

১. যে বিষয়ে ইল্‌ম নেই সে বিষয়ে তর্কে লিপ্ত হওয়া নিষেধ। এটা আল্লাহর কাছে ঘৃণ্য বিষয়।

২. উদ্ধত অহংকারীর অন্তরে আল্লাহ্ মোহর এঁটে দেন। (আইছারুত্তাফাসীর)

- ৩৬–৩৭ নং আয়াতদ্বয়:

১. আল্লাহকে উঁকি মেরে দেখার জন্য ফেরআউনের অট্টালিকা নির্মাণের বোকামীর বর্ণনা।

২. পাপীদের অন্তরে পাপকে সুশোভিত করে দেখানো হয়।

৩. ফেরআউনের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়।

يٰقَوْمِ اِنَّمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ ۫ وَّاِنَّ الْاٰخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ﴿٣٩﴾	(৩৯) হে আমার সম্প্রদায়, এ পার্থিব জীবন অল্প কয়েকদিনের[১] উপভোগ মাত্র আর আখেরাত অবশ্যই স্থায়ী আবাস।
مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزٰٓى اِلَّا مِثْلَهَا ۚ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُوْنَ فِيْهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٤٠﴾	(৪০) যে মন্দ কর্ম করে[২] সে কেবল তদনুরূপ প্রতিফল পাবে। আর যে ব্যক্তি নেক কাজ করে সে পুরুষ হোক বা স্ত্রীলোক হোক সে যদি মু'মিন হয়, তবে এরূপ লোকেরা জান্নাতে যাবে, সেখানে তারা বে-হিসাব রিযিক প্রাপ্ত হবে।
وَيٰقَوْمِ مَا لِيْٓ اَدْعُوْكُمْ اِلَى النَّجٰوةِ وَتَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَى النَّارِ ﴿٤١﴾	(৪১) হে আমার সম্প্রদায়! এটা কেমন[৩] কথা, আমি তো তোমাদেরকে মুক্তির দিকে আহ্বান করছি আর তোমরা আমাকে দোযখের দিকে ডাকছ।
تَدْعُوْنَنِيْ لِاَكْفُرَ بِاللّٰهِ وَاُشْرِكَ بِهٖ مَا لَيْسَ لِيْ بِهٖ عِلْمٌ ۡ وَّاَنَا اَدْعُوْكُمْ اِلَى الْعَزِيْزِ الْغَفَّارِ ﴿٤٢﴾	(৪২) তোমরা আমাকে[৪] এ কথার দিকে ডাকছ যে, আমি আল্লাহর সাথে কুফর করি আর এমন বস্তুকে তাঁর অংশীদার স্থির করি যার পক্ষে আমার নিকট কোনই জ্ঞান (দলীল) নেই, আর আমি তোমাদের আহবান করছি পরাক্রমশালী মহা ক্ষমাশীল আল্লাহর দিকে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, এ অস্থায়ী জীবনের টিপটপের পিছনে পড়ে আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনকে ভুলে যেয়ো না। জ্ঞানী ব্যক্তি এখানে থাকতেই পরকালের সামান তৈরী করে নেয়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

www.maktabatulabrar.com

(২) পরকালীন জীবন কী করে সুখের হবে তার একটু বর্ণনাও পেশ করলেন যে, সেখানে ধনৈশ্বর্য, প্রভাব-প্রতিপত্তির কোনই মূল্যায়ন হবে না। একমাত্র ঈমান ও আমলে সালেহের মূল্যায়ন হবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) উক্ত মু'মিন ব্যক্তি তাঁর স্ব গোত্রীয় কিবতীদের সাথে দীর্ঘ কথোপকথনের এক পর্যায়ে তাদেরকে বললেন, এ কেমন আশ্চর্য ব্যাপার, আমি তো তোমাদেরকে জাহান্নাম থেকে নাজাত দিতে চাচ্ছি, আর তোমরা আমাকে ধাক্কা দিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করতে চাচ্ছ। একদিকে চরম শত্রুতা, অপর দিকে পরম কল্যাণ-চিন্তা! (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) অর্থাৎ, তোমাদের আহবানের সারকথা তো এটাই যে, আমি এক খোদাকে অস্বীকার করব, তার সাথে শরীক নির্ধারণ করব। অথচ এ ব্যাপারে আমার কাছে কেন বাস্তবেই কোন দলীল নেই। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

- ৩৯ নং আয়াত:

১. পার্থিব জীবন ক্ষণস্থায়ী।

২. আখেরাত চিরস্থায়ী।

- ৪০ নং আয়াত:

১. "যে ব্যক্তি নেক কাজ করে –সে পুরুষ হোক বা স্ত্রীলোক– সে যদি মুমিন হয়" কথা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যেকোনো নেক কাজ আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য ঈমান শর্ত। সুতরাং ঈমান বিহীন সৎকর্মের আখেরাতে কোন মূল্যায়ন হবে না।

২. জান্নাতে বে-হিসাব রিযক পাওয়া যাবে।

- ৪০–৪১ নং আয়াতদ্বয়:

১. সঠিক দ্বীনের দিকে দাওয়াত মুক্তির দিকে দাওয়াত। পক্ষান্তরে ভ্রান্ত পথের দিকে দাওয়াত জাহান্নামের দিকে দাওয়াত।

২. কুফর শির্‌কের পক্ষে বাস্তবে কোন দলীল নেই।

لَا جَرَمَ اَنَّمَا تَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَيْهِ لَيْسَ لَهٗ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْاٰخِرَةِ وَاَنَّ مَرَدَّنَآ اِلَى اللّٰهِ وَاَنَّ الْمُسْرِفِيْنَ هُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ ﴿٤٣﴾	(৪৩) সুনিশ্চিত কথা যে, তোমরা যে বস্তুর দিকে আমাকে ডাকছ তা না দুনিয়াতে (কোন প্রয়োজনে) আহুত হওয়ার[১] যোগ্য, আর না আখেরাতে। আর নিশ্চয় আমাদের সকলকে আল্লাহর সমীপে যেতে হবে এবং (গায়রুল্লাহর ইবাদতের মাধ্যমে) সীমালংঘনকারীরাই জাহান্নামী।
فَسَتَذْكُرُوْنَ مَآ اَقُوْلُ لَكُمْ ۭ وَاُفَوِّضُ اَمْرِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ﴿٤٤﴾	(৪৪) আমি তোমাদেরকে যা বলছি তোমরা তা অচিরেই[২] স্মরণ করবে। আমি আমার বিষয় আল্লাহর কাছে সমর্পন করছি, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ বান্দাদের (সবকিছুর) সম্যক দ্রষ্টা।

(৪৫) অতঃপর আল্লাহ্ তাঁকে তাদের ষড়যন্ত্রের অনিষ্ট থেকে রক্ষা[৩] করলেন এবং কঠিন শাস্তি পরিবেষ্টন করল ফেরআউনী সম্প্রদায়কে।	فَوَقٰىهُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِ مَا مَكَرُوْا وَحَاقَ بِاٰلِ فِرْعَوْنَ سُوْٓءُ الْعَذَابِ ﴿٤٥﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, আল্লাহ্ ছাড়া এমন কোন বস্তু আছে যা দুনিয়া আখেরাতে মানুষের সামান্য উপকার বা অপকার করতে পারে। কাজেই এমন জিনিষের বন্দেগীর প্রতি আহবান করা নিতান্ত মূর্খতা বৈ কি? (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) এটা স্ব গোত্রকে সত্যের দিকে অহবান করার উদ্দেশ্যে উক্ত মুমিন ব্যক্তির সর্বশেষ বাক্য। এতে বলা হয়েছে, আজ তোমরা আমার কথায় কর্ণপাত করছ না, কিন্তু আযাব যখন তোমাদেরকে গ্রাস করবে, তখন আমার কথা স্মরণ করবে। তবে সে স্মরণ নিস্ফল হবে। এই দীর্ঘ কথোপকথন, উপদেশ ও দাওয়াতের ফলে যখন মুমিন ব্যক্তির ঈমান জনসমক্ষে প্রকাশ হয়ে পড়ল, তখন তিনি ভাবনায় পড়লেন যে, তারা তার প্রতি নির্যাতন চালানোর চেষ্টা করবে। তাই বললেন, আমি আমার ব্যাপার আল্লাহর কাছে সোপর্দ করছি। তিনিই তাঁর বান্দাদের রক্ষক। (মাআরিফুল কুরআন)

(৩) উক্ত মুমিন ব্যক্তিকে রক্ষা করার বিশদ বিবরণ কুরআন কারীমে উল্লেখিত হয়নি। কিন্তু ভাষা দৃষ্টে জানা যায় ফেরআউনী গোত্র তাঁকে হত্যা করার ও কষ্ট দেয়ার জন্য অনেক ষড়যন্ত্র করেছিল। কাতাদাহ (রহ.) বলেন, ফেরআউনী গোত্র যখন সলিল সমাধি লাভ করল তখন ফেরআউন-গোত্রীয় এ মুমিন বান্দাকেও হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে রক্ষা করা হয়। (মাআরিফুল কুরআন ও বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪৩ নং আয়াত:

আয়াতে বোঝানো হয়েছে– যিনি ভাল-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণের প্রকৃত মালিক, তিনিই মাবূদ হবেন। আর একমাত্র আল্লাহ্ তাআলাই মানুষের মঙ্গল-অমঙ্গলের প্রকৃত মালিক। কাজেই একমাত্র আল্লাহ তাআলাই মাবূদ হবেন।

● ৪৪ নং আয়াত:

১. যারা হকপন্থীদের দাওয়াত ও কথায় এখন কর্ণপাত করে না, তাদেরকে যখন আযাব গ্রাস করবে, তখন হকপন্থীদের কথা স্মরণ করবে। কিন্তু সে স্মরণ হবে নিস্ফল।

২. আয়াতে মুমিন ব্যক্তির শেষবাক্য "আমি আমার বিষয় আল্লাহর হাতে সমর্পণ করেছি"– এ বাক্যটি বড়ই ঈমান-প্রবর্ধক ও তাৎপর্যপূর্ণ। বস্তুত মুমিন তার সকল বিষয় আল্লাহর হাতেই সোপর্দ করবে।

● ৪৫ নং আয়াত:

আয়াতে বোঝানো হয়েছে শেষ পর্যন্ত হকপন্থীদেরকে আল্লাহ বাতিল সম্প্রদায়ের ষড়যন্ত্রের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেন এবং বাতিল সম্প্রদায়কে কঠিন শাস্তি পরিবেষ্টন করে নেয়।

www.maktabatulabrar.com

(৪৬) তাদেরকে (প্রত্যহ) সকাল-সন্ধ্যায়[১] আগুনের সম্মুখে আনা হয়। আর যেদিন কেয়ামত ঘটবে (সে দিন আদেশ করা হবে) ফেরআউনী সম্প্রদায়কে দাখিল কর কঠিন আযাবে।	اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا ۚ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ ۫ اَدْخِلُوْٓا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ ﴿٤٦﴾
(৪৭) আর যখন কাফেররা দোযখে পরস্পরে ঝগড়া করবে, তখন দুর্বলরা (অনুসারীরা) অহংকারী (অনুসৃত)দের বলবে, আমরা তো তোমাদেরই অনুগামী ছিলাম, অতএব তোমরা কি আমাদের থেকে আগুনের[২] কিছু অংশ নিবারণ করতে পার।	وَاِذْ يَتَحَآجُّوْنَ فِى النَّارِ فَيَقُوْلُ الضُّعَفٰٓؤُا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا نَصِيْبًا مِّنَ النَّارِ ﴿٤٧﴾
(৪৮) অহংকারীরা বলবে, আমরা সকলেই তো তাতে (জাহান্নামে) আছি[৩]। নিশ্চয় আল্লাহ্ বান্দাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিয়েছেন।	قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُلٌّ فِيْهَآ ۙ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ﴿٤٨﴾
(৪৯) আর যারা আগুনে থাকবে তারা জাহান্নামের রক্ষীদেরকে[৪] বলবে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা কর তিনি যেন কোন একটি দিন আমাদের থেকে আযাব লঘু করে দেন।	وَقَالَ الَّذِيْنَ فِى النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوْا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ﴿٤٩﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) কেয়ামতের দিন তাদেরকে জাহান্নামের সর্বাপেক্ষা কঠোর স্তরে নিক্ষেপ করা হবে। এবং হিসাব-নিকাশের পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ, আলমে বরযখে (কবর জগতে) তাদের সামনে দোযখের আগুন আনা হবে, তারা এর তাপ ভোগ করবে। (বয়ানুল কুরআন)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)–এর রেওয়ায়েতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে কেউ মারা গেলে তাকে কবর জগতে সকাল-সন্ধ্যা সে স্থান দেখানো হয় যেখানে কেয়ামতের হিসাব-নিকাশের পর সে পৌঁছবে। সে স্থান দেখিয়ে তাকে প্রত্যহ বলা হয়, তুমি অবশেষে এখানে পৌঁছবে। কেউ জান্নাতী হলে তাকে জান্নাতের স্থান এবং জাহান্নামী হলে জাহান্নামের স্থান দেখানো হয়। (বুখারী ও মুসলিম)

(২) অর্থাৎ দুনিয়াতে আমরা তোমাদের ভক্ত অনুগত ছিলাম, যার কারণে আজ আমরা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়েছি। আজ তোমরা এখানে আমাদের কিছু উপকার কর।

(৩) অনুসৃত তথা বড়রা বলবে, আমরা সবাই তো জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত রয়েছি। আল্লাহ্ আমাদের প্রত্যেকের জন্য দোযখের ফয়সালা শুনিয়ে দিয়েছেন। কাজেই এর ব্যতয় ঘটবে না। তাঁর ফয়সালা

অটল। দেখছ না আমরা তো আমাদের থেকেও আযাবের সামান্য অংশও অপসারণ করতে পারছি না, তোমাদের কী সাহায্য করব? (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) অর্থাৎ তারা তাদের অনুসৃত নেতাদের থেকে নিরাশ হয়ে অবশেষে জাহান্নামের রক্ষী ফেরেশতাদের বলবে, তোমরা তোমাদের রবের কাছে প্রার্থনা কর অন্তত একদিনের জন্য হলেও তিনি যেন আযাবটা হালকা করে দেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪৬ নং আয়াত:

আয়াত থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে কবরের আযাব সত্য। এ ছাড়া অনেক মুতাওয়াতির হাদীছ ও উম্মতের ইজমা এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।

● ৪৭-৪৯ নং আয়াতসমূহ:

১. জাহান্নামে অনুসরণকারীরা অনুসৃত নেতাদের থেকে সাহায্য চাইবে কিন্তু কাজ হবে না।

২. সবশেষে জাহান্নামীরা জাহান্নামের প্রহরীদের মাধ্যমে অন্তত একদিনের জন্য হলে আযাব লঘু করার আবেদন জানাবে, কিন্তু তাতেও কোন ফায়দা হবে না।

(৫০) তারা (ফেরেশতারা) বলবে, তোমাদের নিকট কি মু'জিযাসমূহ নিয়ে তোমাদের রসূলগণ আগমন করতেন না[১]? তারা (দোযখীরা) বলবে, হাঁ। তারা বলবে, তবে তোমরাই প্রার্থনা কর[২], আর কাফেরদের প্রার্থনা তো (আখেরাতে) একেবারেই নিষ্ফল[৩]।	قَالُوْٓا اَوَلَمْ تَكُ تَاْتِيْكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ؕ قَالُوْا بَلٰى ؕ قَالُوْا فَادْعُوْا ۚ وَمَا دُعٰٓؤُا الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ۝٥٠
(৫১) আমি আমার রসূলগণকে এবং মু'মিনগণকে পার্থিব জীবনেও সাহায্য করে থাকি[৪] এবং সে দিবসেও যেদিন সাক্ষ্যদাতাগণ দণ্ডায়মান হবে[৫]।	اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ ۝٥١
(৫২) যেদিন জালেমদের ওজর-আপত্তি কোন কাজে আসবে না এবং তাদের জন্য রয়েছে লা'নত এবং তাদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্ট আবাস।	يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظّٰلِمِيْنَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ ۝٥٢

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ তখন তো নবীদের কথা মাননি, পরিণামের কথা ভাবনি। এখন সুযোগ হাতছাড়া হয়েছে। কারো কোন সুপারিশ বা তোমাদের প্রার্থনা কিছুই কাজে আসবে না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) ফেরেশতাগণ বলবেন, সুপারিশ আমাদের কাজ নয়। আমরা তো আযাব দেয়ার জন্য নিয়োজিত হয়েছি। সুপারিশ করা রসূলদের কাজ। অথচ তোমরা তো রসূলদের বিরোধিতাই করেছ। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

www.maktabatulabrar.com

(৩) আখেরাতে কাফেরদের প্রার্থনা কোনো উপকারে আসবে না। তবে দুনিয়াতে যদি দুআর কারণে আল্লাহ কাউকে কিছু দিয়ে দেন সেটা ভিন্ন কথা। যেমন ইবলীসকে প্রার্থনার প্রেক্ষিতে কেয়ামত পর্যন্ত আবকাশ দিয়েছেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) অর্থাৎ সত্যের সৈনিকদের ত্যাগ ও কুরবানী কখনও বৃথা যায় না। আল্লাহ্ তাঁদের ঝাণ্ডা বুলন্দ করেন। অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে যতই বিপদ-আপদ পরীক্ষা আসুক না কেন পরিণামে সফলতা ও বিজয় তাদের পদচুম্বন করে। তবে আয়াতে যে মুমিনদের সাথে সাহায্যের ওয়াদা করা হয়েছে তাদেরকে খাঁটি মু'মিন ও নবীর প্রকৃত অনুসারী হতে হবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৫) অর্থাৎ, আমলনামা লেখক ফেরেশতাগণ নবীদের পক্ষে এবং কাফেরদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য দণ্ডায়মান হবেন।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫০ নং আয়াত:

১. কাফেররা জাহান্নামে সাহায্য চাইলে তাদেরকে সাহায্য তো নয়ই বরং তিরস্কার করা হবে, নবীদের কথা কেন মাননি?

২. কাফেরদের পক্ষে কোন সুপারিশ হবে না, তাদের প্রার্থনাও কবূল করা হবে না।

● ৫১ নং আয়াত:

১. আল্লাহ রসূলগণকে এবং মু'মিনগণকে পার্থিব জীবনেও সাহায্য করেন।

২. কেয়ামতের ময়দানে আমলনামা লেখক ফেরেশতাগণ নবীদের পক্ষে এবং কাফেরদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য দণ্ডায়মান হবেন।

● ৫২ নং আয়াত:

আয়াতে বলা হয়েছে, কেয়ামতের দিন কাফেরদের ওজর-আপত্তি কোন কাজে আসবে না এবং তাদের জন্য থাকবে লা'নত ও নিকৃষ্ট আবাস।

(৫৩) আর আমি অবশ্যই মূসাকে দান করেছিলাম পথ-নির্দেশ (তাওরাত ও মুজিযা)[১] এবং বনী ইসরাঈলকে উত্তরাধিকারী করেছিলাম সে কিতাবের,	وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْهُدٰى وَاَوْرَثْنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْكِتٰبَ ۝٥٣
(৫৪) (যা নাযেল করেছিলাম) বুদ্ধিমান লোকদের জন্য হেদায়াত ও উপদেশস্বরূপ।	هُدًى وَّ ذِكْرٰى لِاُولِي الْاَلْبَابِ ۝٥٤
(৫৫) সুতরাং তুমি সবর কর[২], নিঃসন্দেহে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য[৩]। আর তুমি তোমার ত্রুটির[৪] জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা কর এবং সন্ধ্যায় ও সকালে নিজ রবের সপ্রশংস তাসবীহ করতে থাক।	فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ ۝٥٥

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ দুনিয়াতেই আল্লাহর সাহায্যের একটি নমুনা দেখে নাও যে, বিশাল শক্তি ও ধনৈশ্বর্য্য থাকা সত্ত্বেও ফেরআউন ও তার সম্প্রদায় কীভাবে ধ্বংস হয়েছে! পক্ষান্তরে হযরত মূসা (আ.)-এর পথ নির্দেশনায় দুর্বল ও নির্যাতিত বনী ইসরাঈলের কীভাবে উত্থান ঘটেছে। এবং তাদেরকে আল্লাহ তাআলা সে মহান কিতাবের উত্তরাধিকারী করেছেন যেটা ছিল জ্ঞানবানদের জন্য হেদায়াতের দীপ্ত মশাল। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অলোচ্য আয়াতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়ে ইরশাদ হয়েছে তুমি নিশ্চিত থাক তোমার সাথে যে ওয়াদা করা হয়েছে তা অবশ্যই পূর্ণ হবে। আল্লাহ তাআলা তোমাকে এবং তোমার ওসীলায় তোমার অনুসারীদেরকে বিজয় দান করবেন, প্রযোজন হল আল্লাহর সন্তুষ্টির নিমত্তে সমূহ বিপদ-আপদে ধৈর্যধারণ করা এবং সর্বদা আল্লাহর তাসবীহ-তাহমীদে মশগুল থাকা, ভেতরে-বাইরে কখনও আল্লাহ থেকে গাফেল না হওয়া। তবে তো আল্লাহর সাহায্য সুনিশ্চিত ! (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) অর্থাৎ, নবী ও ওলীদের জন্য সাহায্যের প্রতিশ্রুতি।

(৪) অর্থাৎ কদাচিৎ সবরে সামান্য ত্রুটি হয়ে থাকলে তা থেকেও ক্ষমা প্রার্থনা কর। যদিও তা শরীয়ত অনুযায়ী অপরাধ নয়। কিন্তু তোমার মহান মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে এতটুকু ত্রুটিও অপরাধের ন্যায়। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫৩-৫৪ নং আয়াতদ্বয়:

১. হযরত মূসা (আ.) কে তাওরাত ও মুজিযা দান করা হয়েছিল।

২. মূসা (আ.)-এর ওফাতের পরও বনী ইসরাঈল সেই কিতাবের উত্তরাধীকারী ছিল অর্থাৎ, বনী ইসরাঈলের উপর সেই কিতাব মান্য করার দায়িত্ব ছিল।

● ৫৫ নং আয়াত:

১. রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়ে বলা হয়েছে, তোমার সাথে সাহায্যের যে ওয়াদা করা হয়েছে তা অবশ্যই পূর্ণ হবে।

২. সকাল-সন্ধায় ইস্তেগফার ও তাসবীহ পাঠের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। (৪ নং টীকা দ্রষ্টব্য।)

إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ ۙ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ ۚ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿٥٦﴾

(৫৬) যারা আল্লাহর আয়াতসমূহে বিতর্ক সৃষ্টি করে তাদের নিকট আগত কোন প্রমাণ ছাড়াই, অবশ্যই তাদের অন্তরসমূহে আছে কেবল অহংকার[১], তারা সে পর্যন্ত কখনও পৌছতে পারবে না; অতএব আল্লাহর শরণাপন্ন হও[২], নিশ্চয় তিনিই সবকিছু শ্রবণকারী, সবকিছু দর্শনকারী।

www.maktabatulabrar.com

لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمٰى وَالْبَصِيرُ ۙ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَلَا الْمُسِيءُ ۚ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٥٨﴾

(৫৭) নিঃসন্দেহে মানুষকে (দ্বিতীয়বার) সৃষ্টি করা অপেক্ষা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করা বৃহত্তর ব্যাপার,[৩] কিন্তু অধিকাংশ মানুষ (এতটুকু কথাও) বোঝে না।

(৫৮) এবং অন্ধ ও চক্ষুষ্মান সমান হতে পারে না। আর যার ঈমান এনেছে ও নেক আমলাদি করেছে এবং যারা পাপাচারী তারা পরস্পর সমান হতে পারে না। তোমরা খুব কমই অনুধাবন করে থাক।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এই অহংকারই হল তাদের বিতর্কের কারণ। কেননা, নিজদেরকে বড় মনে করার কারণেই তারা নবীর অনুবর্তী হওয়াকে লজ্জাকর মনে করে এবং নিজেরাই অন্যান্যদেরকে বশীভূত করতে চায়। কিন্তু তাদের এ বড়ত্ব-বাসনা কখনও পূরণ হবার নয়, বরং অনতিবিলম্বে তারা অপদস্ত ও লাঞ্ছিত হবে। (বয়ানুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ এরা যখন তোমার উপর উচ্চ মর্যাদা চায়, তখন স্বভাবতই হিংসার বশবর্তী হয়ে তোমার বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লাগবে। এমতাবস্থায় তুমি আশংকাগ্রস্ত হবে না। আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা কর। তিনিই তোমাকে সকল অনিষ্টতা থেকে রক্ষা করবেন। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) আলোচ্য আয়াতে পুনরুত্থান সম্পর্কিত কাফেরদের ঝগড়া তাদের খণ্ডসহকারে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ যারা পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে বস্তুত তারা স্বল্প জ্ঞানের লোক। যেহেতু বস্তুগত দৃষ্টিতে আসমান-যমীনকে সৃষ্টি করা মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করা থেকে অনেক বড় ব্যাপার, তবে যিনি আসমান-যমিন সৃষ্টি করলেন তিনি কি মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করতে পারবেন না? অবশ্যই পারবেন। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫৬ নং আয়াত:

১. আল্লাহর আয়াত নিয়ে বিতর্ক করা নিষেধ।

২. অহংকারের কারণে বশ্যতা স্বীকারের মনোভাব না থাকার ফলেই আল্লাহর আয়াতের অনুগত হওয়া থেকে বিরত থাকা হয়।

● ৫৭ নং আয়াত:

আয়াতে বলা হয়েছে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করা থেকে মানুষকে পুনরায় করা তো কঠিন নয়। অতএব যে আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করতে সক্ষম তিনি কেন মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম হবেন না?

● ৫৮ নং আয়াত:

আয়াতে বলা হয়েছে, নেককার মুমিন ও পাপাচারী কাফের কখনও সমান হতে পারে না।

(৫৯) কেয়ামত অবশ্যই আসবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ বিশ্বাস করে না।	اِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٥٩﴾
(৬০) আর তোমাদের প্রতিপালক বলে দিয়েছেন যে, তোমরা আমাকে ডাক[১] আমি তোমাদের ডাকে[২] সাড়া দিব। অবশ্যই যারা আমার ইবাদত থেকে অহংকার করে তারা সত্বরই (মৃত্যুর সাথে সাথে) লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।	وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِيْنَ ﴿٦٠﴾
(৬১) আল্লাহই (সে সত্তা) যিনি তোমাদের জন্য রাত সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা তাতে বিশ্রাম করতে পার[৩] এবং আলোকজ্জ্বল করেছেন দিবসকে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মানুষের প্রতি বড় অনুগ্রহশীল, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।	اَللّٰهُ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٦١﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) আল্লাহর দরবারে দুআ করা বন্দেগীর শর্ত। আর দুআ না করা অহংকারের পরিচায়ক। বান্দার কাজ আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করা। বরং এটাই ইবাদত। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) আলোচ্য আয়াতে ওয়াদা করা হয়েছে যে, বান্দা আল্লাহর কাছে যে দুআ করে তা কবুল হয়। তবে হাদীছ অনুযায়ী গুনাহ অথবা সম্পর্কচ্ছেদের দুআ করা হারাম। এরূপ দুআ কবুল হয় না। দুআ কবুল হওয়ার পদ্ধতি তিনটি। তন্মধ্যে কোন না কোন পদ্ধতিতে দুআ কবুল হয়। (এক) যা চাওয়া হয় তা পাওয়া। (দুই) প্রার্থিত বিষয়ের পরিবর্তে পরকালের কোন ছওয়াব ও পুরস্কার দান করা। (তিন) প্রার্থিত বিষয় না পাওয়া কিন্তু কোন সম্ভাব্য আপদ-বিপদ সরে যাওয়া। (মাআরিফুল কুরআন)

(৩) নিদ্রা আল্লাহর বড় নেয়ামত। আল্লাহ তাআলা সকল শ্রেণীর মানুষ বরং জন্তু-জানোয়ারকে পর্যন্ত স্বভাবগতভাবে নিদ্রার একটি সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এখন নিদ্রা যদি সকলের ইচ্ছাধীন ব্যাপার হত এবং প্রত্যেকে বিভিন্ন সময় নিদ্রার পরিকল্পনা করত তা হলে নিদ্রা এমন সুখকর হত না।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫৯ নং আয়াত:

আয়াতে বলা হয়েছে, নিঃসন্দেহে কেয়ামত আসবে।

● ৬০ নং আয়াত:

১. আল্লাহর কাছে দুআ করলে তিনি দুআ কবুল করেন। (২ নং টীকা দ্রষ্টব্য)

২. দুআ করা ইবাদত। কাজেই গায়রুল্লাহর নিকট দুআ করা হারাম। (আইছারুত্তাফাসীর)

৩. অহংকারবশত যারা ইবাদত থেকে সরে থাকে, তারা জাহান্নামে যাবে।

www.maktabatulabrar.com

● ৬১ নং আয়াত:

১. আল্লাহ তাআলা মানুষের প্রতি বড় অনুগ্রহশীল।

২. তাসবীহ-তাহলীল ও আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহর নেয়ামতের শোকর আদায় করা ওয়াজিব। (আইছারুত্তাফাসীর)

৩. নিদ্রাও আল্লাহর বড় একটা নেয়ামত।

(৬২) এই তো আল্লাহ্; তোমাদের প্রতিপালক, সবকিছুর স্রষ্টা। তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, সুতরাং তোমরা কোথায় বিপরীত চলছ[১]?	ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۖ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ﴿٦٢﴾
(৬৩) এমনিভাবে বিপরীত পরিচালিত হয় তারা, যারা আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে।	كَذٰلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِيْنَ كَانُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ﴿٦٣﴾
(৬৪) আল্লাহ্ (সে সত্তা) যিনি তোমাদের জন্য জমিনকে বাসস্থান, আর আসমানকে ছাদ স্বরূপ বানিয়েছেন, এবং তিনি তোমাদের আকৃতি গঠন করেছেন এবং তোমাদের আকৃতি করেছেন সুন্দরতর[২] এবং তোমাদেরকে উত্তম, উৎকৃষ্ট জিনিস রিযিক দিয়েছেন। এই তো আল্লাহ্; তোমাদের রব। সুতরাং কত মহান জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ।	اَللّٰهُ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً وَّصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ۚ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦٤﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ সকল নায-নেয়ামত যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে স্বীকার কর, তখন স্বভাবত ইবাদতও একমাত্র তাঁরই হবে। তাহলে তোমরা কীভাবে বিভ্রান্ত হচ্ছ ? (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) ফলত মানুষের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে যেরূপ সামঞ্জস্য ও ভারসাম্য রয়েছে তেমন সামঞ্জস্য ও ভারসাম্য আর কোনো প্রাণীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে নেই। এটা চাক্ষুষ ও স্বীকৃত ব্যাপার। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৬২–৬৪ নং আয়াতসমূহ:

১. যিনি প্রতিপালক, স্রষ্টা, সব রকম নেয়ামত দানকারী, তিনিই হবেন মা'বূদ। কাজেই গায়রুল্লাহর ইবাদত হারাম, শিরক।

২. মানুষের আকৃতিকে আল্লাহ সুন্দর করেছেন। মানুষের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাঝে যেরূপ সামঞ্জস্য ও ভারসাম্য রয়েছে, তা অন্য কোনো প্রাণীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাঝে নেই।

هُوَ الْحَيُّ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنِ ؕ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦٥﴾

(৬৫) তিনিই চিরঞ্জীব। তিনি ব্যতীত কোনো মা'বূদ নেই। সুতরাং তাঁকেই ডাক তাঁর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে। সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই জন্য।

قُلْ اِنِّيْ نُهِيْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَمَّا جَآءَنِيَ الْبَيِّنٰتُ مِنْ رَّبِّيْ ۖ وَاُمِرْتُ اَنْ اُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦٦﴾

(৬৬) তুমি বল, আমাকে নিষেধ করা হয়েছে সেই দেবতাদের উপাসনা করতে, তোমরা যাদের উপাসনা করছ আল্লাহকে ছেড়ে, যখন আমার নিকট আমার রবের তরফ থেকে নিদর্শনসমূহ এসে গেছে, আর আমাকে এ আদেশ করা হয়েছে যে, আমি সারা বিশ্বের প্রতিপালকের জন্য অনুগত থাকি।

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْٓا اَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُوْنُوْا شُيُوْخًا ۚ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوْٓا اَجَلًا مُّسَمًّى وَّلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٧﴾

(৬৭) তিনিই সে সত্তা, যিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন[১] অতঃপর শুক্রবিন্দু থেকে, অতঃপর লেগে থাকা রক্তপিণ্ড[২] থেকে, তারপর তোমাদেরকে বের করেন শিশুরূপে। অতঃপর (জীবিত রাখেন) যেন তোমরা উপনীত হও স্বীয় যৌবনে, তারপর হও বৃদ্ধ[৩]। আবার তোমাদের কেউ কেউ পূর্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আর যেন তোমরা অনুধাবন করতে পার[৪]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ তোমাদের আদি পিতা আদম (আ.)কে, কিংবা তোমাদেরকে এভাবে যে, বীর্য যে খাদ্যের নির্যাস, সেটা মাটি থেকে তৈরী হয়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) মানুষের মূল এক ফোটা বীর্য যা পরবর্তীতে রক্তপিণ্ডে পরিণত হয়।

(৩) শিশু থেকে যুবক অতঃপর বৃদ্ধ হও। আবার কেউ কেউ যৌবন বা বৃদ্ধ বয়সে পদার্পনের পূর্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মোটকথা সবাইকে নিজ নিজ নির্ধারিত সময়ে উপনীত হতে হবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) অর্থাৎ যাতে তোমরা উক্ত বিষয়াবলীতে চিন্তা-ভাবনা করে তাওহীদ ও পুনরুত্থানকে অনুধাবন কর। (বয়ানুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

- ৬৫-৬৭ নং আয়াতসমূহ:

১. আয়াতসমূহে একনিষ্ঠ হয়ে আল্লাহর ইবাদত করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

২. মানব-সৃষ্টির বিভিন্ন ধাপের বর্ণনা প্রদান করে বোঝানো হয়েছে এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে তাওহীদ ও পুনরুত্থানকে অনুধাবন করতে পারবে।

www.maktabatulabrar.com

هُوَ الَّذِيْ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۚ فَاِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿٦٨﴾

(৬৮) তিনিই সেই সত্তা যিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। অতঃপর যখন তিনি কোন কাজ সমাধা করতে চান তখন তার উদ্দেশ্যে কেবল বলেন, হয়ে[১] যা, ব্যাস অমনি তা হয়ে যায়।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ ؕ اَنّٰى يُصْرَفُوْنَ ۚ ﴿٦٩﴾

(৬৯) তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ করনি যারা বিতর্ক সৃষ্টি করে আল্লাহর আয়াতসমূহে? তারা কোথায় ফিরে চলছে?

الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِالْكِتٰبِ وَبِمَآ اَرْسَلْنَا بِهٖ رُسُلَنَا ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿٧٠﴾

(৭০) যারা অস্বীকার করেছে এ কিতাব এবং সেই জিনিসকেও যা দিয়ে[২] আমি আমার রসূলগণকে পাঠিয়েছিলাম, তারা সত্তর জানতে পারবে[৩]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) সুতরাং এমন কুদরতওয়ালা খোদার জন্য এটা কি মুশকিল ব্যাপার যে, তিনি মৃত্যুর পর তোমাদেরকে পুনরায় জীবিত করবেন? (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) জানতে পারবে যে, এ অস্বীকৃতির পরিণাম কত ভয়াবহ!

(২) অর্থাৎ আসমানী কিতাবসমূহ, আহকাম ও মু'জিযা। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

- ৬৮ নং আয়াত:

১. জীবন-মৃত্যু আল্লাহর হাতে।

২. আল্লাহ তাআলা কোন বিষয় করতে চাইলে তার উদ্দেশ্যে শুধু বলেন, হয়ে যা, ব্যস হয়ে যায়।

- ৬৯-৭০ নং আয়াতদ্বয়:

১. যারা আল্লাহর আয়াতসমূহে বিতর্ক সৃষ্টি করে তাদেরকে হুশিয়ার করা হয়েছে।

২. যারা আসমানী কিতাব, আহকাম ও মু'জিযাকে অস্বীকার করে তাদেরকে হুশিয়ার করা হয়েছে।

اِذِ الْاَغْلٰلُ فِيْٓ اَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلٰسِلُ ؕ يُسْحَبُوْنَ ﴿٧١﴾

(৭১) যখন তাদের গলদেশে বেড়ি ও শিকল পড়বে, তাদেরকে টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হবে,

فِي الْحَمِيْمِ ۙ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُوْنَ ﴿٧٢﴾

(৭২) ফুটন্ত পানিতে[১]। অতঃপর তাদেরকে দগ্ধ করা হবে আগুনে।

ثُمَّ قِيْلَ لَهُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ ﴿٧٣﴾

(৭৩) অতঃপর তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে কোথায়[২] তারা যাদেরকে তোমরা (তাঁর) শরীক সাব্যস্ত করতে,

مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ قَالُوْا ضَلُّوْا عَنَّا بَلْ لَّمْ نَكُنْ نَّدْعُوْا مِنْ قَبْلُ شَيْـًٔا ؕ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٧٤﴾

(৭৪) আল্লাহ্ ব্যতীত? তারা বলবে, 'তারা তো আমাদের নিকট থেকে উধাও হয়ে গেছে[৩], বরং (সত্যকথা হল এই যে,) আমরা তো ইতিপূর্বে কোনো কিছুর পূজাই করতাম না[৪]। এভাবে আল্লাহ কাফেরদেরকে বিভ্রান্তিতে লিপ্ত রাখেন।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এ আয়াত থেকে জানা যায়, জাহান্নামীদেরকে প্রথমে ফুটন্ত পানিতে ও পরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এ থেকে আরো জানা যায় যে, 'ফুটন্ত পানি' জাহান্নামের বাইরে কোন স্থানে অবস্থিত, জাহান্নামীদেরকে সেখানে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে। পক্ষান্তরে কোন কোন আয়াত থেকে জানা যায় যে, এতদুভয়ের মধ্যে কোন বৈপরিত্য নেই। জাহান্নামের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন প্রকার আযাব থাকবে। এর মধ্যে এক স্তর হামীম অর্থাৎ ফুটন্ত পানিরও থাকবে। স্বতন্ত্র ও আলাদা হওয়ার কারণে একে জাহান্নামের বাইরেও বলা যায়, আবার জাহান্নামেরই এক স্তর হওয়ার কারণে একে জাহান্নামও বলা যায়। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ আজ এ মহা দুর্দিনে তারা তোমাদের সাহায্য করে না কেন? (বয়ানুল কুরআন)

(৩) অর্থাৎ জাহান্নামে পৌঁছে মুশরিকরা বলবে, আমাদের উপাস্য প্রতিমা ও শয়তান আজ উধাও হয়ে গেছে। অর্থাৎ আমাদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না, যদিও তারা জাহান্নামের কোন কোণে পড়ে আছে। কিংবা অর্থ এই যে, আজ মহা দুর্দিনে যখন তাদের দ্বারা কোন উপকার হচ্ছে না তখন তাদের থাকা না থাকা সমান। (মাআরিফুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) অর্থাৎ মুশরিকরা বলবে, এখন বুঝতে পারলাম আমরা পৃথিবীতে যে সকল দেব-দেবীর পূজা করতাম বস্তুত তারা কিছুই ছিল না। ঠিক আফসোসের ভঙ্গিতে তারা তাদের ভুল স্বীকার করে নিল। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও বয়ানুল কুরআন)

(৫) ফলে তারা পরলোকে যে বস্তুকে "কিছুই নয়" বলে স্বীকার করবে, আজ পৃথিবীতে তারই উপাসনায় লিপ্ত রয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

- ৭১-৭৪ নং আয়াতসমূহ:

১. জাহান্নামীদের গলদেশে বেড়ী পরানো হবে।

২. তাদেরকে ফুটন্ত পানিতে টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হবে।

৩. তাদেরকে তিরস্কার করে বলা হবে, যাদের পূজা করতে তারা আজ কোথায়?

৪. তখন আফসোসের ভঙ্গিতে তারা তাদের ভুল স্বীকার করে বলবে, তারা আজ উধাও হয়ে গেছে। কিন্তু এই আফসোস তাদের কোনো কাজে আসবে না।

৫. যে কাফেররা হটকারিতা ইত্যাদির কারণে হেদায়েত গ্রহণের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে তাদেরকে আল্লাহ তাআলা বিভ্রান্তই রাখেন।

www.maktabatulabrar.com

ذٰلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُوْنَ ﴿٧٥﴾

(৭৫) এটা (এ শাস্তি) এ কারণে যে, তোমার পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে আনন্দ-উল্লাস করতে[১] এবং এ জন্য যে তোমরা অহংকার-উল্লসিত হতে[২]।

اُدْخُلُوْۤا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿٧٦﴾

(৭৬) তোমরা দোযখের দরজাসমূহে প্রবেশ কর সেখানে চিরকাল বসবাসের জন্য। তাহলে কতইনা নিকৃষ্ট অহংকারীদের আবাসস্থল!

فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ ۚ فَاِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِىْ نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِلَيْنَا يُرْجَعُوْنَ ﴿٧٧﴾

(৭৭) সুতরাং তুমি ধৈর্যধারণ[৩] কর। নিঃসন্দেহে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। অতঃপর আমি তাদেরকে যার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি তার কিছু যদি তোমাকে দেখিয়ে দেই অথবা (প্রতিশ্রুত আযাবের পূর্বেই) যদি তোমাকে মৃত্যু দান করি সর্বাবস্থায় তাদের প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) আনন্দ যদি ধন-সম্পদের নেশায় আল্লাহকে ভুলে গুনাহর কাজ দ্বারা হয়, তবে তা হারাম ও না জায়েয। আলোচ্য আয়াতে এ আনন্দই বোঝানো হয়েছে। কারণ, এখানে আনন্দের সাথে 'অন্যায়ভাবে' কথাটি যুক্ত করে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, অন্যায় ও অবৈধ ভোগের মাধ্যমে আনন্দ করা হারাম। আনন্দের আরেক স্তর হল পার্থিব নেয়ামত ও সুখকে আল্লাহর অনুগ্রহ ও দান মনে করে তজ্জন্য আনন্দ প্রকাশ করা। এটা জায়েয বরং আদিষ্ট কর্তব্য। সুতরাং ন্যায় ও বৈধ ভোগের কারণে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আনন্দিত হওয়া ছওয়াবের কাজ। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) দম্ভ ও অহংকার সর্বাবস্থায় নিন্দনীয় হারাম। আযাবের কারণ। (মাআরিফুল কুরআন)

(৩) অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা কাফেরদেরকে শাস্তি প্রদানের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা অবধারিত। হয়ত কোন শাস্তি তোমার জীবদ্দশায় পূর্ণ হবে (যেমন বদর ইত্যাদিতে হয়েছিল) কিংবা এর পূর্বেই আমি আপনাকে মৃত্যু দিব। অতঃপর তাদের উপর আযাব আসা না আসা উভয় সম্ভাবনা রয়েছে, কিন্তু সর্বাবস্থায় তাদেরকে আমারই কাছে ফিরে আসতে হবে। আর তখন নির্ঘাত তারা শাস্তি ভোগ করবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

- ৭৫-৭৬ নং আয়াত:

১. অন্যায় ও অবৈধ ভোগের মাধ্যমে আনন্দ-উল্লাস করা হারাম।

২. অহংকার ও দম্ভ সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ, হারাম।

৩. অহংকারীদের আবাসস্থল জাহান্নাম।

● ৭৭ নং আয়াত:

১. সবরের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

২. কাফেরদের উপর দুনিয়াতেও আল্লাহর শাস্তি আসতে পারে। আর আখেরাতের শাস্তি তো নিশ্চিত।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ؕ وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّاْتِىَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ فَاِذَا جَآءَ اَمْرُ اللّٰهِ قُضِىَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُوْنَ ﴿٧٨﴾

(৭৮) আর আমি তোমার পূর্বে বহু রসূল প্রেরণ করেছি। তাদের কতক এমন যাদের কাহিনী তোমার নিকট বর্ণনা করেছি[১] আর তাদের কতক এমন যাদের কাহিনী তোমার নিকট বর্ণনা করিনি। আর কোন রসূলের এ সাধ্য ছিল না যে, আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কোন মু'জিযা প্রকাশ করে[২]। অতঃপর যখন আল্লাহর নির্দেশ আসবে তখন সঠিক মীমাংসা[৩] হয়ে যাবে, আর বাতিলপন্থীরা তখন ক্ষতিতে থেকে যাবে।

اَللّٰهُ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَنْعَامَ لِتَرْكَبُوْا مِنْهَا وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ﴿٧٩﴾

(৭৯) আল্লাহই তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন যেন তোমরা তাদের কতকে আরোহণ কর এবং তাদের কতক থেকে আহার কর।

وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوْا عَلَيْهَا حَاجَةً فِىْ صُدُوْرِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُوْنَ ﴿٨٠﴾

(৮০) এবং তাতে তোমাদের জন্য আরও অনেক উপকার রয়েছে[৪]। আর যেন তোমরা (তাতে আরোহণ করে) নিজ অন্তরে নিহিত উদ্দেশ্য পর্যন্ত পৌঁছতে পার[৫] এবং এদের উপর ও নৌকাসমূহে সওয়ার হয়ে চলাফেরা কর।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ কতক নবীর আলোচনা তোমার নিকট বর্ণনা করেছি কতকের করিনি। সুতরাং নবী হিসাবে যাঁদের নাম জানা আছে তাদের উপর তফসীলী ঈমান আনা জরুরী। আর যাঁদের নাম জানা নেই তাদের উপর ইজমালী ঈমান আবশ্যক। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ নবী ইচ্ছা করলেই মু'জিযা প্রকাশ করতে পারেন না। নবী কেবল সে মু'জিযাই প্রকাশ করতে পারেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে যার অনুমতি আছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) অর্থাৎ দুনিয়া বা আখেরাতে যখন আল্লাহর আযাবের নির্দেশ আসবে, তখন সত্য-মিথ্যা ও হক-বাতিলের আমলী ফয়সালা হয়ে যাবে। আর বাতিলপন্থীদের হিসসায় তখন অপমান ও লাঞ্ছনা ছাড়া কিছুই থাকবে না। (বয়ানুল কুরআন)

www.maktabatulabrar.com

(৪) যেমন পশুর চামড়া, চুল ও পশম ইত্যাদির দ্বারা মানুষ বিভিন্নভাবে উপকৃত হয়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৫) যেমন কারো সাথে সাক্ষাৎ করতে যাওয়া, ব্যাবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে যাওয়া। সামনের বাক্যে আরোহণই উদ্দেশ্য, আর এখানে আরোহণের উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৭৮ নং আয়াত:

১. সব নবী-রসূলের বর্ণনা কুরআন-হাদীছে আসেনি।

২. মু'জিযা প্রকাশ করা সম্পূর্ণ আল্লাহর ইচ্ছাধীন। নবী ইচ্ছা করলেই মু'জিযা প্রকাশ করতে পারেন না। বস্তুত মু'জিযা আল্লাহর কর্ম, নবীর নয়।

● ৭৯ নং আয়াত:

আয়াতে আল্লাহ তাআলা মানুষকে জীব-জন্তু, নৌযান প্রভৃতি নেয়ামত প্রদানের কথা উল্লেখ করে তাদেরকে শোকরের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন।

وَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ ۖ فَاَىَّ اٰيٰتِ اللّٰهِ تُنْكِرُوْنَ ﴿٨١﴾

(৮১) আর তিনি তোমাদেরকে তাঁর বহু নিদর্শন দেখিয়ে[১] থাকেন, সুতরাং তোমরা আল্লাহর কোন্ কোন্ নিদর্শনকে অস্বীকার করবে?

اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَانُوْٓا اَكْثَرَ مِنْهُمْ وَاَشَدَّ قُوَّةً وَّاٰثَارًا فِى الْاَرْضِ فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٨٢﴾

(৮২) তবে কি তারা ভূ-পৃষ্ঠে পরিভ্রমণ করে দেখেনি যে, তাদের পূর্ববর্তীদের কী পরিণাম হয়েছিল? তারা এদের চেয়ে সংখ্যায় অধিক ছিল এবং শক্তি ও কীর্তির দিক থেকেও যা তারা পৃথিবীতে রেখে গেছে অধিক প্রবল ছিল। কিন্তু তাদের এ সকল উপার্জন তাদের কোন কাজে আসেনি[২]।

فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَرِحُوْا بِمَا عِنْدَهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٨٣﴾

(৮৩) মোটকথা যখন তাদের রসূলগণ স্পষ্ট প্রমাণসমূহসহ তাদের নিকট পৌঁছল, তখন তারা তাদের নিকট (জীবিকা অর্জনের) যে জ্ঞান৩ ছিল তাতেই বড় গর্বিত হয়ে থাকল এবং তারা যে বিষয় নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত তাই

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার প্রত্যেক সৃষ্টিই তাঁর অসীম কুদরত ও তাওহীদের প্রকৃষ্ট দলীল। এভাবে আল্লাহ তাআলা অসংখ্য নিদর্শন দেখিয়ে থাকেন। কাজেই মানুষ কয়টা নিদর্শনকে অস্বীকার করবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অতীতের অনেক জাতি যারা জনবল শৌর্য-বীর্য ও কীর্তি অবদানে মক্কার মুশরিকদের চেয়ে অধিক প্রবল ছিল, কিন্তু কুফর-শিরকে লিপ্ত থাকার কারণে আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। তাদের অর্জিত ধনৈশ্বর্য কোন কাজে আসেনি। মক্কার এ কাফেররা কি সে সব বিধ্বস্ত জনপদে সফর করেনি তাহলে তারা তাদের পরিণতি দেখত।

(৩) অর্থাৎ এ অপরিণামদর্শী কাফেরদের নিকট যখন আল্লাহর নবীগণ তাওহীদের দাওয়াত নিয়ে আগমন করলেন, তখন তারা নিজেদের পার্থিব জ্ঞান-গরিমার উপর গর্বিত হয়ে নবী আনীত হেদায়াতকে অবজ্ঞা করল। এবং যে আযাবের ধমকি দেয়া হল তা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপে মেতে উঠল। ফলে ঠিক সময়ে সে আযাব তাদেরকে গ্রাস করে নিল। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৮২ নং আয়াত:

১. ঈমান বৃদ্ধি ও উপদেশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে সফর করা উচিৎ।

২. আল্লাহ যদি কারো ধ্বংস চান তবে জাগতিক শক্তি তার কোন উপকার করতে পারবে না।

● ৮৩ নং আয়াত:

আয়াতে বোঝানো হয়েছে যারা নিজেদের পার্থিব জ্ঞান-গরিমার উপর গর্বিত হয়ে নবী আনীত হেদায়াতকে অবজ্ঞা করে, যথাসময়ে আযাব তাদেরকে গ্রাস করে নিবে।

فَلَمَّا رَاَوْا بَاْسَنَا قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهٖ مُشْرِكِيْنَ ﴿٨٤﴾	(৮৪) অতঃপর যখন তারা আমার আযাব দেখল, তখন বলতে লাগল, আমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম এবং আমরা তাঁর সঙ্গে যাদেরকে শরীক করতাম তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করলাম।
فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ اِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَاَوْا بَاْسَنَا ؕ سُنَّتَ اللّٰهِ الَّتِيْ قَدْ خَلَتْ فِيْ عِبَادِهٖ ۚ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٨٥﴾	(৮৫) অতঃপর তাদের এ ঈমান আনা তাদের কোন উপকারে আসল না, যখন তারা আমার আযাব[১] প্রত্যক্ষ করল। আল্লাহ নিজের এ নীতিই নির্ধারণ করেছেন যা তাঁর বান্দাদের মধ্যে পূর্ব থেকে প্রচলিত রয়েছে, আর তখন কাফেররা ক্ষতির মধ্যে পড়ে রইল।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ আসমানী আয়াত সম্মুখে আসার পর তারা ঈমান এনেছে। এ সময়কার ঈমান আল্লাহর কাছে গ্রহনীয় ও ধর্তব্য নয়।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৮৪-৮৫ নং আয়াত:

আয়াতদ্বয়ে বোঝানো হয়েছে আসমানী আয়াত ও আসমানী আযাব সামনে এসে যাওয়ার পর কারো তাওবা ও ঈমান কবূল হয় না। হাদীছে আছে- يُقْبَلُ اللهُ تَوْبَةَ الْبَشَرِ مَالَمْ يُغَرْغِرْ - অর্থাৎ মুমূর্ষ অবস্থা ও মৃত্যুকষ্ট শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহ্ বান্দার তাওবা কবূল করেন। মৃত্যুকষ্ট শুরু হওয়ার পর তাওবা করলে তা কবূল হয় না।

www.maktabatulabrar.com

(৪১) সূরা হা-মীম সাজদা, মক্কী

৫৪ আয়াত, ৬ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

حٰمٓ ﴿١﴾	(১) হা-মীম,
تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿٢﴾	(২) এটা অতিশয় করুণাময়[১], পরম দয়ালু (আল্লাহ)-এর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।
كِتٰبٌ فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿٣﴾	(৩) এটি একটি কিতাব[২] যার আয়াতসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে[৩] আরবী কুরআনরূপে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য[৪],
بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۚ فَاَعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ﴿٤﴾	(৪) সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। সুতরাং তারা শোনেই না।
وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا فِيْٓ اَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ وَفِيْٓ اٰذَانِنَا وَقْرٌ وَّمِنْۢ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ اِنَّنَا عٰمِلُوْنَ ﴿٥﴾	(৫) এবং তারা বলে, যে কথার প্রতি তুমি আমাদেরকে ডাক আমাদের অন্তর তা থেকে পর্দাবৃত এবং আমাদের কানসমূহে রয়েছে ছিপি আর আমাদের ও তোমার মাঝে আছে অন্তরাল। অতএব তুমি তোমার কাজ কর আর আমরা ও আমাদের কাজ করি।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ মানুষের প্রতি আল্লাহর বড় রহমত যে, তিনি দয়াপরবশ হয়ে তাদের হেদায়াতের জন্য এ মহান কিতাব আল-কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) এসব আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বিশেষভাবে কুরাইশকে উদ্দেশ করে বলেছেন, কুরআন আরবী ভাষায় তোমাদের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে, যাতে এর বিষয়বস্তু বুঝতে তোমাদের তেমন বেগ পেতে না হয়।

(৩) এখানে কুরআনের তিনটি বিশেষণ উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ এর আসল অর্থ বিষয়বস্তু পৃথক পৃথকভাবে বিবৃত করা। এখানে উদ্দেশ্য খুলে খুলে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা- পৃথকভাবে হোক বা একত্রে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিশেষণ بَشِيْرٌ (সুসংবাদদাতা) ও نَذِيْرٌ (সতর্ককারী)। অর্থাৎ যারা মেনে চলে তাদেরকে চিরস্থায়ী সুখের সংবাদ দেয় এবং যারা চলে না তাদেরকে অনন্ত আযাব সম্পর্কে সতর্ক করে।

(৪) অর্থাৎ, কুরআন করীম আরবী ভাষায় নাযেল হওয়া, স্পষ্ট ও পরিস্কার হওয়া এ সুসংবাদদাতা

ও সতর্ককারী হওয়া–এসব বিষয় তাদের জন্য উপকারী হবে যারা জ্ঞানী, যারা চিন্তা-ভাবনা ও হৃদয়ঙ্গম করার ইচ্ছা রাখে। কিন্তু আরব কুরাইশরা এসব সত্ত্বেও কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে–হৃদয়ঙ্গম করা তো দূরের কথা তারা শোনাও পছন্দ করেনি।

(৫) অর্থাৎ কেবল এতটুকু নয় যে, তারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপদেশ শ্রবণ করত না, বরং তারা এমনসব কথা-বার্তা বলত যেন উপদেশদাতা পুনরায় উপদেশ দানের ইচ্ছা সম্পূর্ণ ত্যাগ করে। যেমন এখানে কাফেরদের তিনটি উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে। এক. আমাদের অন্তরে পর্দা পড়ে আছে। ফলে আমরা তোমার কথা বুঝতে পারি না। দুই. আমাদের কান ছিপি আঁটা তথা বধির। ফলে তোমার কথা আমাদের কর্ণকূহরে প্রবেশ করে না। তিন. আমাদের ও তোমার মাঝে এমন পর্দা আছে যা আমাদের পরস্পরের মিলনের অন্তরায়। অর্থাৎ, শত্রুতা ও বিদ্বেষের যে দেয়াল আমাদের মাঝে বিদ্যমান কেবলমাত্র তা অপসারিত হলেই আমাদের মিলন সম্ভব। কিন্তু এমনটা হওয়া অসম্ভব। সুতরাং তুমি কেন অহেতুক শ্রম ব্যয় করছ। আমাদেরকে আমাদের অবস্থায় ছাড়, আর তুমি তোমরা কাজ করে যাও, আমরা আমাদের কাজ করে যাব। তুমি এ আশা রেখো না যে, আমরা তোমার কথায় প্রভাবিত হব। (মাআরিফুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২ নং আয়াত:

আয়াতে এই কিতাব "করুণাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত" বলে বোঝানো হয়েছে কুরআন আমাদের জন্য রহমত স্বরূপ।

● ৩-৪ নং আয়াতদ্বয়:

১. কুরআনের ৩টি বিশেষ বিশেষণ উল্লেখ করা হয়েছে। ৩ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

২. যারা জ্ঞানী এবং যারা চিন্তা-ভাবনা ও হৃদয়ঙ্গম করার ইচ্ছা রাখে, তারাই কুরআন দ্বারা সতর্ক হবে এবং সু-সংবাদ লাভ করবে।

● ৫ নং আয়াত:

আয়াতে কাফেরদের কিছু গোয়ার্তুমীমূলক কথা-বার্তা তুলে ধরা হয়েছে। (আয়াতের অর্থ দ্রষ্টব্য।)

قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَاسْتَقِيْمُوْٓا اِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوْهُ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ ۙ﴿٦﴾ الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿٧﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ﴿٨﴾

(৬) তুমি বলে দাও,[১] আমি ও তোমাদেরই ন্যায় একজন মানুষ, আমার প্রতি এই ওহী নাযেল হয় যে, তোমাদের মা'বূদ একই মা'বূদ অতএব তাঁরই প্রতি সোজা (একাগ্র) হয়ে থাক এবং তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। আর মুশরিকদের জন্য রয়েছে ভীষণ দুর্ভোগ[২]!

(৭) যারা যাকাত[৩] প্রদান করে না আর তারা পরকালের প্রতিও অবিশ্বাসী।

(৮) যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমলাদি করে তাদের জন্য এমন পুরস্কার রয়েছে যা শেষ[৪] হবার নয়।

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) কাফেররা তাদের অন্তরের উপর আবরণ ও কানে ছিপির কথা স্বীকার করে এ কথা বোঝায়নি যে, তারা বাস্তবিকই নির্বোধ ও বধির। বরং এটা ছিল এক প্রকার ঠাট্টা। কিন্তু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ ঠাট্টা-বিদ্রূপেরও জবাব শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, তুমি তাদের মোকাবেলায় কোন কঠোর কথা বলবে না, বরং বিনয়ের সাথে বল, আমি আল্লাহ নই যে, যা ইচ্ছা করব। বরং আমি তোমাদের মতই রক্ত মাংসের মানুষ। তবে আমার ও তোমাদের মধ্যে ব্যবধান এই যে, আল্লাহ্ ওহীর মাধ্যমে আমাকে সৎপথ প্রদর্শন করেছেন এবং ওহীর সমর্থনে বিভিন্ন মু'জিযা প্রদান করেছেন। সেহেতু তোমাদের উচিত ছিল আমার প্রতি বিশ্বাসী হওয়া। এখন আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি তোমরা ইবাদত ও আনুগত্যে একমাত্র আল্লাহ্ অভিমুখী হয়ে যাও এবং অতীত গুনাহের জন্য তাওবা করে নাও। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) শেষ বাক্যে সুসংবাদদান ও সতর্ককরণের উভয় দিক তাদের সামনে তুলে ধরে বলা হয়েছে যে, মুশরিকদের জন্য রয়েছে চরম দুর্ভোগ এবং মু'মিনদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী জান্নাত।

(৩) এ আয়াতে মুশরিকদের দুর্ভোগের কারণ উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'তারা যাকাত প্রদান করে না'। এতে কয়েকটি প্রশ্ন দেখা দেয়। প্রথম এই যে, আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ, আর যাকাত ফরয হওয়ার আদেশ মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব ফরয হওয়ার পূর্বেই কাফেরদেরকে যাকাত প্রদান না করার অভিযোগে অভিযুক্ত করা কীরূপে সঙ্গত হয়েছে? এর জবাব হল আসলে যাকাত প্রাথমিক যুগে মক্কায়ই নামাযের সাথে ফরয হয়েছিল। সূরা মুযযাম্মিলের আয়াতে এর উল্লেখ আছে। কিন্তু নিসাবের বিবরণ এবং যাকাত আদায়ের ব্যবস্থাপনা মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। কাজেই একথা বলা ঠিক নয় যে, মক্কায় যাকাত ফরয ছিল না। এখানে দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, অনেক ফিকাহবিদদের মতে কাফেররা ইসলামের শাখাগত কর্মসমূহ পালনে আদিষ্ট নয়। অর্থাৎ নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি বিধানাবলী তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তাদের প্রতি আরোপিত আদেশ হল তারা প্রথমে ঈমান গ্রহণ করবে। অতঃপর অন্যান্য ফরযের বিধান আসবে। অতএব কাফেরদের উপর যখন যাকাতের আদেশ আরোপিত নয়, তখন তারা যাকাত না দেয়ার কারণে শাস্তির পাত্র হবে কেন? এর জবাব হল অনেক ফিকহবিদের মতে কাফেররাও শাখাগত কর্মসমূহ পালনে আদিষ্ট। তাঁদের মতে আয়াতে কোন প্রশ্নই দেখা দেয় না। আর যে ফকীহগণ কাফেরদেরকে শরীয়তের শাখাগত বিষয়ে আদিষ্ট বলে গণ্য করেন না, তারা উক্ত প্রশ্নের জওয়াবে বলেন যে, আয়াতে যাকাত না দেয়ার কারণে শাস্তির কথা বলা হয়নি বরং তাদের যাকাত না দেয়ার ভিত্তি ছিল কুফর এবং যাকাত না দেয়া কুফরেরই আলামত ছিল। তাই তাদেরকে শাসানোর সারমর্ম এই যে, তোমরা মু'মিন হলে যাকাত প্রদান করতে। তোমাদের অন্যায় মু'মিন না হওয়া। এখানে তৃতীয় প্রশ্ন হল ইসলামী বিধানাবলীর মধ্যে নামায সর্বাগ্রে। এর উল্লেখ না করে বিশেষভাবে যাকাতের উল্লেখ করার রহস্য কী? এর জবাব হল কুরাইশ ছিল ধনাঢ্য সম্প্রদায়। দান-খয়রাত ও গরীবদের সাহায্য করা তাদের বিশেষ গুণ ছিল। কিন্তু যারা মুসলমান হয়ে যেত কুরাইশ তাদেরকে পারিবারিক ও সামাজিক সাহায্য থেকেও বঞ্চিত করত। এর নিন্দা করার জন্য বিশেষভাবে যাকাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন ও বয়ানুল কুরআন)

(৪) অর্থাৎ মু'মিন ও সৎকর্ম পরায়ণশীলদেরকে পরকালে স্থায়ী ও নিরবিচ্ছিন্ন পুরস্কার দেয়া হবে। কোন কোন তাফসীরবিদ এর অর্থ এই করেছেন যে, মু'মিন ব্যক্তির অভ্যস্ত আমল কোন সময় কোন

অসুস্থতা, সফর কিংবা অন্য কোন ওযরবশত না করা সত্ত্বেও তার আমলনামায় তা লিখে দেয়া হয়। (মাআরিফুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৬ নং আয়াত:

১. নবী অন্য লোকদের ন্যায় রক্ত মাংসের মানুষ। অন্য সাধারণ লোকদের থেকে তার পার্থক্য হল তিনি নবী হেতু তাঁর নিকট ওহী প্রেরিত হয়।

২. ইবাদত ও আনুগত্যে একমাত্র আল্লাহ্ অভিমুখী হয়ে যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

৩. গুনাহ থেকে ইসতিগফার করা ওয়াজিব। (আইছারুত্তাফাসীর)

৪. যারা শিরক থেকে তওবা না করে মৃত্যুবরণ করবে তাদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ।

● ৭-৮ নং আয়াতদ্বয়:

১. যাকাত প্রদান করা ওয়াজিব। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. ঈমান ও আ'মালে সালেহার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি করা ওয়াজিব। (প্রাগুক্ত)

قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِىْ خَلَقَ الْاَرْضَ فِىْ يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُوْنَ لَهٗۤ اَنْدَادًا ؕ ذٰلِكَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۚ﴿۹﴾

(৯) তুমি বল, তোমরাই কি এমন আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাস[১] করছ যিনি যমীনকে দু'দিনে সৃষ্টি করেছেন, আর তোমরা তাঁর শরীক স্থির করছ? তিনিই জগতসমূহের প্রতিপালক।

وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ مِنْ فَوْقِهَا وَبٰرَكَ فِيْهَا وَقَدَّرَ فِيْهَاۤ اَقْوَاتَهَا فِىْۤ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ ؕ سَوَآءً لِّلسَّآئِلِيْنَ ﴿۱۰﴾

(১০) আর তিনি পৃথিবীতে – তার উপরিভাগে স্থাপন করেছেন অটল পর্বতমালা[২], এবং তাতে (যমীনে) রেখেছেন উপকারী জিনিস, আর তাতে তার অধিবাসীদের জন্য খাদ্যসমূহের[৩] ব্যবস্থা করে দিয়েছেন চারদিনে[৪]। পূর্ণ হল জিজ্ঞাসুদের জন্য[৫]।

ثُمَّ اسْتَوٰۤى اِلَى السَّمَآءِ وَهِىَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا ؕ قَالَتَاۤ اَتَيْنَا طَآئِعِيْنَ ﴿۱۱﴾

(১১) অতঃপর তিনি আসমানের (সৃষ্টির) প্রতি মনোনিবেশ করেন যা ছিল ধুম্রবৎ[৬], অতঃপর তিনি তাকে এবং যমীনকে বললেন, তোমরা উভয়ে আস স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায়[৭]। উভয়ে আরয করল, আমরা আসলাম স্বেচ্ছায়।

فَقَضٰٮهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ فِىْ يَوْمَيْنِ وَاَوْحٰى فِىْ كُلِّ سَمَآءٍ اَمْرَهَا ؕ وَزَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ ۖ وَحِفْظًا ؕ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ﴿۱۲﴾

(১২) অতঃপর[৮] তিনি আসমানসমূহকে সপ্ত আসমানে পরিণত করলেন দু'দিনে[৯] এবং তিনি (ফেরেশতাদের প্রতি) প্রত্যেক আসমানে তদুপযোগী নির্দেশ প্রেরণ করলেন[১০]। আর আমি এ নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করলাম প্রদীপমালা দ্বারা এবং করলাম সুরক্ষিত। এটা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহর ব্যবস্থাপনা।

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ তাজ্জবের ব্যাপার যে, তোমরা রব্বুল আ'লামীনের একত্ববাদ ও তাঁর গুণাবলীকে অস্বীকার কর আর এমন বস্তুসমূহকে তাঁর অংশী নির্ধারণ কর সামান্য কিছুর উপরও যাদের কোন এখতিয়ার চলে না! (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) ভারসাম্য ঠিক রাখার জন্য পৃথিবীতে পর্বতমালা সৃজিত হয়েছে। এর জন্য পর্বতমালাকে পৃথিবীর উপরিভাগে সুউচ্চ করে স্থাপন করা জরুরী ছিল না; বরং ভূগর্ভেও স্থাপন করা যেত। কিন্তু পর্বতমালাকে ভূ-পৃষ্ঠের উপর স্থাপন করা এবং মানুষ ও জীব-জন্তুর নাগালের বাইরে উচ্চ করার মধ্যে পৃথিবীবাসীদের জন্য অসংখ্য উপকারিতা ছিল, তাই আয়াতে "উপরিভাগে" বলে এই নেয়ামতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন)

(৩) আল্লাহ্ তাআলা পৃথিবীকে যেন তার অধিবাসীদের খাদ্য, বাসস্থান পোষাক ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিসের এক মহা গুদামে পরিণত করে দিয়েছেন। এতে কেয়ামত পর্যন্ত আগামনকারী ও বসবাসকারী কোটি কোটি মানুষ ও অসংখ্য জীব-জন্তুর প্রয়োজনীয় সব সামগ্রী রেখে দিয়েছেন। পৃথিবীর গর্ভে এগুলো বৃদ্ধি পাবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী কেয়ামত পর্যন্ত নির্গত হতে থাকবে। (মাআরিফুল কুরআন)

(৪) এখানে চার দিন প্রথমোক্ত দু'দিন সহ; পৃথক চার দিন নয়। অর্থাৎ দু'দিনে যমীন সৃষ্টি করেছেন। এবং দু'দিনে যমীনে ফল-ফলাদি, খাদ্যশষ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সৃষ্টি করেছেন। স্মর্তব্য যে, এখানে চার দিন দ্বারা চার দিনের সমপরিমাণ সময় বোঝানো হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৫) "পূর্ণ হল জিজ্ঞাসুদের জন্য"– এ বাক্যটি 'চার দিনে'-এর সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ এসব মহা সৃষ্টি ঠিক চার দিনে সমাপ্ত হয়েছে। সাধারণ পরিভাষায় যাকে চার বলে দেয়া হয় তা কোন সময় চার থেকে কম কোন সময় চার থেকে কিছু বেশিও হয়ে থাকে। কিন্তু ভগ্নাংশ বাদ দিয়ে তাকে চারই বলে দেয়া হয়। আয়াতে "পূর্ণ" শব্দ যোগ করে এ সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়ে বলা হয়েছে যে, এ কাজ পূর্ণ চার দিনেই হয়েছে। জিজ্ঞাসুদের জন্য অর্থাৎ যারা আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে তাদের জন্য এ গণনা। ইবনে জারীর ও দুররে মনছুরে বর্ণিত আছে যে, ইয়াহুদীরা এটা জিজ্ঞাসা করেছিল। তাদেরকে বলে দেয়া হয়েছে, এসব ঠিক চার দিনে সৃষ্টি হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন)

(৬) অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা পৃথিবীকে বর্তমান আকারে সৃষ্টি করার পর আসমান সৃষ্টির প্রতি মনোনিবেশ করেন। তখন আসমান ধোঁয়াবৎ উপকরণে বিদ্যমান ছিল। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা এ ধুম্রবৎ উপকরণকে সপ্ত আসমানে পরিণত করেন। (বয়ানুল কুরআন ও মাআরিফুল কুরআন)

(৭) কোন কোন তাফসীরবিদের মতে আসমান ও পৃথিবীকে এ আদেশ দেয়া এবং প্রত্যুত্তরে তাদের আনুগত্য প্রকাশ করা রূপক অর্থে বোঝানো হয়েছে, অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবীকে আল্লাহর প্রত্যেক আদেশ পালনের জন্য প্রস্তুত দেখা গেছে। আবার কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন, কোন রূপক অর্থে নয় বরং আক্ষরিক অর্থেই বলা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে সম্বোধন বোঝার মত চেতনা অনুভূতিও সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন এবং জওয়াব দেয়ার জন্য তাদেরকে বাকশক্তিও দান করেছিলেন।

(৮) সূরা হা-মীম সাজদাহ-র আলোচ্য আয়াত এবং সূরা বাকারার ২৯ নং আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, আকাশের পূর্বে পৃথিবী সৃজিত হয়েছে। পক্ষান্তরে সূরা নাযি'আত-এর ৩০ নং আয়াত থেকে এর বিপরীত জানা যায় যে, আকাশ সৃজিত হওয়ার পর পৃথিবী সৃজিত হয়েছে। এ বাহ্যদৃষ্ট বিরোধের মাঝে সমন্বয় সাধন করতে গিয়ে হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.) বলেন, সবগুলো আয়াত নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে আমার মনে হয় যে, প্রথমে পৃথিবীর উপকরণ সৃজিত হয়েছে। এমতাবস্থায়ই ধুম্রপুঞ্জের আকারে আসমানের উপকরণ সৃষ্টি হয়েছে। অতঃপর পৃথিবীকে বর্তমান আকারে বিস্তৃত করা হয়েছে এবং এতে পর্বতমালা, খাদ্য ইত্যাদি সৃষ্টি করা হয়েছে। অতঃপর আকাশের তরল ধুম্রপুঞ্জের উপকরণকে সপ্ত আকাশে পরিণত করা হয়েছে। আশা করি সবগুলো আয়াতই এ বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। (বয়ানুল কুরআন ও মাআরিফুল কুরআন)

(৯) অর্থাৎ যমীন ও যমীনের উপর অবস্থিত গাছ-পালা, তরুলতা, খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদি চার দিনে সৃষ্টি করেছেন আর আসমানসমূহ সৃষ্টি করেছেন দু'দিনে। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা আসমান ও যমীন সৃষ্টি করলেন মোট ছয় দিনে।

(১০) অর্থাৎ যেখানে যে সমস্ত ফেরেশতা দ্বারা যে কাজ নেয়া উদ্দেশ্য ছিল তা তাদেরকে বলে দিলেন। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৯–১২ নং আয়াতসমূহ:

১. আল্লাহ্ তাআল আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন।

২. আল্লাহ্ তাআলা ইচ্ছা করলে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সবকিছুকে এক নিমিষে সৃষ্টি করতে পারতেন, কিন্তু তা না করে ছয় দিনে সৃষ্টি করে প্রত্যেক কাজে বান্দাকে ধীর-স্থিরতা অবলম্বনের আদর্শ শিক্ষা দিয়েছেন।

৩. প্রথম আকাশকে জ্যোতিষ্কমণ্ডল দ্বারা সু-শোভিত করা হয়েছে।

৪. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রাকৃতিক ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত সুদৃঢ়– এদিকে ইংগিত করার জন্য বলা হয়েছে, এটা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহর ব্যবস্থাপনা।

فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صٰعِقَةً مِّثْلَ صٰعِقَةِ عَادٍ وَّثَمُوْدَ ﴿١٣﴾

(১৩) তবুও এরা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তুমি বলে দাও যে, আমি তোমাদেরকে সতর্ক করছি আদ ও ছামূদের বজ্রাঘাতের ন্যায় এক বজ্রাঘাতের[১]।

اِذْ جَآءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ؕ قَالُوْا لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَاَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً فَاِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿١٤﴾

(১৪) যখন তাদের কাছে রসূলগণ আসল তাদের সম্মুখ দিক থেকে এবং তাদের পশ্চাদ্দিক থেকে (অর্থাৎ আপ্রাণ চেষ্টা করে বুঝালেন) আল্লাহ ছাড়া আর কারও ইবাদত কর না। তারা বলল, আমাদের প্রতিপালক ইচ্ছা করলে অবশ্যই ফেরেশতাদের[২] পাঠাতেন। সুতরাং তোমরা যা সহ প্রেরিত হয়েছ আমরা তা অবিশ্বাস করি।

www.maktabatulabrar.com

فَاَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوْا فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوْا مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ؕ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِىْ خَلَقَهُمْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ؕ وَكَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ﴿١٥﴾

(১৫) আর আদ সম্প্রদায়ের লোক, তারা পৃথিবীতে অযথা অহংকার করতে লাগল এবং বলতে লাগল, আমাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী[৩] কে আছে? তারা কি লক্ষ করেনি যে, আল্লাহ্ যিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাবান[৪]? আর তারা আমার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করত।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ এমন বিপদ-বিপর্যয়ের যা বজ্রের ন্যায় আঘাত হানবে।

(২) অর্থাৎ সত্যিই যদি আল্লাহ্ রসূল পাঠাতেন তবে আসমান থেকে ফেরেশতা পাঠাতেন। কিন্তু তা করেননি। এখন তোমরা তোমাদের ধারণা অনুযায়ী যা বলছ আমরা তা মানব না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) সম্ভবত আযাবের ধমক শোনার পর তারা প্রতিউত্তরে বলেছিল, আমাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী কে আছে যার ভয়ে আমরা ভীত হব? (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) অর্থাৎ সে ক্ষমতার অধিকারী খোদা তাদের প্রতি আযাব নাযেল করলে কোনক্রমেই তারা তা রোধ করতে পারবে না। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৩–১৫ নং আয়াতসমূহ:

১. মক্কার কাফেরদের সতর্ক করা হয়েছে যে, তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তাদেরকে আদ ও ছামূদ জাতির ন্যায় বিপর্যয়কর শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করে দেয়া হবে।

২. আদ ও ছামূদ জাতিকে সতর্ক করা এবং সতর্ক করা সত্ত্বেও তাদের না মানার বিবরণ প্রদান করা হয়েছে।

২. আদ সম্প্রদায় শক্তির অহংকারে আক্রান্ত হয়েছিল। এটাই ছিল তাদের ধ্বংসের মূল কারণ। বস্তুত অহংকার কুফর ও বহুবিধ গুনাহের উৎস হয়ে থাকে। অতএব অহংকার পরিহার করা উচিৎ।

فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِىْٓ اَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيْقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْىِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؕ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَخْزٰى وَهُمْ لَا يُنْصَرُوْنَ ﴿١٦﴾

(১৬) সুতরাং আমি তাদের উপর এক চড়চড়ে বায়ু প্রেরণ করলাম অশুভ[১] দিনগুলোতে[২], যেন আমি তাদেরকে পার্থিব জীবনে অপমানকর শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করিয়ে দেই। আর আখেরাতের শাস্তি তো আরও অধিক অপমানকর, আর (তখন) তারা কোন সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না।

(১৭) আর ছামূদ সম্প্রদায়ের লোকজন (তাদের অবস্থা এমন ছিল যে,) আমি তাদেরকে পথপ্রদর্শন করেছিলাম, কিন্তু তারা সৎপথের পরিবর্তে গোমরাহীকে পছন্দ করল। অতঃপর লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তির বজ্রাঘাত তাদেরকে পাকড়াও করল তাদের কৃতকর্মের কারণে।	وَاَمَّا ثَمُوْدُ فَهَدَيْنٰهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمٰى عَلَى الْهُدٰى فَاَخَذَتْهُمْ صٰعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُوْنِ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿١٧﴾
(১৮) আর আমি (সে শাস্তি থেকে) তাদেরকে নাজাত দিলাম যারা ঈমান এনেছে এবং (আমাকে) ভয় করত।	وَنَجَّيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ﴿١٨﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) ইসলামের নীতি ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে, কোন দিন ও রাত আপন সত্তার দিক থেকে অশুভ নয়। আদ সম্প্রদায়ের ঝঞ্ঝাবায়ুর দিনগুলোকে অশুভ বলার তাৎপর্য এই যে, এই দিনগুলো তাদের পক্ষে কুকর্মের কারণে অশুভ হয়ে গিয়েছিল। এতে সবার জন্য অশুভ হওয়া জরুরী হয় না। (বয়ানুল কুরআন ও মাআরিফুল কুরআন)

(২) আট দিন সাত রাত পর্যন্ত উপর্যুপরি তুফান চলতে থাকে এবং তাদের গাছ-পালা, ঘর-বাড়ী, মানুষ সবই ধ্বংস হয়ে যায়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৬–১৮ নং আয়াতসমূহ:

১. আদ ও ছামূদ জাতিকে তাদের অবাধ্যতার কারণে কীভাবে ধ্বংস করা হয় তার কিছু বিবরণ প্রদান করা হয়েছে।

২. দুনিয়া-আখেরাত উভয় জাহানে আল্লাহর আযাব থেকে নাজাত পাওয়ার একমাত্র পথ ঈমান ও তাকওয়া অবলম্বন করা। এবং এদুটো গুণে গুণান্বিত হলে বান্দা আল্লাহর ওলী হিসেবে পরিগণিত হয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

(১৯) যেদিন আল্লাহর শত্রুদেরকে জাহান্নাম অভিমুখে[১] সমবেত করে আনা হবে, তখন তাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করা হবে।	وَيَوْمَ يُحْشَرُ اَعْدَآءُ اللّٰهِ اِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ﴿١٩﴾
(২০) পরিশেষে যখন তারা জাহান্নামের সন্নিকটে[২] পৌঁছবে, তখন তাদের কান, তাদের চোখ এবং তাদের চর্মসমূহ[৩] তাদের বিরুদ্ধে তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য প্রদান করবে।	حَتّٰٓى اِذَا مَا جَآءُوْهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَاَبْصَارُهُمْ وَجُلُوْدُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٢٠﴾

(২১) আর (তখন) তারা তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সমূহকে বলবে,[৪] তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে কেন? সেগুলো উত্তরে বলবে, আমাদেরকে সেই আল্লাহই বাক-শক্তি প্রদান করেছেন যিনি প্রত্যেক (বাকশীল) বস্তুকে বাক-শক্তি প্রদান করেছেন। এবং তিনিই তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন আর তাঁরই সমীপে তোমরা পুনরায় আনীত হচ্ছ[৫]।	وَقَالُوْا لِجُلُوْدِهِمْ لِمَ شَهِدْتُّمْ عَلَيْنَا ؕ قَالُوْٓا اَنْطَقَنَا اللّٰهُ الَّذِيْٓ اَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَّهُوَ خَلَقَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٢١﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ যখন কাফেরদেরকে জাহান্নাম অভিমুখে একত্র করার জন্য হাশরে হিসাবের জায়গায় আনা হবে, তখন প্রত্যেক প্রকারের অপরাধী ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত থাকবে। অতঃপর পথিমধ্যে জাহান্নামের সন্নিকটে তাদেরকে থামানো হবে, যাতে সবাই একত্র থাকে এবং অবশিষ্টরাও এসে এক সাথ হতে পারে। (বয়ানুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ যখন তারা সবাই হাশরে হিসাবের জায়গায় পৌঁছবে এবং হিসাব-কিতাব শুরু হবে। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) হাশরের ময়দানে যখন কাফেররা তাদের অপরাধ অস্বীকার করবে, তখন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করবে। হতভম্ব হয়ে তখন তারা বলবে, তোমরা কেন আপরাধ স্বীকার করছ, অথচ আমি তোমাদেরকে বাঁচানোর জন্য তোমাদের পক্ষে ঝগড়া করছি। উত্তরে অঙ্গ-প্রতঙ্গসমূহ বলবে, মহা ক্ষমতাবান আল্লাহ্ কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে আমরা কীকরে সত্য গোপন করতে পারি। কাজেই আমরা সঠিক সাক্ষ্য প্রদান করলাম। (বয়ানুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) اشاره الى عموم المراد مجازا فان الجلد محيط بجميع الاعضاء (بيان القران)

(৫) اشارة الى كون المضارع بمعنى الماضى استحضار للصورة

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৯–২১ নং আয়াতসমূহ:

১. কেয়ামতের দিন আল্লাহর শত্রু তথা কাফেরদেরকে তাদের মতাদর্শ অনুসারে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে জাহান্নাম অভিমুখে সমবেত করা হবে।

২. হাশরের ময়দানে যখন কাফেররা তাদের অপরাধ অস্বীকার করবে, তখন তাদের কান, চোখ এবং চর্মসমূহ তাদের বিরুদ্ধে তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য প্রদান করবে।

৩. যে আল্লাহ প্রত্যেক বাকশীল বস্তুকে বাক-শক্তি প্রদান করতে সক্ষম, তিনি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকেও বাকশক্তি প্রদান করতে সক্ষম।

৪. যে আল্লাহ প্রথমবার সৃষ্টি করতে সক্ষম, তিনি পুনরায় সৃষ্টি করে প্রত্যাবর্তন ঘটাতেও সক্ষম।

www.maktabatulabrar.com

وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ اَنْ يَّشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَآ اَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُوْدُكُمْ وَلٰكِنْ ظَنَنْتُمْ اَنَّ اللّٰهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٢﴾	(২২) আর তোমরা কোনোভাবে নিজেদেরকে রক্ষা[১] করতে পারতে না যে, তোমাদের কান, তোমাদের চোখ এবং তোমাদের চর্মসমূহ তোমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবে, কিন্তু তোমরা এ ধারণায় ছিলে যে, আল্লাহ্ তোমাদের অনেক কাজ সম্বন্ধে অবগত নন।
وَذٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِيْ ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ اَرْدٰىكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٢٣﴾	(২৩) আর তোমাদের এই যে ধারণা, যে ধারণা তোমরা তোমাদের স্বীয় প্রতিপালকের সম্পর্কে করেছিলে, সেটাই তোমাদেরকে ধ্বংস করেছে, ফলে তোমরা হয়েছ ক্ষতিগ্রস্ত।
فَاِنْ يَّصْبِرُوْا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ۚ وَاِنْ يَّسْتَعْتِبُوْا فَمَا هُمْ مِّنَ الْمُعْتَبِيْنَ ﴿٢٤﴾	(২৪) অতএব যদি (এখন) তারা ধৈর্য ধরে[২] তবুও দোযখই তাদের আবাসস্থল, আর যদি তারা ওজর পেশ করতে চায় তবুও গৃহীত হবে না।
وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَآءَ فَزَيَّنُوْا لَهُمْ مَّا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِيْٓ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ۚ اِنَّهُمْ كَانُوْا خٰسِرِيْنَ ﴿٢٥﴾	(২৫) আর আমি (পৃথিবীতে) তাদের জন্য কিছুসংখ্যক (শয়তান) সহচর নির্ধারিত করে রেখেছিলাম[৩] ফলে তারা তাদের পূর্বকৃত ও ভবিষ্যতের কার্যসমূহকে তাদের সামনে সুশোভন করে দেখিয়েছে। এবং (এ কারণে) তাদের প্রতিও (আল্লাহর শাস্তির প্রতিশ্রুত) বাণী সে সকল লোকদেরসহ পূর্ণ হয়ে রইল, যারা তাদের পূর্বে মানুষ ও জিন থেকে অতীত হয়েছে, নিশ্চয় তারা (সবাই) ক্ষতির মধ্যে

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ মানুষ গোপনে কোন গুনাহ করতে চাইলে অপরের কাছ থেকে গোপন করতে পারে, কিন্তু নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাছ থেকে গোপন করতে পারে না। যখন এ কথা জানা যায় যে, আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আমার নয়, বরং রাজসাক্ষী, তাদেরকে আমাদের কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তারা সত্য সাক্ষ্য দিবে, তখন গোপনে কোন গুনাহ করার কোন পথই উন্মুক্ত থাকে না। সুতরাং এ অপমান থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে অপরাধই না করা। কিন্তু তোমরা যারা তাওহীদ রিসালাতে বিশ্বাসী নও তোমাদের চিন্তাই এদিকে ধাবিত হয় না যে, তোমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কথা বলবে এবং আল্লাহর দরবারে তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে। কিন্তু এতটুকু বিষয় প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিই বুঝতে সক্ষম যে, যিনি আমাদেরকে একটি নিকৃষ্ট বস্তু থেকে সৃষ্টি করে শ্রবণক্ষমতা সম্পন্ন ও চক্ষুষ্মান মানুষ করেছেন তাঁর জ্ঞান কি আমাদের যাবতীয় কর্ম ও অবস্থাকে বেষ্টনকারী হবে না? কিন্তু তোমরা এ

www.maktabatulabrar.com

জাজ্বল্যমান বিষয়ের বিপরীত এরূপ বিশ্বাস পোষণ করতে যে, আল্লাহ্ তোমাদের অনেক কাজকর্মের হিসাব রাখেন না। কাজেই তোমরা এ কুফর-শিরক করতে সাহসী হয়েছিলে। বলাবাহুল্য যে, তোমাদের এ বিশ্বাস তোমাদেরকে বরবাদ করেছে! (মাআরিফুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ এ ধ্বংসে পতিত হয়ে যদি তারা ধৈর্যধারণ করে এবং কোনরূপ উচ্য-বাচ্য বা ওজরখাহী নাও করে, তবুও জাহান্নামই তাদের বাসস্থান হবে। এমন না যে, ধৈর্য অবলম্বন করার দ্বারা আল্লাহর রহমত লাভ করবে, যেমন দুনিয়াতে কখনও হয়ে থাকে। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) অর্থাৎ আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখ হওয়ার কারণে আল্লাহ্ তাদের উপর শয়তান সহচর নিযুক্ত করে দিয়েছেন। তারা তাদের সামনে তাদের অপকর্মকে সুশোভিত করে পেশ করত। ফলে তারা কুফর-শিরক ও যাবতীয় অপরাধের উপর অটল ছিল। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২২–২৫ নং আয়াতসমূহ:

১. যাবতীয় অপরাধ ও গুনাহ থেকে বেচে থাকা উচিৎ। কারণ আমাদের এ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আমাদের নয়। রাজসাক্ষী। আমাদের সকল অপরাধের রেকর্ড আমাদের মাঝেই সংরক্ষিত আছে। সময়মত তা চালু করা হবে। তখন এ অপমান থেকে আত্ম রক্ষার কোন উপায় থাকবে না। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. জাহান্নামে কেউ যদি ধৈর্যধারণ করে এবং কোনরূপ উচ্য-বাচ্য বা ওজরখাহী নাও করে, তবুও জাহান্নামই তার বাসস্থান হবে। তখন ধৈর্য ধরায় কোন ফায়দা হবে না।

৩. আল্লাহর আদত হল– যখন কোন মানুষ হক থেকে বিমুখ হয় এবং অহরহ গুনাহ করতে থাকে তখন আল্লাহ্ তার উপর শয়তান নিযুক্ত করে দেন। যে তার সামনে মন্দ কাজকে সুন্দর করে দেখায়। (আইছারুত্তাফাসীর)

৪. জাহান্নামে কোন ওজর-আপত্তি পেশ করা হলেও তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ ﴿٢٦﴾	(২৬) আর এ কাফেররা (পরস্পরে) বলে যে, তোমরা এ কুরআন শ্রবণ কর না, আর (তা আবৃত্তিকালে) তার মাঝখানে শোরগোল বাধিয়ে দাও[১] যাতে তোমরা জয়ী হও।
فَلَنُذِيْقَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَذَابًا شَدِيْدًا ۙ وَّلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَسْوَاَ الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٢٧﴾	(২৭) সুতরাং আমি অবশ্যই সে কাফের-দেরকে কঠিন আযাব আস্বাদন করাব এবং আমি অবশ্যই তাদেরকে তাদের (এমন) নিকৃষ্ট কার্যাবলীর শাস্তি প্রদান করব।
ذٰلِكَ جَزَآءُ اَعْدَآءِ اللّٰهِ النَّارُ ۚ لَهُمْ فِيْهَا دَارُ الْخُلْدِ ۭ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ﴿٢٨﴾	(২৮) এটা আল্লাহর শত্রুদের শাস্তি –জাহান্নাম, সেখানে তাদের জন্য স্থায়ী বাসস্থান হবে, আমার আয়াতসমূহ অস্বীকারের প্রতিফল স্বরূপ।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) কাফেররা কুরআনের মোকাবালায় অক্ষম হয়ে এবং সমস্ত চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে এ দুস্কর্মের আশ্রয় দিয়েছিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আবূ জাহল অন্যদেরকে প্ররোচিত করল যে, মুহাম্মাদ যখন কুরআন তেলাওয়াত করে, তখন তোমরা তার সামনে গিয়ে হৈ-হুল্লোড় করতে থাকবে, যাতে সে কি বলছে তা কেউ বুঝতে না পারে। কেউ কেউ বলেন, কাফেররা শিস দিয়ে, তালি বাজিয়ে এবং নানারূপ শব্দ করে কুরআন শ্রবণ থেকে মানুষকে বিরত রাখার প্রস্তুতি নিয়েছিল। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

- ২৬-২৮ নং আয়াতসমূহ:

১. কুরআন তেলাওয়াতে বিঘ্নসৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে হট্টগোল করা কুফরের আলামত।

২. এরূপ যারা করে তাদের স্থায়ী ঠিকানা জাহান্নাম।

৩. নীরবতার সাথে তেলাওয়াত শ্রবণ করা ওয়াজিব এবং ঈমানের আলামত।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا رَبَّنَآ اَرِنَا الَّذَيْنِ اَضَلّٰنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ اَقْدَامِنَا لِيَكُوْنَا مِنَ الْاَسْفَلِيْنَ ﴿٢٩﴾

(২৯) কাফেররা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে সে শয়তান ও মানুষ উভয়কে দেখিয়ে দাও যারা আমাদেরকে গোমরাহ করেছিল, আমরা তাদেরকে আমাদের পদতলে রাখব, যেন তারা খুব অপদস্ত হয়[১]।

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ﴿٣٠﴾

(৩০) নিশ্চয় যারা (অন্তর থেকে) স্বীকার করেছে যে, আমাদের প্রতিপালক[২] (একমাত্র) আল্লাহ্ অতঃপর তারা (তার উপর) অটল রয়েছে, তাদের প্রতি (সুসংবাদ নিয়ে) ফেরেশতা[৩] অবতীর্ণ হবে (এবং বলবে যে,) তোমরা (আখেরাতের বিপদসমূহের) ভয় কর না এবং (দুনিয়া ত্যাগের জন্য) দুঃখও কর না, বরং তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হত সে জান্নাতের প্রতি খুশি থাক।

نَحْنُ اَوْلِيٰٓؤُكُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ ۚ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِىْٓ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ ﴿٣١﴾

(৩১) আমরা দুনিয়ার জীবনেও তোমাদের বন্ধু ছিলাম[৪], আখেরাতেও থাকব এবং যা কিছু তোমাদের মন চাবে[৫] তোমাদের জন্য সেখানে তা বিদ্যমান আছে এবং সেখানে তোমাদের জন্য আছে যা কিছু তোমরা ফরমায়েশ করবে।

نُزُلًا مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ ﴿٣٢﴾

(৩২) এটা হবে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ হতে আপ্যায়ন[৬]।

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, পদদলিত করব। যে সমস্ত শয়তান ও মানুষ তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল, তাদের প্রতি ক্রোধান্বিত হয়ে জাহান্নামীরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করবে যে, তাদেরকে আমরা পদদলিত করতে চাই। তাদের এ প্রার্থনা মঞ্জুর হওয়া জরুরী নয়। বস্তুত উক্ত পথভ্রষ্টকারীরাও দোযখেই থাকবে। সম্ভবত প্রার্থনা মঞ্জুর করার সময় তারা তাদেরকে দেখতে পারে না। (বয়ানুল কুরআন)

(২) আয়াতের অর্থ এই যে, যারা খাঁটি মনে আল্লাহকে 'রব' বলে বিশ্বাস করে ও তা স্বীকারও করে (এটা হল মূল ঈমান) অতঃপর তাতে অটল অবিচলও থাকে। (এটা হল সৎকর্ম) এভাবে তারা ঈমান ও সৎকর্ম উভয় গুণে গুণান্বিত হয়ে যায়। হযরত উমর (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তাআলার যাবতীয় বিধি তথা আদেশ-নিষেধের উপর অটল থাকা এবং তা থেকে শৃগালের ন্যায় এদিক-ওদিক পলায়নের পথ বের না করার নাম অটলতা অবিচলতা। সুতরাং যারা ঈমান আনবেন ও ঈমানের দাবী অনুযায়ী আমল করবেন এবং তার উপর অটল-অবিচল থাকবেন তাদের নিকট ফেরেশতা অবতীর্ণ হবেন সুসংবাদ নিয়ে। (মাআরিফুল কুরআন)

(৩) তাঁদের প্রতি ফেরেশতা অবতরণ ও সম্বোধন তিন সময় হবে- প্রথম মৃত্যুর সময়, অতঃপর কবরের অভ্যন্তরে, অতঃপর কবর থেকে উত্থিত হওয়ার সময়। তাঁরা মু'মিনদেরকে সান্ত্বনা দিবেন। এবং জান্নাতের সু'সংবাদ দিবেন। (মাআরিফুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) মৃত্যুর সময় বা মৃত্যুর পর ফেরেশতাগণ সে মু'মিনদের সান্ত্বনা দিয়ে বলবেন, দুনিয়ার জীবনেও আমরা তোমাদের বন্ধু ছিলাম, আল্লাহর নির্দেশে তোমাদেরকে বাতিনীভাবে সাহায্য করেছি, পার্থিব অপার্থিব জগতের বিভিন্ন কল্যাণকর বিষয় তোমাদের অন্তরে ইলহাম করেছি, আখেরাতেও তোমাদের বন্ধু থাকব। সেখানে তোমাদের ইকরাম ও সম্মান এবং শাফাআতের ব্যবস্থা করব। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৫) ফেরেশতাগণ মু'মিনদের আরও বলবেন, তোমরা জান্নাতে মনে যা চাবে তাই পাবে এবং যা ফরমায়েশ করবে তা-ই সরবারাহ করা হবে। অর্থাৎ তোমাদের প্রতিটি বাসনা পূর্ণ হবে- তোমরা চাও বা না চাও।

(৬) আপ্যায়নের কথা বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এমন অনেক নেয়ামতও পাবে যার আকাঙ্খাও মু'মিনের অন্তরে সৃষ্টি হে বনা। যেমন মেহমানের সামনে এমন অনেক বস্তুও আসে যার কল্পনাও পূর্বে করা হয় না; বিশেষত কোন বড় লোকের মেহমান হলে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

- ২৯ নং আয়াত:

আয়াতে বলা হয়েছে, জাহান্নামীরা তাদের পথভ্রষ্টকারীদেরকে তাদের পদদলে দলিত করার সুযোগ দেয়ার জন্য আল্লাহর কাছে আবেদন করবে।

- ৩০-৩২ নং আয়াতসমূহ:

১. যারা ঈমান ও আমলের উপর অটল থাকে, ফেরেশতাগণ তাদেরকে অভয় দেন এবং জান্নাতের সু-সংবাদ প্রদান করেন। (৩ নং টীকা দ্রষ্টব্য)

২. জান্নাতে যা ইচ্ছা তা লাভ হবে। জান্নাত হচ্ছে দয়াময় আল্লাহর আপ্যায়ন।

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿٣٣﴾

(৩৩) আর সে ব্যক্তি অপেক্ষা কার কথা অধিক উত্তম হতে পারে, যে আল্লাহর দিকে আহবান করে[১] এবং (নিজেও) নেক কাজ করে আর বলে, আমি আদেশ অনুবর্তীদের অন্তর্ভুক্ত আছি।

وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ؕ اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ ﴿٣٤﴾

(৩৪) আর সৎকাজ ও অসৎকাজ সমান নয়; (অতএব) তুমি সদ্ব্যবহার দ্বারা (মন্দকে) প্রতিহত কর[২] অতঃপর অকস্মাৎ (দেখতে পাবে যে,) তোমার সাথে যার শত্রুতা ছিল সে এমন হয়ে যাবে যেমন একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু[৩]।

وَمَا يُلَقّٰىهَآ اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا ۚ وَمَا يُلَقّٰىهَآ اِلَّا ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ﴿٣٥﴾

(৩৫) আর এটা (এ চরিত্র) তারাই লাভ করে যারা সবর করে, আর এটা সে ব্যক্তির ভাগ্যেই জোটে যে মহা ভাগ্যবান[৪]!

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) মুমিনের এক অবস্থা হল নিজে ঈমান আনবে এবং সর্বাস্থায় ঈমানের উপর টিকে থাকবে। আলোচ্য আয়াতে মুমিনের দ্বিতীয় অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ তাঁরা কেবল নিজেদের ঈমান ও আমল নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে না বরং অপরকেও দাওয়াত দেয়।

(২) এ আয়াতে আল্লাহর পথের দায়ীদেরকে বিশেষ হেদায়াত প্রদান করা হয়েছে যে, দীনের দাওয়াত দিতে গিয়ে অনেক সময় নির্বোধ মূর্খদের পক্ষ থেকে দূর্ব্যবহার ও নির্যাতনের সম্মুখীন হতে হয়, এমতাবস্থায় দায়ীর আদর্শ হবে মন্দের জওয়াবে মন্দ না করা বরং ক্ষমা করা। অতি উত্তম হল মন্দ ব্যাবহারকারীকে ক্ষমা করা এবং অধিকন্তু তার সাথে সদ্ব্যবহার করা। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এ আয়াতের নির্দেশ এই যে, যে ব্যক্তি তোমার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করে তার মোকাবালায় তুমি সবর কর, যে তোমার প্রতি মূর্খতা প্রকাশ করে তার প্রতি তুমি সহনশীলতা প্রদর্শন কর, এবং যে তোমাকে জ্বালাতন করে তাকে তুমি ক্ষমা কর। (মাআরিফুল কুরআন)

(৩) মন্দ ব্যবহারের প্রতিউত্তরে মন্দ ব্যবহার করলে শত্রুতা বৃদ্ধি পায়, পক্ষান্তরে শত্রুর সাথে সদ্ব্যবহার করলে তার শত্রুতার তেজ প্রশমিত হয় এমনকি অধিকাংশ ক্ষেত্রে শত্রুতা সম্পূর্ণ লোপ পায়। এবং অনেক ক্ষেত্রে শত্রু অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হয়। (বয়ানুল কুরআন)

(৪) অর্থাৎ এ উন্নত চরিত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে সে-ই লাভ করে যে বড় ভাগ্যবান!

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩৩ নং আয়াত:

১. "যে ব্যক্তি মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে, তার চেয়ে উত্তম কথা আর কার হতে পারে?" এ থেকে বোঝা গেল যে, মানুষের সেই কথাই সর্বোত্তম যাতে অপরকে সত্যের দাওয়াত দেয়া হয়। এতে মুখে, কলমে বা অন্য কোনোভাবে হোক সর্বপ্রকার দাওয়াতই শামেল রয়েছে। আযানদাতাও এতে দাখিল আছে।

www.maktabatulabrar.com

● ৩৪ নং আয়াত:

১. মন্দের জবাব মন্দের দ্বারা নয় বরং সদ্ব্যবহার দ্বারা দেয়া উচিৎ।

২. ক্ষমা, ধৈর্য ও সহনশীলতা এবং সদ্ব্যবহার আল্লাহর পথে আহবানকারীর বিশেষ গুণ। প্রত্যেক মুমিন বিশেষত প্রত্যেক দায়ীকে উক্ত গুণাবলীতে গুণান্বিত হওয়া আবশ্যক।

৩. উত্তম ব্যবহার দ্বারা প্রাণের শত্রুও পরম বন্ধুতে পরিণত হয়।

● ৩৫ নং আয়াত:

আয়াত থেকে উত্তম চরিত্রের ফযীলত প্রমাণিত হয়। কেনন, আয়াতে উত্তম চরিত্রের অধিকারীকে মহা ভাগ্যবান বলা হয়েছে।

وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٣٦﴾

(৩৬) আর যদি (এমন সময়) শয়তানের১ পক্ষ থেকে (ক্রোধের) কিছু ওয়াছওয়াছা তোমাকে পেয়ে বসে, তাহলে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করবে। নিঃসন্দেহে তিনি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ।

وَمِنْ اٰيٰتِهِ الَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ؕ لَا تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ﴿٣٧﴾

(৩৭) আর তাঁর (মহিমা ও একত্বের) নিদর্শনাবলীর মধ্যে রাত ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র। (সুতরাং) তোমরা সূর্যকে সাজদা কর না, আর চন্দ্রকেও না, বরং কেবল সেই আল্লাহকেই সাজদা কর যিনি এ নিদর্শনসমূহকে সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা আল্লাহর ইবাদত করতে চাও।

فَاِنِ اسْتَكْبَرُوْا فَالَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُوْنَ لَهٗ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْئَمُوْنَ ﴿٣٨﴾ السجدة

(৩৮) অতঃপর যদি তারা (এক আল্লাহর ইবাদতে) অহংকার করে, তবে সে ফেরেশতারা –যারা তোমার রবের সান্নিধ্যপ্রাপ্ত, তারা– রাত ও দিন তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করে থাকে এবং তারা একটুও ক্লান্ত হয় না।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ শয়তান মানুষের এমন শত্রু যে, সে সদ্ব্যবহার দ্বারা প্রভাবিত হয় না। কাজেই তার থেকে আত্মরক্ষার একই উপায়– আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করা। আর কেউ যদি বিনয় ও নিষ্টার সাথে আল্লাহর শরণাপন্ন হয় আল্লাহ্ তাকে আশ্রয় দেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩৬ নং আয়াত:

আয়াতে বলা হয়েছে, শয়তানের ওয়াছওয়াছা থেকে বাঁচার উপায় হল ওয়াছওয়াছা টের পেলেই আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করতে হবে। এর জন্য "আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রজীম" বা "লা

হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ" বলা যেতে পারে। নিজের ভাষায় আল্লাহর কাছে শয়তানের আশ্রয় প্রার্থনা করলেও চলবে।

● ৩৭ নং আয়াত:

এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, সাজদা একমাত্র আল্লাহরই প্রাপ্য। তিনি ব্যতীত অন্যকিছুকে সাজদা করা হারাম। এ সাজদা ইবাদতের নিয়তে হোক কিংবা নিছক সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে হোক। সর্বাবস্থায় উম্মতের ইজমা অনুযায়ী এটা হারাম। ইবাদতের নিয়তে কিংবা নিছক সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সাজদা– এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, কেউ ইবাদতের নিয়তে গায়রুল্লাহকে সাজদা করলে কাফের হয়ে যাবে। আর নিছক সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সাজদা করলে তাকে কাফের বলা হবে না কিন্তু হারামকারী ও ফাসেক বলা হবে। (মাআরিফুল কুরআন)

● ৩৮ নং আয়াত:

আয়াতে বলা হয়েছে, তোমার প্রভূর সান্নিধ্যে আবস্থানকারী ফেরেশতাগণ যখন আল্লাহর ইবাদত করতে লজ্জাবোধ ও অহংকার করে না তখন এ কাফেরদের লজ্জা ও অহংকারের কী কারণ থাকতে পারে? (বয়ানুল কুরআন)

وَمِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنَّكَ تَرَى الْاَرْضَ خَاشِعَةً فَاِذَاۤ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ؕ اِنَّ الَّذِىْۤ اَحْيَاهَا لَمُحْىِ الْمَوْتٰى ؕ اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۳۹﴾

(৩৯) আর তাঁর (কুদরতের) নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি এই যে, তুমি যমীনকে দেখতে পাও শুষ্ক পড়ে আছে, অতঃপর আমি যখন তাতে বৃষ্টি বর্ষণ করি, তখন সে প্রাণবন্ত ও স্ফীত হয়ে ওঠে[১]। যিনি এ যমীনকে সজীব করে দিলেন তিনিই মৃতদেরকে (পুনরায়) জীবিত করবেন। নিঃসন্দেহে তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমাতাবান।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِىْۤ اٰيٰتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ؕ اَفَمَنْ يُّلْقٰى فِى النَّارِ خَيْرٌ اَمْ مَّنْ يَّاْتِىْۤ اٰمِنًا يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ ۙ اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿۴۰﴾

(৪০) নিশ্চয় যারা আমার আয়াতসমূহের ব্যাপারে বক্রতা অবলম্বন করে[২], তারা আমার কাছে গোপন নয়। আচ্ছা বলত, যে ব্যক্তি দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে সে ব্যক্তি শ্রেষ্ট, না ঐ ব্যক্তি যে কেয়ামত দিবসে নিরাপদ অবস্থায় উপস্থিত হবে? তোমাদের যা ইচ্ছা করে নাও, নিশ্চয় তিনি তোমাদের সকল কার্যকলাপ খুব প্রত্যক্ষ করেন।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ নিরস ভূমিকে সতেজ করা এবং মৃত মানুষকে পুনর্জীবন দান করা উভয় বিষয়ের উপর আল্লাহর ক্ষমতা সমান। শুষ্ক ভূমিকে উর্বর ও সজীব করা তাঁর পক্ষে সহজ হওয়া আমরা অহরহ প্রত্যক্ষ করি। অতএব সমপর্যায়ের অপর বিষয়টিও অর্থাৎ মৃতকে পুনর্জীবন দান করাও তাঁর পক্ষে সহজ। একে দুরূহ মনে করা নিছক মুর্খতা বৈ কি? (বয়ানুল কুরআন)

www.maktabatulabrar.com

(২) এর পূর্বের আয়াতে যারা তাওহীদ ও রিসালতকে খোলাখুলি অস্বীকার করত তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল। এ আলোচ্য আয়াতে অস্বীকারের এক বিশেষ প্রকার 'ইল্হাদ' সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। الحاد ও لحد –লাহ্দ ও ইল্হাদের আভিধানিক অর্থ এক দিকে ঝুঁকে পড়া, বাঁকা হওয়া। কুরআনের পরিভাষায় কুরআনী আয়াত থেকে পাশ কাটিয়ে যাওয়াকে 'ইল্হাদ' বলা হয়ে থাকে। সরাসরি পাশ কাটিয়ে যাওয়া তথা খোলাখুলিভাবে কুরআনে কোন পরিবর্তনের চেষ্টা করা বা কুরআনের মাঝে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করা এবং কুরআনের গলত তাফসীর করা উভয়টিকে 'ইলহাদ' বলা হয়ে থাকে। সাধারণভাবে পরিভাষায় 'ইলহাদ' বলা হয়, কুরআন ও তার আয়াতসমূহের প্রতি বাহ্যত ঈমান দাবী করা কিন্তু নিজের পক্ষ থেকে কুরআন-সুন্নাহ ও ইজমার বিপরীত অর্থ বর্ণনা করা যদ্বারা কুরআনের উদ্দেশ্যই পন্ড হয়ে যায়। ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.) বলেন, যিন্দিকরাও তেমনি মুখে মুসলমানিত্বের দাবী করে অথচ দীনের জরুরী বিষয়াদির অকাট্য অর্থের বিপরীত মনগড়া ব্যাখ্যা দেয়। সুতরাং মুলহিদ ও যিন্দীক এমন কাফেরকে বলা হয়, যে মুখে ইসলামের দাবী করলেও প্রকৃতপক্ষে দীনের জরুরী বিষয় (ضروريات دين)–এর কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা বিরোধী মনগড়া অর্থ বর্ণনা করে ইসলামী বিধানাবলীকে পাশ কাটিয়ে চলে। যেমন মিথ্যা নবীর দাবীদার মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী "খতমে নবুয়তের" মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে দীন থেকে সরে গেছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩৯ নং আয়াত:

আয়াতে পুনরুজ্জীবন দানকে একটি প্রাকৃতিক বিষয় দ্বারা প্রমাণিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, যে আল্লাহর পক্ষে শুষ্ক ভূমিকে উর্বর ও সজীব করা সক্ষম, মৃতকে পুনর্জীবন দান করাও তাঁর পক্ষে সম্ভব।

● ৪০ নং আয়াত:

১. দ্বীনের ক্ষেত্রে ইলহাদ তথা বক্রতা আনয়ন করা কুফর।

২. কুরআনের মনগড়া ব্যাখ্যা দেয়া হারাম।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمْ ۚ وَاِنَّهٗ لَكِتٰبٌ عَزِيْزٌ ﴿۴۱﴾

(৪১) নিশ্চয় যারা এ কুরআনকে অস্বীকার করে যখন তা তাদের নিকট পৌঁছে[১] –অথচ এটা আতিশয় সম্মানী কিতাব– (আমি তাদেরকে শাস্তি দিব)।

لَّا يَاْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهٖ ؕ تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ ﴿۴۲﴾

(৪২) যাতে কোন বাতিল না এর সম্মুখ দিক থেকে আসতে পারে আর না এর পশ্চাদ্দিক থেকে[২], এটা প্রজ্ঞাময় প্রশংসিত সত্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।

مَا يُقَالُ لَكَ اِلَّا مَا قَدْ قِيْلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ ؕ اِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ وَّذُوْ عِقَابٍ اَلِيْمٍ ﴿۴۳﴾

(৪৩) তোমাকে সে সব কথাই বলা হয় যা তোমার পূর্ববর্তী রসূলদেরকে বলা হয়েছে[৩], তোমার রব বড়ই ক্ষমাশীল এবং যন্ত্রণাময়

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ কাফেরদের নিকট কুরআন পৌছার পর তারা এতে যথাযথ চিন্তা-ভাবনা করে না। ফলে তারা এতে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করে বক্রতার আশ্রয় নেয়। অথচ এ কুরআন বড় সম্মানী, মহিমাময় এতে সন্দেহ সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। (বয়ানুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ কুরআনে কোন দিক থেকেই এ সম্ভাবনা নেই যে, এটা আল্লাহর অবতারিত নয়। এবং অবাস্তব বিষয়কে আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ বলে চালিয়ে দেয়া হয়েছে। যেমন কাফেররা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ব্যাপারে এরূপ সন্দেহ করত। (বয়ানুল কুরআন) কাতাদাহ (রহ.) বলেন, এ আয়াতে 'বাতিল' বলে শয়তানকে বোঝানো হয়েছে, আর সম্মুখ দিক ও পশ্চাৎ দিক বলে সমস্ত দিক বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, শয়তান কোন দিক থেকেই এ কিতাবে হস্তক্ষেপ করতে পারে না এবং এতে কোনরূপ পরিবর্তন করতে পারে না। আবূ হাইয়্যান বলেন, বাতিল শব্দটি কেবলমাত্র শয়তানের জন্যই প্রযোজ্য নয়; বরং শয়তানের পক্ষ থেকে হোক বা অন্য কারো পক্ষ থেকে হোক যে কোন বাতিল কুরআনে প্রবিষ্ট হতে পারে না। তাবারী বলেন, কোন বাতিল পন্থীর সাধ্য নেই সামনের দিক থেকে অর্থাৎ খোলাখুলিভাবে কুরআনে কোন পরিবর্তন করবে। এমনিভাবে পিছন দিক থেকে অর্থাৎ বাহ্যত ঈমানের দাবী করে গোপনে এসে কুরআনের অর্থ বিকৃত করবে। সারকথা হল এ কিতাব সম্মানিত, মহিমাময়, চির সংরক্ষিত। এর ভাষার পরিবর্তন বা পরিবর্ধনের শক্তি কারো নেই। তাই যখনই কোন মুলহিদ তথা বদ্বীন গলত অর্থ বর্ণনার মাধ্যমে এতে পরিবর্তন সাধন করতে চেয়েছে তখনই দীনের অতন্দ্র প্রহরী উলামায়ে হক্কানী তার দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়েছেন। ফলে মধ্যযুগে বাতিলপন্থীরা লাঞ্ছিত ও প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন)

(৩) অর্থাৎ, তোমার সাথে এ কাফেররা যে ব্যবহার করছে, সেক্ষেত্রে সুতরাং পূর্ববর্তী রসূলগণ যেভাবে ধৈর্যধারণ করেছে তুমিও সেভাবে ধৈর্যধারণ কর। ফলে কিছু লোক তওবা করে সঠিক পথ অবলম্বন করবে। আর যারা জিদ ও হঠকারিতার উপর অটল থাকবে, যথাসময়ে তাদের উপর আযাব আসবেই। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪১ নং আয়াত:

১. যারা কুরআনকে অস্বীকার করে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে শাস্তি দিবেন।

২. কুরআন অতি সম্মানী ও মহিমাময় গ্রন্থ।

● ৪২ নং আয়াত:

১. কোন দিক থেকেই এ কিতাবে বাতিলের অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে না এবং কেউ এতে কোনরূপ পরিবর্তন ঘটাতে পারে না।

২. কুরআন আল্লাহর কালাম, শব্দ ও অর্থগত যে কোনরূপ বিকৃতি থেকে চির সংরক্ষিত।

● ৪৩ নং আয়াত:

আয়াতে যারা রসূলকে মানে না, উপরন্তু তাকে কষ্ট দেয়, এ ক্ষেত্রে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পূর্ববর্তী নবীদের ন্যায় সবর করতে বলা হয়েছে, আল্লাহই যথাসময়ে তাদেরকে শাস্তি দিবেন। হাঁ আল্লাহ তাআলা অতি ক্ষমাশীলও, তাই তারা যথানিয়মে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলে ক্ষমাও লাভ করতে পারবে।

www.maktabatulabrar.com

وَلَوْ جَعَلْنٰهُ قُرْاٰنًا اَعْجَمِيًّا لَّقَالُوْا لَوْلَا فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ ؕ ءَاَعْجَمِيٌّ وَّعَرَبِيٌّ ؕ قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَآءٌ ؕ وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ فِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرٌ وَّهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ؕ اُولٰٓئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍۢ بَعِيْدٍ ﴿٤٤﴾

(৪৪) আর যদি আমি তাকে অনারবী ভাষার কুরআন করতাম, তাহলে তারা বলত, এর আয়াতসমূহ পরিস্কার ভাষায় কেন বর্ণিত হয়নি? এটা কেমন কথা যে, অনারবী কিতাব[১] আর আরবী রসূল! তুমি বলে দাও, এ কুরআন[২] মুমিনদের জন্য পথপ্রদর্শক ও রোগ নিরাময়কারী[৩]। আর যারা ঈমান আনে না তাদের কানে রয়েছে ছিপি এবং কুরআন তাদের জন্য অন্ধত্বের[৪] কারণ। এরা (এমন যেন) কোন দূরবর্তী স্থান থেকে আহুত হচ্ছে[৫]।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَاخْتُلِفَ فِيْهِ ؕ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ؕ وَاِنَّهُمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ﴿٤٥﴾

(৪৫) আর আমি মূসাকেও কিতাব প্রদান করেছিলাম। অতঃপর তাতে মতভেদ হয়। আর যদি তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকত, তবে তাদের চরম মীমাংসা (পৃথিবীতেই) হয়ে যেত[৬]। আর এরা এখন পর্যন্ত কুরআন সম্বন্ধে এমন সন্দেহে আছে যা এদেরকে দোদুল্যমান অবস্থায় রেখেছে।

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ اَسَآءَ فَعَلَيْهَا ؕ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ﴿٤٦﴾

(৪৬) যে ব্যক্তি নেক কাজ করে, সে নিজের কল্যাণের জন্যই তা করে। আর যে মন্দ কাজ করে তবে এর আপদ তার নিজের উপরই পতিত হবে। আর তোমার প্রতিপালক বান্দাদের প্রতি কোন জুলুম করেন না[৭]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ আমি যদি আরবী ভাষা ব্যতীত অন্য কোন ভাষায় কুরআন নাযেল করতাম তবে কুরাইশরা অভিযোগ করত যে, এ কিতাব আমরা বুঝি না। তারা বিস্ময়ের সূরে বলত, রসূল তো আরবীভাষী কিতাব হল অনারব– এ কেমন কথা! দুররে মানছুরে বর্ণিত আছে, আলোচ্য আয়াতটি মক্কার কাফেরদের একটি সন্দেহের জবাবে অবতীর্ণ হয়। তারা বলত, কুরআনের কিছু অংশ অনারবী হওয়া উচিৎ ছিল, তাহলে কুরআনের অলৌকিকতা আরো অধিক প্রকাশ পেত। কেননা আরবী নবী আরবী ভাষায় কথা বলবেন– এটা তো স্বাভাবিক। হাঁ আরবী নবী যদি অনারবী ভাষায় কথা বলেন, তবে এটা অস্বাভাবিক ব্যাপার! আল্লাহ তাআলা এ সন্দেহের উত্তরে এ আয়াতটি নাযেল করেন। অর্থাৎ তাদের কোন স্থিরতা নেই। এখন কুরআন আরবী হয়েছে বলে এরা বলে অনারবী হল না কেন? আবার অনারবী হলে বলত নবী আরবীভাষী কুরআন আনারবী, এ তো এক আশ্চর্য ব্যাপার! (বয়ানুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ অবান্তর প্রশ্ন ও সন্দেহের তো কোন শেষ নেই। তবে এতটুকু সুনিশ্চিত যে, কুরআন হেদায়াত ও মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষকে কল্যাণের পথ প্রদর্শন করে। এবং কুরআন আত্মিক রোগের চিকিৎসা। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) অর্থাৎ খারাপ কাজ করার কারণে যেসব আত্মিক রোগ সৃষ্টি হয় কুরআন নির্দেশিত পথে আমল করলে সহজে তা নিরাময় হয়। (বয়ানুল কুরআন)

(৪) বাদুড় যেমন সূর্যের আলোতে কিছু দেখতে পায় না, তেমনি এ কাফেররা কুরআনের জ্যোতি দেখে অন্ধ হয়ে যায়। এটা কুরআনের ত্রুটি নয় তাদের চোখের দুর্বলতা। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৫) কাফেররা যেহেতু কুরআনের নির্দেশাবলী শোনার ও বোঝার ইচ্ছা রাখে না, তাই তাদের কান যেন বধির এবং চক্ষু অন্ধ। তাদেরকে হেদায়াতের দিকে ডাকা এমন, যেমন কাউকে অনেক দূর থেকে ডাক দেয়া হয় ফলে তার কানে আওয়াজ পৌঁছে না এবং সে ডাকে সাড়া দেয় না। কখনও পৌঁছলেও সঠিক অর্থ বুঝতে পারে না। (মাআরিফুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৬) অর্থাৎ আখেরাতে পূর্ণ শাস্তি প্রদানের সিদ্ধান্ত। (বয়ানুল কুরআন)

(৭) আল্লাহ্ তাআলা কারো প্রতি সামান্য জুলুমও করেন না। প্রত্যেক ব্যক্তি সেখানে স্বীয় আমল দেখতে পাবে। কারো নেকী নষ্ট হবে না। একের অপরাধ অন্যের উপর চাপানো হবে না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪৪ নং আয়াত:

১. কুরআন আরবী ভাষায় কেন নাযেল হয়েছে– এ সম্পর্কিত কাফেরদের একটা সন্দেহের নিরসন করা হয়েছে।

২. কুরআন মুমিনদের জন্য শিফা তথা রোগ-নিরাময়কারী। (আইছারুত্তাফাসীর)

৩. কুরআন করীম থেকে হেদায়াত লাভ করা এবং উপকৃত হওয়ার জন্য ন্যূনতম তাকওয়া আবশ্যক। অন্যথায় কুরআন কাফেরদের জন্য গোমরাহীর কারণ হয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ৪৫ নং আয়াত:

১. আয়াতে বলা হয়েছে, এই নবীর প্রতি কিতাব প্রেরণ নতুন কোন ধারা নয়, পূর্বে মূসা (আ.)কেও কিতাব দেয়া হয়েছিল।

২. কিতাব অমান্যকারীদেরকে আখেরাতে পূর্ণ শাস্তি প্রদানের সিদ্ধান্ত রয়েছে, অন্যথায় দুনিয়াতেই নিশ্চিত শাস্তি এসে যেত।

● ৪৬ নং আয়াত:

১. যে ব্যক্তি নেক কাজ করে, সে নিজের কল্যাণের জন্যই তা করে। আর যে মন্দ কাজ করে তার আপদ তার নিজের উপরই পতিত হবে।

২. আল্লাহ তাআলা বান্দাদের প্রতি কোন জুলুম করেন না।

২৪ নং পারা সমাপ্ত

www.maktabatulabrar.com

পারা-২৫

إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي ۖ قَالُوا آذَنَّاكَ ۖ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ ﴿٤٧﴾	(৪৭) কেয়ামতের অবগতি তাঁরই (আল্লাহরই) উপর ন্যস্ত করা যায়[১] এবং কোন ফল তার খোসা থেকে বের হয় না, আর কোন নারী গর্ভধারণ করে না এবং সে সন্তানও প্রসব করে না তাঁর অবগতি ব্যতিরেকে। আর যেদিন তিনি (আল্লাহ) তাদেরকে ডেকে বলবেন, আমার শরীকেরা কোথায়? তারা বলবে, আমরা আপনার কাছে নিবেদন করেছি যে, আমাদের মধ্যে কেউই (এর) দাবিদার নেই[২]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) কেয়ামত সম্পর্কে অবিশ্বাসী কাফেররা প্রশ্ন করে যে, কেয়ামত কখন হবে? তাদের উত্তরে বলা হয়েছে যে, কেয়ামত সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলাই অবগত আছেন। কোন নবী, ফেরেশতা ও সাধারণ মানুষ এর নির্দিষ্ট সময় সম্পর্কে কিছুই জানে না। আর অজানা থাকার কারণে এটা বলা ঠিক নয় যে, কেয়ামত সংঘটিত হবে না। কেননা, অজানা থাকা সংঘটিত হওয়ার পরিপন্থী নয়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও বয়ানুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ, আমরা আপনার কাছে সুস্পষ্টভাবে নিবেদন করেছি যে, এখন আমাদের মধ্যে কেউ এ ভ্রান্ত বিশ্বাসের দাবিদার নেই। কেননা, সকল বাস্তবতা এখন সুস্পষ্টভাবে দেখা দিয়েছে। সুতরাং আমরা আমাদের ভুল স্বীকার করছি। উলেলখ্য যে, হয় তারা অবস্থার প্রেক্ষিতে বাধ্য হয়েই এ স্বীকারোক্তি করবে অথবা মুক্তির আশায় তাদের এ স্বীকারোক্তির প্রকাশ ঘটবে। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪৭ নং আয়াত:

১. আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কেয়ামত কখন সংঘটিত হবে তা কেবল আল্লাহ্ তাআলাই জানেন, তিনিই সর্বজ্ঞ এবং তার কোন শরীক নেই।

২. কেয়ামতের দিন অবস্থার প্রেক্ষিতে বাধ্য হয়ে কিংবা মুক্তির আশায় মুশরিকরা আল্লাহর শরীক না থাকার স্বীকারোক্তি প্রদান করবে।

وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ ﴿٤٨﴾	(৪৮) আর তারা যাদেরকে ইতঃপূর্বে আহবান করত তারা তাদের থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবে এবং তারা বুঝে নিবে যে, তাদের নিষ্কৃতির কোনো উপায় নেই[১]।

(৪৯) মানুষ (পার্থিব) কল্যাণ প্রার্থনায় বিরক্ত হয় না, আর যদি তার অকল্যাণের ছোঁয়া লাগে তবে সে হয়ে পড়ে অতিশয় নিরাশ, হতাশ।	لَا يَسْـَٔمُ الْاِنْسَانُ مِنْ دُعَآءِ الْخَيْرِ ۫ وَاِنْ مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوْسٌ قَنُوْطٌ ﴿٤٩﴾
(৫০) আর তার সেই ছোঁয়া লাগা দুঃখের পর যদি আমি তাকে আমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহের আস্বাদ দেই তখন সে অবশ্যই বলে, 'এটা আমার প্রাপ্য এবং আমি কেয়ামতকে সংঘটিতব্য মনে করি না ; আর যদি আমি আমার প্রতিপালকের কাছে প্রত্যানীত হই-ও, তবে নিশ্চয়ই আমার জন্য তাঁর কাছে মঙ্গলই রয়েছে[২]। তবে আমি এই কাফেরদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবশ্যই অবহিত করব এবং আমি তাদেরকে কঠোর শাস্তি আস্বাদন করাব।	وَلَئِنْ اَذَقْنٰهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْۢ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُوْلَنَّ هٰذَا لِيْ ۙ وَمَآ اَظُنُّ السَّاعَةَ قَآئِمَةً ۙ وَّلَئِنْ رُّجِعْتُ اِلٰى رَبِّيْٓ اِنَّ لِيْ عِنْدَهٗ لَلْحُسْنٰى ۚ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ ﴿٥٠﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, দুনিয়াতে তারা যাদেরকে আল্লাহ তাআলার শরীক স্থির করে উপাস্য হিসাবে ডাকত কেয়ামতের দিন তাদের কোন হদিস থাকবে না। তারা পূজারীদের কোন কোন উপকারে আসবে না। সেদিন পূজারীদের মন থেকেও তাদেরকে ডাকার খেয়াল উবে যাবে। তারা সেদিন বুঝতে পারবে যে, আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচার জন্য তাদের কোনো উপায় নেই। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, মানুষের স্বভাবটাই এমন যে, যখন মানুষ সামান্য সুখের ছোঁয়া পায় তখন সে আরও বেশি সুখ পেতে চায়, পক্ষান্তরে কখনও ভাগ্য বিপর্যয় দেখলে তখন একেবারে হতাশ ও নিরাশ হয়ে পড়ে। এর পর আবার যদি সামান্য সুখের স্পর্শ পায় তখন সুখকে নিজের প্রাপ্য অধিকার মনে করে এবং কেয়ামতকে অস্বীকার করে বসে। আবার কখনও বলে, কিয়ামত হলেও সেখানে আমার সুখই হবে, যেমন দুনিয়াতে আমি সুখী। আল্লাহ তাআলা বলেন, যা আত্মপ্রবোধ লাভ করার করে নাও। আমি অবশ্যই কেয়ামতের দিন কাফেরদেরকে তাদের কৃতকর্মের ফল দেখাব এবং তাদেরকে কঠোর শাস্তি আস্বাদন করাব। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪৮ নং আয়াত:

আয়াতে বলা হয়েছে, যাদেরকে শরীক করা হয় কেয়ামতের দিন তারা উধাও হয়ে যাবে। তখন শরীককারীরা বুঝতে তাদের মুক্তির কোনো উপায় নেই।

● ৪৯-৫০ নং আয়াতদ্বয়:

১. সুখে থাকার কারণে অনেক মানুষ পরকালকে অস্বীকার করে। কিংবা তারা মনে করে কিয়ামত হলেও সেখানে আমাদের সুখই হবে, যেমন দুনিয়াতে আমরা সুখী। আল্লাহ তাআলা বলেন, যা

www.maktabatulabrar.com

আত্মপ্রবোধ লাভ করার করে নাও। আমি অবশ্যই কেয়ামতের দিন কাফেরদেরকে তাদের কৃতকর্মের ফল দেখাব এবং তাদেরকে কঠোর শাস্তি আস্বাদন করাব।

(৫১) আর যখন আমি মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করি, তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং সে নিজের পার্শ্ব দূরে সরিয়ে নেয়। আর যখন তার প্রতি অকল্যাণের ছোঁয়া লাগে তখন সে হয় দীর্ঘ প্রার্থনাশীল[১]।	وَاِذَآ اَنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَاٰ بِجَانِبِهٖ ۚ وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُوْ دُعَآءٍ عَرِيْضٍ ﴿٥١﴾
(৫২) তুমি বলে দাও, তোমরা কি ভেবে দেখেছ, যদি তা (কুরআন) আল্লাহর নিকট থেকে হয়, অতঃপর তোমরা তা অস্বীকার কর তবে যে ব্যক্তি ঘোর বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত রয়েছে তার চেয়ে অধিক বিভ্রান্ত আর কে[২] ?	قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهٖ مَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِيْ شِقَاقٍۭ بَعِيْدٍ ﴿٥٢﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার নেয়ামত ভোগ করার সময় তারা তাঁর শুকর ও কৃতজ্ঞতার ব্যাপারে বিমুখতা প্রদর্শন করে এবং উল্টে দাঁড়ায়। কিন্তু যখন কোন দুঃখ-মুসিবতের সম্মুখীন হয় তখন সেই আল্লাহ তাআলারই সামনে হস্ত সম্প্রসারিত করে দীর্ঘ দোয়া করতে শুরু করে। তখন তাঁকে ডাকতে তাদের লজ্জা হয় না। আরও বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, কখনও অবস্থার প্রেক্ষিতে মানসিকভাবে নিরাশ হয়েও অস্থির অবস্থায় অবচেতনে আল্লাহর দরবারে হাত উঠে যায়। অন্তরে থাকে নিরাশা, আর মুখে থাকে আল্লাহর ডাক। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মানুষের এক বিস্ময়কর স্বভাব-ধর্মের চিত্র তুলে ধরার পর এখন এ সম্পর্কে অবহিত করা হচ্ছে যে, যে গ্রন্থ তোমাদের এসব দুর্বলতা চিহ্নিত করছে সেটি যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয় (বাস্তবেও তাই) এবং তোমরা এটিকে অস্বীকার ও অমান্য কর তবে এরূপ মহামূল্যবান উপদেশবাণী থেকে বিমুখতা প্রদর্শনের চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কী হতে পারে ? (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫১ নং আয়াত:

আয়াতে বোঝানো হয়েছে, যারা আল্লাহ তাআলার নেয়ামত ভোগ করার সময় তারা শুকর ও কৃতজ্ঞতার পরিবর্তে বিমুখতা প্রদর্শন করে আবার দুঃখ-মুসিবতের সময় সেই আল্লাহ তাআলারই সামনে হস্ত সম্প্রসারিত করে দীর্ঘ দোয়া করতে শুরু করে– এটা খারাপ। উচিত হচ্ছে সর্বাবস্থায় আল্লাহ-মুখী থাকা।

● ৫২ নং আয়াত:

আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, কুরআন পাকের প্রতি যে বিমুখতা প্রদর্শন করে এবং কুরআনের অমূল্য উপদেশাবলীকে উপেক্ষা করে, তার চেয়ে বিভ্রান্ত ও হতভাগা আর কেউ নেই। (আইসারুত্তাফাসীর)

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ؕ اَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ اَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ ﴿۵۳﴾	(৫৩) আমি অচিরেই তাদেরকে আমার (কুদরতের) নিদর্শনসমূহ (পৃথিবীর) দিগদিগন্তে দেখিয়ে দেব এবং তাদের নিজেদের মধ্যেও, যাতে তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে এটাই (কুরআনই) সত্য[১]। আর তোমার প্রতিপালক তথা তিনি যে সর্ববিষয়েই সম্যক অবহিত এটা কি (তাদের জন্য) যথেষ্ট নয়[২] ?
اَلَآ اِنَّهُمْ فِىْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَآءِ رَبِّهِمْ ؕ اَلَآ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَىْءٍ مُّحِيْطٌ ﴿۵۴﴾	(৫৪) জেনে রাখ, নিশ্চয় তারা তাদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে সংশয়ে পতিত। জেনে রাখ, নিশ্চয় তিনি সবকিছুর উপর আবেষ্টবান।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, পবিত্র কুরআনের সত্যতার সপক্ষে অন্যান্য দলীল-প্রমাণ স্বস্থানে থাকুক, এখন আমি তাদেরকে তাদের নিজেদের ব্যক্তিসত্তা ও তাদের চারদিককার সমগ্র আরব, এমনকি সমগ্র পৃথিবীতে আমার কুদরতের নিদর্শন দেখাব। যার ফলে কুরআন ও কুরআন আয়নকারী রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সত্যতা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। উল্লেখ্য যে, সেসব নিদর্শন হল ইসলামের মহান ও বিস্ময়কর বিজয়-প্রবাহ, যেগুলো বাহ্যিক উপায়-উপকরণের অতি অপ্রতুলতা সত্ত্বেও কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী মুতাবেক অত্যন্ত সফলভাবে সূচিত হয়েছে। ভিন্নমতে, কুদরতের নিদর্শনাবলী বলে প্রাকৃতিক নিদর্শনাবলী বোঝানো হয়েছে, যেগুলো প্রত্যক্ষ করে আল্লাহ্ তা'আলার একত্ব ও মহত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, ধরে নেয়া যাক, কুরআনের সত্যতা কেউ স্বীকার করল না, তবে কি আল্লাহ্ তাআলার সাক্ষ্য কুরআনের সপক্ষে যথেষ্ট নয়? কোন কিছুই তো তার অবগতির বাইরে নয়। (জালালাইন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫৩-৫৪ নং আয়াতদ্বয়:

১. আল্লাহ্ তাআলার কুদরতের নিদর্শনাবলী হক বোঝার ও হেদায়েত লাভের উৎকৃষ্ট উপায়।

২. পৃথিবীর দিগদিগন্তে এমনকি মানুষের নিজের মধ্যেও সত্যকে বোঝার মত পর্যাপ্ত নিদর্শন রয়েছে।

৩. ধরে নেয়া যাক, কুরআনের সত্যতা কেউ স্বীকার করল না, তবুও কুরআনের সত্য হওয়ার সপক্ষে আল্লাহ্ তাআলার সাক্ষ্যই যথেষ্ট।

৪. পরকালে আল্লাহর সম্মুখীন হওয়াকে যারা অস্বীকার করে তাদের নিন্দাবাদ করা হয়েছে।

৫. সর্ববিষয়ে আল্লাহর জ্ঞান রয়েছে।

www.maktabatulabrar.com

(৪২) সূরা শূরা[১] মক্কী
৫৩ আয়াত, ৫ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

حٰمٓ ﴿۱﴾	(১) হা-মীম,
عٓسٓقٓ ﴿۲﴾	(২) আইন-সীন-কাফ,
كَذٰلِكَ يُوْحِىْٓ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۙ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿۳﴾	(৩) এভাবেই তোমার প্রতি এবং যারা তোমার পূর্বে ছিল তাদের প্রতি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্ ওহী প্রেরণ করেন।
لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ ﴿۴﴾	(৪) যা কিছু রয়েছে আকাশমণ্ডলীতে এবং যা কিছু রয়েছে পৃথিবীতে তা তাঁরই। এবং তিনিই সমুন্নত, সুমহান[২]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) "শূরা" শব্দের অর্থ পরামর্শ। এ সূরার ৩৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, "সাহাবায়ে কেরামের যাবতীয় কাজকর্ম তাঁদের পারস্পরিক শূরা অর্থাৎ পরামর্শের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে।" এটা তাদের একটি উল্লেখযোগ্য আদর্শ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। অতএব এই অনুকরণীয় আদর্শটির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করার লক্ষ্যেই এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে সূরাতুশ্ শূরা। অনেকের মতে সম্পূর্ণ সূরাটিই মক্কায় অবতীর্ণ। তবে কারও মতে ২৩ নং আয়াত থেকে ২৬ নং আয়াতের শেষ পর্যন্ত প্রায় চার আয়াত, কারও মতে ২৩ নং আয়াতের শুরু থেকে ২৪ নং আয়াতের শেষ পর্যন্ত দুই আয়াত, কারও মতে কেবল ২৪ নং আয়াত এবং কারও মতে ৩৯,৪০,৪১ এ তিনটি আয়াত মদীনায় অবতীর্ণ। এ ছাড়া আরও মতামত রয়েছে। উল্লেখ্য যে, পূর্ববর্তী সূরার শেষভাগে পবিত্র কুরআনের মাহাত্ম ও সত্যতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল এবং আলোচ্য সূরার শুরুতেও পবিত্র কুরআনের আলোচনা রয়েছে। এ দিক থেকে উভয় সূরার মধ্যে সামঞ্জস্য রয়েছে। এ সূরার মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে ওহী, রিসালাত, কুরআনের মাহাত্ম এবং কাফেরদের দুর্ব্যবহারে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি সান্ত্বনা প্রদান। (রূহুল মাআনী ও মাআরিফুল কুরআন ইদরীসী)

(২) অর্থাৎ, যেমন এ সূরাটি ওহীর মাধ্যমে তোমার প্রতি নাযেল করা হচ্ছে তেমনি পূর্ব থেকেই তোমার প্রতি ও অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরামের প্রতি আল্লাহ্ তাআলা ওহী প্রেরণ করে আসছেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১-৪ নং আয়াতসমূহ:

১. আমাদের নবীর ন্যায় অন্য নবীদের প্রতিও ওহী প্রেরিত হত। অতএব ওহী প্রেরিত হওয়া কোন নতুন বিষয় নয় যে, সেই ওজুহাতে তা অস্বীকার করা যেতে পারে।

২. আল্লাহ পরাক্রমশালী, অতএব তার বাণী অগ্রাহ্য করলে তিনি শাস্তি দিতে সক্ষম। আবার তিনি প্রজ্ঞাময়ও, তাই শাস্তি দানে বিলম্বও হতে দেখা যায়, এই বিলম্বের মধ্যেও তাঁর হেকমত নিহীত।

৩. আল্লাহ তাআলা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সবকিছুর মালিক।

تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِمَنْ فِى الْاَرْضِ ؕ اَلَآ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝٥

(৫) আকাশমণ্ডলী তার উপরিভাগ থেকে ফেটে পড়ার উপক্রম হয়১ এবং ফেরেশতাগণ তাদের প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করে, আর পৃথিবীবাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। জেনে রাখ নিশ্চয় আল্লাহই অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ اللّٰهُ حَفِيْظٌ عَلَيْهِمْ ۖ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ۝٦

(৬) আর যারা তার (আল্লাহর) পরিবর্তে অপরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে আল্লাহ্ তাদের উপর কঠোর পর্যবেক্ষক। আর তুমি তাদের কর্মবিধায়ক নও২।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলার মাহাত্ম ও প্রতাপে অথবা অগণিত ফেরেশতার ভারে অথবা তাদের অধিক যিকিরের বিশেষ প্রভাবে আকাশমণ্ডলী তার উপরিভাগ থেকে ফেটে পড়ার উপক্রম হয়। এখানে আকাশমণ্ডলী উপরিভাগ থেকে ফেটে পড়ার কথা এজন্য বলা হয়েছে যে, চাপ সাধারণত উপর থেকেই পড়ে থাকে। এক হাদীসে বলা হয়েছে, আসামানে এমন চার আঙ্গুল পরিমাণ জায়গাও খালি নেই, যেখানে কোন না কোন ফেরেশতা সিজাদবনত নয়। (বয়ানুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা মুশরিকদেরকে দুনিয়াতে যে অবকাশ দেন তাতে তাদের এটা মনে করার কোন কারণ নেই যে, তারা চিরতরের জন্য বেঁচে গেছে। বরং তাদের যাবতীয় কাজকর্ম ও আচার-আচরণ সবই আল্লাহ্ তাআলার পর্যবেক্ষণের মধ্যে রয়েছে। সময়মত এর প্রতিফল দেওয়া হবে। তোমার এ চিন্তার প্রয়োজন নেই যে, তারা মানছে না কেন? এবং তাদের অবাধ্যতার জন্য তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে না কেন? এসব ব্যাপারে তোমার জবাবদিহিতা নেই। কেবল সত্যের বাণী পৌঁছে দেওয়াই তোমার কাজ। (ফাওয়ায়েদ উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫ নং আয়াত:

১. ফেরেশতাদের সপ্রশংস তাসবীহ পাঠ করার কথা উল্লেখ করে আমাদেরকে আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

২. ক্ষমা প্রার্থনার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহ ক্ষমা করেন। তিনি তো পরম ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু।

● ৬ নং আয়াত:

১. যারা আল্লাহর সাথে শরীক করে তাদেরকে শাসানো হয়েছে।

www.maktabatulabrar.com

২. দায়ির দাওয়াতে মাদউরা সঠিক পথে না আসলে তার জন্য দায়িকে জবাবদিহী করতে হবে না। দায়ির দায়িত্ব দাওয়াত শুধু পৌঁছে দেয়া।

وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ؕ فَرِيْقٌ فِى الْجَنَّةِ وَفَرِيْقٌ فِى السَّعِيْرِ ۝٧

(৭) আর এভাবেই আমি তোমার কাছে ওহী প্রেরণ করেছি আরবি কুরআন, যাতে তুমি নগরসমূহের মাতা[১] (-র অধিবাসীদের)কে এবং যারা তার আশেপাশে রয়েছে[২] তাদেরকে সতর্ক করতে পার এবং সতর্ক করতে পার একত্র হওয়ার দিন সম্পর্কে, যাতে কোনো সন্দেহ নেই। (সেদিন) একদল জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং একদল জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَهُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ يُّدْخِلُ مَنْ يَّشَآءُ فِىْ رَحْمَتِهٖ ؕ وَالظّٰلِمُوْنَ مَا لَهُمْ مِّنْ وَّلِىٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ۝٨

(৮) আর যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন তবে অবশ্যই তাদেরকে (সকল মানুষকে) একই উম্মতে পরিণত করতে পারতেন, কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা তাঁর রহমতের মধ্যে দাখিল করে নেন। আর জালেমরা! নেই তাদের জন্য কোন অভিভাক এবং নেই কোন সাহায্যকারী[৩]।

اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ ۚ فَاللّٰهُ هُوَ الْوَلِىُّ وَهُوَ يُحْىِ الْمَوْتٰى ۫ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۝٩

(৯) তারা কি তাঁর (আল্লাহর) পরিবর্তে অভিভাবকদের গ্রহণ করেছে? অথচ আল্লাহই অভিভাবক এবং তিনি মৃতদেরকে জীবিত করেন। আর তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান[৪]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) উম্মুল কুরা অর্থ নগরসমূহের মাতা। বর্ণিত আছে যে, পৃথিবী সৃষ্টির সূচনা লগ্নে প্রথমে পবিত্র মক্কা ভুমি থেকেই ভূমণ্ডল সম্প্রসারিত হয়েছিল, এ কারণেই মক্কার নামকরণ করা হয়েছে উম্মুল কুরা। এ ছাড়াও মক্কা সম্মান ও মর্যাদায় সকল স্থান থেকে শ্রেষ্ট। সেখান থেকেই হেদায়েতের আলো সর্বত্র বিকীর্ণ হয়েছে। পৃথিবীর সর্বপ্রথম ইবাদতের ঘর বাইতুল্লাহ সেখানেই অবস্থিত। এসব কারণেও মক্কাকে উম্মুল কুরা বলা হয়ে থাকে।

(২) "যারা তাদের আশে পাশে রয়েছে" বলে অনেক তাফসীরবিদের মতে আরববাসীদের বোঝানো হয়েছে। কেননা, সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং আরববাসীরাই ছিল রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পার্শ্ববর্তী। কুরআনের প্রথম সম্বোধিত তারাই। তাদেরকেই সর্বপ্রথম সতর্ক করা হয়েছিল। কারণ পার্শ্ববর্তিতা ও আত্মীয়তার আবদারে ঈমান না এনেও ও রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুপারিশের প্রতি তাদের লোভ ছিল। তাই আলোচ্য আয়াতে তাদের সেই লোভকে দূর করার জন্য তাদেরকে বিশেষভাবে সতর্ক করা হয়েছে। ইমাম বাগাবী ও কুশাইরীর মতে

সমগ্র পৃথিবীবাসীকেই বোঝানো হয়েছে। কেননা, মক্কা হচ্ছে সমগ্র পৃথিবীর কেন্দ্র। (রূহুল মাআনী ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) অর্থাৎ, অবশ্যই আল্লাহ্ তাআলা ইচ্ছা করলে সবাইকে একই রকম ও একই ধর্মের অনুসারী করে দিতে পারতেন। হয় সবাইকে হেদায়েত দিয়ে দিতেন, না হয় সবাইকে পথভ্রষ্ট করে দিতেন। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা এমনটি করেননি। কেননা, এতে মানুষের সত্য ও অসত্যকে যাচাই করে গ্রহণ করার স্বাধীনতা থাকবে না এবং আল্লাহ তাআলার দয়া ও ক্রোধ এই উভয় গুণের প্রয়োগক্ষেত্রও থাকত না। সুতরাং আল্লাহ্ তাআলা ইচ্ছা করলেন যে, মানুষ নিজ এখতিয়ারে স্বাধীনভাবে সত্য ও অসত্যকে যাচাই করে সত্যকে গ্রহণ করুক এবং অসত্যকে বর্জন করুক। যে ব্যক্তি সত্যকে গ্রহণ করবে সে দয়ার ভাগী হবে, আর যে ব্যক্তি সত্যের পরিবর্তে অসত্যকে গ্রহণ করবে সে ক্রোধের সম্মুখীন হবে।

(৪) অর্থাৎ, অভিভাবক বা সাহায্যকারী যদি বানাতে চাও তবে আল্লাহকেই বানাও, তিনি সবকিছু করতে সক্ষম। তিনি মৃতকেও জীবিত করতে পারেন। পক্ষান্তরে যাদেরকে তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার পরিবর্তে অভিভাবক বা সাহায্যকারী হিসাবে গ্রহণ করছ তারা তো অপারগ ও অক্ষম। তারা তোমাদের কী উপকার করতে পারবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৭ নং আয়াত:

১. নবীর কাছে ওহী প্রেরিত হয়েছে। অতএব তাঁর নবুয়ত প্রমাণিত।

২. কুরআন আরবি ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে।

৩. সম্ভবত মক্কা সম্মান ও মর্যাদায় সকল স্থান থেকে শ্রেষ্ঠ হওয়ায় এবং হেদায়েতের কেন্দ্র হওয়ায় তাকে নগরী-মাতা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

৪. হাশর সংঘঠিত হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

● ৮ নং আয়াত:

১. সত্য ও অসত্যকে যাচাইপূর্বক যে কোন একটা গ্রহণ করার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখার হেকমতে আল্লাহ তাআলা বাধ্যতামূলকভাবে সকলকে একই আদর্শভুক্ত বানাননি।

২. হেদায়াত পাওয়া আল্লাহর রহমত।

৩. পরকালে জালেম তথা কাফের মুশরিকদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না।

● ৯ নং আয়াত:

১. আল্লাহই সকলের অভিভাবক।

২. আল্লাহই জীবন দান করার মালিক।

৩. আল্লাহ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান।

(১০) আর যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ কর তার মিমাংসা আল্লাহর নিকট। এই আল্লাহই আমার প্রতিপালক, তাঁরই উপর আমি ভরসা করি এবং তাঁরই প্রতি আমি অভিমুখী হই।	وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهٗۤ اِلَى اللّٰهِ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبِّيْ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ؕ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ ۝١٠

www.maktabatulabrar.com

(১১) তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা। তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই মধ্য থেকে জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং চতুষ্পদ জন্তুগুলোর মধ্যেও জোড়া জোড়া (সৃষ্টি করেছেন)। এরই মাধ্যমে তিনি তোমাদের বংশ বিস্তার করেন। কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়। আর তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা[১]।	فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّمِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا ۚ يَذْرَؤُكُمْ فِيْهِ ؕ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ۝١١
(১২) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কুঞ্জিসমূহ তাঁরই। তিনিই যাকে ইচ্ছা রিযিক প্রশস্ত করে দেন এবং (যাকে ইচ্ছা) কম করে দেন। নিশ্চয় তিনি সর্ব বিষয়েই সর্বজ্ঞ।	لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ؕ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝١٢

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, গুণ বা সত্তাগত দিক থেকে কেউই তার মত নয়, এবং কারও বিধান বা মীমাংসা তাঁর বিধান বা মীমাংসার মত নয়। তাঁর প্রদত্ত দীনের মত কোন দীন নেই এবং তাঁর কোন জোড়া বা সমকক্ষ সজাতি বলতে কিছু নেই। তিনি সবকিছুই দেখেন ও শোনেন, কিন্তু তার দেখাশোনা মাখলুকের দেখাশোনার মত নয়। পূর্ণতার সমস্ত গুণাবলী সবই তাঁর সত্তায় বিদ্যমান রয়েছে, কিন্তু তার কোনটিরই মান বা মাত্রা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। কেননা তার সমতূল্য বা উপমান বলতে কিছু নেই। (ফাওয়ায়েদ উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১০ নং আয়াত:

আয়াতে বলা হয়েছে, বিতর্কিত বিষয়ের মীমাংসার ভার আল্লাহ তাআলার উপরই ন্যাস্ত। এখানে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর মীমাংসার ভার ন্যাস্ত থাকার কথা বলা হয়নি, যেমনটি সূরা নিসার ৫৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে। এর প্রকৃত কারণ হচ্ছে এই যে, মূলত মীমাংসার মালিক একমাত্র আল্লাহই। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁরই বার্তাবাহক হিসাবে তাঁর উপরও মীমাংসার ভার ন্যাস্ত হয়। তদ্রূপ মুজতাহিদের অভিমতও এর মধ্যে দাখিল রয়েছে, যেমন রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ফয়সালা শামেল রয়েছে। (আহকামুল কুরআন, থানবী)

● ১১ নং আয়াত:

১. আল্লাহ তাআলা সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা।

২. সবকিছুর জোড়া রয়েছে। তবে আল্লাহ ব্যতিক্রম তাঁর কোন জোড়া নেই। তাঁর মত কোন কিছুই নেই।

● ১২ নং আয়াত:

আয়াতে বলা হয়েছে, রিযিক আল্লাহর হাতে, তিনি যাকে যতটুকু ইচ্ছান দান করেন। কাকে কতটুকু দেয়া সংগত তা-ও তিনি জানেন। তিনি সবকিছু সম্বন্ধেই অবগত।

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ؕ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ ؕ اَللّٰهُ يَجْتَبِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ ﴿١٣﴾

(১৩) তিনি (আল্লাহ) তোমাদের জন্য সেই দীন বিধিবদ্ধ করেছেন, যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহকে, আর যা আমি ওহী করেছি তোমার প্রতি এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম আমি ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে[১]। অর্থাৎ তোমরা দীন কায়েম রাখ এবং এতে মতভেদ কর না[২]। মুশরিকদের কাছে সেই বিষয়টি দুর্বহ মনে হয়, যার প্রতি তুমি তাদেরকে আহবান করছ। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা নিজের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং যে (তাঁর প্রতি) অভিমুখী হয় তাকে তিনি নিজের প্রতি হেদায়াত দান করেন।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, দীনের মৌলিক শিক্ষা সর্বকালেই এক রকম ছিল। আকায়েদ, আখলাক ও দীনের মূলনীতিসমূহ কোন কালেই পরিবর্তিত হয়নি। তবে যুগের পরিবর্তনে তার চাহিদা অনুসারে শাখাগত বিষয়াদিতে কিছু কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয়েছে। দীন কায়েম করার পন্থা ও পদ্ধতি প্রত্যেক যুগেই ছিল ভিন্ন ভিন্ন। যেমন কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে, তোমাদের প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য আমি এক একটি শরীয়ত ও পন্থা নির্ধারন করে দিয়েছি (মায়েদা-৪৮)। আলোচ্য আয়াতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করার পাশাপাশি আরো চারজন নবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, তারা হচ্ছেন আম্বিয়ায়ে কেরামের মধ্যে অধিক প্রসিদ্ধ ও খ্যাতনামা। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, সকল নবী ও তাদের উম্মতদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা নিজেদের কথা ও কাজ দ্বারা আল্লাহর দীনকে কায়েম রাখ এবং দীনের মৌলিক ক্ষেত্রে কোন মতভেদ করো না। (প্রাগুক্ত) উল্লেখ্য যে, দীন কায়েম অর্থ দীনের বিধি-বিধান যথাযথভাবে পালন করা, যাতে তার মধ্যে কোন রকম ত্রুটি-বিচ্যুতি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে পালন করে যাওয়া। (রূহুল মাআনী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৩ নং আয়াত:

১. সব নবীর যুগেই ধর্মের মৌলিক বিষয়াদি অভিন্ন ছিল। যুগের পরিবর্তনে যুগ-চাহিদা অনুসারে ধর্মের শাখাগত বিষয়াদিতে কিছু কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয়েছে, তবে দীনের মৌলিক বিষয়াদিতে কখনও কোন পরিবর্তন সূচিত হয়নি।

২. দীন কায়েম করা তথা দীনের বিধি-বিধান যথাযথভাবে পালন করা, তার মধ্যে কোন রকম ত্রুটি-বিচ্যুতি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে পালন করে যাওয়া ফরয।

৩. দীনের মৌলিক ক্ষেত্রে মতবিরোধের কোন অবকাশ নেই।

৪. যে আল্লাহ অভিমুখী হয় আল্লাহ তাকে নিজের প্রতি হেদায়েত দান করেন।

www.maktabatulabrar.com

وَمَا تَفَرَّقُوْٓا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ؕ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِىَ بَيْنَهُمْ ؕ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْرِثُوا الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لَفِىْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ﴿١٤﴾

(১৪) আর তারা নিজেদের নিকট জ্ঞান আসার পরই কেবল তাদের পারস্পরিক বিদ্বেষবশত বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। আর যদি তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একটা নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত একটি বাক্য পূর্বনির্ধারিত না থাকত তবে তাদের ব্যাপারে ফয়সালা হয়ে যেত। আর নিশ্চয় যাদেরকে তাদের পর কিতাব দেওয়া হয়েছে তারা তৎসম্পর্কে এক বিভ্রান্তিকর সন্দেহে পড়ে রয়েছে[১]।

فَلِذٰلِكَ فَادْعُ ۚ وَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ ۚ وَقُلْ اٰمَنْتُ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ ۚ وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ؕ اَللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ؕ لَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ؕ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ؕ اَللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ۚ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ﴿١٥﴾

(১৫) অতএব তুমি এর প্রতি আহবান কর এবং তুমি অবিচল থাক যেমন তুমি আদিষ্ট হয়েছ। আর তুমি তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরন করবে না। আর তুমি বলে দাও, আল্লাহ্ যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন তার প্রতি আমি ঈমান এনেছি এবং আমি আদিষ্ট হয়েছি তোমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করতে। আল্লাহ্ আমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। আমাদের জন্য আমাদের আমল এবং তোমাদের জন্য তোমাদের আমল। আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে কোন বিবাদ নেই। আল্লাহ্ আমাদের সকলকে একত্র করবেন এবং তাঁরই নিকট হবে প্রত্যাবর্তন[২]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, যারা তাওহীদ ও দীনের নীতিমালার ব্যাপারে মতানৈক্য সৃষ্টি করেছে এবং আসমানী কিতাবসমূহে বিকৃতিসাধন করেছে তারা কোন রকম ভুল বুঝাবুঝি কিংবা বিভ্রান্তির কারণে এমনটি করেনি। এর পেছনে ছিল কেবল তাদের অহংবোধ, হঠকারিতা, শত্রুতা এবং ধন-সম্পদ ও মর্যাদার মোহ। অবশ্য আল্লাহ্ তাআলা ইচ্ছা করলে তাদের সকল মতানৈক্য এক মুহূর্তে দূর করে দিতে পারতেন কিন্তু এতে বান্দার এখতিয়ার ও স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হত, তাই তিনি তাদের এ সকল মতানৈক্যের ফয়সালা পরকালের জন্য রেখে দিয়ে দুনিয়াতে তাদেরকে অবকাশ দিয়ে রেখেছেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, যখন চতুর্দিক থেকে সত্য দীন সম্পর্কে বিভেদ ও মতানৈক্যের জোয়ার চলছে তখন তুমি দৃঢ় ও অবিচলভাবে সেই দিনের প্রতি মানুষকে আহ্বান কর। তুমি তাদের খেয়াল-খুশীর তোয়াক্কা না করে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করে দাও যে, আমি আল্লাহ্ তাআলা কর্তৃক অবতীর্ণ সকল কিতাবে বিশ্বাস রাখি এবং আমি তোমাদের মধ্যকার মতবিরোধের সঠিক মিমাংসা দানে আদিষ্ট হয়েছি।

আমাদের ও তোমাদের প্রতিপালক একজনই। তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য আমাদের ও তোমাদের সকলের কাজ করা উচিত। তোমাদের সাথে আমাদের বিবাদের প্রয়োজন নেই। কেননা, সবাইকে আল্লাহর দরবারে হাজির হতে হবে। সেখানেই ফয়সালা হবে যে কে কি সম্বল নিয়ে এসেছে। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে বিধায় এতে জিহাদের হুকুম দেওয়া হয়নি। কেননা, জিহাদের হুকুম মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৪ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নানা সম্প্রদায়ের মধ্যকার দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মূল কারণ হচ্ছে পারস্পরিক বিদ্বেষ। এ বিদ্বেষভাব না থাকলে তারা পরস্পরে বিচ্ছিন্ন না হয়ে সমবেতভাবে সত্য দীন কায়েমে ব্রতী হত। (আইসারুত্তাফাসীর)

● ১৫ নং আয়াত:

১. দীনের উপর অটল-অবিচল থাকার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে।

২. দীনের বিধি-বিধান ছেড়ে দিয়ে কারও খেয়াল-খুশির অনুসরন করার অবকাশ নেই।

৩. আল্লাহ সকলকে একত্র করবেন এবং তখন সব ধর্মীয়-বিরোধের ফয়সালা হবে যে, কোন্ ধর্ম ও তার অনুসারীগণ সঠিক ছিল আর কোন্ ধর্ম ও তার অনুসারীরা ভ্রান্ত ছিল।

وَالَّذِيْنَ يُحَآجُّوْنَ فِى اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا اسْتُجِيْبَ لَهٗ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَّلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ﴿١٦﴾

(১৬) আর যারা আল্লাহ্ সম্পর্কে বিতর্ক করে তার ডাকে সাড়া দেওয়ার পর, তাদের বিতর্ক তাদের প্রতিপালকের কাছে অসার এবং তাদের উপর রয়েছে গযব, আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি[১]।

اَللّٰهُ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيْزَانَ ؕ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيْبٌ ﴿١٧﴾

(১৭) আল্লাহ্ তিনিই, যিনি সত্যসহ কিতাব ও মাপকাঠি অবতীর্ণ করেছেন। আর তুমি কি জান, হয়ত কেয়ামত নিকটবর্তী[২]।

يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهَا ۚ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مُشْفِقُوْنَ مِنْهَا ۙ وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهَا الْحَقُّ ؕ اَلَآ اِنَّ الَّذِيْنَ يُمَارُوْنَ فِى السَّاعَةِ لَفِىْ ضَلٰلٍۢ بَعِيْدٍ ﴿١٨﴾

(১৮) যারা তা (কেয়ামত) বিশ্বাস করে না, তারাই তা ত্বরান্বিত করতে চায়। আর যারা বিশ্বাস করে তারা তাতে ভীত আর তারা জানে যে, তা (কেয়ামত) সত্যই। জেনে রাখ, নিশ্চয় যারা কেয়ামত সম্পর্কে বাক-বিতণ্ডা করে তারা অবশ্যই সুদূর ভ্রান্তিতে পতিত[৩]।

اَللّٰهُ لَطِيْفٌۢ بِعِبَادِهٖ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَهُوَ الْقَوِىُّ الْعَزِيْزُ ﴿١٩﴾

(১৯) আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত করুণাশীল, তিনি যাকে ইচ্ছা রিযিক দান করেন। আর তিনিই ক্ষমতাধর, পরাক্রমশালী[৪]।

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, আল্লাহর দীন, তাঁর কিতাব ও তাঁর বাণীর সত্যতা যখন সুস্পষ্ট হয়ে গেছে, এমনকি অনেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি তা গ্রহণও করে নিয়েছে, অপরপক্ষে যারা গ্রহণ করেনি তাদের থেকেও অনেকে তার সত্যতা স্বীকার করে দিয়েছে, এমতাবস্থায় যারা অহেতুক বিতর্ক সৃষ্টি করে অথবা স্বীকারকারীদের সাথে বাড়াবাড়ি করে তারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর গযব ও কঠোর আযাবের ভাগী।

(২) অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা বস্তু মাপার জন্য মাপযন্ত্র দান করেছেন, জ্ঞানের মাপযন্ত্র অর্থাৎ, সুস্থ বিবেক দান করেছেন, নীতির মাপকাঠি তথা ন্যায় ও ইনসাফের গুন দান করেছেন, সর্বোপরি আল্লাহ মাখলূকের সঠিক অধিকার নির্ণয়ের জন্য সত্য দীনের মাপকাঠি দান করেছেন। সুতরাং নিজের আমলকে আল্লাহর কিতাবের মাপকাঠিতে এবং সত্য দীনের মানদণ্ডে যাচাই করে দেখে নাও যে, কতটুকু মানোত্তীর্ণ হয়েছে। কেননা তুমি তো জান না যে, হয়ত কেয়ামত আসন্ন। অতএব যা করার তা কেয়ামত আসার আগেই করে নেওয়া চাই।

(৩) অর্থাৎ, যারা কেয়ামতের প্রতি বিশ্বাসী নয়, তারা উপহাসের ছলে বলে যে, কেয়ামত যখন সংঘটিত হবেই, তখন এতে বিলম্ব কেন এবং দ্রুত কেন সংঘটিত হচ্ছে না। পক্ষান্তরে যাদেরকে আল্লাহ্ তাআলা ঈমান দান করেছেন তারা সেই ভয়ঙ্কর দিনের কল্পনা করে ভীত ও প্রকম্পিত হয়ে থাকে। এজন্য তারা সে দিনের জন্য আমলের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। কিন্তু যে ব্যক্তি পরকালে বিশ্বাসই করে না তার তো প্রস্তুতি গ্রহণ করার প্রশ্নই ওঠে না; বরং যতই উপহাস করে বেড়াবে ততই তারা গোমরাহীর পথে আরো দূরে সরে যাবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) অর্থাৎ, বান্দার অবিশ্বাস ও অস্বীকার সত্ত্বেও তিনি কারও রিযিক বন্ধ করেন না, বরং তাদের সূক্ষাতিসূক্ষ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখেন এবং অত্যন্ত যত্নসহকারে তাদের লালন-পালন করেন। তিনি যাকে যতটুকু ইচ্ছা দান করেন, তিনিই ক্ষমতাধর ও পরাক্রমশালী। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৬ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সত্য সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ার পরও তা নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করা আল্লাহর আযাব ও গযবে পতিত হওয়ার কারণ।

● ১৭ নং আয়াত:

১. কুরআন সত্যসহ নাযেল হয়েছে।

২. কুরআনে সবকিছুর মাপকাঠি বর্ণিত হয়েছে। (২ নং টীকা দ্রষ্টব্য)

● ১৮ নং আয়াত:

আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, পরকালের ভীতি ঈমানের পরিচায়ক এবং নেক আমলে উদ্বুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে সহায়ক।

● ১৯ নং আয়াত:

আয়াতে বোঝানো হয়েছে, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি করুণাশীল। আর করুণাশীল বিধায় সকলকেই রিযিক দান করেন। তবে মনে রাখা চাই তিনি শাস্তি প্রদান করতেও সক্ষম। তিনি ক্ষমতাধর, পরাক্রমশালী। অতএব তাঁর অবাধ্য না হওয়া চাই।

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهٗ فِيْ حَرْثِهٖ ۚ وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَمَا لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ ۝٢٠

(২০) যে ব্যক্তি আখেরাতের ফসল কামনা করে আমি তার জন্য তার ফসলে বৃদ্ধি দান করব আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার ফসল কামনা করে আমি তাকে তার কিছু অংশ (ইচ্ছা করলে) প্রদান করব এবং আখেরাতে তার জন্য কোনো অংশ থাকবে না[১]।

اَمْ لَهُمْ شُرَكٰٓؤُا شَرَعُوْا لَهُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَاْذَنْۢ بِهِ اللّٰهُ ۭ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۭ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝٢١

(২১) তাদেরকি এমন কিছু (খোদায়ী) অংশীদার আছে, যারা তাদের জন্য এমন দীনের বিধান দিয়েছে যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? যদি (আল্লাহর) ফয়সালা-বাণী না থাকত তবে তাদের ব্যাপারে মিমাংসা হয়ে যেত[১]। আর নিশ্চয় জালেমদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাময় শাস্তি।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, একটি নেক আমলে দশগুন সওয়াব দেব; বরং সাত শত গুন বা তার চেয়ে বেশি দেব। এছাড়াও ঈমান ও নেক আমলের বদৌলতে যে স্বাচ্ছন্দ্য ও বরকত লাভ হয় তা তো রয়েছেই। পক্ষান্তরে যারা দুনিয়ার জন্য শ্রম ব্যয় করে তারা তাদের ভাগ্য মুতাবেকই পারে অথবা বঞ্চিত হবে, কিন্তু সে শ্রমের ফল পরকালে কিছুই পাবে না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, এমন কোন যোগ্য সত্তা নেই, যার নির্ধারিত ধর্ম আল্লাহর দীনের বিরুদ্ধে দীন বলে বিবেচিত হতে পারে। যদি তাদের শাস্তি মৃত্যুর পরে হওয়ার ঘোষণা না থাকত তবে তাদেরকে দুনিয়াতেই ধ্বংস করে দেওয়া হত। (বয়ানুল কুরআন ও মাআরিফুল কুরআন ইদরীসী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২০ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয়– যে নেক আমলটি করা নিজের কর্তব্য তার বিনিময়ে অন্যের কাছ থেকে কোন রকম প্রতিদান নেওয়া অবৈধ। (আহকামুল কুরআন, জাসসাস ও আহকামুল কুরআন, থানবী)

● ২১ নং আয়াত:

আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, শিরক ও বিদআত উভয়টাই গর্হিত ও হারাম। (মাসয়েলুস সুলূক, বয়ানুল কুরআন টীকা)

تَرَى الظّٰلِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا كَسَبُوْا وَهُوَ وَاقِعٌۢ بِهِمْ ۭ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِيْ رَوْضٰتِ الْجَنّٰتِ ۚ لَهُمْ مَّا يَشَاۗءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۭ ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ ۝٢٢

(২২) তুমি জালেমদেরকে দেখবে ভীত তারা যেসব কর্ম করেছে তজ্জন্য, আর তা (আযাব) হবে তাদের উপর পতিত। আর যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে তারা থাকবে জান্নাতের উদ্যানসমূহে, যা তারা চাইবে তা-ই তাদের জন্য রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকট। এটাই মহা অনুগ্রহ।

www.maktabatulabrar.com

ذٰلِكَ الَّذِيْ يُبَشِّرُ اللّٰهُ عِبَادَهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۭ قُلْ لَّآ اَسْـَٔـلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبٰى ۭ وَمَنْ يَّقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهٗ فِيْهَا حُسْنًا ۭ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ۝٢٣

(২৩) এটাই সেই পুরস্কার, যার সুসংবাদ আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদেরকে দান করেন, যারা ঈমান আনে ও নেক আমল সমূহ করে। তুমি বল, আমি এর বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না, আত্মীয়তার সৌহার্দ্য ব্যতীত[১]। আর যে ব্যক্তি কোন নেক কাজ করে আমি তার জন্য তাতে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে দেই২। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল, পরম গুনগ্রাহী।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, আমি যে তোমাদেরকে হেদায়েতের পথ দেখাচ্ছি তা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, আমি এর বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না। তবে কেবল এতটুকু তোমাদের কাছে আমার আবদার যে, আমার সাথে যে তোমাদের আত্মীয়তা রয়েছে তার প্রতি লক্ষ্য রেখে আমার প্রতি নিপীড়ন না করে আমাকে আমার পথে ছেড়ে দাও। তোমাদের যদি দীন কবুল করার ইচ্ছা না হয়, না কর, তবে আমার দাওয়াতের কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করো না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী থেকে সংক্ষেপিত)

(২) অর্থাৎ, আমলের প্রতিদান বেশি দেই। (জালালাইন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২২ নং আয়াত:

১. আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয়, জালেমরা দুনিয়াতে আল্লাহর আযাবকে ভয় না করলেও পরকালে আযাব প্রত্যক্ষ করে অবশ্যই ভীত হবে, কিন্তু সেই ভীতির কারণে তারা আল্লাহর আযাব থেকে মুক্তি পাবে না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

২. জান্নাতে যা মনের ইচ্ছা হবে তা পাওয়া যাবে।

● ২৩ নং আয়াত:

১. জান্নাতের সু-সংবাদ তাদের জন্য যারা ঈমান ও নেক আমলের অধিকারী।

২. দাওয়াতের কাজ করে পার্থিব বিনিময় গ্রহণ না করাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের (এমনিভাবে অন্য নবীদেরও) আদর্শ।

৩. জান্নাতে নেক কাজের প্রতিদান যতটুকু প্রাপ্য তার চেয়ে অধিক প্রদান করা হবে।

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰى عَلَي اللّٰهِ كَذِبًا ۚ فَاِنْ يَّشَاِ اللّٰهُ يَخْتِمْ عَلٰي قَلْبِكَ ۭ وَيَمْحُ اللّٰهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ ۭ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝٢٤

(২৪) তারা কি বলে যে, সে (রসূল) আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করেছে? তবে তো যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন তাহলে তোমার হৃদয়ের উপর মোহর মেরে দিতেন। আর আল্লাহ্ বাতিলকে মুছে দেন এবং নিজ বাণী দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন। নিশ্চয় তিনি অন্তরস্থ বিষয়াদি সম্পর্কে সবিশেষ অবগত[১]।

وَهُوَ الَّذِیْ یَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَیَعْفُوْا عَنِ السَّیِّاٰتِ وَیَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ ﴿۲۵﴾	(২৫) আর তিনিই সেই সত্তা, যিনি তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করেন এবং গুনাহসমূহ মোচন করেন। আর তোমরা যা কর তিনি তা জানেন।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, ধরে নেওয়া যাক যে, যদি তুমি কোন কথা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করেও থাক তবে আল্লাহর এ শক্তি রয়েছে যে, তিনি তোমার হৃদয়ে মোহর মেরে দিতে পারেন, যাতে ফেরেশতা এ অলৌকিক কালামে পাক নিয়ে তোমার হৃদয়ে অবতীর্ণ হতে না পারে এবং ওহীর পথ বন্ধ হয়ে যায়, এমনকি পূর্ব প্রদত্ত ওহীও ছিনিয়ে নিতে পারে। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, "আর যদি ইচ্ছা করি তবে আমি তোমার প্রতি যে ওহী প্রেরণ করেছি তা ছিনিয়ে নিতে পারি। অতঃপর তুমি এজন্য আমার মোকাবেলায় কোন সহায় পাবে না, কিন্তু এটা কেবল তোমার প্রতিপালকের দয়া। নিশ্চয় তোমার প্রতি তার দয়া অনেক বড়" (বনী ইসরাইল)

কিন্তু এরপরও যখন ওহীর পথ বন্ধ হয়নি তখন এতে বোঝা যায় যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্যবাদী। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও মাআরিফুল কুরআন ইদরীসী) উল্লেখ্য, সত্যবাদী নবীর সত্যতার সমর্থন স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা তাঁর দ্বারা নানা রকম অলৌকিক বিষয়ের প্রকাশ ঘটান এবং মিথ্যা দাবীদারের নানান রকম দাবীকে ব্যর্থ করে দেন। এটাই আল্লাহ্ তাআলার সাধারণত যুক্তিসঙ্গত নিয়ম। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

- ২৪ নং আয়াত:

১. কুরআন নবীর রচনা নয়।

২. আল্লাহ বাতিলকে মুছে দেন এবং নিজ বাণী দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

৩. আল্লাহ অন্তরস্থ বিষয়াদি সম্পর্কে সবিশেষ অবগত।

- ২৫ নং আয়াত:

১. আল্লাহ বান্দাদের তওবা কবুল করেন এবং গুনাহসমূহ মোচন করেন।

২. আল্লাহ তাআলা মানুষের সব কর্ম সম্বন্ধে অবহিত। অতএব গোনাহের ব্যাপারে সাবধান সতর্ক হওয়া চাই। গোনাহ করলে তিনি জানবেন এবং শাস্তি পেতে হবে।

وَیَسْتَجِیْبُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَیَزِیْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ؕ وَالْكٰفِرُوْنَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیْدٌ ﴿۲۶﴾	(২৬) আর তিনি তাদের ডাকে সাড়া দেন যারা ঈমান আনে এবং নেক আমলাদি করে এবং তিনি তাদের প্রতি তার অনুগ্রহ বৃদ্ধি করে দেন। আর কাফেররা, তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।

www.maktabatulabrar.com

وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهٖ لَبَغَوْا فِی الْاَرْضِ وَلٰكِنْ یُّنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا یَشَآءُ ؕ اِنَّهٗ بِعِبَادِهٖ خَبِیْرٌۢ بَصِیْرٌ ﴿۲۷﴾	(২৭) আর যদি আল্লাহ্ তার সকল বান্দার জন্য রিযিক প্রশস্ত করে দিতেন তবে তারা অবশ্যই পৃথিবীতে দুরন্তপনা শুরু করত। কিন্তু তিনি যে পরিমাণ ইচ্ছা নাযেল করেন। নিশ্চয় তিনি তার বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক অবহিত, পর্যবেক্ষক[১]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার ভাণ্ডারে কোন কিছুর কমতি নেই। তিনি ইচ্ছা করলে সমস্ত মানুষকে ধনী করে দিতে পারতেন, কিন্তু এটা তাঁর হেকমতের পরিপন্থী। কেননা, এটা করা হলে তখন মানুষ সাধারণত অবাধ্য ও অনর্থ সৃষ্টিকারী হয়ে যেত। না আল্লাহর সামনে মাথা ঝুঁকাত, না কোন মানুষকে পাত্তা দিত। কেউ নিজের সম্পদের উপর সন্তুষ্ট থাকত না, লোভ-লালসার মাত্রা আরও বেড়ে যেত। যেমন বর্তমানে ধনিক সমাজে লক্ষ্য করা যায়। এ কারণেই আল্লাহ্ তাআলা সবাইকে সমানভাবে জীবিকার প্রাচুর্য দান করেননি। তবে কোন কালে যদি আল্লাহ তাআলার কোন খাস বান্দার দক্ষ পরিচালনায় মানুষ সাধারণভাবে সাচ্ছন্দ্যময় জীবন লাভ করে এবং সুখী-সমৃদ্ধ হয় তবে তার কথা ভিন্ন। কেননা তখন আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর গতিধারা ও মানুষের জীবন ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন সূচিত করবেন (যেমন মাহদিয়ে মাওউদ ও ঈসা মা'হুদের যুগে হওয়ার বর্ণনা রেওয়ায়েতে রয়েছে।) (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

- ২৬ নং আয়াত:

১. কেউ ঈমান আনলে নেক আমলাদি করলে আল্লাহ তার ডাকে সাড়া দেন এবং তার প্রতি অনুগ্রহ বৃদ্ধি করে দেন।

২. কাফেরদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

- ২৭ নং আয়াত:

১. আল্লাহ সকলকে জীবিকার প্রচুর্য দান করেন না। এর মধ্যে তার হেকমত রয়েছে। সকলকে প্রাচুর্য দান করলে মানুষ অবাধ্য ও অনর্থ সৃষ্টিকারী হয়ে যেত। তবে বিশেষ কোন জমানায় অন্য কোন কারণে সেটা করলে তা ভিন্ন কথা। (১ নং টীকা দ্রষ্টব্য)

২. আল্লাহ বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক অবহিত, পর্যবেক্ষক। কাকে কী পরিমাণ জীবিকা দিতে হবে তা তিনি ভালই জানেন।

وَهُوَ الَّذِیْ یُنَزِّلُ الْغَیْثَ مِنْۢ بَعْدِ مَا قَنَطُوْا وَیَنْشُرُ رَحْمَتَهٗ ؕ وَهُوَ الْوَلِیُّ الْحَمِیْدُ ﴿۲۸﴾	(২৮) এবং তিনিই সেই সত্তা, যিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন তাদের নিরাশ হয়ে পড়ার পর এবং তিনি তাঁর রহমত বিস্তৃত করে দেন এবং তিনিই অভিভাবক, প্রশংসার্হ।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيْهِمَا مِنْ دَآبَّةٍ ؕ وَهُوَ عَلٰى جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَآءُ قَدِيْرٌ ﴿٢٩﴾	(২৯) আর তাঁর (কুদরতের) নিদর্শনসমূহ থেকে (অন্যতম নিদর্শন) হচ্ছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে তিনি যেসব প্রাণী ছড়িয়ে দিয়েছেন সেগুলোর সৃষ্টি। আর তিনি যখন ইচ্ছা তাদের সমবেত করতে পূর্ণ সক্ষম[২]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, অনেক সময় যখন মানুষ বাহ্যিক অবস্থা ও পরিস্থিতি দেখে বৃষ্টির ব্যাপারে নিরাশ হয়ে যায়, তখন আল্লাহ্ তাআলা রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং চতুর্দিকে আপন অনুগ্রহের বরকত ও নিদর্শনাবলী ছড়িয়ে দেন। যাতে মানুষের কাছে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, রিযিক যেমন আল্লাহ তাআলার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, তেমনি রিযিকের উপকরনাদিও তাঁরই নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। রিযিক যেমন তিনি একটি পরিমিত পরিমাণে দিয়ে থাকেন তেমনি তার উপকরনাদিও একটি নির্ধারিত পরিমাণে দিয়ে থাকেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, রিযিক ও রিযিকের উপকরনাদি যেমন আল্লাহ্ তাআলার নিয়ন্ত্রণাধীন, তেমনি আসমান ও জমিন এবং এতদুভয়ের মধ্যে অবস্থিত সকল মাখলুক ও জীব-জন্তু তারই সৃষ্টি। উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতের বাহ্যিক অর্থ থেকে বোঝা যায় যে, পৃথিবীর ন্যায় আসমানেও কোন না কোন প্রকারের প্রাণী রয়েছে। এর ব্যাখ্যায় কোন কোন তাফসীরবিদ ফেরেশতা অথবা জান্নাতের প্রাণী অর্থ গ্রহন করেছেন। আবার কেউ কেউ এতদুভয়ের মধ্যস্থ বলতে পৃথিবীতে অবস্থিত প্রাণীজগৎ বুঝিয়েছেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও রূহুল মাআনী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৮ নং আয়াত:

আয়াতে বোঝানো হয়েছে রিযিক ও রিযিকের উপকরণাদি আল্লাহরই নিয়ন্ত্রণে। তিনি সকলের অভিভাবক। এর জন্য তিনি প্রশংসার্হ। অতএব তাঁর প্রশংসা করা চাই এবং তাঁর শোকরগুযারী করা চাই।

● ২৯ নং আয়াত:

১. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সমস্ত প্রাণীর সৃষ্টি আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন।

২. তিনি আখেরাতে সকলকে সমবেত করতে সক্ষম।

وَمَآ اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ﴿٣٠﴾	(৩০) আর তোমাদের উপর যে কোন বিপদ আপতিত হয় তা তোমাদের হাতের কামাইয়ের কারণেই এবং তিনি তোমাদের অনেক (অপরাধ) মাফ করে দেন[১]।

www.maktabatulabrar.com

وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ ۚ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِىٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿٣١﴾	(৩১) এবং তোমরা পৃথিবীতে (আত্মগোপন করে আল্লাহকে) অক্ষম করতে পারবে না এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের জন্য না আছে কোন অভিভাবক আর না কোন সাহায্যকারী।
وَمِنْ اٰيٰتِهِ الْجَوَارِ فِى الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ ﴿٣٢﴾	(৩২) আর তাঁর নিদর্শনসমূহের থেকে (অন্যতম নিদর্শন) হচ্ছে সমুদ্রে অবস্থিত পর্বতসদৃশ নৌযানসমূহ।
اِنْ يَّشَاْ يُسْكِنِ الرِّيْحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلٰى ظَهْرِهٖ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ﴿٣٣﴾	(৩৩) যদি তিনি ইচ্ছা করেন তবে বায়ুকে স্থির করে দিতে পারেন। ফলে সেগুলো তার (সমুদ্রের) পৃষ্ঠে নিশ্চল হয়ে পড়বে। নিশ্চয়ই এতে অনেক নিদর্শন রয়েছে প্রত্যেক ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য।
اَوْ يُوْبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوْا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيْرٍ ﴿٣٤﴾	(৩৪) অথবা তারা যেসব কর্ম করেছে তজ্জন্য সেগুলোকে ধ্বংস করে দিতে পারেন এবং তিনি অনেককে ক্ষমাও করে দেন।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, নেয়ামতসমূহ যেমনিভাবে বিশেষ নিয়ম, বিশেষ সময় ও অবস্থা অনুযায়ী দেওয়া হয় তেমনিভাবে মানুষের বিপদ-মুসিবতও বিশেষ বিশেষ কারণেই হয়ে থাকে। উদাহরণত মানুষ যেসব দুঃখ-দুর্দশার সম্মুখীন হয় তার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কারণ হচ্ছে তার কর্মই। মানুষ যেমন পানাহার ইত্যাদিতে অসতর্কতার দরুন নিজে অসুস্থ হয়ে পড়ে; অনেক সময় প্রাণও হারিয়ে বসে অথবা মায়ের অসতর্কতার দরুন শিশু অসুস্থ হয়ে থাকে অথবা কোন মহল্লা বা শহরের দু'এক ব্যক্তির অপরিণামদর্শিতার কারণে গোটা মহল্লা ও শহরবাসী বিপদে পড়ে, তেমনি কারও দীনী ও আধ্যাত্মিক অসতর্কতার কারণেও নিজের ও অপরের সমূহ ক্ষতি দেখা দেয়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩০ নং আয়াত:

আয়াতে বলা হয়েছে, দুনিয়াতে বিপদ-আপদ মানুষের কৃতকর্মের কারণেই হয়ে থাকে। অবশ্য অনেক অপরাধ আল্লাহ ক্ষমাও করে দিয়ে থাকেন।

● ৩১ নং আয়াত:

আয়াতে বলা হয়েছে, মানুষ আল্লাহকে অক্ষম করতে পারে না। আল্লাহ বিপদের ফয়সালা করলে তা কেউ ঠেকাতে পারে না। তবে আল্লাহ তাআলা সকলের অভিভাবক, সেমতে নেয়ামত হোক বা বিপদ-আপদ হোক সবটার মধ্যেই তার অভিভাবকত্ব নিহীত থাকে।

● ৩২–৩৪ নং আয়াতসমূহ:

আয়াতসমূহে আল্লাহ তাআলার অভিভাবকত্বের একটা নমুনা তুলে ধরা হয়েছে যে, সমুদ্র ও সমুদ্রের বায়ুকে তিনি নৌযান চলাচলের উপযোগী করে দিয়েছেন।

وَيَعْلَمَ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِنَا ؕ مَا لَهُمْ مِّنْ مَّحِيْصٍ ﴿٣٥﴾

(৩৫) এবং যারা আমার নিদর্শনসমূহের ব্যাপারে বিতর্ক করে তারা যাতে জেনে নেয় যে, তাদের জন্য কোন পালাবার জায়গা নেই[১]।

فَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ﴿٣٦﴾

(৩৬) অতঃপর তোমাদেরকে যা কিছু দেওয়া হয়েছে তা পার্থিব জীবনের ভোগ, আর যা কিছু আল্লাহর নিকট রয়েছে তা অনেক উত্তম ও অধিকতর স্থায়ী তাদের জন্য যারা ঈমান এনেছে এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপরই নির্ভর করে[২]।

وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَاِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ ﴿٣٧﴾

(৩৭) আর যারা কবীরা গুনাহসমূহ ও (বিশেষ করে) অশ্লীল বিষয়াদি থেকে বেঁচে থাকে এবং যখন তারা ক্রোধান্বিত হয় তখন তারা ক্ষমা করে দেয়।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, তাদেরকে এজন্য ধ্বংস করা যায়, যাতে তাদের কিছু কৃতকর্মের শাস্তি হয় এবং বড় বড় ঝগড়াটে লোকেরা দেখে নেয় যে, আল্লাহর পাকড়াও থেকে তাদের জন্য পালাবার কোন জায়গা নেই। (উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতে ويعلم-এর نصب-এর কেরাআত অনুযায়ী তরজমা ও টীকা লেখা হয়েছে। বিশুদ্ধতম অভিমত অনুযায়ী আয়াতটি تعليل محذوف এর সাথে সম্পৃক্ত। (দ্র. কাশশাফ, রাযী, রূহুল মাআনী ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, উপরোক্ত বক্তব্য শোনার পর মানুষের উচিত আল্লাহকে রাজী করার চেষ্টা করা এবং ক্ষণস্থায়ী জীবন ও স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে গর্ব না করা। উল্লেখ্য, মুমিনরা আল্লাহর কাছে যে নেয়ামত পাবে তা দুনিয়ার নেয়ামতের তুলনায় যেমনিভাবে উৎকৃষ্ট, তেমনিভাবে স্থায়ীও। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩৬–৩৭ নং আয়াতদ্বয়:

আয়াতদ্বয়ে জান্নাতী মুমিনদের প্রশংসায় আল্লাহর উপর নির্ভর করা এবং কবীরা গুনাহ ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং মুমিনের জন্য এগুলো অপরিহার্য।

وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۪ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ ۪ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿٣٨﴾

(৩৮) আর যারা তাদের প্রতিপালকের আহ্বানে সাড়া দিয়েছে, এবং যথাযথভাবে নামায আদায় করেছে, আর তাদের কাজ হচ্ছে তাদের পারস্পরিক পরামর্শ[৩] এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে তারা ব্যয় করে।

وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُوْنَ ﴿٣٩﴾

(৩৯) এবং যারা, তাদের উপর কোন উৎপীড়ন এসে পড়লে তারা প্রতিশোধ নেয়।

وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٠﴾

(৪০) মন্দের বদলে মন্দ তদ্রূপই[১]; অতঃপর কেউ মাফ করে দিলে এবং আপোষ-নিষ্পত্তি করে নিলে তার প্রতিদান আল্লাহর নিকট রয়েছে। নিশ্চয় তিনি জালেমদেরকে পছন্দ করেন না।

وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهٖ فَاُولٰٓئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيْلٍ ﴿٤١﴾

(৪১) আর যারা নিজেদের উপর উৎপীড়ন হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে তবে তাদের বিরুদ্ধে (অভিযোগের) কোন পথ নেই[৩]।

اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَيَبْغُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٤٢﴾

(৪২) কেবল তাদের বিরুদ্ধে (অভিযোগের) পথ রয়েছে, যারা মানুষের প্রতি জুলুম করে এবং অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে বিদ্রোহাচরণ করে বেড়ায়। তাদের জন্যই রয়েছে যন্ত্রণাময় শাস্তি[৪]।

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ﴿٤٣﴾

(৪৩)আর অবশ্য যে ধৈর্যধারণ করে এবং ক্ষমা করে দেয়, নিশ্চয়ই এটা দৃঢ়সংকল্পেরই কাজ[৫]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) পরামর্শ করে কাজ করাকে আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন। চাই সেটা কোন দীনী বিষয়ে হোক বা দুনিয়াবী বিষয়ে হোক। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির বেলায় সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করতেন। সাহাবায়ে কেরামও পরস্পরে পরামর্শ করতেন। বলা বাহুল্য যে, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি এবং কুরআন-হাদীসে সুস্পষ্ট বিবরণ নেই এমন বিষয়াদিই কেবল পরামর্শের আলোচ্য বিষয় হতে পারে। কেননা, খুঁটি-নাটি বিষয়াদি নিয়ে পরামর্শ করতে গেলে কোন কাজই সম্ভব নয় এবং কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত বিষয়ে পরামর্শ করার কোন মানে নেই। জ্ঞাতব্য যে, কেবল বুদ্ধিমান ও পরহেযগার থেকেই পরামর্শ নেওয়ার কথা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) মন্দ ব্যবহারের প্রতিশোধ হিসেবে প্রতিপক্ষের সাথে সমান সমান মন্দ ব্যবহার করা প্রকৃতপক্ষে মন্দ নয়, তবে যেহেতু বাহ্যিক দৃষ্টিতে মন্দের মত দেখা যায়, তাই এখানে তাকেও মন্দ বলা হয়েছে। (প্রাগুক্ত)

(৩) অর্থাৎ, অত্যাচারিত ব্যক্তি যদি অত্যাচারীর কাছ থেকে অত্যাচারের প্রতিকার চায়, তবে এতে তার কোন গুনাহ নেই বা তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করা যায় না, তবে মাফ করে দেওয়াই উত্তম ও শ্রেয়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

www.maktabatulabrar.com

(৪) অর্থাৎ, যারা প্রথমে জুলুম করে অথবা জুলুমের প্রতিকার হিসেবে প্রতিশোধ নিতে গিয়ে সীমালংঘন করে তাদের বড় গুনাহ হবে এবং তারা অপরাধী। (বয়ানুল কুরআন)

(৫) অর্থাৎ, ক্রোধ সংবরণ করা এবং নিপীড়ন সহ্য করে নিপীড়নকারীকে ক্ষমা করে দেওয়া বড় হৃদয় ও মাহাত্মের পরিচায়ক। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩৮–৩৯ নং আয়াতদ্বয়:

আয়াতদ্বয়ে জান্নাতী মুমিনদের আরও ৪টি গুনের কথা বর্ণিত হয়েছে। যথা: ১. প্রতিপালকের আহবানে সাড়া দেয়া। ২. যথাযথভাবে নামায আদায় করা। ৩. পারস্পরিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ করা। ৪. আল্লাহর দেয়া রিযিক থেকে ব্যয় করা।

● ৪০ নং আয়াত:

আয়াতে বলা হয়েছে, মন্দ ব্যবহারের প্রতিশোধ হিসেবে প্রতিপক্ষের সাথে সমান সমান মন্দ ব্যবহার করা জায়েয, তবে উত্তম হচ্ছে ক্ষমা করা ও আপোষ-পিম্পত্তি করে নেয়া।

● ৪১ নং আয়াত:

আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, অত্যাচারিত ব্যক্তি যদি সীমালংঘন না করে তার অধিকার আদায় করে নেয়, তবে তার এ জন্য গুনাহ হবে না। কিন্তু হদ্দের বেলায় কেউ প্রতিপক্ষ থেকে নিজে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারবে না। কেননা, হদ্দ কায়েমের অধিকার হচ্ছে সরকারী প্রশাসকের। (আইসারুত্তাফাসীর)

● ৪২ নং আয়াত:

আয়াতে বলা হয়েছে, জুলুমকারী ও বিদ্রোহাচরণকারীদের জন্য যন্ত্রণাময় শাস্তি রয়েছে।

● ৪৩ নং আয়াত:

আয়াতে বলা হয়েছে, প্রতিশোধ না নিয়ে ক্রোধ সংবরণ করা এবং নিপীড়ন সহ্য করে নিপীড়নকারীকে ক্ষমা করে দেওয়া বড় হৃদয় ও মাহাত্মের পরিচায়ক। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ وَّلِيٍّ مِّنْۢ بَعْدِهٖ ؕ وَتَرَى الظّٰلِمِيْنَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ يَقُوْلُوْنَ هَلْ اِلٰى مَرَدٍّ مِّنْ سَبِيْلٍ ﴿٤٤﴾ وَتَرٰىهُمْ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا خٰشِعِيْنَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُوْنَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ ؕ وَقَالَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ الْخٰسِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَاَهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اَلَآ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ فِىْ عَذَابٍ مُّقِيْمٍ ﴿٤٥﴾	(৪৪) আর যাকে আল্লাহ্ পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য এরপর কোন অভিভাবক নেই[১]। আর তুমি সেই অত্যাচারীদেরকে দেখবে, যখন তারা আযাব প্রত্যক্ষ করবে, তারা বলবে, প্রত্যাবর্তনের কোন পথ আছে কি[২] ? (৪৫) এবং তুমি তাদেরকে দেখবে, তাদেরকে উপস্থিত করা হচ্ছে তার (অর্থাৎ জাহান্নামের) সম্মুখে অপমানের কারণে অবনত অবস্থায়; তারা গুপ্তচোখে তাকাচ্ছে[৩]। আর যারা ঈমান এনেছে তারা বলবে, নিশ্চয়ই ক্ষতিগ্রস্ত তারাই, যারা কেয়ামতের দিন তাদের নিজেদেরকে ও তাদের পরিজনবর্গকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে[৪]। জেনে রাখ, নিশ্চয়ই জালেমগণ স্থায়ী আযাবে পড়ে থাকবে।

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলার তাওফীক ও সাহায্যেই কেবল মানুষ ন্যায়-নীতি এবং ধৈর্য ও ক্ষমাশীলতার মত মহৎ গুনাবলী হাসিল করতে পারে। তিনি যদি এসব উৎকৃষ্ট নৈতিকতার প্রতি পথ না দেখান তবে কে মানুষকে নৈতিক অবক্ষয়ের সুগভীর গহবর থেকে রক্ষা করবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, এমন কোন পথ আছে কি, যদ্বারা আমরা দুনিয়ায় ফিরে যেতে পারি এবং সেখান থেকে একেবারে সম্পূর্ণ ভাল মানুষ হয়ে আসতে পারি। (প্রাগুক্ত)

(৩) অর্থাৎ, একজন ভীত-সন্ত্রস্ত অপরাধীর মত লজ্জা ও অপমানে অবনমিত দৃষ্টিতে তাকাবে। কারও প্রতি পুরোপুরি উন্মুক্ত চোখে তাকাতে পারবে না। (প্রাগুক্ত)

(৪) অর্থাৎ, এমন হতভাগা যে, নিজেদের সাথে তাদের আত্মীয়-স্বজন এবং পরিবার-পরিজন নিয়ে ডুবল এবং সবাইকে বরবাদ করে ছাড়ল। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪৪–৪৫ নং আয়াতদ্বয়:

১. আল্লাহ যদি উৎকৃষ্ট নৈতিকতার পথ না দেখান তবে মানুষকে নৈতিক অবক্ষয়ের সুগভীর গহবর থেকে রক্ষা করার কেউ নেই।

২. কাফেররা আযাব প্রত্যক্ষ করার পর ভাল হওয়ার জন্য আবার দুনিয়ায় ফিরে আসার আকাংখা ব্যক্ত করবে, কিন্তু সে আকাংখা পূর্ণ হবে না।

৩. আযাবের সম্মুখীন হওয়ার পর মানুষের কী করুণ অবস্থা হবে তার কিছু বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে যে, তখন তারা ভীত-সন্ত্রস্ত অপরাধীর মত লজ্জা ও অপমানে অবনমিত দৃষ্টিতে তাকাতে থাকবে। কারও প্রতি পুরোপুরি উন্মুক্ত চোখে তাকাতে পারবে না।

৪. যারা নিজেদের সাথে নিজেদের আত্মীয়-স্বজন এবং পরিবার-পরিজন নিয়ে ডুবল তারা বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত।

৫. কাফেরদের জন্য রয়েছে স্থায়ী আযাব।

وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ اَوْلِيَآءَ يَنْصُرُوْنَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ سَبِيْلٍ ﴿٤٦﴾ اِسْتَجِيْبُوْا لِرَبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ ؕ مَا لَكُمْ مِّنْ مَّلْجَاٍ يَّوْمَئِذٍ وَّمَا لَكُمْ مِّنْ نَّكِيْرٍ ﴿٤٧﴾	(৪৬) আর আল্লাহর পরিবর্তে তাদের সাহায্য করবে এমন কোন অভিভাবক তাদের জন্য থাকবে না। আর আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য কোন পথ নেই[১]। (৪৭) তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দাও সেই দিন আসার পূর্বে যার কোনো পরিবর্তন নেই আল্লাহর পক্ষ থেকে[২]। তোমাদের জন্য সেদিন না থাকবে কোন আশ্রয়স্থল আর না থাকবে তোমাদের জন্য কোন প্রতিবাদকারী[৩]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, না তাদের জন্য দুনিয়াতে হেদায়েতের পথ রয়েছে না পরকালে মুক্তির পথ রয়েছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, দুনিয়াতে যেমন আযাব বিলম্বিত হয় অথবা সময়ান্তরিত হয় তেমনি সেদিন বিলম্বিত বা সময়ান্তরিত হবে না। (প্রাগুক্ত)

(৩) অর্থাৎ, সেদিন আল্লাহ্ তাআলাকে প্রতিবাদস্বরূপ এতটুকু জিজ্ঞেস করার কেউ থাকবে না যে, তাদের এ দুরবস্থা কেন হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪৬-৪৭ নং আয়াতদ্বয়:

আয়াতদ্বয় থেকে বোঝা যায় যে, দুনিয়াতে যেমন আল্লাহই একমাত্র অভিভাবক এবং হেদায়েত প্রদানকারী, তেমনি পরকালেও তিনিই একমাত্র সাহায্যকারী এবং অভিভাবক থাকবেন। সুতরাং মানুষের উচিত তাঁরই ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁরই আনুগত্য করা।

فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ؕ اِنْ عَلَيْكَ اِلَّا الْبَلٰغُ ؕ وَاِنَّآ اِذَآ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ فَاِنَّ الْاِنْسَانَ كَفُوْرٌ ﴿۴۸﴾

(৪৮) অতএব যদি তারা বিমুখতা প্রদর্শন করে তবে আমি তোমাকে তাদের রক্ষকরূপে পাঠাইনি। পৌঁছে দেওয়া ব্যতীত তোমার উপর কোন দায়িত[১] নেই। আর নিশ্চয় যখন আমি মানুষকে আমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ আস্বাদন করাই, তখন সে এতে আনন্দিত হয়। আর যদি তাদের উপর কোন মন্দ কিছু ঘটে তাদের হাতের কর্মের দরুন, তাহলে মানুষ তো হয়ে পড়ে চরম অকৃতজ্ঞ।

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ؕ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ ﴿۴۹﴾

(৪৯) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা দান করেন আর যাকে ইচ্ছা পুত্র দান করেন।

اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّاِنَاثًا ۚ وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ﴿۵۰﴾

(৫০) অথবা তিনি তাদেরকে পুত্র ও কন্যা মিশিয়ে দেন এবং যাকে ইচ্ছা তিনি নিঃসন্তান রাখেন। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান[২]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, তাদেরকে জোর-জবরদস্তি করে হেদায়েতের পথে আনার দায়িত্ব তোমাকে দেওয়া হয়নি। তোমার দায়িত্ব কেবল আল্লাহর বাণী তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া। তুমি যেহেতু এ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছ, তাই তারা যদি না গ্রহণ করে তবে তারা জাহান্নামে যাক। তোমার চিন্তার কোন কারণ নেই। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

www.maktabatulabrar.com

(২) অর্থাৎ, সংকট হোক বা স্বাচ্ছন্দ্য, সবই আল্লাহ প্রদত্ত। আসমান ও জমীনে তাঁরই রাজত্ব ও তাঁরই ক্ষমতা চলে। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং যাকে যা ইচ্ছা দেন, যাকে ইচ্ছা দেন না। যেমন কারও সন্তানই নেই, কারও শুধু ছেলে, কারও শুধু মেয়ে, আর কারও উভয় প্রকার। সুতরাং সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রতি ধাবিত হওয়াই জ্ঞানীর কাজ। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪৮ নং আয়াত:

১. রসূলের দায়িত্ব কেবল আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেয়া, জোরপূর্বক কাউকে মানানো তাঁর দায়িত্ব নয়।

২. মানুষের কৃতকর্মের দরুন তার বিপদ-আপদ ঘটে।

৩. অকৃতজ্ঞতার নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়েছে।

● ৪৯-৫০ নং আয়াতদ্বয়:

১. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌম ক্ষমতা আল্লাহর, তিনি যার ব্যাপারে যা ইচ্ছা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সন্তানাদি প্রদান করারও ক্ষেত্রেও তাঁর এই নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। সেমতে তিনি যাকে ইচ্ছা শুধু পুত্র-সন্তান দান করেন, যাকে ইচ্ছা শুধু কন্যা-সন্তান দান করেন, যাকে ইচ্ছা পুত্র ও কন্যা উভয়ই দান করেন আর যাকে ইচ্ছা নিঃসন্তান রাখেন।

২. আল্লাহ সর্বজ্ঞ, তাই তিনি জানেন কাকে কি সন্তান দেয়া সংগত কিংবা আদৌ সন্তান দেয়া সংগত কি না। সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَآئِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَآءُ ؕ اِنَّهٗ عَلِيٌّ حَكِيْمٌ ﴿۵۱﴾

(৫১) আর কোন মানুষের এ শক্তি নেই যে, আল্লাহ্ তার সাথে কথা বলবেন ওহীর মাধ্যম ব্যতিরেকে, অথবা পর্দার অন্তরাল ব্যতিরেকে, অথবা এই ব্যতিরেকে যে, তিনি কোন দূত প্রেরণ করবেন, অতঃপর সে (দূত) তাঁর (অর্থাৎ, আল্লাহর) অনুমতিক্রমে তিনি যা ইচ্ছা করেন ওহী পৌঁছে দেয়[১]। নিশ্চয় তিনি সমুন্নত, প্রজ্ঞাময়[২]।

وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا ؕ مَا كُنْتَ تَدْرِيْ مَا الْكِتٰبُ وَلَا الْاِيْمَانُ وَلٰكِنْ جَعَلْنٰهُ نُوْرًا نَّهْدِيْ بِهٖ مَنْ نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا ؕ وَاِنَّكَ لَتَهْدِيْٓ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿۵۲﴾

(৫২) আর এভাবেই আমি তোমার নিকট একটি রূহ তথা আমার নির্দেশ প্রেরণ করেছি[৩]। তুমি তো জানতে না কিতাব কী এবং জানতে না ঈমান কী? কিন্তু আমি এটাকে নূর স্বরূপ করেছি যদ্বারা আমি আমার বান্দাদের থেকে যাকে ইচ্ছা হেদায়েত প্রদান করি। আর নিশ্চয় তুমি সরল পথের প্রতি পথ দেখাচ্ছ।

صِرَاطِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ اَلَآ اِلَى اللّٰهِ تَصِيْرُ الْاُمُوْرُ ﴿۵۳﴾

(৫৩) সেই আল্লাহর পথ[৪], যার জন্য রয়েছে যা কিছু আকাশমণ্ডলীতে আছে এবং যা কিছু পৃথিবীতে আছে সবকিছুর মালিকানা। জেনে রাখ, আল্লাহরই সমীপে সমস্ত বিষয় প্রত্যাবর্তিত হবে[৫]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, কোন মানুষ তার গঠন ও শক্তির দিক থেকে এতটুকু সক্ষম নয় যে, সে আল্লাহ তাআলার সাথে সরাসরি কথা বলতে পারে। একারণেই মানুষের সাথে আল্লাহ তাআলার কথা বলার পদ্ধতি তিনটি। যথা: ১. কোন মাধ্যম ব্যতিরেকে পর্দার অন্তরাল থেকে কথা বলা। অর্থাৎ, নবী কথা শুনবেন, কিন্তু আল্লাহর দর্শন লাভ করবেন না। যেমন হযরত মূসা (আ.) তূর পাহাড়ে এবং হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মে'রাজের রাতে কথা শুনেছেন। ২. ফেরেশতার মাধ্যমে কথা বলা। তবে এ ক্ষেত্রে ফেরেশতা কোন আকার ধারণ করে সম্মুখে আসেন না, বরং সরাসরি নবীর কলবে অবতরণ করেন। এটাকেই সম্ভবত আয়াতে وَحْيًا শব্দ দ্বারা বোঝানো হয়েছে। ৩. ফেরেশতার মাধ্যমে কথা বলা। তবে এ ক্ষেত্রে ফেরেশতা কোন আকার ধারন করে সরাসরি সম্মুখে আসেন এবং আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেন। যেমন জিবরাঈল (আ.) এক দুই বার নিজ আকৃতিতে এবং অধিকাংশ সময় হযরত দিহয়া কালবী (রা.)-এর আকৃতিতে, আবার কখনও কখনও অপরিচিত লোকের আকৃতিতে আগমন করেছেন। এটাকেই সম্ভবত আয়াতে يُرْسِلَ رَسُوْلًا বলে বোঝানো হয়েছে। উল্লেখ্য যে, প্রথমটিকে আলোচ্য আয়াতে مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী থেকে সংক্ষেপিত)

(২) অর্থাৎ, তাঁর সমুন্নততার কারণেই তার সাথে সরাসরি কথা বলা যায় না, এবং নানান রকম হেকমতের কারণে তিনি বিভিন্ন পদ্ধতিতে নবীদের সাথে কথা বলতেন। (প্রাগুক্ত)

(৩) অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে আলোচ্য আয়াতে "রূহ" বলে কুরআনে করীমকে বোঝানো হয়েছে। কেননা, এর প্রভাবে মৃত অন্তর জীবিত হয় এবং মানুষ একটি অমর জীবন লাভ করে। বলা বাহুল্য যে, যেসব সম্প্রদায় কুফর, জুলুম ও নৈতিক অবক্ষয়ের দরুন আত্মিক দিক থেকে সম্পূর্ণরূপে মৃত হয়ে পড়েছিল এই কুরআন তাদের মধ্যে নতুন প্রাণের সঞ্চার করেছিল। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) অর্থাৎ, সরল পথ হচ্ছে সেটাই, যে পথে চলে মানুষ আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য লাভ করে। পক্ষান্তরে যে সেই পথ থেকে বিচ্যুত হবে সে তাঁর নৈকট্য থেকে দূরে সরে যাবে। (প্রাগুক্ত)

(৫) অর্থাৎ, যখন সবকিছুর পরিণাম তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তিত, তখন প্রথম থেকেই মানুষের সেই পরিণামের কথা ভেবে দেখা উচিত এবং স্বেচ্ছায় এমন পথের অনুসরণ করা উচিত, যা সরাসরি আল্লাহর নৈকট্য পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫১ নং আয়াত:

১. মানুষের সঙ্গে আল্লাহ তাআলার কথা বলার ৩টি পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে।

২. আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত সমুন্নত বিধায় তার সাথে সরাসরি কথা বলা যায় না। তিনি অত্যন্ত সমুন্নত। বিভিন্ন হেকমতের কারণে তিনি বিভিন্ন পদ্ধতিতে নবীদের সাথে কথা বলতেন। তিনি হেকমতওয়ালা।

● ৫২-৫৩ নং আয়াতদ্বয়:

১. ওহীর দ্বারা মানুষের মৃত অন্তর জীবিত হয়, তার দ্বারা মানুষ অমর জীবন লাভ করতে পারে।

২. ইলমে ওহী শিক্ষা লাভ করার সময় কিছুই জানি না– এমন মুক্তমনে তা অর্জন করতে হয়।

www.maktabatulabrar.com

এ জন্যই আয়াতে বলা হয়েছে, তুমি তো জানতে না কিতাব কি এবং জানতে না ঈমান কি ?

৩. ইলমে ওহী হচ্ছে নূর, এর দ্বারা কুফর, শিরক ও পাপাচারের অন্ধকার দূরীভূত হয়।

৪. আল্লাহ যাকে চান তাকেই ইলমে ওহী দ্বারা হেদায়াত দান করেন। তাই হেদায়াত লাভ করার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা চাই।

৫. রসূলের দায়িত্ব (তদ্রূপ রসূলের নায়েব উলামায়ে কেরামেরও দায়িত্ব) সিরাতে মুস্তাকীমের নির্দেশনা দান করা।

৬. সবকিছুর পরিণাম তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তিত। অতএব শুরু থেকেই সেই আল্লাহর নৈকট্য সন্ধান করা উচিত।

(৪৩) সূরা যুখরুফ[১] মক্কী
৮৯ আয়াত, ৭ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

حٰمٓ ①	(১) হা-মীম।
وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ②	(২) শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের।
اِنَّا جَعَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ③	(৩) নিশ্চয় আমি এটাকে করেছি আরবী কুরআন, যাতে তোমরা বুঝে নাও।
وَاِنَّهٗ فِيْٓ اُمِّ الْكِتٰبِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيْمٌ ④	(৪) নিশ্চয় ওটা লওহে মাহফুজে আমার নিকটে সুউচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, হেকমতপূর্ণ।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) যুখরুফ-এর মূল অর্থ স্বর্ণ। আলোচ্য সূরার ৩৩-৩৫নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, যদি সমস্ত মানুষ একটি জাতি তথা কাফেরে পরিলত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা না থাকত, তবে আল্লাহ কাফেরদের গৃহের ছাদ সিঁড়ি, দরজা ও খাট-পালঙ্ক পর্যন্ত স্বর্ণ ও রূপার করে দিতেন। বলা বাহুল্য যে, শত্রুকে কেউ কখনও সম্মানজনক বস্তু দেয় না। কাফেররা আল্লাহর বিরুদ্ধাচারী এবং শত্রু হওয়া সত্ত্বেও তাদের ঘর-বাড়ী ও আসবাবপত্র স্বর্ণ ও রূপার করে দেওয়ার কথা বলে মূলত পার্থিব ধনৈশ্বর্য ও রত্নরাজির হীনতা ও তুচ্ছতা প্রকাশ করেছেন। কেননা, এসব যদি আল্লাহর কাছে কোন রকম মূল্যমান রাখত, তবে আল্লাহ কাফেরদেরকে এর কিছুই দিতেন না। দুনিয়ার সম্পদের হীনতা ও তুচ্ছতা প্রকাশ যেহেতু আলোচ্য সূরায় বর্ণিত উপদেশাবলীর অন্যতম, তাই এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে সূরাতুয-যুখরুফ। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে দুনিয়ার হীনতা প্রকাশ করে পরকালের স্থায়ী সুখ-শান্তির প্রতি মানুষকে আগ্রহান্বিত করে তোলা। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে সম্পূর্ণ সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। তবে তাফসীরবিদ হযরত মুকাতিলের মতে সূরার ৪৫ নং আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ নয়। আয়াতটি কারও মতে মি'রাজের পথে

বায়তুল মুকাদ্দাসে, কারও মতে মি'রাজের সময় আসমানে, আবার কারও মতে মদীনায় অবতীর্ণ হয়। (রূহুল মাআনী)

পূর্ববর্তী সূরার শেষাংশে এবং আলোচ্য সূরার প্রথমাংশে উল্লেখিত রিসালাতের বর্ণনাই উভয় সূরার মধ্যকার সামঞ্জস্য। এ সূরার মৌলিক আলোচ্য বিষয়বস্তুর মধ্যে রয়েছে তাওহীদের প্রমাণ, শিরকের অসারতা, ওহীর প্রমাণ এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্তনা প্রদান। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১–৪ নং আয়াতসমূহ:

১. কিতাব তথা কুরআনের বিষয়বস্তু সুস্পষ্ট।

২. আরবি ভাষায় কুরআন নাযেল হয়েছে যাদের নিকট প্রথম নাযেল হয়েছিল তাদের বোঝার সুবিধার্থে।

৩. কুরআনের কপি লওহে মাহফূজে সংরক্ষিত রয়েছে।

৪. কুরআন মর্যাদাপূর্ণ ও হেকমতপূর্ণ কিতাব।

(৫) তবে কি আমি তোমাদের থেকে এই উপদেশ সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার করে নেব এ জন্য যে, তোমরা হচ্ছ সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়[১]।	اَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا اَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِيْنَ ۝٥
(৬) আর আমি পূর্ববর্তীদের মধ্যে বহু নবী প্রেরণ করেছিলাম।	وَكَمْ اَرْسَلْنَا مِنْ نَّبِيٍّ فِى الْاَوَّلِيْنَ ۝٦
(৭) এবং তাদের কাছে যে নবীই আগমন করত, তাঁর সাথে তারা বিদ্রূপ করত[২]।	وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ نَّبِيٍّ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝٧
(৮) অতঃপর আমি এদের চেয়ে শক্তিতে প্রবল সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দিয়েছিলাম। আর পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ত অতিবাহিত হয়েছে[৩]।	فَاَهْلَكْنَآ اَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَّمَضٰى مَثَلُ الْاَوَّلِيْنَ ۝٨

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, তোমরা মান না বলে আমি কি আমার উপদেশ সম্বলিত ওহী পাঠানো বন্ধ করে দেব? এরূপ আশা কখনও করো না। তোমাদের বাড়াবাড়ি এবং বিরুদ্ধাচরণ সত্ত্বেও আল্লাহর হেকমত ও রহমতের দাবি এই যে, ওহী অবতরণ ও আদেশ-উপদেশ প্রেরণের ধারা বন্ধ না হোক। কেননা, এর দ্বারা অনেক সৌভাগ্যবান উপকৃত হবে এবং অস্বীকারকারীদের মুখ পুরোপুরি বন্ধ হবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, পূর্ববর্তী নবীদের সাথেও উপহাস করা হয়েছে এবং তাদের শিক্ষাকে অস্বীকার করা হয়েছে, কিন্তু এ কারণে তখন ওহী প্রেরণের ধারা রহিত হয়নি। (প্রাগুক্ত)

(৩) অর্থাৎ, শিক্ষা গ্রহণের জন্য দৃষ্টান্ত স্বরূপ সেসব অস্বীকারকারীকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে এবং তাদের ধ্বংসের ঘটনা ইতঃপূর্বে বিবৃত হয়েছে। তারা শক্তি ও সামর্থে তোমাদের চেয়ে অনেক

www.maktabatulabrar.com

প্রবল ছিল। তারা যখন আল্লাহর পাকড়াও থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারেনি, তখন তোমরা কিসের উপর দম্ভ করছ। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যারা দীন প্রচারের কাজ করেন, তাদের উচিত সবধরনের লোকের কাছে দীনের দাওয়াত নিয়ে যাওয়া। কোন সম্প্রদায় একেবারেই পথভ্রষ্ট বা পাপাচারী বলেই তাদের কাছে দীনের দা'ওয়াত পৌছানো বন্ধ করা উচিত নয়। (মাআরিফুল কুরআন)

● ৬–৮ নং আয়াতসমূহ:

১. পূর্ববর্তী অনেক অপরাধী জাতিকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিল পরবর্তীদের শিক্ষার জন্য।

২. পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ধ্বংসের একটা বড় কারণ ছিল তাদের নবীদের সাথে উপহাস।

৩. কুরায়শ জাতিকে সতর্ক করা হয়েছিল এই বলে যে, পূর্ববর্তী ধ্বংসপ্রাপ্তরা তোমাদের চেয়ে শক্তিতে প্রবল হওয়া সত্ত্বেও যখন আল্লাহর পাকড়াও থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারেনি, তখন তোমরা কিসের উপর দম্ভ করছ।

(৯) আর যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছে? তবে তারা অবশ্যই বলবে, এগুলো সৃষ্টি করেছেন পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ (আল্লাহ)।	وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ ۝٩
(১০) যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন বিছানা এবং তাতে তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন পথ-ঘাট, যাতে তোমরা গন্তব্যস্থলে পৌছতে পার[১]।	الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّجَعَلَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۝١٠
(১১) এবং যিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন পরিমিতভাবে[২]। অতঃপর তদ্বারা আমি নির্জীব ভূখণ্ডকে সজীব করেছি। এভাবেই তোমাদেরকে (কবর থেকে) বের করা হবে[৩]।	وَالَّذِىْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءًۢ بِقَدَرٍ ۚ فَاَنْشَرْنَا بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا ۚ كَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ ۝١١

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, মানুষ পৃথিবীর যেখানেই বাস করুক, যাতে তারা পরস্পরে সাক্ষাৎ করতে পারে, একে অপরের কাছে পৌছতে পারে এবং চলাফেরা করে পার্থিব ও পরকালীন উদ্দেশ্য সাধনে সফলতার পথ খুঁজে নিতে পারে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, একটি নির্দিষ্ট পরিমালে, যা তার হেকমত মোতাবেক এবং তাঁর জ্ঞানের আওতায় নির্ধারিত ছিল। (প্রাগুক্ত)

(৩) অর্থাৎ, যেভাবে নির্জীব ভূমিকে বৃষ্টির মাধ্যমে সজীব করে দেন, তেমনি তোমাদের মৃত শরীরে প্রাণ সঞ্চারিত করে কবর থেকে পুনরুত্থিত করবেন। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৯-১০ নং আয়াতদ্বয়:

১. আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা।

২. আল্লাহ পৃথিবীকে মানুষের চলাচল ও বসবাসের যোগ্য করেছেন। তাই আল্লাহ শোকরগুজারী করা উচিত।

● ১১ নং আয়াত:

আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, যিনি নির্জীব ভূমিকে বৃষ্টির মাধ্যমে সজীব করতে পারেন, তিনি মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করতেও সক্ষম। (আইসারুত্তাফাসীর)

وَالَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْفُلْكِ وَالْاَنْعَامِ مَا تَرْكَبُوْنَ ﴿١٢﴾	(১২) এবং যিনি সমস্ত যুগলবস্তু সৃষ্টি করেছেন[১] এবং সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য এমন নৌযান ও চতুষ্পদ জন্তুসমূহ যাতে তোমরা আরোহণ কর।
لِتَسْتَوٗا عَلٰى ظُهُوْرِهٖ ثُمَّ تَذْكُرُوْا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُوْلُوْا سُبْحٰنَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ ﴿١٣﴾	(১৩) যাতে তোমরা সেগুলোর পিঠে স্থির হয়ে বসতে পার, অতঃপর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নেয়ামতকে স্মরণ কর, যখন তোমরা তার উপর স্থির হয়ে বস; এবং বল, তিনি পবিত্র, যিনি এগুলোকে আমাদের জন্য বশীভূত করে দিয়েছেন, অথচ আমরা তাকে বশীভূতকরণে সক্ষম ছিলাম না[২]।
وَاِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ﴿١٤﴾	(১৪) আর নিশ্চয়ই আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তিত হবই।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, পৃথিবীতে যত রকম যুগল বস্তু আছে এবং যতরকম মাখলুক আছে পরস্পরে সদৃশ হোক বা বিপরীত হোক সবকিছু আল্লাহ্ তা'আলাই সৃষ্টি করেছেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, চতুষ্পদ জন্তু বা নৌযানে আরোহণ করার সময় অন্তরে আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর। তিনি তোমাদেরকে এতটুকু শক্তি ও বুদ্ধিমত্তা দান করেছেন যে, নিজেদের জ্ঞান ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে এসব বস্তুকে বশীভূত করা তোমাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে। এটা কেবল তাঁরই অনুগ্রহ। অন্যথায় তোমাদের এতটুকু শক্তি-সামর্থ্য তো ছিল না যে, এসব বস্তুকে বশীভূত ও নিয়ন্ত্রিত করবে। বাহনজন্তু বা যানবাহনে উঠার সময় মুখে এ দু'আ পাঠ করবে– سُبْحٰنَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ এবং অন্তরে পরকালের সফর তথা আখেরাতের কথা স্মরণ করবে। উল্লেখ্য যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বাহনজন্তুতে আরোহণ করতেন তখন উপরোক্ত দু'আ পাঠ করতেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

www.maktabatulabrar.com

আহকাম ও শিক্ষা

● ১২-১৪ নং আয়াতসমূহ:

১. আল্লাহ তাআলা সব রকম মাখলূকের সৃষ্টিকর্তা।

২. আল্লাহ তাআলাই সব রকম জীবজন্তু ও যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করার মত ও বশীভূত রাখার মত জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা দান করেছেন। এজন্য চতুষ্পদ জন্তু বা নৌযানে আরোহণ করার সময় অন্তরে আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করা উচিত এবং আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করা উচিত।

৩. জীবজন্তু ও যানবাহনে আরোহণ করার সময় নিম্নোক্ত দুআ পাঠ করা– سُبْحٰنَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ

৪. সকলকে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে।

وَجَعَلُوْا لَهٗ مِنْ عِبَادِهٖ جُزْءًا ؕ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٥﴾	(১৫) আর তারা তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে তাঁর অংশ স্থির করেছে। নিশ্চয় মানুষ স্পষ্টই অকৃতজ্ঞ।
اَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنٰتٍ وَّاَصْفٰىكُمْ بِالْبَنِيْنَ ﴿١٦﴾	(১৬) তিনি যা সৃষ্টি করেন তা থেকে কি তিনি কন্যাসমূহ গ্রহণ করলেন এবং তোমাদেরকে বিশিষ্ট করলেন পুত্র সন্তান দ্বারা[১]?
وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيْمٌ ﴿١٧﴾	(১৭) অথচ যখন তাদের কাউকে সেই সংবাদ দেওয়া হয় যা সে অসীম দয়াময় (আল্লাহ)-এর জন্য দৃষ্টান্ত স্থির করে রেখেছে তখন তার চেহারা কালো হয়ে যায় এবং সে হয় মর্মাহত।
اَوَمَنْ يُّنَشَّؤُا فِى الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِى الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِيْنٍ ﴿١٨﴾	(১৮) আর তারা কি (আল্লাহর জন্য এমন কন্যা সন্তান স্থির করে) যে সাজ-সজ্জায় প্রতিপালিত হয় এবং সে তর্ক-বিতর্কে স্পষ্ট বক্তব্যদানে অক্ষম[২]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১ ও ২) অর্থাৎ, আল্লাহর নেয়ামতসমূহ চিনে তাঁর শোকর আদায় করা তাদের উচিত ছিল। কিন্তু তারা স্পষ্ট অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছে এবং আল্লাহর শানে অসমীচীন ব্যবহার করতে শুরু করেছে। আল্লাহর জন্য সন্তান সাব্যস্ত করাই তাদের বেয়াদবী ও অকৃতজ্ঞতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাও আবার বান্দাদের থেকে। এরপর আবার কন্যা। উল্লেখ্য যে, সন্তান হচ্ছে পিতার শরীরের অংশ। সুতরাং আল্লাহর সন্তান স্থির করার মানে এই দাঁড়ায় যে, তিনি একাধিক অংশ নিয়ে গঠিত। আর এটা জানা কথা যে, একাধিক অংশ নিয়ে গঠিত বস্তু নশ্বর হয়ে থাকে। তা ছাড়া পিতা ও সন্তানের মধ্যে জাতিগত সামঞ্জস্য থাকা চাই। অন্যথায় এটা পিতা বা সন্তানের কলঙ্ক বলে বিবেচিত হয়। তৃতীয়ত শারীরিক শক্তি ও মেধার দিক থেকে কন্যা হচ্ছে পুত্র সন্তানের তুলনায় দুর্বল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তারা

নিজেদের জন্য কন্যা সন্তানকে অকাম্য মনে করলেও আল্লাহর জন্য তা স্থির করতে দ্বিধা করত না। কন্যারা সাধারণত সাজ-সজ্জা নিয়ে মগ্ন থাকে এবং তর্ক-বিতর্কের সময় বাহুল্য-বর্জিত যুক্তি যুক্ত বক্তব্য প্রদান কিংবা জোরালোভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পারে না। এটা তাদের দুর্বলতার পরিচায়ক। সুতরাং এটা আল্লাহর জন্য কীকরে সমীচীন হতে পারে? (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

- ১৫–১৮ নং আয়াতসমূহ:

১. আল্লাহর জন্য সন্তান সাব্যস্ত করা বেয়াদবী ও অকৃতজ্ঞতার শামিল। (এবং এটা কুফরী।)

২. আল্লাহর জন্য সন্তান সাব্যস্ত করা, বিশেষত কন্যা সন্তান সাব্যস্ত করা নিতান্তই অযৌক্তিক।

وَجَعَلُوا الْمَلٰٓئِكَةَ الَّذِيْنَ هُمْ عِبٰدُ الرَّحْمٰنِ اِنَاثًا ؕ اَشَهِدُوْا خَلْقَهُمْ ؕ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْئَلُوْنَ ﴿١٩﴾	(১৯) আর তারা ফেরেশতাদেরকে –যারা অসীম দয়াময় (আল্লাহ্)-এর বান্দা– নারী সাব্যস্ত করেছে। ওরা কি তাদের সৃষ্টি প্রত্যক্ষ করেছিল। অবশ্যই ওদের উক্তি লিপিবদ্ধ করে নেওয়া হয় এবং ওরা জিজ্ঞাসিত হবে।
وَقَالُوْا لَوْ شَآءَ الرَّحْمٰنُ مَا عَبَدْنٰهُمْ ؕ مَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ؕ اِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ ﴿٢٠﴾	(২০) এবং ওরা বলে, যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করতেন তবে আমরা তাদের উপাসনা করতাম না। এ সম্পর্কে তাদের কোনও জ্ঞান নেই। তারা তো কেবল অনুমানে বলছে[১]।
اَمْ اٰتَيْنٰهُمْ كِتٰبًا مِّنْ قَبْلِهٖ فَهُمْ بِهٖ مُسْتَمْسِكُوْنَ ﴿٢١﴾	(২১) অথবা আমি কি তাদেরকে এর পূর্বে কোন কিতাব দান করেছি যে, তারা তার প্রতি রক্ষণশীল?
بَلْ قَالُوْٓا اِنَّا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا عَلٰٓى اُمَّةٍ وَّاِنَّا عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿٢٢﴾	(২২) বরং তারা বলে, আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে একটি তরীকার উপর পেয়েছি এবং নিশ্চয় আমরা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণে পরিচালিত হচ্ছি[২]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, তারা তাদের শিরকী কার্যকলাপের সপক্ষে একটা যুক্তি দাঁড় করিয়ে থাকে যে, আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছা করলে তিনি ব্যতীত অন্য যে কোন বস্তুর উপাসনা থেকে তাদরেকে বিরত রাখতেন। যখন তিনি এটা করেননি তখন বোঝা যায় যে, তাদের কাজ আল্লাহর কাছে পছন্দনীয়। তাদের বক্তব্যের উত্তরে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, তাদের এ দাবি জ্ঞান-নির্ভর নয়, তারা অনুমান করে কথা বলে মাত্র। এটা সত্য কথা যে, আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতিরেকে কিছুই হতে পারে না। তবে এ ইচ্ছাকে যদি কর্মের বৈধতার দলীল হিসাবে ধরে নেওয়া হয়, তবে পৃথিবীতে কোন মন্দ কাজের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না, সবই বৈধ বলে গন্য হয়ে যাবে। সুতরাং এতে বোঝা গেল যে, কর্মক্ষমতা দানের ইচ্ছা ও তার প্রতি সন্তুষ্টি এক কথা নয়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী থেকে সার-সংক্ষেপ)

www.maktabatulabrar.com

(২) অর্থাৎ, তাদের যুক্তি যখন অসার প্রমাণিত হল, তখন তাদের কাছে কি কোন আসমানী কিতাবের প্রমাণ রয়েছে? তাও নেই। আছে শুধু তাদের পিতৃপুরুষদের অন্ধ অনুকরণ। এটাই তাদের সবচেয়ে শক্ত দলীল, যা প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ অর্থহীন।

আহকাম ও শিক্ষা

- ১৯ নং আয়াত:

১. মুশরিকরা যে বলত, ফেরেশতারা আল্লাহর কন্যা– এ কথা খণ্ডন করা হয়েছে।

২. এ কথার জন্য মুশরিকদেরকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহী করতে হবে।

- ২০–২২ নং আয়াতসমূহ:

১. শিরকী কাজ করে বা যে কোন পাপ কাজ করে এই যুক্তি প্রদান করে পার পাওয়া যাবে না যে, "আল্লাহ চেয়েছেন বলেই তো এটা করেছি। তিনি না চাইলে তো এটা করতে পারতাম না।" বস্তুত আল্লাহ কর্তৃক কোন কাজের ক্ষমতা দান ও সেই কাজের প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি এক কথা নয়।

২. যে কোন বিষয় বৈধ হওয়ার জন্য আসমানী কিতাবের (কিংবা তার ব্যাখ্যা হাদীছের) প্রমাণ দরকার। কুরআন হাদীছের প্রমাণ ছাড়া শুধু পিতৃপুরুষরা করেছে– এটা কোন দলীল নয়। এটাকে বলা হয় পূর্ব পুরুষদের অন্ধ অনুকরণ, যা গ্রহণযোগ্য নয়।

وَكَذٰلِكَ مَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِىْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَآ ۙ اِنَّا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا عَلٰٓى اُمَّةٍ وَّاِنَّا عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ مُّقْتَدُوْنَ ﴿٢٣﴾	(২৩) আর এইভাবে আমি তোমার পূর্বে কোন জনপদে কোন সতর্ককারী (নবী) প্রেরণ করলেই তার সমৃদ্ধিশালী লোকেরা বলেছে, নিশ্চয় আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে একটি তরীকার উপর পেয়েছি এবং নিশ্চয় আমরা তাদের পদাঙ্কের উপর চলছি।
قٰلَ اَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِاَهْدٰى مِمَّا وَجَدْتُّمْ عَلَيْهِ اٰبَآءَكُمْ ؕ قَالُوْٓا اِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿٢٤﴾	(২৪) সে (অর্থাৎ, তাদের রসূল) বলেছে, তোমরা কি (তোমাদের পিতৃপুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই যাবে) যদিও আমি তোমাদেরকে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট পথ-নির্দেশ এনে দিয়েছি, যার উপর তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষদেরকে পেয়েছ[১]? তারা বলেছে, নিশ্চয় তোমরা যা সহকারে প্রেরিত হয়েছ আমরা তার অস্বীকারকারী[২]।
فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٢٥﴾	(২৫) অতঃপর আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ নিয়েছি (অর্থাৎ তাদেরকে শাস্তি দিয়েছি।)। সুতরাং দেখ, অবিশ্বাসীদের পরিণাম কেমন হয়েছে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, আমি যে দীন নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছি তা তো তোমাদের পিতৃপুরুষদের অবলম্বিত তরীকা থেকে অনেক উত্তম। তবুওকি তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষদের অন্ধ অনুকরণ করেই যাবে। (বায়ানুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ, উত্তরে তারা বলেছিল, তুমি যে দীন নিয়ে এসেছ তা আমরা মানবই না। আমরা তোমার পেশকৃত দীন বিশ্বাসই করি না, এবং আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের নিয়ম-প্রথা ছাড়তে পারবো না।

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৩-২৫নং আয়াতসমূহ:

১. সমৃদ্ধিশালীদের মধ্যেই বেশি নাফরমান হয়ে থাকে।

২. শরীয়তের দলীল ব্যতিরেকে পিতৃপুরুষদের অন্ধ অনুকরণ কোন দলীল নয়, এটা হারাম। পূর্ণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় হচ্ছে হেদায়েতের পথ অনুসরণ করা, যদিও তা নিজ সম্প্রদায় ও জাতিমতের বিপরীত হয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

৩. যারা পিতৃপুরুষদের অন্ধ অনুকরণে অটল থেকে নবী-রসূলদের আনীত ধর্ম অমান্য করেছে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে শাস্তি দিয়েছেন।

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖٓ اِنَّنِيْ بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُوْنَ ﴿٢٦﴾	(২৬) আর (স্মরন কর,) যখন ইবরাহীম তাঁর পিতা ও তাঁর সম্প্রদায়কে বলল, নিশ্চয় আমি তাদের সাথে সম্পর্কহীন যাদের তোমরা উপাসনা কর।
اِلَّا الَّذِيْ فَطَرَنِيْ فَاِنَّهٗ سَيَهْدِيْنِ ﴿٢٧﴾	(২৭) কেবল (আমার সম্পর্ক তাঁরই সাথে) যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর নিশ্চয় তিনি আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করবেন[১]।
وَجَعَلَهَا كَلِمَةًۢ بَاقِيَةً فِيْ عَقِبِهٖ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٢٨﴾	(২৮) এবং সে এটাকে তার পরবর্তীদের জন্য স্থায়ী বাণীরূপে রেখে গেছে, যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে[২]।
بَلْ مَتَّعْتُ هٰٓؤُلَآءِ وَاٰبَآءَهُمْ حَتّٰى جَآءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُوْلٌ مُّبِيْنٌ ﴿٢٩﴾	(২৯) বরং আমি এদেরকে এবং এদের পিতৃপুরুষদেরকে ভোগের সুযোগ দিয়েছি। অবশেষে তাদের কাছে সত্য ও স্পষ্ট প্রচারক রসূল আগমন করল[৩]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, কেবল এক আল্লাহর সাথেই আমার সম্পর্ক, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই আমাকে মনযিলে মকসুদে পৌঁছে দেবেন। উল্লেখ্য, এখানে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কাহিনী এ উদ্দেশ্যে বর্ণনা করা হয়েছে যে, দেখ, তোমাদের অবিসংবাদিত পথের দিশারী পিতৃপুররুষদের আদর্শ ও তরীকা ভ্রান্ত দেখে তা পরিহার করে দিয়েছিল। তোমরাও তাই কর। যদি

www.maktabatulabrar.com

পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুকরণ করতেই চাও তবে সেই পিতৃপুরুষের অনুসরণ কর, যিনি সত্য ও ন্যায়ের পতাকা উড্ডীন করেছেন এবং এক আল্লাহ্ ব্যতীত কারও উপাসনা করেননি। –দ্রষ্টব্য সূরা বাকারা, আয়াতঃ ১৩২,১৩৩। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, যাতে একে অপরের কাছ থেকে তাওহীদের বর্ণনা ও দলীল শুনে সত্যের প্রতি ধাবিত হয়। (প্রাগুক্ত)

(৩) অর্থাৎ, আক্ষেপের বিষয় যে ,তারা ইবরাহীম (আ.)-এর উত্তরাধিকার লাভ করেনি এবং তার উপদেশ তারা শুনেনি। বরং আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদ নিয়ে ভোগে মত্ত হয়ে আল্লাহকে ভুলে বসেছে। অবশেষে তাদেরকে গাফলতির নিদ্রা থেকে জাগাবার জন্য সুস্পষ্ট বাণী নিয়ে রসূল আগমন করেছে। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৬-২৯ নং আয়াতসমূহ:

১. ভ্রান্ত পূর্বসূরীদের অনুসরণ থেকে মুক্ত থাকা ছিল হযরত ইবরাহীম (আ.)–এর আদর্শ।

২. হযরত ইবরাহীম (আ.) পরবর্তীদের জন্য তাওহীদের শিক্ষা রেখে গেছেন।

৩. একে অপরের কাছ থেকে তাওহীদের বর্ণনা ও দলীল শুনে সত্যের প্রতি ধাবিত হওয়া উচিত।

৪. আরব মুশরিকদের আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদ নিয়ে ভোগে মত্ত হয়ে আল্লাহকে ভুলে যাওয়ার নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়েছে।

وَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ وَّاِنَّا بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿٣٠﴾	(৩০) আর যখন তাদের কাছে সেই সত্য এল তখন তারা বলল, এটা যাদু এবং নিশ্চয় আমরা এর অস্বীকারকারী[১]।
وَقَالُوْا لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ ﴿٣١﴾	(৩১) এবং তারা বলল, এই কুরআন কেন নাযেল করা হয়নি দুই জনপদের মধ্য থেকে কোন এক বড় ব্যক্তির উপর[২]?
اَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ؕ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ؕ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ﴿٣٢﴾	(৩২) তারা কি তোমার প্রতিপালকের রহমত (নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী) বণ্টন করে[৩]? আমিই পার্থিব জীবনে তাদের মধ্যে তাদের জীবিকা বণ্টন করে দিয়েছি এবং আমি তাদের একজনকে অপরজনের উপর মর্যাদায় উন্নীত করেছি, যাতে তাদের একজন অপরজনকে আয়ত্তাধীন রাখতে পারে[৪]। আর তোমার প্রতিপালকের রহমত তারা যা সঞ্চয় করে তার চেয়ে উত্তম[৫]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, তারা কুরআনকে অস্বীকার করল এবং এটাকে যাদু আখ্যা দিতে লাগল। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, কুরআন যদি অবতীর্ণ হওয়ারই ছিল তবে মক্কা বা তায়েফের কোন নেতৃস্থানীয় লোকের উপরই হত। এটা কীকরে মেনে নেওয়া যায় যে, বড় বড় সম্পদশালী ও নেতৃস্থানীয় লোকজন ছেড়ে আল্লাহ্ তা'আলা রিসালাতের গুরু দায়িত্বের জন্য এমন একজন ব্যক্তিকে বেছে নিলেন, যে সম্পদ ও ক্ষমতার দিক থেকে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য নয়। (প্রাগুক্ত)

(৩) অর্থাৎ, নবুওয়ত ও রিসালাতের গুরুদায়িত্ব বণ্টনের ভার কি তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে যে, তোমরা নবুওয়ত ও রিসালাতের মনোনয়ন নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করছ? (প্রাগুক্ত)

(৪) অর্থাৎ, কাউকে ধনী করেছি, কাউকে গরীব, একজনকে অঢেল সম্পদ দান করেছি, আরেক জনকে তার চেয়ে কম, কেউ অনুগত আর কেউ অধিকর্তা। (প্রাগুক্ত)

(৫) অর্থাৎ, নবুওয়ত ও রিসালাতের মর্যাদা তো দুনিয়ার যাবতীয় ধন-সম্পদ, মান-মর্যাদা এবং আসবাব-উপকরণের চেয়ে অনেক বড়। সুতরাং কীকরে তাদের মনমত দেওয়া যায়। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩০-৩২নং আয়াতসমূহ:

১. কাফেররা কুরআনকে যাদু বলে আখ্যায়িত করত।

২. নবুওয়ত ও রিসালাতের গুরুদায়িত্ব বণ্টনের ভার মানুষের উপর অর্পন করা হয়নি।

৩. পার্থিব সম্পদ ও মর্যাদা নবী রসূল মনোনীত হওয়ার মাপকাঠি নয়।

৪. পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলা মানুষের মধ্যে ধন-সম্পদ প্রদানের ক্ষেত্রে তারতম্য করেছেন। তার একটি রহস্য এই যে, যাতে করে একে অন্যকে অনুগত রাখতে পারে। সকলের সম্পদ এক সমান হলে কেউ কারও অনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার করত না। তাহলে পৃথিবীর কাজকর্ম ও ব্যবস্থাপনা অচল হয়ে পড়ত।

وَلَوْلَآ اَنْ يَّكُوْنَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَنْ يَّكْفُرُ بِالرَّحْمٰنِ لِبُيُوْتِهِمْ سُقُفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَّمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُوْنَ ﴿٣٣﴾	(৩৩) আর যদি এটা না হত যে, (প্রায়) সব মানুষ একই মতাবলম্বী (কাফের) হয়ে যাবে, তবে আমি যারা অসীম দয়াময় (আল্লাহ)-কে অস্বীকার করে তাদের জন্য তাদের গৃহসমূহের ছাদ রূপার করে দিতাম এবং সিঁড়িগুলোও, যার উপর তারা আরোহণ করে।
وَلِبُيُوْتِهِمْ اَبْوَابًا وَّسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِـُٔوْنَ ﴿٣٤﴾	(৩৪) এবং তাদের গৃহসমূহের দরজাগুলো এবং খাটগুলোও, যার উপর তারা হেলান দিয়ে বসে।
وَزُخْرُفًا ؕ وَاِنْ كُلُّ ذٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؕ وَالْاٰخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿٣٥﴾	(৩৫) এবং করে দিতাম স্বর্ণেরও[১]। আর এসব তো পার্থিব জীবনের ভোগসম্ভার ব্যতীত কিছুই নয়। আর আখেরাত তো রয়েছে তোমার প্রতিপালকের কাছে মুত্তাকীদের জন্য[২]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলার কাছে এ দুনিয়ার ধন-সম্পদের কোনও মূল্য নেই। কাউকে ধন-সম্পদের প্রাচুর্য দেওয়া হলে তাতে এ কথা বোঝায় না যে, আল্লাহ তাআলার কাছেও সে মর্যাদাশীল। দুনিয়ার ধন-সম্পদ এতই তুচ্ছ যে, যদি সাধারণ মানুষের বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকত তবে আল্লাহ্ তাআলা কাফেরদের গৃহের ছাদ, সিঁড়ি, দরজা, চৌকাঠ, তাক ও খাট-পালঙ্ক সবই রূপা ও স্বর্ণের বানিয়ে দিতেন। কিন্তু তখন কাফেরদের এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে আল্লাহর খাস বান্দাগণ ব্যতীত প্রায় সকলেই কুফ্‌রীর পথ ধরে ফেলত। অথচ আল্লাহ্ তাআলা এটা চান না, তাই তিনি এমনটি করেননি। এক হাদীসে বলা হয়েছে, যদি দুনিয়ার মর্যাদা আল্লাহর কাছে একটি মাছির ডানার সমানও হত, তবে তিনি কোন কাফেরকে এক ঢোক পানিও পান করতে দিতেন না। সুতরাং যা আল্লাহর কাছে এতই তুচ্ছ তাকে আল্লাহর নিকট মর্যাদা এবং নবুওয়ত ও রিসালাত লাভের মানদণ্ড স্থির করা কতটুকুই বা ঠিক। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে তো মুসলমান-কাফের সবাই অংশীদার, কিন্তু আখেরাতের নেয়ামত কেবল মুত্তাকীদের জন্যই। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩৩-৩৫ নং আয়াতসমূহ:

১. আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে কুফরীর পথ থেকে বাঁচানোর জন্য কাফেরদেরকে আরও বেশি সম্পদ দান করা থেকে বিরত রয়েছেন।

২. দুনিয়ার সম্পদের তুচ্ছতার দিকে ইংগিত রয়েছে।

৩. দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে তো মুসলমান-কাফের সবাই অংশীদার, কিন্তু আখেরাতের নেয়ামত কেবল মুত্তাকীদের জন্যই। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطٰنًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌ ﴿٣٦﴾	(৩৬) আর যে ব্যক্তি অসীম দয়াময় (আল্লাহ)-এর উপদেশ থেকে বিমুখ হয়, আমি তার জন্য এক শয়তান নিয়োজিত করি, অতঃপর সেই হয় তার সহচর[১]।
وَاِنَّهُمْ لَيَصُدُّوْنَهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿٣٧﴾	(৩৭) আর নিশ্চয় তারা (শয়তানরা) তাদেরকে পথ থেকে বিরত রাখে, অথচ তারা ধারনা করে যে তারা হেদায়েতপ্রাপ্ত।
حَتّٰٓى اِذَا جَآءَنَا قَالَ يٰلَيْتَ بَيْنِىْ وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِيْنُ ﴿٣٨﴾	(৩৮) অবশেষে যখন সে আমার কাছে আসবে তখন সে (শয়তানকে) বলবে, হায়! যদি আমার ও তোমার মধ্যে পূর্ব ও পশ্চিমের ব্যবধান থাকত (তবে কতই না ভাল হত)! কেননা, কতইনা নিকৃষ্ট সহচর তুমি[২]।

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, যে ব্যক্তি সঠিক উপদেশ ও আল্লাহর স্মরণের প্রতি বিমুখতা প্রদর্শন করে তার জন্য একটি বিশেষ শয়তান নিয়োজিত করে দেওয়া হয়, যে সব সময় তাকে বিভ্রান্ত করে এবং তার অন্তরে নানা রকম কুমন্ত্রণা দেয়। এ শয়তান জাহান্নাম পর্যন্ত তার সাথে থাকে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) অর্থাৎ, আল্লাহর কাছে গেলেই পরে দেখা যাবে যে, শয়তান কতই নিকৃষ্ট সঙ্গী ছিল। তখন তীব্র ক্ষোভের সাথে শয়তানকে বলবে, যদি তোমার ও আমার মধ্যে পূর্ব ও পশ্চিম তথা দুই দিগন্তের দূরত্ব থাকত তবে কতই না ভাল হত। যদি একটি মুহূর্তও তোমার সাথে আমার অতিবাহিত না হত তবেই হত শ্রেয়। সুতরাং হে অভিশপ্ত হতভাগা, তুমি এখন আমার থেকে দূরে সরে যাও। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩৬-৩৮ নং আয়াতসমূহ:

১. সঠিক উপদেশ ও আল্লাহর স্মরণের প্রতি বিমুখতা প্রদর্শনকারীদের জন্য বিশেষ শয়তান নিযুক্ত থাকে। (১ নং টীকা দ্রষ্টব্য)

২. উক্ত শয়তানরা তাদেরকে হোদয়েতের পথ থেকে বিরত রাখে, কিন্তু তাদের বিবেক এতই বিকৃত হয়ে যায় যে, তখন তারা শয়তানের প্রদর্শিত সেই পথকেই হেদায়েতের পথ মনে করে। ভাল-মন্দ পৃথক করার জ্ঞান পর্যন্ত তাদের থাকে না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

৩. আল্লাহর কাছে যাওয়ার পর শয়তানের সঙ্গীরাও বুঝতে পারবে যে, শয়তান কত নিকৃষ্ট সঙ্গী।

(৩৯) আর যখন তোমরা অন্যায় করেছ তখন আজ এ কথা তোমাদের কোন উপকারে আসবে না, যেহেতু তোমরা সকলেই আযাবে শরীক (রয়েছে)[১]।	وَلَنْ يَّنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ اِذْ ظَّلَمْتُمْ اَنَّكُمْ فِى الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ ﴿٣٩﴾
(৪০) সুতরাং তুমি কি বধিরদেরকে শুনাতে পারবে? অথবা তুমি কি অন্ধদেরকে এবং যারা সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে তাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করতে পারবে?	اَفَاَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ اَوْ تَهْدِى الْعُمْىَ وَمَنْ كَانَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٤٠﴾
(৪১) অতঃপর যদি আমি তোমাকে তুলে নিই তবুও আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ নিবই।	فَاِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَاِنَّا مِنْهُمْ مُّنْتَقِمُوْنَ ﴿٤١﴾
(৪২) অথবা আমি তাদেরকে যে ভয় দেখিয়েছি তা যদি আমি তোমাকে দেখাই তবুও আমি তাদের উপর নিশ্চয় পূর্ণ ক্ষমতাবান[২]।	اَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِىْ وَعَدْنٰهُمْ فَاِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُوْنَ ﴿٤٢﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) দুনিয়ার সাধারণ নিয়ম এই যে, যখন ছোট-বড় সবাই কোন বিপদ-আপদে আক্রান্ত হয়, তখন সে বিপদ কিছুটা লঘু মনে হয়, কথায় বলে, "দলে-বলে করলেও ভাল"। কিন্তু জাহান্নামে জিন

www.maktabatulabrar.com

ও মানব জাতীয় শয়তান তথা সকল অনুসারী ও অনুসৃতদের সমবেত হওয়ার এবং আযাবে শরীক হওয়ার পরও আযাবের কোন তারতম্য হবে না এবং এতে কারও কোন সুবিধাও হবে না। তখন আযাবের এত তীব্রতা থাকবে যে, এসব অসার কথা-বার্তা দ্বারা কোন রকম সান্ত্বনা কিংবা আযাব লঘু হবে না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, বিবেকান্ধদেরকে সত্যের পথ দেখানো, বধিরদেরকে সত্যের বাণী শোনানো এবং পথভ্রষ্টদেরকে সত্যের রাজপথে নিয়ে আসা তোমার এখতিয়ারাধীন নয়, এটা আল্লাহ তাআলার এখতিয়ারে। তিনি ইচ্ছা করলে তোমার কথায় হেদায়েতের প্রভাব দিতে পারেন। সুতরাং তুমি এ দুশ্চিন্তায় থাকবে না যে, তারা কেন সত্য বাণীটি কবুল করছে না। তাদের ব্যাপার আল্লাহর উপর সোপর্দ কর। তিনিই তাদের শাস্তি দেবেন। তোমার জীবদ্দশায়ও দিতে পারেন তোমার তিরোধানের পরও। মোটকথা তারা আমার আয়াত্বের বাইরে যেতে পারছে না। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩৯-৪০ নং আয়াতদ্বয়:

১. শয়তান নিকৃষ্ট সঙ্গী– এই বুঝ পরকালে অর্জিত হলে তাতে কোন উপকার হবে না। এই বুঝ দুনিয়াতেই অর্জিত হওয়া দরকার।

২. বিবেকান্ধদেরকে সত্যের পথ দেখানো দ্বারা কোন ফায়দা হয় না, বধিরদেরকে সত্যের বাণী শোনানো দ্বারা কোন ফায়দা হয় না।

৩. রসূলকে শান্ত্বনা প্রদান করা হয়েছে যে, তারা হেদায়েত গ্রহণ না করলে তোমার দুশ্চিন্তা করার দরকার নেই।

● ৪১-৪২ নং আয়াতদ্বয়:

আয়াতদ্বয়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হয়েছে, তারা হেদায়েতের উপর না এলে তাদের ব্যাপারটা আল্লাহর উপর সোপর্দ কর। তিনিই তাদের শাস্তি দেবেন। তোমার জীবদ্দশায়ও দিতে পারেন তোমার তিরোধানের পরও। তিনি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান।

(৪৩) অতএব তোমার প্রতি যে ওহী প্রেরণ করা হয়েছে তা তুমি দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাক। নিশ্চয় তুমি সরল পথের উপর প্রতিষ্ঠিত[১]।	فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِىْٓ اُوْحِىَ اِلَيْكَ ۚ اِنَّكَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٤٣﴾
(৪৪) আর নিশ্চয় এটা তোমার জন্য এবং তোমার সম্প্রদায়ের জন্য বড়ই সুনামের বিষয় এবং অচিরেই তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে[২]।	وَاِنَّهٗ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۚ وَسَوْفَ تُسْئَلُوْنَ ﴿٤٤﴾
(৪৫) আর আমি তোমার পূর্বে আমার যে সকল রসূল প্রেরণ করেছি তাদেরকে তুমি জিজ্ঞেস কর, আমি কি অসীম দয়াময় (আল্লাহ) ব্যতীত অন্য ইলাহ স্থির করেছিলাম, যাদের ইবাদত করা যায়[৩]?	وَسْئَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَآ اَجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ اٰلِهَةً يُّعْبَدُوْنَ ﴿٤٥﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, আপনার দায়িত্ব হচ্ছে ওহীর অনুসরণ করা এবং যে হুকুক দেওয়া হয়, তার উপর অবিচল থাকা। দুনিয়া যে দিকে এবং যে পথেই যাক না কেন, আপনি আলাহর রহমতে সরল পথেই রয়েছেন। এ থেকে আপনার একচুলও নড়াবার প্রয়োজন নেই এবং প্রয়োজন নেই কোন প্রবৃত্তি পূজারীর সামান্য আবদারের তোয়াক্কা করার। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, এই কুরআন আপনার ও আপনার সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ সুনাম, সুখ্যাতি ও সম্মানের উপায়। আল্লাহ্ তাআলার বাণী এবং সমগ্র জগতের মুক্তি ও সাফল্যের অপরিবর্তনীয় চিরস্থায়ী সংবিধান আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে, এর চেয়ে বড় সম্মান ও সৌভাগ্য আর কী হতে পারে? সুতরাং তাদের শুভবুদ্ধি থাকলে এই মহান কিতাবকে তাদের মূল্যায়ন করা উচিত এবং তার উপদেশ মুতাবেক চলে উভয় জগতের সৌভাগ্যের অধিকারী হওয়া উচিত। কেননা, তারা এজন্য জিজ্ঞাসিত হবে। (প্রাগুক্ত)

(৩) অর্থাৎ, পূর্ববর্তী নবীদের যে পথ ছিল তোমার পথও সেটিই। কোন নবীই শির্কের শিক্ষা দেননি। আল্লাহ্ তাআলাও কোন ধর্মে এর অনুমতি দেননি। পূর্ববর্তী নবীদেরকে জিজ্ঞেস করা মানে তাদের আনীত ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থ পর্যালোচনা করে দেখা, অথবা শবে মেরাজে যখন তাদের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে তখন বলা হয়েছে যে, তাদেরকে সরাসরি জিজ্ঞেস করে দেখুন। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

- ৪৩-৪৫ নং আয়াতদ্বয়:

১. কুরআনকে আঁকড়ে থাকার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে।

২. কুরআন মুসলমানদের জন্য সম্মানের বিষয়।

৩. কুরআন অনুসরণের ব্যাপারে কেয়ামতে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে।

৪. পূর্ববর্তী নবীদের যে পথ ছিল আমাদের নবীর পথও সেটিই। কোন নবীই শির্কের শিক্ষা দেননি। আল্লাহ্ তাআলাও কোন ধর্মে শিরকের অনুমতি দেননি।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ فَقَالَ اِنِّىْ رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٦﴾	(৪৬) আর আমি অবশ্যই আমার নিদর্শনাবলীসহ মূসাকে ফেরআউন ও তার পারিষদবর্গের নিকট প্রেরণ করেছিলাম। তখন সে বলেছিল, নিশ্চয় আমি সমগ্র জগতের প্রতিপালকের প্রেরিত।
فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِاٰيٰتِنَآ اِذَا هُمْ مِّنْهَا يَضْحَكُوْنَ ﴿٤٧﴾	(৪৭) অতঃপর যখন সে তাদের নিকট আগমন করল আমার নিদর্শনাবলীসহ তখনই তারা সেগুলো নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করতে লাগল[১]।
وَمَا نُرِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ اِلَّا هِىَ اَكْبَرُ مِنْ اُخْتِهَا ز وَاَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٤٨﴾	(৪৮) আর আমি তাদেরকে যে নিদর্শনই দেখাই, তা তার মত অন্য নিদর্শনের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর। আর আমি তাদেরকে আযাব দ্বারা পাকড়াও করেছিলাম, যাতে তারা ফিরে আসে[২]।

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, যখন হযরত মূসা (আ.) আমার নিদর্শনাবলীসহ ফেরআউন ও তার পারিষদবর্গের কাছে গেলেন তখন তারা আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত নিদর্শনাবলী নিয়ে হাসি-তামাসা করতে লাগল। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, হযরত মূসা (আ.)-এর সত্যতার সপক্ষে আল্লাহ তাআলা একটার চেয়ে একটা বড় নিদর্শন দেখালেন। অবশেষে এমন কিছু নিদর্শন দেখালেন যেগুলো একদিকে যেমন ছিল কুদরতের নিদর্শন তেমনি অপরদিকে ছিল আযাব স্বরূপ। যেমন সূরা আ'রাফে বলা হয়েছে, "অতঃপর আমি তাদের প্রতি প্রেরণ করালাম প্লাবন, পঙ্গপাল, ঘুনকীট, ব্যাঙ ও রক্ত সুস্পষ্ট নিদর্শনস্বরূপ।" (৭ : ১৩৩) এ আযাবের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, যাতে তারা ভীত হয়ে নিজেদের অন্যায় কার্যকলাপ থেকে বিরত হয়। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

- ৪৬-৪৮ নং আয়াতসমূহ:

১. হযরত মূসা (আ.) নিদর্শনাবলীসহ প্রেরিত হয়েছিলেন।

২. ফেরআউন ও তার পারিষদবর্গ আল্লাহ প্রদত্ত নিদর্শনাবলী নিয়ে হাসি-তামাসা করত।

৩. ফেরআউন ও তার পারিষদবর্গকে আল্লাহ তাআলা আযাব দ্বারা পাকড়াও করেছিলেন।

৪. পার্থিব জীবনে অনেক সময় মানুষের নানারকম দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-আপদ আসে। এসবের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে সতর্ক করা, যাতে সে অন্যায় কার্যকলাপ থেকে ফিরে আসে।

وَقَالُوْا يٰٓاَيُّهَ السّٰحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ج اِنَّنَا لَمُهْتَدُوْنَ ﴿٤٩﴾	(৪৯) আর তারা (মূসাকে) বলেছিল, হে যাদুকর[১]! তুমি আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালকের কাছে তা প্রার্থনা কর, যা তিনি তোমার কাছে অঙ্গীকার করেছেন। নিশ্চয়ই আমরা হব সৎপথে পরিচালিত[২]।
فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِذَا هُمْ يَنْكُثُوْنَ ﴿٥٠﴾	(৫০) অতঃপর যখন আমি তাদের থেকে শাস্তি বিদূরিত করে দেই তখনই তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে বসে।
وَنَادٰى فِرْعَوْنُ فِىْ قَوْمِهٖ قَالَ يٰقَوْمِ اَلَيْسَ لِىْ مُلْكُ مِصْرَ وَهٰذِهِ الْاَنْهٰرُ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِىْ ج اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ﴿٥١﴾	(৫১) আর ফেরআউন তার সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বলে ঘোষণা দিল যে, হে আমার সম্প্রদায়! মিসর রাজ্য কি আমার নয়? এবং এই নদীগুলো আমার (প্রাসাদের) পাদদেশ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। তবে কি তোমরা প্রত্যক্ষ করছ না?
اَمْ اَنَا خَيْرٌ مِّنْ هٰذَا الَّذِىْ هُوَ مَهِيْنٌ ۙ وَّلَا يَكَادُ يُبِيْنُ ﴿٥٢﴾	(৫২) বরং আমি শ্রেষ্ঠতম এই ব্যক্তির চেয়ে, যে হীন এবং যে সুস্পষ্ট বক্তব্য দিতে পারে না[৩]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) বনূ ইসরাঈলরা السٰحِر (অর্থ যাদুকর) শব্দটি আলেম বা জ্ঞানী অর্থে ব্যবহার করত। কেননা, যাদুবিদ্যাই ছিল তাদের কাছে বড় জ্ঞান। সম্ভবত তারা আযাবের সময় অনুনয়-বিনয় করতে যেয়ে হযরত মূসা (আ.)-কে সম্মানসূচক শব্দে সম্বোধন করেছিল এবং এরই মধ্যে কপটতার আশ্রয় নিয়ে এদিকেও ইঙ্গিত করেছিল যে, আমরা তোমাকে এখনও নবী মনে করি না। কেবল একজন দক্ষ যাদুকর মনে করি। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, তোমার প্রতিপালক তোমাকে দোয়ার যে পদ্ধতি শিখিয়েছেন এবং তোমাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সে মোতাবেক আমাদের জন্য দোয়া কর, যাতে আমাদের আযাব দূর হয়ে যায়। তোমার দোয়ায় যদি আমরা রক্ষা পেয়ে যাই, তবে অবশ্যই আমরা হেদায়েতের পথে এসে যাবো। (প্রাগুক্ত)

(৩) অর্থাৎ, মূসার কাছে না আছে অর্থ-কড়ি, না আছে ক্ষমতা এবং না আছে কোন ব্যাহ্যিক গুন-গরিমা, এমনকি কথা বলতেও বক্তব্য সুস্পষ্ট হয় না। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪৯-৫২ নং আয়াতসমূহ:

১. ফেরআউনী সম্প্রদায়ের কাছে যাদুবিদ্যাই ছিল বড় জ্ঞান। এবং যাদুকররা ছিল তাদের কাছে সম্মানিত।

২. ফেরআউনী সম্প্রদায় থেকে আযাব হটিয়ে নেয়ার পরও তারা প্রতিশ্রুতি মোতাবেক ফিরে আসেনি। অবশেষে এক সময়ে তাদের উপর আযাব এসেছে।

৩. কারও কাছে অর্থ-কড়ি, কিংবা কোন ব্যাহ্যিক গুন-গরিমা থাকা আল্লাহর নিকট তার গ্রহণযোগ্য হওয়ার প্রমাণ নয়।

(৫৩) (তারা বলল, যদি সে নবী হয়) তবে তাকে কেন সোনার কঙ্কনসমূহ পরিয়ে দেওয়া হল না অথবা তার সাথে কেন এল না ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে[১]?	فَلَوْلَآ اُلْقِيَ عَلَيْهِ اَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ اَوْ جَآءَ مَعَهُ الْمَلٰٓئِكَةُ مُقْتَرِنِيْنَ ﴿٥٣﴾
(৫৪) অতঃপর সে তার সম্প্রদায়কে প্রভাবিত করে ফেলল। ফলে তারা তার আনুগত্য করল। নিশ্চয় তারা ছিল দুরাচারি সম্প্রদায়[২]।	فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهٗ فَاَطَاعُوْهُ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ﴿٥٤﴾
(৫৫) অতঃপর যখন তারা আমাকে ক্ষুব্ধ করল, তখন আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ নিলাম এবং আমি তাদের সবাইকে নিমজ্জিত করলাম।	فَلَمَّآ اٰسَفُوْنَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنٰهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٥٥﴾
(৫৬) এবং আমি তাদেরকে একটি অতীত ইতিহাস ও পরবর্তীদের জন্য একটি দৃষ্টান্তে পরিণত করলাম[৩]।	فَجَعَلْنٰهُمْ سَلَفًا وَّمَثَلًا لِّلْاٰخِرِيْنَ ﴿٥٦﴾

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) প্রখ্যাত তাফসীরবিদ মুজাহিদ (রহ.) বলেন, তখনকার আমলে তাদের নিয়ম ছিল যে, যদি তারা কাউকে তাদের নেতা মনোনীত করত তখন তারা তাকে দুটো সোনার কঙ্কন ও একটি সোনার হাঁসুলি পরিয়ে দিত। এটা ছিল তাদের নেতৃত্বের প্রতীক। তাই তারা বলল, যদি মূসা সত্যবাদী নবী হয়ে থাকে তবে তার রব কেন তাকে সোনার কঙ্কন পরিয়ে দেননি। এমনিভাবে দুনিয়ার কোন নেতৃস্থানীয় লোক যেমন কোথাও গেলে তার সাথে তার ভক্ত-অনুরক্তদের দল থাকে তেমনি মূসা যদি প্রকৃত নবী হয়ে থাকে তবে তার সমর্থক হিসাবে তার সাথে দলবদ্ধভাবে ফেরেশতারা কেন আসেনি। (রূহুল মাআনী ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) ফেরআউন তাদেরকে তার বক্তব্য দিয়ে প্রভাবিত করে ফেলল, ফলে তার সম্প্রদায় তার কথা মেনে নিল। আসলে তারা পূর্ব থেকেই ছিল নাফরমান জাতি, ফেরআউনের বক্তব্যে তাদের সে নাফরমানী পুনঃজাগরিত হয়ে উঠেছিল মাত্র। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) অর্থাৎ, যখন তারা আল্লাহ্ তাআলার ক্রোধব্যঞ্জক কার্যকলাপ করল, তখন তিনি তাদেরকে এমনভাবে ধ্বংস করে দিলেন যে, তাদের কাহিনী ইতিহাসের শিক্ষণীয় বিষয় ও দৃষ্টান্তে পরিণত হয়ে রইল।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫৩-৫৬ নং আয়াতসমূহ:

১. কোন রসমী প্রতীক বা ভক্ত-অনুরক্তদের দল সঙ্গে থাকা না থাকা দ্বীনী নেতৃত্বের অনুকূল বা প্রতিকূল কোনটিরই দলীল নয়।

২. ফেরআউনী সম্প্রদায় ছিল না-ফরমান।

৩. ফেরআউনী সম্প্রদায় আল্লাহকে ক্ষুব্ধ করেছিল বিধায় তাদের নিমজ্জিত করে মারা হয়।

৪. আল্লাহ তাআলা ফেরআউনী সম্প্রদায়ের কাহিনীকে ইতিহাসের শিক্ষণীয় বিষয় ও দৃষ্টান্তে পরিণত করেন। অতএব এ ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা চাই।

(৫৭) আর যখন মারইয়াম পুত্রকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ পেশ করা হল, তখনই তোমার সম্প্রদায় এতে হৈহুল্লোড় করতে শুরু করল।	وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّوْنَ ﴿٥٧﴾
(৫৮) আর তারা বলল, আমাদের দেবতাগুলো কি উত্তম, না সে (ঈসা)[১]? তারা কেবল বাকবিতণ্ডার উদ্দেশ্য ব্যতীত (অন্য কোন উদ্দেশ্যে) তোমার সামনে দৃষ্টান্ত পেশ করেনি; বরং তারা এক বিতণ্ডাকারী সম্প্রদায়[২]।	وَقَالُوْٓا ءَاٰلِهَتُنَا خَيْرٌ اَمْ هُوَ ؕ مَا ضَرَبُوْهُ لَكَ اِلَّا جَدَلًا ؕ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُوْنَ ﴿٥٨﴾
(৫৯) সে তো এমন একজন বান্দা ব্যতীত অন্য কিছু নয়, যার প্রতি আমি অনুগ্রহ করেছিলাম এবং আমি তাকে বনী ইসরাঈলের জন্য একটি দৃষ্টান্ত করেছিলাম।	اِنْ هُوَ اِلَّا عَبْدٌ اَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنٰهُ مَثَلًا لِّبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ﴿٥٩﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা সূরা আম্বিয়ার এ আয়াতটি পাঠ করলেন– নিশ্চয় তোমরা এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তোমরা যাদের উপাসনা করছ তারা সকলেই জাহান্নামের ইন্ধন হবে।"(২১: ৯৮) তখন আব্দুল্লাহ ইবনে যিব'আরী –তিনি পরবর্তীতে মুসলমান হয়েছিলেন– নামক এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলল, খৃষ্টানরা কি ঈসার উপাসনা করে না? অথচ তাকে তো আপনি আল্লাহর একজন নবী স্বীকার করেন। তিনি যদি উপাসিত হওয়ার কারণে জাহান্নামে যান তবে আমরা আমাদের সকল উপাস্যসহ জাহান্নামে যেতে রাজি। আব্দুল্লাহ ইব্নে যিব'আরীর উক্ত দৃষ্টান্ত পেশ করার পর কুরাইশের লোকেরা তার যুক্তি শুনে উল্লাসে ফেটে পড়ে এবং তারা পাল্টা প্রশ্ন রাখে যে বলুন এবার, আমাদের উপাসিত দেবতাগুলো উত্তম, না ঈসা? এর উত্তরে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওহীর অপেক্ষায় থাকেন। তখন এ প্রসঙ্গে এ কয়েকটি আয়াত অবতীর্ণ হয়। উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত বিবরণ ছাড়াও আলোচ্য আয়াতের আরও একাধিক শানে নুযূল বর্ণিত আছে। (রূহুল মাআনী ও মাআরিফুল কুরআন) আরও উল্লেখ্য যে, হযরত ঈসা ও অন্যান্য নেককার লোকজন অন্য কর্তৃক পূজিত হওয়া সত্ত্বেও জাহান্নামে যাবেন না সে সম্পর্কিত বক্তব্য অন্য আয়াতে রয়েছে। তারা সেটা না দেখে একটা বক্তব্য শুনেই বাঁকা পথে দলীল দেয়ার চেষ্টা চালিয়েছিল।

(২) অর্থাৎ, বিষয়টি বোঝার জন্য তাদের এ আপত্তি তোলা নয়; বরং তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে বাক-বিতণ্ডা সৃষ্টি করা। তারা পূর্ব থেকেই বিতণ্ডা সৃষ্টিকারী সম্প্রদায়।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫৭–৫৯ নং আয়াতসমূহ:

১. কাফেররা কুরআন না বুঝে উল্টো প্রশ্ন করত।

২. হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহ তাআলার বান্দা ছিলেন। (খৃস্টানদের কথিত খোদা বা খোদার পুত্র ছিলেন না।)

৩. হযরত ঈসা (আ.) বনী ইসরাইলের সামনে খোদার কুদরতের এই জ্বলন্ত নিদর্শন ছিলেন।

وَلَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَّلٰٓئِكَةً فِى الْاَرْضِ يَخْلُفُوْنَ ﴿٦٠﴾	(৬০) আর যদি আমি ইচ্ছা করতাম তবে অবশ্যই আমি তোমাদের মধ্য থেকে ফেরেশতাদের সৃষ্টি করতাম, যারা পৃথিবীতে উত্তরাধিকারী হত[১]।
وَاِنَّهٗ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُوْنِ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿٦١﴾	(৬১) আর নিশ্চয়ই সে (ঈসা) কেয়ামতের নিদর্শন[২]; সুতরাং তোমরা তাতে সন্দেহ কর না এবং আমাকে অনুসরণ কর। এটাই সরল পথ।
وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٦٢﴾	(৬২) এবং শয়তান যেন কিছুতেই তোমাদেরকে নিবৃত্ত করতে না পারে। নিশ্চয় সে তোমাদের সুস্পষ্ট শত্রু[৩]।

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, হযরত ঈসা (আ.)-এর মধ্যে ফেরেশতাদের মত নানান রকম নিদর্শন ছিল বটে, তবে এর দ্বারা কেউ উপাস্য হয়ে যায় না, আমি ইচ্ছা করলে তোমাদের বংশ ধারায়ও এরকম লোক সৃষ্টি করতে পারি অথবা তোমাদের জায়গায় আকাশ থেকে ফেরেশতা অবতীর্ণ করে তাদেরকে দুনিয়ার বাসিন্দা করতে পারি। আমি সবকিছু করতে সক্ষম। অথবা তোমাদের ঔরসে যেমন মানবসন্তান জন্মগ্রহণ করে তেমনি আমি ইচ্ছা করলে তোমাদের ঔরসে ফেরেশতাও জন্মাতে পারি। সবই আমার কুদরতের অধীন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও রূহুল মাআনী)

(২) অর্থাৎ, হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রথমবারের আগমন তো কেবল বনী ইসরাঈলের জন্য নিদর্শন ছিল, যেমন তিনি পিতা ব্যতিরেকে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং নানানরকম মু'জিযা প্রদর্শন করেছেন; কিন্তু তাঁর পুনর্বার আগমন হবে কেয়ামতের নিদর্শন। তাঁর আগমনে মানুষ জানতে পারবে যে, কেয়ামত অতি সন্নিকটে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) অর্থাৎ, কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে কোনো রকম সন্দেহ করো না, আমি যে ঈমান ও তাওহীদের সরলপথ দেখাচ্ছি তার অনুসরণ কর। এমন যেন না হয় যে, আমার শত্রু শয়তান তোমাদেরকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করে ফেলে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৬১–৬২ নং আয়াতদ্বয়:

১. হযরত ঈসা (আ.)–এর পুনর্বার আগমন হবে কেয়ামতের নিদর্শন।

২. হেদায়েতের উপর সদা অবিচল থাকতে চেষ্টা করা এবং এ ব্যাপারে সতর্ক থাকা উচিত যে, শয়তান যাতে হেদায়েত থেকে বিচ্যুত করতে না পারে।

৩. শয়তান মানুষের স্পষ্ট শত্রু।

وَلَمَّا جَآءَ عِيْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِاُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِىْ تَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿٦٣﴾	(৬৩) আর যখন ঈসা স্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ এল, তখন সে বলল, আমি তো তোমাদের নিকট জ্ঞানগর্ভ বাণী নিয়ে এসেছি এবং তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছ তন্মধ্যে কতিপয় বিষয় তোমাদের নিকট বর্ণনা করার জন্য (এসেছি)।[১] সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।
اِنَّ اللّٰهَ هُوَ رَبِّىْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿٦٤﴾	(৬৪) নিশ্চয় আল্লাহই আমার প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক; সুতরাং তোমরা তাঁর ইবাদত কর। এটাই সরল পথ[২]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, যখন হযরত ঈসা (আ.) সুস্পষ্ট মু'জিযাসমূহ নিয়ে তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট আগমন করলেন, তখন তিনি তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন, আমি তোমাদের নিকট হেকমত তথা জ্ঞানগর্ভ

বাণী নিয়ে এসেছি। উল্লেখ্য, এখানে তিনি জ্ঞানগর্ভ বাণী দ্বারা ইঞ্জীল ও তার বিধি-বিধান এবং নবুওয়ত-তর কথা বুঝিয়েছেন। তিনি তাদেরকে এও বলেছেন যে, আমি তোমাদের মধ্যকার কতিপয় বিতর্কিত বিষয়ের সুস্পষ্ট সমাধান দিতে এসেছি। বলাবাহুল্য যে, এখানে 'কতিপয়' শব্দ দ্বারা কেবল দীনী বিষয়াদি বোঝানো হয়েছে। কেননা, নবীদের কাজ কেবল ধর্মীয় বিষয়াদির বর্ণনা দেওয়া। বিজ্ঞানের বিভিন্ন মতামতের সমাধান দেওয়া তাদের কাজ নয়। (জালালাইন ও রূহুল মাআনী)

(২) এটা ছিলা হযরত ঈসা (আ.)-এর শিক্ষা। সুতরাং তিনি এক আল্লাহর রবুবিয়ত ও তাঁর মাবুদিয়ত বর্ণনায় যে দ্ব্যর্থহীনতার পরিচয় দিয়েছেন তা প্রণিধানযোগ্য। তিনিও তাওহীদ, তাকওয়া এবং রসূলের আনুগত্যকেই সরল পথ বলে ঘোষণা দিয়েছেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৬৩–৬৪ নং আয়াতদ্বয়:

১. মসকল আসমানী দীনের শিক্ষা একই। অর্থাৎ, আল্লাহর একত্ববাদ স্বীকার করা, রসূলের আনুগত্য করা, আল্লাহকে ভয় করা এবং আল্লাহ তাআলাকেই একমাত্র রব হিসাবে মেনে নিয়ে তাঁর ইবাদত করা।

২. তাওহীদ, তাকওয়া এবং রসূলের আনুগত্যই হচ্ছে সরল পথ।

فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْۢ بَيْنِهِمْ ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ اَلِيْمٍ ﴿٦٥﴾ هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا السَّاعَةَ اَنْ تَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٦٦﴾ اَلْاَخِلَّآءُ يَوْمَئِذٍۢ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِيْنَ ﴿٦٧﴾

(৬৫) অতঃপর তাদের মধ্য থেকে বিভিন্ন দল মতানৈক্য সৃষ্টি করল[১] সুতরাং যারা জুলুম করেছে তাদের জন্য রয়েছে সর্বনাশ এক যন্ত্রণাময় দিবসের আযাবের দরুন।
(৬৬) তারা তো অপেক্ষা করছে না কেয়ামত ব্যতীত অন্যকিছুর, অর্থাৎ, তা তাদের উপর অকস্মাৎ এসে পড়ুক এমাতবস্তায় যে, তারা উপলব্ধিও করতে না পারে[২]।
(৬৭) বন্ধুরা সেদিন হবে একে অপরের শত্রু, কেবল মুত্তকীগণ ব্যতীত[৩]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, তাদের মধ্যে মতানৈক্যের সৃষ্টি হল, ইহুদীরা তাকে অস্বীকার করল এবং খৃষ্টানরা তাকে সমর্থন জানাল। এরপর আবার খৃষ্টানরা করেকটা দলে বিভক্ত হয়ে গেল, কেউ হযরত ঈসা (আ.)-রে আল্লাহর পুত্র বলে, কেউ তাকে তিন খোদার অন্যতম মনে করে, আবার কেউ ভিন্নমত পোষণ করে। তাদের কোন সম্প্রদায়ই হযরত ঈসা (আ.)-এর মূল শিক্ষার উপর নেই। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, যারা এত সুস্পষ্ট বর্ণনা ও দিক-নির্দেশনা সত্ত্বেও যারা সত্যকে মেনে নিতে প্রস্তুত নয়, তারা আর কিসের অপেক্ষা করছে? তাদের অবস্থা দৃষ্টে মনে হয়, কেবল আকস্মিকভাবে তাদের উপর কেয়ামত এসে পড়লেই তখন তারা সত্যকে মেনে নেবে। অথচ তখন যদি মেনেও নেয়, সে মেনে নেওয়া কোনো কাজে আসবে না। (প্রাগুক্ত)

www.maktabatulabrar.com

(৩) অর্থাৎ, কেয়ামতের দিন একবন্ধু অপরবন্ধু থেকে পালিয়ে বেড়াবে। যাতে একের কারণে অন্যজনের পাকড়াও না হয়। কেবল সেই বন্ধুত্বই সেদিন টিকে থাকবে যা ছিল একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৬৬ নং আয়াত:

আয়াত থেকে বুঝা যায় কেয়ামত দেখার পর কেউ সত্যকে বিশ্বাস করে মেনে নিলে সে মেনে নেয়ার দ্বারা কোনো ফায়দা হবে না।

● ৬৭ নং আয়াত:

আয়াত থেকে বোঝা যায় কেয়ামতের দিন একবন্ধু অপরবন্ধু থেকে পালিয়ে বেড়াবে। তবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যে বন্ধুত্ব হয়, সেই বন্ধুত্বই সেদিন টিকে থাকবে। অতএব এ প্রকারের বন্ধুত্বই প্রকৃত বন্ধুত্ব।

يٰعِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَآ اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ ﴿٦٨﴾ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا مُسْلِمِيْنَ ﴿٦٩﴾ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ اَنْتُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُوْنَ ﴿٧٠﴾ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَّاَكْوَابٍ ۚ وَفِيْهَا مَا تَشْتَهِيْهِ الْاَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْاَعْيُنُ ۚ وَاَنْتُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٧١﴾ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْٓ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٧٢﴾ لَكُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ كَثِيْرَةٌ مِّنْهَا تَاْكُلُوْنَ ﴿٧٣﴾

(৬৮) হে আমার বান্দাগণ! আজ তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিতও হবে না,
(৬৯) অর্থাৎ, যারা আমার নিদর্শনাবলীর প্রতি ঈমান এনেছিল এবং ছিল আত্মসমর্পণকারী[১]।
(৭০) তোমরা এবং তোমাদের (ঈমানদার) পত্নীগণ জান্নাতে প্রবেশ কর এমতাবস্থায় যে, তোমরা আনন্দপ্রাপ্ত হবে।
(৭১) সোনার থাঞ্চা ও পানপাত্র নিয়ে তাদের সামনে ঘোরাফেরা করা হবে[২]। আর সেখানে রয়েছে অন্তরসমূহ যা কামনা করবে এবং যাতে চক্ষুসমূহ তৃপ্ত হবে সবই[৩]। আর সেখানে হবে তোমরা স্থায়ী।
(৭২) আর এটাই সেই জান্নাত, যার অধিকারী তোমাদেরকে করে দেওয়া হয়েছে[৬], সে সব আমলের ওছীলায়, যা তোমরা করতে।
(৭৩) সেখানে রয়েছে তোমাদের জন্য প্রচুর ফলমূল, তা থেকে তোমরা আহার করবে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, অন্তরে দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং কাজে-কর্মে তার আনুগত্য প্রকাশ করেছে। আলোচ্য আয়াত থেকে ঈমান ও ইসলামের প্রভেদ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এর বিস্তারিত বিবরণ হাদীসে জিবরীলের আলোচনায় রয়েছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, এসব নিয়ে জান্নাতীদের সেবার উদ্দেশ্যে জান্নাতের চির কিশোরেরা ঘোরাফেরা করবে। (প্রাগুক্ত)

(৩) অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলার সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ –যার দ্বারা চক্ষু শীতল হবে, তা হবে– আল্লাহর দীদার লাভ। আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে তাওফীক দান করুন।

(৪) অর্থাৎ, তোমাদেরকে তোমাদের পিতা আদমের হারানো জান্নাতের উত্তরাধিকারী করা হয়েছে। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

- ৬৮–৬৩ নং আয়াতসমূহ:

১. ঈমান আনয়নকারী ও আত্মসমর্পনকারীদের পরকালে কোনো ভয় থাকবে না।

২. জান্নাত পরিবার-পরিজন নিয়ে আনন্দ করার স্থান।

৩. জান্নাতে মনের সব কামনা পূর্ণ হওয়ার ও সব রকম চোখ জুড়ানোর ব্যবস্থা থাকবে।

৪. জান্নাত মু'মিনের হারানো সম্পদ বা উত্তরাধিকার। সুতরাং তা পুনরুদ্ধারের জন্য মানুষ যেমন অসাধ্য সাধন করে তেমনি নেক আমলের মাধ্যমে পুনরায় জান্নাত লাভের চেষ্টা করা উচিত।

৫. জান্নাতে ফলমূল ও আহার্যদ্রব্যের প্রাচুর্য থাকবে, কোন সংকট হবে না।

(৭৪) নিশ্চয় অপরাধীরা জাহান্নামের শাস্তিতে থাকবে চিরস্থায়ী।	اِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِيْ عَذَابِ جَهَنَّمَ خٰلِدُوْنَ ﴿٧٤﴾
(৭৫) তা লঘু করা হবে না তাদের থেকে এবং তারা থাকবে সেখানে হতাশ[১]।	لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيْهِ مُبْلِسُوْنَ ﴿٧٥﴾
(৭৬) আর আমি তাদের প্রতি জুলুম করিনি; কিন্তু তারাই ছিল জালেম[২]।	وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْا هُمُ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٧٦﴾
(৭৭) আর তারা ডেকে বলবে, হে মালেক[৩]! তোমার প্রতিপালক যেন (মৃত্যু ঘটিয়ে) আমাদের নিঃশেষ করে দেন। সে বলবে, নিশ্চয় তোমরা (এভাবেই) থাকবে[৪]।	وَنَادَوْا يٰمٰلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ؕ قَالَ اِنَّكُمْ مّٰكِثُوْنَ ﴿٧٧﴾
(৭৮) (আল্লাহ বলবেন,) অবশ্যই আমি তোমাদের কাছে সত্যধর্ম নিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই সত্যেধর্মের অপছন্দকারী।	لَقَدْ جِئْنٰكُمْ بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كٰرِهُوْنَ ﴿٧٨﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, কাফেরদের প্রতি জাহান্নামের শাস্তি কখনও স্থগিত করা হবে না এবং লঘুও করা হবে না। তারা হতাশ হয়ে পড়বে যে, এখন আর এখান থেকে বের হওয়ার আর কোনো পথ নেই। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

www.maktabatulabrar.com

(২) অর্থাৎ, আমি তাদেরকে ভাল-মন্দ সবই বুঝিয়ে দিয়েছিলাম এবং নবী প্রেরণ করে তাদের সবরকম আপত্তির পথ বন্ধ করে দিয়েছিলাম। সুতরাং এখন সত্য বিমুখ হওয়ার ব্যাপারে তাদের কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নেই। এরপরও যদি তারা সত্যকে না মেনে নেয়, তবে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হলে তাকে জুলুম বলা চলে না। (প্রাগুক্ত)

(৩) জাহান্নামের পরিচালক ফেরেশতার নাম 'মালেক'।

(৪) অর্থাৎ, তারা আযাবে অস্থির হয়ে জাহান্নামের পরিচালক ফেরেশতাকে ডেকে বলবে যে, তুমি আমাদের পক্ষ থেকে তোমার প্রতিপালকের কাছে এই আবেদনটুকু কর যেন তিনি আমাদেরকে একবারেই শাস্তি দিয়ে মৃত্যু দিয়ে দেন। তখন তাদের উত্তরে ফেরেশতা বলবে যে, তোমাদের চিৎকার করে কোন লাভ নেই। তোমাদের এভাবেই থাকতে হবে। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

- ৭৪–৭৬ নং আয়াতসমূহ:

১. অপরাধীরা জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে।

২. তাদের আযাব কখনও লঘু করা হবে না।

৩. কাউকে জাহান্নামে প্রেরণ তার প্রতি আল্লাহর জুলুম নয় বরং তারই অপরাধের কারণে।

- ৭৭–৭৮ নং আয়াতদ্বয়:

১. জাহান্নামের আযাব এতই অসহনীয় হবে যে তা থেকে নিস্তারের জন্য জাহান্নামীরা মৃত্যু কামনা করবে। অথচ যে কেউ মৃত্যু থেকে বাঁচতে চায়। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. সত্যধর্মকে অপছন্দ করাই জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হবে।

(৭৯) তারা কি কোন বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে? তবে নিশ্চয় আমি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী[১]।	اَمْ اَبْرَمُوْٓا اَمْرًا فَاِنَّا مُبْرِمُوْنَ ﴿٧٩﴾
(৮০) অথবা তারা কি ধারনা করে যে, আমি তাদের গোপন কথা ও তাদের গোপন পরামর্শ শুনি না? হ্যাঁ (অবশ্যই শুনি) এবং আমার ফেরেশতাগণ তাদের কাছে থেকে লিপিবদ্ধ করে।	اَمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوٰىهُمْ ؕ بَلٰى وَ رُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُوْنَ ﴿٨٠﴾
(৮১) তুমি বলে দাও, যদি অসীম দয়াময় (আল্লাহ)-এর কোন সন্তান থাকত তবে আমিই হতাম (সে সন্তানের) উপাসনাকারীদের মধ্যে সর্বপ্রথম[২]।	قُلْ اِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ ۖ فَاَنَا اَوَّلُ الْعٰبِدِيْنَ ﴿٨١﴾
(৮২) তারা যা বর্ণনা করে তার থেকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মালিক তথা আরশের মালিক পবিত্র।	سُبْحٰنَ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿٨٢﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, কাফেরদের অধিকাংশই ছিল সত্যের প্রতি ঘৃনাপরায়ণ। আর অবশিষ্টাংশ ঘৃনাপরায়ণ ছিল না বটে, তবে তাদের পিতৃপুরুষদের অন্ধ অনুকরণে তারাও ছিল সত্যবিমুখ। যা হোক তাদের এই ঘৃনাপরায়ণতা ও সত্যবিমুখতার ফলশ্রুতিতে তারা যদি আল্লাহর ও আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিররুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্রের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী হয়। তবে তাদের জেনে রাখা উচিত যে, আমিও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী। বলা বাহুল্য, আল্লাহর সিদ্ধান্তের মোকাবেলায় কোন সিদ্ধান্ত কার্যকর হতে পারে না। তাই কাফেররা ব্যর্থ হয়েছে এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মর্যাদা ও তার দীন বুলন্দ হয়েছে।

(২) বলাবাহুল্য যে, আল্লাহ তাআলার যেহেতু কোন সন্তান নেই, সুতরাং তার উপাসনা করার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৭৯–৮০ নং আয়াতদ্বয়:

১. রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিরুদ্ধে কৃত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেয়ার ইংগিত রয়েছে।

২. আল্লাহ তাআলা গোপন কথা ও গোপন পরামর্শ সবই শোনেন।

৩. ফেরেশতাগণ মানুষের কাছে থেকে তাদের সবকিছু লিপিবদ্ধ করে।

● ৮১–৮২ নং আয়াতদ্বয়:

১. আল্লাহ তাআলার কোন সন্তান নেই। থাকলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই সর্বপ্রথম তার ইবাদত করতেন।

২. আল্লাহ তাআলা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মালিক, তিনি আরশের মালিক। তার কোন সন্তানের প্রয়োজন নেই।

فَذَرْهُمْ يَخُوْضُوْا وَيَلْعَبُوْا حَتّٰى يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِىْ يُوْعَدُوْنَ ﴿٨٣﴾

(৮৩) অতএব তুমি তাদেরকে ছেড়ে দাও, তারা (তাদের) অপচর্চায় ব্যাপৃত থাকুক এবং ক্রীড়া-কৌতুকে লিপ্ত থাকুক, তাদের সেই দিবসের সম্মুখীন হওয়া পর্যন্ত যার প্রতিশ্রুতি তাদেরকে দেওয়া হয়[১]।

وَهُوَ الَّذِىْ فِى السَّمَآءِ اِلٰهٌ وَّفِى الْاَرْضِ اِلٰهٌ ؕ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ ﴿٨٤﴾

(৮৪) আর তিনিই সেই সত্তা, যিনি আসমানেও একক মা'বূদ এবং যমীনেও একক মা'বূদ। আর তিনিই প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ[২]।

وَتَبٰرَكَ الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ وَعِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٨٥﴾

(৮৫) আর সেই সত্তা অতি মহান, যাঁর অধিকারে রয়েছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে সবকিছুর আধিপত্য। এবং তাঁরই কাছে রয়েছে কেয়ামতের জ্ঞান এবং তাঁরই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে[৩]।

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, গাফিলতি ও নির্বুদ্ধিতার কারণে তারা যাই বলুক বলতে দাও। এরা আরও কিছু দিন দুনিয়ার ক্রীড়া-কৌতুকে লিপ্ত থাকুক। অবশেষে সেই প্রতিশ্রুত কেয়ামতের দিন তাদের এক একটি অন্যায় ও অপকর্মের হিসাব নেয়া হবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) আসমানে ফেরেশতা বা চন্দ্র-সূর্য যেমন মা'বূদ হতে পারে না, তেমনি যমীনেও মূর্তি- প্রতিমা ইত্যাদি উপাস্য হতে পারে না। সমগ্র আসমান ও যমীনে একক মা'বূদ হলেন সেই আল্লাহই, যিনি ভূতল থেকে আরশ পর্যন্ত সমগ্র জগতের মালিক এবং গোটা সৃষ্টি জগতের অধিকর্তা। (প্রাগুক্ত)

(৩) কেয়ামত কবে সংঘটিত হবে সে তথ্য কেবল আল্লাহ তা'আলাই জানেন। সেদিনই সকলের ভাল-মন্দের হিসাব নেওয়া হবে। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৮৩ নং আয়াত:

আয়াত থেকে বোঝা যায়, দুনিয়াতে কাফেররা প্রশ্রয় পেলেও কেয়ামতের দিন রেহাই পাবে না। সুতরাং আলোচ্য আয়াতে ক্রীড়া-কৌতুক ইত্যাদিতে থাকতে বলা তাদের প্রতি অনুমতি নয়, বরং শাসানীমূলক বাণী বিশেষ।

● ৮৪–৮৫ নং আয়াতদ্বয়:

১. তাওহীদের শিক্ষা বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা সমগ্র আসমান ও যমীনে একক মা'বূদ।

২. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে সবকিছুর আধিপত্য আল্লাহর।

৩. কেয়ামত কবে সংঘটিত হবে সে তথ্য কেবল আল্লাহ তাআলাই জানেন।

৪. কেয়ামতের দিন সকলের ভাল-মন্দের হিসাব নেওয়া হবে।

وَلَا يَمْلِكُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿٨٦﴾

(৮৬) আর তারা তাঁর (আল্লাহর) পরিবর্তে যাদেরকে ডাকে তারা সুপারিশ করার অধিকারী হবে না। কিন্তু যারা সত্যের সাক্ষ্য দিয়েছে এবং তারা (সত্যকে) জানে[১]।

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ فَاَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ﴿٨٧﴾

(৮৭) আর বাস্তবিকই যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর কে তাদের সৃষ্টি করেছে? তাহলে অবশ্যই তারা বলবে, আল্লাহ। তাহলে কোন দিকে উল্টো ফিরে যাওয়া হচ্ছে[২]?

وَقِيْلِهٖ يٰرَبِّ اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٨٨﴾

(৮৮) আর (আল্লাহরই কাছে রয়েছে) তাঁর (রসূলের এই) উক্তির অবগতি[৩]– "হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয় এরা এমন সম্প্রদায় যে, তারা ঈমান আনছে না।"

فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلٰمٌ ؕ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿٨٩﴾

(৮৯) অতএব তুমি তাদেরকে উপেক্ষা কর এবং বলে দাও "সালাম"। অতঃপর তারা অচিরেই জানতে পারবে[৪]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, যারা মুখে কালেমা পড়ে ঈমান এনেছে এবং অন্তরেও সত্যকে সত্য জেনে বিশ্বাস করেছে কেবল তারাই আল্লাহর অনুমতি ক্রমে ঈমানদারদের সুপারিশ করতে পারবে। তবে এতে কাফেরদের কোন ফায়েদা হবে না। (বয়ানুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ, যখন এক আল্লাহই সৃষ্টিকর্তা, তখন আলাহ ব্যতীত অন্য কেউ কি করে উপাস্য ও ইবাদতের যোগ্য হতে পারে ? বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সূত্র স্বীকার করে তার ফলকে অস্বীকার করার কোন মানে নেই। (প্রাগুক্ত)

(৩) সুতরাং তিনি সে অনুযায়ী সাহায্য করবেন এবং তাকে বিজয়ী ও সফল করবেন। (প্রাগুক্ত)

(৪) আল্লাহ তাআলা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সম্বোধন করে বলছেন যে, যেহেতু তুমি বুঝতে পেরেছ যে, তারা ঈমান আনছে না, সুতরাং তুমি তাদের কোন চিন্তা করবে না। তুমি তাদেরকে উপেক্ষা করে চল, তাদেরকে বিদায়ের সালাম জানিয়ে দাও। তারা অচিরেই দুনিয়াতে অথবা আখেরাতে জেনে নেবে যে, তারা ভুল পথে ছিল। (প্রাগুক্ত)

(৪৪) সূরা দুখান[১] মক্কী

৫৯ আয়াত, ৩ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

(১) হা-মীম,	حٰمٓ ۝١
(২) শপথ সেই সুস্পষ্ট কিতাবের,	وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۝٢
(৩) নিশ্চয় আমি তা এক বরকতময় রাতে অবতীর্ণ করেছি[২]। নিশ্চয় আমি সতর্ককারী।	اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ ۝٣
(৪) সেই রাতে প্রত্যক অলংঘনীয় বিষয় স্থিরীকৃত হয়।	فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ ۝٤
(৫) আমার পক্ষ থেকে নির্দেশক্রমে[৩], নিশ্চয় আমি রসূল প্রেরণকারী।	اَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا ۭ اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ۝٥
(৬) তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে রহমতস্বরূপ। নিশ্চয় তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ[৪]।	رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ۭ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝٦
(৭) যিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যে যা রয়েছে সবকিছুর প্রতিপালক, যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হও[৫]।	رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۭ اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ ۝٧

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) "দুখান" শব্দের অর্থ ধোঁয়া। আলোচ্য সূরার ১০ম আয়াতে এক প্রকার বিশেষ ধোঁয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে, যা কেয়ামতের আলামতস্বরূপ প্রকাশ পাবে। অথবা ভিন্নমতে, অতিশয় ক্ষুধার তাড়নায় ক্লিষ্ট ব্যক্তি যখন আকাশের দিকে তাকায় তখন সে আকাশে ধোঁয়ার মত কিছু দেখতে পায়। সে ধোঁয়া সম্পর্কে উক্ত আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে। একারণে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে সূরা দুখান। সূরাটি অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে মক্কায় অবতীর্ণ। তবে এক অভিমত অনুযায়ী ১৫ নং আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ হয় নি। (রূহুল মাআনী ও সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(২) এখানে "বরকতময় রাত" বলে শবে কদর বোঝানো হয়েছে। এটাই অধিকাংশ তাফসীর-বিদের অভিমত। হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রহ.) বলেন, সমগ্র কুরআন লওহে মাহফূজ থেকে দুনিয়ার আকাশে শবে কদরেই অবতীর্ণ হয়েছে। অতঃপর কিছু কিছু করে কয়েক বছরে দুনিয়াতে অবতীর্ণ হয়। অপর এক রেওয়ায়েতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, সমগ্র বছরের রিযিক, জীবন, মৃত্যু, বৃষ্টি ইত্যাদি শবে কদরেই লওহে মাহফূজ থেকে লিপিবদ্ধ করে নেওয়া হয়। উল্লেখ্য যে, ভাগ্য বিবণ্টন সম্পর্কিত রেওয়ায়েতের ভিত্তিতে কেউ কেউ আলোচ্য আয়াতে বরকতময় রাত–এর ব্যাখ্যা শবে বরাত দ্বারা করেছেন। কিন্তু কুরআনের ২ঃ ১৮৫ ও ৯৭ঃ ১ আয়াতদ্বয় থেকে বোঝা যায় যে, এখানে বরকতময় রাত দ্বারা শবে কদরকেই বোঝানো হয়েছে। তবে উভয় রেওয়ায়েতের নিরিখে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, উভয় রাতেই ভাগ্য বিবণ্টিত হয়ে থাকে। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) অর্থাৎ গোটা বছরের তাকদীর সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়াদির তাৎপর্যপূর্ণ ও অটল সিদ্ধান্তসমূহ এই মহান রাত্রিতেই লওহে মাহফূজ থেকে লিপিবদ্ধ করে ফেরেশতাদের হাতে অর্পন করা হয়, যারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিচালনার কাজে নিয়োজিত। কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে বোঝা যায় যে, এটা পনেরই শা'বানের রাত, যা শবে বরাত হিসেবেই পরিচিত। সম্ভবত শবে বরাতে এর সূচনা ও শবে কদরে এর পরিসমাপ্তি ঘটে থাকে। অথবা বলতে হবে যে, উভয় রাতেই এ সকল সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও বয়ানুল কুরআন)

(৪) অর্থাৎ, সমস্ত জগতের যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে তিনি অবগত, তিনি সবার কথাই শোনেন। সুতরাং তিনি যথাসময়ে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পবিত্র কুরআনসহ সমগ্র জগতের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৫) অর্থাৎ, যদি তোমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপনের যোগ্যতা থাকে, তবে সর্বপ্রথম বিশ্বাস স্থাপনের বিষয় হচ্ছে আল্লাহর রবুবিয়্যাত, যার নিদর্শনসমূহ প্রতিটি অণু-পরমাণুতে উজ্জ্বল দিবসের ন্যায় দেদীপ্যমান। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

- ২–৪ নং আয়াতদ্বয়:

১. মানুষকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়।

২. কুরআন বরকতময় রাতে অবতীর্ণ হয়।

৩. সেই রাতে প্রত্যক অলংঘনীয় বিষয় স্থিরীকৃত হয়।

- ৫–৬ নং আয়াতদ্বয়:

আয়াতদ্বয় থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে রসূল প্রেরণ মানুষের জন্য রহমত। (আইছারুত্তাফাসীর)

(৮) তিনি ব্যতীত আর কোনো মা'বূদ নেই। তিনি জীবন দান করেন এবং তিনি মৃত্যু ঘটান। তিনি তোমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদেরও প্রতিপালক[১]।	لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ؕ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ۝٨
(৯) বরং তারা মহা সংশয়ে পড়ে খেলা করছে[২]।	بَلْ هُمْ فِيْ شَكٍّ يَّلْعَبُوْنَ ۝٩
(১০) অতএব তুমি সেদিনের অপেক্ষা কর, যেদিন আকাশ স্পষ্ট ধোঁয়া বয়ে আনবে।	فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَاْتِي السَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ ۝١٠
(১১) যা সকল মানুষকে আচ্ছন্ন করবে। এটা একটা যন্ত্রণাময় শাস্তি[৩]।	يَّغْشَى النَّاسَ ؕ هٰذَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝١١

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, যাঁর হাতে রয়েছে সকলের জীবন-মরণ ও অস্তিত্ব-অনস্তিত্বের চাবিকাঠি এবং যিনি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের প্রতিপালক, তিনি ব্যতীত অন্য কেউ কি উপাস্য হতে পারে? এটা একটা সুস্পষ্ট বিষয়, যাতে কোনো রকম সংশয়ের অবকাশ নেই। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, এসব নিদর্শনাবলী ও দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে তাদের উচিত ছিল আল্লাহ তাআলার রবুবিয়্যতকে মেনে নেওয়া। কিন্তু এরপরও তারা মেনে নেয়নি। বরং তারা তাওহীদ ও অন্যান্য সঠিক আকীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সন্দিহান হয়ে পড়ে রয়েছে এবং দুনিয়ার খেলাধূলা নিয়ে মত্ত রয়েছে। তাদের পরকালের চিন্তা নেই যে, তারা সত্যের অনুসন্ধান করবে এবং এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করবে। তারা ভাবছে যে, তারা চিরকাল এভাবেই থাকবে। আল্লাহর সামনে তাদের কখনও উপস্থিত হতে হবে না। এ কারণে তারা উপদেশকে হাশি-তামাশা করে উড়িয়ে দেয়। (প্রাগুক্ত)

(৩) আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত ধোঁয়ার ব্যাখ্যা নিয়ে তাফসীরবিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে, এখানে ধোঁয়া দ্বারা দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তি যখন ক্ষুধার তাড়নায় আকাশের পানে তাকায় তখন সে চোখে যে ধোঁয়াভাব দেখতে পায়, সেই ধোঁয়াই বোঝানো হয়েছে। উল্লেখ্য যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কাবাসীদের অত্যাচারে অতীষ্ট হয়ে তাদের জন্য দুর্ভিক্ষের বদ-দোয়া করেছিলেন, যার উত্তর স্বরূপ আলোচ্য আয়াতে সে দুর্ভিক্ষের অপেক্ষা করতে বলা হয়েছে। এবং তা সংঘটিতও হয়েছিল। পক্ষান্তরে কোন কোন তাফসীরবিদ বলেছেন, এখানে কেয়ামতের পূর্বে কেয়ামতের আলামতস্বরূপ পরিদৃষ্ট ধোঁয়া বোঝানো হয়েছে। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৮ নং আয়াত:

১. তাওহীদের শিক্ষা বর্ণিত হয়েছে।

২. জীবন মৃত্যু আল্লাহর হাতে।

৩. আল্লাহ পূর্ববর্তী পরবর্তী সকলের প্রতিপালক।

www.maktabatulabrar.com

● ৯–১১ নং আয়াতসমূহ:

১. তাওহীদ ও অন্যান্য সঠিক আকীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সন্দিহান হয়ে পড়ে থাকা এবং দুনিয়ার খেলাধূলা নিয়ে মত্ত থাকার নিন্দা করা হয়েছে।

২. রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কাবাসীদের অত্যাচারে অতীষ্ট হয়ে তাদের জন্য দুর্ভিক্ষের বদ-দোয়া করেছিলেন, যার উত্তর স্বরূপ সে দুর্ভিক্ষের অপেক্ষা করতে বলা হয়েছে। এবং তা সংঘটিতও হয়েছিল।

(১২) (তখন তারা বলবে,) হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের থেকে এ শাস্তি দূর করে দিন। নিশ্চয় আমরা বিশ্বাসী[১]।	رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ اِنَّا مُؤْمِنُوْنَ ۝١٢
(১৩) কোথায় তাদের শিক্ষা? অথচ তাদের কাছে এসেছে সুস্পষ্ট বর্ণনাদানকারী রসূল।	اَنّٰى لَهُمُ الذِّكْرٰى وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مُّبِيْنٌ ۝١٣
(১৪) অতঃপর তারা তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং তারা বলল, (সে তো অন্যের কাছে থেকে) শিক্ষাপ্রাপ্ত, উন্মাদ[২]।	ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوْا مُعَلَّمٌ مَّجْنُوْنٌ ۝١٤
(১৫) নিশ্চয় আমি কিছু সময়ের জন্য এ শাস্তি বিদূরিত করে দেব, নিশ্চয় তোমরা (তোমাদের পূর্বাবস্থায়) ফিরে যাবে।	اِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيْلًا اِنَّكُمْ عَآئِدُوْنَ ۝١٥
(১৬) যেদিন আমি বড় ধরা ধরব, সেদিন নিশ্চয় আমি প্রতিশোধ নেব[৩]।	يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرٰى ۚ اِنَّا مُنْتَقِمُوْنَ ۝١٦

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, তারা শাস্তিতে আক্রান্ত হয়ে বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! এবারের মত আমাদেরকে এ বিপদ থেকে মুক্তি দিন। আমরা তওবা করছি। আমাদের বিশ্বাস হয়ে গেছে। আমরা ভবিষ্যতে এরকম অন্যায় করব না। খাঁটি মুসলমান হয়ে জীবন-যাপন করব। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২ ও ৩) অর্থাৎ, উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী এভাবে বাস্তবায়িত হয়েছিল যে, আবূ সুফিয়ান ও কুরাইশের অন্যান্য লোকেরা লিখিত ও মৌখিকভাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে দুর্ভিক্ষ দুরিভূত হয়ে যাওয়ার জন্য দোয়া করতে আবেদন করল। আবূ সুফিয়ান ঈমান গ্রহণ করার ওয়াদা করেছিল। কিন্তু এ ওয়াদা যেহেতু নিষ্কলুষ মনের ওয়াদা ছিল না, তাই আল্লাহ তাআলা বলেন, তাদের শিক্ষা হচ্ছেই বা কোথায়? ইতঃপূর্বেও তো তাদের কাছে সুস্পষ্ট বার্তা নিয়ে নবী এসেছিল, কিন্তু তারা মানেনি। বরং তারা বলেছিল, তিনি অন্যের শেখানো বুলি আওড়াচ্ছেন এবং তিনি প্রকৃতিস্থ নন। তবুও আমি তাদের আবদার পূরণার্থে কিছুকালের জন্য এ শাস্তি দূর করে দিচ্ছি। বাস্তব কথা হচ্ছে এই যে, তাদের অবস্থার কোন পরিবর্তন হবে না। তারা তাদের পূর্বের অবস্থায়ই থাকবে। তবে আমি কেয়ামতের দিন যে ধরা দিব সেটাই হবে শক্ত ধরা। সেদিনই আমি পূর্ণ প্রতিশোধ নেব। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১২-১৬ নং আয়াতসমূহ:

১. মক্কাবাসীদের শাস্তি দূর হওয়ার আবেদন ও তা সাময়িক মঞ্জুর হওয়ার কথা বলা হয়েছে। তবে সেই সঙ্গে আল্লাহর এও বলে দিয়েছেন যে, তাদের অবস্থার কোন পরিবর্তন হবে না, তারা তাদের পূর্বের অবস্থায়ই থাকবে।

২. আল্লাহ বলেছেন, তবে আমি কেয়ামতের দিন যে ধরা দিব সেটাই হবে শক্ত ধরা। সেদিনই আমি পূর্ণ প্রতিশোধ নেব।

(১৭) আর আমি তাদের পূর্বে ফেরআউনের সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করেছিলাম এবং তাদের কাছে এসেছিল একজন সম্মানিত রসূল[১]।	وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُوْلٌ كَرِيْمٌ ﴿١٧﴾
(১৮) (রসূল বলেছিল যে,) তোমরা আল্লাহর বান্দাদেরকে আমার কাছে সোপর্দ করে দাও। নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রসূল।	اَنْ اَدُّوْٓا اِلَيَّ عِبَادَ اللّٰهِ ؕ اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ﴿١٨﴾
(১৯) এবং এই যে, তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে উদ্ধত হয়ো না। নিশ্চয় আমি তোমাদের কাছে এক সুস্পষ্ট প্রমাণ পেশ করছি[২]।	وَّاَنْ لَّا تَعْلُوْا عَلَى اللّٰهِ ۚ اِنِّيْٓ اٰتِيْكُمْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿١٩﴾
(২০) আর নিশ্চয় আমি আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালকের আশ্রয় গ্রহণ করেছি আমাকে তোমাদরে প্রস্তরাঘাতে নিহত করার ব্যাপারে[৩]।	وَاِنِّيْ عُذْتُ بِرَبِّيْ وَرَبِّكُمْ اَنْ تَرْجُمُوْنِ ﴿٢٠﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, হযরত মূসা (আ.)-এর মাধ্যমে তাদেরকে পরীক্ষা করা হয়েছিল যে, তারা আল্লাহ্ তা'আলার পয়গাম মানে কি মানে না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, আল্লাহর বান্দাদেরকে তোমাদের গোলামে পরিণত করা না, বনী ইসরাঈলকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দান কর এবং আমার নিকট অর্পন কর। আমি তাদেরকে যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যাব। দ্বিতীয় কথা এই যে, তোমরা আল্লাহ তাআলার বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করো না। আমি যে তোমাদের কাছে প্রেরিত সত্য রসূল, তার সপক্ষে আমি সুস্পষ্ট প্রমাণাদি অর্থাৎ, মু'জিযার লাঠি ও আলোকোজ্জ্বল হস্ততালু ইত্যাদি পেশ করছি। (প্রাগুক্ত)

(৩) অর্থাৎ, তারা মু'জিযাসমূহ প্রত্যক্ষ করেও ঈমান গ্রহণ করল না, বরং মূসা (আ.)-কে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিল এবং তাকে হুমকি দিল। তখন হযরত মূসা (আ.) তাদের হুমকির জবাবে বললেন, আমি তোমাদের জুলুম অত্যাচারের ব্যাপারে আল্লাহর আশ্রয় নিয়েছি। তিনিই আমাকে সাহায্য করবেন। তার প্রতি আমার পূর্ণ আস্থা ও ভরসা রয়েছে। (প্রাগুক্ত)

www.maktabatulabrar.com

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৭-২০ নং আয়াতসমূহ:

১. ফেরআউনী সম্প্রদায়ের কাছে মুজিযাসহ হযরত মূসা (আ.)-এর আগমনের কথা বর্ণিত হয়েছে।

২. হযরত মূসা (আ.) ফেরআউনের কাছে বনী ইসরাঈলকে সমর্পন ও ঔদ্ধত্ব পরিত্যাগের জন্য বলেছিলেন।

৩. ফেরআউন হযরত মূসা (আ.)-এর কথা না শুনে উল্টো তাকে হত্যার পরিকল্পনা করে।

(২১) আর যদি তোমরা আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না কর, তবে তোমরা আমার থেকে দূরে সরে যাও[১]।	وَاِنْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا لِيْ فَاعْتَزِلُوْنِ ﴿٢١﴾
(২২) অতঃপর সে (মূসা) তাঁর প্রতিপালকের কাছে দোয়া করল যে, এরা তো অপরাধী সম্প্রদায়।	فَدَعَا رَبَّهٗٓ اَنَّ هٰٓؤُلَآءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُوْنَ ﴿٢٢﴾
(২৩) (তখন আল্লাহ বললেন,) অতএব তুমি আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাত্রিতেই বের হয়ে পড়। নিশ্চয় তোমরা হবে পশ্চাদ্ধাবিত[২]।	فَاَسْرِ بِعِبَادِيْ لَيْلًا اِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ ﴿٢٣﴾
(২৪) এবং তুমি সমুদ্রকে স্থির থাকতে দাও। নিশ্চয় তারা হবে নিমজ্জিত বাহিনী[৩]।	وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا ؕ اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُوْنَ ﴿٢٤﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, যদি তোমরা আমার কথা মেনে নিতে না পার তবে এতটুকু কর যে, আমাকে কষ্ট দিয়ো না। ভাল করতে না পার; মন্দ করো না। আমি আমার সম্প্রদায়কে নিয়ে যাব, তোমরা বাধা দিয়ো না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, হযরত মূসা (আ.) অবশেষে নিরুপায় হয়ে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করলেন যে, এরা নিজেদের অপরাধকর্ম থেকে ফিরে আসবার নয়। সুতরাং আপনি আমার ও তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিন। এই ফরিয়াদের পর তৎক্ষণাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে মূসা (আ.)-এর প্রতি নির্দেশ হল যে, ফেরআউন ও তার অনুসারীদের অজ্ঞাতসারে নবী ইসরাঈলকে সাথে নিয়ে রাতারাতি মিসর ছেড়ে চলে যাও। কেননা, দিনের বেলায় যখন তারা জানতে পারবে তখন তারা তোমাদের পিছু ধাওয়া করবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) অর্থাৎ, তোমার গমন পথে সমুদ্র পড়বে। সমুদ্রে লাঠি দ্বারা আঘাত করলে পানি এদিক ওদিক সরে যাবে এবং মধ্যখানে শুষ্ক পথ বেরিয়ে আসবে। সে পথে তুমি তোমার সম্প্রদায়কে নিয়ে পার হয়ে যাবে। তুমি এ চিন্তা করবে না যে, আল্লাহর কুদরতে যে পথ সৃষ্টি হল তা অবশিষ্ট না থাকুক। যাতে ফেরআউনের সম্প্রদায় এসে ধরতে না পারে। বরং পথটিকে আপন অবস্থায় ছেড়ে দাও। কেননা, এ পথ দেখেই তো তারা এতে প্রবেশ করবে এবং তারা হবে নিমজ্জিত। বাস্তবে হয়েছিলও তাই। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২২-২৪ নং আয়াতসমূহ:

১. অপরাগ হয়ে হযরত মূসা (আ.) কর্তৃক ফেরআউনী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বদ দোয়া করেন।

২. আল্লাহর নির্দেশে বনী ইসরাঈলকে নিয়ে রাতের বেলায় মিসর ত্যাগের নির্দেশ হয়।

৩. অলৌকিকভাবে বনী ইসরাঈলের সমুদ্র পার হয়ে যাওয়া এবং ফেরআউনী সম্প্রদায়ের নিমজ্জিত হওয়ার কথা হযরত মূসা (আ.) কে জানানো হয়।

كَمْ تَرَكُوْا مِنْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ﴿٢٥﴾	(২৫) তারা ছেড়ে গিয়েছিল কত উদ্যান ও প্রস্রবন।
وَّزُرُوْعٍ وَّمَقَامٍ كَرِيْمٍ ﴿٢٦﴾	(২৬) এবং কত শস্যক্ষেত্র ও আভিজাত্যপূর্ণ আবাসস্থল।
وَّنَعْمَةٍ كَانُوْا فِيْهَا فٰكِهِيْنَ ﴿٢٧﴾	(২৭) এবং কত বিলাস-সামগ্রী, যেগুলোর মধ্যে তারা আনন্দোৎফুল্ল থাকত।
كَذٰلِكَ ۫ وَاَوْرَثْنٰهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ ﴿٢٨﴾	(২৮) এমনই হল বিষয়টি। আর আমি সেগুলোর উত্তরাধিকারী করেদিলাম অন্য একটি সম্প্রদায়কে[১]।
فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَآءُ وَالْاَرْضُ وَمَا كَانُوْا مُنْظَرِيْنَ ﴿٢٩﴾	(২৯) অতঃপর তাদের জন্য আকাশ ও পৃথিবী ক্রন্দন করেনি[২] এবং তারা হয়নি অবকাশপ্রাপ্ত।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, ফেরআউন ও তার সম্প্রদায় হযরত মূসা (আ.) ও বনী ইসরঈলের পিছু ধাওয়া করতে গিয়ে সদলবল ডুবে সলিল সমাধিস্থ হয়। তখন তাদের যে পরিত্যক্ত ধন-সম্পদ ও ভোগ-বিলাসের সমগ্রী ছিল সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি অপর একটি সম্প্রদায়কে সেগুলোর উত্তরাধিকারী করে দিলাম। সূরা শু'আরার ৫৯ নং আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, সেই অপর সম্প্রদায়টি হচ্ছে নবী ইসরাঈল। তাদেরকে অপর সম্প্রদায় বলার কারণ হচ্ছে এই যে, তারা ধর্ম জাতি-বর্ণে ফেরআউন ও তার সম্প্রদায় থেকে ভিন্ন ছিল। ফেরআউনীদের ধ্বংসের পর বনী ইসরাঈল পুনরায় মিসরে ফিরে গিয়েছিল এবং তার আধিপত্য লাভ করেছিল। কিন্তু তাফসীরবিদ কাতাদাহ বলেন, ফেরআউন ও তার সম্প্রদায় ধ্বংস হওয়ার পর বনী ইসরাঈলের মিসরে প্রত্যাবর্তন ও সেখানে আধিপত্য লাভের উল্লেখ কোন প্রসিদ্ধ ইতিহাসে পাওয়া যায় না। সুতরাং আলোচ্য আয়াত ও সূরা শু'আরার সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা এই যে, আমি বনী ইসরাঈলকে ফেরআউন ও তার সম্প্রদায়ের রেখে যাওয়া সম্পদের মত সম্পদ দান করেছি। উল্লেখ্য যে, অধিকাংশ তাফসীরবিদ প্রথম অভিমতটিকেই সঠিক বলে সাব্যস্ত করেছেন। কেননা, কুরআনের মোকাবেলায় ইতিহাস গ্রন্থের কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই। (রূহুল মাআনী)

(২) হাদীসে আছে যে, মু'মিন বান্দা যখন মৃত্যুবরণ করে তখন আকাশে তার রিযিক ও নেক আমলের দরজা এবং পৃথিবীতে তার নামাজের জায়গা তার বিয়োগ-ব্যাথায় ক্রন্দন করে। ফেরআউন

www.maktabatulabrar.com

ও তার সম্প্রদায় তথা কাফেরদের যেহেতু কোন নেক আমল নেই তাই তাদের জন্য আকাশ ও পৃথিবী ক্রন্দন করেনি। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৫-২৯ নং আয়াতসমূহ:

আয়াতসমূহে ফেরআউনী সম্প্রদায়ের উদ্যান, প্রস্রবন, শস্যক্ষেত্র, আভিজাত্যপূর্ণ আবাসস্থল, বিলাস-সামগ্রী সবকিছু ধ্বংস হওয়ার বিবরণ এবং বনী ইসরাঈলকে সেগুলোর উত্তরাধিকারী করে দেয়ার বর্ণনা বিবৃত হয়েছে।

وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ ﴿٣٠﴾	(৩০) আর অবশ্যই আমি পরিত্রাণ দিয়েছি বনী ইসরাঈলকে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি থেকে।
مِنْ فِرْعَوْنَ ۭ اِنَّهٗ كَانَ عَالِيًا مِّنَ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾	(৩১) অর্থাৎ, ফেরআউন (-এর শাস্তি) থেকে। নিশ্চয়ই সে ছিল উদ্ধত, সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত।
وَلَقَدِ اخْتَرْنٰهُمْ عَلٰي عِلْمٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٢﴾	(৩২) আর আমি তাদেরকে (বনী ইসরাঈলকে) সজ্ঞানে সমগ্র জগদ্বাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি[১]।
وَاٰتَيْنٰهُمْ مِّنَ الْاٰيٰتِ مَا فِيْهِ بَلٰٓؤٌا مُّبِيْنٌ ﴿٣٣﴾	(৩৩) এবং আমি তাদেরকে নিদর্শনাবলী থেকে এমন নিদর্শন দান করেছি, যাতে ছিল সুস্পষ্ট অনুগ্রহ[২]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, যদিও বনী ইসরাঈলের নানান রকম ত্রুটি ও দুর্বলতা আমার জানা ছিল, তবুও আমি তাদেরকে তখনকার সমগ্র জগতবাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। তা ছাড়া তাদের দু'একটি এমন গুনও ছিল যা তাদের সর্বকালের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক। যেমন: তাদের মধ্যে অসংখ্য নবী-রসূলের আগমন ইত্যাদি। (রূহুল মাআনী)

(২) অর্থাৎ, তাদেরকে প্রদত্ত নিদর্শনসমূহের দু'টি দিক ছিল, প্রথমত অনুগ্রহ, দ্বিতীয়ত কুদরতের বহিঃপ্রকাশ। তন্মধ্যে আবার কিছু ছিল বাহ্যিক অনুগ্রহ, যেমন: ফেরআউন থেকে মুক্তি এবং মান্না ও সালওয়ার অবতরণ, মেঘমালার ছায়াদান ইত্যাদি। পক্ষান্তরে কিছু ছিল আধ্যাত্মিক অনুগ্রহ, যেমন: ইল্‌ম, কিতাব, মুশাহাদা ও মু'জিযা ইত্যাদি। (বয়ানুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতে بَلٰٓؤٌا مُّبِيْنٌ-এর শাব্দিক অর্থ সুস্পষ্ট পরীক্ষা। পরীক্ষা সাধারণত অনুগ্রহ বা পীড়নের মাধ্যমেই নেওয়া হয়। বনী ইসরাঈলের পরীক্ষা যেহেতু অনুগ্রহ দ্বারা করা হয়েছিল তাই এখানে "সুস্পষ্ট অনুগ্রহ" তরজমা করা হয়েছে। (জালালাইন ও হাশিয়ায়ে জামাল)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩২ নং আয়াত:

১. তখনকার সমগ্র জগতবাসীর উপর বনী ইসরাঈলকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছিল।

২. আল্লাহ তা'আলা যদি কাউকে আপন অনুগ্রহে মর্যাদা দান করেন, তবে তার ত্রুটি ও দুর্বলতা এ ক্ষেত্রে অন্তরায় হয় না।

● ৩৩ নং আয়াত:

আয়াত থেকে বোঝা যায়, আল্লাহর অনুগ্রহের মধ্যেও পরীক্ষা নিহিত থাকে। সুতরাং আল্লাহর অনুগ্রহ পেয়ে উদাসীন হওয়া ঠিক নয়।

(৩৪) নিশ্চয় এরা বলেই থাকে,	اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ لَيَقُوْلُوْنَ ﴿٣٤﴾
(৩৫) আমাদের প্রথম মৃত্যু ব্যতীত (পরকালীন জীবন কলতে) অন্য কিছু নেই এবং আমরা পুনরুত্থিত[১] হব না।	اِنْ هِىَ اِلَّا مَوْتَتُنَا الْاُوْلٰى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِيْنَ ﴿٣٥﴾
(৩৬) সুতরাং তোমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে উপস্থিত কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও[২]।	فَاْتُوْا بِاٰبَآئِنَآ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٣٦﴾
(৩৭) শ্রেষ্ঠ কি তারা, না তুব্বা সম্প্রদায় ও যারা তাদের পূর্বে ছিল তারা? আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি। নিশ্চয়ই তারা ছিল অপরাধী[৩]।	اَهُمْ خَيْرٌ اَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ ۙ وَّالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۛ اَهْلَكْنٰهُمْ ۫ اِنَّهُمْ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ﴿٣٧﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১ ও ২) এখানে কুরাইশের লোকদের কথা বলা হয়েছে। সূরার শুরু থেকে ১৬ নং আয়াত পর্যন্ত হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সম্প্রদায় কুরাইশের আলোচনা চলে আসছিল। এরপর ১৭ নং আয়াত থেকে ৩৩ নং আয়াত পর্যন্ত প্রসঙ্গক্রমে হযরত মূসা (আ.) ও ফেরআউন এবং তাদের সম্প্রদায়ের আলোচনা করা হয়েছে। আলোচ্য ৩৪ ং আয়াত থেকে পুনরায় কুরাইশের আলোচনা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যে, কুরাইশের কাফেররা কেয়ামতকে অস্বীকার করত এবং তারা বলত যে, পার্থিব জীবনই একমাত্র জীবন। মৃত্যুর মাধ্যমেই এর অবসান। এটাই প্রথম ও শেষ এবং একমাত্র মৃত্যু। এরপর পুনরুত্থান বা পুনর্জীবন বলতে কিছু নেই। তারা আরও অগ্রসর হয়ে এই চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিত যে, যদি তোমরা পুনরুত্থানের দাবিতে সত্যবাদী হও তবে আমাদের পূর্বপুরুষ যারা ইতঃপূর্বে মৃত্যুবরণ করে কবরে চলে গেছে তাদেরকে জীবিত করে আমাদের সামনে নিয়ে আস। (রূহুল মাআনী ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) অর্থাৎ, তাদের উপরোক্ত ঔদ্ধত্যপূর্ণ বক্তব্যের উত্তরে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে শাসানোর স্বরে বলেন, তারা কি শক্তি-সামর্থ্যের দিক থেকে তুব্বা সম্প্রদায়ের চেয়ে শ্রেষ্ঠ? যখন আমি তাদেরকেও অপরাধের কারণে ধ্বংস করে দিয়েছি তখন এরা কোন্ ছার। উল্লেখ্য, তুব্বা ছিল এককালের ইয়ামন সম্রাটের উপাধি। ইয়ামানে এ উপাধির অনেক সম্রাট অতীত হয়েছে। এখানে আলোচ্য তুব্বার মূল নাম ছিল আসআদ। সে নিজে ইসলাম গ্রহণ করে তার সম্প্রদায়কেও ইসলামের প্রতি আহবান জানিয়েছিল, কিন্তু তারা তার ডাকে সাড়া না দেয়ায় ধ্বংস হয়েছে। (প্রাগুক্ত)

www.maktabatulabrar.com

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩৪–৩৭ নং আয়াতসমূহ:

১. যারা কেয়ামত ও পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে তাদের সামনে তুব্বা প্রমুখ সম্প্রদায়কে ধ্বংশ করার কথা তুলে ধরে তাদেরকেও আল্লাহ ধ্বংস করতে পারেন– এ মর্মে শাসানো হয়েছে।

২. পূর্ববর্তী জাতিদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল তাদের অপরাধের কারণে।

(৩৮) আর আমি আকাশমণ্ডল, পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু রয়েছে তা খেলার ছলে সৃষ্টি করিনি।	وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ ﴿٣٨﴾
(৩৯) আমি এতদুভয়কে হেকমতপূর্ণ করেই সৃষ্টি করেছি। কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না[১]।	مَا خَلَقْنٰهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٩﴾
(৪০) নিশ্চয় ফয়সালার দিনই তাদের সকলের (পুনরুত্থানের ও বিনিময় প্রাপ্তির) নির্ধারিত সময়।	اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيْقَاتُهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٤٠﴾
(৪১) যেদিন এক বন্ধু অন্য বন্ধুর কোন কাজে আসবে না এবং তাদের কোন সাহায্যও করা হবে না।	يَوْمَ لَا يُغْنِىْ مَوْلًى عَنْ مَّوْلًى شَيْئًا وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٤١﴾
(৪২) কেবল যার প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেন সে ব্যতীত। নিশ্চয় তিনিই পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু[২]।	اِلَّا مَنْ رَّحِمَ اللّٰهُ ۭ اِنَّهٗ هُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿٤٢﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, এ বিশাল জগৎ এমনিতে খেলার ছলে সৃষ্টি করা হয়নি; বরং অতি হেকমত ও তাৎপর্যের সাথেই সৃষ্টি করা হয়েছে। যেমন এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার মহা কুদরতের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে, তেমনি এরই ফলশ্রুতিতে কেয়ামতের দিন হিসাব-নিকাশ ও বিচার সংঘটিত হবে। (বয়ানুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, কেয়ামতের বিচার দিবসই হচ্ছে প্রত্যেকের পাওয়া-নেওয়ার প্রতিশ্রুত দিন। সেদিন আল্লাহর অনুগত বান্দা পুরস্কৃত হবে এবং অপরাধীরা শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। সেদিন কোন বন্ধু কোন বন্ধুর কোন রকম উপকার বা সাহায্য করতে সক্ষম হবে না। তবে আল্লাহ্ তাআলা যার প্রতি অনুগ্রহ করেন তার কথা ভিন্ন। সে কোন না কোন ছুতোয় রক্ষা পেয়ে যাবে। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩৯–৪০ নং আয়াতদ্বয়:

১. আসমান জমিন ও এতভুয়ের মধ্যবর্তী কোনকিছুকে খেলাচ্ছলে, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যবিহীন সৃষ্টি করা হয়নি।

২. আসমান ও জমিনকে অতি হেকমত ও তাৎপর্যের সাথেই সৃষ্টি করা হয়েছে।

● ৪১–৪২ নং আয়াতদ্বয়:

আয়াতদ্বয় থেকে বোঝা যায়, কেয়ামতের দিন কোন রকম ভ্রাতৃত্ব, বন্ধুত্ব ও ভালবাসা উপকারে আসবে না। কেবল উপকারে আসার মত বিষয় হচ্ছে ঈমান ও নেক আমল। তবে সাধারণত মানুষ যেহেতু ঈমান এবং নেক আমল করেও এর যথাযথ হক আদায় করতে সক্ষম হয় না, তাই নিজের আমলের উপর ভরসা না করে আল্লাহর রহমতের উপরই ভরসা করবে এবং তারই হুকুম পালনার্থে নেক আমল করে যাবে। (আইসারুত্তাফাসীর)

(৪৩) নিশ্চয়ই যাক্কুম বৃক্ষ হবে	اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّوْمِ ﴿٤٣﴾
(৪৪) পাপীর খাদ্য;	طَعَامُ الْاَثِيْمِ ﴿٤٤﴾
(৪৫) তেলের গাদের মত; তা পেটের মধ্যে ফুটতে থাকবে।	كَالْمُهْلِ ۚ يَغْلِىْ فِى الْبُطُوْنِ ﴿٤٥﴾
(৪৬) গরম পানির ফুটার মত[১];	كَغَلْىِ الْحَمِيْمِ ﴿٤٦﴾
(৪৭) (ফেরেশতাদের বলা হবে,) তাকে ধর, অতঃপর তাকে জাহান্নামের মধ্যস্থলে টেনে নিয়ে যাও।	خُذُوْهُ فَاعْتِلُوْهُ اِلٰى سَوَآءِ الْجَحِيْمِ ﴿٤٧﴾
(৪৮) অতঃপর তার মাথার উপর কিছু শাস্তি তথা গরম পানি ঢেলে দাও[২]।	ثُمَّ صُبُّوْا فَوْقَ رَاْسِهٖ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيْمِ ﴿٤٨﴾
(৪৯) (এবং তাকে বিদ্রূপ করে বলা হবে,) আস্বাদ গ্রহণ কর, নিশ্চয়ই তুমি তো পরাক্রমশালী, অতি সম্মানিত ব্যক্তি।	ذُقْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ ﴿٤٩﴾
(৫০) নিশ্চয়ই এটা তা-ই যা নিয়ে তোমরা সন্দেহ করতে[৩]।	اِنَّ هٰذَا مَا كُنْتُمْ بِهٖ تَمْتَرُوْنَ ﴿٥٠﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) যাক্কুম মানে ফণী মনসা গাছ। হয়ত কোন ক্ষুদ্রতম সামঞ্জস্যের কারণে দুনিয়াতে উৎপন্ন ফণী মনসা গাছের নামের সাথে মিল রেখে জাহান্নামের সে বৃক্ষটিকেও ফণী মনসা গাছ বলা হয়েছে, যা হবে জাহান্নামীদের খাদ্য। অন্যথায় জাহান্নামের ফণী মনসা গাছের প্রকৃত আকৃতি বা রূপ কী রকম হবে তা আল্লাহ তাআলাই ভাল জানেন। কেননা, জাহান্নামের যাক্কুম গাছের যে তেজস্ক্রীয়তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা দুনিয়াতে উৎপন্ন ফণী মনসা গাছের সাথে কোনভাবেই তুলনীয় নয়। এটা কেবল নামগত মিল মাত্র, যেমন জান্নাতের নানান রকম নেয়ামতের সাথে দুনিয়ার বিভিন্ন নেয়ামতের নামের মিল রয়েছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) উক্ত গরম পানি মাথার ভিতর দিয়ে নেমে নাড়ী-ভুড়ি ছিন্ন-ভিন্ন করে বের হয়ে যাবে। আল্লাহ্ আমাদের রাক্ষা করুন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

www.maktabatulabrar.com

(৩) অর্থাৎ, তোমরা তো বিশ্বাসই করতে না যে, কেয়ামত সংঘটিত হবে। তোমরা এ সুখ-স্বপ্নে বিভোর ছিলে যে, এভাবেই খেলাধূলায় জীবন কেটে যাবে। এরপর মাটিতে মিশে মাটি হয়ে যাবে। পরকাল বলতে কিছুই নেই। এখন প্রত্যক্ষ করলে যে, নবীদের কথাই সত্য। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪৩–৫০ নং আয়াতসমূহ:

১. আয়াতসমূহে জাহান্নামীদের খাদ্য-পানীয় যাক্কুম গরম পানি ইত্যাদি সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে।

২. যাক্কুম সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এটা হচ্ছে দুনিয়ার লোভ ও ভালবাসা, যা কেয়ামতের দিন উক্ত বিষাক্ত বৃক্ষের আকার ধারণ করবে। (বয়ানুল কুরআন– মাসায়েলুস সুলূক)

(৫১) নিশ্চয়ই মুত্তাকীরা থাকবে নিরাপদ স্থানে,	اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ مَقَامٍ اَمِيْنٍ ﴿٥١﴾
(৫২) অর্থাৎ, বাগ-বাগিচা ও ঝর্ণা-নির্ঝরের মাঝে।	فِىْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ﴿٥٢﴾
(৫৩) তারা পরিধান করবে মিহি ও পুরু রেশমী বস্ত্র (এবং তারা বসবে) পরস্পর মুখোমুখি হয়ে।	يَّلْبَسُوْنَ مِنْ سُنْدُسٍ وَّاِسْتَبْرَقٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ ﴿٥٣﴾
(৫৪) বিষয়টি হবে এমনই। এবং আমি তাদেরকে সঙ্গি বানিয়ে দেব আয়ত-লোচনা সুন্দরীদের সাথে।	كَذٰلِكَ ۗ وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ ﴿٥٤﴾
(৫৫) সেখানে তারা প্রত্যেক প্রকারের ফল আনতে বলবে প্রশান্ত চিত্তে[১]।	يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ اٰمِنِيْنَ ﴿٥٥﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এখানে ৫১ নং আয়াত থেকে ৫৬ নং পর্যন্ত আয়াতগুলোতে জান্নাতের চিরস্থায়ী নেয়ামত-সমূহের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এখানে প্রায় সবরকমের নেয়ামতেরই উল্লেখ রয়েছে। কেননা, মানুষের সাধারণত প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহের মধ্যে রয়েছে ভাল বাসস্থান, ভাল পোষাক, মনের মত জীবনসঙ্গী বা সঙ্গীনী, ভাল পানাহার, এসবের স্থায়িত্বের গ্যারান্টি এবং যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট থেকে পরিপূর্ণ নিরাপত্তার নিশ্চয়তা। এ ছয়টি বিষয় জান্নাতবাসীদের পাওয়ার কথা এখানে বর্ণিত হয়েছে। এখানে জান্নাতবাসীদের আবাসস্থানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে নিরাপত্তা। (মাআরিফুল কুরআন)

উল্লেখ্য যে, এখানে জান্নাতবাসীদের সাথে জান্নাতের হুরদের জান্নাতে শরীয়তের কোন বিধান পালনের জন্য কেউ আদিষ্ট হবে না। তবে একটা সম্মানজনক নিয়ম হিসাবে আনুষ্ঠানিক বিবাহের ব্যবস্থা হবে মাত্র। অথবা হুরদেরকে তাদের সঙ্গীনী সাব্যস্ত করে দেওয়া হবে। এটাকেই এখানে বিবাহ বলা হয়েছে। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫১-৫৫ নং আয়াতসমূহ:

আয়াতসমূহে জান্নাতের নেয়ামতসমূহের মধ্যে ভাল বাসস্থান, ভাল পোষাক, মনের মত জীবনসঙ্গী বা সঙ্গীনী, ভাল পানাহার, এসবের স্থায়িত্বের গ্যারান্টি এবং যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট থেকে পরিপূর্ণ নিরাপত্তার নিশ্চয়তা- এ মৌলিক ছয়টি বিষয়ের কথা বর্ণিত হয়েছে।

(৫৬) তারা সেখানে (দুনিয়ার জীবনে সংঘটিত) প্রথম মৃত্যু ব্যতীত আর কোন মৃত্যু আস্বাদন করবে না[১] এবং তিনি (আল্লাহ) তাদেরকে জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করবেন।	لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا الْمَوْتَ اِلَّا الْمَوْتَةَ الْاُوْلٰى ۚ وَوَقٰىهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ﴿٥٦﴾
(৫৭) তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অনুগ্রহ স্বরূপ। এটাই মহান সফলতা।	فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكَ ۭ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٥٧﴾
(৫৮) বস্তুত কেবল (তাদের হেদায়েতের উদ্দেশ্যেই) আমি তোমার ভাষায় কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।	فَاِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٥٨﴾
(৫৯) সুতরাং তুমি প্রতীক্ষা কর, নিশ্চয় তারাও প্রতীক্ষমান[২]।	فَارْتَقِبْ اِنَّهُمْ مُّرْتَقِبُوْنَ ﴿٥٩﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, দুনিয়ার জীবনে যে একবার মৃত্যু সংঘটিত হয়েছে, হয়েছেই। এরপর তাদের আর কোন মৃত্যু হবে না। উল্লেখ্য, জান্নাতীদের ন্যায় জাহান্নামীদেরও দুনিয়ায় সংঘটিত মৃত্যুর পর পরকালে আর কোন মৃত্যু সংঘটিত হবে না। তবে জাহান্নামীদের মৃত্যু সংঘটিত না হওয়া তাদের জন্য অধিক কষ্টের কারণ হবে। পক্ষান্তরে জান্নাতবাসীদের বেলায় এটা হবে অধিক আনন্দের বিষয়। কেননা, যত বড় নেয়ামতই হোক না কেন, যখন মানুষ তা হারিয়ে ফেলার কল্পনা করে তখন এটা ভীষণ মর্মপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং জান্নাতীরা যখন এ কল্পনা করবে যে, এসব নেয়ামত কখনও তাদের থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হবে না, তখন যে তাদের আনন্দ আরও বৃদ্ধি পাবে- সেটা বলাই বাহুল্য। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ, এরূপ সহজ করে দেওয়ার পরও যদি তারা বুঝতে না চায়, তবে তুমি অপেক্ষা কর, তাদের অশুভ পরিণতি দেখতে পাবে। তারা তো অপেক্ষা করছে, তোমার কোন বিপর্যয় ঘটুক, কিন্তু তুমি দেখতে পাবে যে, তাদের অবস্থা কী হয়! (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫৬-৫৯ নং আয়াতসমূহ:

১. জান্নাতে যাওয়ার পর আর কোন মৃত্যু নেই।

www.maktabatulabrar.com

২. জান্নাত লাভ আল্লাহর অনুগ্রহ। ঈমান আমল হচ্ছে সেই অনুগ্রহ লাভের শর্ত বা ওছীলা।
৩. জান্নাত লাভই প্রকৃত সাফল্য ও মহা সাফল্য।
৪. উপদেশ গ্রহণের জন্য কুরআন সহজ।
৫. যারা কুরআন মানে না তাদের পরিণতি হবে অশুভ।

(৪৫) সূরা জাসিয়া[১]

৩৭ আয়াত, ৪ রুকু

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

(১) হা-মীম,	حٰمٓ ﴿١﴾
(২) এই কিতাবের অবতারণ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে।	تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ﴿٢﴾
(৩) নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতেই বহু নিদর্শন রয়েছে মু'মিনদের জন্য[২]।	اِنَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٣﴾
(৪) আর তোমাদের সৃষ্টিতে এবং জীব-জন্তুর বিস্তারে বহু নিদর্শন রয়েছে এমন সম্প্রদায়ের জন্য, যারা নিশ্চিত বিশ্বাস করে[৩]।	وَفِيْ خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَاۗبَّةٍ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ﴿٤﴾
(৫) আর রাত্রি ও দিবসের আবর্তনে এবং আল্লাহ আকাশ থেকে যে রিযিক অবতীর্ণ করেছেন[৪], অতঃপর তদ্বারা যমীনকে তার মৃত্যুর পর সজীব করেছেন তার মধ্যে এবং বায়ুরাশির পরিবর্তনে বহু নিদর্শন রয়েছে এমন সম্প্রদায়ের জন্য, যারা বুঝে[৫]।	وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاۗءِ مِنْ رِّزْقٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿٥﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) "জাসিয়া" শব্দের অর্থ নতজানু। কেয়ামতের বীভৎস অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে আলোচ্য সূরার ২৮ নং আয়াতে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, "তুমি সেদিন প্রত্যেক সম্প্রদায়কে নতজানু অবস্থায় দেখতে পাবে।" বলা বাহুল্য যে, উক্ত আয়াতে ভ্রান্ত পথের অনুসারীদের বিপর্যস্ত অবস্থার সুনিপুণ চিত্র আঁকা হয়েছে। তাদের পরকালীন এ দুরবস্থার কথা স্মরণ করে যাতে মানুষ গুরুত্বের সাথে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং সৎপথ অনুসরণ করে চলে সে জন্য আলোচ্য সূরাটিকে সূরা জাসিয়া নামকরণ করে বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এ সূরার ১৮ নং আয়াতে শরীয়তের বিধান সম্পর্কে এবং ২৪ নং আয়াতে দাহর অর্থাৎ, কাল সম্পর্কে

যেহেতু আলোচনা করা হয়েছে তাই এ সূরাকে 'সূরাতুশ শরীআহ' এবং 'সূরাতুত দাহ্‌র'ও বলা হয়। সম্পূর্ণ সূরাটি অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে মক্কায় অবতীর্ণ। তবে ইবনে আব্বাস ও কাতাদার মতে ১৪ নং আয়াতটি মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর, রুহুল মাআনী ও কুরতুবী)

(২) অর্থাৎ, মানুষ যদি আল্লাহ্ তাআলাকে স্বীকার করতে চায়, তবে এই আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তার সুষ্ঠু ও সুচারু ব্যবস্থাপনার উপর গবেষণা করে বুঝে নিতে পারে যে, নিশ্চয় এগুলোর একজন সৃষ্টিকর্তা ও একজন সংরক্ষণকর্তা রয়েছে, যিনি এগুলোকে নিজের সুনিপুণ প্রজ্ঞা ও দক্ষতা দ্বারা অতি সুন্দরভাবে সৃষ্টি করেছেন এবং অসীম কুদরতে এগুলোকে সংরক্ষণ করছেন। এসবকিছুই বিশ্বাসস্থাপনকারীদের জন্য নিদর্শন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) অর্থাৎ, মানুষ যদি স্বয়ং নিজের সৃষ্টি এবং অন্যান্য জীবের সৃষ্টি সম্পর্কে গবেষণা করে তবে আল্লাহ্ তাআলার প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপনের হাজারো নিদর্শন দেখতে পাবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) অর্থাৎ, আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন যদ্বারা রিযিক উৎপন্ন হয়েছে। (প্রাগুক্ত)

(৫) অর্থাৎ, যাদের বিবেক রয়েছে তারা যদি তাদের বিবেককে সামান্যও কাজে লাগায় তবে তাদের বোঝার কথা যে, এ সবই পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় এক আল্লাহরই কুদরতে হচ্ছে। তিনি ব্যতীত অন্য কারও এতে কোনো দখল নেই। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩-৫ নং আয়াতসমূহ:

আয়াতসমূহ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহ্ তাআলার একত্ববাদ ও তাঁর মারেফাত লাভ করতে চায়, তবে তার জন্য তার নিজের ও অন্যান্য জীব এবং যাবতীয় বিশ্ব-প্রকৃতির সৃজনের মাঝে অগণিত, অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে। তবে এজন্য প্রয়োজন আল্লাহর সৃষ্টিকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করার এবং বিবেক ও মেধাকে কাজে লাগানোর। (আইসারুত্তাফাসীর)

تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۚ فَبِاَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَ اللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ يُؤْمِنُوْنَ ۝٦

(৬) এগুলো আল্লাহর আয়াত, যা আমি (আল্লাহ) তোমার নিকট আবৃত্তি করছি যথাযথভাবে। সুতরাং তারা আল্লাহ ও তাঁর আয়াতসমূহের পর কোন্ কথার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে[১]?

وَيْلٌ لِّكُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ ۝٧

(৭) ধ্বংস প্রত্যেক ঘোর মিথ্যাবাদী পাপিষ্ঠের জন্য।

يَّسْمَعُ اٰيٰتِ اللّٰهِ تُتْلٰى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا ۚ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝٨

(৮) যে আল্লাহর আয়াতসমূহ শোনে যখন তার সামনে পাঠ করা হয়, অতঃপর সে অহংকারী স্বরূপ হঠকারিতা করে, যেন সে তা শোনেনি। সুতরাং তাকে এক যন্ত্রণাময় শাস্তির সুসংবাদ জানিয়ে দাও[২]।

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার পরিবর্তে আর কে আছে? তাঁর বাণীর পরিবর্তে আর কার কথা গ্রহণযোগ্য হতে পারে? সেই মহান প্রভূর এমন সত্য ও সুস্পষ্ট কথা যদি কেউ গ্রহণ না করে, তবে সে আর কার কথা গ্রহণ করার জন্য অপেক্ষা করছে? (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, হঠকারিতা ও অহংকারবশত সে আল্লাহর কথা শোনে না। তার আমিত্ববোধ তাকে অজ্ঞতার পথ পরিহার করে চলার সুযোগ দেয় না। সে সত্যের বাণী শুনে তার থেকে এভাবে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যেন সে শোনেইনি। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৬ নং আয়াত:

আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহর আয়াতসমূহ তথা কুরআন বিশ্বাস স্থাপনের যোগ্য। তা সত্ত্বেও যারা কুরআনে বিশ্বাস স্থাপন করে না, তারা আর কোন্ কিতাবে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারবে?

● ৭ নং আয়াত:

আয়াতে মিথ্যুক ও পাপাচারীদের জন্য ধ্বংস থাকার কথা বলা হয়েছে।

● ৮ নং আয়াত:

১. অহমিকা ও হঠকারিতা সত্যকে উপলব্ধি করা ও অনুসরণ করার পথে অন্তরায়। সুতরাং হেদায়েত পাওয়ার জন্য অহমিকা ও হঠকারিতা পরিহার করা আবশ্যক।

২. যারা আল্লাহর আয়াত শুনেও মানে না, তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাময় শাস্তি।

وَاِذَا عَلِمَ مِنْ اٰيٰتِنَا شَيْـًٔا اتَّخَذَهَا هُزُوًا ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۝٩

(৯) আর যখন সে আমার আয়াতসমূহ থেকে কিছু শোনে তখন সে তাকে উপহাসের বস্তুতে পরিণত করে। তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি[১]।

مِنْ وَّرَآئِهِمْ جَهَنَّمُ ۚ وَلَا يُغْنِىْ عَنْهُمْ مَّا كَسَبُوْا شَيْـًٔا وَّلَا مَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَآءَ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝١٠

(১০) তাদের সম্মুখে রয়েছে জাহান্নাম এবং তারা যা অর্জন করে গিয়েছিল তাও তাদের কোন কাজে আসবে না। এবং তারা যাদেরকে আল্লাহর পরিবর্তে অভিভাবক স্বরূপ গ্রহণ করে নিয়েছিল তারাও নয়[২]। আর তাদেরই জন্য রয়েছে মহা শাস্তি।

هٰذَا هُدًى ۚ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ اَلِيْمٌ ۝١١

(১১) এটা (কুরআন) এক পথ-নির্দেশনা। আর যারা তাদের প্রতিপালকের আয়াতসমূহকে অমান্য করে তাদের জন্য রয়েছে এক কঠোর যন্ত্রণাময় শাস্তি[৩]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, যেমনিভাবে সে আল্লাহ তাআলার আয়াতের সাথে তাচ্ছিল্যের ব্যবহার করে তেমনিভাবে তার শাস্তিও হবে তাচ্ছিল্যপূর্ণ ও লাঞ্ছনাদায়ক। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, তাদের সহায়-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যা কিছু রয়েছে কিছুই তখন কাজে আসবে না এবং তারাও তাদের কোন উপকার করতে পারবে না, যাদেরকে তারা তাদের উপাস্য অথবা বন্ধু ও সাহয্যকারীরূপে গ্রহণ করে নিয়েছিল এবং তাদের কাছ থেকে বিশেষ সাহায্য-সহযোগিতার আশা রেখেছিল। (প্রাগুক্ত)

(৩) অর্থাৎ, এ পবিত্র কুরআন হচ্ছে সঠিক ও সৎপথে চলার একটি পথ-নির্দেশনা, যদ্বারা মানুষ ভালকে ভাল হিসেবে এবং মন্দকে মন্দ হিসেবে চিনতে পারে। যে ব্যক্তি কুরআনের নির্দেশনা মানবে না, তার জন্য রয়েছে অতি যন্ত্রণাদায়ক কঠোর শাস্তি। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৯–১০ নং আয়াতদ্বয়:

১. যারা কুরআন হাদীছ নিয়ে উপহাস করে তারা কাফের, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নাম। তাদের কোন আমল তাদের কোন উপকারে আসবে না।

২. কাফেররা আল্লাহকে ছেড়ে যাদের উপাসনা করে তারা তাদের কোন উপকার করতে সক্ষম হবে না।

● ১১ নং আয়াত:

১. কুরআন হচ্ছে সব ব্যাপারে দিক-নির্দেশনা।

২. কুরআন অমান্যকারীগণ কাফের, তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাময় শাস্তি।

اَللّٰهُ الَّذِیْ سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِیَ الْفُلْكُ فِیْهِ بِاَمْرِهٖ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿۱۲﴾	(১২) আল্লাহ সেই সত্তা, যিনি তোমাদের কল্যাণে সমুদ্রকে (কুদরতের) আয়ত্বাধীন করেছেন, যাতে তাঁর আদেশে তাতে নৌযানসমূহ চলাচল করতে পারে এবং যাতে তোমরা তাঁর কিছু অনুগ্রহ অনুসন্ধান করতে পার। আর যেন তোমরা (তাঁর) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর[১]।
وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا مِّنْهُ ؕ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ یَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿۱۳﴾	(১৩) আর তিনি তোমাদের কল্যাণে (কুদরতের) আয়ত্বাধীন করেছেন যা কিছু রয়েছে আকাশমণ্ডলীতে এবং যা কিছু রয়েছে ভূমণ্ডলে সবকিছুই, তাঁর পক্ষ থেকে। নিশ্চয় এতে রয়েছে বহু নিদর্শন এমন সম্প্রদায়ের জন্য, যারা চিন্তা করে[২]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ অথই সমুদ্রে বাহ্যত নৌকা বা অন্যান্য নৌযান চলাচল করার কোন উপায় নেই; কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা সেই সমুদ্রকে মানুষের কর্মক্ষমতার আয়ত্বাধীন করে দিয়েছেন, যার

www.maktabatulabrar.com

ফলে মানুষ নৌপথে যাতায়াত ও ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারে, তাতে মাছ শিকার করতে পারে, সমুদ্রের তলদেশ থেকে মুক্তা-মাণিক্য ও মূল্যবান রত্নরাজি আহরণ করতে পারে এবং আল্লাহ্ তাআলা প্রদত্ত এসব নেয়ামত ভোগ করে তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে উদ্বুদ্ধ হয়। (মাআরিফুল কুরআন-ইদরীসী)

(২) অর্থাৎ, আকাশমণ্ডলীতে যাকিছু রয়েছে, যেমন– সূর্য, চন্দ্র তারকা, মেঘ-বৃষ্টি ইত্যাদি এবং যা কিছু ভূমণ্ডলে রয়েছে, যেমন– জীব-জন্তু, গাছ-পালা, নদী-নালা ইত্যাদি সবকিছুই আল্লাহ তাআলা মানুষের কাজে নিয়োজিত রেখেছেন। এসব তাঁরই অনুগ্রহ। তবে এটা বোঝার জন্য প্রয়োজন চিন্তাশীল অন্তরের। তবেই তার অনুগ্রহ উপলব্ধি করা সম্ভব। (জালালাইন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১২–১৩ নং আয়াতদ্বয়:

১. আয়াতদ্বয়ে সমুদ্র, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সবকিছু মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত রাখার কথা বলে মানুষের প্রতি আল্লাহর নেয়ামতের কথা ব্যক্ত করা হয়েছে, যাতে মানুষ কৃতজ্ঞ হয়।

২. চিন্তা-ভাবনা করলে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে আল্লাহর কুদরতের বহু নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়।

قُلْ لِّلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا یَغْفِرُوْا لِلَّذِیْنَ لَا یَرْجُوْنَ اَیَّامَ اللّٰهِ لِیَجْزِیَ قَوْمًا بِمَا كَانُوْا یَكْسِبُوْنَ ﴿۱۴﴾	(১৪) যারা ঈমান এনেছে তুমি তাদেরকে বলে দাও, যেন তারা ওদেরকে ক্ষমা করে দেয় যারা আল্লাহর দিবসসমূহের ভয় করে না। যেন তিনি মানুষকে তার বিনিময়ে প্রতিদান প্রদান করেন যা তারা করত[১]।
مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ اَسَآءَ فَعَلَیْهَا ۫ ثُمَّ اِلٰی رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ ﴿۱۵﴾	(১৫) যে নেক কাজ করে সে তার নিজের কল্যাণের জন্যই করে; আর যে মন্দ কাজ করে তার অকল্যাণ তার নিজেরই হবে। অতঃপর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকটেই প্রত্যাবর্তিত হবে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) বর্ণিত আছে যে, মক্কায় এক মুশরিক হযরত উমর (রা.)-কে একদা অযথা গালি দিলে তিনি প্রতিশোধ গ্রহণে উদ্যত হন। তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এতে তাকে গালমন্দকারী মুশরিককে ক্ষমা করে দেওয়ার জন্য উপদেশ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এ বর্ণনামতে "যারা আল্লাহর দিবসসমূহের ভয় করে না" বলে সেই গালমন্দকারী মুশরিক ও তার মত অন্যান্য মুশরিকদের বোঝানো হয়েছে। উক্ত বিবরণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। সমগ্র সূরাটির ন্যায় এ আয়াতটিও যে মক্কায় অবতীর্ণ সেটিই অধিকাংশ তাফসীরবিদের অভিমত। অপর এক বর্ণনায় বনু মুস্তালিক যুদ্ধে সংঘটিত একটি ঘটনার প্রেক্ষিতে আয়াতটি আব্দুল্লাহ্ ইবনে ইবাই মুনাফিক সম্পর্কে অবতীর্ণ হওয়ার কথা পাওয়া যায়। এ কারণে কোন কোন তাফসীরবিদ সমগ্র সূরার মধ্যে কেবল এ আয়অতটিকে মদীনায় অবতীর্ণ বলে উল্লেখ করেছেন। আলোচ্য সূরার শুরুতে এ সম্পর্কে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, এই আয়াতে "আল্লাহর দিবসসমূহ" বলে এমন দিবসগুলোকে বোঝানো হয়েছে, যেসব দিবসে আল্লাহ নেককারদের পুরস্কার ও বদকারদের শাস্তি দেবেন। এটা দুনিয়া ও আখেরাতের উভয় স্থানেই হতে পারে। আয়াতটিতে দৈনন্দিন জীবনে কাফেরদের খুঁটি-নাটি ত্রুটি ও অপরাধের প্রতিশোধ না নিয়ে আল্লাহর উপর ছেড়ে দিতে বলা হয়েছে। তিনিই কাফেরদেরকে অপরাধের শাস্তি এবং মু'মিনদেরকে ধৈর্য ও ক্ষমার পুরস্কার দিবেন। সুতরাং আয়াতটির সাথে জেহাদের বিধান না থাকার কোন সম্পর্ক নেই। (রূহুল মাআনী, ফাওয়ায়েদে উছমানী ও মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৪-১৫ নং আয়াতদ্বয়:

১. আয়াতদ্বয়ে দৈনন্দিন জীবনে কাফেরদের খুঁটি-নাটি ত্রুটি ও অপরাধের প্রতিশোধ না নিয়ে আল্লাহর উপর ছেড়ে দিতে বলা হয়েছে।

২. মানুষ ভাল-মন্দ যা কিছুই করে তা নিজেরই কল্যাণ বা অকল্যাণের জন্যই করে।

৩. আল্লাহর নিকট সকলকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে, তখন তিনি সকলের আমলের প্রতিদান দিবেন।

(১৬) আর আমি অবশ্যই বনী ইসরাঈলকে কিতাব, ফয়সালা[১] (-র ক্ষমতা) ও নবুওয়াত দান করেছিলাম এবং আমি তাদেরকে রিযিক প্রদান করেছিলাম উত্তম বস্তুসমূহ থেকে[২] এবং আমি তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলাম বিশ্ব-জগতের উপর[৩]।	وَلَقَدْ اٰتَيْنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۝١٦
(১৭) এবং আমি তাদেরকে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি দান করেছিলাম (দীনী) বিষয়ের[৪]। কিন্তু তাদের কাছে ইল্‌ম আসার পর কেবল তাদের পারস্পরিক হঠকারিতাবশতই তারা মতবিরোধ করল। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক কেয়ামতের দিন তাদের মধ্যে সে বিষয়ে ফয়সালা করে দিবেন, যা নিয়ে তারা মতবিরোধ করত।	وَاٰتَيْنٰهُمْ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْاَمْرِ ۚ فَمَا اخْتَلَفُوْٓا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۭ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۝١٧

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এখানে "হুকম" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। তাফসীরবিদগণ এর বিভিন্ন অর্থ বর্ণনা করেছেন। যেমন ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, সিদ্ধান্ত শক্তি, জ্ঞানের কথা ও দীনের বুঝ। এখানে "ফয়সালার ক্ষমতা" তরজমা করা হয়েছে, যাতে সবগুলো অর্থই এর অন্তর্ভুক্ত থাকে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও রূহুল মাআনী)

(২) অর্থাৎ, পৃথিবীতে উৎপন্ন নানান প্রকারের উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি এবং আকাশ থেকে অবতীর্ণ মান ও সালওয়া পর্যন্ত তাদেরকে রিযিক স্বরূপ দান করেছি। (প্রাগুক্ত)

www.maktabatulabrar.com

(৩) অর্থাৎ, সমুদ্র বিদীর্ণ করে রাস্তা করে দেওয়া, প্রখর সূর্যতাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাদের মাথার উপর মেঘের ছায়া করে দেওয়া এবং খাদ্য প্রদান প্রভৃতি বিষয়ে তাদেরকে বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। (রূহুল মাআনী)

(৪) অর্থাৎ, আমি তাদেরকে দীনের সুস্পষ্ট বিধি-বিধান ও মু'জিযাসমূহ প্রদান করেছি, কিন্তু তারা পারস্পরিক বিদ্বেষবশত তা পরিহার করে বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে গেল। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৬-১৭ নং আয়াতদ্বয়:

১. আয়াতদ্বয়ে বনী ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহর দ্বীনী দুনিয়াবী বহু প্রকার নেয়ামতের কথা উল্লেখ করেছেন। এসব নেয়ামতের প্রেক্ষিতে তাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তারা কৃতজ্ঞ হয়নি।

২. পারস্পরিক বিদ্বেষ ও হটকারিতা ধর্মীয় বিষয়ে মতবিরোধের কারণ ঘটে।

৩. কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা সকল মতবিরোধের কার্যত ফয়সালা করবেন।

(১৮) অতঃপর আমি তোমাকে দীনের এক বিশেষ পন্থার উপর প্রতিষ্ঠিত করেছি। সুতরাং তুমি তার অনুসরণ কর, আর তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর না, যারা জ্ঞান রাখে না[১]।	ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰي شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاۗءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝١٨
(১৯) নিশ্চয় তারা আল্লাহর মুকাবেলায় তোমার কোন কাজে আসবে না। আর নিশ্চয় জালেমরা, তাদের কতিপয় কতিপয়ের বন্ধু আর আল্লাহ মুত্তাকীদের বন্ধু[২]।	اِنَّهُمْ لَنْ يُّغْنُوْا عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْـــًٔا ۭ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاۗءُ بَعْضٍ ۚ وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِيْنَ ۝١٩

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, এসব মতানৈক্য ও সাম্প্রদায়িক বিরোধের মধ্যে আমি তোমাকে দীনের সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছি। সুতরাং তোমার এবং তোমার সকল উম্মতের উচিত সে পথে অটল অবিচল থাকা। ভুলেও কখনও ওসব বর্বর ও মূর্খদের মনমত চলবে না। যেমন তারা চায় যে, তুমি তাদের নিন্দা-কুৎসা ও নির্যাতন-নিপীড়নে বিরক্ত হয়ে দীনের প্রচারকার্য বন্ধ করে দাও এবং তারা যেমন নানা মতবিরোধের শিকার, তেমনি মুসলমানরাও যেন মতবিরোধে জড়িয়ে পড়ে। সুতরাং এমতাবস্থায় অপরিহার্য কর্তব্য হচ্ছে তাদের মনোবাসনাকে পদদলিত করে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, ন্যায়-নীতিপ্রিয় মুসলমান জালেম ও বিপথগামী কাফেরের বন্ধু হতে পারে না। মুসলমান হচ্ছে আল্লাহর অনুগত বান্দা। আল্লাহই তাদের বন্ধু ও সাহায্যকারী। সুতরাং তাঁরই পথে চলা এবং তাঁরই উপর ভরসা রাখা উচিত। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৮ নং আয়াত:

আয়াতে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দীনের এক বিশেষ পন্থার উপর

প্রতিষ্ঠিত করার কথা বলা হয়েছে। এ থেকে ফিকহবিদগণ বলেন যে, মুসলামনের জন্য পূর্ববর্তী কোন শরীয়তের অনুসরণ করা বৈধ নয়, তবে পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহের কোন বিধান যদি ইসলাম কর্তৃক সমর্থিত বা প্রশংসিত হয় তবে তা অবশ্যই পালনীয়। (আহকামুল কুরআন-থানবী)

● ১৯ নং আয়াত:

১. কাফেররা মুমিনদের কোন কাজে আসবে না, তাই তাদেরকে বন্ধু বানানা এবং তাদের কথা অনুসরণ করাতে কোন ফায়দা নেই।

২. মুমিনরাই মুমিনদের বন্ধু হতে পারে, কাফেররা নয়।

৩. আল্লাহ মুত্তাকীদের বন্ধু।

(২০) এটা (কুরআন) মানুষের জন্য জ্ঞান-দর্শন এবং এমন সম্প্রদায়ের জন্য হেদায়েত ও রহমত, যারা নিশ্চিত বিশ্বাস করে[১]।	هٰذَا بَصَآئِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ۝٢٠
(২১) তবে যারা দুষ্কৃতি করেছে তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে ওদের মত করে দেব, যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমলাদি করেছে? তাদের জীবন ও তাদের মরণ (হবে) সমমানের? তারা যা সিদ্ধান্ত করছে তা মন্দ[২]।	اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّاٰتِ اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ سَوَآءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ؕ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ۝٢١

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, এ কুরআন হচ্ছে মানুষের জন্য এক বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার। কুরআন মানুষকে সাফল্যের পথ দেখায়। সেসকল সৌভাগ্যবান কুরআনের প্রদর্শিত পথ ও তার উপদেশাবলী দৃঢ় আস্থা ও বিশ্বাসের সাথে অনুসরণ করে চলে তাদের জন্য এ কুরআন রহমত ও বরকত স্বরূপ। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার যাবতীয় হেকমতপূর্ণ কার্যক্রমের প্রতি লক্ষ্য করে কোন বিবেকবান লোক কি এ ধারণা করতে পারে যে, একজন দুষ্কৃতিকারী ও একজন নেককার বান্দার সাথে আল্লাহ তাআলা একই রকম ব্যবহার করবেন? এবং উভয়ের পরিণতি একই ধরনের হবে? তা কখনও হতে পারে না। দুনিয়াতে যেমন তাদের উভয়ের জীবন সমান হতে পারে না, তেমনি নেক বান্দা পরকালে যে স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন লাভ করবে এবং তাকে যে পুরস্কার ও মর্যাদার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা একজন কাফের ও দুষ্কৃতিকারী পেতে পারে না। সুতরাং এ দাবী ঠিক নয় যে, আল্লাহ তাআলা নেককার ও বদকারের জীবন-মরণ সমান করে দেবেন। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২০ নং আয়াত:

১. কুরআন মানুষের জন্য জ্ঞানের বিষয়।

২. যারা কুরআন প্রদর্শিত পথ ও তার উপদেশাবলীর প্রতি আস্থা রেখে বিশ্বাসের সাথে অনুসরণ করে চলে তাদের জন্য এ কুরআন রহমত স্বরূপ।

www.maktabatulabrar.com

● ২১ নং আয়াত:

আয়াতে বলা হয়েছে, দুষ্কৃতিকারী ও নেককার বান্দার সাথে আল্লাহ তাআলা একই রকম ব্যবহার করবেন না। তাদের পরিণাম এক রকম হবে না। ভাল-মন্দ উভয়ের পরিণাম একরকম হবে মনে করা ভুল।

(২২) আর আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে এবং যাতে প্রত্যেক ব্যক্তিকে বিনিময় প্রদান করা হয় সেসব কর্মের বদলে, যেগুলো সে করেছে। আর তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না[১]।	وَخَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍۢ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۝٢٢
(২৩) তবে কি তুমি লক্ষ করেছ সেই ব্যক্তির প্রতি, যে তার খেয়াল-খুশীকে তার মা'বুদরূপে গ্রহণ করেছে এবং আল্লাহ তাকে জেনে-বুঝেই পথভ্রষ্ট করেছেন[২] এবং তিনি তার কর্ণ ও তার অন্তরের উপর মোহর মেরে দিয়েছেন, আর তার চোখের উপর রেখেছেন আবরণ। সুতরাং আল্লাহ (তাকে গোমরাহ করা)-র পর কে তাকে হেদায়েত করবে? তবে কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?	اَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ وَاَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ وَّخَتَمَ عَلٰى سَمْعِهٖ وَقَلْبِهٖ وَجَعَلَ عَلٰى بَصَرِهٖ غِشٰوَةً ؕ فَمَنْ يَّهْدِيْهِ مِنْۢ بَعْدِ اللّٰهِ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۝٢٣

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তাঁর কুদরতের মাহাত্ম্য প্রকাশ পায় এবং মানুষ বুঝতে পারে যে, তিনি এসব অযথা সৃষ্টি করেননি। একদিন এই মহা বিশ্বের পরিণতি প্রকাশ পাবে। তারই নাম হচ্ছে পরকাল। সেখানে প্রত্যেকেই তার কৃতকর্মের ফল পাবে এবং যা বপন করেছে তার ফল ভোগ করবে। (রূহুল মাআনী ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা জানতেন যে, তার মধ্যে হেদায়েত গ্রহণ করার যোগ্যতা নেই এবং সে সরল ও সঠিক পথ ছেড়ে এদিক-ওদিক লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে ঘুরবে। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২২ নং আয়াত:

আসমান যমিন সৃষ্টির উদ্দেশ্য মানুষের আমল। আল্লাহ প্রত্যেককে তার আমলের বদলা প্রদান করবেন, কারও প্রতি বিন্দুমাত্র জুলুম করা হবে না।

● ২৩ নং আয়াত:

আয়াত থেকে বোঝা যায়, অনেক ক্ষেত্রে আনুগত্য দাসত্বের পরিচায়ক। সুতরাং যে প্রবৃত্তির অনুগত্য করে সে প্রবৃত্তির দাস এবং প্রবৃত্তি তার উপাস্যের নামান্তর। এ কারণে এখানে "নিজের খেয়াল-খুশীকে মা'বুদরূপে গ্রহণ করেছে" বলা হয়েছে। (আহকামুল কুরআন-থানবী)

وَقَالُوْا مَا هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَآ اِلَّا الدَّهْرُ ۚ وَمَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۚ اِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّوْنَ ﴿٢٤﴾	(২৪) আর তারা বলে, আমাদের পার্থিব জীবন ব্যতীত আর কোন জীবন নেই। আমরা মৃত্যুবরণ করি এবং বেঁচে থাকি। আর একমাত্র কাল (-এর আবর্তন-)-ই আমাদেরকে ধ্বংস করে। অথচ এ ব্যাপারে তাদের কোন জ্ঞান নেই। তারা কেবল অনুমানই করে থাকে[১]।
وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ اِلَّآ اَنْ قَالُوا ائْتُوْا بِاٰبَآئِنَآ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٢٥﴾	(২৫) আর যখন তাদের নিকট আমার সুস্পষ্ট আয়াতগুলো পাঠ করা হয়, তখন তাদের কোন যুক্তি থাকে না কেবল এই উক্তি ছাড়া যে, তোমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে নিয়ে আস, যদি তোমরা সত্যবাদী হও[২]।
قُلِ اللّٰهُ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٦﴾	(২৬) তুমি বলে দাও, আল্লাহ তোমাদেরকে জীবিত রাখেন অতঃপর তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটান। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে একত্র করবেন কেয়ামতের দিবসে, যাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না[৩]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, কাফেররা বলত, আমাদের জীবন-মরণ ও ধ্বংস এসবই প্রাকৃতিক। জীবন বলতে আমরা আমাদের এই জাগতিক জীবনকেই বুঝি। এরপর পরকালীন জীবন বলতে কিছু নেই। বলাবাহুল্য যে, এটা ছিল তাদের কাণ্ডজ্ঞানহীন উক্তি এবং সম্পূর্ণ অনুমান-নির্ভর। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, তাদেরকে কুরআনের আয়াত অথবা পুনরুত্থানের প্রমাণাদি শোনানো হলে তারা বলত যে, তোমরা আমাদের মৃত পিতৃপুরুষদেরকে জীবিত করে উপস্থিত করতে পারলে তবেই আমরা মেনে নেব যে, পুনরুত্থান সম্ভব ও সত্য (প্রাগুক্ত)

(৩) অর্থাৎ, যিনি একবার জীবন দান করেছেন, এরপর মৃত্যু দিয়েছেন, তারপক্ষে পুনরায় জীবন দান করে এক জায়গায় একত্র করা কি অসম্ভব? কখনও নয়। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৪ নং আয়াত:

আয়াতে বলা হয়েছে, জীবন-মরণ সব এ জগতেই সীমাবদ্ধ, পরকালীন জীবন বলতে কিছু নেই– এই দর্শন সম্পূর্ণ অনুমান-নির্ভর, বাস্তবতা এর বিপরীত।

● ২৫–২৬ নং আয়াত:

আয়াতদ্বয়ে কাফেরদের পুনরুত্থানকে অসম্ভব মনে করার বিবরণ প্রদান করার পর তা সম্ভব হওয়ার দলীল হিসেবে বলা হয়েছে, যিনি একবার জীবন দান করতে পারেন তার পক্ষে পুনরায় জীবন দান মোটেই কঠিন নয়।

www.maktabatulabrar.com

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَّخْسَرُ الْمُبْطِلُوْنَ ﴿٢٧﴾	(২৭) আর আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহরই। আর যেদিন কেয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন বাতিলপন্থীরা হবে ক্ষতিগ্রস্ত।
وَتَرٰى كُلَّ اُمَّةٍ جَاثِيَةً ۭ كُلُّ اُمَّةٍ تُدْعٰٓى اِلٰى كِتٰبِهَا ۭ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٨﴾	(২৮) আর তুমি দেখবে প্রত্যেক সম্প্রদায়কে (ভয়ে) নতজানু অবস্থায়। প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাদের আমলনামার প্রতি আহ্বান করা হবে (এবং বলা হবে,) আজ তোমরা তারই বিনিময়প্রাপ্ত হবে, যা তোমরা করতে[১]।
هٰذَا كِتٰبُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ۭ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٩﴾	(২৯) এটা (এই আমলনামা) আমার লিপি, যা তোমাদের সামনে যথাযথ কথা বলছে। নিশ্চয় আমি লিপিবদ্ধ করিয়ে রাখতাম সেই সমস্ত বিষয়াদি, যা তোমরা করতে[২]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, আমলনামার প্রতি আহ্বান করে বলা হবে যে, আস, এ আমলনামা মুতাবেক হিসাব দাও। আজ প্রত্যেকে সেই কর্মের প্রতিফল পাবে, যা সে দুনিয়াতে করত। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, যে যে কাজ করেছিলে, এ আমলনামা ঠিক সে কাজেরই সাক্ষ্য বহন করছে, তারই বর্ণনা দিচ্ছে। বিন্দু পরিমাণ বাড়ানো কমানো হয়নি। আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি তো অনাদিকাল থেকে প্রত্যেকের আমল সম্পর্কে জানি, কিন্তু নিয়ম মাফিক তোমাদের আমলসমূহ লিপিবদ্ধ করার জন্য ফেরেশতা নিযুক্ত ছিল। তাদের লিপিবদ্ধ রিপোর্ট আজ তোমাদের সামনে রয়েছে। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৭–২৯ নং আয়াতসমূহ:

১. সমগ্র জগতের সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর। এতে অন্য কারও কোন অংশীদারিত্ব নেই।
২. কেয়ামতের দিন বাতিলপন্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
৩. আমলনামা প্রাপ্তির বিষয় সত্য।
৪. প্রত্যেকে তারই বিনিময়প্রাপ্ত হবে, যা সে করত।

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِيْ رَحْمَتِهٖ ۭ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ ﴿٣٠﴾	(৩০) তবে যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমলাদি করেছে তাদের প্রতিপালক তাদেরকে দাখিল করবেন আপন রহমতের মধ্যে। এটাই সুস্পষ্ট সফলতা[১]।
وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۣ اَفَلَمْ تَكُنْ اٰيٰتِيْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ﴿٣١﴾	(৩১) আর অবশ্য যারা কুফ্‌রী করেছে (তাদেরকে বলা হবে যে) তবে কি আমার আয়াতসমূহ তোমাদের নিকট পাঠ করা হত না? কিন্তু তোমরা করেছ অহংকার এবং তোমরা ছিলে অপরাধী সম্প্রদায়[২]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যেখানে থাকবে আল্লাহ্ তাআলার অপরিসীম রহমত ও সর্বপ্রকার অনুগ্রহ। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, আমার পক্ষ থেকে আদেশ-উপদেশ ও দলীল-প্রমাণ উপস্থাপনের কোন ত্রুটি রাখা হয়নি। এসত্ত্বেও তোমাদের সদম্ভ গ্রীবা অবনমিত হয়নি; বরং হয়েছে পাকা অপরাধী। অথবা এমনও বলা যেতে পারে যে, তোমরা পূর্ব থেকেই ছিল অপরাধী। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩০–৩১ নং আয়াতদ্বয়:

১. নেককার ও বদকার উভয় সম্প্রদায় কেয়ামতের দিন তাদের আপন আপন কৃতকর্মের প্রতিফল ভোগ করবে। এতে কোন রকম ব্যত্যয় ঘটবে না।

২. জান্নাতকে 'রহমত' বলে আখ্যায়িত করা থেকে বুঝা যায় জান্নাতে থাকবে তাআলার অপরিসীম রহমত ও সর্বপ্রকার অনুগ্রহ।

৩. অহংকার মানুষকে পাপের পথে এমনকি কুফরের পথে নিয়ে যায়।

وَاِذَا قِيْلَ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيْهَا قُلْتُمْ مَّا نَدْرِيْ مَا السَّاعَةُ ۙ اِنْ نَّظُنُّ اِلَّا ظَنًّا وَّمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِيْنَ ﴿٣٢﴾

(৩২) আর যখন বলা হয়, নিশ্চয় আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য এবং কেয়ামত তাতে কোন সন্দেহ নেই, তখন তোমরা বল, আমরা জানি না, কেয়ামত কী? একটি কাল্পনিক ধারনা ব্যতীত অন্য কিছুই আমরা ধারনা করি না এবং আমরা (এতে) দৃঢ়বিশ্বাসী নই[১]।

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا عَمِلُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٣٣﴾

(৩৩) এবং প্রকাশ হয়ে পড়বে তাদের সামনে সে সমস্ত মন্দকর্মগুলো, যা তারা করত এবং যা নিয়ে তারা উপহাস করত তা তাদেরকে পরিবেষ্টন করবে[২]।

وَقِيْلَ الْيَوْمَ نَنْسٰىكُمْ كَمَا نَسِيْتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا وَمَاْوٰىكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٣٤﴾

(৩৪) এবং বলা হবে, আজ আমি তোমাদেরকে ভুলে যাব, যেমন তোমরা তোমাদের এ দিবসের সাক্ষাৎকারকে ভুলে গিয়েছিলে এবং তোমাদের আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম। আর তোমাদের জন্য থাকবে না কোন সাহায্যকারী।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, কেয়ামত কিরূপ হবে, তা আমরা জানি না। তোমরা যে নেয়ামতের অত্রাশ্চর্যপূর্ণ বিবরণ দিচ্ছ তা কোনমতেই আমাদের বিশ্বাস হচ্ছে না। এ ব্যাপারে কাল্পনিক ধারনা স্বরূপ আমাদের মনে কিছু উদিত হলেও তার প্রতি আমরা প্রকৃত আস্থাশীল নই। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

www.maktabatulabrar.com

(২) অর্থাৎ, কেয়ামতের দিন তাদের কৃত সমস্ত মন্দকর্ম ও সেগুলোর প্রতিফল তাদের সম্মুখে উপস্থিত হবে এবং তারা আযাবের যেসব হুশিয়ারী নিয়ে উপহাস করত, তা তাদের উপর এসে পতিত হবে। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩২–৩৪ নং আয়াতসমূহ:

১. কেয়ামত অবিশ্বাস করার নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়েছে।

২. কেয়মাত অবিশ্বাসকারীদের সামনে তাদের কৃতকর্মের শাস্তি প্রকাশিত হবে। তাদের কৃতকর্মের শাস্তি তাদেরকে বেষ্টন করে নিবে।

৩. কেয়মাত অবিশ্বাসকারীদের পরিণাম হচ্ছে জাহান্নাম।

ذٰلِكُمْ بِاَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا وَّغَرَّتْكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُوْنَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ﴿٣٥﴾

(৩৫) এটা (এই শাস্তি) এজন্য যে, তোমরা আল্লাহর আয়াতসমূহকে বিদ্রূপের বিষয়ে পরিণত করেছ এবং পার্থিব জীবন তোমাদেরকে প্রতারিত করেছে[১]। সুতরাং আজ তা থেকে (জাহান্নাম থেকে) তাদেরকে বের করা হবে না, আর না তাদের কাছে (আল্লাহর) ক্রোধ প্রশমনের উপায় চাওয়া হবে[২]।

فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٦﴾

(৩৬) বস্তুত সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য, যিনি আকাশমণ্ডলীর প্রতিপালক এবং পৃথিবীর প্রতিপালক, প্রতিপালক বিশ্বজগতের।

وَلَهُ الْكِبْرِيَآءُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٣٧﴾

(৩৭) আর তাঁরই রয়েছে গৌরব-গরিমা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে এবং তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়[৩]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে কখনও এ কল্পনাও করনি যে, দুনিয়া থেকে তোমাদেরকে কখনও যেতে হবে এবং আল্লাহর সামনে উপস্থিত হতে হবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, না তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে, আর না তাদেরকে এ সুযোগ দেওয়া হবে যে, তারা আল্লাহ তাআলার ক্রোধ প্রশমিত করে তাকে সন্তুষ্ট করুক (লুগাতুল কুরআন)

(৩) সুতরাং মানুষের উচিত তাঁরই প্রতি অভিমুখী হওয়া, তাঁর দয়া ও অনুগ্রহের মূল্যায়ন করা, তাঁরই দিক-নির্দেশনা মুতাবেক চলা, সবকিছু ছেড়ে তাঁরই সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ব্রতী হওয়া এবং তাঁরই মাহাত্ম্যের সামনে স্বেচ্ছায় অনুগত থাকা। এক হাদীছে কুদ্সীতের বলা হয়েছে, গর্ব ও মাহাত্ম্য আমার ভূষণ, যে ব্যক্তি এর কোনটি নিয়ে টানাটানি করে আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আল্লাহ

আমাদেরকে তার অনুগত হওয়ার তৌফিক দান করুন।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩৫ নং আয়াত:

১. আল্লাহর আয়াত নিয়ে (তথা কুরআন হাদীছ নিয়ে) উপহাস করা কুফরী। তার কারণে জাহান্নামে যেতে হবে।

২. কাফেরদেরকে না জাহান্নাম থেকে বের করা হবে আর না তাদের কাছে আল্লাহর ক্রোধ প্রশমনের কোন উপায় (যেমন: তাওবা, ক্ষমা প্রার্থনা ইত্যাদি) চাওয়া হবে।

● ৩৬-৩৭ নং আয়াতদ্বয়:

১. আল্লাহ তাআলা আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও বিশ্বজগতের প্রতিপালক।

২. সমস্ত গৌরব-গরিমা আল্লাহরই জন্য।

২৫ নং পারা সমাপ্ত

www.maktabatulabrar.com

পারা-২৬

(৪৬) সূরা আহকাফ[১] মক্কী
৩৫ আয়াত, ৪ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

حٰمٓ ①

(১) হা-মীম।

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ②

(২) এ কিতাব আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ যিনি পরাক্রমশালী, হেকমতওয়ালা।

مَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَمَّآ اُنْذِرُوْا مُعْرِضُوْنَ ③

(৩) আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং এ দুয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু আমি হেকমতের২ সাথেই এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্যই সৃষ্টি করেছি। আর কাফেররা যে বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে সে বিষয়ের প্রতি উপেক্ষাকারী।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) সূরার নামকরণ: প্রাচীন ইয়েমেনের একটি অঞ্চলের নাম ছিল আহকাফ। আদ সম্প্রদায়ের বাসস্থান ছিল এটি। আল্লাহ তা'আলা এখানেই আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছিলেন। আলোচ্য সূরায় এ সংক্রান্ত আলোচনা এসেছে বিধায় সূরার নামকরণ হয়েছে "আহকাফ"। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(২) এখানে حق শব্দের অর্থ হেকমত করা হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন ও সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১ নং আয়াত:

আয়াতের দ্বারা কুরআনে কারীমের শ্রেষ্ঠত্ব এবং ব্যতিক্রমতা প্রমাণিত হয়।

● ২ নং আয়াত:

আয়াতের দ্বারা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নবুয়তের সত্যতা প্রমাণিত হয়। কারণ, তার কাছে অবতীর্ণ কিতাব স্বয়ং আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে নাযেলকৃত, কারও রচিত নয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ৩ নং আয়াত:

আয়াত থেকে জানা যায়, এ বিশ্বজগতের সৃষ্টির পেছনে রয়েছে আল্লাহ পাকের সুবিপুল হেকমত রয়েছে। এগুলো অনর্থক সৃষ্টি করা হয়নি। (আইছারুত্তাফাসীর)

قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَرُوْنِىْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِى السَّمٰوٰتِ ۖ اِيْتُوْنِىْ بِكِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَآ اَوْ اَثٰرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝٤

(৪) তুমি বল, তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তাদের ব্যাপারে ভেবে দেখেছ কি? আমাকে দেখাও তারা পৃথিবীর কী সৃষ্টি করেছে অথবা আসমানসমূহে[১], কি তাদের কোনরূপ অংশীদারিত্ব আছে? এর[২] পূর্ববর্তী কোন কিতাব অথবা বর্ণিত কোন ইল্‌ম থাকলে আমার কাছে উপস্থিত কর যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِيْبُ لَهٗٓ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَآئِهِمْ غٰفِلُوْنَ ۝٥

(৫) আর যে ব্যক্তি আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে[৩] ডাকে যা কেয়ামত দিবস পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দিবে না তার চেয়ে অধিক গোমরাহ আর কে? এবং এগুলো তাদের আহবান সম্পর্কেও বে-খবর।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, আসমান সৃষ্টির ক্ষেত্রে। বস্তুত দুনিয়াতেও তারা কোন বস্তু সৃষ্টি করেনি। আসমানেও কিছু সৃষ্টি করেনি। (জালালাইন ও সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(২) অর্থাৎ, কুরআনের। কাজেই শিরকের সমর্থনে কুরআনে তো-কিছু নেই-ই। পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে কিংবা কোন নবীগণের বর্ণনায়ও যদি শিরকের সমর্থনে কিছু থেকে থাকে তবে তা আমার সামনে পেশ কর। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) মূর্তি ইত্যাদি নিষ্প্রাণ বস্তুসমূহ। (জালালাইন)

(৪) অর্থাৎ, কথিত এসব মাবুদগণ তাদের আহবান শুনতেও সক্ষম নয়। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪ নং আয়াত:

১. আয়াতের দ্বারা শিরকের অসারতা পুরোপুরিভাবে প্রমাণিত হয়। এবং জানা যায় যে, শুধু উম্মতে মুহাম্মাদীর ক্ষেত্রেই নয় বরং কোনো কালে কোনো যুগেই শিরক বৈধ ছিল না।

২. اِيْتُوْنِىْ بِكِتٰبٍ বাক্য দ্বারা প্রমাণিত হয়, শরীয়তে দলীল ছাড়া কোন বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। এমনকি কাশ্‌ফ-ইল্‌হামও নয়। (বয়ানুল কুরআন)

● ৫ নং আয়াত:

আয়াত থেকে জানা যায়, চরম গোমরাহ হল ঐসব লোক যারা এমন বস্তুর ইবাদত করে যা তাদের ডাকে সাড়া পর্যন্ত দেয় না। যেমন মূর্তিপূজা, কবর পূজা, মাজার পূজা, গাছ পূজা ইত্যাদি। (আইছারুত্তাফাসীর)

www.maktabatulabrar.com

وَاِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوْا لَهُمْ اَعْدَآءً وَّكَانُوْا بِعِبَادَتِهِمْ كٰفِرِيْنَ ۝٦

(৬) এরপর যখন সব মানুষকে একত্র করা হবে, তখন এগুলো তাদের দুশমন হয়ে যাবে এবং তাদের ইবাদতকে অস্বীকারকারী হবে[১]।

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ ۙ هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝٧

(৭) আর যখন তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা হয়, তখন কাফেররা সত্যবাণী[২] সম্পর্কে –যখন তাদের কাছে তা পৌঁছে– বলে, এ তো সুস্পষ্ট যাদু।

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ۭ قُلْ اِنِ افْتَرَيْتُهٗ فَلَا تَمْلِكُوْنَ لِىْ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ۭ هُوَ اَعْلَمُ بِمَا تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ ۭ كَفٰى بِهٖ شَهِيْدًۢا بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ ۭ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝٨

(৮) তারা কি বলে যে, সে (রসূল) এটি রচনা করেছে? তুমি বল, যদি আমি এটি রচনা করে থাকি তবে তোমরা আল্লাহ (-র শাস্তি) থেকে আমার জন্য কিছুই সক্ষম হবে না[৩]। তোমরা এই (কুরআন) সম্পর্কে যেসব সমালোচনা করছ সে বিষয়ে তিনিই অধিক জ্ঞানী। আমার এবং তোমাদের মধ্যখানে স্বাক্ষী হিসেবে তিনিই যথেষ্ট। এবং তিনি মহা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, হাশরের মাঠে এসব তথা কথিত মাবুদগণ মুশরিকদের বিরুদ্ধে কথা বলবে। তাদের ইবাদতকে অস্বীকার করবে। (জালালাইন ও সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(২) সত্যবাণী অর্থাৎ কুরআন। (জালালাইন)

(৩) অর্থাৎ, আমি যদি কুরআন রচনা করে এটাকে আল্লাহর কিতাব বলে চালিয়ে দিতে চাই তবে অবশ্যই আল্লাহ আমাকে শাস্তি দিবেন এবং তোমরা আমাকে রক্ষা করতে পারবে না। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৬ নং আয়াত:

আয়াতের দ্বারা মূর্তিপূজকদের পরকালীন ব্যর্থতার কথা জানা যায়।

● ৭ নং আয়াত:

আয়াত থেকে জানা যায়, সত্যের বিরুদ্ধে নানান ধরনের কটূক্তি করা, অপবাদ দেয়া যুগে যুগে বাতিলপন্থীদের স্বভাব ছিল।

● ৮ নং আয়াত:

১. আয়াতে পবিত্র কুরআনে কারীমের সত্যতা ও ঐশীগ্রন্থ হওয়ার ব্যাপারে অকাট্য প্রমাণ পেশ করা হয়েছে।

২. কুরআন যে সত্য ও ঐশী গ্রন্থ– এ ব্যাপারে আল্লাহর স্বাক্ষই যথেষ্ট।

(৯) তুমি বল, আমি তো রসূলগণের মধ্যে প্রথম নই[১]। আর কী আচরণ করা হবে তা আমি জানি না[২] না আমার ব্যাপারে এবং না তোমাদের ব্যাপারে। আমি কেবল তার-ই অনুসরণ করি যা আমার প্রতি ওহীরূপে পাঠানো হয়। আর আমি প্রকাশ্য সতর্ককারী মাত্র।	قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَآ اَدْرِىْ مَا يُفْعَلُ بِىْ وَلَا بِكُمْ ۖ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَىَّ وَمَآ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۝٩
(১০) তুমি বল, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি এটি (কুরআন) আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে আর তোমরা একে অবিশ্বাস কর; এবং বনী ইসরাঈলের একজন স্বাক্ষী[৩] এরূপ[৪] হওয়ার ব্যাপারে স্বাক্ষ্য দেয় অতপর ঈমান আনে অথচ তোমরা অহংকার কর, (তবে কি তোমরা সীমালংঘকারী হবে না[৫]?) নিশ্চয়, আল্লাহ সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে হেদায়াত দেন না।	قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَكَفَرْتُمْ بِهٖ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْۢ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى مِثْلِهٖ فَاٰمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝١٠

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) بدیع অর্থ প্রথম এবং নতুন যার উদাহরণ পূর্বে ছিল না। অর্থাৎ, আমার পূর্বেও তো-রসূল অতিক্রান্ত হয়েছেন। কাজেই আমাকে রসূল হিসেবে অস্বীকার করার পক্ষে কী যুক্তি থাকতে পারে? (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(২) অর্থাৎ, পৃথিবীর জীবনে আমাদের সামনে কি ধরনের পরিস্থিতি আসবে তা আল্লাহ-ই ভালো জানেন। আমি জানি না।

(৩) এখানে প্রখ্যাত ইহুদী আলেম আব্দুল্লাহ ইবনে সালামের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন)

(৪) অর্থাৎ, এই কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে। (জালালাইন)

(৫) "তবে কি তোমরা সীমালংঘনকারী হবে না" বাক্যটি এখানে উহ্য আছে। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর ও জালালাইন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৯ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ তাআলা ওহীর মাধ্যমে অদৃশ্য জগতের অনেক ইল্ম দান করেছিলেন বটে, তবে তিনি অদৃশ্য জগতের জ্ঞানের ব্যাপারে স্বেচ্ছাধীন ছিলেন না। বরং আল্লাহ তাঁকে যতটুকু জানাতেন ততটুকুই তিনি জানতেন। এর বাইরে নয়। (মাআরিফুল কুরআন)

www.maktabatulabrar.com

● ১০ নং আয়াত:

আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয়, স্বাক্ষ্যদান একটি গ্রহণযোগ্য বিষয়। এ দ্বারা সত্য এবং মিথ্যাকে চিহ্নিত করা যায়। এজন্যেই স্বাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য স্বাক্ষীর ন্যায়পরায়ণ হওয়া জরুরী। (আইছারুত্তাফাসীর)

(১১) আর এই কাফেররা মুমিনদের সম্পর্কে বলে, যদি এটা (কুরআন) উত্তম হত, তবে তারা এর দিকে আমাদের আগে যেতে পারত না[১]। আর যেহেতু তারা এর[২] দ্বারা হেদায়াত লাভ করতে পারেনি কাজেই তারা শ্রীঘ্রই বলবে, এ তো এক পুরাতন মিথ্যা।	وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُوْنَآ اِلَيْهِ ۭ وَاِذْ لَمْ يَهْتَدُوْا بِهٖ فَسَيَقُوْلُوْنَ هٰذَآ اِفْكٌ قَدِيْمٌ ۝١١
(১২) আর এর পূর্বে মূসার কিতাব (ছিল) পথপ্রদর্শক ও রহমত স্বরূপ[৩]। আর এটি[৪] এমন একটি কিতাব যা আরবী ভাষায় সমর্থক (পূর্বের কিতাবের), যাতে এটি জালেমদেরকে সতর্ক করে এবং অনুগ্রহকারীদের জন্য সুসংবাদ।	وَمِنْ قَبْلِهٖ كِتٰبُ مُوْسٰٓى اِمَامًا وَّرَحْمَةً ۭ وَهٰذَا كِتٰبٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّيُنْذِرَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۣ وَبُشْرٰى لِلْمُحْسِنِيْنَ ۝١٢

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) কাফেররা হযরত বেলাল, সুহাইব, আম্মার ও খাব্বাব (রা.) প্রমুখ দরীদ্র এবং দাস সাহাবাগণকে কটাক্ষ করে বলত যে, কুরআন সত্য হলে আমরাই প্রথমে এটা গ্রহণ করতাম। এসব নীচু লোকেরা আগে গ্রহণ করতে পারত না। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(২) অর্থাৎ, কুরআনের দ্বারা। (জালালাইন)

(৩) আর মূসা (আ.)-এর কাছে প্রেরিত তাওরাত কিতাবেও কুরআন এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে ভবিষদ্বাণী রয়েছে। কাজেই তারা কিরূপে এটাকে অস্বীকার করে। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(৪) অর্থাৎ, কুরআন।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১১ নং আয়াত:

আয়াতে কাফেরদের চরম অহংকার প্রকাশের কথা জানা যায়। আরো জানা যায় যে, কোন বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞতার ফলে তার প্রতি অনেক ক্ষেত্রে শত্রুতা শুরু হয়। এজন্যই কাফেররা কুরআন সম্পর্কে বলেছে যে, এ তো পুরাতন মিথ্যা কাহিনী মাত্র। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ১২ নং আয়াত:

আয়াতের দ্বারা কুরআন এবং তাওরাতের (মৌলিক বিষয়াদিতে) পরস্পর সমর্থক হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট হয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٣﴾

(১৩) যারা বলে, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ অতঃপর অবিচল থাকে[১] তাদের তো কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।

أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾

(১৪) তারাই জান্নাতবাসী। সেখানে তারা স্থায়ী হবে সেসব আমলের বিনিময়ে যা তারা করত।

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

(১৫) আর আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার সাথে ভালো ব্যবহার করতে জোর নির্দেশ[২] দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্ট সহকারে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্ট সহকারে তাকে প্রসব করেছে। আর তাকে গর্ভে ধারণ এবং তার স্তন্য ছাড়ানোর সময়সীমা[৩] হল ত্রিশমাস। অবশেষে যখন সে তার পূর্ণ শক্তিতে উপনীত হয় এবং চল্লিশ বছরে পৌঁছে[৪] তখন সে বলে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তাওফীক দাও যেন আমি তোমার সেই নেয়ামতের শোকর আদায় করতে পারি যে নেয়ামত তুমি দান করেছ আমার প্রতি এবং আমার পিতা-মাতার প্রতি এবং এমন নেক আমল করতে পারি যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও। আর আমার (কল্যাণের) জন্য আমার সন্তান-সন্ততির মধ্যেও নেককার তৈরী কর। নিশ্চয় আমি তোমার কাছে তওবা করলাম এবং নিশ্চয় আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, দ্বীনের উপর এবং আল্লাহর আনুগত্যের উপর অটল অবিচল থাকে মৃত্যু পর্যন্ত। (মাআরিফুল কুরআন ও জালালাইন)

(২) وَصِيَّةٌ শব্দের অর্থ তাকিদের সাথে কোন কিছুর নির্দেশ দেয়া। (মাআরিফুল কুরআন)

(৩) "সময়সীমা" শব্দটি এখানে উহ্য আছে। (বয়ানুল কুরআন ও সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(৪) কোন কোন রেওয়ায়েত অনুসারে আলোচ্য আয়াতে হযরত আবু বকর (রা.) সম্পর্কে আলোনা এসেছে। কিন্তু শানে নুযুল যা-ই হোক, আয়াতের বিধান সকলের জন্যেই প্রযোজ্য। কাজেই আলোচ্য বাক্যাংশের মর্ম হবে চল্লিশ বছর হওয়ার পর সকলের-ই আল্লাহ্ পাকের দিকে আরো গভীরভাবে মনোযোগী হওয়া এবং বেশি করে ইবাদতে লিপ্ত হওয়া। (মাআরিফুল কুরআন)

www.maktabatulabrar.com

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৩-১৪ নং আয়াতদ্বয়:

১. استقامة বা দ্বীন ও হক্কের উপর অবিচল থাকার ফযীলত প্রমাণিত হয়। এজন্যেই বলা হয়ে থাকে, استقامة হাজার কারামত-এর চেয়েও উত্তম। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. যারা দ্বীনের উপর অবিচল থাকে, তাদের কোনো ভয় নেই, তারা জান্নাত লাভ করবে।

● ১৫ নং আয়াত:

১. মাতা-পিতার আনুগত্য করা এবং তাদের সাথে সদাচারণ করা সন্তানের উপর ওয়াজিব। আলোচ্য আয়াতে মায়ের গর্ভধারণ এবং স্তন্য দানের কষ্টের কথা উল্লেখ করে মায়ের সাথে সদাচারণের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ এবং অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। (আইছারুত্তাফাসীর ও মাআরিফুল কুরআন)

২. সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সর্বনিম্ন সময়সীমা হল ছয়মাস। অর্থাৎ, স্বামী-স্ত্রীর মিলনের পরবর্তী ছয় মাসের মধ্যেই সন্তান -এর জন্মলাভ সম্ভব। কারণ, আলোচ্য আয়াতে গর্ভধারণ ও স্তন্যদানের সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে ত্রিশ মাস। অন্য আয়াতে (وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ) স্তন্য দানের সময়সীমা নির্ধারিত হয়েছে দু'বছর। কাজেই ত্রিশ মাস থেকে দুবছর (চব্বিশ মাস) বাদ দিলে সন্তান গর্ভধারণের সময়সীমা নির্ধারিত হয় ছয়মাস। (মাআরিফুল কুরআন ও আইছারুত্তাফাসীর)

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَن سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ ۖ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿١٦﴾

(১৬) তারাই সেসব লোক যাদের নেক আমলগুলোকে আমি কবুল করব এবং তাদের বদ আমলগুলোকে আমি মাফ করে দিব[১] এমতাবস্থায় যে, তারা জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত। সেই সত্য ওয়াদার (কারণে) যা তাদেরকে দিয়ে আসা হচ্ছে[২]।

وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِن قَبْلِي ۖ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٧﴾

(১৭) আর যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে বলে যে, ধিক্কার তোমাদের প্রতি, তোমরা কি আমাকে ওয়াদা দিতে চাও যে, আমাকে বের করা হবে (কবর থেকে) অথচ আমার পূর্বে বহু সম্প্রদায় অতীত হয়ে গেছে। আর তারা উভয়ে[৩] আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে বলে, আফসোস তোমার জন্য; তুমি ঈমান আন। আল্লাহর ওয়াদা অবশ্যই সত্য। কিন্তু সে বলে, এসব তো পূর্ববর্তীদের কিচ্ছা-কাহিনী ছাড়া কিছুই নয়।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) আলোচ্য আয়াত সর্বপ্রথম হযরত আবু বকর (রা.) সম্পর্কে প্রযোজ্য। তবে পূর্বের ন্যায় এ আয়াতের বিধানও সকলের জন্য ব্যাপক। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা কুরআনে কারীমে তাদেরকে জান্নাতের যে ওয়াদা দিয়েছেন সেই ওয়াদার-ই ফল। যথা- وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ আয়াত।

(৩) অর্থাৎ, মাতা-পিতা উভয়ে।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৬ নং আয়াত:

আয়াতের দ্বারা পিতা-মাতার আনুগত্যের ফযীলত এবং পুরস্কারের কথা জানা যায়।

● ১৭ নং আয়াত:

১. দ্বীন এবং ইসলামের ক্ষেত্রে পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়ার পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। এক্ষেত্রে পিতা-মাতার নির্দেশ পালন করা একান্ত অপরিহার্য।

২. আল্লাহর ওয়াদা অবশ্যই সত্য।

(১৮) তাদের পূর্বে যেসব জ্বীন ও মানুষের সম্প্রদায় অতীত হয়েছে তাদের মধ্যেও এ ধরনের লোকদের প্রতি (আল্লাহর) বাণী[১] সত্য সাব্যস্ত হয়েছে। নিশ্চয় তারা ছিল ক্ষতিগ্রস্থ।	اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِيْٓ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا خٰسِرِيْنَ ﴿۱۸﴾
(১৯) আর প্রত্যেকের জন্যই তাদের আমল অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন মর্যাদা রয়েছে[২]। এবং যাতে তিনি তাদেরকে পুরোপুরি দেন তাদের আমলসমূহ (-এর বদলা।) আর তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না।	وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا ۚ وَلِيُوَفِّيَهُمْ اَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿۱۹﴾
(২০) এবং যেদিন কাফেরদেরকে জাহান্নামের কাছে উপস্থিত করা হবে, সেদিন তাদেরকে বলা হবে৩, তোমরা তোমাদের আনন্দ-সুখ দুনিয়ার জীবনেই শেষ করে ফেলেছ এবং তা ভোগ করেছ। সুতরাং আজ তোমাদেরকে বদলা দেয়া হবে অপমানজনক শাস্তি। কারণ, তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অহংকার প্রকাশ করতে এবং এ কারণে যে, তোমরা না-ফরমানী করতে।	وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى النَّارِ ؕ اَذْهَبْتُمْ طَيِّبٰتِكُمْ فِيْ حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ۚ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُوْنَ ﴿۲۰﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, শাস্তির ওয়াদা। পূর্ববর্তী কাফেরদের উপর আল্লাহ পাকের আযাব দুনিয়াতেই নাযেল হয়েছিল। (বয়ানুল কুরআন)

www.maktabatulabrar.com

(২) যথা, মুমিনদের জন্য জান্নাত আর কাফেরদের জন্য জাহান্নাম। (জালালাইন)

(৩) "সেদিন তাদেরকে বলা হবে" বাক্যটি এখানে উহ্য আছে। (জালালাইন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৮ নং আয়াত:

আয়াত থেকে জানা যায়, নাফরমানী এবং কুফ্‌রীর আযাব অবশ্যই ভোগ করতে হবে। দুনিয়াতে কখনো এর আযাব নাযেল হবে আর আখেরাতে তো অবশ্যই তা ভোগ করতে হবে।

● ১৯ নং আয়াত:

আয়াত থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয়, মানুষের আমল এবং কর্ম অনুসারেই প্রত্যেকের পরিণাম নির্ধারিত হবে। আল্লাহ পাকের কাছে অর্থ, বংশ, ক্ষমতা, সৌন্দর্য ইত্যাদি কিছুর-ই মূল্য নেই।

● ২০ নং আয়াত:

আয়াতে দুনিয়াতে নাফরমানদের সীমাহীন ভোগ-বিলাসের কঠোর পরিণতির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

২. অহংকার ও না-ফরমানির কারণে পরকালে অপমানজনক শাস্তি হবে।

(২১) আর স্মরণ কর আদ সম্প্রদায়ের ভাইয়ের কথা[১] যার আগে ও পরে বহু সতর্ককারী অতীত হয়েছে। যখন সে তার আহকাফবাসী[২] সম্প্রদায়কে সতর্ক করল যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করো না। নিশ্চয় আমি তোমাদের উপর এক মহা দিবসের শাস্তির ভয় করি।	وَاذْكُرْ اَخَا عَادٍ ؕ اِذْ اَنْذَرَ قَوْمَهٗ بِالْاَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖٓ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ؕ اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿۲۱﴾
(২২) তারা বলল, তুমি কি আমাদের দেব-দেবীদের থেকে আমাদেরকে দূরে সরাতে এসেছ? তা হলে তুমি আমাদেরকে যে বিষয়ের ওয়াদা দিচ্ছ তা আমাদের কাছে নিয়ে এস[৩] যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাক।	قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا لِتَاْفِكَنَا عَنْ اٰلِهَتِنَا ۚ فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿۲۲﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, আ'দ সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরিত নবী হযরত হুদ (আ.)-এর কথা। (জালালাইন)

(২) "আহকাফ" বর্তমান সৌদি আরবের দক্ষিণের একটি মরু অঞ্চলের নাম। এটি ছিল আদ-সম্প্রদায়ের বসবাসস্থল।

(৩) অর্থাৎ, তুমি যে শাস্তি এবং আযাবের কথা বলছ তা আমাদেরকে দেখাও। (জালালাইন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২১ নং আয়াত:

আয়াতের মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ তাআলার নীতি হল প্রতি সম্প্রদায়ের কাছে সতর্ককারী পাঠানো, সরাসরি নবী রসূল হোক বা তাদের প্রতিনিধি হোক। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ২২ নং আয়াত:

আয়াত থেকে যুগে যুগে সত্যের দাওয়াতের বিপরীতে কাফের এবং বাতিলপন্থীদের অবান্তর কথা-বার্তা এবং সন্দেহ ও প্রশ্ন সম্মন্ধে জানা যায়।

(২৩) সে বলল, এ জ্ঞান[১] তো কেবল আল্লাহর কাছেই আছে। আর আমি তোমাদের কাছে প্রচার করি সে বিষয় যা নিয়ে আমাকে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু আমি তোমাদেরকে দেখছি যে, তোমরা এক মূর্খ সম্প্রদায়[২]।	قَالَ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ ۖ وَاُبَلِّغُكُمْ مَّآ اُرْسِلْتُ بِهٖ وَلٰكِنِّيْٓ اَرٰىكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ﴿٢٣﴾
(২৪) অতঃপর যখন তারা তা (শাস্তি) মেঘরূপে[৩] তাদের উপত্যকার দিকে অগ্রসরমান দেখল, তখন তারা বলল, এ তো মেঘ, আমাদের প্রতি বৃষ্টি বর্ষণকারী হবে। (আল্লাহ বললেন[৪],) বরং এটা সেই বস্তু যা তোমরা তাড়াতাড়ি চেয়েছিলে। (এটা) এমন বাতাস যাতে রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।	فَلَمَّا رَاَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ اَوْدِيَتِهِمْ ۙ قَالُوْا هٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا ۭ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهٖ ۭ رِيْحٌ فِيْهَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٢٤﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, ওয়াদাকৃত আযাব নাযেল হওয়ার সময়ের জ্ঞান। (জালালাইন-টীকা)

(২) আযাব তাড়াতাড়ি আসার কামনা করা মূর্খতা ছাড়া আর কি? (জালালাইন ও সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(৩) عارض শব্দের অর্থ প্রশস্ত, দিক বা কোন কিছু প্রকাশ পাওয়া। এখানে উদ্দেশ্য আকাশের কোণে উদিত মেঘ। (জালালাইন ও মুফরাদাত)

(৪) "আল্লাহ বললেন," বাক্যটি এখানে উহ্য আছে। (জালালাইন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৩ নং আয়াত:

আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, নবীগণ কখনোই ইল্‌মে গায়বের অধিকারী ছিলেন না। বরং আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে যা জানাতেন তারা কেবল তা-ই প্রচার করতেন।

● ২৪ নং আয়াত:

আয়াত থেকে জানা যায়, আল্লাহ্ তাআলা কখনো কখনো আযাবস্বরূপ এমন বস্তু পাঠান যাকে মানুষ বাহ্যিকভাবে কল্যাণকর মনে করে, অথচ এতেই তার ধ্বংস নিহিত থাকে।

www.maktabatulabrar.com

(২৫) তার প্রতিপালকের আদেশে সবকিছুকে ধ্বংস করে দিবে[১]। অতঃপর তারা এমন (ধ্বংস) হয়ে গেল যে, তাদের বসতিগুলো[২] ছাড়া কিছুই নজরে পড়ছে না। আমি অপরাধী সম্প্রদায়কে এমনিভাবে শাস্তি দিয়ে থকি।	تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍۭ بِاَمْرِ رَبِّهَا فَاَصْبَحُوْا لَا يُرٰٓى اِلَّا مَسٰكِنُهُمْ ۭ كَذٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٢٥﴾
(২৬) আর নিশ্চয় আমি তাদেরকে এমন বিষয়ে ক্ষমতা দিয়েছিলাম যে বিষয়ে তোমাদেরকে ক্ষমতা দেইনি[৩]। এবং তাদেরকে দিয়েছিলাম কান, চোখ ও হৃদয়। কিন্তু তাদের কান, চোখ ও হৃদয় তাদের কোনই উপকারে আসেনি। কারণ, তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করত। আর তারা যে বিষয় নিয়ে ঠাট্টা করত[৪] তাই তাদেরকে বেষ্টন করে নিল।	وَلَقَدْ مَكَّنّٰهُمْ فِيْمَآ اِنْ مَّكَّنّٰكُمْ فِيْهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَّاَبْصَارًا وَّاَفْـِٕدَةً ۡ فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَآ اَبْصَارُهُمْ وَلَآ اَفْـِٕدَتُهُمْ مِّنْ شَيْءٍ اِذْ كَانُوْا يَجْحَدُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۙ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٢٦﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) تدمير শব্দের অর্থ ধ্বংস করা। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(২) অর্থাৎ, বাড়ী ঘর, চতুষ্পদ জন্তু, মানুষ সব ধ্বংস হয়ে গেল শুধু ধ্বংসাবশেষ এবং বিরান ভূমি পড়ে রইল। (বয়ানুল কুরআন ও সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(৩) এখানে اِنْ নেতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আদ সম্প্রদায়কে বিপুল দৈহিক শক্তি এবং দীর্ঘ ইমারত নির্মাণের ক্ষমতা এবং কৌশল দান করা হয়েছিল যা মক্কার কাফেরদের ছিল না। (জালালাইন ও সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(৪) অর্থাৎ, আযাব। (জালালাইন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৫ নং আয়াত:

১. আদ সম্প্রদায়ের উপর আল্লাহ পাকের কঠোর শাস্তির বিবরণ জানা যায়।

২. আদসম্প্রদায়কে আল্লাহ তাআলা যেভাবে কঠোর শাস্তি দিয়েছেন, অন্য নাফরমানদেরকে তেমনি কঠোর শাস্তি দিয়ে থাকেন এবং দিবেন। কাজেই সকলের সতর্ক হওয়া উচিত।

● ২৬ নং আয়াত:

আয়াতের দ্বারা আদ সম্প্রদায়ের বিপুল শক্তি এবং কর্ম-কুশলতার কথা জানা যায়। এত শক্তি ও কৌশল তাদেরকে শাস্তির হাত থেকে রক্ষা করতে পারেনি। অতএব অন্যদের বেলায়ও এমনটাই হবে। কেউই তার শক্তিমত্তা ও কর্ম-কুশলতা দ্বারা আল্লাহর আযাবকে প্রতিহত করতে পারবে না।

(২৭) আর নিশ্চয় আমি ধ্বংস করেছি তোমাদের আশেপাশের বিভিন্ন জনপদসমূহ[১] এবং আয়াতসমূহকে আমি বারবার বর্ণনা করেছি যাতে তারা ফিরে আসে।	وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ الْقُرٰى وَصَرَّفْنَا الْاٰيٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٢٧﴾
(২৮) অতঃপর তারা (আল্লাহর) নৈকট্য লাভের জন্য আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে মাবূদরূপে গ্রহণ করেছিল[২] তারা তাদেরকে সাহায্য করেনি কেন? বরং তারা তাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে গেল। বস্তুত এসব[৩] তাদের মিথ্যা এবং মনগড়া কথা ছিল।	فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قُرْبَانًا اٰلِهَةً ؕ بَلْ ضَلُّوْا عَنْهُمْ ۚ وَذٰلِكَ اِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٢٨﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, সামূদ ও লূতের সম্প্রদায় এবং জনপদ। মক্কার আশেপাশের জনপদ বলতে শাম এবং ইয়েমেনকে বোঝানো হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) কাফের-মুশরিকরা বলত, আমরা মূর্তিপূজা করি এজন্য যে, তারা আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে এবং বিপদ থেকে উদ্ধার করবে। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর ও বয়ানুল কুরআন)

(৩) অর্থাৎ, মূর্তিকে মাবূদ এবং সুপারিশকারী মনে করা। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৭ নং আয়াত:

১. মক্কার আশেপাশের জনপদবাসীকে ধ্বংস করার কথা বলে মক্কাবাসীদের ও অন্যান্যদের সতর্ক করা হয়েছে।

২. পবিত্র কুরআনে কারীমে একই আয়াত এবং একই ঘটনা বারবার বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হল মানুষকে সচেতন করা, যাতে মানুষ বারবার একই কথা শোনার ফলে তাদের মধ্যে চিন্তা-ভাবনা জাগে এবং হেদায়াতের পথে ফিরে আসে।

● ২৮ নং আয়াত:

আয়াত থেকে এই শিক্ষা লাভ হয় যে, মূর্তিপূজার পেছনে মুশরিকদের যে চিন্তা যে, তারা মূর্তিপূজারীদের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে এবং তাদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধার করবে– এ ধারণা ভুল, এ ধারণা মনগড়া ধারণা। অতএব আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভের নামে এমন কোন পন্থা অবলম্বন করা যা শরীয়ত অনুমোদিত নয় সম্পূর্ণ বাতিল এবং নিস্ফল। যেমন, আজকাল বিভিন্ন পীরের মাজারে এক শ্রেণীর লোক শির্ক-বিদয়াতে লিপ্ত থাকে এবং বলে যে, পীরগণ আমাদের জন্য সুপারিশকারী হবেন। তারা মুরীদদের মুক্তির ব্যবস্থা করবেন।

www.maktabatulabrar.com

(২৯) আর স্মরণ কর[১] যখন আমি জ্বীনের একটি দলকে তোমার প্রতি ফিরিয়ে ছিলাম[২]। তারা মনোযোগ দিয়ে কুরআন শুনছিল[৩]। আর যখন তারা সেখানে উপস্থিত হল তখন (পরস্পর) বলল, তোমরা চুপ থাক। অতঃপর তা (কুরআন পাঠ) শেষ হলে তারা নিজ সম্প্রদায়ের কাছে সতর্ককারীরূপে ফিরে গেল।	وَاِذْ صَرَفْنَآ اِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْاٰنَ ۚ فَلَمَّا حَضَرُوْهُ قَالُوْٓا اَنْصِتُوْا ۚ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا اِلٰى قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِيْنَ ﴿٢٩﴾
(৩০) তারা বলল, হে আমাদের সম্প্রদায় আমরা তো এমন এক কিতাব শুনেছি যা মূসার পরে৪ নাযেল করা হয়েছে, যা তার আগের (কিতাবের) সত্যায়নকারী, যা সত্যের দিকে এবং সরল পথের দিকে পথ দেখায়।	قَالُوْا يٰقَوْمَنَآ اِنَّا سَمِعْنَا كِتٰبًا اُنْزِلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ وَاِلٰى طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٣٠﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) "স্মরণ কর" বাক্যটি এখানে উহ্য আছে। (জালালাইন)

(২) صرف শব্দের অর্থ ফেরানো। এখানে অন্তর ফেরানো বা আকৃষ্ট করানোর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

(৩) হযরত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে তায়েফ গমন করেছিলেন। সেখান থেকে ফেরার পথে "বাত্‌নে নাখলা" নামক স্থানে তাহাজ্জুদ নামায আদায়কালে যখন উচ্চস্বরে কুরআন তেলাওয়াত করছিলেন, তখন জিনদের একটি দল তা শ্রবণ করে আকৃষ্ট হয় এবং ইসলাম গ্রহণ করে। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(৪) অর্থাৎ, মূসা (আ.)-এর প্রতি অবতীর্ণ তাওরাত যেমন একটি স্বতন্ত্র কিতাব, তেমনি কুরআনও একটি স্বতন্ত্র কিতাব। মধ্যখানে অবতীর্ণ ইঞ্জীলের কথা উল্লেখ না করার কারণ হল, ইঞ্জীল অধিকাংশ বিধি-বিধানে তাওরাতের-ই অনুসারী। পুরোপুরি স্বতন্ত্র নয়। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৯–৩০ নং আয়াতদ্বয়:

১. জিন জাতির অস্তিত্বের কথা অকাট্যভাবে জানা যায়। জিন জাতির অস্তিত্বকে অস্বীকার করা কুফরী। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

২. কুরআন তেলাওয়াতের সময় চুপকরে শোনা জরুরী। অন্যথায় কুরআনের সাথে বেয়াদবী হয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

৩. কুরআন তাওরাতের সত্যায়নকারী।

৪. কুরআন সত্যের দিকে এবং সরল পথের দিকে পথ দেখায়।

৫. জিন জাতিও ইনসানের ন্যায় ঈমান ও ইসলামের বিধান মানার জন্য আদিষ্ট।

(৩১) হে আমাদের সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর দিকে আহবানকারীর ডাকে সাড়া দাও[১] এবং তার প্রতি ঈমান আন। তিনি তোমাদের কিছু গোনাহ[২] মাফ করে দিবেন এবং তোমাদেরকে যন্ত্রণাময় শাস্তি থেকে পানাহ দিবেন।	يٰقَوْمَنَآ اَجِيْبُوْا دَاعِيَ اللّٰهِ وَاٰمِنُوْا بِهٖ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٣١﴾
(৩২) আর যে ব্যক্তি আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া না দিবে, সে পৃথিবীতে (আল্লাহকে) অপারগ করতে পারবে না[৩] এবং তিনি ব্যতীত তার জন্য কোন সাহায্যকারীও থাকবে না। তারাই সুস্পষ্ট গোমরাহীর মধ্যে আছে।	وَمَنْ لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِى الْاَرْضِ وَلَيْسَ لَهٗ مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءُ ؕ اُولٰٓئِكَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٣٢﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি ঈমান আন। (জালালাইন)

(২) "কিছু গোনাহ" বলার কারণ হল ইসলাম গ্রহণ করলে বান্দার হক মাফ হয় না। (প্রাগুক্ত)

(৩) অর্থাৎ, এতে আল্লাহর কোনই ক্ষতি হবে না।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩১ নং আয়াত:

১. ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেয়ার অপরিহার্যতা সম্বন্ধে জানা যায়। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

২. জিন সম্প্রদায় ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথেই আপন সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে দ্বীনের দাওয়াত প্রচার করেছিলেন। (প্রাগুক্ত)

● ৩২ নং আয়াত:

আয়াত থেকে জানা যায়, দ্বীনের দাওয়াতকে অগ্রাহ্য করা এবং দ্বীন থেকে বিমুখ হওয়ার দ্বারা মানুষ নিজেই ক্ষতিগ্রস্থ হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কোনই ক্ষতি সাধিত হবে না।

(৩৩) তারা কি জানে না যে, আল্লাহ্ –যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন এবং এগুলোকে সৃষ্টি করতে ক্লান্তি বোধ করেননি– তিনি অবশ্যই মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম? বরং তিনি তো সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।	اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يُّحْىِۦَ الْمَوْتٰى ؕ بَلٰٓى اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٣٣﴾

www.maktabatulabrar.com

(৩৪) আর যেদিন কাফেরদেরকে জাহান্নামের কাছে উপস্থিত করা হবে সেদিন (তাদেরকে বলা হবে[১]) এটা কি সত্য নয়? তারা বলবে, হ্যাঁ, আমাদের প্রতিপালকের শপথ। তিনি (আল্লাহ) বলবেন, তাহলে শাস্তির মজা ভোগ করতে থাক। কারণ, তোমরা কুফরী করতে।	وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى النَّارِ ؕ اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ ؕ قَالُوْا بَلٰى وَرَبِّنَا ؕ قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿٣٤﴾
(৩৫) অতএব, তুমি ধৈর্য ধারণ কর যেভাবে দৃঢ় প্রতিজ্ঞগণ অর্থাৎ, রসূলগণ[২] ধৈর্যধারণ করেছিল এবং তাদের ব্যাপারে তাড়াহুড়ো কর না[৩]। তাদেরকে যে বিষয়ে ওয়াদা দেয়া হচ্ছে[৪] তা তারা যেদিন দেখবে সেদিন তারা (মনে করবে) যেন দিনের এক মুহূর্ত মাত্র তারা (পৃথিবীতে) অবস্থান করেছিল। এটা[৫] সুস্পষ্ট ঘোষণা। আর নাফরমান সম্প্রদায় ছাড়া কাউকে ধ্বংস করা হবে কি?	فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَّهُمْ ؕ كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوْعَدُوْنَ ۙ لَمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ ؕ بَلٰغٌ ۚ فَهَلْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٣٥﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) "তাদেরকে বলা হবে" বাক্যটি এখানে উহ্য আছে। (জালালাইন)

(২) এখানে مِنْ অব্যয়টি بيان এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেই সমস্ত রসূলই أُولُو الْعَزْمِ বা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। (বয়ানুল কুরআন ও জালালাইন-টীকা)

(৩) অর্থাৎ, কাফেরদের উপর আযাব আসার ব্যাপারে। (জালালাইন)

(৪) অর্থাৎ, আখেরাতের আযাব। (জালালাইন)

(৫) "এটা" (অর্থাৎ, এই কুরআন) বাক্যাংশটুকু এখানে উহ্য আছে। (জালালাইন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩৩ নং আয়াত:

১. আয়াত মৃত্যুর পর হাশরের মাঠে পুনরায় জীবিত হওয়ার স্বপক্ষে সুস্পষ্ট দলীল।

● ৩৪ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় কুফরীর পরিণাম জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই নয়।

● ৩৫ নং আয়াত:

১. দ্বীনের অনুসারীদেরকে ধৈর্যধারন করতে হবে। কারণ, সমস্ত নবীগণ-ই ধৈর্যশীল ছিলেন।

২. হাশরের মাঠের ভায়াবহতা সম্পর্কেও অনুমান করা যায়।

৩. আখেরাতের আযাবের প্রতিশ্রুতি সত্য।

৪. কেবল না-ফরমানদেরকেই শাস্তি দেয়া হবে।

(৪৭) সূরা মুহাম্মাদ[১] মাদানী
৩৮ আয়াত, ৪ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ ①

(১) যারা কুফ্‌রী করে এবং আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করে, তাদের সকল আমল তিনি নিষ্ফল করে দেন[২]।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۙ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَاَصْلَحَ بَالَهُمْ ②

(২) আর যারা ঈমান আনে, নেক আমলসমূহ পালন করে এবং মুহাম্মাদের প্রতি যা কিছু নাযেল করা হয়েছে তার উপর বিশ্বাস রাখে –আর এটাই তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সত্য বিষয়– তাদের গোনাহসমূহ তিনি তাদের থেকে হটিয়ে দেন এবং তাদের অবস্থা সুন্দর করে দেন[৩]।

ذٰلِكَ بِاَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَاَنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَّبِّهِمْ ؕ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ اَمْثَالَهُمْ ③

(৩) এটা[৪] এ কারণে যে, যারা কুফরী করে তারা নিঃসন্দেহে বাতিলের অনুসরণ করে, আর যারা ঈমান আনে তারা অবশ্যই তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে (প্রেরিত) সত্যের অনুসরণ করে। এমনিভাবে আল্লাহ্ মানুষের জন্য তাদের দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেন।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) সূরা মুহাম্মাদ মদীনায় অবতীর্ণ। এ সূরার অপর নাম কিতাল। কারণ, এতে কিতাল বা জিহাদের আহকাম বর্ণিত হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ, তাদের ভালো কাজসমূহের বিনিময়ে তারা কোনই সওয়াব পাবে না। (জালালাইন)

(৩) অর্থাৎ, পৃথিবীতে তাদেরকে নেক আমল করার তাওফীক দিবেন এবং আখেরাতে নাজাত দিবেন। (বয়ানুল কুরআন)

(৪) এটা অর্থাৎ, মুমিনদের সফল হওয়া এবং কাফেরদের নিষ্ফল হওয়া।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১–৩ নং আয়াতসমূহ:

১. যার ঈমান নেই তার কোন ভালো কাজ আল্লাহর কাছে গ্রহনযোগ্য নয় এবং কেয়ামতের দিবসে এর বিনিময়ে কোন ছওয়াব লাভ করবে না।

www.maktabatulabrar.com

২. ঈমান ও নেক আমলের বিনিময়েই মানুষের দুনিয়া ও আখেরাতের যিন্দেগী সুন্দর হয়।

৩. ঈমান এবং নেক আমল-ই হল মুক্তির একমাত্র পথ এবং এটাই সত্য পথ। এর বাইরে ধ্বংস এবং ব্যর্থতা ছাড়া কিছুই নেই। (আইছারুত্তাফাসীর)

فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ؕ حَتّٰۤى اِذَاۤ اَثْخَنْتُمُوْهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ ۙ فَاِمَّا مَنًّۢا بَعْدُ وَاِمَّا فِدَآءً حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا ۚ ذٰلِكَ ۛ وَلَوْ يَشَآءُ اللّٰهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلٰكِنْ لِّيَبْلُوَا۟ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ؕ وَالَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُّضِلَّ اَعْمَالَهُمْ ④

(৪) আর যখন তোমরা কাফেরদের সাথে (যুদ্ধে) মুকাবেলা কর, তখন তাদের গর্দানে আঘাত কর[১]। অবশেষে যখন তোমরা তাদেরকে পরাজিত কর তখন (তাদেরকে) শক্ত করে বেঁধে ফেল। অতঃপর হয়তো অনুগ্রহ কর অথবা মুক্তিপণ নাও[২]। যে পর্যন্ত না শত্রুপক্ষ তাদের অস্ত্র সমর্পন করে। এটা পালন কর[৩]। আর আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে অবশ্যই তাদের থেকে প্রতিশোধ নিতে পারতেন[৪]। কিন্তু তিনি তোমাদের একজনকে অপরজনের দ্বারা পরীক্ষা করতে চান[৫]। আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদের আমলসমূহ তিনি কখনোই নিষ্ফল করবেন না।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) "আঘাত কর" বাক্যটি এখানে উহ্য আছে। (বয়ানুল কুরআন ও জালালাইন)

(২) এখানে ক্রিয়াপদগুলো উহ্য আছে। অর্থাৎ, হয়তো অনুগ্রহ করে বিনা মুক্তিপণে ছেড়ে দাও কিংবা মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দাও। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) "পালন কর" বাক্যটি এখানে উহ্য আছে। (বয়ানুল কুরআন)

(৪) অর্থাৎ, বিনা যুদ্ধে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদির মাধ্যমে।

(৫) মুমিনদের ক্ষেত্রে পরীক্ষা হল যে, আল্লাহ দেখতে চান কারা নিজের জীবনের উপর আল্লাহর নির্দেশকে প্রাধান্য দেয়। আর কাফেরদের ক্ষেত্রে পরীক্ষা হল যে, কারা যুদ্ধের শাস্তি দেখে আল্লাহর উপর ঈমান আনে তা পরীক্ষা করা। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪ নং আয়াত:

আয়াতের দ্বারা যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে ইসলামের বিধান জানা যায়। মুসলমানদের নেতা অবস্থা ভেদে তাদেরকে বিনা মুক্তিপণে বিংবা মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দিতে পারেন। তেমনিভাবে তাদেরকে হত্যা করতে এবং দাস হিসেবে পরিণত করতেও পারেন যা অন্যান্য আয়াত ও হাদীসের আলোকে প্রমাণিত হয়। (মাআরিফুল কুরআন)

سَيَهْدِيْهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ۝٥	(৫) অচিরেই তিনি তাদেরকে মঞ্জিলে মকসূদে পৌছাবেন এবং তাদের অবস্থা সুন্দর করে দিবেন।
وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ۝٦	(৬) এবং তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যা তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন।
يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ ۝٧	(৭) হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে সাহায্য করলে[১] তিনিও তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের কদমগুলোকে মজবুত করে দিবেন[২]।
وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَاَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ ۝٨	(৮) আর যারা কুফরী করে তাদের জন্য রয়েছে ধ্বংস এবং তিনি তাদের সকল আমল বিনষ্ট করে দেন।
ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَرِهُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ ۝٩	(৯) এটা এ কারণে যে, আল্লাহ যা নাযেল করেছেন তারা তা অপসন্দ করে। অতএব তিনি তাদের আমলসমূহ নিষ্ফল করে দিবেন[৩]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) আল্লাহকে সাহায্য করার অর্থ হল আল্লাহর মনোনীত দ্বীন তথা ইসলামের সাহায্য করা। (বয়ানুল কুরআন ও জালালাইন)

(২) অর্থাৎ, কাফেরদের মোকাবেলায় বিজয় দান করবেন। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর ও জালালাইন)

(৩) কারণ, ঈমান ব্যতীত আমলের কোনই মূল্য নেই। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫–৬ নং আয়াতদ্বয়:

আয়াতদ্বয়ের দ্বারা মুজাহিদগণের মর্যাদা এবং পুরস্কারের বিষয় জানা যায়।

● ৭ নং আয়াত:

আয়াত থেকে জানা যায়, আল্লাহ পাকের সাহায্য এবং মদদ লাভের উপায় হল দ্বীনি কাজে সহযোগিতা করা। দ্বীনি কাজে যে সহযোগিতা করবে আল্লাহ স্বয়ং তাকে সাহায্য করবেন।

● ৮–৯ নং আয়াতদ্বয়:ৎ

১. ধ্বংস-ই হল কাফেরদের একমাত্র পরিণতি।

২. কাফেররা দুনিয়াতে যেসব ভালো কাজ এবং জনসেবামূলক কাজ করছে পরকালে তার কোন ছওয়াব তারা পাবে না। কারণ তারা ঈমান আনেনি। ঈমান যেহেতু সব নেক আমলে শর্ত তাই শর্ত পূরণ না হওয়ার কারণে তারা ছওয়াব লাভ করতে পারবে না।

www.maktabatulabrar.com

اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ دَمَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ۫ وَلِلْكٰفِرِيْنَ اَمْثَالُهَا ۝١٠	(১০) তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি এবং দেখেনি যে, তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কিরূপ হয়েছিল। আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। আর কাফেরদের জন্যে এরূপ (পরিণতি-ই) রয়েছে।
ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ مَوْلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاَنَّ الْكٰفِرِيْنَ لَا مَوْلٰى لَهُمْ ۝١١	(১১) এটা এ কারণে যে, আল্লাহ অবশ্যই মুমিনদের অভিভাবক আর কাফেরদের তো কোন অভিভাবক নেই[১]।
اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَتَمَتَّعُوْنَ وَيَاْكُلُوْنَ كَمَا تَاْكُلُ الْاَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ۝١٢	(১২) যারা ঈমান আনে এবং নেক আমলসমূহ করে তাদেরকে আল্লাহ অবশ্যই জান্নাতে দাখেল করাবেন যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত থাকবে। আর যারা কাফের তারা ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকে এবং তারা আহার করে যেভাবে চতুষ্পদ জন্তু আহার করে[২] আর জাহান্নাম হল তাদের বাসস্থান।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) কাজেই তাদেরকে আযাব থেকে রক্ষা করারও কেউ নেই। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(২) অর্থাৎ, চতুষ্পদ জন্তু যেভাবে সর্বদা খাদ্যের সন্ধানে ঘোরে, আখেরাতের চিন্তা-ভাবনা এবং হালাল-হারামের বাছ-বিচারও করে না, ঠিক সেভাবে কাফেররাও কেবলই ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকে। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১০ নং আয়াত:

আয়াত দ্বারা ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয়ার ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে। প্রকৃত জ্ঞানী ঐ ব্যক্তি যে নিজে পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার পূর্বেই অপরের ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে।

● ১১ নং আয়াত:

আয়াত থেকে জানা যায়, মুমিনদের অভিভাবক হলেন আল্লাহ। কাজেই তাদের ভয় এবং চিন্তার কিছুই নেই। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ১২ নং আয়াত:

১. মুমিন এবং কাফেরের পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। মুমিনের পরিণতি হল জান্নাত আর কাফেরের পরিণতি হল জাহান্নাম।

২. চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় হালাল-হারামের বাছ-বিচার না করে সর্বদা খাদ্যের সন্ধানে ঘোরা কাফেরদের কাজ।

وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ هِيَ اَشَدُّ قُوَّةً مِّنْ قَرْيَتِكَ الَّتِيْٓ اَخْرَجَتْكَ ۚ اَهْلَكْنٰهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ⑬	(১৩) আর তোমার যেসব জনপদবাসীরা[১] তোমাকে বের করে দিয়েছে তাদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী বহু জনপদবাসী ছিল যাদেরকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি। তখন তাদের কোনো সাহায্যকারী ছিল না।
اَفَمَنْ كَانَ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ كَمَنْ زُيِّنَ لَهٗ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ وَاتَّبَعُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ ⑭	(১৪) কাজেই যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আসা সুস্পষ্ট প্রমাণাদির উপরে আছে সে কি ঐ ব্যক্তির সমান যার সামনে সাজিয়ে দেয়া হয়েছে তার বদ আমলকে[২]? এবং যারা নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে?
مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ؕ فِيْهَآ اَنْهٰرٌ مِّنْ مَّآءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ ۚ وَاَنْهٰرٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهٗ ۚ وَاَنْهٰرٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ ۚ وَاَنْهٰرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ؕ وَلَهُمْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ ؕ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوْا مَآءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ اَمْعَآءَهُمْ ⑮	(১৫) মুত্তাকীদেরকে যে জান্নাতের ওয়াদা দেয়া হয়েছে তার অবস্থা হল, সেখানে আছে এমন পানির নহরসমূহ যাতে কোনরূপ পরিবর্তন নেই। আর এমন দুধের নহরসমূহ যার স্বাদ বদলায় না। আর শরাবের এমন নহরসমূহ যা পানকারীদের জন্যে খুব মজাদার এবং এমন মধুর নহরসমূহ যা অত্যন্ত খাঁটি। আর সেখানে তাদের জন্য রয়েছে সব ধরনের ফলমূল এবং তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে ক্ষমা। (এরা কি[৩]) তাদের সমান যারা জাহান্নামে স্থায়ী হবে এবং যাদেরকে পান করানো হবে ফুটন্ত গরম পানি। অতঃপর তা তাদের নাড়িভুঁড়ি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিবে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) قَرْيَة শব্দের অর্থ এলাকা বা জনপদ। এখানে "জনপদ" বলে জনপদবাসী বা মক্কাবাসী কাফেরদের বোঝানো হয়েছে। (জালালাইন)

(২) অর্থাৎ, মক্কার মুশরিক যাদের কাছে মূর্তিপূজা ইত্যাদি-ই ভাল মনে হত।

(৩) "এরা কি" বাক্যাংশটি এখানে উহ্য আছে। (জালালাইন ও বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৩ নং আয়াত:

আয়াত থেকে জানা যায়, সকল শক্তি-ই আল্লাহ্ পাকের শক্তির মোকাবেলায় অতি নগন্য। তিনি কখনো কখনো কাফেরদেরকে দুনিয়াতে সুযোগ দিয়ে থাকেন বলেই তাৎক্ষণিক পাকড়াও করেন না।

www.maktabatulabrar.com

● ১৪ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, মুমিন এবং কাফের কখনোই সমান নয়। মুমিন অবশ্যই শ্রেষ্ঠ।

● ১৫ নং আয়াত:

আয়াতের দ্বারা জান্নাতের অমূল্য নেয়ামতরাজির কথা জানা যায়। বিশেষত চার ধরনের নহরের কথা জানা যায়।

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُ اِلَيْكَ ۚ حَتّٰٓى اِذَا خَرَجُوْا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوْا لِلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ اٰنِفًا ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَاتَّبَعُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ ⑯	(১৬) এবং তাদের মধ্যে[১] কিছু লোক আছে যারা তোমার দিকে কান পেতে রাখে। এরপর যখন তোমার কাছ থেকে বেরিয়ে যায়, তখন যাদেরকে ইল্ম দেয়া হয়েছে[২] তাদেরকে বলে, এইমাত্র তিনি কি বললেন? এরাই হল সেসব লোক যাদের অন্তর-মনে আল্লাহ্ মোহর মেরে দিয়েছেন এবং এরা নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে।
وَالَّذِيْنَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَّاٰتٰىهُمْ تَقْوٰىهُمْ ⑰	(১৭) আর যারা হেদায়াত অবলম্বন করেছে তাদেরকে তিনি হেদায়াত বাড়িয়ে দেন৩ এবং তাদেরকে তিনি দান করেন তাদের তাকওয়া।
فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا السَّاعَةَ اَنْ تَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً ۚ فَقَدْ جَآءَ اَشْرَاطُهَا ۚ فَاَنّٰى لَهُمْ اِذَا جَآءَتْهُمْ ذِكْرٰىهُمْ ⑱	(১৮) বস্তুত তারা তো শুধু এ অপেক্ষা-ই করছে যে, কেয়ামত তাদের উপর হঠাৎ করে এসে পড়ুক। অথচ তার বিভিন্ন আলামত তো এসেই পড়েছে[৪] সুতরাং যখন তা তাদের সামনে এসে পড়বে তখন তাদের উপদেশ গ্রহণ কীভাবে (সম্ভব) হবে?

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, মুনাফিকদের মধ্যে। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(২) অর্থাৎ, মুনাফিকরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মজলিস থেকে বেরিয়েই হযরত আব্বাস (রা.), ইবনে মাসউদ (রা.) প্রমুখ আলেম-সাহাবীগণকে উপহাসের সুরে প্রশ্ন করত যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এখন কী বললেন? (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(৩) অর্থাৎ, তারা পূর্বেই ঈমান এনেছে। এর পর নতুন অবতীর্ণ বিষয়ের প্রতিও ঈমান আনার ফলে নিঃসন্দেহে তাদের হেদায়াত আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

(৪) কেয়ামতের প্রাথমিক আলামতসমূহের মধ্যে খতমে নবুওয়ত এবং চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়া যা রসূলে পাকের যুগেই প্রকাশিত হয়েছিল। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৬ নং আয়াত:

আয়াত থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, দ্বীনি বিষয় নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা মুনাফিকদের স্বভাব, কোন মুমিনের নয়।

● ১৭ নং আয়াত:

আয়াত থেকে জানা যায়, কেউ হেদায়াত পেতে চাইলে আল্লাহ পাক তাকে হেদায়াতের রাস্তায় চলা সহজ করে দেন এবং বেশি করে হেদায়াত গ্রহণের সুযোগ দেন।

● ১৮ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় কেয়ামতের বিভিন্ন আলামত বা লক্ষণ রয়েছে। যা বিস্তারিতভাবে হাদীসে বর্ণিত আছে।

فَاعْلَمْ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوٰىكُمْ ﴿۱۹﴾ وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُوْرَةٌ ۚ فَاِذَاۤ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَّذُكِرَ فِيْهَا الْقِتَالُ ۙ رَاَيْتَ الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يَّنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِىِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ؕ فَاَوْلٰى لَهُمْ ﴿۲۰﴾ طَاعَةٌ وَّقَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ ؕ فَاِذَا عَزَمَ الْاَمْرُ ۫ فَلَوْ صَدَقُوا اللّٰهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ﴿۲۱﴾

(১৯) সুতরাং জেনে রাখ[১], নিশ্চয় আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই আর তুমি ক্ষমা প্রার্থনা কর নিজের ভুলের জন্য[২] এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের জন্য। বস্তুত আল্লাহ তোমাদের চলা-ফেরার জায়গা এবং বাসস্থান সম্পর্কে অবগত আছেন[৩]।

(২০) আর মুমিনগণ বলে, কোন (নতুন) সূরা নাযেল হয় না কেন[৪]? অতঃপর যখন কোন স্পষ্ট সূরা নাযেল করা হয় এবং তাতে[৫] জিহাদের উল্লেখ করা হয়, তখন যাদের অন্তর-মনে রোগ আছে তাদেরকে তুমি দেখবে যে, তারা মৃত্যু ভয়ে আচ্ছন্ন ব্যক্তির তাকানোর ন্যায় তোমার দিকে তাকাচ্ছে। অথচ তাদের জন্য উত্তম ছিল–

(২১) আনুগত্য ও উত্তম কথা। অতএব যখন এ বিষয়ের (জিহাদের) সিদ্ধান্ত হয়ে যায় তখন যদি তারা আল্লাহর ব্যাপারে সত্যবাদী থাকে তবে সেটাই তাদের জন্যে উত্তম[৬]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিশ্চয় জানেন যে, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কোন মাবুদ নেই, এরপরও এরূপ নির্দেশ দান করার কারণ হল, এর উপর অটল-অবিচল থাকা। অথবা এই মোতাবেক আমল করা। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) হযরত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিঃসন্দেহে সমস্ত গোনাহের উর্ধ্বে। কাজেই এখানে ذنب শব্দের দ্বারা ইজতেহাদী ভুল ইত্যাদি বোঝানো হতে পারে যা আদৌ গোনাহ নয়। কিন্তু

www.maktabatulabrar.com

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উচ্চ মর্যাদার কারণে এরূপ ভুলও অপছন্দনীয় বিধায় ক্ষমা চাইতে বলা হয়েছে।

(৩) অর্থাৎ, তোমাদের সকল অবস্থা সম্পর্কে তিনি অবগত আছেন। (বয়ানুল কুরআন ও মাআরিফুল কুরআন)

(৪) মুমিনদের এরূপ আকাঙ্খার কারণ হল, নতুন সূরা নাযেল হলেই তাতে বিভিন্ন আহকাম থাকবে, যার উপর আমল করার দরুন তারা আরো বেশি আল্লাহ্ পাকের নৈকট্য অর্জনে সক্ষম হবে।

(৫) এখানে মুনাফিকদের কথা বলা হয়েছে। মুনাফিকদের এরূপ তাকানোর কারণ হল, তারা জিহাদে যাওয়ার ভয়ে ভীত হয়ে পড়ত এবং আতঙ্কিত হয়ে তাকিয়ে থাকত। (বয়ানুল কুরআন)

(৬) অর্থাৎ, মুনাফেকরা যেভাবে মুখে আল্লাহকে স্বীকার করে ঠিক তেমনিভাবে যদি অন্তরে আল্লাহকে সত্য বলে বিশ্বাস করে এবং জিহাদের নির্দেশ এলে তাতে শরীক হয় তবে সেটাই তাদের জন্য উত্তম। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর ও বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৯ নং আয়াত:

১. "লাইলাহা ইল্লাল্লাহু" বাক্যের ফযীলত এবং মর্যাদার কথা অনুমান করা যায়।

২. এ আয়াতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তার ভুলের জন্য ক্ষমা চাইতে বলা হয়েছে। অথচ অন্যান্য আয়াত ও হাদীস থেকে অকট্যভাবে প্রমাণিত যে, নবী পুরোপুরি পাপ থেকে মুক্ত। কাজেই এখানে সমাধান হল, আলোচ্য আয়াতে ইজতেহাদী ভুলের কথা বলা হয়েছে যা কোন গোনাহ নয়। অথবা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতিটি মর্যাদাশীল অবস্থার তুলনায় তার নিম্নতম অবস্থাটি একটি ভুল। যদিও প্রকৃতপক্ষে তা ভুল নয়, কিন্তু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুমহান মর্যাদার কারণে এই সামান্য বিষয়টিকেও ভুল বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন ও জালালাইন-টীকা)

● ২০নং আয়াত:

আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয় নেক কাজের আকাঙ্খা করা সাহাবায়ে কেরামের স্বভাব। আর জিহাদের কথা শুনে ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়া মুনাফিকদের স্বভাব।

● ২১ নং আয়াত:

আয়াত থেকে জিহাদের ফযীলত প্রমাণিত হয়।

فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوْۤا اَرْحَامَكُمْ ﴿۲۲﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَاَصَمَّهُمْ وَاَعْمٰۤى اَبْصَارَهُمْ ﴿۲۳﴾

(২২) আর তোমরা ক্ষমতা লাভ করলে[১] সম্ভবত পৃথিবীতে বিশৃংখলা সৃষ্টি করবে এবং তোমাদের আত্মীয়তার বন্ধনসমূহ ছিন্ন করবে– এমন নয় কি?

(২৩) এরাই সেসব লোক যাদেরকে আল্লাহ অভিশপ্ত করেছেন অতঃপর তাদেরকে বধির[২] করেছেন তাদের চোখসমূহকে করেছেন অন্ধ।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) تَوَلَّى শব্দের দুটি অর্থ হতে পারে। এক, মুখ ফিরিয়ে নেয়া। দুই, ক্ষমতা লাভ করা। এখানে বেশি প্রাসঙ্গিক বিধায় দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন) এ আয়াতে মুনাফেকদেরকে সরাসরি সম্বোধন করা হয়েছে।

(২) তারা বধির এ অর্থে যে, সত্য কথা তারা শুনেও তা গ্রহণ করে না এবং তারা অন্ধ এ অর্থে যে, অত্র বিষয় তারা দেখেও না দেখার ভান করে এবং হেদায়েত লাভ করা থেকে বঞ্চিত থাকে। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২২ নং আয়াত:

আয়াত থেকে জানা যায়, ক্ষমতার দাপটে পৃথিবীতে ফেতনা ফাসাদ সৃষ্টি করা মুনাফেকদের ঘৃন্য স্বভাব। কাজেই পৃথিবীকে ফাসাদমুক্ত রাখার জন্য ঈমানদার নেক লোকদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেয়ার চেষ্টা করা জরুরী।

● ২৩ নং আয়াত:

১. মুনাফেকদের নিন্দা করা হয়েছে।

২. ফাসাদকারী এবং আত্মীয়তা ছিন্নকারীগণ অভিশপ্ত।

(২৪) তবে কি তারা কুরআন সম্পর্কে গভীর চিন্তা-ভাবনা করে না? না কি (তাদের) অন্তর-মনে তালা লেগে আছে?	اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا ﴿٢٤﴾
(২৫) যারা নিজেদের পিঠ দেখিয়ে সরে পড়েছে তাদের কাছে হেদায়াত সুস্পষ্ট হওয়ার পর, নিশ্চয় তাদের সামনে তা শয়তান সাজিয়ে দিয়েছে[১] এবং তাদেরকে (মিথ্যা) আশা দিয়েছে।	اِنَّ الَّذِيْنَ ارْتَدُّوْا عَلٰٓى اَدْبَارِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى ۙ الشَّيْطٰنُ سَوَّلَ لَهُمْ ؕ وَاَمْلٰى لَهُمْ ﴿٢٥﴾
(২৬) এটা[২] এ কারণে যে, আল্লাহ যা নাযেল করেছেন তা যারা অপসন্দ করে তাদেরকে এরা[৩] বলে, কোন কোন বিষয়ে আমরা অবশ্যই তোমাদের আনুগত্য করব। আর আল্লাহ তাদের গোপন আলোচনাসমূহ জানেন।	ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لِلَّذِيْنَ كَرِهُوْا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ سَنُطِيْعُكُمْ فِىْ بَعْضِ الْاَمْرِ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِسْرَارَهُمْ ﴿٢٦﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) تَسْوِيْل শব্দের অর্থ মন্দ কাজকে সুন্দর করে দেখানো বা সুসজ্জিত করে তুলে ধরা। এখানে মুনাফেকদের উপর শয়তানের প্রবঞ্চনার বিষয় আলোচিত হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ, মুনাফেকদের সামনে হেদায়াত সুস্পষ্ট হওয়ার পরও তাদের গোমরাহ হওয়ার কারণ। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) অর্থাৎ, ইহুদী, নাসারা-ইত্যাকার কাফেরদেরকে বলে।

www.maktabatulabrar.com

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৪ নং আয়াত:

আয়াতে পবিত্র কুরআনে কারীম ভালোভাবে উপলব্ধি করা এবং তার উপর চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণাকে উৎসাহিত করা হয়েছে। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ২৫ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, ইসলাম এবং আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য থেকে সরে যাওয়ার প্রধান কারণ হল, শয়তান তাদের মনে দুনিয়ার মিথ্যা আশা জাগিয়ে তোলে এবং তাদের অপকর্মকে সুসজ্জিত করে দেখায়। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ২৬ নং আয়াত:

আয়াত থেকে জানা যায়, মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদের সাহয়তা করা মুনাফেক এবং মুরতাদগণের-ই কাজ এবং স্বভাব। (আইছারুত্তাফাসীর)

(২৭) সুতরাং ফেরেশতাগণ যখন তাদের মুখমণ্ডল ও পৃষ্ঠসমূহে আঘাত করতে করতে তাদের প্রাণ বের করে নিবে তখন কী দশা হবে?	فَكَيْفَ اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ ﴿٢٧﴾
(২৮) এটা[১] এজন্য যে, যা কিছু আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে তারা তার-ই অনুসরণ করে এবং তার সন্তুষ্টি লাভকে অপসন্দ করে। ফলে তিনি তাদের আমলসমূহকে নিষ্ফল করে দেন।	ذٰلِكَ بِاَنَّهُمُ اتَّبَعُوْا مَآ اَسْخَطَ اللّٰهَ وَكَرِهُوْا رِضْوَانَهٗ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ ﴿٢٨﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এটা অর্থাৎ, এ ধরনের শাস্তি। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৭ নং আয়াত:

আয়াত দ্বারা প্রমালিত হয়, নাফরমান ব্যক্তিগণ মৃত্যুকালে প্রচণ্ড যাতনার মুখোমুখি হয় এবং ফেরেশতাগণ তাদেরকে আঘাত করতে করতে তাদের প্রাণ বের করে নেয়।

● ২৮ নং আয়াত:

১. আল্লাহর অসন্তুষ্টির কাজ করা এবং তার সন্তুষ্টি লাভকে অপছন্দ করা মৃত্যুর সময় যন্ত্রণার কারণ হবে।

২. যারা আল্লাহর অসন্তুষ্টির কাজ করে এবং তার সন্তুষ্টি লাভকে অপছন্দ করে তাদের আমলসমূহকে তিনি নিস্ফল করে দেন।

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ اَنْ لَّنْ يُّخْرِجَ اللّٰهُ اَضْغَانَهُمْ ﴿٢٩﴾	(২৯) যাদের অন্তর-মনে রোগ[১] আছে তারা কি মনে করে যে, আল্লাহ্ কখনোই তাদের অন্তরের হিংসা-শত্রুতাকে[২] প্রকাশ করে দিবেন না।
وَلَوْ نَشَآءُ لَاَرَيْنٰكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيْمٰهُمْ ؕ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِيْ لَحْنِ الْقَوْلِ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَعْمَالَكُمْ ﴿٣٠﴾	(৩০) অথচ ইচ্ছা করলে তো আমি তোমাকে দেখিয়ে দিতে পারতাম তাদেরকে[৩]। তখন তুমি তাদের লক্ষণ দ্বারাই তাদেরকে চিনতে পারতে। আর তুমি তো অবশ্যই তাদেরকে চিনতে পারবে কথার ধরনে। আর আল্লাহ তোমাদের আমলসমূহের ব্যাপারে অবগত।
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجٰهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ ۙ وَنَبْلُوَاَخْبَارَكُمْ ﴿٣١﴾	(৩১) আমি তোমাদেরকে অবশ্যই পরীক্ষা করব যাতে আমি তোমাদের মধ্যকার জিহাদকারী ও ধৈর্যশীলদেরকে জেনে নিতে পারি[৪] এবং যাচাই করতে পারি তোমাদের অবস্থা[৫]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, নেফাকের রোগ। এখানে মুনাফেকদের মনোভাব তুলে ধরা হয়েছে।

(২) أَضْغَان (শব্দটি ضِغْن এর বহুবচন। অর্থ, অন্তরের হিংসা শত্রুতা ইত্যাদি। (জালালাইন এর টীকা)

(৩) তবে গোপন রাখার কারণ হচ্ছে, যাতে তারা তওবার সুযোগ পায়। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(৪) এখানে জানার অর্থ হল, বাস্তবে প্রকাশ হওয়া। অর্থাৎ যে বিষয়টি আল্লাহ পূর্ব থেকেই জানেন তার বাস্তব-ভিত্তিক ও ঘটনা-ভিত্তিক জ্ঞান হয়ে যাওয়া। (মাআরিফুল কুরআন)

(৫) এখানে اَخْبَار শব্দের অর্থ নেয়া হয়েছে অবস্থা (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৯-৩০ নং আয়াতদ্বয়:

আয়াতদ্বয় থেকে জানা যায়, আল্লাহ তাআলা সকলের মনের অবস্থা সম্পর্কেই অবগত। তবে দয়াবশত সবসময় তিনি তা প্রকাশ করে মানুষকে লজ্জিত করেন না।

● ৩১ নং আয়াত:

আয়াত থেকে জানা যায় মুমিনদেরকে অবশ্যই আল্লাহর পক্ষ থেকে বিভিন্ন কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখী হতে হবে। এই পরীক্ষায় তাদেরকে পাশ করেই ঈমানের পরিচয় দিতে হবে। (আইছারুত্তাফাসীর)

www.maktabatulabrar.com

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَشَآقُّوا الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدٰى ۙ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْئًا ؕ وَسَيُحْبِطُ اَعْمَالَهُمْ ﴿٣٢﴾	(৩২) যারা কুফরী করে, আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে এবং তাদের সামনে হেদায়াত সম্পষ্ট হওয়ার পর তারা রসূলের বিরোধিতা করে তারা তো কখনোই আল্লাহর কিছুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। এবং তিনি অচিরেই তাদের সকল কর্ম ব্যর্থ করে দিবেন[১]।
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَلَا تُبْطِلُوْۤا اَعْمَالَكُمْ ﴿٣٣﴾	(৩৩) হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর হুকুম মান্য কর এবং রসূলের অনুসরণ কর আর নিজেদের আমলসমূহকে বিনষ্ট কর না।
اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ مَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ﴿٣٤﴾	(৩৪) যারা কুফরী করে এবং আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে অতঃপর তারা কাফের অবস্থায়-ই মারা যায় নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদেরকে কখনোই ক্ষমা করবেন না।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) আলোচ্য আয়াত মুনাফেক এবং ইহুদী বনী-কুরায়যা ও বনী নুযায়ের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ, মুসলামনদের বিরুদ্ধে তাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিবেন অথবা তাদের নেফাকের কারণে তাদের সকল ভালো কাজগুলোও নিস্ফল হয়ে যাবে। (মাআরেফুল কুরআন)

(৩) অর্থাৎ, ইসলাম ত্যাগ করা ও মুরতাদ হওয়ার দ্বারা কিংবা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে আমল করে এবং দান-সদকা করার পর তার বড়াই করার দ্বারা তোমাদের আমলসমূহ নষ্ট করে দিয়ো না। (মাআরেফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩২ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, কাফের মুশরিকগণ তাদের দুনিয়াতে কৃত ভালো কাজসমূহের বিনিময়ে আখেরাতে কোনই সওয়াব লাভ করবে না। কারণ, তাদের কুফর ও শিরকের কারণে তাদের সকল ভালো আমল বিনষ্ট হয়ে যায়। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ৩৩ নং আয়াত:

১. আল্লাহ এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উভয়ের আনুগত্য জরুরী।

২. নামায ইত্যাদি নেক আমল আরম্ভ করার পর তা বিনষ্ট না করে শেষ করা ওয়াজিব। কারণ, আল্লাহ তাআলা আমল বিনষ্ট করতে নিষেধ করেছেন। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ৩৪ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় আখেরাতে মুক্তি লাভের জন্য ঈমানের সঙ্গে মৃত্যু হওয়া শর্ত।

(৩৫) সুতরাং তোমরা মনোবল হারিও না এবং সন্ধির প্রতি আহবান কর না[১] বরং তোমরাই বিজয়ী থাকবে[২]। আর আল্লাহ আছেন তোমাদের সাথে এবং তিনি কখনোই তোমাদের আমলসমূহ[৩] তোমাদেরকে কম দিবেন না।	فَلَا تَهِنُوْا وَتَدْعُوْٓا اِلَى السَّلْمِ ۖ وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ ۗ وَاللّٰهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَّتِرَكُمْ اَعْمَالَكُمْ ﴿٣٥﴾
(৩৬) এ দুনিয়ার যিন্দেগী তো কেবল খেলাধূলা মাত্র। আর যদি তোমরা ঈমান আন এবং তাকওয়া অবলম্বন কর তবে আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিদান দিবেন এবং তিনি তোমাদের কাছে তোমাদের ধন-সম্পদ চান না[৪]।	اِنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ ۭ وَاِنْ تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا يُؤْتِكُمْ اُجُوْرَكُمْ وَلَا يَسْـَٔلْكُمْ اَمْوَالَكُمْ ﴿٣٦﴾
(৩৭) যদি তিনি তোমাদের কাছে তা চান অতঃপর তোমাদের উপর চাপ সৃষ্টি করেন[৫] তবে তো তোমরা কৃপণতা করবে এবং তিনি তোমাদের অন্তরের বিরক্তিরভাব প্রকাশ করে দিবেন।	اِنْ يَّسْـَٔلْكُمُوْهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوْا وَيُخْرِجْ اَضْغَانَكُمْ ﴿٣٧﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, মনোবল হারিয়ে ভীতি ও দুর্বলতার কারণে কাফেরদের সাথে সন্ধি করতে যেয়ো না। (বয়ানুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ যদি খাঁটি ঈমানদার হও এবং মনোবল উঁচু রাখ। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) অর্থাৎ, তোমাদের আমলসমূহের ছওয়াব।

(৪) অর্থাৎ তোমাদের ধন-সম্পদ আল্লাহ নিজের জন্য চান না। বরং তোমরা যে যাকাত ইত্যাদি দাও তা তোমাদের-ই কাজে আসবে। (মাআরিফুল কুরআন)

(৫) احفاء শব্দের অর্থ বাড়াবাড়ি করা বা চাপ সৃষ্টি করে চাওয়া অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা যাকাত ইত্যাদিতে সমস্ত সম্পদ ব্যয় করতে বলেননি। বরং চল্লিশ ভাগের এক ভাগ মাত্র ব্যয় করতে বলেছেন। এর ব্যতীক্রম করলে তোমরা নিশ্চয় কৃপণতা করতে।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩৫ নং আয়াত:

১. ভীতি ও দুর্বলতার কারণে কাফেরদের সাথে সন্ধি করা জায়েয নেই। তবে অন্যান্য হেকমতের দিকে লক্ষ্য করে চুক্তি করা জায়েয আছে। (মাআরিফুল কুরআন)

২. খাঁটি ঈমানদার হতে পারলে বিজয় অবশ্যই মুমিনের হবে। (মাআরিফুল কুরআন)

www.maktabatulabrar.com

৩. আল্লাহ তাআলা কাউকে আমলের প্রতিদান কম দেন না।

● ৩৬-৩৭ নং আয়াতদ্বয়:

১. পার্থিব জীবন অতি তুচ্ছ।

২. ঈমান ও তাকওয়ার বিনিময়ে আল্লাহর কাছে পুরস্কার পাওয়া যাবে।

৩. আল্লাহর রাস্তায় যাকাত ও দান-সদকার জন্য আল্লাহ যে হুকুম দিয়েছেন তা মানুষেরই কল্যাণার্থে, আল্লাহ তা নিজের জন্য চান না।

(৩৮) জেনে রাখ, এই তোমাদেরকেই আল্লাহর পথে ব্যয় করার জন্য ডাকা হচ্ছে। এরপর তোমাদের কেউ কেউ কৃপণতা করছে। আর যে কৃপণতা করে সে তো নিজের প্রতিই কৃপণতা করে[১]। বস্তুত আল্লাহ অমুখাপেক্ষী আর তোমরা মুখাপেক্ষী[২]। আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তিনি তোমাদের ভিন্ন অন্য এক জাতিকে স্থলাভিষিক্ত করবেন। এরপর তারা তোমাদের মত হবে না[৩]।	هٰٓاَنْتُمْ هٰٓؤُلَاۗءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ فَمِنْكُمْ مَّنْ يَّبْخَلُ ۚ وَمَنْ يَّبْخَلْ فَاِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَّفْسِهٖ ۭ وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَاۗءُ ۚ وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ۙ ثُمَّ لَا يَكُوْنُوْٓا اَمْثَالَكُمْ ﴿٣٨﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) কারণ যে ব্যক্তি এতে কৃপণতা করে সে আল্লাহর কোন ক্ষতি করে না বরং নিজের-ই ক্ষতি করে। কেননা, সে আখেরাতে এর ফলে ছওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে এবং শাস্তি ভোগ করবে। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) কাজেই আল্লাহর পথে ব্যয় করা মানে স্বয়ং নিজের অভাব দূর করা।

(৩) অর্থাৎ, তারা পুরোপুরি আনুগত্য করবে, দান করবে এবং আমার বিধানকে অমান্য করবে না। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩৮ নং আয়াত:

১. আয়াতের দ্বারা আল্লাহর পথে ব্যয় করার গুরুত্ব সুস্পষ্ট হয়।

২. সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর পথে ব্যয় করতে কৃপণতা করা সম্পূর্ণ অন্যায় এবং আযাবের কারণ। (আইছারুত্তাফাসীর)

৩. আল্লাহ তাআলা কারও দানের মুখাপেক্ষী নন। মানুষ দান করে ছওয়াব অর্জন করবে। মানুষই মুখাপেক্ষী।

৪. কোন সম্প্রদায় মুখ ফিরিয়ে নিলে আল্লাহর তাতে কিছু আঁটকাবে না। তিনি ইচ্ছা করলে তাদের স্থলাভিষিক্ত কায়েম করতে সক্ষম।

(৪৮) সূরা ফাত্হ[১] মাদানী
২৯ আয়াত, ৪ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا ①

(১) নিশ্চয় আমি তোমাকে দান করেছি সুস্পষ্ট বিজয়[২]।

لِّيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْۢبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ②

(২) যেন আল্লাহ তোমার পূর্বের এবং পরের ত্রুটিসমূহ মাফ করে দেন[৩] এবং তোমার প্রতি তার নেয়ামতকে পরিপূর্ণ করে দেন, আর তোমাকে সরল পথে পরিচালিত করেন।

وَّيَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَزِيْزًا ③

(৩) এবং যেন আল্লাহ তোমাকে এমন সাহায্য করেন যা (সকলের উপর) প্রবল থাকে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) فتح শব্দের অর্থ বিজয়। ৬ষ্ট হিজরীতে হযরত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বপ্নযোগে আদেশপ্রাপ্ত হয়ে ১৪০০ সাহাবীকে সাথে নিয়ে উমরা আদায়ের উদ্দেশ্যে মক্কায় রওয়ানা হন। এবং হারামের কাছে-ই হোদায়বিয়া নামক স্থানে অবস্থান গ্রহণ করেন। মক্কার কাফেররা তাকে মক্কায় প্রবেশে বাধাদান করলে তিনি তাদের সাথে একটি সন্ধি করেন। সন্ধির শর্তাবলী বাহ্যিক দৃষ্টিতে মুসলমানদের জন্য অপমানজনক মনে হলেও এর ভিত্তিতেই পরবর্তীতে মক্কা বিজয় বাস্তবরূপ লাভ করেছিল। আলোচ্য সূরায় এ সম্পর্কে আলোচনা এসেছে বিধায় সূরার নামকরণ হয়েছে فتح বা বিজয়।

(২) এখানে মক্কা বিজয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(৩) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ذنب বা ত্রুটি সম্পর্কিত আলোচনা দেখুন সূরা মুহাম্মাদ– ১৯ নং আয়াত-এর টিকা।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, আল্লাহ তাআলার নির্দেশ এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর তরীকা অনুযায়ী জীবন পরিচালনার মধ্যেই প্রকৃত সফলতা নিহিত রয়েছে। যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে তা অপমানজনক এবং অলাভজনক বলে মনে হয়।

● ২-৩ নং আয়াতদ্বয়:

আয়াতদ্বয়ে হোদায়বিয়ার সন্ধির সুফলগুলো সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে।

www.maktabatulabrar.com

هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِيْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَزْدَادُوْٓا اِيْمَانًا مَّعَ اِيْمَانِهِمْ ؕ وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ④

(৪) তিনিই মুমিনদের অন্তর-মনে প্রশান্তি নাযেল করেন, যাতে তারা নিজেদের ঈমানের সাথে আরো ঈমান বাড়িয়ে নেয়।[১] আর আকাশ-মণ্ডলী ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ আল্লাহর-ই[২]। এবং আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

لِّيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ ؕ وَكَانَ ذٰلِكَ عِنْدَ اللّٰهِ فَوْزًا عَظِيْمًا ⑤

(৫) যাতে[৩] তিনি মুমিন পুরুষ এবং মুমিন নারীদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করান যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত থাকবে, যেখানে তারা হবে স্থায়ী। এবং তিনি তাদের গোনাহসমূহ তাদের থেকে হটিয়ে দিবেন। আর এটা হচ্ছে আল্লাহর কাছে বিরাট সফলতা।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রশান্তি নাযেল হওয়ার ফলে আল্লাহ পাকের প্রতি মুমিনগণের তাওয়াক্কুল, বিশ্বাস ইত্যাদি আরও বৃদ্ধি পায়। ফলে তাদের ঈমানও বেড়ে যায়। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(২) এখানে "বাহিনীসমূহ" বলে ফেরেশতা, জ্বীন, চতুষ্পদ জন্তু, ভূমিকম্প, বন্যা, তুফান ইত্যাদিকে বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলে এগুলোর দ্বারাই তার দ্বীনের সাহায্য করতে পারেন। এরপরও আল্লাহ তাআলা জিহাদের নির্দেশ দিয়েছেন মুমিনের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য।

(৩) এ কথাটির সম্পর্ক একটি উহ্য করার সঙ্গে। অর্থাৎ, তিনি জেহাদের নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে মুমিনদের জান্নাতে প্রবেশ করান। (জালালাইন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪ নং আয়াত:

১. আল্লাহ তাআলা মুমিনদের অন্তরের মধ্যে শান্তি নাযেল করে থাকেন।

২. আল্লাহ পাকের বিভিন্ন নেয়ামত লাভের ফলে মুমিনদের ঈমানী তরক্কী এবং পরিপূর্ণতা লাভ হয়।

৩. ঈমানের মধ্যে বৃদ্ধি ঘটে থাকে।

৪. আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলে তার বাহিনী দ্বারাই তার দ্বীনের সাহায্য করতে পারেন। এরপরও আল্লাহ তাআলা বিশেষ হেকমতে জিহাদের নির্দেশ দিয়েছেন। (২ নং টীকা দ্রষ্টব্য)

● ৫ নং আয়াত:

১. জেহাদের ফযীলত প্রমাণিত হয় যে, জেহাদ দ্বারা জান্নাত লাভ হয়। (৩ নং টীকা দ্রষ্টব্য)

২. আল্লাহ পাকের কাছে বান্দার সবচেয়ে বড় সফলতা হল গোনাহ থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাতে প্রবেশ করার যোগ্যতা অর্জন করা।

(৬) এবং যেন[১] মুনাফেক পুরুষ ও মুনাফেক নারী, মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীদেরকে শাস্তি দেন যারা আল্লাহ সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণকারী[২]। তাদের উপর হোক মন্দের আবর্তনী। আর আল্লাহ তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন, তাদেরকে অভিশপ্ত করেছেন এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন জাহান্নাম। আর তা কতই না মন্দ বাসস্থান।	وَّيُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكٰتِ الظَّآنِّيْنَ بِاللّٰهِ ظَنَّ السَّوْءِ ؕ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ ۚ وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ ؕ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ۝٦
(৭) এবং আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ আল্লাহর-ই। আর আল্লাহ মহা ক্ষমাশালী, মহা প্রজ্ঞাময়।	وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۝٧
(৮) নিশ্চয় আমি তোমাকে সাক্ষ্যদাতা[৩], সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি[৪]।	اِنَّاۤ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ۝٨
(৯) যাতে[৫] তোমরা আল্লাহ ও তার রসূলের প্রতি ঈমান আন, তাকে সাহায্য কর[৬], তাকে সম্মান কর[৭] এবং সকাল-সন্ধায় তাঁর তাছবীহ পাঠ কর।	لِّتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ ؕ وَتُسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ۝٩

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) পূর্বের আয়াতসমূহের সাথে এ আয়াতের সম্পর্ক রয়েছে। অর্থাৎ, এ আয়াতে মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি নাযেল করে ঈমান বৃদ্ধি করা এবং কাফেরদেরকে ঈমান থেকে মাহরুম রাখার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে ।

(২) তাদের ধারণা ছিল, আল্লাহ তায়ালা মুমিনদেরকে সাহায্য করবেন না এবং কাফেররা মুমিনদেরকে পরাজিত করবে। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(৩) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাক্ষ্যদাতা বলার কারণ হল, হাশরের মাঠে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উম্মতের এবং সমস্ত মানবজাতির ভালো-মন্দ আমলের ব্যাপারে আল্লাহর দরবারে সাক্ষ্য দিবেন। (মাআরিফুল কুরআন ও সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(৪) সুসংবাদদাতা অর্থাৎ জান্নাতের সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারী অর্থাৎ জাহান্নাম থেকে সতর্ককারী। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(৫) এখানে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রসূলরূপে পৃথিবীতে পাঠানোর কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

(৬) تعزير শব্দের অর্থ সাহায্য করা। আল্লাহকে সাহায্য করা মানে তার দ্বীনকে সাহায্য করা।

(৭) توقير শব্দের অর্থ সম্মান করা। (মাআরিফুল কুরআন)

www.maktabatulabrar.com

আহকাম ও শিক্ষা

● ৬ নং আয়াত:

আয়াতে মুনাফেক এবং মুশরিকদের শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে।

● ৭ নং আয়াত:

আয়অত থেকে জানা যায়, আল্লাহ তাআলাই সবকিছুর মালিক কাজেই তার কাছেই সব বিষয়ে সাহায্য কামনা করা উচিত।

● ৮ নং আয়াত:

আয়াতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিশেষ তিনটি পরিচয় বর্ণিত হয়েছে। তাহল– তিনি সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারী।

● ৯ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, আল্লাহ পাকের তাছবীহ পাঠ করা তাকে সম্মান করা এবং তার দ্বীনের সাহায্য করা একান্ত জরুরী। (আইছারুত্তাফাসীর)

(১০) নিশ্চয় যারা তোমার কাছে বায়আত[১] করে তারা তো আল্লাহর কাছেই বায়আত করে[২]। আল্লাহর হাত৩ রয়েছে তাদের হাতের উপর। অতঃপর কেউ তা ভঙ্গ করলে সে তো নিজের ক্ষতির জন্যই তা ভঙ্গ করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে যে অঙ্গিকার করেছে তা পুরো করবে তাকে তিনি অচিরেই মহা প্রতিদান দান করবেন।	اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ ؕ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ ۚ فَمَنْ نَّكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ عَلٰى نَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ اَوْفٰى بِمَا عٰهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ فَسَيُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝١٠

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) বায়আতের অর্থ কোন বিশেষ কাজের জন্য শপথ গ্রহণ করা। এখানে হোদায়বিয়ার সফরে সংঘটিত বায়আতে রিদওয়ানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

(২) কারণ, এ বায়আতের উদ্দেশ্য তো আল্লাহকেই সন্তুষ্ট করা। (মাআরিফুল কুরআন)

(৩) আল্লাহর হাতের স্বরূপ কারো জানা নেই এবং জানার চেষ্টা করাও দুরস্ত নয়। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১০ নং আয়াত:

আয়াত থেকে বায়আত বা অঙ্গীকার পালনের গুরুত্ব জানা যায়। একজন অপরজনের হাতের উপর হাত রেখে বায়আত করা সুন্নাত তরীকা। তবে এরূপ করা জরুরী নয়। আল্লাহ এবং তার রসূলের সাথে যে বায়আত করা হয় তা পূরণ করা ওয়াজিব। আর মানুষের সাথে কোন অঙ্গীকার করলে তাও পূরণ করা ওয়াজিব যদি দ্বীনের খেলাফ না হয়। (মাআরিফুল কুরআন)

سَيَقُوْلُ لَكَ الْمُخَلَّفُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ شَغَلَتْنَآ اَمْوَالُنَا وَاَهْلُوْنَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا ۚ يَقُوْلُوْنَ بِاَلْسِنَتِهِمْ مَّا لَيْسَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ ۭ قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا اِنْ اَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ۭ بَلْ كَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ⑪	(১১) পল্লিবাসীদের মধ্যে যারা পেছনে রয়ে গিয়েছিল তারা অচিরেই তোমাকে বলবে, আমাদের ধন-সম্পদ ও আমাদের পরিবার-পরিজন আমাদেরকে ব্যস্ত রেখেছে[১]। সুতরাং আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তারা তাদের মুখে এমন সব কথা বলছে যা তাদের অন্তর-মনে নেই[২]। তুমি বল, আচ্ছা এমন কে আছে যে তোমাদের জন্য আল্লাহর সামনে কিছু করার ক্ষমতা রাখে যদি তিনি তোমাদের ক্ষতি করতে চান কিংবা তোমাদের উপকার করতে চান/ বরং তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ পুরোপুরি অবহিত।
بَلْ ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ يَّنْقَلِبَ الرَّسُوْلُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ اِلٰٓى اَهْلِيْهِمْ اَبَدًا وَّزُيِّنَ ذٰلِكَ فِىْ قُلُوْبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ ۚ وَكُنْتُمْ قَوْمًۢا بُوْرًا ⑫	(১২) বরং তোমরা মনে করেছ যে, রসূল এবং মুমিনগণ তাদের পরিবার-পরিজনের কাছে কখনোই ফিরে আসবে না[৩]। এবং এটা তোমাদের অন্তর-মনে সুশোভিত করে দেয়া হয়েছিল আর তোমরা (নানান রকমের) মন্দ ধারণা করেছিলে। আর তোমরা হলে এক ধ্বংসমুখী সম্প্রদায়।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, আমাদের ধন-সম্পদ এবং পরিবার-পরিজনের হেফাজতের স্বার্থে আমরা তোমাদের সাথে জেহাদে যেতে পারিনি যদিও যাওয়ার ইচ্ছা ছিল।

(২) অর্থাৎ, তাদের এসব ওজর-আপত্তি সম্পূর্ণ মিথ্যা। (জালালাইন)

(৩) অর্থাৎ, তারা মুমিনদের ব্যাপারে ধারণা করেছিল যেমন মুমিনরা কাফেরদের হাতে মারা পড়বে, তারা ফিরে আসতে সক্ষম হবে না। এবং তারা এরূপ কল্পনা করে আনন্দ পেত। (জালালাইন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১১ নং আয়াত:

১. আয়াতে মুনাফেকদের কপট চরিত্র তুলে ধরা হয়েছে। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. এ আয়াতের দ্বারা এটাও প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ যদি কারো ভালো বা মন্দ করতে চান তবে সেটা ঠেকানোর সাধ্য কারো নেই। (আইছারুত্তাফাসীর)

www.maktabatulabrar.com

● ১২ নং আয়াত:

১. কাফের এবং মুনাফেকরা-ই মুমিনদের এবং ইসলামের ধ্বংস কামনা করে থকে। কোন মুসলমান ইসলামে ধ্বংস কামনা করতে পারে না।

২. ইসলাম ও মুসলমানের ক্ষতি দেখে আনন্দ বোধ করা কাফের মুনাফেরদের চরিত্র।

وَمَنْ لَّمْ يُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ فَاِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَعِيْرًا ⑬	(১৩) আর যারা আল্লাহ ও তার রসূলের প্রতি ঈমান আনে না সেসব কাফেরদের জন্য অবশ্যই আমি প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত আগুন।
وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاۗءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاۗءُ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ⑭	(১৪) বস্তুত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব একমাত্র আল্লাহর। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। আর আল্লাহ হলেন মহা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।
سَيَقُوْلُ الْمُخَلَّفُوْنَ اِذَا انْطَلَقْتُمْ اِلٰى مَغَانِمَ لِتَاْخُذُوْهَا ذَرُوْنَا نَتَّبِعْكُمْ ۚ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّبَدِّلُوْا كَلٰمَ اللّٰهِ ۭ قُلْ لَّنْ تَتَّبِعُوْنَا كَذٰلِكُمْ قَالَ اللّٰهُ مِنْ قَبْلُ ۚ فَسَيَقُوْلُوْنَ بَلْ تَحْسُدُوْنَنَا ۭ بَلْ كَانُوْا لَا يَفْقَهُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ⑮	(১৫) তোমরা যখন গনীমতের ধন-সম্পত্তির কাছে যাবে তা সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে, তখন সহসাই যারা পেছনে থেকেছিল তারা বলবে, আমাদেরকে সুযোগ দাও, আমরা তোমাদের অনুসরণ করব[১]। তারা আল্লাহর কালাম বদলে দিতে চায়[২]। তুমি বলে দাও, তোমরা কিছুতেই আমাদের পেছনে আসতে পারবেনা। আল্লাহ আগেই এরূপ বলে দিয়েছেন। তখন তারা বলে উঠবে, তোমরা তো আমাদের প্রতি হিংসা করছ। বরং তারা সামান্য-ই উপলব্ধি করত।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) হোদায়বিয়ার ঘটনার কিছুদিন পরেই মুসলমানগণ খায়বার বিজয় করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। খায়বারে মুসলমানরা অবশ্যই জয়লাভ করবে এটা বুঝতে পেরে সেসব মুনাফেকরাও খায়বার যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি চাইল যারা হোদায়বিয়ার সফরে অংশ নেয়নি। তাদের এরূপ করার উদ্দেশ্য যে কেবল গনীমতের সাথে ভাগ বসানো সেটাই এ আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে। (জালালাইন ও বয়ানুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা এ ঘটনার আগেই ওহীর মাধ্যমে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, খায়বার যুদ্ধে অংশগ্রহণ তারাই করতে পারবে এবং সেখানের গনীমত তারাই পাবে যারা হোদায়বিয়ার সফরে অংশ নিয়েছিল, অন্য কেউ নয়। মুনাফেকরা খায়বারে অংশগ্রহণ করে আল্লাহর সেই কালামকে বদলে দিতে চায়। (জালালাইন ও বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৩ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, আল্লাহ ও তার রসূলের প্রতি ঈমান না আনার অনিবার্য পরিণতি হল জাহান্নাম। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ১৪ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ক্ষমা করে দিতেই বেশি পসন্দ করেন। এ জন্যই ক্ষমা করা এবং শাস্তির কথা বলতে গিয়ে তার ক্ষমাশীল এবং দয়ালু হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন।

● ১৫ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, ওহী শুধু কুরআনের মধ্যেই সীমিত নয় বরং কুরআনের বাইরেও ওহী রয়েছে যা হাদীস নামে পরিচিত। যেমন, আল্লাহ তাআলা খায়বার যুদ্ধের পূর্বেই ওহী পাঠিয়েছিলেন যে, যারা হোদায়বিয়ার সফরে অংশ নিয়েছে কেবল তারাই খায়বার যুদ্ধে অংশ নিতে পারবে। কিন্তু এটি কুরআনে উল্লেখ করা হয়নি, বরং হাদীসের মাধ্যমে জানা গেছে। বোঝা গেল হাদীসও ওহী। (মাআরিফুল কুরআন)

قُلْ لِّلْمُخَلَّفِيْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ اِلٰى قَوْمٍ اُولِيْ بَاْسٍ شَدِيْدٍ تُقَاتِلُوْنَهُمْ اَوْ يُسْلِمُوْنَ ۚ فَاِنْ تُطِيْعُوْا يُؤْتِكُمُ اللّٰهُ اَجْرًا حَسَنًا ۚ وَاِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ⑯

لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ ؕ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا اَلِيْمًا ⑰

(১৬) যেসব পল্লীবাসী পেছনে রয়েছিল তাদেরকে বলে দাও, শীঘ্রই তোমাদেরকে এক বিপুল শক্তিশালী জাতির বিরুদ্ধে ডাকা হবে।[১] তোমরা তাদের সাথে লড়াই করবে যতক্ষণ না[২] তারা আত্মসমর্পন করে। তখন তোমরা যদি হুকুম পালন কর তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করবেন। আর যদি পিছনে ফিরে যাও যেভাবে ইতিপূর্বে পিছনে ফিরে গিয়েছিলে, তাহলে তিনি তোমাদেরকে যন্ত্রণাময় শাস্তি প্রদান করবেন।

(১৭) অন্ধ ব্যক্তির জন্য কোন গোনাহ নেই, ন্যাংড়া ব্যক্তির জন্য কোন গোনাহ নেই এবং অসুস্থ ব্যক্তির জন্যও কোন গোনাহ নেই[৩]। আর যে আল্লাহ ও তার রসূলের আনুগত্য করবে, তাকে তিনি দাখিল করাবেন এমন সব জান্নাতে যেগুলোর তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত থাকবে। কিন্তু কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে তাকে দিবেন যন্ত্রণাময় শাস্তি।

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এখানে পারস্য ও রোম জতিসমূহকে বোঝানো হয়েছে, যাদের বিরুদ্ধে হযরত ওমর ফারূক (রা.)-এর আমলে জিহাদ হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন ও জালালাইন)

(২) এখানে او ব্যবহৃত হয়েছে حتى এর অর্থে। এজন্যেই তরজমায় "যতক্ষণ না" যোগ করা হয়েছে। (কুরতুবী, উদ্ধৃত মাআরিফুল কুরআন)

(৩) অর্থাৎ, অন্ধ, ন্যাংড়া এবং অসুস্থ ব্যক্তিগণ জিহাদে যেতে না পারলে তাদের গোনাহ হবে না। এটা তাদের ওজর হিসেবে গণ্য হবে।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৬ নং আয়াত:

১. জিহাদ-এর সময়সীমা জানা যায়। তাহল যতক্ষণ পর্যন্ত শত্রুপক্ষ আত্মসমর্পন না করবে এবং আনুগত্য স্বীকার না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত জিহাদ চালিয়ে যেতে হবে।

২. আয়াত দ্বারা মানুষকে পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করার বৈধতা প্রমাণিত হয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ১৭ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, অন্ধত্ব, পা না থাকা এবং অসুস্থতা ইত্যাদি ওজরের কারণে জিহাদে না গেলে তাতে গোনাহ হবেনা। (আইছারুত্তাফাসীর)

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا ⑱

وَّمَغَانِمَ كَثِيْرَةً يَّاْخُذُوْنَهَا ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ⑲

وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً تَاْخُذُوْنَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهٖ وَكَفَّ اَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ ۚ وَلِتَكُوْنَ اٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ⑳

(১৮) আল্লাহ তো অবশ্যই সন্তুষ্ট হয়ে আছেন মুমিনদের প্রতি যখন তারা গাছের নিচে তোমার কাছে বায়আত করছিল[১]। তখন তাদের অন্তর-মনে যা[২] ছিল তাও তিনি জানতেন। অতঃপর তিনি প্রশান্তি নাযেল করলেন তাদের উপর এবং তাদেরকে পুরষ্কার দিলেন নিকটতম বিজয়[৩]।

(১৯) এবং (দিলেন) বহু গণীমতের মাল যা তারা গ্রহণ করছে। বস্তুত আল্লাহ হলেন পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

(২০) আল্লাহ তোমাদেরকে বহু গনীমতের মালের ওয়াদা দিয়েছেন যা অধিকার করবে তোমরা[৪]। আর এটা[৫] তিনি তোমাদেরকে তাড়াতাড়ি দিয়েছেন এবং তিনি তোমাদের থেকে মানুষের হাতকে[৬] হটিয়ে দিয়েছেন। এবং যাতে এটা মুমিনদের জন্যে একটা নিদর্শন হয়। আর তিনি তোমাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেন।

(২১) এবং আরও একটি (বিজয়) আছে যা তোমরা (এখনও) হাসিল করতে সক্ষম হওনি[৭]। নিশ্চয় আল্লাহ তা বেষ্টন করে আছেন[৮]। বস্তুত আল্লাহ হলেন সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান।	وَّاُخْرٰى لَمْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهَا قَدْ اَحَاطَ اللّٰهُ بِهَا ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرًا ﴿٢١﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) হোদায়বিয়ার সফরে মুসলমানগণ মক্কার বাইরে হোদায়বিয়া নামক স্থানে অবস্থান করে কাফেরদের সাথে অলোচনার উদ্দেশ্যে হযরত ওসমান (রা.) কে মক্কায় পাঠিয়েছিলেন দূত হিসেবে। ইতোমধ্যে গুজব রটে যায় যে, কাফেররা হযরত ওসমান (রা.) কে শহীদ করে দিয়েছে। তখন হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদের থেকে জিহাদের বায়আত নিয়েছিলেন। আয়াতে এ ঘটনার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেহেতু এসব সাহাবির প্রতি সন্তুষ্টির প্রকাশ্য ঘোষণা আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন সেহেতু এ বায়আতকে বায়আতে রিদওয়ান বা সন্তুষ্টির বায়আত বলা হয়।

(২) অর্থাৎ, ইখলাস, সততা, অঙ্গীকার পালনের দৃঢ় ইচ্ছা ইত্যাদি। (বয়ানুল কুরআন ও জালালাইন)

(৩) হোদায়বিয়া থেকে মদীনায় ফিরে আসার দশ অথবা বিশ দিন পর মুসলমানগণ খায়বার বিজয়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন এবং যুদ্ধে জয় লাভ করেন। আয়াতে "নিকটতম বিজয়" বলে সেদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন)

(৪) এখানে কেয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের সকল বিজয় এবং গনীমতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন ও সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(৫) অর্থাৎ, খায়বারের বিজয়। (জালালাইন)

(৬) এখানে "মানুষের হাত" বলে খায়বারের ইহুদী সম্প্রদায় এবং তাদের সহযোগী বনূ আসাদ ও গাতফান-এর শত্রুদের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যারা মুসলমানদের ভয়ে পলায়ন করেছিল। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(৭) এখানে "মক্কা বিজয়ের" প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর ও মাআরিফুল কুরআন)

(৮) অর্থাৎ, এসব কিছুই আল্লাহ পাকের আয়ত্তে রয়েছে, তিনি যখন ইচ্ছা দান করবেন। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৮-১৯ নং আয়াতদ্বয়:

১. আল্লাহ তাআলা স্বয়ং এসব সাহাবীর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। কাজেই তাদের সমালোচনা বা নিন্দা করা আমাদের জন্য কিছুতেই জায়েয নয়।

২. বাইয়াতের বিধি-বদ্ধতা প্রমাণিত হয়।

www.maktabatulabrar.com

● ২০ নং আয়াত:

আয়াত থেকে জানা যায়, আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে বিজয় এবং গণীমত লাভের ওয়াদা দিয়েছেন। মুমিনগণ যদি আল্লাহ পাকের উপর পূর্ণ ভরসা রেখে জিহাদে ঝাপিয়ে পড়ে তবে বিজয় তাদের সুনিশ্চিত।

● ২১ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, বিজয় প্রদান আল্লাহ পাকের সম্পূর্ণ আয়ত্বে। আল্লাহ ইচ্ছা করলেই মুমিনদেরকে বিজয় দান করতে পারেন, শত্রুপক্ষ যেমনই হোক না কেন।

(২২) আর এই কাফেররা যদি তোমাদের সাথে লড়াই[১] করত, তবে অবশ্যই তারা পিঠ দেখিয়ে পলায়ন করত। অতঃপর তারা না কোন অভিভাবক পেত আর না কোন সাহায্যকারী।	وَلَوْ قٰتَلَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوَلَّوُا الْاَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿٢٢﴾
(২৩) আল্লাহর এই নিয়ম যা পূর্বেও চালু ছিল[২]। আর তুমি আল্লাহর নিয়মে কখনোই কোন পরিবর্তন পাবে না।	سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِىْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ﴿٢٣﴾
(২৪) আর তিনিই মক্কা উপত্যকায় তাদের হাত তোমাদের থেকে এবং তোমাদের হাত তাদের থেকে বিরত রেখেছেন তাদের উপর তোমাদেরকে বিজয় দান করার পর। আর তোমরা যা কর তা তিনি পুরোপুরি দেখেন।	وَهُوَ الَّذِىْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْۢ بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا ﴿٢٤﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, হোদায়বিয়ার সফরে কাফেররা সন্ধি না করে যদি মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হত তবে অবশ্যই তারা পরাজিত হত। (জালালাইন)

(২) অর্থাৎ, মুমিনদেরকে বিজয়ী করা এবং কাফেরদের পরাজিত করার এই নিয়ম আল্লাহ তায়ালা যুগ যুগ ধরেই চালু রেখেছেন। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) অর্থাৎ, হোদায়বিয়ার সন্ধির মাধ্যমে উভয়কে উভয়ের হত্যা থেকে আল্লাহ তাআলা বিরত রেখেছেন বিশেষ কারণে যা পরের আয়াতে আলোচিত হবে। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২২ নং আয়াত:

আয়াত থেকে ইঙ্গিত পওয়া যায়, মুসলমানগণ দ্বীনের উপর থাকলে তাদের বিজয় এবং কাফেরদের পরাজয় একটি নিশ্চিত ব্যাপার।

● ২৩ নং আয়াত:

আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, যুগযুগ ধরে আল্লাহ পাকের এটাই নিয়ম যে, তিনি

মুমিনদেরকে বিজয়ী করেন এবং কাফেরদেরকে পরাজিত করেন। তবে কখনো পরীক্ষা স্বরূপ কিংবা ত্রুটির কারণে মুমিনদেরকে বাহ্যিক পরাজিতও করে থাকেন।

● ২৪ নং আয়াত:

আয়াত থেকে জানা যায়, হোদায়বিয়া এলাকাটি মক্কার-ই অংশ। এজন্যই তাকে بَطْنِ مَكَّةَ (মক্কা উপত্যকা) বলে পরিচয় প্রদান করা হয়েছে।

هُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْىَ مَعْكُوْفًا اَنْ يَّبْلُغَ مَحِلَّهٗ ؕ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُوْنَ وَنِسَآءٌ مُّؤْمِنٰتٌ لَّمْ تَعْلَمُوْهُمْ اَنْ تَطَئُوْهُمْ فَتُصِيْبَكُمْ مِّنْهُمْ مَّعَرَّةٌۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ لِيُدْخِلَ اللّٰهُ فِىْ رَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۚ لَوْ تَزَيَّلُوْا لَعَذَّبْنَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿٢٥﴾

(২৫) আর তারাই তো কুফ্রী করেছে এবং তোমাদেরকে বাধা দিয়েছে মসজিদে হারাম থেকে এবং অবস্থানরত কুরবানীর পশুকে তার জবাই-এর স্থানে পৌঁছতে[১]। (বস্তুত তোমাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হত[২]) যদি মুমিন পুরুষগণ এবং মুমিন নারীগণ না থাকত যাদের ব্যাপারে তোমরা জান না[৩] অর্থাৎ তাদের নিহত হওয়ার[৪] (ভয়) না থাকত। অতঃপর তাদের কারণে অজান্তেই তোমাদেরও কষ্ট অনুভব হত[৫]। কিন্তু তোমাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়নি[৬] যাতে তিনি যাকে ইচ্ছা আপন অনুগ্রহের মধ্যে দাখিল করতে পারেন। যদি তারা সরে যেত[৭] তবে তাদের মধ্যে যারা কাফের তাদেরকে অবশ্যই আমি কঠোর যন্ত্রণাময় শাস্তি দিতাম।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, হজ্জের সময় কুরবানীর পশুকে মীনার ভেতরে যেখানে নিয়ে জবাই করার বিধান রয়েছে সেখানে যেতে দেয়া হয়নি।

(২) "যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হত" বাক্যটি এখানে উহ্য আছে। (জালালাইন)

(৩) মক্কায় বহুসংখ্যক মুসলমান নর-নারী অবস্থান করছিল, যারা গোপনে ইসলাম গ্রহণের ফলে তাদের পরিচয় মুসলমানদের জানা ছিল না। কাজেই যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলে মুসলমানদের হাতে তাদেরও নিহত হওয়ার আশঙ্কা ছিল।

(৪) وطئ শব্দটির আভিধানিক অর্থ পা দিয়ে পিষে ফেলা। এখানে হত্যা করা বুঝানোই উদ্দেশ্য। (জালালাইন ও বয়ানুল কুরআন)

(৫) مَعَرَّةٌ শব্দের অর্থ কষ্ট, ক্ষতি ইত্যাদি। (মাআরিফুল কুরআন)

(৬) "তোমাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়নি" বাক্যটি এখানে উহ্য আছে। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(৭) অর্থাৎ, মুসলমানগণ যদি কাফেরদের থেকে আলাদা এবং পৃথক হত, তবে অবশ্যই যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হত।

www.maktabatulabrar.com

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৫ নং আয়াত:

১. হজ্জে গমনের পথে বাধাপ্রাপ্ত হলে যে স্থানে বাধা দেয়া হবে সে স্থানেই কুরবানী এবং হজ্জ সমাধা করা হবে, হারাম-এর মধ্যে পাঠানো ওয়াজিব নয়। (মাআরিফুল কুরআন ও আইছারুত্তাফাসীর)

২. মুসলমানদের জান-মালের হেফাজতের গুরত্ব প্রমাণিত হয়। যার ফলে তিনি যুদ্ধের-ই অনুমতি দেননি। (আইছারুত্তাফাসীর)

اِذْ جَعَلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰى وَكَانُوْٓا اَحَقَّ بِهَا وَاَهْلَهَا ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمًا ﴿٢٦﴾ لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّ ۚ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ ۙ مُحَلِّقِيْنَ رُءُوْسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ ۙ لَا تَخَافُوْنَ ؕ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوْا فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذٰلِكَ فَتْحًا قَرِيْبًا ﴿٢٧﴾

(২৬) কেননা, কাফেররা তাদের অন্তর-মনে গোত্রীয় অহংকার পোষণ করেছিল মূর্খতা যুগের গোত্রীয় অহংকার[১]। অতঃপর আল্লাহ তাঁর প্রশান্তি[২] নাযেল করলেন তাঁর রসূলের উপর এবং সব মুমিনদের উপর আর তাদেরকে তাকওয়ার বাক্যের[৩] উপর অটল রাখলেন। বস্তুত তারাই এর অধিক যোগ্য ও উপযুক্ত ছিল[৪]। আর আল্লাহ হলেন সব বিষয়ে মহাজ্ঞানী।

(২৭) নিশ্চয়, আল্লাহ তাঁর রসূলকে বাস্তবসম্মত, সত্য স্বপ্নই দেখিয়েছেন[৫]। ইনশাআল্লাহ[৬] তোমরা অবশ্যই মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে নিজেদের মাথা কামানো অবস্থায় এবং চুল ছাটা অবস্থায়[৭]। তোমরা ভীত থাকবে না। আর তিনি জানেন যা তোমরা জান না। এরপর এটা ছাড়াও তিনি দিয়েছেন একটি নিকটতর বিজয়[৮]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) কাফেররা হোদায়বিয়ার চুক্তিপত্র লোখার সময় তাতে বিসমিল্লাহ এবং "রসূলুল্লাহ" লেখার ব্যাপারে অহংকারবশত আপত্তি তুলেছিল। এটা ছিল তাদের মূর্খতা যুগের অহংকার। حمية শব্দের অর্থ (গোত্রীয়) অহংকার, জিদ, গোয়ার্তুমী ইত্যাদি। (মাআরিফুল কুরআন ও বয়ানুল কুরআন)

(২) এখানে প্রশান্তি বলতে মুসলমানদের তা মেনে নিয়ে চুক্তি স্বাক্ষর করাকেই বোঝানো হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) এখানে كَلِمَةَ التَّقْوٰى বলতে লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ" বাক্যকে বোঝানো হয়েছে। এটাকে "তাকওয়ার বাক্য" বলার কারণ হল, এ বাক্যের ভিত্তিতেই মানুষের অন্তরে তাকওয়া

সৃষ্টি হয়। (জালালাইন ও মাআরিফুল কুরআন)

(৪) অর্থাৎ সাহাবাগণ-ই এই কালেমার বেশি উপযুক্ত ছিলেন।

(৫) হযরত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, তিনি মুসলমানদেরকে নিয়ে উমরা আদায় করছেন। এ স্বপ্ন দেখেই তিনি উমরায় রওয়ানা হয়েছিলেন। হোদায়বিয়ার সন্ধির দরুন যদিও তা সে সময় বাস্তবায়িত হয়নি কিন্তু স্বপ্ন যে সত্যি এবং অচিরেই তা বাস্তবে রূপলাভ করবে আয়াতে সে কথাই বলা হয়েছে।

(৬) "ইনশাআল্লাহ" শব্দটি এখানে تاكيد এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে تعليق এর জন্য নয়। (বয়ানুল কুরআন)

(৭) উমরা পালনের জন্য সম্পূর্ণ মাথা মুণ্ডানো কিংবা চুল ছোট করা উভয় প্রকার-ই জায়েয। (বয়ানুল কুরআন)

(৮) "নিকটতর বিজয়" বলে কারো মতে খায়বার-বিজয়কে বোঝানো হয়েছে আবার কারো মতে হোদায়বিয়ার সন্ধিকেই বোঝানো হয়েছে। কারণ, এটিও ছিল নিঃসন্দেহে এক বিরাট বিজয়। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৬ নং আয়াত:

১. আয়াত থেকে কালিমায়ে তাকওয়া সম্বন্ধে জানা যায়। আর তাহল, লাইলাহা ইল্লাল্লাহ। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. আয়াতের দ্বারা সহাবায়ে কেরামের মর্যাদা এবং ফযীলত সম্পর্কে আঁচ করা যায়। কারণ, স্বয়ং আল্লাহ তাআলা তাদের ফযীলত বর্ণনা করে বলেছেন যে, "তারাই কালিমায়ে তাকওয়ার যোগ্য এবং উপযুক্ত।

● ২৭ নং আয়াত:

১. আয়াত থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, নবীদের স্বপ্ন সত্য হয়ে থাকে। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. সত্য স্বপ্নের বাস্তবায়ন কখনো বিলম্বেও ঘটে থাকে। যেমন উমরা করতে পারার ব্যাপারে ঘটেছিল। (আইছারুত্তাফাসীর)

৩. উমরা থেকে ফারেগ হওয়ার জন্য সম্পূর্ণ মাথা মুণ্ডন করা কিংবা চুল ছোট করা উভয় প্রকারই জায়েয। তবে মুণ্ডনের কথা আগে বলায় মুণ্ডানোর ফযীলতের দিকে ইংগিত থাকতে পারে।

৪. ভবিষ্যতে যে কোন কাজের কথা বলতে ইনশাআল্লাহ্ বলা উচিত। (আইছারুত্তাফাসীর)

هُوَ الَّذِیْۤ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِیْنِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّیْنِ كُلِّهٖ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِیْدًا ﴿۲۸﴾

(২৮) তিনিই তাঁর রসূলকে হেদায়াত ও সত্যদ্বীনসহ পাঠিয়েছেন, উদ্দেশ্য, তিনি একে সমস্ত দ্বীনের উপর বিজয়ী করবেন। আর স্বাক্ষী হিসেবে আল্লাহ-ই যথেষ্ট[১]।

www.maktabatulabrar.com

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ؕ وَالَّذِیْنَ مَعَهٗۤ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَیْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا یَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا ۫ سِیْمَاهُمْ فِیْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ؕ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِی التَّوْرٰىةِ ۚۛ وَمَثَلُهُمْ فِی الْاِنْجِیْلِ ۚۛ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْـَٔهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ یُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِیَغِیْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ؕ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِیْمًا ﴿۲۹﴾

(২৯) মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল[২]। আর তার সঙ্গীরা কাফেরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরম দয়াশীল। তুমি তাদেরকে রুকু আদায়কারী, সাজদা আদায়কারীরূপে দেখবে। তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি তালাশ করে। তাদের আলামত হল, তাদের মুখমণ্ডলে রয়েছে সাজদার চিহ্ন[৩]। এই হল তাদের সেই অবস্থা (গুণাবলী) যা তাওরাতে রয়েছে। আর ইঞ্জীলে (বর্ণিত) তাদের উদাহরণ হল, যেমন একটি শস্য তার অঙ্কুর উদগত করে, অতঃপর তাকে শক্ত করে, অতঃপর তা পুষ্ট হয় অতঃপর তা আপন কাণ্ডের উপর মজবুত হয়ে দাঁড়ায় –যা চাষীদেরকে পরম আনন্দিত করে– উদ্দেশ্য তিনি (আল্লাহ) তাদের দ্বারা কাফেরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন[৪]। তাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে এবং নেক অমলাদি করে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা এবং মহা প্রতিদানের ওয়াদা দিয়েছেন।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, কাফেররা স্বীকৃতি না দিলেও হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে আল্লাহর রসূল এর স্বাক্ষী হিসেবে আল্লাহ তাআলাই যথেষ্ঠ। (বয়ানুল কুরআন)

(২) কাফেররা চুক্তিপত্রের মধ্যে "মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ" লিখতে বাধা দিয়েছিল। আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমে সেই বাক্যটিই নাযেল করলেন যাতে তা কেয়ামত পর্যন্ত মানুষের মুখে মুখে উচ্চারিত হতে থাকে। (মাআরিফুল কুরআন)

(৩) অর্থাৎ, অধিক পরিমাণে ইবাদত-বন্দেগী এবং নামায আদায়ের ফলে তাদের মুখমণ্ডলে নূরের ছটা এবং এক ধরনের পবিত্রতা বিরাজ করে। আয়াতে এটাকেই তাদের চিহ্ন সাব্যস্ত করা হয়েছে। এখানে নামাযী ব্যক্তির কপালের কালো দাগ বোঝানো উদ্দেশ্য নয়। (বয়ানুল কুরআন ও মাআরিফুল কুরআন)

(৪) شَطْأَ শব্দের অর্থ চারা বা অঙ্কুর। اٰزَرَ অর্থ শক্তিশালী করেছে। سُوْق অর্থ কাণ্ড। (জালালাইন) এই উদাহরণের বিশ্লেষণ হল, একটি চারা যেমনিভাবে প্রথম পর্যায়ে দুর্বল থাকে এবং পরবর্তীতে শক্তিশালী বৃক্ষে পরিণত হয়, তেমনিভাবে মুসলমানগণ প্রথম পর্যায়ে দুর্বল ছিল, পরবর্তীতে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন, যা দেখে কাফেররা নিজেদের অন্তরে ভীষণ জ্বালা অনুভব করেছে। (বয়ানুল কুরআন ও মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৮ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, একমাত্র সত্য দ্বীন হল ইসলাম। অন্যান্য সমস্ত ধর্ম মিথ্যা কিংবা বিকৃত। আর ইসলাম পৃথিবীতে এসেছে বিজয়ী দ্বীন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্যই। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ২৯ নং আয়াত:

১. আয়াতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রিসালাতকে দৃঢ়তার সাথে বর্ণনা করা হয়েছে।

২. আয়াতের দ্বারা সাহাবায়ে কেরামের বিপুল মর্যাদার বিষয়টি সম্পষ্ট হয়। স্বয়ং আলাহ তাআলা তাদের গুণাবলীর উল্লেখ করে তাদের প্রশংসা করেছেন। যেমন: (ক) তারা পরস্পরের প্রতি অত্যন্ত কোমল কিন্তু আল্লাহর হুকুম পালনার্থে কাফেরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর। (খ) তারা সদা আল্লাহ পাকের ইবাদতে মশগুল থাকেন। (গ) স্বয়ং আল্লাহ তাদেরকে দুর্বল থেকে শক্তিশালী বানিয়েছেন। (ঘ) তাদের জন্য ক্ষমা এবং মহা পুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছেন। কাজেই সাহাবাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখা হারাম। হযরত ইমাম মালেক (রহ.)-এর মতে তারা কাফের। (আইছারুত্তাফাসীর ও মাআরিফুল কুরআন)

(৪৯) সূরা হুজুরাত[১] মাদানী
১৮ আয়াত, ২ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ①

(১) হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সামনে কোন বিষয়ে[২] অগ্রসর হয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْٓا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ②

(২) হে মুমিনগণ, তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বরকে উঁচু কর না এবং তোমাদের একজন অপরজনের সঙ্গে জোরে কথা বলার ন্যায় তাঁর সাথে জোরে কথা বল না[৩]। তাহলে তোমাদের আমলসমূহ নষ্ট হয়ে যাবে এমন অবস্থায় যে, তোমরা টেরও পাবে না।

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) সূরার নামকরণঃ- الْحُجُرٰت এর বহুবচন হল الْحُجْرَة এর অর্থ ঘর, কামরা বা কক্ষ। যেহেতু আল্লাহ তাআলা আলোচ্য সূরায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাসগৃহ বা হুজরার সম্মানের বিষয়টিও আলোচনা করেছেন, সেহেতু সূরার নামকরণ হয়েছে হুজুরাত। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(২) "কোন বিষয়ে" শব্দটি এখানে উহ্য আছে। অর্থাৎ, কোন কথায় বা কাজে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের চেয়ে আগে বেড়ে বলা ও করা যাবে না। (জালালাইন-টীকা)

(৩) বনী তামীম গোত্রের নেতা নির্বাচন নিয়ে হযরত আবূ বকর এবং হযরত ওমর (রা.) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে বসে আলোচনা করছিলেন। সামান্য তর্ক-বিতর্কের এক পর্যায়ে তাদের আওয়াজ উচু হয়ে যাওয়ায় আল্লাহ তায়ালা আলোচ্য আয়াত নাযেল করে সতর্ক করে দেন। (জালালাইন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১ নং আয়াত:

আয়াতের দ্বারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাঁর আগে বেড়ে কিছু করা এবং বলার প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে। তেমনিভাবে নবীগণের ওয়ারিস হিসেবে ওলামা-মাশায়ের প্রতিও একইরূপ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা-মুমিনদের কর্তব্য। তাঁদের আগে আগে হাঁটা, খাওয়ার মজলিসে তাঁদের আগে খাওয়া শুরু করা তাঁদের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শনের শামিল। (মাআরিফুল কুরআন)

● ২ নং আয়াত:

১. আয়াতের দ্বারা জানা যায়, আল্লাহ তাআলা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এতই ভালোবাসতেন যে, তাঁর আওয়াজের উপর আওয়াজ করে কথা বলা পর্যন্ত নিষেধ করেছেন। তেমনিভাবে নবীগণের ওয়ারিস হিসেবে ওলামা মাশায়েখের মজলিসেও তাদের আওয়াজের উপর আওয়াজ তুলে কথা বলা বেয়াদবির শামিল। (মাআরিফুল কুরআন)

২. আয়াত থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, যে মজলিসে কুরআন-হাদীসের আলোচনা করা হয় সেখানে জোরে কথা বলা উচিত নয়। তেমনিভাবে মসজিদের ভেতরেও বিশেষ প্রয়োজন যথা আজান, একামত, খুতবা ইত্যাদি ছাড়া জোরে হৈ-হট্টগোল করা জায়েয নয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

اِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُولٰۗىِٕكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى ۭ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ ③

(৩) নিশ্চয় যারা আল্লাহর রসূলের সামনে নিজেদের কণ্ঠস্বরকে নিচু করে তারা ঐসব লোক –যাদের অন্তর-মনকে আল্লাহ তাকওয়ার জন্য যাচাই-বাছাই করেছেন[১]– তাদের জন্য রয়েছে মহা ক্ষমা ও মহা প্রতিদান।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَاۗءِ الْحُجُرٰتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ④

(৪) যারা হুজরাসমূহের পেছন থেকে তোমাকে ডাকে[২] নিঃসন্দেহে তাদের অধিকাংশই-ই আকল রাখে না।

(৫) তুমি তাদের কাছে বের হয়ে আসা পর্যন্ত যদি তারা ধৈর্য ধারণ করত তবে তাদের জন্য সেটাই হত ইত্তম। আর আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দায়ালু।	وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْا حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝٥

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ তাদের অন্তরকে বিশুদ্ধ করে সেখানে তাকওয়া এবং খোদভীতির প্রকাশ ঘটিয়েছেন। এখন তাদের অন্তরে তাকওয়ার খেলাফ কিছুই নেই। (জালালাইন ও সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(২) একবার বনী তামীম গোত্রের কিছু লোক দুপুর বেলায় এসে হুজরার বার থেকেই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ডাকতে লাগল এবং বলতে লাগল, "হে মুহাম্মাদ, আপনি বাইরে আসুন।" রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুম থেকে জেগে উঠলেন এবং বেরিয়ে এলেন। এ প্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। (জালালাইন ও মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩নং আয়াত:

আয়াত থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যেসব মুমিন বিনয়ী হয়, ধীরে এবং নম্রভাষায় কথা বলে, নবী এবং ওয়ারিসে-নবীগণের সামনে আদব বজায় রেখে চলে, বুঝতে হবে আল্লাহ পাক তার অন্তরকে তাকওয়ার দ্বারা সুসজ্জিত করেছেন। মুত্তাকী হতে হলে এসব গুণ অর্জন করা জরুরী।

● ৪-৫নং আয়াতদ্বয়:

আয়াতদ্বয় থেকে প্রমাণিত হয়, নবী কিংবা ওয়ারিসে নবী তথা কোন বুযর্গ বা আলেম ব্যক্তির বাড়ীর দরোজায় কড়া নাড়া এবং তাকে বাইরে আসতে বলা আদব ও শিষ্টাচারের পরিপন্থী। বরং যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি আপন ইচ্ছায় বেরিয়ে না আসবেন ততক্ষন পর্যন্ত সেখানে অপেক্ষা করাই হল উত্তম। সাহাবী এবং তাবিয়ীগণ থেকে এ ধরনের আদব রক্ষার অনেক নজীর রয়েছে। তবে বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিলে ভিন্ন কথা। (মাআরিফুল কুরআন অবলম্বনে)

(৬) হে মুমিনগণ, কোন ফাসিক যদি তোমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ কোন সংবাদ নিয়ে আসে, তবে তোমরা ভালভাবে যাচাই কর[১] যাতে তোমরা না জেনে কোন সম্প্রদায়ের বিপদ না ঘটাও[২] পাছে তোমাদের কৃতকর্মের ব্যাপারে লজ্জিত না হও[৩]।	يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْۤا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًۢا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ ۝٦

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) হযরত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার বনূ মুসতালিক সম্প্রদায় থেকে যাকাত আদায় করার উদ্দেশ্যে ওলীদ বিন ওকবা (রা.) কে পাঠালেন। ওলীদ বিন ওকবা (রা.)-এর সাথে

www.maktabatulabrar.com

ইসলাম-পূর্ব যুগে উক্ত সম্প্রদায়ের শত্রুতা ছিল। এজন্য তিনি ভাবলেন, বনূ মুসতালিক তার উপর আক্রমণ চালাতে পারে। ফলে তিনি সেখানে না গিয়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে ফিরে এসে বললেন, বনূ মুসতালিক যাকাত দিতে অস্বীকার করেছে এবং আমাকে হত্যা করতে চেয়েছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ঘটনার সত্যতা যাচাই-এর লক্ষ্যে হযরত খালিদ বিন ওলীদকে পাঠালে আসল ঘটনা প্রকাশ পেয়ে যায়। এ প্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াত নাযেল হয়। (জালালাইন, মাআরিফুল কুরআন ও বয়ানুল কুরআন)

(২) এখানে اَنْ تُصِيْبُوْا অর্থাৎ لِئَلَّا تُصِيْبُوْا (বয়ানুল কুরআন)

(৩) অর্থাৎ, না জেনে অন্যায়ভাবে কারো উপর আক্রমণ করবে এবং পরে এই অন্যায় কাজের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হবে।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৬ নং আয়াত:

১. কোন ফাসেক ব্যক্তির খবর কবুল করা এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা জায়েয নয়, যে পর্যন্ত না অন্যান্য উপায়ে তদন্ত করে তার সত্যতা প্রমাণিত হয়। তেমনিভাবে ফাসেক ব্যক্তির স্বাক্ষ্যও গ্রহণীয় নয়। তবে তার খবর বা স্বাক্ষের দ্বারা যদি অন্য কারো ক্ষতিগ্রস্থ হবার সম্ভাবনা না থাকে তবে তা কবুল করা যায়। (মাআরিফুল কুরআন)

২. আয়াতে একজন সাহাবীকে "ফাসেক" বলা হয়েছে। এ সম্পর্কে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা হল সাহাবীগণ নিষ্পাপ নন। তাদের দ্বারা কবীরা গোনাহ-ও হতে পারে যা ফিস্‌ক-এর অন্তর্ভূক্ত। কিন্তু এমন কোন সাহাবী নেই যিনি তওবা করে গোনাহ থেকে পবিত্র না হয়েছেন। আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি সর্বাবস্থায় সন্তুষ্টির কথা ঘোষণা করেছেন। গোনাহ ক্ষমা করা ব্যতীত আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি হয় না। তিনি তাদের ব্যাপারেই সন্তুষ্টির ঘোষণা দেন যাদের ব্যাপারে তিনি জানেন যে, সন্তুষ্টির কারণাদির উপরই তাদের ওফাত হবে। কাজেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে কোন সাহাবীকে গোনাহের কারণে ফাসেক বলা হলেও পরবর্তীকালে এবং সর্বদা তাকে ফাসেক বলা এবং সমালোচনা করা জায়েয নয়। (মাআরিফুল কুরআন)

(৭) আর তোমরা জেনে রেখ, নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে রয়েছে আল্লাহর রসূল। অনেক বিষয়ে সে তোমাদের (মতামত) অনুসরণ করলে অবশ্যই তোমরা বিপদে পড়বে[১]। কিন্তু আল্লাহ তোমাদের কাছে ঈমানকে পছন্দনীয় করেছেন এবং তোমাদের অন্তর-মনে তা সজ্জিত করে দিয়েছেন আর অপছন্দনীয় করেছেন কুফর, ফিস্‌ক ও নাফরমানীকে। তারাই ভাল বিষয়ে দিশা লাভকারী[২]। (৮) আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে[৩]। আর আল্লাহ মহা জ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।	وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ فِيْكُمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ؕ لَوْ يُطِيْعُكُمْ فِىْ كَثِيْرٍ مِّنَ الْاَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْاِيْمَانَ وَزَيَّنَهٗ فِىْ قُلُوْبِكُمْ وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الرّٰشِدُوْنَ ۝٧ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَنِعْمَةً ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝٨

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) اقْتَتَلُوْا শব্দটি বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে অর্থের এর প্রতি লক্ষ্য করে। কারণ, طَآئِفَةٌ অর্থই হল জামাআত বা দল। অন্যথায় اقتتلا দ্বিবচন ব্যবহৃত হওয়াই যুক্তিসঙ্গত ছিল, যেহেতু طَآئِفَتَانِ শব্দটি দ্বিবচন। (বয়ানুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ মীমাংসা করে দেয়ার পরও তা না মেনে অন্যায়ভাবে অপর দলের বিরুদ্ধে আক্রমণ করে। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) অর্থাৎ, মীমাংসা এবং যুদ্ধবিরতির দিকে। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৯ নং আয়াত:

১. মুসলমানদের দু'টি দলের মধ্যে যদি ঝগড়া সৃষ্টি হয়, তবে অন্য সকলের উচিত তাদের মাঝে মীমাংসা করে দেয়া। এরপর যদি কোন দল মীমাংসা না মানে তবে তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো প্রত্যেক মুসলমানের জায়েয। তেমনিভাবে মুসলমানদের কোন দল যদি ইমাম বা সরকারের বিরোধিতায় লিপ্ত হয় তবে এক্ষেত্রে সরকারের উচিত তাদেরকে ডেকে তাদের অভিযোগ শোনা এবং সুরাহা করা। সরকার যদি প্রকৃতপক্ষেই অপরাধী হয় এবং বিরোধীগণ শরীয়তসম্মত দলীল-প্রমাণ পেশ করতে সক্ষম হয় তবে সাধারণ মুসলমানদের কর্তব্য হবে এই দলের সাহায্য ও সমর্থন করা যাতে সরকার জুলুম থেকে বিরত হয়। আর যদি তারা ইমাম বা সরকারের বিরুদ্ধে যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ পেশ করতে না পারে এবং সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চায়, তবে এদের মোকাবেলায় যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া সাধারণ মুসলমানদের জন্যে জায়েয। পক্ষান্তরে যদি উভয়পক্ষ কোন শরীয়তসম্মত প্রমাণ রাখে এবং কে বিদ্রোহী কে ন্যায়পন্থী তা নির্দিষ্ট করা কঠিন হয়, তবে প্রত্যেকেই নিজের প্রবল ধারণা অনুযায়ী যে পক্ষকে ন্যায়পন্থী মনে করবে তাকে সাহায্য এবং সমর্থন করবে। যার এরূপ কোন প্রবল ধারনা নেই সে নিরপেক্ষ থাকবে যেমন জামাল এবং ছিফফীন যুদ্ধে এ ধরনের পরিস্থিতি হয়েছিল। (মাআরিফুল কুরআন)

২. বিদ্রোহী ব্যক্তি ইসলাম থেকে খারিজ নয়। বরং সে-ও মুমিন। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

● ১০ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় পৃথিবীর সমস্ত মুমিন পরস্পর ভাই-ভাই। ঈমানী সম্পর্কের ফলে এই ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি হয়। এই ঈমানী ভ্রাতৃত্বকে বজায় রাখা প্রতিটি মুমিনের কর্তব্য।

(১১) হে মুমিনগণ, পুরুষগণ[১] যেন অপর পুরুষের প্রতি বিদ্রূপ না করে[২]। (কেননা) হতে পারে তারা এদের চেয়ে উত্তম হবে। আর নারীগণও যেন অন্য নারীদের প্রতি (বিদ্রূপ না করে) হতে পারে সেই নারীরা এদের চেয়ে উত্তম হবে। আর তোমরা দিজেদের দোষ বের কর না[৩] এবং মন্দ উপাধীসমূহের[৪] দ্বারা একে অপরকে ডেক না। ঈমান আনার পর (উল্লেখিত) পাপগুলো (বিদ্রূপ, দোষ বের করা ইত্যাদি) খুবই খারাপ[৫]। বস্তুত যারা তওবা না করে তারাই জালেম[৬]।	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ۭ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ⑪

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) لِتَعْنَتُمْ শব্দটির মূল হল عنت অর্থঃ গোনাহ, ধ্বংস এবং বিপদে পতিত হওয়া ইত্যাদি। বনূ মুসতালিক সম্প্রদায়ের যাকাত অস্বীকার করার ঘটনা প্রচার হওয়ার পর সাহাবাগণ উত্তেজিত হয়ে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন। কিন্তু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তদন্তের প্রয়োজন অনুভব করে হযরত খালিদ বিন ওলীদকে পাঠালে এই ঘটনা মিথ্যা বলে জানা যায়। কাজেই এক্ষেত্রে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি তাদের মতামত অনুসরণ করতেন তাহলে মুসলমানদের-ই ক্ষতি হত। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) তারা অর্থাৎ, যারা কুফ্‌রী, ফাসেকী এবং নাফরমানিকে অপছন্দ করে অর্থাৎ, সাহাবাগণ।

(৩) অর্থাৎ এই গুণ তাদের মাঝে বিকশিত হয়েছে এবং তারা সরল পথ অবলম্বন করেছে এটা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার-ই দয়া এবং অনুগ্রহ।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৭-৮ নং আয়াতদ্বয়:

১. দ্বীনি বিষয়ে তো অবশ্যই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আনুগত্য করতে হবে। এমনকি নিছক দুনিয়াবী বিষয়েও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মত অনুসরণ করাই হল অধিক নির্ভরযোগ্য। যদিও দুনিয়াবী বিষয়ে সাধারণ মুসলমানদেরও মতামত পেশ করা দুরস্ত আছে। তবে সেই মত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মানতেই হবে এরূপ মনোভাব রাখা জায়েয নয়। (মাআরিফুল কুরআন)

২. আল্লাহ তাআলার সবচে বড় দয়া এবং অনুগ্রহ হল, ঈমানকে মানুষের প্রিয় এবং পছন্দনীয় করে দেয়া আর কুফর, ফিস্‌ক এবং নাফরমানীকে ঘৃণার বস্তুতে পরিণত করা। (আইছারুত্তাফাসীর)

(৯) আর যদি মুমিনদের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়[১] তবে উভয়ের মধ্যে মিমাংসা করে দিয়ো। এরপর যদি তাদের একদল অপর দলের বিরুদ্ধে সীমালংঘন করে[২] তাহলে যে দল সীমালংঘন করবে তার বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ কর যতক্ষণ না সে দল আল্লাহর হুকুমের দিকে ফিরে আসে[৩]। অতঃপর যদি সেই দল ফিরে আসে, তাহলে উভয়ের মধ্যে তোমরা ইনসাফের সাথে মীমাংসা করে দিয়ো এবং তোমরা স্পষ্ট ন্যায় বিচার কর। নিশ্চয়, আল্লাহ স্পষ্ট ন্যায়বিচারকারীদের ভালবাসেন।	وَاِنْ طَاۗىِٕفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا ۚ فَاِنْۢ بَغَتْ اِحْدٰىهُمَا عَلَي الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْۗءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ فَاۗءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْا ۭ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ⑨
(১০) নিঃসন্দেহে মুমিনগণ (পরস্পর দ্বীনী) ভাই। সুতরাং তোমরা তোমাদের ভাইদের মাঝে মীমাংসা করে দিয়ো। এবং আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা দয়াপ্রাপ্ত হও।	اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ⑩

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) قوم শব্দের অর্থ দল বা সম্প্রদায়। এর মধ্যে নারী-পুরুষ উভয়েই শামেল। কিন্তু এখানে قوم বলে পুরুষ জাতি বোঝানোই উদ্দেশ্য। (বয়ানুল কুরআন)

(২) কোন ব্যক্তিকে অপমান করার জন্য তার কোন দোষ এমনভাবে উলেখ করা যাতে শ্রোতারা হাসতে থাকে তাকেই تسخر বলা হয়। আয়াতে এটারই নিন্দা করা হয়েছে। مزاح বা হাসি-কৌতুক যা অপরকে অনন্দ দেয়, কাউকে কষ্ট দেয় না তা জায়েয। (বয়ানুল কুরআন ও মাআরিফুল কুরআন)

(৩) لمز শব্দের অর্থ দোষ বের করা বা প্রকাশ করা। অর্থাৎ একে অপরের দোষ বের করো না।

(৪) لَا تَنَابَزُوْا শব্দটি نبز মূলধাতু থেকে এসেছে। نبز এর আভিধানিক অর্থ উপাধী। পরিভাষায় মন্দ উপাধী নিয়ে ডাকাকে বলা হয়। (টীকা-জালালাইন)

(৫) অর্থাৎ, কেউ ঈমান আনার পরও তাকে "ফাসেক" ইত্যাদি নামে ডাকা অত্যন্ত মন্দ এবং গোনাহের কাজ। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(৬) অর্থাৎ উল্লেখিত অন্যায় কাজ করা সত্ত্বেও যে তওবা না করে সে বান্দার হক নষ্ট করার দায়ে জালেমের অন্তর্ভুক্ত হবে। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১১ নং আয়াত:

১. একে অপরকে বিদ্রূপ করা জায়েয নয়।

২. কোন ব্যক্তির বহ্যিক অবস্থা দেখে তাকে নিশ্চিতভাবে ভালো কিংবা মন্দ বলে দেয়া জায়েয নয়। কারণ, তার মনের প্রকৃত অবস্থা আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। কাজেই কাউকে খারাপ কাজে লিপ্ত দেখলে তার কাজকে তো খারাপ বলা যাবে কিন্তু তাকে হেয় মনে করা যাবে না। (মাআরিফুল কুরআন)

৩. অপরের দোষ তালাশ করে বেড়ানো এবং তা প্রকাশ করা জায়েয নেই। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে "নিজেদের দোষ বের করো না।" এর পেছনে হেকমত হল, আমি অপরের দোষ বের করলে সেও আমার দোষ বের করবে। এর দ্বারা প্রকারান্তরে আমি নিজেই যেন আমার দোষ বের করলাম। (মাআরিফুল কুরআন)

৪. কাউকে মন্দ নামে ডাকা এবং কোন অপরাধী তওবা করার পরও তাকে সেই অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত করে ডাকা যেমন চোর, শরাবী ইত্যাদি নামে ডাকা জায়েয নেই। তবে কারো পরিচয় উল্লেখ করতে গিয়ে যদি তার মন্দ নাম উল্লেখ করা ছাড়া পরিচিত করানো সম্ভবপর না হয় তার শুধুমাত্র পরিচিত করানোর স্বার্থে মন্দ নাম উল্লেখ করা জায়েয আছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, মুমিনের হক অপর মুমিনের উপর এই যে, তাকে অধিক পছন্দনীয় নাম ও পদবী সহকারে ডাকবে। (মাআরিফুল কুরআন)

www.maktabatulabrar.com

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ز اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ط اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ط وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ⑫

(১২) হে মুমিনগণ, তোমরা বেশি অনুমান করা থেকে বেঁচে থাক। কোন কোন অনুমান তো গোনাহ। আর তোমরা (অপরের) গোপন বিষয়ের সন্ধান কর না[১] এবং তোমাদের একজন যেন অপরজনের গীবত[২] না করে। তোমাদের কেউ কি আপন মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? তো তোমরা তা অপছন্দ করবে। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ অতি তওবা কবুলকারী[৩], পরম দয়ালু।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) تَجَسَّسُوْا শব্দটি جس থেকে এসেছে। এর আভিধানিক অর্থ হাত দ্বারা স্পর্শ করা। অতঃপর শব্দটিকে তালাশ করা বা দোষ খুঁজে বের করার অর্থেও ব্যবহার করা হয়। (জালালাইন-টীকা ও মাআরিফুল কুরআন)

(২) গীবত হল, কোন ব্যক্তির অগোচরে তার সম্পর্কে এমন কোন কথা বলা যা তার উপস্থিতিতে বললে সে দুঃখ পাবে। যদিও সেসব কথা সত্য হয়। গীবতকে মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সমতুল্য বলার কারণ হল, মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার দ্বারা যেমনি তার কোন কষ্ট হয় না তেমনি যার গীবত করা হয় সেও তা জানার পূর্ব পর্যন্ত কষ্ট পায় না। কিন্তু মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া যেমনি হারাম তেমনি গীবত করাও হারাম। (মাআরিফুল কুরআন)

(৩) অর্থাৎ, গীবত, পরের দোষ তালাশ ইত্যাদি থেকে তোমরা যদি তওবা কর হবে অবশ্যই তিনি তওবা কবুল করবেন।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১২ নং আয়াত:

১. কোন অনুমান বা ধারণাকে গোনাহ সাব্যস্ত করা হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয়, সব ধারনাই পাপ নয়। ধারণা মোটামুটি চার প্রকার। যথা: (১) হারাম (২) ওয়াজিব (৩) মুস্তাহাব (৪) জায়েয। আল্লাহ সম্পর্কে খারাপ ধারণা রাখা যে, তিনি আমাকে অবশ্যই শাস্তি দিবেন অথবা বাহ্যিকভাবে সৎ একজন মুসলমানের প্রতি কোন প্রমাণ ছাড়াই কুধারণা পোষণ করা হারাম। ওয়াজিব ধারণার উদাহরণ হল বিচারকের জন্য স্বাক্ষীদের স্বাক্ষ্য অনুযায়ী রায় দেয়া ওয়াযিব। যদিও সেখানে মিথ্যা স্বাক্ষ্যের সম্ভাবনাও রয়েছে। তেমনিভাবে যেখানে কেবলার দিক জানা নেই সেখানে নিজের প্রবল ধারণা অনুযায়ী আমল করা ওয়াযিব। জায়েয ধারণার উদাহরণ হল, যেমন নামাযী ব্যক্তির সন্দেহ হল, সে তিন রাকাত পড়েছে না চার রাকাত পড়েছে, তখন প্রবল ধারণা অনুযায়ী আমল করা জায়েয। আবার নিশ্চিত ধারণা অনুযায়ী তিন রাকাত সাব্যস্ত করে চতুর্থ রাকআত পড়াও জায়েয। আর প্রত্যেক মুসলমানের প্রতি সু-ধারণা পোষন করা মুস্তাহাব। (মাআরিফুল কুরআন)

২. কারো দোষ তালাশ করে বের করা জায়েয নয়। তবে প্রকাশ্য দোষ সম্পর্কে সতর্ক করা জায়েয। তেমনিভাবে নিজের অথবা মুসলমানদের হেফাজতের উদ্দেশ্যে ক্ষতিকারীর গোপন ষড়যন্ত্র অনুসন্ধান করা জায়েয। (মাআরিফুল কুরআন)

৩. গীবত করা মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার মত সম্পূর্ণ হারাম। তেমনিভাবে গীবত শোনাও হারাম। গীবতকারীকে গীবত থেকে বিরত রাখা ওয়াজিব। তবে শরীয়তসম্মত কোন কারণে কারো দোষ বর্ণনা জরুরী হলে তা বর্ণনা করা জায়েয। যেমন: কোন অত্যাচারীর কথা এমন ব্যক্তির কাছে বলা যে তার অত্যাচার দূর করতে সক্ষম এবং সন্তান ও স্ত্রীর বিরুদ্ধে তার পিতা বা স্বামীর কাছে নালিশ করা ইত্যাদি। (মাআরিফুল কুরআন)

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ؕ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

(১৩) হে মানবগণ, অবশ্যই আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ এবং একজন নারী[১] থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন বড় গোত্র ও শাখা গোত্রে[২] (বিভক্ত) করেছি, যাতে তোমরা একে অপরের পরিচিতি লাভ করতে পার। নিঃসন্দেহে তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি আল্লাহর কাছে সবচে বেশি সম্মানিত যে ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মুত্তাকী[৩]। নিশ্চয়, আল্লাহ সব ইল্‌ম রাখেন, সব খবর রাখেন।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, হযরত আদম এবং হাওয়া (আ.) থেকে। (জালালাইন)

(২) شُعُوب বহুবচন شُعب এর। অর্থ বংশের মূল অংশ। আর قَبَائِل বলা হয় বংশের শাখা প্রশাখাকে। (জালালাইন ও বয়ানুল কুরআন)

(৩) হযরত বেলাল (রা.) যিনি কৃষ্ণাঙ্গ এবং গোলাম ছিলেন তাকে হযরত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুয়াজ্জিন নিযুক্ত করলে অমুসলমান কুরাইশরা সমালোচনা করতে থাকে। এ প্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াত নাযেল হয়।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৩ নং আয়াত:

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয় হল, আল্লাহ পাকের কাছে সম্মান ও ইজ্জতের মাপকাঠি হল তাকওয়া বা পরহেজগারী। ধন-সম্পদ, সৌন্দর্য্য কিংবা বংশ-গৌরব মর্যাদার মাপকাঠি নয়। এছাড়া জানা যায় যে, মানুষকে বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত করার পেছনে আল্লাহ পাকের হেকমত হল পরস্পরকে চেনা, সনাক্ত করা। (মাআরিফুল কুরআন)

www.maktabatulabrar.com

قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا ؕ قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْٓا اَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِىْ قُلُوْبِكُمْ ؕ وَاِنْ تُطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَا يَلِتْكُمْ مِّنْ اَعْمَالِكُمْ شَيْـًٔا ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٤﴾

(১৪) এই আরব মরুচারিরা[১] বলে, আমরা ঈমান এনেছি। তুমি বলে দাও, তোমরা মুমিন হওনি বরং তোমরা বল, আমরা ইসলাম কবুল করেছি[২] এবং তোমাদের অন্তর-মনে ঈমান প্রবেশ করেনি। আর তোমরা যদি আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে মান্য কর, তাহলে তোমাদের আমলসমূহ থেকে তিনি কিছুমাত্র হ্রাস করবেন না। নিশ্চয় আল্লাহ মহা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ﴿١٥﴾

(১৫) মুমিন তো তারা যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনে অতঃপর সন্দেহ করে না এবং নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবন নিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে। তারাই হল সত্যনিষ্ঠ।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) বনী আসাদের কিছু লোক দুর্ভিক্ষের সময় মদীনায় এসে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এসে নিজেদেরকে মুমিন বলে দাবী করে। প্রকৃতপক্ষে তারা মুমিন ছিল না। বরং দান-খয়রাত লাভের আশায় বাহ্যিকভাবে ইসলামের বেশ ধারণ করেছিল। তারা ইসলাম কবুল করার কথা বলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ধন্য করেছে বলে বোঝাতে চাইল। এদের সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) পরিভাষিক অর্থে "ঈমান" এবং "ইসলাম" –এর একটি ছাড়া অপরটির অস্তিত্ব সম্ভব নয়। তবে শাব্দিক অর্থে "ঈমান" ও "ইসলাম" দু'টো অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ঈমান হল অন্তরের বিশ্বাস আর ইসলাম হল বাহ্যিক আমল। উক্ত পল্লীবাসীরা বাহ্যিক বেশ-ভূষায় তো মুসলমান ছিল কিন্তু তাদের অন্তরে ঈমান ছিল না।

(৩) لَاتَ-يَلِيْتُ অর্থ কমানো। অর্থাৎ ঈমান আনার পর এতদিনের নাফরমানীর দরুন আমলসমূহের সওয়াব কম দিবেন না। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৪ নং আয়াত:

আয়াত থেকে "ঈমান" ও "ইসলাম"–এর মধ্যে পার্থক্য আছে বলে প্রমাণিত হয়। অর্থাৎ, "ঈমান" হল আল্লাহ ও রসূলের প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস আর "ইসলাম" হল বাহ্যিক আমল। তবে এই পার্থক্য আভিধানিক অর্থের দিক থেকে। প্রকৃত অর্থে সহীহ ঈমান ও ইসলাম একটি অপরটি থেকে পৃথক হওয়া সম্ভব নয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ১৫ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রকৃত মুমিনের পরিচয় লাভ করা যায়।

(১৬) তুমি বলে দাও, তোমরা কি তোমাদের দ্বীন (গ্রহণ করা) সম্পর্কে আল্লাহকে জানান দিতে চাও? অথচ আসমানসমূহে যা কিছু আছে এবং যা কিছু আছে যমিনে সব-ই আল্লাহ জানেন। আর আল্লাহ সব বিষয়ে মহা জ্ঞানী।	قُلْ اَتُعَلِّمُوْنَ اللّٰهَ بِدِيْنِكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ﴿١٦﴾
(১৭) তারা তাদের ইসলাম কবুল করাকে তোমার প্রতি অনুগ্রহ হিসেবে পেশ করে। তুমি বলে দাও, তোমরা নিজেদের ইসলাম গ্রহণ করাকে আমার প্রতি অনুগ্রহ হিসেবে পেশ কর না। বরং আল্লাহ তোমাদেরকে ঈমানের দিকে পরিচালিত করে তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করছেন; যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক২।	يَمُنُّوْنَ عَلَيْكَ اَنْ اَسْلَمُوْا ؕ قُلْ لَّا تَمُنُّوْا عَلَىَّ اِسْلَامَكُمْ ۚ بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ اَنْ هَدٰىكُمْ لِلْاِيْمَانِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١٧﴾
(১৮) অবশ্যই আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে জানেন। আর তোমরা যা করছ সেগুলোও আল্লাহ পুরোপুরি দেখেন।	اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ ۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٨﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, তারা ঈমান না এনেও ঈমান আনার দাবী করত। অথচ আল্লাহ তাআলা ভালো করেই জানেন যে, তারা ঈমান আনেনি।

(২) অর্থাৎ, যদি ধরে নেয়া হয় যে, তোমরা সত্যিই ঈমান এনেছ তবে এটা তো তোমাদের প্রতি আল্লাহ পাকের এক বিরাট অনুগ্রহ যে, তিনি তোমাদেরকে হেদায়াত দিয়েছেন। এর দ্বারা তোমরা আল্লাহ ও রসূলের প্রতি কোন অনুগ্রহ করনি। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৬ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, আল্লাহ তাআলা মহাজ্ঞানী। তার কাছে কোন কিছুই গোপন নয়।

● ১৭ নং আয়াত:

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয় হল, ঈমান এবং নেক আমলের তাওফীকপ্রাপ্ত হলে গর্ব করা এবং বড়াই করা উচিত নয়। বরং আল্লাহ্ পাকের দরবারে শোকর আদায় করা কর্তব্য। কারণ, এটা আল্লাহ্ পাকের সবচেয়ে বড় দান ও অনুগ্রহ।

● ১৮ নং আয়াত:

আয়াত থেকে জানা যায়, মুনাফেকরা মানুষকে যতই ধোঁকা দিক না কেন আল্লাহ্ পাকের কাছে তাদের সকল ভণ্ডামী-ই ধরা পড়ে যায়। কারণ তিনি তো সব জানেন, সব দেখেন।

www.maktabatulabrar.com

(৫০) সূরা ক্বাফ[১] মক্কী

৪৫ আয়াত, ৩ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

(১) ক্বাফ। মহিমান্বিত কুরআনের শপথ, অবশ্যই তুমি সতর্ককারী[২]।	قٓ ۟ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ ۚ ﴿١﴾
(২) কিন্তু তারা তাদের-ই মধ্য থেকে একজন সতর্ককারী তাদের কাছে আগমন করায় বিস্ময়বোধ করেছে। সেমতে কাফেররা বলেছে যে, এটা এক আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার[৩]।	بَلْ عَجِبُوْٓا اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا شَىْءٌ عَجِيْبٌ ﴿٢﴾
(৩) আমরা যখন মরে যাব এবং মাটিতে পরিণত হব (তারপরও কি আমরা পুনরায় জীবিত হব)[৪]? এই পুনরায় জীবিত হওয়া অনেক দূরের ব্যাপার।	ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ۚ ذٰلِكَ رَجْعٌۢ بَعِيْدٌ ﴿٣﴾
(৪) যমীন তাদের কতটুকু হ্রাস ঘটায় তা অবশ্যই আমি জানি। এবং আমার কাছে সংরক্ষিত কিতাব রয়েছে।	قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ ۚ وَعِنْدَنَا كِتٰبٌ حَفِيْظٌ ﴿٤﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) সূরার নামকরণ: এই সূরার প্রথম অক্ষর ক্বাফ থাকার দরুন সূরার নামকরণ হয়েছে কাফ।

(২) "অবশ্যই তুমি সতর্ককারী" বাক্যটি এখানে উহ্য আছে। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) অর্থাৎ, একজন মানুষের নবী হওয়া আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার। আরো আশ্চর্য্য তাঁর দাবী যে, মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করা হবে। (বয়ানুল কুরআন)

(৪) "তারপরও কি পুনরায় জীবিত হব" বাক্যটি এখানে উহ্য আছে। (বয়ানুল কুরআন ও জালালাইন)

(৫) কাফেরদের বক্তব্য ছিল, মানুষ যখন মাটিতে মিশে যাবে তখন পুনরায় মানুষকে সৃষ্টি করা কীকরে সম্ভব? আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করছেন যে, মাটি মানুষের দেহের কতটুকু ক্ষতি করে এবং সেই ক্ষতির পর কীভাবে মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করতে হবে তা আমি জানি। কাজেই অসম্ভব কিছুই নয়।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১ নং আয়াত:

আয়াত দ্বারা কুরআনে পাকের সম্মান এবং রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়তের সত্যতা প্রমাণিত হয়।

● ২-৩ নং আয়াতদ্বয়:

আয়াতদ্বয় থেকে প্রমাণিত হয়, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষ নবী ছিলেন এবং অবশ্যই হাশর সংঘঠিত হবে। কারণ, কাফেররা এগুলোতেই সন্দেহ করেছিল আর আল্লাহ্ তাআলা তার খণ্ডন করেছেন।

● ৪ নং আয়াত:

১. সবকিছুই নির্ধারিত আছে। সে অনুযায়ী সবকিছু ঘটবে। এতে আশ্চর্য্যবোধ করার কিছুই নেই।

২. সংরক্ষিত কিতাব তথা লওহে মাহফূজ প্রমাণিত।

(৫) বরং তারা সত্যকে মিথ্যা সাব্যস্ত করল যখন তাদের কাছে তা এল। বস্তুত তারা এক দোদুল্যমান অবস্থায় রয়েছে[১]।	بَلْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِيْٓ اَمْرٍ مَّرِيْجٍ ۝٥
(৬) তবে কি তারা তাদের উপরোস্থিত আকাশের দিকে চেয়ে দেখে না যে, আমি কীভাবে তা নির্মাণ করেছি ও তাকে সজ্জিত করেছি আর তাতে কোন ফাটলও নেই[২]।	اَفَلَمْ يَنْظُرُوْٓا اِلَى السَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنٰهَا وَزَيَّنّٰهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوْجٍ ۝٦
(৭) আর যমীনকে (কীভাবে) আমি বিছিয়ে দিয়েছি এবং তাতে স্থাপন করেছি[৩] স্থিত পর্বতমালা আর তাতে সবধরনের মনোরম উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছি।	وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَاَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ وَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍۢ بَهِيْجٍ ۝٧
(৮) যা প্রত্যেক অনুরাগী বান্দার জন্য জ্ঞান-দর্শন ও উপদেশ।	تَبْصِرَةً وَّذِكْرٰى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ ۝٨

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) مَرِيْج শব্দের অর্থ মিশ্র। অর্থাৎ, কখনও এটা কখনও অন্যটা। এজন্যই এখানে "দোদুল্যমান" শব্দ দ্বারা তরজমা করা হয়েছে। অর্থাৎ কাফেররা কখনো রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যাদুকর বলে আবার কখনো কবি, গণক ইত্যাদি বলে। এ ব্যাপারেও তারা সন্দেহের মধ্যে নিমজ্জিত। (জালালাইন ও মাআরিফুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ কোন রকমের খুটি ব্যতীত বিশাল আসমান সৃষ্টি করা, তারকা দ্বারা তাকে সুসজ্জিত করা এবং তাতে কোন ধরনের ফাটল বা জোড়া না থাকা ইত্যাদি বিষয় চিন্তা করলেও তারা আল্লাহর পরিচয় পেয়ে যেত। فُرُوْج শব্দটি فَرج এর বহুবচন। এর অর্থ ফাটল। (মাআরিফুল কুরআন)

(৩) যাতে যমীন স্থির থাকে, নড়াচড়া না করে।

www.maktabatulabrar.com

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, সত্য দ্বীনকে অস্বীকার করার পেছনে কোন ধরনের বাস্তব যুক্তি নেই, আছে এক ধরনের সন্দেহ।

● ৬-৮ নং আয়াতসমূহ:

১. আসমান দেখা যায়। কিন্তু এ কথা প্রসিদ্ধ যে, উপরে যে নীল রং দেখা যায় তা শুন্যমণ্ডলের রং। কিন্তু আসমানের রংও যে তা-ই হবে এ কথা অস্বীকার করার কোন প্রমাণ নেই। (মাআরিফুল কুরআন)

২. সৃষ্টবস্তু তথা আসমান, যমীন, পাহাড়-পর্বত, গাছ-পালা ইত্যাদি নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা এবং এগুলোর উপকারিতা নিয়ে গবেষণা করা উচিত। এর দ্বারা স্রষ্টা তথা আল্লাহ্ পাকের পরিচয়, তার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব সম্পর্কে উপলব্ধি অর্জিত হয়।

(৯) এবং আকাশ থেকে আমি বরকতময় পানি অবতীর্ণ করি। অতঃপর তা দ্বারা উৎপন্ন করি বাগ-বাগিচা ও কর্তনযোগ্য শস্যদানা[১]।	وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً مُّبٰرَكًا فَاَنْۢبَتْنَا بِهٖ جَنّٰتٍ وَّحَبَّ الْحَصِيْدِ ۝٩
(১০) এবং (উৎপন্ন করি) লম্বা লম্বা খর্জুর বৃক্ষ, যার রয়েছে গুচ্ছ গুচ্ছ মঞ্জরি[২]।	وَالنَّخْلَ بٰسِقٰتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيْدٌ ۝١٠
(১১) বান্দাদের রিযক স্বরূপ। এবং এর (বৃষ্টি) দ্বারা আমি মৃত নগরীকে জীবিত[৩] করি। এভাবেই (যমীন থেকে) বের হতে হবে[৪]।	رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ ۙ وَاَحْيَيْنَا بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا ۭ كَذٰلِكَ الْخُرُوْجُ ۝١١

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) حَبَّ الْحَصِيْد শব্দের অর্থ কর্তিত শস্যদানা। এখানে কৃষিজাত দ্রব্য ধান, গম ইত্যাদি বুঝানোই উদ্দেশ্য। (জালালাইন-টীকা)

(২) بٰسِقٰت শব্দের অর্থ লম্বা। طَلْع শব্দের অর্থ খেজুরের থোক, মঞ্জরি।

(৩) অর্থাৎ, শুষ্ক এবং অনুর্বর যমীনকে আমি বৃষ্টির দ্বারা উর্বর যমীনে পরিণত করেছি। (জালালাইন-টীকা)

(৪) অর্থাৎ, মৃত যমীনকে পুনরুজ্জীবিত করার মতই মানুষকে মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করে হাশরের মাঠে হাজির করা হবে। এটা আল্লাহ পাকের কাছে অসম্ভব কোন ব্যাপার নয়।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৯-১১ নং আয়াতসমূহ:

আয়াতসমূহ দ্বারা বান্দার উপর আল্লাহ পাকের সীমাহীন করুনা এবং অনুগ্রহের কথা জানা যায়। সেই সাথে এটাও প্রমাণিত হয় যে, মৃত্যুর পর মানুষকে পুনরায় জীবিত করা আল্লাহ পাকের জন্য খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। এটা অবশ্যই ঘটবে। প্রকৃতির স্বাভাবিক গতিবিধির উপর দৃষ্টিপাত করলেই এর বাস্তবতা ধরা পড়ে।

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَّاَصْحٰبُ الرَّسِّ وَثَمُوْدُ ﴿١٢﴾	(১২) এদের পূর্বেও সত্য অস্বীকার করেছিল নূহের সম্প্রদায় এবং রস্[১] ও সামূদের সম্প্রদায়।
وَعَادٌ وَّفِرْعَوْنُ وَاِخْوَانُ لُوْطٍ ﴿١٣﴾	(১৩) এবং আদ, ফিরআউন ও লূতের সম্প্রদায়।
وَّاَصْحٰبُ الْاَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ ؕ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيْدِ ﴿١٤﴾	(১৪) আর ঘন জঙ্গলের[২] বাসিন্দারা এবং তুব্বা[৩] সম্প্রদায়। সবাই রসূলদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিল অতঃপর আমার শাস্তি কার্যকর হয়েছে।
اَفَعَيِيْنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ ؕ بَلْ هُمْ فِيْ لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ﴿١٥﴾	(১৫) তবে কি আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি? বরং তারা নতুন সৃষ্টির ব্যাপারে সন্দেহের মধ্যে রয়েছে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) রস্ শব্দের অর্থ এমন কূপ যা পাকা করা হয়নি। হযরত সামূদ (আ.)-এর গোত্রের উপর আযাব নাযেল হওয়ার পর তাদের মধ্যে থেকে চার হাজার ঈমানদার ব্যক্তিকে নিরাপদে রাখা হয়। আযাবের পর তারা সে স্থান ত্যাগ করে হাযরামাউতে গিয়ে একটি কূপের কাছে কাছে বসবাস করত বলে এদেরকে "আসহাবে রস" বা "কূপবাসী" বলা হয়। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) ঘন জঙ্গল ও বনকে ايكة বলা হয়। তারা এরূপ স্থানেই বসবাস করত। হযরত শোআইব (আ.) কে তাদের কাছে পাঠানো হয়েছিল। (মাআরিফুল কুরআন)

(৩) তুব্বা ইয়েমেন দেশের এক বাদশাহ'র নাম। তিনি ইসলাম গ্রহণ করে আপন গোত্রকে ইসলামের দাওয়াত দিলে তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছিল (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১২-১৪ নং আয়াতসমূহ:

আয়াতসমূহ থেকে জানা যায়, যুগে যুগেই এক শ্রেণীর মানুষ সত্যের দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। যেমন: আদ, ফিরআউনী সম্প্রদায়, লূতের সম্প্রদায়, আসহাবে রস, আইকা অধিবাসী ও তুব্বা সম্প্রদায়। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ধ্বংস করেছেন এবং দ্বীনের ঝাণ্ডাকে বুলন্দ করেছেন।

● ১৫ নং আয়াত:

আয়াতের দ্বারা হাশর তথা মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়ার সপক্ষে জোরালো দলীল পেশ করা হয়েছে। কারণ, প্রথমত যমীনকে উর্বর করার মতই মানুষকে মৃত্যুর পর জীবিত করা আল্লাহর কাছে অত্যন্ত সহজ। দ্বিতীয়ত তাকে ক্লান্তিও স্পর্শ করেনি। কাজেই পুনরুত্থান না হওয়ার পক্ষে কোন যুক্তি নেই।

www.maktabatulabrar.com

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهٖ نَفْسُهٗ ۚ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ ﴿١٦﴾	(১৬) আর অবশ্যই আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে এবং তার মন তাকে যে কুমন্ত্রণা দেয় তা-ও আমি জানি। আর গর্দানের শিরা থেকেও আমি তার বেশি নিকটে[১]।
اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيٰنِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ ﴿١٧﴾	(১৭) (স্মরণযোগ্য) যখন ডানে ও বামে বসা দু'জন গ্রহণকারী গ্রহণ করে[২]।
مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ ﴿١٨﴾	(১৮) সে কোন কথা উচ্চারণ করা মাত্রই (তা লেখার জন্য) তার কাছে সদা প্রস্তুত পাহারাদার রয়েছে।
وَجَآءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ؕ ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ ﴿١٩﴾	(১৯) আর মৃত্যু-যন্ত্রণা প্রকৃতপক্ষে এসেই গেছে। এটাই হল সেই বিষয় যা থেকে তুমি পলায়ন করতে[৩]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) গর্দানের শিরা কেটে ফেললে মানুষের মৃত্যু হয়। এটা থেকেও আমি মানুষের নিকটবর্তী। অর্থাৎ আমি মানুষের সবকিছুই জানি। এই নিকটতর হওয়া জ্ঞানগত দিক থেকে। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) الْمُتَلَقِّيٰنِ শব্দের অর্থ দুজন গ্রহণকারী। অর্থাৎ দুজন ফেরেশতা-সর্বদা মানুষের সাথে অবস্থান করে একজন ডান দিকে থেকে নেক আমল লিখে এবং অপরজন বাম দিকে থেকে বদ আমল লিখে রাখে।

(৩) যেহেতু মৃত্যু সকলের খুব কাছে, সেজন্য মৃত্যুযন্ত্রণা এসে গেছে বলা হয়েছে। تَحِيْدُ শব্দটি حيد থেকে এসেছে। অর্থ পলায়ন করা। এখানে সাধারণ মানুষকে সম্বোধন করা হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন ও মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৬ নং আয়াত:

১. আল্লাহ তাআলা মানুষের মনের চিন্তার ব্যাপারেও অবগত।

২. আল্লাহ তাআলা মানুষের অবস্থা জানার ব্যাপারে তার গর্দানের শিরার চেয়েও নিকটবর্তী। তবে এই নৈকট্য জ্ঞানগত ব্যাপারে, স্থানগত ব্যাপারে নয়। (বয়ানুল কুরআন)

● ১৭-১৮ নং আয়াতদ্বয়:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, প্রতিটি মানুষের ভালো-মন্দ আমল লিপিবদ্ধ করার জন্য দু'জন ফেরেশতা সর্বদা নিয়োজিত আছেন। মানুষের প্রতিটি কথা, প্রতিটি কাজ তারা লিখে রাখেন।

● ১৯ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, মৃত্যুর সময় মানুষ চরম কষ্ট ভোগ করবে। এজন্য মৃত্যু-যন্ত্রণা থেকে আল্লাহ পাকের দরবারে পানাহ চাওয়া উচিত।

(২০) আর শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে[১]। এটাই হল শাস্তির দিন।	وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ ۭ ذٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيْدِ ﴿٢٠﴾
(২১) এবং প্রত্যেক ব্যক্তি এমনভাবে উপস্থিত হবে যে, তার সাথে থাকবে একজন চালক ও একজন স্বাক্ষী[২]।	وَجَاۗءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَاۗىِٕقٌ وَّشَهِيْدٌ ﴿٢١﴾
(২২) (সেদিন কাফেরদেরকে বলা হবে,[৩]) তুমি তো নিশ্চয় এ (দিন) সম্পর্কে উদাসীনতার মধ্যে ছিলে। এখন আমি তোমার থেকে তোমার পর্দা সরিয়ে নিয়েছি। অতএব, তোমার দৃষ্টি আজ খুব প্রখর[৪]।	لَقَدْ كُنْتَ فِيْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاۗءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ ﴿٢٢﴾
(২৩) এবং তার সাথী (ফেরেশতা) বলবে, এটাই হল সে বস্তু[৫] যা আমার কাছে প্রস্তুত রয়েছে।	وَقَالَ قَرِيْنُهٗ هٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيْدٌ ﴿٢٣﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এটা হল শিঙ্গায় দ্বিতীয় ফুঁক, যার ফলে সকলেই পুনরায় জীবিত হয়ে হাশরের ময়দানে উপস্থিত হবে। (বয়ানুল কুরআন)

(২) প্রত্যেক মানুষের সাথে একজন চালক ফেরেশতা থাকবে যে তাকে হাশরের ময়দানে এনে হাজির করাবে এবং একজন ফেরেশতা থাকবে তার ভালো-মন্দ আমলের স্বাক্ষী স্বরূপ। (জালালাইন ও মাআরিফুল কুরআন)

(৩) "সেদিন কাফেরদেরকে বলা হবে" বাক্যটি এখানে উহ্য আছে। (জালালাইন)

(৪) অর্থাৎ আজ আখেরাতের কোন বিষয় সম্পর্কেই তোমার আর কোন অস্পষ্টতা নেই। তোমার দৃষ্টির সামনে সব-ই আজ পরিষ্কার।

(৫) অর্থাৎ আমলনামা। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২০ নং আয়াত:

আয়াতের দ্বারা হাশর দিন প্রমাণিত।

● ২১ নং আয়াত:

আয়াত থেকে জানা যায়, হাশরের মাঠে প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে দু'জন করে ফেরেশতা নিয়োজিত থাকবে। এক জন হবে তার চালক আর অপর জন হবে তার ভালো-মন্দ আমলের স্বাক্ষী।

● ২২ নং আয়াত:

আয়াত থেকে জানা যায়, হাশরের দিন সকল সন্দেহ আর অবিশ্বাস দূর হয়ে যাবে। সবাই সেদিন আখেরাতকে বিশ্বাস করবে। (কিন্তু তাতে কোন লাভ হবে না।)

www.maktabatulabrar.com

● ২৩ নং আয়াত:

আয়াত থেকে জানা যায়, প্রত্যেক ব্যক্তির আমল হেফাযত করা হচ্ছে। হাশরের দিন তা প্রকাশ করা হবে।

(২৪) (ফেরেশতাদেরকে বলা হবে,[১]) তোমরা জাহান্নামে নিক্ষেপ কর প্রত্যেক হটকারী কাফেরকে–	اَلْقِيَا فِيْ جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيْدٍ ﴿٢٤﴾
(২৫) নেক কাজে প্রবল বাধা দানকারী, সীমালংঘনকারী, সন্দেহ সৃষ্টিকারীকে।	مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيْبِ ﴿٢٥﴾
(২৬) যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহ সাব্যস্ত করেছে। নিক্ষেপ কর তাকে তোমরা কঠোর আযাবে।	الَّذِيْ جَعَلَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَاَلْقِيٰهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيْدِ ﴿٢٦﴾
(২৭) তার সাথী (শয়তান) বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক, আমি তাকে নাফরমানিতে লিপ্ত করিনি। বরং সে (নিজেই) চরম গোমরাহীতে লিপ্ত ছিল।	قَالَ قَرِيْنُهٗ رَبَّنَا مَآ اَطْغَيْتُهٗ وَلٰكِنْ كَانَ فِيْ ضَلٰلٍۢ بَعِيْدٍ ﴿٢٧﴾
(২৮) তিনি (আল্লাহ) বলবেন, তোমরা আমার সামনে বিতর্ক কর না। আমি তো তোমাদেরকে আগেই সতর্ক করেছি।	قَالَ لَا تَخْتَصِمُوْا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ اِلَيْكُمْ بِالْوَعِيْدِ ﴿٢٨﴾
(২৯) আমার দরবারে কথা পরিবর্তন করা হবে না[২] এবং আমি বান্দাদের প্রতি জুলুমকারীও নই।	مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَآ اَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ﴿٢٩﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) "ফেরেশতাদেরকে বলা হবে" বাক্যটি এখানে উহ্য আছে। এখানে চালক ও স্বাক্ষী দু'ফেরেশতাকে এই নির্দেশ দেয়া হবে। এ জন্যই দ্বিবচন ব্যবহার করা হয়েছে। (জালালাইন ও মাআরিফুল কুরআন)

(২) "অর্থাৎ কাফেরদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে"– আমার এই ওয়াদা অবশ্যই পুরো করা হবে। বিতর্ক করে লাভ নেই।

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৪-২৬ নং আয়াতসমূহ:

আয়াতসমূহ থেকে জাহান্নামীদের কয়েকটি চরিত্রের কথা জানা যায়। তাহল, জাহান্নামীরা সত্যের বিরুদ্ধাচারণকারী, কাফের, নেক কাজে বাধাদানকারী, সীমালংঘনকারী, সন্দেহসৃষ্টিকারী এবং শিরককারী। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ২৭-২৮ নং আয়াতদ্বয়:

আয়াতদ্বয় থেকে প্রমাণিত হয়, হাশরের দিন নিজের নাফরমানির দোষ শয়তানের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে মুক্তি পাওয়া যাবে না। সেদিন প্রত্যেককেই নিজ অপরাধের জন্য শাস্তি ভোগ করতে হবে।

● ২৯ নং আয়াত:

আয়াত থেকে জানা যায়, আল্লাহ তাআলা আপন ওয়াদাকে পূর্ণ করবেন এবং কারো প্রতি বিন্দুমাত্র জুলুম করবেন না।

يَوْمَ نَقُوْلُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَاْتِ وَتَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ ﴿٣٠﴾	(৩০) সেদিন আমি জাহান্নামকে জিজ্ঞাসা করব, তুমি কি পূর্ণ হয়ে গেছ? আর সে বলবে, আরও আছে কি?
وَاُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ غَيْرَ بَعِيْدٍ ﴿٣١﴾	(৩১) এবং জান্নাতকে মুত্তাকীদের নিকটে আনা হবে, দূরে নয়।
هٰذَا مَا تُوْعَدُوْنَ لِكُلِّ اَوَّابٍ حَفِيْظٍ ﴿٣٢﴾	(৩২) এর ওয়াদা-ই দেয়া হয়েছিল প্রত্যেক অনুরাগী, হেফাজতকারীকে[১]।
مَنْ خَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبٍ مُّنِيْبِ ﴿٣٣﴾	(৩৩) যে না দেখে অসীম দয়ালু (আল্লাহকে) ভয় করে এবং বিনয়ী অন্তর নিয়ে হাজির হবে,
اِدْخُلُوْهَا بِسَلٰمٍ ؕ ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُوْدِ ﴿٣٤﴾	(৩৪) তাকে বলা হবে,[২] শান্তির সাথে তোমরা এতে প্রবেশ কর। এটাই হল চিরকাল বসবাসের জন্য (প্রবেশ করার) দিন।
لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ فِيْهَا وَلَدَيْنَا مَزِيْدٌ ﴿٣٥﴾	(৩৫) সেখানে তাদের জন্য থাকবে তারা যা চাবে তা-ই এবং আমার কাছে আরো অধিক রয়েছে[৩]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) اَوَّاب অর্থ অনুরাগী, অর্থাৎ যে আল্লাহ পাকের আনুগত্যের দিকে রুজু হয় আর حَفِيْظ হল যে ব্যক্তি দ্বীনের বিধানকে হেফাজত করে। (জালালাইন)

(২) "তাদেরকে বলা হবে" বাক্যটি এখানে উহ্য আছে। (জালালাইন)

(৩) অর্থাৎ আল্লাহ পাকের কাছে এমন নেয়ামতও রয়েছে যার কল্পনাও মানুষ করতে পারেনি কিংবা এই নেয়ামত হল আল্লাহ পাকের দীদার বা সাক্ষাত। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩০ নং আয়াত:

আয়াত থেকে জাহান্নামের ভয়াবহতা আঁচ করা যায়। সকল কাফেরদেরকে সেখানে ঢুকানোর পরও তার চাহিদা মিটবে না। পরে আল্লাহ তাআলা আপন কুদরতী পা তার উপর রাখলে সে চুপ হবে। (মাআরিফুল কুরআন ও বয়ানুল কুরআন)

www.maktabatulabrar.com

● ৩১-৩৩ নং আয়াতসমূহ:

আয়াতসমূহ থেকে জান্নাতীদের নিম্নরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। তারা হলেন মুত্তাকী, আল্লাহর প্রতি অনুরাগী, আমলের হেফাজতকারী, আল্লাহর ভয়ে ভীত এবং তার প্রতি বিনয়ী। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ৩৪-৩৫ নং আয়াতদ্বয়:

আয়াতদ্বয় থেকে জান্নাতীদের সুখ-শান্তি এবং তাদের উপর দানকৃত সীমাহীন নেয়ামতসমূহের কথা জানা যায়।

وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ اَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوْا فِي الْبِلَادِ ؕ هَلْ مِنْ مَّحِيْصٍ ﴿٣٦﴾	(৩৬) আর এদের[১] আগে আমি কত সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি। তারা এদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী ছিল এবং তারা নগরে-নগরে চষে বেড়াত[২]। (তাদের) আশ্রয় নেয়ার কোন জায়গা ছিল কি[৩]।
اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِمَنْ كَانَ لَهٗ قَلْبٌ اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيْدٌ ﴿٣٧﴾	(৩৭) এতে অবশ্যই রয়েছে উপদেশ সে ব্যক্তির জন্য যার আছে হৃদয়[৪] অথবা যে (মন) হাজির করে কর্ণপাত করে।
وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ۖ وَّمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوْبٍ ﴿٣٨﴾	(৩৮) এবং আমি তো অবশ্যই আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং এই দু'য়ের মধ্যবর্তী যা আছে সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছি এবং আমাকে কোন ক্লান্তি স্পর্শ করেনি।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ কুরাইশের কাফেরদের। (জালালাইন)

(২) نَقَّبُوْا শব্দটি نقب থেকে এসেছে। এর অর্থ ছিদ্র করা। আরবিতে দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। (মাআরিফুল কুরআন)

(৩) অর্থাৎ তাদের উপর আযাব নাযেল হওয়ার পর তারা পলায়নের কোন জায়গাও খুঁজে পায়নি। (মাআরিফুল কুরআন)

(৪) অর্থাৎ উপলব্ধি করার মত হৃদয় যার আছে।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩৬ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, আল্লাহ পাকের আযাবের ঘটনাবলী শুনিয়ে অবাধ্য মানুষকে সতর্ক করা বিধিবদ্ধ। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ৩৭ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমানিত হয়, ওয়ায-নসীহত থেকে উপকৃত হতে হলে মনকে নছীহতের প্রতি একনিষ্ঠ রাখতে হবে এবং গভীরভাবে শুনতে হবে। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ৩৮ নং আয়াত:

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয় হল যে কোন কাজ ধীরে-সুস্থে করা উচিত। কারণ, আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলে আসমান ও যমীন এক মুহূর্তেই সৃষ্টি করতে পারতেন। এরপরও তিনি ছয়দিনে তা সৃষ্টি করে মানুষকে এই ধীরে-সুস্থে করার শিক্ষাই দিয়েছেন। (জালালাইন-টীকা)

فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ ﴿٣٩﴾ وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاَدْبَارَ السُّجُوْدِ ﴿٤٠﴾ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ ﴿٤١﴾ يَّوْمَ يَسْمَعُوْنَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ؕ ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوْجِ ﴿٤٢﴾	(৩৯) অতএব, তারা যা বলে তাতে তুমি সবর কর এবং তোমার পালনকর্তার সপ্রশংস তাসবীহ পাঠ কর সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে[১]। (৪০) এবং রাতের কিছু অংশ জুড়েও তার তাসবীহ পাঠ কর, আর নামাযের[২] পরেও। (৪১) আর ভালো করে শুনে রাখ, যেদিন একজন আহবানকারী নিকটবর্তী স্থান থেকে আহ্বান করবে[৩]। (৪২) যেদিন সত্যিকারভাবেই ঐ হুঙ্কারকে সকলে শুনবে, সেদিন-ই হচ্ছে বের হওয়ার দিন।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) سَبِّحْ শব্দের দ্বারা তাসবীহ পঠের নির্দেশও হতে পারে কিংবা সূর্যোদয়ের আগে অর্থাৎ ফজরের নামায এবং সূর্যাস্তের আগে অর্থাৎ জোহর ও আছরের নামাযও উদ্দেশ্য হতে পারে। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) সাজদা যেহেতু নামাযের একটি বড় অংশ সেহেতু এখানে সাজদা বলে নামাযকে বোঝানো হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) অর্থাৎ হযরত ইস্রাফীল (আ.) বায়তুল মুকাদ্দাসের এলাকা থেকে মৃত ব্যক্তিদেরকে উঠে আসার ডাক দিবেন। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩৯-৪০ নং আয়াতদ্বয়:

আয়াতদ্বয় থেকে ধৈর্যের গুরত্ব প্রমাণিত হয়। সেই সাথে এখানে তাসবীহ পাঠের নির্দেশের দ্বারা নামাযের নির্দেশও উদ্দেশ্য হতে পারে। তাহলে সূর্যোদয়ের আগে হল ফযরের নামায, সূর্যাস্তের আগে হল জোহর ও আসরের নামায এবং রাতের কিছু অংশ জুড়ে হল মাগরিব ও এশা'র নামায মোট পাঁচ ওয়াক্ত নামায। আর নামাযের পরের তাসবীহ বলে নফলকে বোঝানো হয়েছে। আর যদি তাসবীহ পাঠের নির্দেশ-ই হয়ে থাকে তবে তা-ও অত্যন্ত সওয়াবের কাজ যা হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণিত। (মাআরিফুল কুরআন অবলম্বনে)

www.maktabatulabrar.com

● ৪১-৪২ নং আয়াতদ্বয়:

১. ইসরাফীল (আ.) নিকটবর্তী স্থান থেকে আহবান জানাবেন।

২. হযরত ইসরাফীল (আ.)-এর ডাক হবে হুঙ্কারের মত, যা সত্যিকারভাবেই সকলে শুনতে পাবে।

৩. হাশর এবং পুনরুত্থানের বিষয়টি সত্য হওয়া প্রমাণিত হয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

اِنَّا نَحْنُ نُحْيٖ وَنُمِيْتُ وَاِلَيْنَا الْمَصِيْرُ ﴿٤٣﴾ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْاَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ؕ ذٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيْرٌ ﴿٤٤﴾ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ وَمَاۤ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ ۟ فَذَكِّرْ بِالْقُرْاٰنِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدِ ﴿٤٥﴾	(৪৩) আমিই তো জীবন দান করি এবং মৃত্যু ঘটাই। আর আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে। (৪৪) যেদিন যমীন তাদের উপর থেকে[১] ফেটে যাবে, তারা দৌড়ানো অবস্থায় বেরিয়ে আসবে[২]। এটাই হল হাশর যা আমার কাছে অত্যন্ত সহজ। (৪৫) তারা[৩] যা বলছে সে ব্যাপারে আমিই অধিক জানি এবং তুমি তাদের উপর জবরদস্তিকারী নও। সুতরাং যে আমার শাস্তিকে ভয় করে তাকে কুরআনের সাহায্যে উপদেশ দাও।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, মৃতব্যক্তিদের উপর থেকে। (বয়ানুল কুরআন)

(২) "বেরিয়ে আসবে" কথাটি এখানে উহ্য আছে। (জালালাইন)

(৩) অর্থাৎ কাফেররা। তারা কেয়ামতকে অস্বীকার করত। আল্লাহ তাআলা এখানে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। (জালালাইন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪৩-৪৪ নং আয়াতদ্বয়:

১. আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে জীবন দান করার পর আবার মৃত্যু ঘটান, তিনিই আবার পুনরায় আমাদেরকে জীবিত করবেন। এটাই হল হাশর।

২. আল্লাহ পাকের কাছে হাশর ঘটানো কোনই কঠিন বিষয় নয়।

● ৪৫ নং আয়াত:

১. ঈমান ও নেক আমল কারো উপর জবরদস্তি চাপিয়ে দেয়ার মত বিষয় নয়।

২. দাওয়াতদানকারীর দায়িত্ব হল মানুষের কাছে দ্বীনের কথা, কুরআনের বাণী পৌছে দেয়া, উপদেশ দেয়া।

(৫১) সূরা যারিয়াত, মক্কী
৬০ আয়াত, ৩ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

وَالذّٰرِيٰتِ ذَرْوًا ①	(১) শপথ ঐ বায়ুরাশির, যা ভীষণভাবে উড়িয়ে নিয়ে যায়[১]।
فَالْحٰمِلٰتِ وِقْرًا ②	(২) অতঃপর বোঝা বহনকারী মেঘমালার[২]।
فَالْجٰرِيٰتِ يُسْرًا ③	(৩) অতঃপর ধীরগতিতে চলাচলকারী নৌযানসমূহের।
فَالْمُقَسِّمٰتِ اَمْرًا ④	(৪) অতঃপর বিষয় বন্টনকারী ফেরেশতাগণের[৩]।
اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَصَادِقٌ ⑤	(৫) তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে[৪] তা তো অবশ্যই সত্য।
وَّاِنَّ الدِّيْنَ لَوَاقِعٌ ⑥	(৬) আর (আমলের) প্রতিদান[৫] অবশ্যই ঘটবে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) اَلذّٰرِيٰت হল বায়ুর বিশেষণ যা ধুলিকণা উড়িয়ে নিয়ে যায় (জালালাইন)

(২) اَلْحٰمِلٰت হল মেঘ যা বৃষ্টির বিশেষণ যা বোঝা বহন করে।

(৩) অর্থাৎ সেসব ফেরেশতা যারা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাকদীর অনুযায়ী মাখলুকের মাঝে রিযক, সুখ-দুঃখ বন্টন করে থাকে। (মাআরিফুল কুরআন)

(৪) অর্থাৎ মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়ার প্রতিশ্রুতি। (জালালাইন)

(৫) এখানে اَلدِّيْن বলে হিসাব-নিকাশের পর যে প্রতিদান দেয়া হবে তাকে বোঝানো হয়েছে। (জালালাইন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১-৬ নং আয়াতসমূহ:

১. হিসাব-নিকাশের বিষয়টি সত্য।

২. হাশর এবং হিসাব-নিকাশের পর প্রতিদান দেয়ার বিষয়টিও অবশ্যই সত্য। এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের সুযোগ নেই। আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন বিষয়ের কসম খেয়ে এ বিষয়টিকে জোরালোভাবে তুলে ধরেছেন।

www.maktabatulabrar.com

وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ⑦	(৭) শপথ, বহু পথবিশিষ্ট[১] আকাশের।
اِنَّكُمْ لَفِيْ قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ ⑧	(৮) তোমরা তো নিশ্চয় বিভিন্ন রকম কথায় লিপ্ত[২]।
يُّؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ اُفِكَ ⑨	(৯) যাকে গোমরাহ করা হয়েছে তাকেই এর থেকে[৩] সরিয়ে রাখা হয়।
قُتِلَ الْخَرّٰصُوْنَ ⑩	(১০) আন্দাজে মন্তব্যকারীরা ধ্বংস হোক[৪]।
الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ غَمْرَةٍ سَاهُوْنَ ⑪	(১১) এরাই মূর্খতার মাঝে অচেতন হয়ে আছে।
يَسْـَٔلُوْنَ اَيَّانَ يَوْمُ الدِّيْنِ ⑫	(১২) তারা জিজ্ঞেস করে, প্রতিদান দিবস কবে হবে?
يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُوْنَ ⑬	(১৩) যেদিন তাদেরকে আগুনে শাস্তি দেয়া হবে।
ذُوْقُوْا فِتْنَتَكُمْ ؕ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُوْنَ ⑭	(১৪) এবং বলা হবে[৫], তোমরা তোমাদের শাস্তির স্বাদ আস্বাদন কর। এটা তা-ই যার জন্য তোমরা ত্বরা করতে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) পথ বলে এখানে ফেরেশতাদের যাতায়াতের পথ কিংবা তারকারাজির কক্ষপথকে বোঝানো হয়েছে। اَلْحُبُك শব্দটি حَبِيكَة এর বহুবচন। এর অর্থ কাপড়ের পাড়। এটা পথের মত হয় বলে পথকেও حَبِيكَة বলা হয়। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) এখানে মুশরিকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। তারা কখনো হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যাদুকর, কখনো কবি ইত্যাদি বিভিন্ন রকম আখ্যা দিত। (মাআরিফুল কুরআন)

(৩) এর থেকে অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং কুরআনের প্রতি ঈমান আনা থেকে।

(৪) اَلْخَرّٰصُ অর্থ অনুমানকারী। কাফেররা আল্লাহ, রসূল এবং আখেরাত সম্বন্ধে অনুমানের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন মন্তব্য করত। (মাআরিফুল কুরআন)

(৫) "এবং বলা হবে" বাক্যটি এখানে উহ্য আছে। (জালালাইন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৭-১১ নং আয়াতসমূহ:

আয়াতসমূহ থেকে প্রমাণিত হয়, ইসলামের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে ভিত্তিহীন মন্তব্য করা, আজেবাজে কথা বলা গোমরাহী এবং মূর্খতার লক্ষণ। এদের ধ্বংস অনিবার্য।

● ১২-১৪ নং আয়াতসমূহ:

আয়াতসমূহে হাশরের দিনের সততা এবং সেদিন কাফেরদের চরম শাস্তি ভোগের বিষয় তুলে ধরা হয়েছে।

(১৫) নিশ্চয়, মুত্তাকীগণ থাকবে বাগ-বাগিচা ও নহরসমূহে[১]।	اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ﴿١٥﴾
(১৬) তাদের প্রতিপালক তাদেরকে যা দিবেন[২] তা তারা গ্রহণ করবে। নিশ্চয়, এর আগে তারা ছিল নেককার।	اٰخِذِيْنَ مَآ اٰتٰىهُمْ رَبُّهُمْ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُحْسِنِيْنَ ﴿١٦﴾
(১৭) রাতের কম অংশেই তারা নিদ্রা যেত[৩]।	كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ ﴿١٧﴾
(১৮) এবং শেষরাতে[৪] তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত।	وَبِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ﴿١٨﴾
(১৯) আর তাদের ধন-সম্পদে সওয়ালকারী ও বঞ্চিতের হক[৫] ছিল।	وَفِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ﴿١٩﴾
(২০) আর বিশ্বাসী লোকদের জন্য পৃথিবীতে অনেক নিদর্শন আছে।	وَفِى الْاَرْضِ اٰيٰتٌ لِّلْمُوْقِنِيْنَ ﴿٢٠﴾
(২১) এবং রয়েছে তোমাদের নিজেদের মধ্যেও[৬]। তবুও কি তোমরা দেখবে না?	وَفِيْٓ اَنْفُسِكُمْ ؕ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ﴿٢١﴾
(২২) আর আসমানে৭ রয়েছে তোমাদের রিযক এবং ওয়াদাকৃত সবকিছু।	وَفِى السَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُوْنَ ﴿٢٢﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ নহরসমূহের পার্শ্বে থাকবে। আর জান্নাতে নহর প্রবাহিত হতে থাকবে। (জালালাইন-টীকা)

(২) অর্থাৎ যে সব পুরস্কার দিবেন। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) يَهْجَعُوْنَ শব্দটি هجوع থেকে এসেছে। অর্থ রাতে ঘুমানো। অর্থাৎ তারা রাত জেগে আল্লাহ পাকের ইবাদত করত। (মাআরিফুল কুরআন)

(৪) الْاَسْحَار বহুবচন سحر এর। অর্থ শেষরাত।

(৫) অর্থাৎ সে ভিক্ষুক এবং যে অভাব সত্ত্বেও ভিক্ষা করে না সবাইকে দান করত।

(৬) অর্থাৎ একফোটা পানি থেকে মানুষের সৃষ্টি, বিভিন্ন আকৃতি ইত্যাদির মধ্যে আছে নিদর্শন। (মাআরিফুল কুরআন)

(৭) আসমানে থাকার অর্থ "লওহে মাহফূজে" লিখিত থাকা। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৫-১৬ নং আয়াতদ্বয়:

আয়াতদ্বয়ের দ্বারা মুত্তাকী এবং নেককার লোকদের পরকালীন শান্তি ও পুরস্কার লাভের বিষয়টি জানা যায়। (আইছারুত্তাফাসীর)

www.maktabatulabrar.com

● ১৭-১৯ নং আয়াতসমূহ:

আয়াতসমূহের দ্বারা প্রমাণিত হয়, মুত্তাকীদের অন্যতম গুণাবলী হল তার রাতে জেগে আল্লাহ পাকের ইবাদত করে, শেষ রাতে জেগে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং দৈহিক ইবাদতের সাথে সাথে গরীবদের আর্থিকভাবেও সহায়তা করে। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ২০-২১ নং আয়াতদ্বয়:

আয়াতদ্বয় থেকে প্রমাণিত হয়, এই পৃথিবীতে এবং মানুষের দেহের মধ্যেও এমন অনেক নিদর্শন আছে যেগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে আল্লাহ পাকের পরিচয় লাভ করা যায়। কাজেই এগুলো নিয়ে মানুষের চিন্তা-গবেষণা করা উচিত। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ২২ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, মানুষের রিযক ও সবকিছু লাওহে মাহফূজে লিখিত আছে। কাজেই সেখান থেকে আদায় করার জন্য একমাত্র আল্লাহ পাকের কাছেই প্রার্থনা করা উচিত। (আইছারুত্তাফাসীর)

(২৩) অতএব, আসমান ও যমীনের প্রতিপালকের কসম, নিশ্চয় এটা (কেয়ামত) তোমাদের পরস্পরে কথাবার্তা বলার মতই সত্য[১]।	فَوَرَبِّ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اِنَّهٗ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَآ اَنَّكُمْ تَنْطِقُوْنَ ﴿٢٣﴾
(২৪) তোমার কাছে ইবরাহীমের সম্মানিত মেহমানদের ঘটনা পৌঁছেছে কি?	هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ ضَيْفِ اِبْرٰهِيْمَ الْمُكْرَمِيْنَ ﴿٢٤﴾
(২৫) তারা যখন তার কাছে প্রবেশ করল তখন বলল, সালাম, সে উত্তরে বলল, সালাম। (এবং বলল, এরা তো) অপরিচিত লোকজন।	اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلٰمًا ؕ قَالَ سَلٰمٌ ۚ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ ﴿٢٥﴾
(২৬) সে চুপিসারে দ্রুত নিজ স্ত্রীর কাছে গেল[২] এবং একটি হৃষ্ট-পুষ্ট গরুর (ভুনা) বাচ্চা নিয়ে এল।	فَرَاغَ اِلٰٓى اَهْلِهٖ فَجَآءَ بِعِجْلٍ سَمِيْنٍ ﴿٢٦﴾
(২৭) অতঃপর তা তাদের নিকটবর্তী রাখল। বলল, তোমরা আহার করছ না যে[৩]?	فَقَرَّبَهٗٓ اِلَيْهِمْ قَالَ اَلَا تَاْكُلُوْنَ ﴿٢٧﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ একে অপরের সাথে কথা বলাটা যেমন বাস্তব এবং সন্দেহের উর্ধে, তেমনি কেয়ামতও পুরাপুরি বাস্তব ও সত্য, এতে কোনোই সন্দেহ নেই। (বয়ানুল কুরআন ও মাআরিফুল কুরআন)

(২) رَاغَ শব্দের অর্থ গোপনে গেল, যাতে মেহমানরা টের না পায়। এবং দ্রুত গেল।

(৩) মেহমানগণ যেহেতু ফেরেশতা ছিলেন, সেজন্য তারা আহার করেননি।

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৩ নং আয়াত:

আয়াত দ্বারা কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারটি অত্যন্ত বাস্তব ও সত্য তা তুলে ধরা হয়েছে।

● ২৪-২৫ নং আয়াতদ্বয়:

আয়াতদ্বয় থেকে প্রমাণিত হয়, কোথাও মেহমান হয়ে গেলে বা কারো সাথে দেখা হলে সালাম বিনিময় করা কর্তব্য।

● ২৬ নং আয়াত:

আয়াত থেকে মেহমানকে সম্মান করা, এবং নীরবে তার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করার শিক্ষা পাওয়া যায়।

● ২৭ নং আয়াত:

আয়াত থেকে বুঝা যায়, ফেরেশতাগণ আহার করেন না। আর কোন নবী গায়েব জানেন না।

فَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً ؕ قَالُوْا لَا تَخَفْ ؕ وَبَشَّرُوْهُ بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ ﴿۲۸﴾	(২৮) তখন সে তাদের সম্পর্কে মনে মনে ভয় পেল[১]। তারা বলল, ভয় পাবেন না[২]। এবং তারা তাঁকে একজন আলেম পুত্রসন্তানের সুসংবাদ দিল।
فَاَقْبَلَتِ امْرَاَتُهٗ فِىْ صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوْزٌ عَقِيْمٌ ﴿۲۹﴾	(২৯) ইতিমধ্যে তার স্ত্রী জোরে চিৎকার করতে করতে[৩] এগিয়ে এল। অতঃপর সে মুখ চাপড়াল এবং বলল, (আমি তো) বৃদ্ধা, বন্ধা।
قَالُوْا كَذٰلِكِ ۙ قَالَ رَبُّكِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ ﴿۳۰﴾	(৩০) তারা বলল, তোমার প্রতিপালক এরূপ-ই বলেছেন। নিশ্চয়, তিনিই তো হেকমতওয়ালা, মহা জ্ঞানী।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ভয় পাবার কারণ হল, আরবদেশে নিয়ম ছিল, কোন মেহমান খাদ্য গ্রহণ না করলে সে শত্রুতার উদ্দেশ্যে এসেছে বলে ধারণা করা হত। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) ভয় পাবেন না। কারণ, আমরা ফেরেশতা। আমরা খাই না। (মাআরিফুল কুরআন)

(৩) অর্থাৎ হযরত সারা (আ.)। তিনি অতি বৃদ্ধা ছিলেন। (বয়ানুল কুরআন) আর হযরত সারা (আ.)-এর চিৎকার করার কারণ হল বিস্ময় প্রকাশ করা, আল্লাহ পাকের শক্তিকে এবং সন্তান লাভের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করা নয়।

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৮ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, ভয়ের কারণ ঘটলে নবীগণও ভয় পেতে পারেন। এরূপ ভয় পাওয়া স্বাভাবিক। এতে ঈমান ও আকীদার ক্ষেত্রে কোন ত্রুটি ঘটে না। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ২৯-৩০ নং আয়াতদ্বয়:

আয়াতদ্বয় থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয়, আল্লাহ তাআলা মহা শক্তিশালী। তিনি বন্ধা মহিলার গর্ভেও সন্তান পয়দা করতে পারেন।

২৬ নং পারা সমাপ্ত

www.maktabatulabrar.com

পারা-২৭

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُوْنَ ﴿۳۱﴾	(৩১) সে (ইবরাহীম) বলল, হে প্রেরিতগণ, আচ্ছা আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা কি[১] ?
قَالُوْٓا اِنَّآ اُرْسِلْنَآ اِلٰى قَوْمٍ مُّجْرِمِيْنَ ﴿۳۲﴾	(৩২) তারা বলল, নিশ্চয় আমাদেরকে পাঠানো হয়েছে একটি অপরাধী জাতির কাছে[২]।
لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ طِيْنٍ ﴿۳۳﴾	(৩৩) যাতে আমরা তাদের উপর মাটির পাকা ঢিলা নিক্ষেপ করি[৩]।
مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِيْنَ ﴿۳۴﴾	(৩৪) যা তোমার প্রতিপালকের কাছে চিহ্নিত[৪] আছে সীমালংঘনকারীদের জন্য।
فَاَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيْهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۳۵﴾	(৩৫) অতঃপর সেখানে যারা মুমিন ছিল তাদেরকে আমি সরিয়ে নিলাম।
فَمَا وَجَدْنَا فِيْهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿۳۶﴾	(৩৬) আর সেখানে আমি একটি ঘর[৫] ব্যতীত মুসলমানদের কোন ঘর পাইনি[৬]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) ফেরেশতাদের একত্রিতভাবে পৃথিবীতে আগমন শুধুমাত্র সন্তানের সুসংবাদ দেয়ার জন্য নয় এটা বুঝতে পেরেই তিনি এই প্রশ্ন করেছিলেন। (জালালাইন-টীকা)

(২) অর্থাৎ লূত (আ.)-এর সম্প্রদায়ের কাছে। তারা কুফর, শিরক ছাড়াও সমকামিতার ন্যায় জঘন্য অপরাধে অপরাধী ছিল। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(৩) অর্থাৎ মাটিকে পুড়িয়ে যে শক্ত কঙ্কর তৈরী করা হয় তা। (জালালাইন-টীকা)

(৪) যে কঙ্কর দিয়ে যাকে ধ্বংস করা হবে তার নাম উক্ত কঙ্করের গায়ে লিপিবদ্ধ ছিল। (জালালাইন)

(৫) সেই ঘরটি ছিল হযরত লূত (আঃ)-এর। সেখানে তিনি এবং তার পরিবারবর্গের তেরোজন মুমিন ছিলেন। (জালালাইন-টীকা)

(৬) পাইনি অর্থাৎ অন্য কোন ঈমানদারের অস্তিত্বই ছিল না। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩১ নং আয়াত:

১. ফেরেশতাগণ বিভিন্ন রূপ ধরতে পারেন।

২. ফেরেশতাগণ কখনো কখনো মানুষের আকৃতিতে পৃথিবীতে আগমন করে থাকেন।

৩. নবীগণ ইলমে গায়ব-এর অধিকারী নন।

● ৩২-৩৪ নং আয়াতসমূহ:

১. লূত-সম্প্রদায়ের অপরাধ ছিল সমকামিতা।

২. লূত-সম্প্রদায়ের শাস্তির বিবরণ রয়েছে। শাস্তি ছিল তাদের উপর কঙ্কর নিক্ষেপ করা হয় এবং তাদের গোটা জনপদকে উল্টিয়ে দেয়া হয়।

৩. কঙ্কর নিক্ষেপ থেকে প্রমাণিত হয় যে, সমকামিতার শাস্তি হল পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা। (মাআরিফুল কুরআন ও জালালাইন-টীকা)

● ৩৫ নং আয়াত:

আয়াত থেকে জানা যায় লূত-সম্প্রদায়ের মুমিনদেরকে আযাব থেকে হেফাজত করা হয়।

● ৩৬ নং আয়াত:

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয় হল, দ্বীনের দাওয়াত কবুল না করার ফলে দাওয়াত দানকারীর হতাশ হওয়া উচিত নয়। কারণ হযরত লূত (আ.) এবং তদ্রূপ অন্য বহু নবীর দীর্ঘ দাওয়াতের পরও মাত্র অল্প সংখ্যক লোকই ঈমান এনেছিল।

(৩৭) এবং যারা বেদনাদায়ক শাস্তিকে ভয় করে তাদের জন্য আমি সেখানে একটি নিদর্শন[১] রেখে দিয়েছি।	وَتَرَكْنَا فِيهَآ اٰيَةً لِّلَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ﴿٣٧﴾
(৩৮) এবং (নিদর্শন রেখেছি আমি) মূসার (ঘটনার) মধ্যেও। যখন আমি তাকে ফিরআউনের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে পাঠালাম।	وَفِيْ مُوْسٰٓى اِذْ اَرْسَلْنٰهُ اِلٰى فِرْعَوْنَ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿٣٨﴾
(৩৯) আর সে আপন শক্তির[২] বলে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বলল, (এই লোক) হয় যাদুকর অথবা পাগল।	فَتَوَلّٰى بِرُكْنِهٖ وَقَالَ سٰحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ ﴿٣٩﴾
(৪০) ফলে আমি তাকে ও তার সৈন্যদেরকে পাকড়াও করলাম এবং তাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম। আর সে (ছিল) তিরস্কারযোগ্য।	فَاَخَذْنٰهُ وَجُنُوْدَهٗ فَنَبَذْنٰهُمْ فِى الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيْمٌ ﴿٤٠﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) শাস্তি এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার নিদর্শন। (জালালাইন)

(২) رُكْن শব্দের অর্থ শক্তি। এখানে তার সেনাবাহিনী ও রাজ্যশক্তির কথা বোঝানো হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন ও জালালাইন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩৭-৩৮ নং আয়াতদ্বয়:

নবী পাঠানো এবং নাফরমানদের শাস্তি দেয়া ইত্যাদি সব কাজেই মানুষের জন্য শিক্ষণীয় অনেক নিদর্শন আল্লাহ রেখেছেন। (আইছারুত্তাফাসীর)

www.maktabatulabrar.com

● ৩৯-৪০ নং আয়াতদ্বয়:

১. শক্তি, অর্থ ইত্যাদির গর্বে অন্ধ হয়ে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করার পরিণতি করুণ হয়।

২. নবী ও তার অনুসারীদের প্রতি পাগল, যাদুকর ইত্যাদি ভিত্তিহীন অপবাদ আরোপ কাফেরদের পুরনো অভ্যাস।

(৪১) এবং (নিদর্শন রেখেছি আমি) আদ সম্প্রদায়ের মাঝে[১]; যখন আমি তাদের উপর পাঠালাম অশুভ[২] বাতাস।	وَفِىْ عَادٍ اِذْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيْحَ الْعَقِيْمَ ﴿٤١﴾
(৪২) তা-(বাতাস) যা কিছুর উপর বয়ে যেত তাকেই একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ লন্ডভন্ড না করে ছাড়ত না।	مَا تَذَرُ مِنْ شَىْءٍ اَتَتْ عَلَيْهِ اِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيْمِ ﴿٤٢﴾
(৪৩) আরও (নিদর্শন রেখেছি আমি) ছামূদ সম্প্রদায়ের মাঝে; যখন তাদেরকে বলা হল, কিছুকাল সুখ ভোগ করে নাও[৩]।	وَفِىْ ثَمُوْدَ اِذْ قِيْلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوْا حَتّٰى حِيْنٍ ﴿٤٣﴾
(৪৪) এরপরও তারা আপন প্রতিপালকের নির্দেশ অমান্য করল। ফলে বিকট শব্দ তাদেরকে পাকড়াও করল এমতাবস্থায় যে, তারা দেখছিল[৪]।	فَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ فَاَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ ﴿٤٤﴾
(৪৫) অতঃপর তারা দাঁড়াতেও সক্ষম হল না এবং তারা প্রতিরোধকারীও ছিল না।	فَمَا اسْتَطَاعُوْا مِنْ قِيَامٍ وَّمَا كَانُوْا مُنْتَصِرِيْنَ ﴿٤٥﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করার ঘটনার মাঝে। (জালালাইন)

(২) এখানে الْعَقِيْمَ শব্দের অর্থ করা হয়েছে অশুভ। الْعَقِيْمَ শব্দের প্রকৃত অর্থ হল বন্ধা মহিলা –যাদের সন্তান হয় না–। তুফানকে عَقِيْمَ বলার কারণ হল, এধরনের বাতাস মানুষের জন্য কল্যাণকর-বৃষ্টি ইত্যাদি বহন করে না। ফলে তা বন্ধা মহিলার মত। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর, আইছারুত্তাফাসীর ও টীকা-জালালাইন)

(৩) আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক বিশেষ নিদর্শনরূপে প্রেরিত উষ্ট্রি'র পা ছামূদ সম্প্রদায়ের লোকেরা কেটে ফেলার পর তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা তিন দিন পর্যন্ত সময় দিয়েছিলেন। তারপর আযাব পাঠিয়েছিলেন। (জালালাইন)

(৪) তারা দেখছিল "অর্থাৎ প্রকাশ্যে দিনের বেলায় আযাব নাযেল হয়েছিল কিংবা তারা আযাবের প্রতীক্ষায় ছিল। এমতাবস্থায় আযাব এসে গেল। (টীকা-জালালাইন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪১-৪৫ নং আয়াতসমূহ:

আয়াতসমূহে অতীতকালের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নাফরমানী এবং নাফরমানীর পরিণাম তুলে ধরা হয়েছে। এসব থেকে শিক্ষার বিষয় হল আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরোধীতার পরিণতি ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই নয়।

وَقَوْمَ نُوْحٍ مِّنْ قَبْلُ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ۚ﴿۴۶﴾	(৪৬) এবং (আমি ধ্বংস করেছিলাম-১) ইতিপূর্বে নূহের সম্প্রদায়কেও। তারা তো ছিল নাফরমান সম্প্রদায়।
وَالسَّمَآءَ بَنَيْنٰهَا بِاَيْدٍ وَّاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ ﴿۴۷﴾	(৪৭) আর ক্ষমতার২ বলে আমি আসমান তৈরী করেছি এবং অবশ্যই আমি মহা প্রশস্ততাদানকারী৩।
وَالْاَرْضَ فَرَشْنٰهَا فَنِعْمَ الْمٰهِدُوْنَ ﴿۴۸﴾	(৪৮) এবং যমীনকে আমি বিছিয়ে দিয়েছি। আর আমি কতইনা সুন্দরভাবে বিছানেওয়ালা।
وَمِنْ كُلِّ شَیْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَیْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿۴۹﴾	(৪৯) এবং আমি প্রত্যেক বস্তুর জোড়া জোড়া৪ সৃষ্টি করেছি যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) "আমি ধ্বংস করেছিলাম" বাক্যটি এখানে উহ্য আছে। (জালালাইন)

(২) এখানে اَيْد শব্দের দ্বারা "ক্ষমতা" বোঝানো হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন ও জালালাইন)

(৩) لموسعون শব্দের অর্থ কেউ কেউ "ক্ষমতাশালী" বলে উল্লেখ করেছেন। (জালালাইন) আর যদি এর অর্থ প্রশস্ততাদানকারী বা সম্প্রসারণকারী" বলা হয় তাহলে বিজ্ঞানের একটি আবিস্কারের প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তাহল, বিজ্ঞানের মতে এই সৃষ্টিরাজি সর্বদাই বিস্তার লাভ করছে এবং বিস্তারলাভের গতি এত দ্রুত যে, প্রতি ১৩০ কোটি বছর পর সৃষ্টিরাজির সমগ্র দুরত্ব দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে।

(৪) এখানে "জোড়া জোড়া" বলতে নারী-পুরুষ, সাদা-কালো, আলো-আধাঁর ইত্যাদি বোঝানো হয়েছে। (জালালাইন ও বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪৬ নং আয়াতের শিক্ষা ৪১-৪৫ নং আয়াতসমূহের শিক্ষার অনুরূপ।

● ৪৭-৪৯ নং আয়াতসমূহ:

১. আয়াতসমূহ দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার শ্রেষ্টত্ব এবং তাঁর স্রষ্টা হওয়া ও মহা শক্তিশালী হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হয়। সুতরাং ইবাদত একমাত্র তাঁর-ই হওয়া উচিত।

২. মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণী ছাড়াও প্রতিটি বস্তুর ক্ষেত্রেই নর-নারীর (ধনাত্মক/ঋণাত্মক-এর) অস্তিত্ব বিদ্যমান। কুরআনে বর্ণিত এই সূত্র বিজ্ঞান মাত্র কিছুদিন আগে আবিষ্কার করেছে।

www.maktabatulabrar.com

فَفِرُّوْۤا اِلَى اللّٰهِ ؕ اِنِّیْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِیْرٌ مُّبِیْنٌ ۚ﴿۵۰﴾	(৫০) (তুমি বলে দাও১) অতএব, তোমরা আল্লাহর দিকে ধাবিত হও২। নিশ্চয়, আমি তোমাদের জন্য তার পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট সতর্ককারী।
وَلَا تَجْعَلُوْا مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ؕ اِنِّیْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِیْرٌ مُّبِیْنٌ ﴿۵۱﴾	(৫১) আর তোমরা আল্লাহ'র সাথে অন্য ইলাহ সাব্যস্ত কর না। নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য তার পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট সতর্ককারী।
كَذٰلِكَ مَاۤ اَتَى الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا قَالُوْا سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ ﴿۵۲﴾	(৫২) এমনিভাবে৩ যখনই, তাদের পূর্ববর্তীদের কাছে কোন রসূল এসেছে তখনই তারা বলেছে যে, (সে) যাদুকর কিংবা পাগল।
اَتَوَاصَوْا بِهٖ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوْنَ ۚ﴿۵۳﴾	(৫৩) তারা কি একে অপরকে এর-ই উপদেশ দিয়ে গেছে? বরং তারা তো হল সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।
فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَاۤ اَنْتَ بِمَلُوْمٍ ﴿۵۴﴾	(৫৪) অতএব, তুমি তাদেরকে উপেক্ষা কর। এতে তুমি নিন্দিত হবে না।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) "তুমি বলে দাও" বাক্যটি এখানে উহ্য আছে। (জালালাইন)

(২) আল্লাহ্ তা'আলার দিকে ধাবিত হওয়ার অর্থ হল তার সওয়াব এবং ইবাদতের দিকে ধাবিত হওয়া।

(৩) অর্থাৎ, যেভাবে এরা তোমাকে অস্বীকার করছে তেমনিভাবে এদের পূর্ববর্তীরাও রসূলদেরকে অস্বীকার করেছিল। (বয়ানুল কুরআন)

(৪) অর্থাৎ, এদের কর্মকাণ্ড দেখে মনে হয় যেন এদের পূর্ববর্তী লোকেরা পরবর্তীদেরকে এ কাজের উপদেশ দিয়ে গেছে।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫০-৫১ নং আয়াতদ্বয়:

আয়াতদ্বয়ে মানুষকে এ মর্মে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন আল্লাহ তা'আলার সাথে অন্য কাউকে শরীক না করে এবং তাঁর সওয়াবের দিকে ধাবিত হয়।

● ৫২-৫৪ নং আয়াতসমূহ:

আয়াতসমূহ থেকে জানা যায়, যুগে যুগে সত্যের বাহকদের বিরুদ্ধে বাতিলপন্থীদের বিরোধিতার পদ্ধতি একই রকম ছিল। ফলে মনে হয়, তাদের এক প্রজন্ম অন্য প্রজন্মকে এ ব্যাপারে পরামর্শ দিয়ে গেছে। তবে সত্যপন্থীদের এ কারণে ঘাবড়ানো উচিত নয়। বরং এদেরকে উপেক্ষা করা উচিত।

وَّذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٥٥﴾	(৫৫) আর তুমি নসীহত করতে থাক। কেননা, নসীহত নিশ্চয় অবশ্যই মুমিনদের উপকারে আসবে।
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ﴿٥٦﴾	(৫৬) এবং আমি মানুষ ও জ্বীনকে সৃষ্টি করেছি শুধুমাত্র এ জন্য যে, তারা আমার ইবাদত করবে।
مَآ اُرِيْدُ مِنْهُمْ مِّنْ رِّزْقٍ وَّمَآ اُرِيْدُ اَنْ يُّطْعِمُوْنِ ﴿٥٧﴾	(৫৭) আমি তাদের কাছে রিযিক চাই না এবং এটাও চাই না যে, তারা আমাকে আহার প্রদান করবে।
اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ ﴿٥٨﴾	(৫৮) আল্লাহ-ই তো রিযিকদাতা, শক্তিশালী, স্থিত ক্ষমতার অধিকারী।
فَاِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذَنُوْبًا مِّثْلَ ذَنُوْبِ اَصْحٰبِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُوْنِ ﴿٥٩﴾	(৫৯) অতএব, নিশ্চয় এসব জালেমদের জন্য তাদের (পূর্ববর্তী) সঙ্গীদের (অর্থ্যাৎ সমপন্থীদের) প্রাপ্যের মতই প্রাপ্য[১] রয়েছে। সুতরাং তারা যেন আমার কাছে (তা) তাড়াতাড়ি না চায়।
فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ يَّوْمِهِمُ الَّذِيْ يُوْعَدُوْنَ ﴿٦٠﴾	(৬০) পরিশেষে কাফেরদের জন্য রয়েছে ধ্বংস তাদের সে দিনের[২] যে দিনের ব্যপারে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) প্রাপ্য অর্থাৎ শাস্তি (জালালাইন)

(২) অর্থাৎ কেয়ামতের দিন। (জালালাইন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫৫ নং আয়াত:

আয়াতের দ্বারা ওয়ায-নসীহতের উপকারিতা জানা যায়। এর দ্বারা হয়তো কাফের ইসলাম গ্রহণ করবে অথবা শ্রোতা যদি মুমিন হয় তবে তার অন্তরে ঈমান শক্তিশালী হবে। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ৫৬ নং আয়াত:

১. জিন ও ইনসানের প্রধানতম কাজ হল পৃথিবীতে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করা। কারণ, এ উদ্দেশ্যেই তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

২. ইবাদত একমাত্র আল্লাহরই হবে। ইবাদতের ক্ষেত্রে তাওহীদ থাকতে হবে।

● ৫৭-৫৮ নং আয়াতদ্বয়:

আয়াতদ্বয় থেকে প্রমাণিত হয়, আল্লাহ তা'আলা মানুষের কাছ থেকে এমন রিযকের অনুসন্ধান কামনা করেন না যা তাকে আল্লাহ পাকের ইবাদত থেকে বিরত রাখে। আল্লাহ পাকের হুকুম আদায়ের পর রিযক অন্বেষণ করা অবশ্যই অনুমোদিত এবং প্রশংসার্হ্য। (বয়ানুল কুরআন)

www.maktabatulabrar.com

● ৫৯-৬০ নং আয়াতদ্বয়:

আয়াতদ্বয় থেকে জানা যায়, কাফের এবং নাফরমানদের শাস্তি অবধারিত। এটা থেকে নিস্তার লাভের কোনো উপায় নেই।

(৫২) সূরা তূর[১] মক্কী
৪৯ আয়াত, ২ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

وَالطُّوْرِ ﴿١﴾	(১) শপথ তূর পাহাড়ের[২]
وَكِتٰبٍ مَّسْطُوْرٍ ﴿٢﴾	(২) আর সেই লিখিত কিতাবের,
فِيْ رَقٍّ مَّنْشُوْرٍ ﴿٣﴾	(৩) যা উন্মুক্ত প্রত্রে রয়েছে[৩]।
وَّالْبَيْتِ الْمَعْمُوْرِ ﴿٤﴾	(৪) শপথ বায়তুল মামূরের[৪]
وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوْعِ ﴿٥﴾	(৫) শপথ সুউচ্চ ছাদের[৫]
وَالْبَحْرِ الْمَسْجُوْرِ ﴿٦﴾	(৬) শপথ সমুদ্রের যা প্রজ্জ্বলিত হবে।[৬]
اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ﴿٧﴾	(৭) নিঃসন্দেহে তোমার প্রতিপালকের শাস্তি অবশ্যই সংঘটিত হবে।
مَّا لَهٗ مِنْ دَافِعٍ ﴿٨﴾	(৮) তা প্রতিরোধকারী কেউ নেই।
يَّوْمَ تَمُوْرُ السَّمَآءُ مَوْرًا ﴿٩﴾	(৯) যেদিন আকাশ প্রকম্পিত[৭] হবে প্রবলভাবে।
وَّتَسِيْرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ﴿١٠﴾	(১০) এবং পাহাড়-পর্বত দ্রুত চলবে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) নামকরণ: আল্লাহ তা'আলা এই সূরা শুরু করেছেন তূর পাহাড়ের নামে শপথ করে, এই সামঞ্জস্যতা হেতু সূরার নামকরণ হয়েছে তূর। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(২) একটি পাহাড়ের নাম "তূর" যে পাহাড়ে হযরত মূসা (আ.) অবস্থানকালীন সময়ে আল্লাহ তা'আলা তার সাথে কথা বলেছিলেন। (জালালাইন) পাহাড়টি সিনাই এলাকায় অবস্থিত।

(৩) رَقٍّ শব্দের অর্থ "যাতে লেখা হয়" তথা পত্র, কাগজ ইত্যাদি। এখানে মানুষের আমলনামার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অথবা তাওরাত, কুরআন ইত্যাদি বোঝানো হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন ও জালালাইন)

(৪) কাবা শরীফের সোজা উপর দিকে আসমানে অবস্থিত ফেরেশতাদের কা'বার নাম হল বায়তুল মামূর। প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেশতা এটি তওয়াফ করে, যারা পুনরায় আর কখনও এখানে আসে না। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর, মাআরিফুল কুরআন ও জালালাইন)

(৫) অর্থাৎ, আসমানের। (জালালাইন)

(৬) সমুদ্র আগুণে পরিণত হবে এবং সেই আগুণ কেয়ামতের ময়দানকে বেষ্টন করে থাকবে।

(৭) مَوْر শব্দের অর্থ নড়াচড়া করা, প্রকম্পিত হওয়া। এখানে কিয়ামতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। (জালালাইন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১-৬ নং আয়াতসমূহ:

১. আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টিরাজির মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছে তার নাম ধরে কসম খেতে পারেন। কিন্তু মানুষের জন্য কেবলমাত্র আল্লাহর নামে ছাড়া অন্য কারো নামে কসম খাওয়া জায়েয নেই। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. বাইতুল মা'মূর প্রমাণিত।

● ৬-১০ নং আয়াতসমূহ:

আয়াতসমূহ দ্বারা কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার বাস্তবতা এবং তার ভয়াবহতা সম্পর্কে জানা যায়।

فَوَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿١١﴾	(১১) বস্তুত সেদিন মিথ্যারোপকারীদের জন্য বড় দুর্ভোগ হবে।
الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ خَوْضٍ يَّلْعَبُوْنَ ﴿١٢﴾	(১২) যারা অপচর্চার মাঝে খেলা করছে।
يَوْمَ يُدَعُّوْنَ اِلٰى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ﴿١٣﴾	(১৩) তাদেরকে সেদিন জাহান্নামের আগুনের দিকে ধাক্কা মেরে মেরে নিয়ে যাওয়া হবে।
هٰذِهِ النَّارُ الَّتِيْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ﴿١٤﴾	(১৪) (এবং বলা হবে,) এই সেই আগুন যাকে তোমরা অবিশ্বাস করতে।
اَفَسِحْرٌ هٰذَآ اَمْ اَنْتُمْ لَا تُبْصِرُوْنَ ﴿١٥﴾	(১৫) এটা কি যাদু[১]? নাকি তোমরা (এখনো) দেখতে পাচ্ছ না?
اِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوْٓا اَوْ لَا تَصْبِرُوْا ۚ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ ۭ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٦﴾	(১৬) তোমরা এতে প্রবেশ কর। অতঃপর তোমরা ধৈর্যধারণ কর অথবা ধৈর্যধারণ না কর উভয়ই তোমাদের জন্য সমান[২]। তোমরা যে আমল করতে কেবল তার-ই প্রতিফল তোমাদেরকে দেয়া হচ্ছে।

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) পবিত্র কালামে পাকে সে জাহান্নামের বর্ণনা দেয়া হয়েছে সেটাকে কাফেররা দুনিয়াতে অস্বীকার করত এবং পবিত্র কুরআনকে যাদু বলে আখ্যায়িত করত। এজন্যই আখেরাতে জাহান্নাম তাদের সামনে উপস্থিত করে জিজ্ঞেস করা হবে এটা যাদু-কি না? (জালালাইন)

(২) অর্থাৎ ধৈর্যধারণ কর অথবা অধৈর্য হয়ে চিৎকার কর জাহান্নাম থেকে মোটেই মুক্তি দেয়া হবে না।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১১-১৬ নং আয়াতসমূহ:

আয়াতসমূহের দ্বারা জানা যায় যে, আখেরাতে কাফেরদের পরিনতি বিরূপ হবে এবং তাদের সাথে কিরূপ আচরণ করা হবে।

● ১৬ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, মৃত্যুর পরে কোন নেক আমল করলে তার বিনিময়ে পুরস্কার দেয়ার কোন ঘোষণা নেই। কেননা, সবর বা ধৈর্য একটি ভালো গুণ, দুনিয়াতে এর বিনিময়ে পুরস্কার ঘোষণা থাকলেও আখেরাতে সবরের বিনিময়ে কোন ফলাফল দেয়া হবে না।

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّنَعِيْمٍ ﴿١٧﴾	(১৭) নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে বাগ-বাগিচা ও ভোগ-বিলাসে।
فٰكِهِيْنَ بِمَآ اٰتٰىهُمْ رَبُّهُمْ ۚ وَوَقٰىهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ﴿١٨﴾	(১৮) তাদের প্রতিপালক তাদেরকে যা দিবেন তা তারা ভোগ করবে এবং তাদের প্রতিপালক তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করবেন।
كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْٓـًٔا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٩﴾	(১৯) (এবং তাদেরকে বলা হবে,[১]) তোমরা যা করতে তার প্রতিদানস্বরূপ তোমরা স্বাচ্ছন্দে পানাহার করতে থাক–
مُتَّكِـِٕيْنَ عَلٰى سُرُرٍ مَّصْفُوْفَةٍ ۚ وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ ﴿٢٠﴾	(২০) সারিবদ্ধ আসনসমূহের উপর হেলান দিয়ে। আর আমি তাদেরকে ডাগর চোখবিশিষ্ট[২] হুরদের সাথে মিলন ঘটিয়ে দেব[৩]।
وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ اَلَتْنٰهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ ۭ كُلُّ امْرِئٍۢ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ ﴿٢١﴾	(২১) আর যারা ঈমান আনে এবং তাদের সন্তানরাও ঈমানের ক্ষেত্রে তাদের অনুসারী হয়, তাদের সাথে তাদের সন্তানদেরকেও মিলিত করে দেব[৪] এবং তাদের আমল থেকে তাদেরকে কিছুমাত্র কম দেব না। প্রত্যেক ব্যক্তিই তার কর্মের ব্যাপারে দায়ী।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) "এবং তাদেরকে বলা হবে" বাক্যটি এখানে উহ্য আছে। (জালালাইন)

(২) عين শব্দটি عيناء এর বহুবচন। অর্থ ডাগর চোখবিশিষ্ট নারী। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(৩) এখানে تزويج শব্দের অর্থ "বিবাহ দেয়া" না করে "মিলন ঘটানো" করার কারণ হল জান্নাতে প্রচলিত বিবাহের পদ্ধতি থাকবে না। (টীকা-জালালাইন)

(৪) অর্থাৎ তাদের সন্তানদেরকে তাদের সমান মর্যাদা দেব।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৭-২০ নং আয়াতসমূহ:

আয়াতসমূহের দ্বারা তাকওয়ার ফযীলত এবং আখেরাতে মুত্তাকীদেরকে জান্নাতের মধ্যে বিভিন্ন নেয়ামত দান এবং জাহান্নাম থেকে নাজাত দেয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হয়।

● ২১ নং আয়াত:

১. আল্লাহ তা'আলা মুমিনগণের উপর অত্যন্ত মেহেরবান। ফলে মুমিনদের ছেলে মেয়ে যারা কম আমলের অধিকারী তাদের ছওয়াবকে বৃদ্ধি করে পিতা-মাতার সাথে একই জান্নাতে বসবাসের সুযোগ করে দিবেন।

২. প্রত্যেকেই তার গোনাহের জন্যে দায়ী হবে। একজনের গোনাহ অপর জনের উপর চাপিয়ে দেয়া হবে না। (মাআরিফুল কুরআন)

وَاَمْدَدْنٰهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَّلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ ﴿٢٢﴾	(২২) এবং তাদেরকে আমি ফল ও গোশত ক্রমান্বয়ে বাড়িয়ে দিব যেরূপ তারা আগ্রহ করবে।
يَتَنَازَعُوْنَ فِيْهَا كَاْسًا لَّا لَغْوٌ فِيْهَا وَلَا تَاْثِيْمٌ ﴿٢٣﴾	(২৩) সেখানে তারা পরস্পর শরাবের পেয়ালা নিয়ে কাড়াকাড়ি করবে (যা পান করার ফলে) না কোন অনর্থক কথাবার্তা হবে আর না কোন পাপকাজ হবে।
وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَاَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُوْنٌ ﴿٢٤﴾	(২৪) এবং তাদের পাশে কিশোরেরা ঘুরে বেড়াবে –এরা তাদের (সেবার) জন্য থাকবে– যারা সুরক্ষিত মুক্তার মত;
وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَآءَلُوْنَ ﴿٢٥﴾	(২৫) আর তাদের একজন অপরজনের মুখোমুখী হয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে।
قَالُوْٓا اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِيْٓ اَهْلِنَا مُشْفِقِيْنَ ﴿٢٦﴾	(২৬) তারা বলবে, আমরা তো ইতিপূর্বে আমাদের পরিবার-পরিজনের মাঝে (দুনিয়ায়) ভীত থাকতাম[১]।

www.maktabatulabrar.com

فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَ وَقٰىنَا عَذَابَ السَّمُوْمِ ﴿٢٧﴾	(২৭) অতঃপর আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং আগুনের[২] শাস্তি থেকে আমাদের রক্ষা করেছেন।
اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوْهُ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيْمُ ﴿٢٨﴾	(২৮) আমরা তো ইতিপূর্বেও[৩] তাকে ডাকতাম। নিশ্চয়, তিনি অত্যন্ত প্রতিশ্রুতি মোতাবেক অনুগ্রহকারী, পরম দয়ালু।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, আল্লাহ পাকের আযাবের ভয়ে ভীত থাকতাম। (জালালাইন)

(২) سموم শব্দের অর্থ আগুন। (জালালাইন)

(৩) অর্থাৎ, দুনিয়াতেও। (জালালাইন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২২ নং আয়াত:

আয়াতের দ্বারা জান্নাতীদের প্রতি আল্লাহ পাকের অসীম অনুগ্রহ করার বিষয়টি প্রমাণিত হয়। এবং জনা যায় যে, জান্নাতের মধ্যে মানুষের সকল মনোবাসনাই পূর্ণ হবে।

● ২৩ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় জান্নাতিদেরকে যে শরাব দেয়া হবে তা দুনিয়ার শরাব থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। এতে কোন ধরনের নেশা থাকার না ফলে তা পান করে কেউ মাতাল হয়ে অনর্থক কথা-বার্তা বলবেনা এবং এতে এমন কোন উত্তেজনাও সৃষ্টি হবে না যাতে মানুষ পাপকাজ করতে উৎসাহিত হয়।

● ২৪ নং আয়াত:

আয়াতের দ্বারা জান্নাতে গেলমান থাকার বিষয় প্রমাণিত হয়।

● ২৫-২৬ নং আয়াতদ্বয়:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় পৃথিবীতে জান্নাতীদের পরিচয় হল তারা সদা-সর্বদা আল্লাহ তা'আলার ভয়ে ভীত, কম্পিত থাকে। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ২৭-২৮নং আয়াতদ্বয়:

১. মুমিনগণ জান্নাতে গমনের পরও পৃথিবীর কথা তাদের মনে থাকবে। ফলে পৃথিবীর দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার পেয়ে জান্নাত লাভের কারণে তাদের মনে আনন্দ থাকবে অনেক বেশি। পক্ষন্তরে কাফেরদেরও মনে থাকবে পৃথিবীর কথা। ফলে পৃথিবীর সুখময় যিন্দেগী ছেড়ে জাহান্নামের আগুনে পোড়ার কষ্ট অনুভব হবে অনেক বেশি। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

২. জাহান্নাম থেকে মুক্তি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ।

৩. জান্নাতে দুনিয়ার ইবাদত-বন্দেগীর কথা স্মরণ হবে এবং এই স্মরণ জান্নাতীদের আনন্দ লাভের কারণ হবে।

(২৯) অতএব, তুমি উপদেশ দিতে থাক। আর তোমার প্রতিপালকের দয়ায় তুমি গণকও নও, পাগলও নও[১]।	فَذَكِّرْ فَمَآ اَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَّلَا مَجْنُوْنٍ ﴿٢٩﴾
(৩০) তারা কি বলে যে, (সে) একজন কবি? (এবং) আমরা তার ব্যাপারে কালের বিপর্যয়ের[২] অপেক্ষায় আছি।	اَمْ يَقُوْلُوْنَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهٖ رَيْبَ الْمَنُوْنِ ﴿٣٠﴾
(৩১) তুমি বলে দাও, তোমরা অপেক্ষা করতে থাক। আর আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষাকারীদের একজন[৩]।	قُلْ تَرَبَّصُوْا فَاِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُتَرَبِّصِيْنَ ﴿٣١﴾
(৩২) তাদের বিবেক-বুদ্ধি কি তাদেরকে এ ব্যাপারে[৪] হুকুম দেয় না কি তারা সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়?	اَمْ تَاْمُرُهُمْ اَحْلَامُهُمْ بِهٰذَآ اَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوْنَ ﴿٣٢﴾
(৩৩) না কি তারা বলে যে, সে এটি (কুরআন) রচনা করেছে? বরং তারা ঈমান আনবে না।	اَمْ يَقُوْلُوْنَ تَقَوَّلَهٗ ۚ بَلْ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٣٣﴾
(৩৪) যদি তারা সত্যবাদী হয় তবে এর (কুরআন) মত কোন বাণী তারা হাজির করুক।	فَلْيَاْتُوْا بِحَدِيْثٍ مِّثْلِهٖٓ اِنْ كَانُوْا صٰدِقِيْنَ ﴿٣٤﴾
(৩৫) তারা কি আপনা-আপনি-ই সৃষ্টি হয়ে গেছে না কি তারা নিজেরাই স্রষ্ঠা?	اَمْ خُلِقُوْا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمُ الْخٰلِقُوْنَ ﴿٣٥﴾
(৩৬) না কি তারা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছে? বরং তারা বিশ্বাস করে না[৫]।	اَمْ خَلَقُوا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ بَلْ لَّا يُوْقِنُوْنَ ﴿٣٦﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দ্বীনের দাওয়াত দেয়ার ফলে তাঁকে কাফেরদের পক্ষ থেকে গণক, পাগল, কবি ইত্যাদি বলে ডাকা হত। আলোচ্য আয়াতে এ দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

(২) اَلْمَنُوْن শব্দের অর্থ মৃত্যু বা কাল। আর رَيْب শব্দের মূল অর্থ সন্দেহ। ভাবার্থ বিপর্যয়। যেহেতু বিপর্যয়তেও সন্দেহ থাকে। এ হিসেবে رَيْبُ الْمَنُوْن এর অর্থ করা হয় কালের বিপর্যয় অর্থাৎ মৃত্যু, ধ্বংস ইত্যাদি।

(৩) অর্থাৎ, আমার পরিণতি দেখার জন্য তোমরা অপেক্ষা কর আমিও তোমাদের পরিণতি দেখার অপেক্ষায় আছি। (বয়ানুল কুরআন)

(৪) এ ব্যাপারে অর্থাৎ, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কবি, গণক, পাগল ইত্যাদি বলার ব্যাপারে। (জালালাইন)

www.maktabatulabrar.com

(৫) অর্থাৎ, তারা যেভাবে আল্লাহ তা'আলাকে অবিশ্বাস করছে তাতে মনে হয় তারা নিজে নিজেই সৃষ্টি হয়ে গেছে এবং আসমান-যমীন সব তারাই সৃষ্টি করেছে। (জালালাইন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৯-৩১ নং আয়াতসমূহ:

আয়াতসমূহ থেকে জানা যায়, যিনি দ্বীনের প্রচারক হবেন তাকে বিভিন্ন রকম অপবাদ, কটূক্তি শোনার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে এবং দ্বীনের দাওয়াত এবং নসীহত ও অবিরাম চালিয়ে যেতে হবে।

● ৩২-৩৪ নং আয়াতসমূহ:

১. যারা আল্লাহর রসূলকে অবাস্তব সব অপবাদ দেয় তারা নির্বোধ, বিবেকহীন।

২. কুরআনে কারীম অকাট্যভাবেই আল্লাহ পাকের বাণী, কারো রচনা নয়।

৩. তাদেরকে চ্যালেঞ্জ পেশ করা হয়েছিল যদি তারা কুরআনকে মানব-রচিত মনে করে তাহলে তারা এর অনুরূপ রচনা পেশ করুক। কিন্তু তারা এই চ্যালেঞ্জের জবাব দিতে পারেনি। তাতে আরও প্রমাণিত হয়েছে কুরআন মানব-রচিত নয়।

● ৩৫-৩৬ নং আয়াতদ্বয়:

আয়াতদ্বয়ে স্রষ্টার অস্তিত্বের পক্ষে দলীল পেশ করা হয়েছে। যেহেতু সৃষ্টির জন্য স্রষ্টা জরুরী। কাজেই মানুষ আপনা আপনি সৃষ্টি হতে পারে না। প্রশ্ন হল স্রষ্টা কে? মানুষ কি নিজেই নিজের স্রষ্টা? এটাও অসম্ভব। কারণ, যখন তার অস্তিত্বই ছিল না তখন কীকরে সে স্রষ্টা হবে? অতএব স্রষ্টা হলেন আল্লাহ। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(৩৭) তাদের কাছে কি তোমার প্রতিপালকের ভাণ্ডারসমূহ[১] আছে? না কি তারাই (সবকিছুর) দাপটের অধিকারী?	اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَآئِنُ رَبِّكَ اَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُوْنَ ﴿٣٧﴾
(৩৮) তাদের কাছে কি কোন সিঁড়ি আছে যাতে (আরোহণ করে) তারা শ্রবণ করে? তাহলে তাদের শ্রবণকারী স্পষ্ট প্রমাণ হাজির করুক[২]।	اَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَّسْتَمِعُوْنَ فِيْهِ ۚ فَلْيَاْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿٣٨﴾
(৩৯) না কি কন্যা সন্তান তাঁর (আল্লাহর) জন্য আর পুত্র সন্তান সব তোমাদের জন্য[৩]।	اَمْ لَهُ الْبَنٰتُ وَلَكُمُ الْبَنُوْنَ ﴿٣٩﴾
(৪০) তুমি কি তাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাও যে, তারা (সেই) দণ্ডের কারণে ভারাক্রান্ত?	اَمْ تَسْـَٔلُهُمْ اَجْرًا فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُوْنَ ﴿٤٠﴾
(৪১) না কি তাদের কাছে গায়েব (-এর ইল্‌ম) রয়েছে যে তারা লিখে রাখে[৪]?	اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُوْنَ ﴿٤١﴾
(৪২) অথবা তারা কি কোন ষড়যন্ত্র চায়? পরিণামে কাফেররাই ষড়যন্ত্রের শিকার হবে।	اَمْ يُرِيْدُوْنَ كَيْدًا ۭ فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا هُمُ الْمَكِيْدُوْنَ ﴿٤٢﴾
(৪৩) অথবা তাদের জন্য আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ আছে কি? তারা যা শিরক করে আল্লাহ তা থেকে পবিত্র।	اَمْ لَهُمْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ ۭ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٤٣﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ নেয়ামত এবং নবুওয়াতের ভাণ্ডার। (বয়ানুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ তাদের কাছে তো আসমানী জ্ঞানলাভের কোন মাধ্যম নেই, তাহলে কিসের ভিত্তিতে তারা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দাওয়াতকে অস্বীকার করছে। (জালালাইন)

(৩) কাফেররা নিজেদের জন্য কন্যা সন্তান অপছন্দ করত এবং বলত আল্লাহ কন্যা সন্তান গ্রহণ করেছেন। আয়াতে এদিকেই ইশারা করা হয়েছে।

(৪) অর্থাৎ তাদের কাছে কি ইল্‌মে গায়েব আছে যার উপর ভিত্তি করে তারা নবীজীকে কবি, গনক ইত্যাদি বলে? (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩৭-৩৯ নং আয়াতসমূহ:

আয়াতসমূহ থেকে প্রমাণিত হয়, সকল নেয়ামতের ভাণ্ডার একমাত্র আল্লাহ পাকের কাছে এবং কাফেরদের কথাবার্তা একেবারেই ভিত্তিহীন আর আল্লাহ সন্তান গ্রহণ থেকে পবিত্র।

● ৪০ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় দ্বীনি দাওয়াতের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা উচিত নয়। এতে দ্বীন বোঝা হয়ে যাবে। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ৪১ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় মানুষের কাছে গায়েবের ইলম নেই।

● ৪২ নং আয়াত:

আয়াত থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, ইসলামের বিরুদ্ধে যারাই ষড়যন্ত্র করবে তারাই ধ্বংস হয়ে যাবে, যেভাবে মক্কায় কাফেররা বদরে খন্দকে ধ্বংস হয়েছিল।

● ৪৩ নং আয়াত:

আয়াতে তাওহীদের শিক্ষা বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা শিরক থেকে পবিত্র। তার কোন শরীক নেই।

(৪৪) আর তারা যদি আসমান থেকে কোন খণ্ড পতিত হতে দেখে তারা বলবে, (এটা) পুঞ্জিভূত মেঘ[১]।	وَاِنْ يَّرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَآءِ سَاقِطًا يَّقُوْلُوْا سَحَابٌ مَّرْكُوْمٌ ﴿٤٤﴾
(৪৫) অতএব, তাদেরকে থাকতে দাও (নিজে অবস্থায়) যে পর্যন্ত না তারা তাদের সেই দিনের মুখোমুখি হয় যেদিন তারা চেতনাহারা হবে[২]।	فَذَرْهُمْ حَتّٰى يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِىْ فِيْهِ يُصْعَقُوْنَ ﴿٤٥﴾
(৪৬) যেদিন তাদের ষড়যন্ত্র তাদের কোনই উপকারে আসবে না এবং তাদেরকে সাহায্যও করা হবে না।	يَوْمَ لَا يُغْنِىْ عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْـًٔا وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٤٦﴾

www.maktabatulabrar.com

(৪৭) বস্তুত জালেমদের জন্য এছাড়া আরো শাস্তি রয়েছে[৩] কিন্তু তাদের অধিকাংশই (তো) জানে না।	وَاِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا عَذَابًا دُوْنَ ذٰلِكَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٤٧﴾
(৪৮) আর তুমি তোমার প্রতিপালকের হুকুমের অপেক্ষায় ধৈর্যধারন কর। তুমি তো আমার হেফাজতেই রয়েছ। আর যখন তুমি (ঘুম থেকে বা মজলিস থেকে) উঠ তখন তোমার প্রতিপালকের প্রশংসামূলক তাছবীহ পাঠ কর।	وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَاِنَّكَ بِاَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِيْنَ تَقُوْمُ ﴿٤٨﴾
(৪৯) আর রাতের কিছু অংশে এবং তারকারাজি অস্ত যাওয়ার পর তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা কর।	وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاِدْبَارَ النُّجُوْمِ ﴿٤٩﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) كِسْفًا শব্দের অর্থ টুকরো বা অংশ। কাফেররা বলেছিল, যদি আপনি নবী হয়ে থাকেন তবে আসমান ভেঙ্গে আমাদের উপর ফেলেন। তবে আমরা বিশ্বাস করব। কিন্তু এসব কথা সত্য থেকে দূরে থাকার ছলনা মাত্র।

(২) অর্থাৎ কেয়ামতের দিন। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(৩) অর্থাৎ, দুনিয়াতে থাকা অবস্থায়-ই, যেমন বদর, খন্দক-এ হয়েছে। (জালালাইন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪৪-৪৫ নং আয়াতদ্বয়:

আয়াতদ্বয় থেকে শিক্ষণীয় বিষয় হল, কাফের এবং ধর্মদ্রোহীদের বিভিন্ন রকমের কথাবার্তা উপেক্ষা করে দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যাওয়া উচিত। কারণ, তাদের প্রশ্ন সত্যকে বাধাগ্রস্থ করার জন্য হয় সত্যকে জানার জন্য নয়।

● ৪৬-৪৭ নং আয়াতদ্বয়:

১. শেষ পর্যন্ত কাফেরদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থই হয়ে থাকে।

২. দুনিয়া এবং আখেরাতে কাফের এবং ধর্মদ্রোহীদের একমাত্র পরিণতি হল ধ্বংস এবং আশান্তি।

● ৪৮–৪৯ নং আয়াতদ্বয়:

১. আল্লাহ পাকের সিদ্ধান্তের উপর অটল থাকা এবং কোন বিষয়ে অস্থির না হয়ে পড়া মুমিনের কর্তব্য।

২. ঘুম থেকে উঠা এবং মজলিস থেকে উঠার সময় নির্ধারিত তাসবীহসমূহ পঠ করা উচিত।

৩. "রাতের তাসবীহ" বলে মাগরিব ও এশার নামায এবং তারকারাজির অস্ত যাওয়ার পরের "তাসবীহ" বলে ফযরের নামায ও অন্যান্য তাসবীহ বোঝানো হয়েছে। অতএব বোঝা যায়, ফজরের নামায আকাশ ফর্সা হয়ে যাওয়ার পরে পড়া উত্তম। কেননা, তাকারাজি অস্ত যাওয়ার অর্থ হল তারকা

দেখা না যাওয়া। কেননা তারকা অস্ত যায় না। আর এটা কেবলমাত্র আকাশ ফর্সা হওয়ার পর-ই সম্ভব। (আহকামুল কুরআন)

(৫৩) সূরা নাজ্‌ম, মক্কী
৬২ আয়াত, ৩ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى ۙ①	(১) শপথ তারকার যখন তা পতিত হয়[১]।
مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى ۚ②	(২) তোমাদের সাথী[২] বিভ্রান্ত হারায়নি এবং আকীদাগত ভ্রান্তির শিকারও হয়নি।
وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ۭ③	(৩) এবং সে খেয়ালখুশি থেকে কথা বলে না।
اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى ۙ④	(৪) তা তো কেবল ওহী যা তার কাছে প্রত্যাদেশ করা হয়।
عَلَّمَهٗ شَدِيْدُ الْقُوٰى ۙ⑤	(৫) তাকে শেখায় অত্যন্ত শক্তিশালী (এক ফেরেশতা)
ذُوْ مِرَّةٍ ۭ فَاسْتَوٰى ۙ⑥	(৬) সহজাত শক্তিসম্পন্ন[৩]। আর সে (নিজ আকৃতিতে) স্থির হয়েছিল[৪]।
وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰى ؕ⑦	(৭) এমতাবস্থায় যে, সে (আকাশের) সুউচ্চ প্রান্তে ছিল।
ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى ۙ⑧	(৮) অতঃপর সে কাছে এল এবং আরও কাছে এল।
فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى ۚ⑨	(৯) এমন কি দুই ধনুক[৫] পরিমাণ (দূরত্বে) এল বরং আরো কম।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) هَوٰى শব্দের অর্থ অদৃশ্য হয় বা পতিত হয়। (জালালাইন, বয়ানুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (জালালাইন)

(৩) অর্থাৎ জিব্রাঈল (আ.)। যিনি অত্যন্ত শক্তিশালী। যার ছয়শত ডানা আছে। (মাআরিফুল কুরআন)

(৪) হযরত রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'বার হযরত জিব্রাঈল (আ.) কে নিজ আকৃতিতে দেখেছিলেন। এখানে প্রথমবার দেখার বিষয় বর্ণিত হয়েছে। হেরা পর্বতে থেকে তাকে নিজ

www.maktabatulabrar.com

আকৃতিতে দেখতে পেয়েছিলেন। বিশাল দিগন্ত জুড়ে তার অবস্থান ছিল। আর একবার দেখেছিলেন সিদরাতুল মুনাতাহার কাছে, যা পরে বর্ণিত হচ্ছে। (মাআরিফুল কুরআন ও জালালাইন)

(৫) অর্থাৎ দু'টো ধনুক মুখোমুখি উভয়ের সূতো মিলিয়ে রাখা হলে যে পরিমাণ দূরত্বের সৃষ্টি হয় তা হল প্রায় দু'হাত। এর চেয়েও অধিক নিকটে এসেছিলেন।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১ নং আয়াত:

আয়াতে "তারকার নামে শপথ করার পেছনে হেকমত এই যে, তারকার দ্বারা যেভাবে মানুষ রাতের অন্ধকারে পথ দেখে তেমনিভাবে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও পথ দেখান (মাআরিফুল কুরআন)

● ২ নং আয়াত:

১. রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভ্রান্ত ছিলেন না।

২. আয়াতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে "সাথী" বলে আখ্যায়িত করে এই বোঝানো হয়েছে যে, তিনি তো বার থেকে আগত অপরিচিত কোন ব্যক্তি নন। বরং তিনি তোমাদের শৈশব, কৈশোর, যৌবনের সাথী। তাঁর সততা সম্পর্কে তোমরা ভালোভাবেই জান। কাজেই তিনি সারা জীবন তোমাদের মাঝে বিশ্বস্ত থেকে নবুয়তের ব্যাপারে মিথ্যাবাদী হবেন- এটা বাস্তবসম্মত নয়। (মাআরিফুল কুরআন)

● ৪-৫ নং আয়াতদ্বয়:

১. রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওহী থেকে পেয়েই সবকিছু বলেছেন। মনগড়া কিছু বলেননি। তবে যেক্ষেত্রে ভাষা এবং অর্থ উভয়টি আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে এসেছে তাকে বলা হয় কুরআন। এবং যেক্ষেত্রে কেবল অর্থ আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে এসেছে আর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ ভাষায় তা ব্যক্ত করেছেন তা হল "হাদীস।"

২. এতে প্রমাণিত হয় হাদীসও এক প্রকার ওহী। তবে হাদীসে কখনো সুস্পষ্ট বিধান বর্ণনা করা হয় এবং কখনো মূলনীতি বলে দেয়া হয়। এই মূলনীতি থেকে ইজতিহাদ করে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিধান দিয়ে থাকেন। এবং এই ইজতিহাদের ক্ষেত্রে ভুল হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে। তবে নবীদের ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট হল, তাদের পক্ষ থেকে কোন ইজতিহাদী ভুল হয়ে গেলে আল্লাহ তা'আলা তা শুধরিয়ে দেন। যেমন বদরের যুদ্ধে বন্দী বিনিময়ের ক্ষেত্রে এ ধরনের ঘটনা ঘটেছিল। (মাআরিফুল কুরআন ও বয়ানুল কুরআন)

● ৫-৯ নং আয়াতসমূহ:

১. হযরত রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুবার জিব্রাঈল (আ.) কে নিজ আকৃতিতে দেখেছিলেন।

২. রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য মাধ্যমে ওহী পৌঁছেছে। কারণ, জিব্রাঈল (আ.) অত্যন্ত শক্তিশালী ফেরেশতা। পথিমধ্যে তার কাছ থেকে কেউ ওহী ছিনিয়ে নিবে কিংবা পরিবর্তন করে ফেলবে এমন সম্ভাবনা নেই। (আইছারুত্তাফাসীর)

فَاَوْحٰۤى اِلٰى عَبْدِهٖ مَاۤ اَوْحٰى ﴿١٠﴾	(১০) তখন তিনি (আল্লাহ) তাঁর বান্দার প্রতি যা নাযেল করার তা নাযেল করলেন।
مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى ﴿١١﴾	(১১) যা সে দেখেছে তাকে (তাঁর) অন্তর অস্বীকার করেনি[১]।
اَفَتُمٰرُوْنَهٗ عَلٰى مَا يَرٰى ﴿١٢﴾	(১২) তবে কি তোমরা তার সাথে বিতর্ক করবে সেই বিষয়ে যা সে দেখেছে[২]।
وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى ﴿١٣﴾	(১৩) এবং নিশ্চয় সে তো তাকে আরেকবারও দেখেছিল।
عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى ﴿١٤﴾	(১৪) সিদরাতুল মুনতাহা'র কাছে[৩]।
عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوٰى ﴿١٥﴾	(১৫) তার কাছেই হল "জান্নাতুল মাওয়া"[৪]।
اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى ﴿١٦﴾	(১৬) যখন সিদরাতুল মুনতাহাকে আচ্ছন্ন করে নিচ্ছে যা তাকে আচ্ছন্ন করে নিচ্ছে[৫]।
مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى ﴿١٧﴾	(১৭) তার দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুত হয়নি এবং অগ্রসরও হয়নি।
لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى ﴿١٨﴾	(১৮) নিশ্চয় সে তো তার প্রতিপালকের বড় বড় কিছু নিদর্শন দেখেছে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত জীব্রাঈল (আ.)-এর যে আকৃতি চোখে দেখেছিলেন তাকে তার অন্তরও সঠিকভাবেই উপলব্ধি করেছিল। (আইছারুত্তাফাসীর ও মাআরিফুল কুরআন)

(২) এ আয়াতে মক্কার মুশরিকদের প্রতি লক্ষ্য করে বলা হয়েছে, যারা জীব্রাঈল (আ.)-এর সাথে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাক্ষাতকে অস্বীকার করত।

(৩) سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى অর্থ শেষ প্রান্তে অবস্থিত বরই গাছ। এটি সপ্তম আসমানে অবস্থিত। ফেরেশতাগণ এর উর্ধ্বে গমন করতে পারেন না বলে এটিকে শেষ প্রান্তের গাছ বলা হয়। এখানেই হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বিতীয়বার জীব্রাঈল (আ.) কে তার নিজ আকৃতিতে দেখেছিলেন। (মাআরিফুল কুরআন)

(৪) الْمَاْوٰى শব্দের অর্থ ঠিকানা। এখানে جَنَّةُ الْمَاْوٰى বলে জান্নাতকে বোঝানোই উদ্দেশ্য। যেহেতু জান্নাত-ই হল মানুষের আসল ঠিকানা সেহেতু জান্নাতকে জান্নাতুল মাওয়া "বলে অভিহিত করা হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন)

www.maktabatulabrar.com

(৫) মেরাজের রাতে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সম্মানার্থে উক্ত বরই গাছকে বিশেষভাবে সাজানো হয়েছিল। স্বর্ণের তৈরী প্রজাপতি বারবার বরই গাছের উপর পতিত হচ্ছিল। আয়াতে সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১০-১৮ নং আয়াতসমূহ:

১. রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কতৃক হযরত জীব্রাঈল (আ.) কে নিজ আকৃতিতে দেখা এবং মেরাজের রাতে অনেক নিদর্শনাবলী দেখার বিষয় বর্ণিত হয়েছে। এর দ্বারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নবুওয়াতের সত্যতা এবং তাঁর প্রচারিত দ্বীন যে ওহীর মাধ্যমে এসেছে তা প্রমাণিত হয়।

২. সিদরতুল মুনতাহার কাছে জান্নাত অবস্থিত। আর হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে, সিদরতুল মুনতাহা সপ্তম আকাশের উপর অবস্থিত। অতএব বোঝা গেল জান্নাত সপ্তম আকাশের উপর অবস্থিত।

اَفَرَءَيْتُمُ اللّٰتَ وَالْعُزّٰى ﴿١٩﴾	(১৯) আর তোমরা কি ভেবে দেখেছ লাত ও উজ্জা সম্পর্কে?
وَمَنٰوةَ الثَّالِثَةَ الْاُخْرٰى ﴿٢٠﴾	(২০) এবং তৃতীয় আরেকটি "মানাত" সম্পর্কে[১] ?
اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْاُنْثٰى ﴿٢١﴾	(২১) তোমাদের জন্যই কি পুত্র সন্তান আর তার (আল্লাহর) জন্য কন্যা সন্তান?
تِلْكَ اِذًا قِسْمَةٌ ضِيْزٰى ﴿٢٢﴾	(২২) তাহলে তো এটা একটা অন্যায় বন্টন[২]।
اِنْ هِىَ اِلَّاۤ اَسْمَآءٌ سَمَّيْتُمُوْهَاۤ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ مَّاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ؕ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْاَنْفُسُ ۚ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مِّنْ رَّبِّهِمُ الْهُدٰى ﴿٢٣﴾	(২৩) এসব[৩] তো কতগুলো নামমাত্র যা তোমরা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষেরা রেখেছ। যার পক্ষে আল্লাহ কোন দলীল নাযেল করেননি। তারা তো কেবলই অনুমান[৪] এবং যা তাদের অন্তর-মন চায় তার-ই অনুসরণ করে। অথচ তাদের কাছে তো অবশ্যই এসেছে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে হেদায়াত।
اَمْ لِلْاِنْسَانِ مَا تَمَنّٰى ﴿٢٤﴾	(২৪) মানুষের জন্য কি তাই রয়েছে যা সে আকাঙ্খা করে?
فَلِلّٰهِ الْاٰخِرَةُ وَالْاُوْلٰى ﴿٢٥﴾	(২৫) বস্তুত দুনিয়া এবং আখেরাত রয়েছে আল্লাহর-ই আয়ত্বে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) মুশরিকরা বিভিন্ন মূর্তির পূজা করত। তার মধ্যে তিনটা মূর্তি ছিল বড় ধরনের। যথা: লাত, মানাত ও উজ্জা। লাত ছিল সাকীফ গোত্রের, উজ্জা কোরাইশ গোত্রের এবং মানাত বনী-হেলাল গোত্রের মূর্তী ছিল। আলোচ্য আয়াতদ্বয় কুরাইশদেরকে লক্ষ্য করে প্রশ্ন করা হয়েছে যে, এসব নিজেদের তৈরী মূর্তি কি কখনো মাবূদ হওয়ার যোগ্য হতে পারে? (মাআরিফুল কুরআন ও আইছারুত্তাফাসীর)

(২) কাফেররা কন্যা সন্তান নিজেদের জন্য অপছন্দ করত। এবং আল্লাহ পাকের জন্য কন্যা সন্তান সাব্যস্ত করত। এ আয়াতে তার খণ্ডন পেশ করা হয়েছে।

(৩) অর্থাৎ উল্লেখিত মূর্তিদের নাম। (জালালাইন)

(৪) মুশরিকরা আশা করত যে, এসব মূর্তি তাদের জন্য হাশরের মাঠে সুপারিশকারী হবে। কিন্তু এই অবাস্তব আশা কখনো পূরণ হওয়ার মত নয়।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৯-২২ নং আয়াতসমূহ:

আয়াতসমূহের দ্বারা মুশরিকদের মূর্তিপূজা এবং আল্লাহ পাকের জন্যে কন্যা সন্তান সাব্যস্ত করা ইত্যাদি বিষয়ের অসারতা প্রমাণিত হয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ২৩ নং আয়াত:

আয়াত থেকে জানা যায়, যুগে যুগে বাতিলপন্থীরা নিজেদের অনুমান এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে গিয়ে গোমরাহ ও ধ্বংস হয়েছে।

● ২৪-২৫ নং আয়াতদ্বয়:

১. মানুষের সকল আশা কখনোই পূরণ হবার নয়। বরং দুনিয়া এবং আখেরাতের মালিক আল্লাহ তা'আলা যেসব আশা পূরণ করেন তা-ই কেবল পূরণ হয়।

২. ২৪ নং আয়াতে ইংগিত করা হয়েছে যে, কাফেররা মূর্তি থেকে যে আশা পোষণ করত যে, তারা সুপারিশ করে তাদের রক্ষা করবে সে আশা পূরণ হবে না।

وَكَمْ مِّنْ مَّلَكٍ فِى السَّمٰوٰتِ لَا تُغْنِىْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْـًٔا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اَنْ يَّاْذَنَ اللّٰهُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَرْضٰى ﴿٢٦﴾	(২৬) আর আসমানসমূহে কত ফেরেশতা রয়েছে! তাদের সুপারিশও কোন উপকারে আসবে না। তবে আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা করেন এবং (যার প্রতি) সন্তুষ্ট হন তার জন্য অনুমতি দেয়ার পর।
اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ لَيُسَمُّوْنَ الْمَلٰٓئِكَةَ تَسْمِيَةَ الْاُنْثٰى ﴿٢٧﴾	(২৭) যারা আখেরাতে বিশ্বাস রাখে না, নিঃসন্দেহে তারাই ফেরেশতাদেরকে কন্যা নামে নামকরণ করে।
وَمَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ ؕ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ ۚ وَاِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِىْ مِنَ الْحَقِّ شَيْـًٔا ﴿٢٨﴾	(২৮) অথচ এ বিষয়ে তাদের কোনই জ্ঞান নেই। তারা কেবল অনুমানের পেছনে ছোটে। আর সত্যের মোকাবেলায় অনুমান কোনই উপকারে আসে না[১]।

www.maktabatulabrar.com

فَاَعْرِضْ عَنْ مَّنْ تَوَلّٰى ۙ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ اِلَّا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ﴿٢٩﴾	(২৯) অতএব, যে আমার উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং শুধু দুনিয়ার জীবন কামনা করে তাকে তুমি উপেক্ষা কর।
ذٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ ؕ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۙ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدٰى ﴿٣٠﴾	(৩০) সেটাই তাদের জ্ঞানের দৌড়[২]। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকই ভালো জানেন কে তাঁর পথ থেকে সরে গেছে এবং তিনিই ভালো জানেন কে হেদায়াত পেয়েছে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) ظَن শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। (এক) অনুমান, ভিত্তিহীন কল্পনা। এ ধরনের ظن কোন বিষয়ে দলীল হতে পারে না। (দুই) একীন বা দৃঢ় বিশ্বাসের বিপরীত ধারণা। "একীন" বলে যাতে কোন ধরনের সন্দেহের অবকাশ নেই। যেমন কুরআন ও হাদীছে মুতাওয়াতির থেকে অর্জিত জ্ঞান। (তিন) আর এক প্রকার ظن হল যা অকাট্য এবং সন্দেহের উর্ধ্বে নয় তবে ভিত্তিহীন কল্পনাও নয়। এ ধরনের ظن দলীলের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এর উপর আমল করা অনেক ক্ষেত্রেই ওয়াজিব। আলোচ্য আয়াতে প্রথম প্রকারের ظن এর কথা বলা হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ দুনিয়াকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দেয়া এবং শ্রেষ্ঠ মনে করা। তাদের জ্ঞান এটাকেই উপলব্ধি করেছে। (জালালাইন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৬ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, আল্লাহ পাকের মাসুম বান্দা ফেরেশতাদের পর্যন্ত সুপারিশ করার কোন অধিকার থাকবে না। কাজেই মূর্তি কর্তৃক সুপারিশ করার কোন প্রশ্নই আসে না। আরো প্রমাণিত হয়, আখেরাতে সুপারিশের জন্য দু'টি শর্ত রয়েছে। (এক) সুপারিশকারীর জন্য আল্লাহ পাকের অনুমতি লাগবে। (দুই) যার জন্য সুপারিশ করা হবে তার প্রতি আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি থাকতে হবে। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ২৭ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, আখেরাতে অবিশ্বাস মানুষের অনেক অপরাধের মূল উৎস। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ২৮ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, অনুমান এবং ভিত্তিহীন কল্পনা দ্বারা অকাট্য সত্যকে মোকাবেলা করা যায় না।

● ২৯ নং আয়াত:

আয়াত থেকে জানা যায়, দুনিয়ার মহব্বত অত্যন্ত মন্দ বিষয়। এটা মানুষকে আল্লাহ পাকের যিকির এবং তার হুকুম পালন থেকে বিরত রাখে।

● ৩০ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, দুনিয়াকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দেয়া এবং দুনিয়াকে শ্রেষ্ঠ মনে করা অত্যন্ত নির্বুদ্ধিতা এবং মূর্খতার পরিচয়।

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۙ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَسَآءُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحُسْنٰى ۝ اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا اللَّمَمَ ؕ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ؕ هُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاِذْ اَنْتُمْ اَجِنَّةٌ فِيْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ ۚ فَلَا تُزَكُّوْٓا اَنْفُسَكُمْ ؕ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى ۝

(৩১) বস্তুত আকাশমণ্ডলীতে যা কিছু আছে এবং যা কিছু আছে পৃথিবীতে সবই আল্লাহর। ফলে যারা বদ আমল করেছে তাদেরকে তিনি তাদের আমলের বদলা দিবেন আর যারা নেক আমল করেছে তাদেরকে দিবেন উত্তম প্রতিদান।
(৩২) তারা[১] কবীরা গুনাহসমূহ এবং অশ্লীল বিষয়াদি থেকে বিরত থাকে ছোট-খাট অপরাধ ছাড়া[২]। নিশ্চয়, তোমার প্রতিপালক ব্যাপক ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের সম্পর্কে ভালো জানেন যখন তিনি তোমাদেরকে যমীন থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যখন তোমরা তোমাদের মায়ের পেটে ভ্রূণরূপে[৩] ছিলে। অতএব, তোমরা নিজেদের পবিত্রতা বর্ণনা কর না। মুত্তাকীদের সম্পর্কে তিনিই ভালো জানেন।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) তারা অর্থাৎ নেক আমলকারীরা। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) اللَّمَمَ শব্দের অর্থ কাছাকাছি। এখানে উদ্দেশ্য হল সগীরা গোনাহ। কারণ, সগীরা গোনাহ কবীরা গোনাহের সমপর্যায়ের নয় বরং কাছাকাছি। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) اَجِنَّةٌ বহুবচন جَنِيْنٌ এর। এর অর্থ গর্ভে অবিস্থত ভ্রূণ। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩১ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, বিশ্বের সবকিছুর মালিক হলেন আল্লাহ তা'আলা। কাজেই অন্যায়কারীরা প্রকৃত শাস্তি এবং নেককারের পুরোপুরি বিনিময় একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই দিতে পারেন এবং তিনি তা দিবেনও।

● ৩২ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, যেসব নেককার লোক কবীরা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকেন তারা কখনো সগীরা গোনাহ করে ফেললে নেককার থেকে খারিজ হয়ে যবেন না। বরং আল্লাহ তা মাফ করে দেবেন। তবে এর অর্থ এই নয় যে, সগীরা গোনাহ করার অনুমতি দেয়া হচ্ছে। এ ছাড়া এই আয়াতের দ্বারা নিজেকে পবিত্র মনে করাও নিষেধ বলে প্রমাণিত হয়। (মাআরিফুল কুরআন প্রভৃতি)

www.maktabatulabrar.com

اَفَرَءَيْتَ الَّذِيْ تَوَلّٰى ۝ وَاَعْطٰى قَلِيْلًا وَّاَكْدٰى ۝ اَعِنْدَهٗ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرٰى ۝ اَمْ لَمْ يُنَبَّاْ بِمَا فِيْ صُحُفِ مُوْسٰى ۝ وَاِبْرٰهِيْمَ الَّذِيْ وَفّٰٓى ۝

(৩৩) তুমি কি দেখেছ তাকে, যে মুখ ফিরিয়ে নিল[১]?
(৩৪) এবং সামান্য দিল পরে বিরত থাকল[২]।
(৩৫) তার কাছে কি গায়েব-এর ইলম রয়েছে যার ফলে সে দেখবে[৩]?
(৩৬) তাকে কি জানানো হয়নি যা আছে মূসার সহীফাসমূহে[৪]?
(৩৭) এবং ইবরাহীমের (সহীফায়) যে পূর্ণ করে ছিলে (তার ওয়াদা[৫])।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) আলোচ্য আয়াতগুলোর শানে নুযূল হল: এক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের পর এক কাফের তাকে তিরস্কার করে বলল, তুমি কেন মুসলমান হয়েছ? উত্তরে সে বলল, আমি আখেরাতের শাস্তিকে ভয় করি। তখন কাফের তাকে বলল, তুমি আমাকে কিছু টাকা দিলে তোমার শাস্তি আমি নিজের মাথায় নেব। বহু দরকষাকষির পর সে কিছু টাকা দিল এবং বাকি টাকার জন্য একটি দলীল লিখে দিল। এবং ইসলাম থেকে ফিরে গেল। এই ব্যক্তির নাম ছিল ওলীদ ইবনে মুগীরা। এ প্রসঙ্গেই আলোচ্য আয়াত-সমূহ অবতীর্ণ হয়। (বয়ানুল কুরআন ও মাআরিফুল কুরআন)

(২) اكدى শব্দটি كدية থেকে এসেছে। كدية অর্থ এমন পাথর যা মাটিতে থাকার ফলে গর্ত করতে বাধার সৃষ্টি হয়। এখানে اكدى অর্থ হল প্রথমে কিছু দিল পরে হাত গুটিয়ে নিল। (মাআরিফুল কুরআন)

(৩) অর্থাৎ সে কীভাবে গায়েব-এর এই সংবাদ বিশ্বাস করল যে, তার বন্ধু তার গোনাহের বোঝা বহন করতে সক্ষম হবে। (মাআরিফুল কুরআন)

(৪) হযরত মূসা (আ.) তাওরাত ছাড়াও আরো দশটি সহীফা তথা আসমানী কিতাব পেয়েছিলেন যাতে একথাও লিখা ছিল যে, একের গোনাহের বোঝা অপরে বহন করবে না। ওলীদ কি তা জানে না? (বয়ানুল কুরআন)

(৫) হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহ পাকের কাছে ওয়াদা করেছিলেন যে, তিনি আলাহ পাকের আনুগত্য করবেন। এই ওয়াদা তিনি হাজারো অগ্নি পরীক্ষার মধ্যেও পূর্ণ করেছিলেন। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩৩-৩৫ নং আয়াতসমূহ:

১. আখেরাতে নাজাত পেতে হলে ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে নিজেকেই নাজাতের উপায় বের করতে হবে।

২. মানুষের কাছে গায়েবের ইলম নেই।

● ৩৬-৩৭ নং আয়াতদ্বয়:

আয়াতদ্বয় থেকে প্রমাণিত হয়, মূসা (আ.) এবং ইবরাহীম (আ.)সহ অন্যান্য নবীগণের কিতাবে যে বিধান ও নিয়মনীতি বর্ণিত আছে তা আমাদের বেলায়ও প্রযোজ্য। তবে যেসব বিধান বাতিল হওয়ার ব্যাপারে আমাদের ধর্মে সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে সেগুলো ছাড়া।

اَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ﴿٣٨﴾	(৩৮) (তা) এই যে[১], কোন বহনকারী অপরের বোঝা (গোনাহ) বহন করবে না।
وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى ﴿٣٩﴾	(৩৯) আর এই যে, মানুষের জন্য রয়েছে শুধু তা-ই যা সে (নিজে) অর্জন করে।
وَاَنَّ سَعْيَهٗ سَوْفَ يُرٰى ﴿٤٠﴾	(৪০) আর এই যে, তার (মানুষের) প্রচেষ্টা অচিরেই দেখানো হবে।
ثُمَّ يُجْزٰىهُ الْجَزَآءَ الْاَوْفٰى ﴿٤١﴾	(৪১) অতঃপর তাকে পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে।
وَاَنَّ اِلٰى رَبِّكَ الْمُنْتَهٰى ﴿٤٢﴾	(৪২) আর এই যে, তোমার প্রতিপালকের কাছেই হবে (সকলের) শেষ জায়গা।
وَاَنَّهٗ هُوَ اَضْحَكَ وَاَبْكٰى ﴿٤٣﴾	(৪৩) আর এই যে, তিনিই হাসান এবং তিনিই কাঁদান।
وَاَنَّهٗ هُوَ اَمَاتَ وَاَحْيَا ﴿٤٤﴾	(৪৪) আর এই যে, তিনিই মারেন এবং তিনিই বাঁচান।
وَاَنَّهٗ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى ﴿٤٥﴾	(৪৫) আর এই যে, তিনিই সৃষ্টি করেন জোড়া তথা পুরুষ ও নারী–
مِنْ نُّطْفَةٍ اِذَا تُمْنٰى ﴿٤٦﴾	(৪৬) এক ফোটা বীর্য থেকে যখন তা ফেলা হয় (গর্ভে)।
وَاَنَّ عَلَيْهِ النَّشْاَةَ الْاُخْرٰى ﴿٤٧﴾	(৪৭) আর এই যে, পুনরায় সৃষ্টি করার দায়িত্ব তাঁরই।
وَاَنَّهٗ هُوَ اَغْنٰى وَاَقْنٰى ﴿٤٨﴾	(৪৮) আর এই যে, তিনিই অভাবমুক্ত করেন এবং পুঁজি দান করেন।
وَاَنَّهٗ هُوَ رَبُّ الشِّعْرٰى ﴿٤٩﴾	(৪৯) আর এই যে, তিনিই "শিরা"[২] তারকার মালিক।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এখান থেকে হযরত মূসা (আ.) ও ইবরাহীম (আ.)-এর সহীফাতে যা আছে তা বর্ণিত হয়েছে।

(২) شعرى একটি নক্ষত্রের নাম। আরবের কোন কোন সম্প্রদায় এই নক্ষত্রের পূজা করত। এজন্যে বিশেষ করে এই তারকার নাম উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, এই তারকার মালিকও আল্লাহ

www.maktabatulabrar.com

তা'আলা। (মাআরিফুল কুরআন) এই তারকাটিকে বাংলায় বলে "লুব্ধক" আর ইংরেজিতে বলে Dog star।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩৮ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, আল্লাহ তা'আলা একজনের গোনাহের শাস্তি অপরজনকে দিবেন না। যদি সেও দায়ী হয় তাহলে ভিন্ন কথা। কাজেই প্রত্যেকের গোনাহ থেকে পরহেজ করা উচিত। (মাআরিফুল কুরআন)

● ৩৯ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, মানুষ অপরের ইবাদত নিজে করতে পারে না। যেমন: কারো ফরয নামায অপরে আদায় করলে তা আদায় হবে না। তবে একের জন্যে অপরের দোয়া, কুরআন খতম ইত্যাদি'র দ্বারা সওয়াব পৌছালে তা উপকারে আসবে– হাদীসে এর প্রমাণ রয়েছে। আলোচ্য আয়াতে বিশেষ করে কাফেরদের ব্যপারে বলা হয়েছে যে, অন্যের ঈমান তার কোন কাজে আসবে না। (মাআরিফুল কুরআন ও আহকামুল কুরআন)

● ৪০-৪৯ নং আয়াতসমূহ:

আয়াত থেকে আল্লাহ পাকের অসীম ক্ষমতার কথা জানা যায়। কারণ, মানুষকে প্রতিদান দেয়া, মৃত্যুর পর জীবিত করে নিজের কাছে ফিরিয়ে নেয়া, মানুষের সুখ-দুঃখ, জীবন-মরণ, বীর্য থেকে সৃষ্টি, অভাব-প্রাচুর্য্য ইত্যাদি সবকিছুর মালিক তিনিই।

وَاَنَّهٗۤ اَهْلَكَ عَادَا ِۨالْاُوْلٰى ﴿٥٠﴾	(৫০) আর এই যে, তিনিই প্রথম আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছিলেন।
وَثَمُوْدَا فَمَاۤ اَبْقٰى ﴿٥١﴾	(৫১) এবং ছামূদ সম্প্রদায়কেও। অতঃপর (তাদের কাউকে) অবশিষ্ট রাখেননি।
وَقَوْمَ نُوْحٍ مِّنْ قَبْلُ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا هُمْ اَظْلَمَ وَاَطْغٰى ﴿٥٢﴾	(৫২) আর তাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়কেও। নিঃসন্দেহে তারা ছিল আরও জালেম ও অবাধ্য।
وَالْمُؤْتَفِكَةَ اَهْوٰى ﴿٥٣﴾	(৫৩) এবং উল্টানো জনপদকে নিক্ষেপ করেছিলেন[১]।
فَغَشّٰىهَا مَا غَشّٰى ﴿٥٤﴾	(৫৪) অতঃপর সেটিকে আচ্ছন্ন করে নেয় যা আচ্ছন্ন করার[২]।
فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكَ تَتَمَارٰى ﴿٥٥﴾	(৫৫) অতএব, তুমি আপন প্রতিপালকের অনুগ্রহসমূহের কোনটিতে সন্দেহ করবে?
هٰذَا نَذِيْرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْاُوْلٰى ﴿٥٦﴾	(৫৬) অতীত সতর্ককারীদের মত ইনিও[৩] একজন সতর্ককারী।

(৫৭) যা নিকটে আগমনকারী (তথা কেয়ামত) নিকটে এসে গেছে[৪]।	اَزِفَتِ الْاٰزِفَةُ ۝٥٧
(৫৮) আল্লাহ ছাড়া কেউ তার প্রতিরোধকারী নেই।	لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ كَاشِفَةٌ ۝٥٨
(৫৯) তবে কি তোমরা এ কথায় আশ্চর্যবোধ করছ,	اَفَمِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ تَعْجَبُوْنَ ۝٥٩
(৬০) এবং হাসছ, কাঁদছ না?	وَتَضْحَكُوْنَ وَلَا تَبْكُوْنَ ۝٦٠
(৬১) আর তোমরা হলে উদাসীন[৫]।	وَاَنْتُمْ سٰمِدُوْنَ ۝٦١
(৬২) অতএব, আল্লাহকে সাজদা কর এবং (তাঁর) ইবাদত কর।	فَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ وَاعْبُدُوْا ۝٦٢ السجدة

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এখানে "কওমে লূত (আ.)" এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যাদেরকে তাদের ভূখণ্ডসহ উল্টিয়ে দেয়া হয়েছিল। (বয়ানুল কুরআন)

(২) উক্ত জনপদকে পাথরের বৃষ্টি আচ্ছন্ন বা ঘেরাও করেছিল। (মাআরিফুল কুরআন) এ পর্যন্ত হযরত মূসা এবং ইবরাহীম (আ.)-এর সহীফাসমূহের শিক্ষা শেষ হল। (প্রাগুক্ত)

(৩) ইনি অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। (জালালাইন)

(৪) اَلْاٰزِفَةُ শব্দের অর্থ "নিকটে আগমনকারী"। উদ্দেশ্য কেয়ামত। (মাআরিফুল কুরআন)

(৫) سٰمِدُوْنَ শব্দের অর্থ গাফিলতি, উদাসীনতা। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫০-৫৫ নং আয়াতসমূহ:

আয়াতসমূহে বিভিন্ন জাতির ধ্বংসের কথা উল্লেখ করে বোঝানো হয়েছে যারা আল্লাহ তা'আলার বিরুদ্ধাচারণ করবে তাদের জন্য ধ্বংসও অনুরূপ অনিবার্য।

● ৫৬ নং আয়াত:

আয়াতে বলা হয়েছে হযরত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মানুষের কাছে প্রেরিত একজন সতর্ককারী।

● ৫৭-৫৯ নং আয়াতসমূহ:

আয়াতসমূহ থেকে প্রমাণিত হয়, কেয়ামত অতি নিকটে এসে গেছে। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

● ৬০-৬১ নং আয়াতদ্বয়:

আয়াতদ্বয় থেকে জানা যায়, হাসি এবং উদাসীনতা, পরিত্যাগ করে মানুষের উচিত আল্লাহ পাকের ভয়ে ক্রন্দন করা। এবং আল্লাহর আনুগত্য করা।

www.maktabatulabrar.com

(৫৪) সূরা ক্বামার, মক্কী
৫৫ আয়াত, ৩ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

(১) মুহূর্তে ঘটিতব্য বিষয় (তথা কেয়ামত) নিকটে এসে গেছে এবং চাঁদ খণ্ডিত হয়েছে[১]।	اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ۝١
(২) আর তারা কোন নিদর্শন দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, (এটা তো) চিরাচরিত যাদু।	وَاِنْ يَّرَوْا اٰيَةً يُّعْرِضُوْا وَيَقُوْلُوْا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ۝٢
(৩) এবং তারা অস্বীকার করেছে (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে[২]) এবং নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করেছে। আর প্রত্যেক বিষয়-ই (একটা সময়ে) স্থির হয়[৩]।	وَكَذَّبُوْا وَاتَّبَعُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ وَكُلُّ اَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ ۝٣
(৪) এবং তাদের কাছে তো নিশ্চয় এমন বহু সংবাদ এসেছে[৪] যাতে আছে সতর্কবাণী।	وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مِّنَ الْاَنْۢبَآءِ مَا فِيْهِ مُزْدَجَرٌ ۝٤
(৫) (এবং) উচ্চ পর্যায়ের জ্ঞান। তবে এই সতর্কবাণী (তাদের) কোন উপকারে আসেনি।	حِكْمَةٌۢ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ ۝٥

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) একবার রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতের বেলায় চাঁদের আলোতে মীনায় উপস্থিত ছিলেন। তখন কাফেররা তাঁর কাছে নবুয়তের প্রমাণ দাবী করলে আল্লাহ তা'আলা মুজেযা স্বরূপ চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত করে দেন। কিন্তু কাফেররা তাকে "যাদু" বলে আখ্যায়িত করে। আলোচ্য আয়াতে এ ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে" কথাটি এখানে উহ্য আছে। (জালালাইন)

(৩) مُسْتَقِرٌّ শব্দের অর্থ স্থির। অর্থাৎ প্রত্যেক বিষয় চূড়ান্ত পর্যায়ে স্থির হয়ে যায়। সত্যের উপর মিথ্যায় যে পর্দা ফেলে রাখা হয় তা একদিন সরে গিয়ে সত্য সত্যরূপে এবং মিথ্যা মিথ্যারূপে প্রকাশ পেয়ে যায়। (মাআরিফুল কুরআন)

(৪) অর্থাৎ পূর্ববর্তী সম্প্রদায়ের ঘটনাবলী এবং বিশেষ করে আল কুরআন যাতে অনেক সতর্কবাণী এবং উচ্চ জ্ঞানের আলোচনা রয়েছে। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর ও বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১ নং আয়াত:

আয়াত থেকে জানা যায়, কেয়ামত খুব বেশী দূরে নয়। কারণ, হযরত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম এর আগমন কেয়ামতের একটি বড় আলামত। এছাড়া চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়াও কেয়ামতের আলামত। (আইছারুত্তাফাসীর, অন্যান্য)

● ২ নং আয়াত:

আয়াত থেকে জানা যায়, বাতিলপন্থীদের চিরাচরিত কৌশল হল, আজে বাজে কথা দিয়ে সত্যকে ঢেকে দেয়ার প্রচেষ্টা।

● ৩-৫ নং আয়াতসমূহ:

১. যারা বিবেককে পরিহার করে খেয়াল-খুশীর দ্বারা পরিচালিত হয়, কোন সতর্কবাণী, যুক্তি, জ্ঞান তাদের উপকারে আসে না।

২. সত্যকে মিথ্যার পর্দা দিয়ে চিরদিন ঢেকে রাখা যায় না। সত্য তার আপনরূপে প্রকাশিত হবেই। এমনিভাবে মিথ্যাও একসময়ে মিথ্যারূপে প্রতিপন্ন হয়।

(৬) অতএব, তুমি তাদেরকে উপেক্ষা কর। যেদিন আহবানকারী[১] আহবান করবে এক অপ্রিয় বস্তুর দিকে,	فَتَوَلَّ عَنْهُمْ ۘ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ اِلٰى شَيْءٍ نُّكُرٍ ۙ﴿٦﴾
(৭) সেদিন তারা নিজেদের চোখ দু'টো অবনত অবস্থায় কবরসমূহ থেকে এমনভাবে বের হবে যেন তারা ছড়ানো-ছিটানো পঙ্গপাল।	خُشَّعًا اَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْاَجْدَاثِ كَاَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنْتَشِرٌ ۙ﴿٧﴾
(৮) তারা আহবানকারীর দিকে দৌড়াতে থাকবে। কাফেররা বলবে, এটা একটা কঠিন দিন।	مُّهْطِعِيْنَ اِلَى الدَّاعِ ؕ يَقُوْلُ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ﴿٨﴾
(৯) এদের আগে নূহের সম্প্রদায় মিথ্যারোপ করেছিল, অর্থাৎ তারা আমার বান্দাকে[২] অবিশ্বাস করেছিল এবং বলেছিল, (এই ব্যক্তি) পাগল এবং তাকে হুমকি দেয়া হয়েছিল।	كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ فَكَذَّبُوْا عَبْدَنَا وَقَالُوْا مَجْنُوْنٌ وَّازْدُجِرَ ﴿٩﴾
(১০) অতঃপর সে তার প্রতিপালককে ডেকে বলল, আমি তো পরাজিত, অতএব, তুমি প্রতিশোধ নাও।	فَدَعَا رَبَّهٗۤ اَنِّيْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ ﴿١٠﴾
(১১) এরপর আমি প্রবলভাবে পতন হওয়া বৃষ্টিসহকারে আকাশের দ্বারসমূহ খুলে দিলাম।	فَفَتَحْنَاۤ اَبْوَابَ السَّمَآءِ بِمَآءٍ مُّنْهَمِرٍ ﴿١١﴾
(১২) এবং ভূমিতে প্রবাহিত করলাম বহু প্রস্রবন। অতঃপর (উভয়) পানি একত্র হল এক পরিকল্পিত কাজের জন্য[৩]।	وَّفَجَّرْنَا الْاَرْضَ عُيُوْنًا فَالْتَقَى الْمَآءُ عَلٰۤى اَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ﴿١٢﴾

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ হযরত ইসরাফীল (আ.)। তিনি শিঙ্গায় ফুঁক দিলে মানুষ হাশরের মাঠের দিকে দৌড়াতে থাকবে। হাশরের মাঠ, হিসাব-নিকাশ ইত্যাদিই হল কাফেরদের অপ্রিয় বস্তু। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(২) অর্থাৎ নূহ (আ.) কে। (জালালাইন)

(৩) অর্থাৎ নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায়কে পানিতে ডুবিয়ে মারার পরিকল্পনা যা পূর্বেই নির্ধারিত হয়েছিল। (জালালাইন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৬-৮ নং আয়াতসমূহ:

আয়াতসমূহের দ্বারা কেয়ামতের ভয়াবহ অবস্থার কথা জানা যায়। নিঃসন্দেহে কেয়ামতের দিন একটি কঠিন দিন।

● ৯ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, দ্বীনের আহবানকারীকে মিথ্যাবাদী পাগল ইত্যাদি বলা এবং জীবনের হুমকি দেয়া কোন নতুন ব্যাপার নয়।

● ১০-১২ নং আয়াতসমূহ:

আয়াতসমূহের দ্বারা কওমে নূহ (আ.)-এর ধ্বংসের কাহিনী জানা যায়। যুগে যুগে এভাবেই আল্লাহ তা'আলা অবিশ্বাসীদেরকে শাস্তি দিয়েছেন।

(১৩) এবং তাকে (নূহকে) আমি আরোহণ করালাম অনেক তক্তা ও পেরেকযুক্ত নৌযানে[১]।	وَحَمَلْنٰهُ عَلٰى ذَاتِ اَلْوَاحٍ وَّدُسُرٍ ﴿١٣﴾
(১৪) যা চলত আমার চাক্ষুস তত্ত্বাবধানে। (এটা) বদলাস্বরূপ ঐ ব্যক্তির পক্ষ থেকে যাকে অস্বীকার করা হয়েছিল[২]।	تَجْرِيْ بِاَعْيُنِنَا ۚ جَزَآءً لِّمَنْ كَانَ كُفِرَ ﴿١٤﴾
(১৫) এবং আমি তো নিশ্চয় এটাকে[৩] রেখে দিয়েছি এক নিদর্শনরূপে। অতএব, উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?	وَلَقَدْ تَّرَكْنٰهَاۤ اٰيَةً فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴿١٥﴾
(১৬) তাহলে আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী কেমন ছিল[৪]?	فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَنُذُرِ ﴿١٦﴾
(১৭) এবং নিশ্চয় আমি তো কুরআনকে উপদেশ[৫] গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি। অতএব, উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?	وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴿١٧﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) الواح বহুবচন لوح এর। অর্থ তক্তা। دسر বহুবচন دسار এর। অর্থ পেরেক। এখানে উদ্দেশ্য হল নৌকা। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ নূহ (আ.)-এর পক্ষ থেকে আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং প্রতিশোধ নিয়েছিলেন। (জালালাইন)

(৩) এটাকে অর্থাৎ নূহ (আ.)-এর নৌকাকে। যা "জূদি" পাহাড়ের নিকট ভিড়েছিল। যার ভগ্নাবশেষ কিছুদিন পূর্বে উদ্ধার হয়েছে বলে জানা যায়।

(৪) অর্থাৎ তা কি অত্যন্ত ভয়াবহ ছিল না?

(৫) ذكر শব্দের দু'টো অর্থ। (এক) মুখস্থ করা। (দুই) উপদেশ গ্রহণ করা। এখানে দু'টো অর্থই গ্রহণ করা যেতে পারে। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৩-১৪ নং আয়াতদ্বয়:

১. নৌযানের মাধ্যমে নূহ ও তার অনুসারীদের রক্ষা করায় প্রমাণিত হয় আসবাব গ্রহণ নবীদের বেলায়ও হয়েছে।

২. আল্লাহ পাকের নেক বান্দাদেরকে অপমান করা হলে কখনো কখনো আল্লাহ স্বয়ং তাঁর পক্ষ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন।

● ১৫-১৬ নং আয়াতদ্বয়:

১. হযরত নূহ (আ.) ও তার সম্প্রদায়ের ঘটনায় শিক্ষা রয়েছে।

২. এসব কঠোর শাস্তির আলোচনা আল্লাহ তা'আলা এজন্যই করেছেন যাতে মানুষ উপদেশ লাভ করে।

● ১৭ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, মুখস্ত করা এবং উপদেশ লাভের জন্যে কুরআন অতি সহজ। এজন্যই শিশুরাও কুরআন হিফজ করতে পারে। তবে কুরআন থেকে বিধান বের করা কখনোই সহজ নয়। এটা সকলেই পারে না। এর জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতাসম্পন্ন আলেম হওয়ার প্রয়োজন পড়ে। (মাআরিফুল কুরআন)

كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَنُذُرِ ﴿١٨﴾	(১৮) আদ সম্প্রদায়ও অস্বীকার করেছিল। ফলে কিরূপ ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী।
اِنَّآ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِيْ يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ ﴿١٩﴾	(১৯) আমি তো তাদের প্রতি এক কড়কড়ে বায়ু প্রেরণ করেছিলাম এক চির অশুভ দিনে[১]।
تَنْزِعُ النَّاسَ ۙ كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنْقَعِرٍ ﴿٢٠﴾	(২০) তা-মানুষকে উৎখাত করেছিল যেন তারা উপড়ে ফেলা খেজুর গাছের কাণ্ডসব।

www.maktabatulabrar.com

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَنُذُرِ ﴿٢١﴾	(২১) সুতরাং কিরূপ ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী।
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴿٢٢﴾	(২২)এবং আমি তো নিশ্চয় কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি। অতএব, উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?
كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِالنُّذُرِ ﴿٢٣﴾	(২৩) ছামূদ সম্প্রদায়ও সতর্ককারীদেরকে অস্বীকার করেছিল[২]।
فَقَالُوْٓا اَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهٗٓ ۙ اِنَّآ اِذًا لَّفِيْ ضَلٰلٍ وَّسُعُرٍ ﴿٢٤﴾	(২৪) সেমতে তারা বলেছিল, একজন মানুষ যে আমাদেরই অন্তর্ভুক্ত এবং একা আমরা কি তার অনুসরণ করব? তাহলে তো আমরা অবশ্যই ভুল এবং পাগলামীর মধ্যে পড়ে যাব।
ءَاُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْۢ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ اَشِرٌ ﴿٢٥﴾	(২৫) আমাদের সকলের ভেতর থেকে কি তার-ই উপর উপদেশ ফেলানো হল? বরং সে একজন চরম মিথ্যাবাদী, অহংকারী।
سَيَعْلَمُوْنَ غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ الْاَشِرُ ﴿٢٦﴾	(২৬) তারা আগামীকালই[৩] জেনে নিবে, কে চরম মিথ্যাবাদী, অহংকারী!

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এই দিনটি ছিল শাওয়াল মাসের শেষ বুধবার। এটিকে "অশুভ দিন" বলার কারণ হল, এই দিনে আল্লাহ তা'আলা ফেরাউনকে পানিতে ডুবিয়ে মেরেছেন এবং কওমে আদ ও কওমে ছামূদকে ধ্বংস করেছেন। (জালালাইন-টীকা)

(২) ছামূদ সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরিত নবী ছিলেন হযরত ছালেহ (আ.)। (জালালাইন)

(৩) এখানে "আগামীকাল" বলে আখেরাতকে বোঝানো হয়েছে। (জালালাইন ও সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৮-২১ নং আয়াতসমূহ:

আয়াতসমূহ থেকে জানা যায়, নবীকে অস্বীকার করার শাস্তি স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা কিভাবে আ'দ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছিলেন।

● ২২ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছেন। সুতরাং সকলের উচিত কুরআন থেকে উপদেশ লাভ করা।

● ২৩-২৫ নং আয়াতসমূহ:

আয়াতসমূহ থেকে জানা যায়, কওমে ছামূদ কিভাবে ভুল ধারণার শিকার হয়ে নবীকে অস্বীকার করেছিল। তারা প্রশ্ন তুলেছিল যে, আমরা কি একজন মানুষের অনুসরণ করব? অথচ নবী তো মানুষ-ই হবেন এটা তারা জেনেও অবাধ্যতা করেছিল।

● ২৬ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, সত্য-মিথ্যা'র সঠিক ফায়সালা মৃত্যুর পরেই হয়ে যাবে। আখেরাতে কিছুই গোপন থাকবে না।

(২৭) আমি অবশ্যই পাঠাচ্ছি একটি উষ্ট্রী, তাদের জন্যে পরীক্ষা স্বরূপ। অতএব, তুমি তাদের প্রতি লক্ষ রাখতে থাক এবং ধৈর্যধারন করতে থাক।	اِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ ﴿٢٧﴾
(২৮) এবং তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, তাদের মাঝে (কূপের) পানি ভাগ করে দেয়া আছে[১]। প্রত্যেক পানির হিসসায় হাজিরা হবে[২]।	وَنَبِّئْهُمْ اَنَّ الْمَآءَ قِسْمَةٌۢ بَيْنَهُمْ ۚ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ ﴿٢٨﴾
(২৯) অতঃপর তারা তাদের এক সাঙাতকে ডাকল। পরিশেষে সে দুঃসাহসের সাথে ধরল এবং (উষ্ট্রিকে) মেরে ফেলল।	فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطٰى فَعَقَرَ ﴿٢٩﴾
(৩০) এরপর কিরূপ ছিল আমার শাস্তি এবং সতর্কবাণী।	فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرِ ﴿٣٠﴾
(৩১) আমি তাদের উপর একটিমাত্র আওয়াজ পাঠালাম, ফলে তারা হয়ে গেল খোয়াড় নির্মান-কারীর চূর্ণ-বিচূর্ণ ডাল-পাতার মত[৩]।	اِنَّآ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَكَانُوْا كَهَشِيْمِ الْمُحْتَظِرِ ﴿٣١﴾
(৩২) আর নিশ্চয় আমি তো কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি। অতএব, উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?	وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴿٣٢﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এখানে قِسْمَةٌ ব্যবহৃত হয়েছে مَقْسُوْمٌ এর অর্থে। (জালালাইন)

(২) অর্থাৎ একদিন উষ্ট্রী পানি পান করবে এবং একদিন লোকেরা পানি পার করবে। এভাবে পালা ভাগ করে দেয়া হল। প্রত্যেকে তাদের পালামত হাজির হবে। (জালালাইন)

(৩) অর্থাৎ কাঁটাযুক্ত গাছ, ডাল-পালা ইত্যাদি দিয়ে জানোয়ারের খোয়াড় বানানোর পর অবশেষে যেমন তা শুকিয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে খতম হয়ে যায় তেমনিভাবে কওমে ছামূদ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হল। (বয়ানুল কুরআন ও জালালাইন)

www.maktabatulabrar.com

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৭-৩১ নং আয়াতসমূহ:

১. মোজেযা বা অলৌকিক নিদর্শনাবলী পাঠানো হলেই মানুষ আল্লাহ এবং রসূলর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমান আনবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। তাই যদি হত তবে এতবড় নিদর্শন দেখানোর পর কওমে ছামূদ অবশ্যই ঈমান আনত। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. প্রকাশ্য নিদর্শন দেখানোর পর নবীকে অস্বীকার করলে ধ্বংস নেমে আসে। (প্রাগুক্ত)

● ৩২ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত উপদেশ গ্রহণ এবং শিক্ষা লাভের জন্য কুরআন অত্যন্ত সহজ।

(৩৩) লূত সম্প্রদায়ও সতর্ককারীদেরকে[১] অস্বীকার করেছিল।	كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطٍۢ بِالنُّذُرِ ﴿٣٣﴾
(৩৪) আমি তাদের উপর পাঠাই কঙ্কর (বা কঙ্করবাহী প্রচণ্ড বায়ু), তবে লূতের অনুসারীদের[২] উপর নয়। তাদেরকে আমি উদ্ধার করেছিলাম রাতের শেষভাগে।	اِنَّآ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا اِلَّآ اٰلَ لُوْطٍ ۗ نَجَّيْنٰهُمْ بِسَحَرٍ ﴿٣٤﴾
(৩৫) আমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহস্বরূপ। যে শোকর আদায় করে[৩] তাকে আমি এভাবেই প্রতিদান দিয়ে থাকি।	نِّعْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا ۗ كَذٰلِكَ نَجْزِىْ مَنْ شَكَرَ ﴿٣٥﴾
(৩৬) আর সে তো (লূত আ.) নিশ্চয় আমার পাকড়াও সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছিল। অতঃপর তারা সেইসব সতর্কবাণী নিয়ে বিতর্ক করতে লাগল।	وَلَقَدْ اَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ ﴿٣٦﴾
(৩৭) এবং তারা তার কাছে তার মেহমানদের থেকে মনস্কামনা পূর্ণ করতে চেয়েছিল[৪]। ফলে আমি তাদের চোখগুলো মোচন করে দিলাম। (এবং বললাম,) এবার আমার শাস্তি এবং সতর্কবাণীর মজা ভোগ করতে থাক।	وَلَقَدْ رَاوَدُوْهُ عَنْ ضَيْفِهٖ فَطَمَسْنَآ اَعْيُنَهُمْ فَذُوْقُوْا عَذَابِىْ وَنُذُرِ ﴿٣٧﴾
(৩৮) এবং তাদেরকে তো অবশ্যই চির শাস্তি[৫] আঘাত করেছিল সকাল বেলায়।	وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ ﴿٣٨﴾
(৩৯) (এবং আমি বললাম,) এবার আমার শাস্তি ও সতর্কবাণীর মজা ভোগ কর।	فَذُوْقُوْا عَذَابِىْ وَنُذُرِ ﴿٣٩﴾
(৪০) আর নিশ্চয় আমি তো কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি। অতএব, উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?	وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴿٤٠﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) সতর্ককারী বলে উদ্দেশ্য হল নবী। এদের নবী ছিলেন লূত (আ.)। এখানে "সতর্ককারীদের" বহুবচন আনার কারণ হল একজন নবীকে অস্বীকার করলে সকল নবীদেরকেই অস্বীকার করা হয়। (বয়ানুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ মুমিনদেরকে ছাড়া। তাদেরকে শেষরাতে এলাকা থেকে বের করে নেয়া হয়েছিল।

(৩) অর্থাৎ যে আল ।লাহ ও রসূলের প্রতি ঈমান আনে এবং আনুগত্য করে। (জালালাইন)

(৪) কয়েকজন ফেরেশতা যুবক বেশে মেহমানরূপে হযরত লূত (আ.)-এর কাছে আগমন করেছিলেন। কওমে লূত সমকামিতায় অভ্যস্ত ছিল। ফলে তারা খারাপ উদ্দেশ্যে এসব সুদর্শন যুবকদেরকে লূত (আ.)-এর কাছে গিয়ে দাবী করতে লাগল। (জালালাইন)

(৫) অর্থাৎ সকাল বেলায় হযরত জীব্রাঈল (আ.) তাদের উপর পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ শুরু করে দিলেন এবং তাদের এলাকাকে যমীনসহ উল্টিয়ে দিলেন। এবং পৃথিবীর শাস্তির সাথে-সাথে আখেরাতের শাস্তি অর্থাৎ জাহান্নামের শাস্তি শুরু হল। এটাকেই বলা হয়েছে চির শাস্তি। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩৩-৩৬ নং আয়াতসমূহ:

আয়াতসমূহ থেকে প্রমাণিত হয়, আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই কাফেরদেরকে শাস্তি দিবেন। এবং যারা শোকর আদায় করে অর্থাৎ ঈমান আনে তাদেরকে নেয়ামত দান করবেন।

● ৩৭ নং আয়াত:

আয়াত থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, মেহমানদের সম্মান করা কর্তব্য। তাদেরকে অপমান করার পরিনতি খারাপ হতে বাধ্য। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ৩৮-৪০ নং আয়াতসমূহ:

১. কওমে লূত-এর শাস্তির বিবরণ রয়েছে।

২. কুরআন উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হয়।

(৪১) আর নিঃসন্দেহে ফিরআউন-সম্প্রদায়ের কাছেও এসেছিল সতর্কবাণী[১]।	وَلَقَدْ جَآءَ اٰلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ ﴿٤١﴾
(৪২) তারা আমার সকল নিদর্শনকে অস্বীকার করেছিল। অতঃপর তাদেরকে আমি পাকড়াও করলাম পরাক্রমশালী অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতার অধিকারীর পাকড়াও।	كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كُلِّهَا فَاَخَذْنٰهُمْ اَخْذَ عَزِيْزٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿٤٢﴾
(৪৩) তোমাদের (ভেতরের) কাফেররা কি তাদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ[২]? না-কি তোমাদের মুক্তির সনদ রয়েছে আসমানী কিতাবসমূহে[৩]?	اَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ اُولٰٓئِكُمْ اَمْ لَكُمْ بَرَآءَةٌ فِى الزُّبُرِ ﴿٤٣﴾
(৪৪) না কি তারা বলে, "আমরা এক সংঘবদ্ধ দল।"	اَمْ يَقُوْلُوْنَ نَحْنُ جَمِيْعٌ مُّنْتَصِرٌ ﴿٤٤﴾

www.maktabatulabrar.com

(৪৫) এই সংঘবদ্ধ দল অচিরেই পরাজিত হবে এবং পলায়ন করবে[৫]।	سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ ﴿٤٥﴾
(৪৬) বরং কেয়ামত হল তাদের (শাস্তির) ওয়াদাকৃত সময়। এবং কেয়ামত অধিক কঠিন[৪] ও অধিক তিক্ত।	بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ اَدْهٰى وَاَمَرُّ ﴿٤٦﴾
(৪৭) নিশ্চয়, এই অপরাধীরা গোমরাহী এবং পাগলামীর ভেতরে আছে।	اِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِىْ ضَلٰلٍ وَّسُعُرٍ ﴿٤٧﴾
(৪৮) যেদিন তাদেরকে উপুড় করে জাহান্নামের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে সে দিন (বলা হবে,) জাহান্নাম-স্পর্শের মজা ভোগ কর।	يَوْمَ يُسْحَبُوْنَ فِى النَّارِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ ذُوْقُوْا مَسَّ سَقَرَ ﴿٤٨﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) ফিরআউন-সম্প্রদায়ের কাছে হযরত মূসা (আ.) সতর্কবাণী নিয়ে এসেছিলেন।(জালালাইন)

(২) মক্কার মুশরিকদের ব্যাপারে বলা হয়েছে। অর্থাৎ তারা কি নিজেদেরকে কওমে নূহ, কওমে ফিরাউনের চেয়েও শক্তিশালী মনে করে? (জালালাইন)

(৩) অর্থাৎ তাওরাত, যবূর, ইঞ্জিলে কি এমন কিছু লেখা আছে যে, এদেরকে শাস্তি দেয়া হবে না? অবশ্যই নেই। তাহলে তারা কোন ভরসায় নাফরমানী করছে?

(৪) ادهى শব্দটি داهية থেকে اسم تفضيل। অর্থ বেশী বঠিন। (জালালাইন-টীকা)

(৫) যেমন বদরের যুদ্ধে কাফেররা পলায়ন করেছিল। (জালালাইন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪১-৪৩ নং আয়াতসমূহ:

১. সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী দেখার পরও অনেক সময় মানুষ সত্যকে গ্রহণ করা থেকে বঞ্চিত থাকে হঠকারিতার দরুন। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. অনেক ক্ষেত্রে মানুষ নিজেকে শ্রেষ্ঠ ধারনা করে এবং মনে করে তার অপরাধের শাস্তি দেয়া হবে না। কিন্তু সবই ভুল। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ৪৪-৪৮ নং আয়াতসমূহ:

১. আল্লাহ পাকের শক্তি ও ক্ষমতার মোকাবেলায় মানুষের শক্তি কিছুই নয়।

২. যারা আল্লাহ পাকের নাফরমানী করবে তারা দুনিয়াতে যেমনি পরাজিত হবে তেমনি আখেরাতের চূড়ান্ত পরাজয় এবং চরম শাস্তি তো আছেই। (আইছারুত্তাফাসীর)

৩. কেয়ামত অত্যন্ত কঠিন বিষয়।

৪. কাফেররাই প্রকৃতপক্ষে পাগলামী তথা মতিবিভ্রমে রয়েছে।

৫. অপরাধীদেরকে কেয়ামতের দিন অধঃমুখী করে জাহান্নামের দিকে টেনে নেয়া হবে।

(৪৯) নিশ্চয়, আমি সবকিছুকে নির্ধারিত পরিমাপে সৃষ্টি করেছি[১]।	اِنَّا كُلَّ شَیْءٍ خَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍ ﴿۴۹﴾
(৫০) আর আমার কাজ তো একটিমাত্র কথা, চোখের পলকের মত[২]।	وَمَاۤ اَمْرُنَاۤ اِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍۭ بِالْبَصَرِ ﴿۵۰﴾
(৫১) এবং নিশ্চয়, আমি তো তোমাদের সমপন্থী লোকদেরকে[৩] ধ্বংস করে দিয়েছি। অতএব, উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?	وَلَقَدْ اَهْلَكْنَاۤ اَشْیَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴿۵۱﴾
(৫২) আর যা কিছু তারা করেছে সবই আছে আমলনামায়।	وَكُلُّ شَیْءٍ فَعَلُوْهُ فِی الزُّبُرِ ﴿۵۲﴾
(৫৩) এবং প্রত্যেক ছোট ও বড় বিষয় আছে লিপিবদ্ধ।	وَكُلُّ صَغِیْرٍ وَّكَبِیْرٍ مُّسْتَطَرٌ ﴿۵۳﴾
(৫৪) নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে বাগ-বাগিচা ও নহরসমূহে[৪]।	اِنَّ الْمُتَّقِیْنَ فِیْ جَنّٰتٍ وَّنَهَرٍ ﴿۵۴﴾
(৫৫) সততার মজলিসে[৫], পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী মহান সম্রাটের সান্নিধ্যে।	فِیْ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِیْكٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿۵۵﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ প্রতিটি বস্তুর একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ এবং প্রতিটি কাজ সংঘটিত হওয়ার একটি নির্দিষ্ট সময় আছে। আল্লাহ পাক আপন ইল্ম অনুযায়ী সবকিছু করেন। কাজেই কাফেরদের উপর আযাব নাযেল হওয়ারও একটি নির্ধারিত সময় রয়েছে।

(২) অর্থাৎ আল্লাহ পাক যা করতে চান তা ইচ্ছা করার সাথে সাথে এক মুহূর্তেই হয়ে যায়। (জালালাইন)

(৩) অর্থাৎ, বিগত সময়ে যারা তোমাদের মত কুফ্‌রী করেছিল। (প্রাগুক্ত)

(৪) নহরসমূহে থাকবে অর্থাৎ, তারা পানি, দুধ, মধু ইত্যাদি'র নহর থেকে পান করবে। (প্রাগুক্ত)

(৫) বেহেশতকে "সততার মজলিস" বলা হয়েছে। কারণ, সেখানে কোন অনর্থক কথা-বার্তা, গোনাহের আলোচনা কিছুই থাকবে না। (জালালাইন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪৯ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, প্রতিটি বস্তুর একটি পরিমাণ এবং প্রতিটি কাজের একটি নির্দিষ্ট সময় আছে। সময়মত এবং পরিমাণমত সবকিছু ঘটবে। এতে তাকদীরের সত্যতা প্রমাণিত হয়। (আইছানত্তাফাসীর)

● ৫০-৫১ নং আয়াতদ্বয় থেকে প্রমাণিত হয়, আল্লাহ তা'আলা মুহূর্তের মধ্যে সবকিছু করতে পারেন। তাঁর শক্তির কোন তুলনা নেই।

www.maktabatulabrar.com

● ৫২-৫৩ নং আয়াতদ্বয়:

আয়াতদ্বয় থেকে প্রমাণিত হয়, মানুষের ছোট বড় সব আমল-ই আমলনামায় লেখা থাকে। এগুলো আখেরাতে মানুষের সামনে উপস্থিত করা হবে। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ৫৪-৫৫ নং আয়াতদ্বয়:

আয়াতদ্বয়ে মুত্তাকীদের পুরস্কারের বিষয় বর্ণিত হয়েছে।

(৫৫) সূরা আর-রহমান[৬] মাদানী

৭৮ আয়াত, ৩ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

(১) (আল্লাহ[১]) অত্যন্ত করুণাময়।	اَلرَّحْمٰنُ ۙ﴿۱﴾
(২) তিনিই শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন।	عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ؕ﴿۲﴾
(৩) তিনিই সৃষ্টি করেছেন মানুষ।	خَلَقَ الْاِنْسَانَ ۙ﴿۳﴾
(৪) তাকে (মানুষকে) মনের ভাব প্রকাশ করতে তিনিই শিখিয়েছেন।	عَلَّمَهُ الْبَیَانَ ﴿۴﴾
(৫) সূর্য ও চন্দ্র (নির্দিষ্ট) হিসাবমত চলে[৩]।	اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۪﴿۵﴾
(৬) আর লতা ও বৃক্ষ সাজদা করে চলেছে[৪]।	وَّالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ یَسْجُدٰنِ ﴿۶﴾
(৭) আর তিনিই আসমানকে উঁচু করেছেন এবং ওজনের যন্ত্র রেখেছেন।	وَالسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِیْزَانَ ۙ﴿۷﴾
(৮) যাতে তোমরা ওজনে সীমালংঘন না কর।	اَلَّا تَطْغَوْا فِی الْمِیْزَانِ ﴿۸﴾
(৯) এবং তোমরা ইনসাফের সাথে ওজন ঠিক রেখ এবং ওজনে কম কর না।	وَاَقِیْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیْزَانَ ﴿۹﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) নামকরণঃ আলোচ্য সূরার প্রথম শব্দই হল রহমান। এদিকে লক্ষ্য রেখেই সূরার নামকরণ হয়েছে "রহমান"।

(২) এখানে "আল্লাহ" নামটি উহ্য আছে। (জালালাইন-টীকা)

(৩) অর্থাৎ সূর্য ও চন্দ্র তাদের নিজস্ব কক্ষপথে একটি নির্দিষ্ট হিসাবমত তাদের গতি চালু রেখেছে। এর মাধ্যমেই দিন-রাতের পার্থক্য, ঋতুর পরিবর্তন এবং মাস, বছর গণনা করা হয়। (মাআরিফুল কুরআন)

(৪) কাণ্ডবিহীন গাছকে النَّجْم এবং কাণ্ডবিশিষ্ট গাছকে الشَّجَر বলা হয়। আল্লাহ তা'আলা লতা-পাতা, বৃক্ষকে যে উদ্দেশ্যে অর্থাৎ মানুষের উপকারের জন্য সৃষ্টি করেছেন এগুলো সেইমত কাজ করে চলেছে। এই আনুগত্যকেই "সাজদা" বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১-৪ নং আয়াতসমূহ:

১. আল্লাহ পাকের অসীম করুনা ও দয়ার বিষয় জানা যায়। কারণ, তিনি তার দয়ার কারণেই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, কুরআন শিখিয়েছেন এবং মনের ভাব প্রকাশের শক্তি দিয়েছেন।

২. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যই হল তারা কুরআনের দেখানো পথে চলবে। আলোচ্য দুই আয়াতে মানব সৃষ্টির উল্লেখের পূর্বে "কুরআন" শেখানোর কথা উল্লেখ করে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন)

● ৫-৬ নং আয়াতদ্বয়:

আয়াতদ্বয় থেকে প্রমাণিত হয়, সকল সৃষ্ট জীবই আল্লাহ পাকের আনুগত্য করছে।

● ৭-৯ নং আয়াতসমূহ:

আয়াতসমূহে ইনসাফ কায়েম করা এবং ওজনে কম না দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এখানে আসমান-যমীন সৃষ্টির উল্লেখের মাঝখানে ওজনের যন্ত্র তথা দাড়িপাল্লার উল্লেখের দ্বারা ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, আসমান ও যমীন সৃষ্টির উদ্দেশ্যই হল ইনসাফ কায়েম করা। (মাআরিফুল কুরআন)

(১০) আর পৃথিবীকে তিনি স্থির করেছেন সৃষ্টজীবের জন্য[১]।	وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ ﴿١٠﴾
(১১) যেখানে আছে ফল ও খেজুর গাছ (যার ফল) আবরণযুক্ত[২]।	فِيْهَا فَاكِهَةٌ ۙ وَّالنَّخْلُ ذَاتُ الْاَكْمَامِ ﴿١١﴾
(১২) এবং ভূষিযুক্ত শস্যদানা আর (অন্যান্য) রিযিক[৩]।	وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ﴿١٢﴾
(১৩) সুতরাং তোমরা উভয় জাতি তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে[৪]?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿١٣﴾
(১৪) আল্লাহ মানুষকে পোড়ামাটির ন্যায় শুকনো খনখনে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন[৫]।	خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ﴿١٤﴾
(১৫) এবং জ্বীনকে সৃষ্টি করেছেন ধুম্রবিহীন অগ্নি-শিখা থেকে।	وَخَلَقَ الْجَآنَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ ﴿١٥﴾
(১৬) সুতরাং তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে তোমরা অস্বীকার করবে?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿١٦﴾
(১৭) তিনি উভয় উদয়াচল ও উভয় অস্তাচলের মালিক।	رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ﴿١٧﴾
(১৮) সুতরাং তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে তোমরা অস্বীকার করবে?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿١٨﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) انام যমীনের সকল প্রাণীকেই বলা হয়। এখানে انام বলে মানব ও জ্বীনকে বোঝানো হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন ও জালালাইন-টীকা)

(২) اَكْمام বহুবচন كِم এর। খেজুর ইত্যাদি ফলের উপর যে আবরণ বা খোসা থাকে তাকে বলা হয়। (মাআরিফুল কুরআন)

(৩) رَيْحَان শব্দের অর্থ সুগন্ধি। এটি "রিযক" অর্থেও ব্যবহৃত হয়। (মাআরিফুল কুরআন ও বয়ানুল কুরআন)

(৪) এই আয়াতে এবং সূরা আর-রহমানের এই অর্থের সবগুলো আয়াতেই মানব ও জ্বীনকে সম্বোধন করা হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন)

(৫) صَلْصَال অর্থ এমন মাটি যাতে টোকা দিলে শব্দ হয়। فَخَّار অর্থ খাপরা বা পোড়ামাটি।

(৬) শীত ও গ্রীষ্মকালে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের স্থান পরিবর্তন হয়। আয়াতে সূর্যোদয়ের দুই স্থানকে اَلْمَشْرِقَيْنِ এবং সূর্যাস্তের দুই স্থানকে اَلْمَغْرِبَيْنِ বলা হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১০-১৩ নং আয়াতসমূহ:

আয়াতসমূহ থেকে প্রমাণিত হয়, এই পৃথিবী, পৃথিবীর ফল-মূল, সুগন্ধি সব-ই আল্লাহ তা'আলা মানব ও জ্বীনের জন্য সৃষ্টি করেছেন। ফলের উপর রেখেছেন খোসা, যাতে পোকা-মাকড় তা নষ্ট করতে না পারে। কাজেই মানুষ ও জ্বীনের উচিত আল্লাহ পাকের শোকর আদায় করা। (অনুবাদক)

● ১৪-১৫ নং আয়াতদ্বয়:

আয়াতদ্বয়ের দ্বারা মানব ও জ্বীন সৃষ্টির মূল উপাদান জানা যায়।

● ১৬ নং আয়াত:

এ আয়াতটি বারবার উল্লেখ করার কারণ হল, আল্লাহ পাকের এই অসীম নেয়ামতরাজির শোকর আদায়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা। এছাড়া যেহেতু নেয়ামতের কথা বারবার উল্লেখ করা হয়েছে সেহেতু শোকর আদায়ের কথাও বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে মোট ৩১ বার এই আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

● ১৭-১৮ নং আয়াতদ্বয়:

আয়াতদ্বয় থেকে প্রমাণিত হয়, শীত ও গ্রীষ্মকালে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের স্থান ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। এটা আল্লাহ পাকেরই সৃষ্টি-রহস্য।

(১৯) তিনি প্রবাহিত করেন দুই দরিয়াকে যা পরস্পর মিলিত হয়[১]।	مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيٰنِ ﴿١٩﴾
(২০) কিন্তু এই দুয়ের মধ্যখানে রয়েছে এমন অন্তরায় যা এগুলো অতিক্রম করতে পারে না।	بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيٰنِ ﴿٢٠﴾

www.maktabatulabrar.com

(২১) সুতরাং তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে তোমরা অস্বীকার করবে?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٢١﴾
(২২) উভয় (দরিয়া) থেকে উৎপন্ন হয় মুক্তা ও প্রবাল।	يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٢٢﴾
(২৩) সুতরাং তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে তোমরা অস্বীকার করবে?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٢٣﴾
(২৪) আর তাঁরই[২] অধীনে রয়েছে দরিয়ায় (চলমান) পাহাড়ের মত উঁচু নৌযানসমূহ[৩]।	وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَـَٔاتُ فِي الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ ﴿٢٤﴾
(২৫) সুতরাং তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে তোমরা অস্বীকার করবে?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٢٥﴾
(২৬) যা কিছু আছে এর (পৃথিবীর) উপর সবই ধ্বংসশীল।	كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٢٦﴾
(২৭) আর তোমার প্রতিপালকের সত্তা-ই অবশিষ্ট থাকবে যিনি মহিমা ও মহানুভবতার অধিকারী।	وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ ﴿٢٧﴾
(২৮) সুতরাং তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে তোমরা অস্বীকার করবে?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٢٨﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) প্রায়ই দেখা যায়, দুটি দরিয়া পাশাপাশি প্রবাহিত হচ্ছে। একটির পানি মিঠা এবং অপরটির পানি লবণাক্ত। কিন্তু একের পানি অপরের পানির সাথে মিশে না। আয়াতে এর প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার।

(৩) الْجَوَارِ শব্দটি جارية এর বহুবচন। অর্থঃ নৌযান। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৯-২০ নং আয়াতদ্বয়:

আয়াতদ্বয় দ্বারা আল্লাহ পাকের এক মহান কুদরতের বিষয় জানা যায়। তা হল, লোনা এবং মিঠা পানির দরিয়া পাশাপাশি প্রবাহিত হচ্ছে কিন্তু আল্লাহ পাকের অসীম কুদরতে একটি অপরটির সাথে মিশছে না।

● ২২ ও ২৪ নং আয়াতদ্বয়:

আয়াতদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয়, সমুদ্র থেকে মণি-মুক্তা আহরণ করা এং সমুদ্রে বিশাল জাহাজ ভাসানোকে আল্লাহ তা'আলা শুধু বৈধ-ই করেননি বরং এ ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন। কারণ, এগুলোকে তিনি নেয়ামত বলে উল্লেখ করেছেন।

www.maktabatulabrar.com

● ২৬-২৭ নং আয়াতদ্বয়:

আয়াতদ্বয় থেকে প্রমাণিত হয়, প্রথিবীর সবকিছুই একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। কেবল আল্লাহ পাকের অস্তিত্বই টিকে থাকবে। কাজেই সকলের উচিত তাঁর বড়ত্ব এবং নেয়ামতকে স্বীকার করা।

(২৯) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যারা আছে সকলে তার কাছে প্রার্থনা করে। তিনি সর্বদাই[১] গুরুত্বপূর্ণ কোন অবস্থায় থাকেন[২]।	يَسْـَٔلُهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِيْ شَاْنٍ ﴿٢٩﴾
(৩০) সুতরাং তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে তোমরা অস্বীকার করবে?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٠﴾
(৩১) হে ভারি দুই সৃষ্টি (জ্বীন ও ইনসান), আমি অচিরেই তোমাদের (হিসাব নেয়ার) জন্য অবসর হব[৩]।	سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَ الثَّقَلٰنِ ﴿٣١﴾
(৩২) সুতরাং তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে তোমরা অস্বীকার করবে?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٢﴾
(৩৩) হে জ্বীন ও মানুষের দল, যদি তোমরা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সীমানা থেকে বের হওয়ার ক্ষমতা রাখ তবে হও। শক্তি ব্যতীত তোমরা বের হতে পারবে না[৪]।	يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا ؕ لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ ﴿٣٣﴾
(৩৪) সুতরাং তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে তোমরা অস্বীকার করবে?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٤﴾
(৩৫) তোমাদের উভয়ের প্রতি পাঠানো হবে আগুনের শিখা ও ধোঁয়া[৫]। তখন তোমরা কেউ কাউকে সাহায্য করতে পারবে না।	يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ ۙ وَّنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرٰنِ ﴿٣٥﴾
(৩৬) সুতরাং তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে তোমরা অস্বীকার করবে?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٦﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এখানে يَوْم অর্থ সময়। كُلَّ يَوْم অর্থ সর্বদা, সব সময়। (জালালায়ন-টীকা)

(২) অর্থাৎ কাউকে জীবন দান করেন, কাউকে মৃত্যু দান করেন, কাউকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেন, কারো গোনাহ মাফ করেন ইত্যাদি সব সময়-ই তাঁর একটি বিশেষ শান বা অবস্থা থাকে। (মাআরিফুল কুরআন)

(৩) الثَّقَلٰن অর্থ দুই ভারি বস্তু। এর দ্বারা মানুষ ও জ্বীনকে বোঝানো হয়েছে তাদের মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য করে। আর "অবসর হওয়ার" অর্থ হল মনোযোগ দেয়া। (প্রাগুক্ত)

(৪) আর এরূপ তোমাদের কারোরই নেই। (মাআরিফুল কুরআন)

(৫) এখানে জাহান্নামীদের কথা বলা হয়েছে। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৯ নং আয়াত:

১. আসমান-যমীনের সকলেই আল্লাহ তা'আলার মুখাপেক্ষী। সুতরাং সকলের তার-ই শোকর আদায় করা উচিত।

২. সব সময়-ই আল্লাহ তাআলার একটি বিশেষ শান বা অবস্থা থাকে।

● ৩১ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, মানুষ এবং জ্বীন এই দুই জাতির-ই হিসাব নেয়া হবে। অন্যদের নয়।

● ৩৩ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, মানব ও জ্বীনের এই শক্তি নেই যে, তারা আল্লাহ পাকের তৈরী আসমান ও যমীনের সীমানা থেকে বেরিয়ে যাবে। এটা দুনিয়াতে যেমন পারবে না, হাশরের ময়দানেও পারবে না। কাজেই আল্লাহ পাকের সৃষ্টির ভেতরে থেকে তার নাফরমানী করা কখনো ঠিক হবে না।

● ৩৫ নং আয়াত:

আয়াত থেকে জানা যায়, আখেরাতে নাফরমানদেরকে শাস্তি দেয়া হবে তা থেকে তাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না আল্লাহ ছাড়া। কাজেই তার-ই আনুগত্য করা উচিত নয় কি?

(৩৭) আর আসমান যখন ফেটে যাবে তখন সেটা লাল চামড়ার মত লাল রঙের হয়ে যাবে[১]।	فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ﴿٣٧﴾
(৩৮) সুতরাং তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে তোমরা অস্বীকার করবে?	فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٨﴾
(৩৯) আর সেদিন না মানুষকে তার গোনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে আর না জ্বীনদেরকে[২]।	فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْئَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ ﴿٣٩﴾
(৪০) সুতরাং তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে তোমরা অস্বীকার করবে?	فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٤٠﴾
(৪১) অপরাধীদেরকে তাদের চেহারা দিয়েই চেনা যাবে। অতঃপর (তাদের) পা ও কপালের চুলসমূহ ধরে টেনে নেয়া হবে।	يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ ﴿٤١﴾
(৪২) সুতরাং তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে তোমরা অস্বীকার করবে?	فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٤٢﴾

www.maktabatulabrar.com

(৪৩) (তাদেরকে বলা হবে,) এটাই জাহান্নাম যেটাকে অপরাধীরা অবিশ্বাস করত।	هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿٤٣﴾
(৪৪) তারা ছুটাছুটি করবে তার (জাহান্নামের আগুনের) এবং তীব্র গরম পনির মাঝে।	يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ ﴿٤٤﴾
(৪৫) সুতরাং তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে তোমরা অস্বীকার করবে?	فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٤٥﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) وَرْدَةً শব্দের অর্থ গোলাপ ফুল। এখানে "লাল" বোঝানোই উদ্দেশ্য। الدِّهَانِ শব্দের অর্থ লাল চামড়া। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর ও জালালায়ন-টীকা)

(২) অর্থাৎ একথা জিজ্ঞাসা করা হবে না যে, তোমরা অমুক গোনাহ করেছ কি-না? কারণ তাদেরকে দেখেই তো চেনা যাবে যে, তারা গোনাহগার। অথবা এর অর্থ এই যে, তাদেরকে প্রথমবার গোনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার পর তারা অস্বীকার করবে। ফলে তাদের মুখে মোহর মেরে দেয়া হবে। তাদেরকে আর জিজ্ঞাসা করা হবেনা। বরং তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই স্বাক্ষ্য দিবে। (মাআরিফুল কুরআন)

(৩) سِيمَا অর্থ চিহ্ন। النَّوَاصِي বহুবচন ناصية এর। অর্থ কপালের চুল। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩৭ নং আয়াত:

আয়াত থেকে কেয়ামতের সময় আসমান ও যমীনে সাংঘাতিক এক পরিবর্তন সাধিত হওয়ার কথা জানা যায়। নিঃসন্দেহে এটি আল্লাহ পাকের মহান কুদরত এবং ক্ষমতার-ই পরিচয় বহন করে। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ৩৯ ও ৪১ নং আয়াতদ্বয়:

আয়াতদ্বয় থেকে প্রমাণিত হয়, হাশরের মাঠে অপরাধীদেরকে তাদের চেহারা দেখেই চেনা যাবে। তাদেরকে কিছু জিজ্ঞাসা করারও প্রয়োজন হবে না।

● ৪৩-৪৫নং আয়াতসমূহ:

আয়াতসমূহ থেকে আখেরাতে নাফরমানদের করুন পরিস্থিতির কথা জানা যায়। সুতরাং জাহান্নাম থেকে উদ্ধার পেতে হলে আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতকে স্বীকার করে তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

(৪৬) আর যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করে[১] তার জন্য রয়েছে দু'টি বাগান।	وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ﴿٤٦﴾
(৪৭) সুতরাং তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে তোমরা অস্বীকার করবে?	فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٤٧﴾

(৪৮) সেই দুটি হবে বহু ডালবিশিষ্টি[২]।	ذَوَاتَآ اَفۡنَانٍ ﴿۴۸﴾
(৪৯) সুতরাং তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামতকে তোমরা অস্বীকার করবে?	فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ ﴿۴۹﴾
(৫০) উভয়ের ভেতরে প্রবাহিত হবে দুটি ঝরণা।	فِیۡهِمَا عَیۡنٰنِ تَجۡرِیٰنِ ﴿۵۰﴾
(৫১) সুতরাং তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে তোমরা অস্বীকার করবে?	فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ ﴿۵۱﴾
(৫২) উভয়ের মধ্যে প্রত্যেক ফল হবে দু'প্রকার[৩]।	فِیۡهِمَا مِنۡ کُلِّ فَاکِهَةٍ زَوۡجٰنِ ﴿۵۲﴾
(৫৩) সুতরাং তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে তোমরা অস্বীকার করবে?	فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ ﴿۵۳﴾
(৫৪) তারা হেলান দিয়ে বসবে এমন বিছানাসমূহের উপর যার আস্তর হবে মোটা রেশমের। আর বাগান দু'টির ফল থাকবে নিকটে[৪]।	مُتَّکِـِٕیۡنَ عَلٰی فُرُشٍۢ بَطَآئِنُهَا مِنۡ اِسۡتَبۡرَقٍ ؕ وَجَنَا الۡجَنَّتَیۡنِ دَانٍ ﴿۵۴﴾
(৫৫) সুতরাং তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে তোমরা অস্বীকার করবে?	فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ ﴿۵۵﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ মানব ও জ্বীনের মধ্যে যে কেউ কেয়ামতের পর আল্লাহ পাকের সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করে সে গোপনে ও প্রকাশ্যে কখনোই আল্লাহ পাকের নাফরমানী করতে পারে না। ফলে তাদেরকে সর্বোত্তম জান্নাতে দাখিল করা হবে। এখানে আল্লাহ পাকের খাছ নৈকট্যশীল বান্দাদের কথা বলা হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ ঐ দুটি বাগানে ডাল-পাতা বেশি হবে। ফলে তা হবে সবুজ, ছায়াময়। (প্রাগুক্ত)

(৩) সেখানে প্রত্যেক ফল দু'প্রকারের হবে। শুকনো এবং তাজা। অথবা সাধারণ স্বাদযুক্ত এবং অসাধারণ স্বাদযুক্ত। (প্রাগুক্ত)

(৪) অর্থাৎ, বাগানের ফলগুলো এতই নিকটে ঝুলে থাকবে যে, শুয়ে বসে দাড়িয়ে সব অবস্থায় অতি সহজেই তা আহরণ করা যাবে। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪৬ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, আল্লাহ পাকের নৈকট্য ও জান্নাত লাভের উপযুক্ত ঐ ব্যক্তি যে, আল্লাহ পাকের সামনে হাজির হওয়াকে ভয় করে। এই ভয়ের ফলেই সে সমস্ত গোনাহ থেকে বেঁচে থাকে এবং জান্নাতের উপযুক্ত হয়।

www.maktabatulabrar.com

● ৪৮–৫৫ নং আয়াতসমূহ:

আয়াতসমূহ থেকে সেই জান্নাতদ্বয়ের বৈশিষ্টসমূহের কথা জানা যায়, যা তিনি তাঁর নৈকট্যশীল বান্দাদের জন্য বানিয়েছেন। তা হল, সেই জান্নাত হবে সবুজ, ছায়াময়। তার ভেতরে প্রবাহিত হবে একাধিক ঝরণা। সেখানের ফল হবে বিভিন্ন স্বাদের এবং সেগুলো খুব কাছেই ঝুলতে থাকবে। আরো থাকবে বিভিন্ন আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা। এসব নেয়ামতের কথা জেনেও কি মানুষ আল্লাহকে অবিশ্বাস করবে?

(৫৬) সেখানে রয়েছে দৃষ্টি অবনতকারী বহু নারী[১]। এদের পূর্বে তাদেরকে না কোন মানুষ স্পর্শ করেছে আর না কোন জ্বীন।	فِیۡهِنَّ قٰصِرٰتُ الطَّرۡفِ ۙ لَمۡ یَطۡمِثۡهُنَّ اِنۡسٌ قَبۡلَهُمۡ وَلَا جَآنٌّ ﴿۵۶﴾
(৫৭) সুতরাং তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামতকে তোমরা অস্বীকার করবে?	فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ ﴿۵۷﴾
(৫৮) তারা যেন ইয়াকুত ও মারজান[২]।	کَاَنَّهُنَّ الۡیَاقُوۡتُ وَالۡمَرۡجَانُ ﴿۵۸﴾
(৫৯) সুতরাং তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামতকে তোমরা অস্বীকার করবে?	فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ ﴿۵۹﴾
(৬০) উত্তম কাজের বিনিময় উত্তম (পুরস্কার) ছাড়া কি হতে পারে?	هَلۡ جَزَآءُ الۡاِحۡسَانِ اِلَّا الۡاِحۡسَانُ ﴿۶۰﴾
(৬১) সুতরাং তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামতকে তোমরা অস্বীকার করবে?	فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ ﴿۶۱﴾
(৬২) এবং এই দুটি ছাড়াও রয়েছে দুই বাগান[৩]।	وَمِنۡ دُوۡنِهِمَا جَنَّتٰنِ ﴿۶۲﴾
(৬৩) সুতরাং তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামতকে তোমরা অস্বীকার করবে?	فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ ﴿۶۳﴾
(৬৪) যা গাঢ় সবুজবর্ণবিশিষ্ট[৪]।	مُدۡهَآمَّتٰنِ ﴿۶۴﴾
(৬৫) সুতরাং তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামতকে তোমরা অস্বীকার করবে?	فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ ﴿۶۵﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ এসব বেহেশতি হুর কেবলি তাদের স্বামীর দিকেই চোখ তুলে তাকাবে। অন্য কারো প্রতি নয়। (জালালাইন)

(২) ইয়াকূত ও মারজান (প্রবাল) দু'ধরনের পাথর।

(৩) এই দুটি বাগান হবে সাধারণ মুমিনের জন্য (মাআরিফুল কুরআন)

(৪) مُدۡهَآمَّتٰنِ শব্দটির অর্থ ঘন সবুজ যার ফলে তাকে কালো বলে মনে হয়। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫৬ নং আয়াত:

১. জান্নাতী নারীদের বৈশিষ্ট্য হল, তারা স্বামী ছাড়া অন্য কারো দিকে চোখ তুলে তাকায় না। তেমনিভাবে পৃথিবীতেও শ্রেষ্ট নারী তারাই যারা নিজেদের ভালবাসা, নিজেদের দৃষ্টি কেবল স্বামীর প্রতিই নিবদ্ধ রাখে। এবং পরপুরুষের দৃষ্টি থেকে নিজকে হেফাজত রাখে। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. জ্বীনদের মধ্যে যারা মুত্তাকী হবে তারাও বেহেশতে যাবে এবং তাদের জন্যও হুর ও অন্যান্য নেয়ামত থাকবে যেভাবে মানুষের জন্য থাকবে। (প্রাগুক্ত)

● ৫৮ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, উত্তম কাজের বদলাও হয় উত্তম। অতএব যারা নেক কাজ করবে তাদেরকে আল্লাহ অবশ্যই জান্নাত দিবেন।

● ৬২ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, আমলের হিসেবে জান্নাতীদের মর্যাদার পার্থক্য থাকবে। এছাড়া জানা যায়, সবুজ পরিবেশ, গাছ-পালাকে আল্লাহও পছন্দ করেন।

فِيْهِمَا عَيْنٰنِ نَضَّاخَتٰنِ ﴿٦٦﴾	(৬৬) সেখানে আছে তেজ স্রোতসম্পন্ন দুটি ঝরনা।
فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٦٧﴾	(৬৭) সুতরাং তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে তোমরা অস্বীকার করবে?
فِيْهِمَا فَاكِهَةٌ وَّنَخْلٌ وَّرُمَّانٌ ﴿٦٨﴾	(৬৮) সেখানে আছে ফল-মূল, খেজুর ও ডালিম।
فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٦٩﴾	(৬৯) সুতরাং তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে তোমরা অস্বীকার করবে?
فِيْهِنَّ خَيْرٰتٌ حِسَانٌ ﴿٧٠﴾	(৭০) সেখানে আছে সুশিলা, সুন্দরী নারীগণ[১]।
فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٧١﴾	(৭১) সুতরাং তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে তোমরা অস্বীকার করবে?
حُوْرٌ مَّقْصُوْرٰتٌ فِى الْخِيَامِ ﴿٧٢﴾	(৭২) (তারা) তাঁবুতে অবস্থানকারীনী হুরগণ[২]।
فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٧٣﴾	(৭৩) সুতরাং তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে তোমরা অস্বীকার করবে?
لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ ﴿٧٤﴾	(৭৪) এদের পূর্বে তাদেরকে না কোন মানুষ স্পর্শ করেছে আর না কোন জ্বীন।
فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٧٥﴾	(৭৫) সুতরাং তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে তোমরা অস্বীকার করবে?

www.maktabatulabrar.com

مُتَّكِـِٕيْنَ عَلٰى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَّعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ﴿٧٦﴾	(৭৬) তারা নকশীদার সবুজ রেশমের আসনে এবং সুন্দর গালিচার উপর হেলান দিয়ে বসবে।
فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٧٧﴾	(৭৭) সুতরাং তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে তোমরা অস্বীকার করবে?
تَبٰرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِى الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ ﴿٧٨﴾	(৭৮) তোমার প্রতিপালকের নাম কত বরকতময়, যিনি মহানুভবতা ও মাহাত্মের অধিকারী।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) خيرات হল এমন নারী যে চরিত্রে উত্তম, আর حسان হল সৌন্দর্যে শ্রেষ্ট নারী। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) তাঁবু হবে মনি-মুক্তার তৈরী। অর্থাৎ সেসব নারীরা পর পুরুষের দৃষ্টি থেকে নিজকে রক্ষার জন্য তাঁবুতে অবস্থান করবে। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(৩) رفرف হল সবুজ রঙের রেশমী কাপড়, যার দ্বারা বিছানা, আসন ইত্যাদি তৈরী করা হয় আর عبقر হল উৎকৃষ্ট কাপড়, গালিচা। (মাআরিফুল কুরআন ও সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৬৬-৭১ নং আয়াতসমূহ:

আয়াতসমূহ থেকে জানা যায়, আল্লাহ তা'আলা মুমিন বান্দাগণের জন্য জান্নাতে কি ধরনের নেয়ামত রেখেছেন। সুতরাং এই নেয়ামত হাসিলের জন্য প্রতিটি মানুষের উচিত ঈমান ও আমলে চেষ্টা-সাধনা করা।

● ৭২ নং আয়াত:

আয়াতের দ্বারা গৃহে এবং পর্দার মধ্যে অবস্থানকারীনি নারীদের শ্রেষ্টত্ব প্রমাণিত হয়। এরা বেহেশতী হুরদের-ই প্রতিনিধি। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর অবলম্বনে)

● ৭৪-৭৭ নং আয়াতসমূহ:

আয়াতসমূহ থেকে জান্নাতী হুরদের বিভিন্ন বৈশিষ্টের কথা জানা যায়। আরো জানা যায় যে, মানুষের মতই মুমিন জ্বীনরা জান্নাতের সকল নেয়ামত ভোগ করবে। (আইছারুত্তাফাসীর)

ষ ৭৮ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, আল্লাহ তা'আলার নাম অত্যন্ত বরকতময়। সুতরাং মুমিনের উচিত "আল্লাহর নামে" অর্থাৎ بسم الله الرحمن الرحيم (বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম) বলে কাজ শুরু করা। (আইছারুত্তাফাসীর)

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, আল্লাহ তা'আলা মহানুভবতা ও মাহাত্মের অধিকারী

(৫৬) সূরা ওয়াকিয়া, মক্কী
৯৬ আয়াত, ৩ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۝١	(১) যখন সেই ঘটনা ঘটবে[১]।
لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ۝٢	(২) তখন এর সংঘটনকে অস্বীকারকারী কেউ থাকবে না।
خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ۝٣	(৩) যা (কাউকে) অবনতকারী হবে, (কাউকে) উন্নতকারী হবে[২]।
اِذَا رُجَّتِ الْاَرْضُ رَجًّا ۝٤	(৪) যখন পৃথিবীকে ভীষণ কম্পনে প্রকম্পিত করা হবে।
وَّبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ۝٥	(৫) এবং পাহাড়-পর্বত চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হবে।
فَكَانَتْ هَبَآءً مُّنْۢبَثًّا ۝٦	(৬) ফলে সেগুলো বিক্ষিপ্ত ধুলিকণায় পরিণত হবে।
وَّكُنْتُمْ اَزْوَاجًا ثَلٰثَةً ۝٧	(৭) এবং তোমরা হবে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত[৩]।
فَاَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ۙ مَآ اَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ۝٨	(৮) অর্থাৎ,, ডান দিকের দল, কী আজীমুশ্বান ডান দিকের দল!
وَاَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ ۙ مَآ اَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ ۝٩	(৯) এবং বাম দিকের দল; কী নিকৃষ্ট বাম দিকের দল!
وَالسّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ ۝١٠	(১০) আর অগ্রসর দল তো অগ্রসর-ই।
اُولٰٓئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ ۝١١	(১১) তারা-ই বিশেষ নৈকট্যপ্রাপ্ত।
فِىْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ۝١٢	(১২) (এরা থাকবে) নেয়ামতপূর্ণ জান্নাতে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) واقعة শব্দটির মূল অর্থ ঘটনা, যা ঘটবে। এখানে ঘটনা দ্বারা কেয়ামত উদ্দেশ্য।

(২) অর্থাৎ কেয়ামতের ফলে কেউ উন্নত হবে জান্নাতে প্রবেশের দ্বারা আর কেউ অবনত হবে জাহান্নামে প্রবেশের দ্বারা। (জালালাইন)

(৩) এই তিন শ্রেণী হল নিম্নরূপ: (এক) ডানদিকের দল অর্থাৎ যাদেরকে আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে। এরা সাধারণ জান্নাতী। (দুই) বাম দিকের দল অর্থাৎ যাদেরকে আমলনামা বাম হাতে দেয়া হবে। এরা হল জাহান্নামী। (তিন) এরা হল অগ্রগামী দল। যারা জান্নাতীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ট। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

www.maktabatulabrar.com

আহকাম ও শিক্ষা

● ১-২ নং আয়াতদ্বয়:

আয়াতদ্বয় থেকে প্রমাণিত হয়, কেয়ামত অবশ্যই ঘটবে। এটাকে অস্বীকারের কোনোই উপায় নেই। যখন কেয়ামত সংঘটিত হবে তখন তা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। যদিও এখন দুনিয়ায় থাকাকালীন অনেকে তা অস্বীকার করে থাকে।

● ৩ নং আয়াত:

আয়াত থেকে জানা যায়, কেয়ামতের পর মানুষের প্রকৃত মর্যাদা প্রকাশ পাবে। তখন মর্যাদা কেউ উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হবে, আবার কেউ হবে চির অপমানিত।

● ৪-৬ নং আয়াতসমূহ:

আয়াতসমূহ থেকে কেয়ামত সংঘটনের সময়কালীন ভয়াবহ উলট-পালট অবস্থার কথা জানা যায়।

● ৭-১২ নং আয়াতসমূহ:

আয়াতসমূহ থেকে প্রমাণিত হয়, আখেরাতে মানুষ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হবে। (১) শ্রেষ্ট জান্নাতী, (২) সাধারণ জান্নাতী, (৩) জাহান্নামী। প্রথমোক্ত দুই দলই ডান হাতে আমলনামা পাবে। এরা হবে অত্যন্ত ভাগ্যবান।

ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ۝١٣	(১৩) (তাদের) একটি বড় দল হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে[১]।
وَقَلِيْلٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ ۝١٤	(১৪) এবং অল্পসংখ্যক হবে পরবর্তীদের মধ্য থেকে।
عَلٰى سُرُرٍ مَّوْضُوْنَةٍ ۝١٥	(১৫) (তারা থাকবে) স্বর্ণের তার ও মুক্তা দ্বারা বুনোনো আসনসমূহে[২]।
مُّتَّكِـِٕيْنَ عَلَيْهَا مُتَقٰبِلِيْنَ ۝١٦	(১৬) তারা তাতে হেলান দিয়ে মুখোমুখি হয়ে বসবে।
يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ۝١٧	(১৭) তাদের কাছে ঘোরাফেরা করবে চির-কিশোরেরা[৩]।
بِاَكْوَابٍ وَّاَبَارِيْقَ ۙ وَكَاْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ ۝١٨	(১৮) পান-পাত্র, কুজা এবং বহমান শরাবে পূর্ণ পাত্রসমূহ নিয়ে[৪]।
لَّا يُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُوْنَ ۝١٩	(১৯) তা (পান করার) দ্বারা তারা শীর-পীড়ায়ও আক্রান্ত হবে না এবং তারা বুদ্ধিলোপ প্রাপ্তও হবে না।
وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُوْنَ ۝٢٠	(২০) এবং তাদের পছন্দমত ফল-মূল নিয়ে।

(২১) আর তাদের ইপ্সিত পাখির গোশত নিয়ে।	وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ ﴿٢١﴾
(২২) (আর তাদের জন্য থাকবে) ডাগর৫ চোখবিশিষ্ট হুর।	وَحُوْرٌ عِيْنٌ ﴿٢٢﴾
(২৩) লুকায়িত মুক্তার ন্যায়।	كَاَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُوْنِ ﴿٢٣﴾
(২৪) তারা যে আমল করত তার প্রতিদান স্বরূপ।	جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٢٤﴾
(২৫) সেখানে তারা না কোন অনর্থক কথা শুনবে আর না কোন গোনাহের কথা।	لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا تَاْثِيْمًا ﴿٢٥﴾
(২৬)তবে শুধু সালাম সালাম আওয়াজ।	اِلَّا قِيْلًا سَلٰمًا سَلٰمًا ﴿٢٦﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) ثُلَّةٌ শব্দের অর্থ মানুষের বড় দল। এখানে "অগ্রসর দল" অর্থাৎ জান্নাতীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জান্নাতীদের কথা বলা হয়েছে। السّٰبِقُوْنَ বা অগ্রসর দল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পূর্ববর্তী লোকদের মধ্যে বেশী হবে। কারণ, তাদের নবী'র সংখ্যাই ছিল দুই লক্ষের উপরে। উম্মতে মুহাম্মাদী যত শ্রেষ্ঠই হোক না কেন তারা তো আর নবীদের পর্যায়ে পৌছতে পারবে না। এজন্য শ্রেষ্ঠ জান্নাতীদের তালিকায় তাদের সংখ্যা স্বল্প হবে। (বয়ানুল কুরআন ও সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(২) مَوْضُوْنَةٍ অর্থ স্বর্ণের তার ও মুক্তা দ্বারা বুননকৃত। (জালালাইন)

(৩) অর্থাৎ এসব কিশোরেরা সর্বদাই কিশোর থাকবে। (মাআরিফুল কুরআন)

(৪) اَكْوَابٍ বহুবচন كُوْبٍ এর। অর্থঃ গ্লাসের ন্যায় পানপাত্র। اَبَارِيْقَ বহুবচন اِبْرِيْقٍ এর অর্থঃ কুজা (হাতলবিশিষ্ট পানপাত্র)। (মাআরিফুল কুরআন)

(৫) "আর তাদের জন্য থাকবে" কথাটি এখানে উহ্য আছে। (জালালাইন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৩-১৪ নং আয়াতদ্বয়:

আয়াতদ্বয় থেকে প্রমাণিত হয়, শ্রেষ্ঠ জান্নাতীদের সংখ্যা পূর্ববর্তীদের মধ্যে বেশী হবে। কারণ, তাদের নবীগণের সংখ্যাই প্রায় দুই লক্ষাধিক। তবে সাধারণ উম্মত হিসেবে উম্মতে মুহাম্মাদী শ্রেষ্ঠ এবং জান্নাতে তাদের সংখ্যাও হবে বেশী। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর-টীকা)

● ১৫-২৪ নং আয়াতসমূহ:

আয়াতসমূহে অগ্রসর জান্নাতীদেরকে তাদের আমলের পুরস্কার স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা যেসব নেয়ামত দিবেন তার বিবরণ দেয়া হয়েছে।

www.maktabatulabrar.com

● ১৮-১৯ নং আয়াতদ্বয়:

আয়াতদ্বয় থেকে জানা যায়, জান্নাতীদেরকে পান করতে যে শরাব দেয়া হবে তা দুনিয়ার শরাবের মত নয়। এর দ্বারা মাথা ব্যথাও হবে না এবং বুদ্ধিও লোপ পাবে না।

● ২৫-২৬ নং আয়াতদ্বয়:

১. জান্নাতে "সালাম" বা শান্তির শব্দ থাকবে। ফেরেশতাগণও জান্নাতীদের সালাম করবে।

২. জান্নাতে কোন অনর্থক বা গোনাহের কথা শোনা যাবে না।

(২৭) আর ডান দিকের দল ; কত (ভাগ্যবান) ডান দিকের দল[১]।	وَاَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ ۙ مَآ اَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ ﴿٢٧﴾
(২৮) (তারা থাকবে এমন বাগানে যেখানে আছে) কাটাবিহীন বরই গাছ।	فِيْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ ﴿٢٨﴾
(২৯) এবং সারি সারি কলাগাছ।	وَّطَلْحٍ مَّنْضُوْدٍ ﴿٢٩﴾
(৩০) এবং দীর্ঘ ছায়া।	وَّظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ ﴿٣٠﴾
(৩১) এবং প্রবাহিত পানি।	وَّمَآءٍ مَّسْكُوْبٍ ﴿٣١﴾
(৩২) এবং প্রচুর ফল।	وَّفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ ﴿٣٢﴾
(৩৩) যা শেষ হবার নয়, নিষিদ্ধও নয়।	لَّا مَقْطُوْعَةٍ وَّلَا مَمْنُوْعَةٍ ﴿٣٣﴾
(৩৪) এবং থাকবে উঁচু বিছানাসমূহ।	وَّفُرُشٍ مَّرْفُوْعَةٍ ﴿٣٤﴾
(৩৫) অবশ্যই আমি তাদেরকে (হুরদেরকে) সৃষ্টি করেছি বিশেষভাবে।	اِنَّآ اَنْشَاْنٰهُنَّ اِنْشَآءً ﴿٣٥﴾
(৩৬) অর্থাৎ তাদেরকে আমি করেছি কুমারী[২]।	فَجَعَلْنٰهُنَّ اَبْكَارًا ﴿٣٦﴾
(৩৭) সোহাগিনী, সমবয়স্কা[৩]।	عُرُبًا اَتْرَابًا ﴿٣٧﴾
(৩৮) ডান দিকের লোকদের জন্য।	لِّاَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ﴿٣٨﴾
(৩৯) (তাদের) এক বড় দল হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে।	ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٣٩﴾
(৪০) এবং এক বড় দল হবে পরবর্তীদের মধ্য থেকে।	وَثُلَّةٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ ﴿٤٠﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) سِدْرٍ অর্থ বরই গাছ। طَلْحٍ অর্থ কলাগাছ। (জালালাইন)

(২) اَبْكَارًا বহুবচন بِكْرٍ এর। অর্থ কুমারী বালিকা। জান্নাতের এসব নারীরা প্রত্যেক সহবাসের পরই কুমারী হয়ে যাবে। (মাআরিফুল কুরআন)

(৩) عُرُبًا বহুবচন عَرُوْبٍ এর। অর্থাৎ প্রেমিকা নারী। اَتْرَابًا বহুবচন تِرْبٍ এর। অর্থ সমবয়স্কা। জান্নাতে নারী-পুরুষের বয়স হবে তেত্রিশ বছর করে। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৭-৩৪ নং আয়াতসমূহ:

আয়াতসমূহ দ্বারা আল্লাহ তা'আলা সাধারণ জান্নাতীদেরকেও কিরূপ সম্মান ও পুরস্কার দান করবেন তা জানা যায়।

● ৩৫-৩৮ নং আয়াতসমূহ:

আয়াতসমূহ থেকে জানা যায়, জান্নাতী হুরগণ চির কুমারী থাকবে, তারা ভীষনণভাবে প্রেমাসক্ত হবে এবং বয়স হবে পুরুষদের সমান সমান।

● ৩৯-৪০ নং আয়াতসমূহ:

আয়াতসমূহ থেকে জানা যায়, সাধারণ উম্মতে মুহাম্মাদী –যারা জান্নাতী হবে তারা– পূর্ববর্তী উম্মতগণের চেয়ে কম কখনোই হবে না। এখানে যারা ডান দিকের দল অর্থাৎ সাধারন জান্নাতীদের কথা বলা হয়েছে।

وَاَصْحٰبُ الشِّمَالِ ۙ مَاۤ اَصْحٰبُ الشِّمَالِ ﴿۴۱﴾	(৪১) আর বামদিকের দল, কত (দুর্ভাগা) বাম দিকের দল।
فِیْ سَمُوْمٍ وَّحَمِیْمٍ ﴿۴۲﴾	(৪২) (তারা থাকবে) প্রচণ্ড গরম বাতাস[১] ও ফুটন্ত গরম পনিতে।
وَّظِلٍّ مِّنْ یَّحْمُوْمٍ ﴿۴۳﴾	(৪৩) এবং নিকষ কালো ধোয়ার ছায়ায়।
لَّا بَارِدٍ وَّلَا كَرِیْمٍ ﴿۴۴﴾	(৪৪) যা শীতলও নয়, আরামদায়কও নয়।
اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُتْرَفِیْنَ ﴿۴۵﴾	(৪৫) ইতিপূর্বে তারা তো ভোগ-বিলাসে মগ্ন ছিল।
وَكَانُوْا یُصِرُّوْنَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِیْمِ ﴿۴۶﴾	(৪৬) এবং তারা সর্বদাই মারাত্মক গোনাহে লিপ্ত ছিল।
وَكَانُوْا یَقُوْلُوْنَ ۙ اَىِٕذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ﴿۴۷﴾	(৪৭) এবং তারা বলত, যখন আমরা মরে যাব এবং মাটি ও হাড্ডিতে পরিণত হব তখন কি আমরা পুনরায় জীবিত হব?
اَوَ اٰبَآؤُنَا الْاَوَّلُوْنَ ﴿۴۸﴾	(৪৮) আর আমাদের পূর্বপুরুষগণও?
قُلْ اِنَّ الْاَوَّلِیْنَ وَالْاٰخِرِیْنَ ﴿۴۹﴾	(৪৯) তুমি বলে দাও, অবশ্যই পূর্ববর্তীগণ ও পরবর্তীগণ।
لَمَجْمُوْعُوْنَ ۙ اِلٰى مِیْقَاتِ یَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ﴿۵۰﴾	(৫০) অবশ্যই সকলে একত্রিত হবে এক নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে।
ثُمَّ اِنَّكُمْ اَیُّهَا الضَّآلُّوْنَ الْمُكَذِّبُوْنَ ﴿۵۱﴾	(৫১) অতঃপর হে গোমরাহ, মিথ্যারোপ-কারীগণ।
لَاٰكِلُوْنَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُّوْمٍ ﴿۵۲﴾	(৫২) অবশ্যই তোমরা খাবে যাক্কুম গাছ[২] থেকে।

www.maktabatulabrar.com

فَمَالِـُٔوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ﴿۵۳﴾	(৫৩) এবং এর দ্বারা উদরসমূহ পূর্ণ করবে।
فَشٰرِبُوْنَ عَلَیْهِ مِنَ الْحَمِیْمِ ﴿۵۴﴾	(৫৪) অতঃপর তার উপর পান করবে ফুটন্ত গরম পানি।
فَشٰرِبُوْنَ شُرْبَ الْهِیْمِ ﴿۵۵﴾	(৫৫) এবং পান করবে পিপাসিত উটের মত।
هٰذَا نُزُلُهُمْ یَوْمَ الدِّیْنِ ﴿۵۶﴾	(৫৬) প্রতিদার দিবসে দিন এই হবে তাদের আপ্যায়ন।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) سَمُوم হল আগুন থেকে বের হওয়া প্রচণ্ড গরম বাতাস। (জালালাইন)

(২) জাহান্নামের ভেতরে উৎপাদিত এক ধরনের তিক্ত বিশ্রী গাছ। (আইছারুত্তাফাসীর)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪১-৪৬ নং আয়াতসমূহ:

আয়াতসমূহের দ্বারা প্রমাণিত হয়, কাফির এবং নাফরমান যাদেরকে বাম হাতে আমলনামা দেয়া হবে। তাদের অবস্থা জাহান্নামে কী করুণ হবে তার কিছু বিবরণও জানা যায়।

● ৪৫ নং আয়াত:

আয়াত থেকে জানা যায়, জাহান্নামীদের পৃথিবীতে থাকা অবস্থায় একটি অপরাধ ছিল এই যে, তারা ভীষণভাবে ভোগ-বিলাসে লিপ্ত থাকত। এতে ভোগ-বিলাসের অপকারিতা প্রমাণিত হয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ৪৭-৫৬ নং আয়াতসমূহ:

আয়াতসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয়, সকল মানুষই কেয়ামতের পর পুনরায় জীবিত হবে। এই পুনরুত্থানকে যারা অস্বীকার করে তাদের আযাবের কথাও আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে জানা যায়।

نَحْنُ خَلَقْنٰكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُوْنَ ﴿۵۷﴾	(৫৭) আমিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি তবে কেন তোমরা বিশ্বাস করছ না?
اَفَرَءَیْتُمْ مَّا تُمْنُوْنَ ﴿۵۸﴾	(৫৮) আর তোমরা যে বীর্যপাত কর সে সম্পর্কে তোমরা ভেবে দেখেছ কি?
ءَاَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَهٗۤ اَمْ نَحْنُ الْخٰلِقُوْنَ ﴿۵۹﴾	(৫৯) তা (বীর্য) কি তোমরা সৃষ্টি কর না আমি সৃষ্টিকারী?
نَحْنُ قَدَّرْنَا بَیْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِیْنَ ﴿۶۰﴾	(৬০) আমিই তোমাদের মাঝে মৃত্যুকে নির্ধারিত করে দিয়েছি এবং আমি অক্ষম নই-
عَلٰۤى اَنْ نُّبَدِّلَ اَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِیْ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۶۱﴾	(৬১) –এ ব্যাপারে যে, তোমাদের মত কাউকে (তোমাদের) পরিবর্তে নিয়ে আসব এবং তোমাদেরকে এমন আকৃতি দেব যা[১] তোমরা জান না।

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْاَةَ الْاُوْلٰى فَلَوْلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٦٢﴾	(৬২) আর তোমরা তো অবশ্যই জেনেছ প্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে[১], তবুও তোমরা বোঝ না কেন?
اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَحْرُثُوْنَ ﴿٦٣﴾	(৬৩) আর তোমরা যে বীজ বপন কর সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি?
ءَاَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهٗٓ اَمْ نَحْنُ الزّٰرِعُوْنَ ﴿٦٤﴾	(৬৪) তা কি তোমরা উৎপন্ন কর না আমি উৎপন্নকারী?
لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنٰهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُوْنَ ﴿٦٥﴾	(৬৫) আমি ইচ্ছা করলে অবশ্যই তাকে খড়-কুটায় পরিণত করতে পারি। তখন তোমরা হতবাক হয়ে যাবে।
اِنَّا لَمُغْرَمُوْنَ ﴿٦٦﴾	(৬৬) (আর বলবে,) আমরা তো জরিমানার ভেতরে[২] পড়ে গেলাম।
بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ ﴿٦٧﴾	(৬৭) বরং আমরা একেবারে বঞ্চিত হয়ে গেলাম।
اَفَرَءَيْتُمُ الْمَآءَ الَّذِىْ تَشْرَبُوْنَ ﴿٦٨﴾	(৬৮) এবং তোমরা যে পানি পান কর সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি?
ءَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ ﴿٦٩﴾	(৬৯) তোমরাই কি তা মেঘ[৪] থেকে নামিয়ে আন না আমি অবতারণকারী?
لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنٰهُ اُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُوْنَ ﴿٧٠﴾	(৭০) আমি ইচ্ছা করলে তাকে লবণাক্ত করে দিতে পারি। তবুও তোমরা কেন শোকর আদায় করছ না?

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, শুকর-বা বানর ইত্যাদির আকৃতি যেভাবে পূর্ববর্তী কোন কোন সম্প্রদায়ের আকৃতি পাল্টে দেয়া হয়েছিল। (জালালাইন)

(২) অর্থাৎ প্রথমবার যেভাবে আমি সৃষ্টি করেছি পরবর্তীতেও সৃষ্টি করতে আমি সক্ষম।

(৩) অর্থাৎ পুঁজি নষ্ট হয়ে গেল। (বয়ানুল কুরআন)

(৪) اَلْمُزْنِ বহুবচন مُزْنَة এর। অর্থ মেঘ। (জালালাইন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫৭-৬২ নং আয়াতসমূহ

আয়াতসমূহ থেকে মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়ার ব্যাপারটি সত্য বলে প্রমাণিত হয়। কারণ আল্লাহ তা'আলা যিনি মানুষকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং একফোটা বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছেন, যিনি মানুষের মৃত্যু ঘটান তিনি অবশ্যই পুনরায় জীবিত করতেও সক্ষম হবেন এটাই স্বাভাবিক।

www.maktabatulabrar.com

● ৬৩-৭০ নং আয়াতসমূহ:

আয়াতসমূহে বান্দার উপর আল্লাহ তা'আলার অফুরন্ত নেয়ামতসমূহের আলোচনা করা হয়েছে। কাজেই বান্দার উচিত এ সবের বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করা এবং তাকে রব হিসেবে স্বীকার করে নেয়া।

اَفَرَءَيْتُمُ النَّارَ الَّتِىْ تُوْرُوْنَ ﴿٧١﴾	(৭১) আর তোমরা যে আগুন জ্বালাও সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি?
ءَاَنْتُمْ اَنْشَاْتُمْ شَجَرَتَهَآ اَمْ نَحْنُ الْمُنْشِـُٔوْنَ ﴿٧٢﴾	(৭২) তোমরা কি এর (আগুনের) গাছকে[১] সৃষ্টি করেছ না-কি আমিই সৃষ্টিকারী?
نَحْنُ جَعَلْنٰهَا تَذْكِرَةً وَّمَتَاعًا لِّلْمُقْوِيْنَ ﴿٧٣﴾	(৭৩) আমিই এটাকে (আগুনকে) বানিয়েছি নিদর্শনরূপে এবং মরুবাসীদের[২] জন্য সামগ্রীরূপে।
فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ﴿٧٤﴾	(৭৪) অতএব, তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ঘোষণা কর।
فَلَآ اُقْسِمُ بِمَوٰقِعِ النُّجُوْمِ ﴿٧٥﴾	(৭৫) আর আমি তারকারাজির অস্তাচলের শপথ করছি[৩]।
وَاِنَّهٗ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُوْنَ عَظِيْمٌ ﴿٧٦﴾	(৭৬) এবং নিশ্চয় এটা এক মহা শপথ যদি তোমরা জানতে।
اِنَّهٗ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ ﴿٧٧﴾	(৭৭) নিশ্চয় এটা তো এক মহা সম্মানিত কুরআন।
فِىْ كِتٰبٍ مَّكْنُوْنٍ ﴿٧٨﴾	(৭৮) যা আছে এক সুরক্ষিত কিতাবে[৪]।
لَّا يَمَسُّهٗٓ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ ﴿٧٩﴾	(৭৯) যারা পূত-পবিত্র[৫] তারা ছাড়া কেউ তাকে স্পর্শ করে না।
تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٨٠﴾	(৮০) যা জগতসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।
اَفَبِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَنْتُمْ مُّدْهِنُوْنَ ﴿٨١﴾	(৮১) এরপরও কি তোমরা এই বাণীকে তুচ্ছগণ্যকারী হবে?
وَتَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْنَ ﴿٨٢﴾	(৮২) আর তোমাদের মিথ্যারোপ করাটাকেই তোমরা নিজেদের জীবিকা বানিয়ে নিবে?

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ যে গাছ থেকে আগুন সৃষ্টি হয়। (জালালাইন ও সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(২) مُقْوِيْن শব্দটি قِوَاء থেকে নেয়া হয়েছে। এর অর্থ মরুভূমি। অর্থাৎ মরুবাসীরা মরুভূমিতে খাদ্য, পানিহীন অবস্থায় আগুন দ্বারাই সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়। (জালালাইন)

(৩) এই আয়াতে فَلَا أُقْسِمُ এর মাঝে لَا অতিরিক্ত। (মাআরিফুল কুরআন)

(৪) অর্থাৎ লওহে মাহফুজে। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর ও মাআরিফুল কুরআন)

(৫) পূত-পবিত্র বলে ফেরেশতাগণকে বোঝানো হয়েছে। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর ও মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৭১-৭৪ নং আয়াতসমূহ:

আয়াতসমূহ থেকে প্রমাণিত হয়, আল্লাহ পাকের অন্যান্য সৃষ্টির ন্যায় আগুন সৃষ্টির উদ্দেশ্যও হল মানুষের বিরাট উপকার সাধন করা। কাজেই মানুষের উচিত আল্লাহ পাকের শোকর আদায় করা, তার তাসবীহ পাঠ করা।

● ৭৫ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, আল্লাহ তা'আলা সৃষ্ট জগতের যে কোন বস্তুর নামে কসম খেতে পারেন। কিন্তু বান্দার জন্য বৈধ নয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ৭৬-৮০ নং আয়াতসমূহ:

আয়াতসমূহ থেকে প্রমাণিত হয়, কুরআন এক মহা সম্মানিত কিতাব। এটি আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও সংরক্ষিত আছে লওহে মাহফুজে। কাজেই একে ধ্বংস করার সাধ্য কোন মানুষের নেই।

● ৭৯ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, পবিত্রতা অর্জন ছাড়া কুরআনকে স্পর্শ করা যাবে না। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ৮১-৮২ নং আয়াতদ্বয়:

আয়াতদ্বয় থেকে প্রমাণিত হয়, কুরআনকে তুচ্ছ মনে করা এবং একে মিথ্যা মনে করা সম্পূর্ণ অন্যায়, অযৌক্তিক ও হারাম।

(৮৩) তবে কেন (ফেরাতে) পার না যখন (প্রাণ) কণ্ঠ পর্যন্ত এসে যায়?	فَلَوْلَآ اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ ﴿٨٣﴾
(৮৪) এবং তখন তোমরা চেয়ে থাক।	وَاَنْتُمْ حِيْنَئِذٍ تَنْظُرُوْنَ ﴿٨٤﴾
(৮৫) আর আমি তোমাদের চেয়ে তার (মৃতব্যক্তির) অধিক নিকটবর্তী[১], কিন্তু তোমরা দেখতে পাও না।	وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُبْصِرُوْنَ ﴿٨٥﴾
(৮৬) আর যদি তোমাদের হিসাব-নিকাশ না হওয়াই সঠিক হয়–	فَلَوْلَآ اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِيْنِيْنَ ﴿٨٦﴾
(৮৭) তবে কেন তোমরা সেই (প্রাণকে) ফিরাও না যদি তোমরা সত্যবাদী হও[২]।	تَرْجِعُوْنَهَآ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٨٧﴾

www.maktabatulabrar.com

(৮৮) বস্তুত যদি সে (মৃতব্যক্তি) নৈকট্যশীলদের মধ্য থেকে হয়।	فَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ﴿٨٨﴾
(৮৯) তাহলে (তার জন্য রয়েছে[৩]) সুখ, উত্তম জীবিকা এবং নেয়ামতপূর্ণ জান্নাত।	فَرَوْحٌ وَّرَيْحَانٌ ۙ وَّجَنَّتُ نَعِيْمٍ ﴿٨٩﴾
(৯০) আর যদি ডান দিকের দলের মধ্য থেকে হয়।	وَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ﴿٩٠﴾
(৯১) (তবে তাকে বলা হবে,[৪]) তোমার জন্য শান্তি, ডান দিকের দলের মধ্য থেকে হওয়ার কারণে।	فَسَلٰمٌ لَّكَ مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ﴿٩١﴾
(৯২) আর যদি সে মিথ্যারোপকারী, গোমরাহদের মধ্য থেকে হয়।	وَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِيْنَ الضَّآلِّيْنَ ﴿٩٢﴾
(৯৩) তাহলে আপ্যায়ন রয়েছে ফুটন্ত গরম পানির দ্বারা।	فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيْمٍ ﴿٩٣﴾
(৯৪) এবং জাহান্নামে প্রবেশ করানো।	وَّتَصْلِيَةُ جَحِيْمٍ ﴿٩٤﴾
(৯৫) নিশ্চয় এটাই তো পরম সত্য।	اِنَّ هٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِيْنِ ﴿٩٥﴾
(৯৬) সুতরাং তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ঘোষণা কর।	فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ﴿٩٦﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ তার ব্যাপারে অধিক জানি। (জালালাইন)

(২) অর্থাৎ তোমাদের ধারণা যদি এই হয় যে, তোমাদের হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করতে আল্লাহ সক্ষম হবেন না তোমাদের ক্ষমতার দরুণ। তাহলে তোমাদের ক্ষমতার বলে এখনই তার প্রাণকে আঁটকে রাখ, বের হতে দিও না। কিন্তু তাতো পারছ না। (মাআরিফুল কুরআন)

(৩) "তার জন্য রয়েছে" বাক্যটি এখানে উহ্য আছে। (জালালাইন)

(৪) "তাকে বলা হবে" বাক্যটি এখান উহ্য আছে। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৮৩-৮৭ নং আয়াতসমূহ:

আয়াতসমূহ থেকে প্রমাণিত হয়, আল্লাহ পাকের সামনে মানুষ অত্যন্ত দুর্বল এবং অক্ষম। আর মানুষকে অবশ্যই পুনরায় জীবিত করা হবে এবং হিসেব নেয়া হবে। এতে সন্দেহের কোনই সুযোগ নেই। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ৮৮-৯১ নং আয়াতসমূহ:

আয়াতসমূহে প্রথমে আল্লাহ পাকের নৈকট্যশীল বান্দাদের পুরস্কারের কথা বলা হয়েছে। এবং পরে ডান দিকের দল সাধারণ মুমিনদের পুরস্কারের কথা বলা হয়েছে। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ৯২-৯৪ নং আয়াতসমূহ:

আয়াতসমূহের দ্বারা আখেরাতে কাফের, গোমরাহদের শাস্তির কথা জানা যায়।

● ৯৫-৯৬ নং আয়াতদ্বয়:

আয়াতদ্বয় থেকে শিক্ষণীয় বিষয় হল, আখেরাতে এই পুরস্কারদান এবং শাস্তিদানের কথা নিঃসন্দেহে সত্য। আর এই সবকিছুর মালিক হলেন আল্লাহ তা'আলা। কাজেই তার নামের পবিত্রতা ঘোষণা করা অর্থাৎ বেশী বেশী তাসবীহ পাঠ করা কর্তব্য।

(৫৭) সূরা হাদীদ[১] মক্কী
২৯ আয়াত, ৪ রকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ①

(১) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব-ই আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে। আর তিনি মহা ক্ষমতাশালী, অত্যন্ত হেকমতের অধিকারী।

لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ②

(২) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব তাঁরই। তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। এবং তিনি সব বিষয়ে মহা শক্তিশালী।

هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ③

(৩) তিনিই অনাদি ও অনন্ত[২] এবং প্রকাশ্য ও গুপ্ত[৩]। এবং তিনি সব বিষয়ে মহা জ্ঞানী।

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ؕ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا ؕ وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ④

(৪) তিনিই এমন যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আরশে অধিষ্ঠিত[৪] হন। তিনি জানেন, যা কিছু যমীনে প্রবেশ করে এবং যা কিছু তা থেকে বের হয়[৫] আর যা কিছু আসমান থেকে নামে এবং যা কিছু সেখানে ওঠে। আর তোমরা যেখানেই থাক তিনি তোমাদের সাথে রয়েছেন[৬]। আর তোমরা যা কর আল্লাহ তা ভালোভাবে দেখেন।

لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ⑤

(৫) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব তাঁর-ই। এবং আল্লাহর দিকেই সব বিষয় ফেরত যাবে।

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) নামকরণ: حَدِيْد শব্দের অর্থ লোহা। আলোচ্য সূরায় লোহার উপকারিতা সম্পর্কে বর্ণনা এসেছে। এ প্রসঙ্গেই সূরার নামকরণ হয়েছে সূরা হাদীদ। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(২) তিনি অনাদি অর্থাৎ তার কোন শুরু বা সূচনা নেই এবং তিনি অনন্ত এই অর্থ যে, সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর কেবল তিনিই অস্তিত্বশীল থাকবেন। এবং তার কোন শেষ নেই। (জালালাইন)

(৩) তিনি প্রকাশ্য অর্থাৎ তাঁর সৃষ্টি রাজি এবং তাকে চেনার উপায় প্রকাশ্য। আর তিনি গুপ্ত অর্থাৎ তার সত্তার রহস্য বের করতে কেউ সক্ষম নয়। (বয়ানুল কুরআন)

(৪) এ সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

(৫) যমীনে প্রবেশ করে, যেমন বৃষ্টি এবং যমীন থেকে বের হয় যেমন গাছ-লতা, আর আসমান থেকে নামে ফেরেশতা, আহকাম এবং ওঠে মানুষের আমল ইত্যাদি। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৬) অর্থাৎ, তোমাদের সকল অবস্থা আল্লাহ তা'আলা জানেন। এটাকেই বলা হয়েছে তোমাদের সাথে রয়েছেন। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১-২ নং আয়াতদ্বয়:

আয়াতদ্বয়ের দ্বারা প্রমাণিত হয়, আসমান-যমীনের সব কিছু আল্লাহ পাকের পবিত্রতা ঘোষণা করে। সুতরাং মানুষের উচিত তার তাসবীহ পাঠ করা। এ ছাড়া আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের দ্বারা তাঁর মহা শক্তি ও ক্ষমতার কথা জানা যায়।

● ৩ নং আয়াত:

১. আল্লাহ অনাদি অর্থাৎ তার কোন শুরু বা সূচনা নেই।

২. আল্লাহ অনন্ত। তিনি অনন্ত এই অর্থ যে, সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর কেবল তিনিই অস্তিত্বশীল থাকবেন। এবং তার কোন শেষ নেই। (জালালাইন)

৩. তিনি প্রকাশ্য অর্থাৎ তাঁর সৃষ্টিরাজি এবং তাকে চেনার উপায় প্রকাশ্য।

৪. তিনি গুপ্ত অর্থাৎ তার সত্তার রহস্য বের করতে কেউ সক্ষম নয়।

● ৪-৫ নং আয়াতদ্বয়

১. আল্লাহ তা'আলা মহাজ্ঞানী, সবকিছুর মালিক তিনি।

২. কোন কাজে তাড়াহুড়ো করা আল্লাহ পাকের পসন্দ নয়। এ জন্যই তিনি পৃথিবীকে এক মুহূর্তে সৃষ্টি করেননি।

৩. মানুষ যেখানেই থাকুক আল্লাহ তার সাথে রয়েছেন। উল্লেখ্য, এই সাথে থাকার অর্থ সশরীরে সাথে থাকা নয় বরং জ্ঞানগতভাবে তার সাথে থাকা।

৪. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহর।

৫. আল্লাহর নিকট সবকিছু প্রত্যাবর্তিত হবে, তিনি সবকিছুর হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করবেন।

يُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ ۭ وَهُوَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝٦

(৬) তিনি রাতকে দিনের ভিতরে প্রবেশ করান এবং দিনকে প্রবেশ করান রাতের ভিতর[১]। এবং তিনি অন্তরসমূহের বিষয় সম্পর্কে মহাজ্ঞানী।

اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ۭ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ۝٧

(৭) তোমরা আল্লাহ ও তার রসূলের প্রতি ঈমান আন এবং যে (সম্পদের) মাঝে তিনি তোমাদেরকে প্রতিনিধি বানিয়েছেন তা থেকে ব্যয় কর। আর তোমাদের মধ্য থেকে যারা ঈমান আনে এবং ব্যয় করে তাদের জন্য আছে মহা প্রতিদান।

وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ۚ وَالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ لِتُؤْمِنُوْا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ اَخَذَ مِيْثَاقَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝٨

(৮) আর তোমাদের কী হল যে, তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনছ না? অথচ রসূল তোমাদেরকে দাওয়াত দিচ্ছে যাতে তোমরা আপন প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আন। আর তিনি (আল্লাহ) তো তোমাদের অঙ্গিকারও গ্রহণ করেছেন[২] যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ রাতকে দিনের অংশে পরিণত করেন, ফলে দিন বড় হয়। আবার দিনের অংশকে রাতের অংশে পরিণত করেন, ফলে রাত বড় হয়। (বয়ানুল কুরআন ও জালালাইন)

(২) আল্লাহ তা'আলা মানুষকে পৃথিবীতে পাঠানোর পূর্বে তাদের আত্মাকে একত্র করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, আমি কি তোমাদের প্রভু নই? তারা উত্তরে বলেছিল হ্যাঁ। এখানে এই অঙ্গিকার ও স্বীকারোক্তির প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৬ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, আল্লাহ তা'আলা মহা শক্তিশালী এবং তিনি মানুষের মনের সব খবর রাখেন।

● ৭-৮ নং আয়াতদ্বয়:

১. আল্লাহ তা'আলা ও তার রসূলের প্রতি ঈমান আনয়নের নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে।

২. আল্লাহর পথে ব্যয় করার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

৩. আল্লাহর প্রতি মানুষের ঈমান আনা মানেই হল আল্লাহর সাথে পূর্বে কৃত ওয়াদাকে পূরণ করা।

৪. মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে সম্পদের মালিক। তারপরও সম্পদ ব্যয় করার ফযীলত রয়েছে।

www.maktabatulabrar.com

هُوَ الَّذِىْ يُنَزِّلُ عَلٰى عَبْدِهٖٓ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۭ وَاِنَّ اللّٰهَ بِكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝٩

(৯) তিনিই তার বান্দার[১] প্রতি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ নাযেল করেন যাতে তিনি তোমাদেরকে অন্ধকারপুঞ্জ থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন। আর নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি অত্যন্ত কোমল, পরম দয়ালু।

وَمَا لَكُمْ اَلَّا تُنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ لَا يَسْتَوِىْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقٰتَلَ ۭ اُولٰۗىِٕكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَقٰتَلُوْا ۭ وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ۭ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝١٠

(১০) আর তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহ'র পথে ব্যয় করছ না? অথচ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর উত্তরাধিকারিত্ব তো আল্লাহরই। তোমাদের মধ্যে যারা (মক্কা) বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে এবং লড়াই করেছে তারা (অন্যদের) সমান নয়। তারা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ তাদের থেকে যারা পরবর্তীতে ব্যয় করেছে এবং লড়াই করেছে। তবে আল্লাহ সকলের-ই কল্যাণের ওয়াদা করেছেন এবং তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ পুরোপুরি ওয়াকিফহাল।

مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗ وَلَهٗٓ اَجْرٌ كَرِيْمٌ ۝١١

(১১) কে আছে যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দিবে[২] তাহলে এটাকে তিনি বহুগুন বর্ধিত করে দিবেন তার জন্য। এবং তার জন্য রয়েছে সম্মানিত প্রতিদান।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি। (বয়ানুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ আল্লাহর পথে ব্যয় করবে। (জালালাইন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৯ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, পৃথিবীতে আলাহ তা'আলা কুরআন পাঠিয়েছেন মানুষকে অন্ধকার থেকে আলো এবং মিথ্যা থেকে সত্যের দিকে বের করে আনার জন্য।

● ১০ নং আয়াত:

১. যারা সংকটের সময়ে ব্যয় করে আল্লাহর দ্বীনকে সাহায্য করে তাদের মর্যাদা আল্লাহ পাকের কাছে অনেক বেশী।

২. সাহাবাগণের মধ্যে মর্যাদার পার্থক্য ছিল।

৩. সাহাবাগণের মধ্যে পারস্পরিক মর্যাদার পার্থক্য থাকলেও তাদের সকলের জন্যই আল্লাহ কল্যাণের ওয়াদা করেছেন এবং তাদের সকলের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট বলে ঘোষণা দিয়েছেন। কাজেই

পরবর্তী কারো জন্য কোন সাহাবীর সমালোচনা করা কিংবা সাহাবীদের প্রতি শত্রুতাপোষণ করা সম্পূর্ণ হারাম হবে।

● ১১ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, আল্লাহ'র পথে কেউ ব্যয় করলে আল্লাহ তার সওয়াব বহুগুন বৃদ্ধি করে দেন।

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ يَسْعٰى نُوْرُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ بُشْرٰىكُمُ الْيَوْمَ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ⑫

(১২) সেদিন[১] তুমি ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদেরকে দেখবে যে, তাদের নূর তাদের সামনে এবং তাদের ডান দিকে প্রধাবিত হবে। (তাদেরকে সেদিন বলা হবে,[২]) আজ তোমাদের জন্য সুসংবাদ জান্নাতের, যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত থাকবে। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। এটাই মহা সফলতা।

يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا انْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُّوْرِكُمْ ۚ قِيْلَ ارْجِعُوْا وَرَآءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا ؕ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ لَّهٗ بَابٌ ؕ بَاطِنُهٗ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهٗ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ⑬

(১৩) সেদিন মুনাফেক পুরুষ ও মুনাফেক নারীরা ঈমানদারদেরকে বলবে আমাদের প্রতি (একটু) তাকাও, তোমাদের নূর থেকে আমরাও কিছু আলো গ্রহণ করি[৩]। (উত্তরে) বলা হবে তোমরা তোমাদের পেছনে ফিরে যাও এবং আলো তালাশ কর। অতঃপর উভয়ের মধ্যখানে একটি দেয়াল দাঁড় করানো হবে যাতে থাকবে একটি দরজা। এর ভেতরে থাকবে রহমত এবং বাইরের দিকে থাকবে আযাব[৪]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ কেয়ামতের দিন। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) "তাদেরকে বলা হবে" কথাটি এখানে উহ্য আছে। (জালালাইন)

(৩) পুলসিরাতে আরোহনের পূর্বে প্রত্যেক মুমিনকে তার আমলের পরিমাণ অনুযায়ী কম-বেশী নূর দেয়া হবে। সেই নূরের আলোকে মুমিনগণ পুলসিরাত পার হয়ে যাবে। কাফেরদের কাছে কোন নূর থাকবে না। এবং তাদেরকে পুলসিরাতে উঠানো হবে মুমিনদের পর। ফলে তারা আঁটকা পড়ে যাবে। (বয়ানুল কুরআন ও সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(৪) "ভেতরের দিক" বলে মুমিনদের দিক এবং "রহমত" বলে জান্নাতকে বোঝানো হয়েছে। তেমনিভাবে "বাইরের দিক" বলে মুনাফেকদের দিক এবং আযাব বলে জাহান্নামকে বোঝানো হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

www.maktabatulabrar.com

আহকাম ও শিক্ষা

● ১২ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, পৃথিবীতে বিপুল ধন-সম্পদের অধিকারী হওয়া বা ক্ষমতার মালিক হওয়া প্রকৃত সফলতা নয়। বরং প্রকৃত সফলতা হল আখেরাতে জাহান্নাম থেকে নাজাত পাওয়া এবং জান্নাতের অধিকারী হওয়া। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ১৩ নং আয়াত:

১. কেয়ামতের পর মুমিনদেরকে আল্লাহ তা'আলা বিশেষ নূর দান করবেন যা দিয়ে তাঁরা অন্ধকার পুলসিরাত পার হবে। আর মুনাফেকরা এই নূর থেকে বঞ্চিত হয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

২. দুই শ্রেণীর মাঝে একটি দেয়াল থাকার বিষয় প্রমাণিত হল। এটাই হচ্ছে আ'রাফ।

يُنَادُوْنَهُمْ اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ؕ قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ اَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْاَمَانِىُّ حَتّٰى جَآءَ اَمْرُ اللّٰهِ وَغَرَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ⑭

(১৪) তারা তাদেরকে (মুমিনদেরকে) ডেকে বলবে, আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না[১]? তারা (মুমিনগণ) বলবে, হ্যাঁ তবে তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে বিপদে ফেলেছ, অপেক্ষা করেছ এবং সন্দেহ পোষণ করেছ[২] আর মিথ্যা আকাংখাসমূহ তোমাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে। এমনকি আল্লাহর হুকুম[৩] এসে গেল এমতাবস্থায় যে, সেই মহা ধোঁকাবাজ (শয়তান) তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে।

فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَّلَا مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ مَاْوٰىكُمُ النَّارُ ؕ هِىَ مَوْلٰىكُمْ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ⑮

(১৫) অতএব, আজ না তোমাদের থেকে কোন মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে আর না কাফেরদের থেকে। তোমাদের (সকলের) একমাত্র ঠিকানা হল জাহান্নাম। এটাই তোমাদের সাথী। আর তা কত নিকৃষ্ট ঠিকানা।

اَلَمْ يَاْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ۙ وَلَا يَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ ؕ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ⑯

(১৬) মুমিনদের কি সময় আসেনি যে, তাদের অন্তর-মন বিনীত হবে আল্লাহর স্মরণ এবং যে সত্য নাযেল হয়েছে তার জন্য? আর যেন তারা সেসব লোকদের সাথে না হয় যাদেরকে ইতিপূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিল। আর তাদের উপর দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়েছিল[৪]। ফলে তাদের অন্তরসমূহ কঠিন হয়ে গেল। আর তাদের অধিকাংশ লোকই হল ফাসেক।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) মুনাফেকরা পৃথিবীতে প্রকাশ্যে মুসলমান হওয়ার ভান ধরেছিল। এজন্যই তারা মুমিনদেরকে বলবে: আমরা কি দুনিয়াতে তোমাদের সাথে ছিলাম না? (বয়ানুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ নিফাকের দ্বারা নিজেদেরকে বিপদগ্রস্থ করেছ, মুসলমানদের ধ্বংসের জন্য অপেক্ষা করেছ এবং ইসলামে সন্দেহ পোষণ করেছ। (জালালাইন)

(৩) আলাহর হুকুম অর্থাৎ মৃত্যু। (জালালাইন)

(৪) অর্থাৎ ইহুদী-নাসারা যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তারা দীর্ঘকাল আল্লাহ পাকের নাফরমানীতে লিপ্ত থাকল এবং তওবা করল না। ফলে তাদের অন্তর কঠিন হয়ে গেল এবং ফাসেক ও কাফেরে পরিণত হল। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৪ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, অন্তরে ঈমান ছাড়া বাহ্যিক আমলের কোন মূল্য নেই। মুনাফেকদের বেলায়ও তাই হয়েছে। আর অনেক সময়েই মিথ্যা আকাঙ্খা, উচু আকাঙ্খা মানুষকে গোমরাহীর দিকে ঠেলে দেয়।

● ১৫ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় আখেরাতে ঈমান ও আমলের ভিত্তিতেই সবকিছুর ফয়সালা করা হবে। টাকা-পয়সা বা কোন ধরনের মুক্তিপণ সেখানে বিনিময়যোগ্য হবে না।

● ১৬ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় মানুষ অনেক সময় গোনাহকে সাধারণ মনে করে এবং গোনাহ করার পর তওবা করে না। ফলে ধীরে ধীরে তার অন্তর কঠিন হয়ে যায় এবং সে ঈমান থেকেই বঞ্চিত হয়ে পড়ে। বনী ইসরাঈলের বেলায় এরূপ ঘটেছিল। উম্মতে মুহাম্মাদীর বেলায় যেন সেরূপ না হয়।

اِعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ⑰

(১৭) জেনে রেখ, আল্লাহ-ই যমীনকে তার মৃত্যুর পর জীবিত করেন[১]। আমি তো সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছি তোমাদের কাছে বহু নিদর্শন, যাতে তোমরা বুঝতে পার।

اِنَّ الْمُصَّدِّقِيْنَ وَالْمُصَّدِّقٰتِ وَاَقْرَضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ اَجْرٌ كَرِيْمٌ ⑱

(১৮) নিশ্চয়, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী এবং যারা আল্লাহকে[২] উত্তম ঋন দান করে তাদেরকে (সবাইকে) বহুগুন বাড়িয়ে দেয়া হবে। আর তাদের জন্য রয়েছে সম্মানজনক প্রতিদান।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖٓ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصِّدِّيْقُوْنَ ۚ وَالشُّهَدَآءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ لَهُمْ اَجْرُهُمْ وَنُوْرُهُمْ ؕ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ⑲

(১৯) আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলগণের প্রতি ঈমান আনে[৩] তারাই হল সিদ্দীক ও স্বাক্ষী৪ তাদের প্রতিপালকের নিকট। তাদের জন্য রয়েছে তাদের প্রতিদান ও তাদের নূর। আর যারা কুফরী করেছে এবং আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে তারাই হল জাহান্নামবাসী।

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ যমীন শুকিয়ে যাওয়ার পর আবার বৃষ্টির দ্বারা উর্বর করেন। (জালালাইন)

(২) অর্থাৎ এর সওয়াব বহুগুনে বাড়িয়ে দেয়া হবে। (প্রাগুক্ত)

(৩) অর্থাৎ পরিপূর্ণ ঈমান আনে এবং কামেল মুমিন। কেননা, সাধারণ মুমিনগণ শহীদ ও সিদ্দীকগণের পর্যায়ভুক্ত নয়। (মাআরিফুল কুরআন ও বয়ানুল কুরআন)

(৪) অর্থাৎ পূর্ববর্তী নবীগণের উম্মতেরা যখন তাদের নবীগণ কর্তৃক দাওয়াত পৌছানোর দাবীকে অস্বীকার করবে তখন উম্মতে মুহাম্মাদীর কামেল মুমীনগণ পূর্ববর্তী নবীগণের পক্ষে স্বাক্ষী দিবে। (জালালাইন ও বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৭ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, যেভাবে আল্লাহ তা'আলা শুকনো যমীনকে বৃষ্টির দ্বারা উর্বর করে তোলেন তেমনিভাবে গোনাহগার বান্দা তওবা করলে আল্লাহ তা'আলা আপন রহমতের দ্বারা তার মৃত অন্তরকে জীবিত ও বিশুদ্ধ করে দেন।

● ১৮ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, আল্লাহ পাকের কাছে দানশীলদের বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। আরো প্রমাণিত হয় যে, যে কোন আমল এবং তার বিনিময় দেয়ার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষকে সমান দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে। ইসলামে এ ব্যাপারে কোন বৈষম্য করা হয়নি।

● ১৯ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, যারা খাঁটিভাবে আল্লাহ ও রসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং ইবাদত করবে তারা সিদ্দীক ও শহীদগণের দলভুক্ত হয়ে যাবে। (মাআরিফুল কুরআন ও আইছারুত্তাফাসীর)

اِعْلَمُوْٓا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ ؕ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا ؕ وَفِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۙ وَّمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌ ؕ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ⑳

(২০) জেনে রেখ, দুনিয়ার জীবন তো কেবল খেলা, গাফিলতী, সাজ-সজ্জা, পারস্পরিক বড়, আর ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বিষয়ে পরস্পরে প্রাচুর্যের বর্ণনামাত্র। (এর) দৃষ্টান্ত যেমন বৃষ্টি। যার (বৃষ্টির) দ্বারা উৎপন্ন ফসল কৃষকদেরকে[১] মুগ্ধ করে। অতঃপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি তা পীত বর্ণের দেখতে পাও। অবশেষে তা খড়-কুটোয় পরিণত হয়। আর আখেরাতে রয়েছে কঠোর শাস্তি[২] এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। বস্তুত দুনিয়ার জীবন ধোঁকার আসবাব ছাড়া কিছুই নয়।

سَابِقُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ۙ اُعِدَّتْ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ؕ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿٢١﴾

(২১) তোমরা অগ্রসর হও আপন পালনকর্তার ক্ষমা ও সেই জান্নাতের দিকে যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীনের প্রশস্ততার মত[১]। যা প্রস্তুত রাখা হয়েছে সেসব লোকের জন্য যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলগণের প্রতি ঈমান আনে। এটা আল্লাহ'র অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তাকে তা দান করেন। আর আল্লাহই মহা অনুগ্রহশীল।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) غَيْثٍ শব্দের অর্থ বৃষ্টি। كُفَّار শব্দের এক অর্থ হল কৃষক। (মাআরিফুল কুরআন ও জালালাইন)

(২) কাফেরদের জন্য কঠোর শাস্তি আর মুমিনদের জন্য ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। (মাআরিফুল কুরআন)

(৩) অর্থাৎ জান্নাত আসমান ও পৃথিবীর চেয়ে অনেক বড়। কারণ স্বাভাবিকভাবে কোন বস্তুর প্রশস্ততার চেয়ে বেশি হয় তার দৈর্ঘ্য। কাজেই জান্নাতের প্রশস্ততা সাত আসমান ও যমীনের মত হলে তার দৈর্ঘ্য হবে আরো বেশি। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২০ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, দুনিয়ার জীবন ধোঁকার আসবাব ছাড়া কিছুই নয়। শৈশবে খেলাধূলা, যৌবনে সাজ-সজ্জা ও অহংকার আর বার্ধক্যে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির আধিক্য দেখানো। এসবই হল ক্ষণস্থায়ী। দুনিয়া তাজা ফসলের মত একদিন শেষ হয়ে যাবে যেভাবে ফসল খড়-কুটোয় পরিণত হয়। কাজেই চিরস্থায়ী জীবন তথা আখেরাতকে সুন্দর করা উচিত। (বয়ানুল কুরআন)

● ২১ নং আয়াত:

১. আয়াতে আল্লাহ পাকের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

২. জান্নাত সাত আসমান ও যমীন থেকেও বড়।

৩. কেউ নিজ আমলের দ্বারা গর্বিত হতে পারে না এবং নিজ আমলের বিনিময়ে জান্নাত দাবী করতে পারে না। জান্নাত লাভ আল্লাহ পাকের অনুগ্রহের উপরই নির্ভর করে। (মাআরিফুল কুরআন ও বয়ানুল কুরআন)

৪. আল্লাহ তাআলা মহা অনুগ্রহশীল।

www.maktabatulabrar.com

مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِىْٓ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا ؕ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ﴿٢٢﴾ لِّكَيْلَا تَاْسَوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوْا بِمَآ اٰتٰىكُمْ ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرِ ﴿٢٣﴾ اِلَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ؕ وَمَنْ يَّتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِىُّ الْحَمِيْدُ ﴿٢٤﴾

(২২) পৃথিবীতে ও তোমাদের জীবনে যে কোনো বিপদ পৌঁছে তা আমি ঘটানোর পূর্বেই কিতাবে[১] (লেখা) থাকে। আল্লাহর পক্ষে তো এটা অত্যন্ত সহজ।

(২৩)(এটা এ জন্য যে,) যাতে তোমাদের যা হারায় তার উপর তোমরা বিষণ্ন না হও এবং তোমাদেরকে তিনি যা দিয়েছেন তা নিয়ে আনন্দস্ফীত না হও। নিশ্চয়, আল্লাহ কোন আত্মগর্বী অহংকারীকে পছন্দ করেন না[২]।

(২৪) যারা কৃপণতা করে এবং মানুষকেও কৃপণতার করতে বলে (তাদের জন্য আছে কঠোর শাস্তি[৩]) আর কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে নিশ্চয় আল্লাহ তো অমুখাপেক্ষী, প্রশংসিত।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) কিতাব অর্থাৎ, লওহে মাহফুজে। (জালালাইন)

(২) নিজের ভেতরের গুণাবলীর জন্য গর্বিত ব্যক্তিকে مُخْتَال এবং সম্পদ, মর্যাদা ইত্যাদি বাহ্যিক জাঁক-জমকের জন্য অহংকারকারী ব্যক্তিকে فَخُوْر বলা হয়। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) "তাদের জন্য আছে কঠোর শাস্তি" কথাটি এখানে উহ্য আছে। (জালালাইন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২২ নং আয়াত:

আয়াত থেকে তাকদীর-এর বিষয়টি প্রমাণিত হয়। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টির আগেই তার তাকদীর বা ভাগ্যলিপি লিখে রেখেছেন। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ২৩ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, মানুষের জীবনে কোন ক্ষতি হয়ে গেলে দুঃখিত না হয়ে ধৈর্য্যধারণ করা এবং সুখ ও আনন্দের কিছু ঘটলে আল্লাহ পাকের শোকর আদায় করা উচিত। কারণ, সবকিছু তো তাকদীর অনুযায়ীই হচ্ছে। (মাআরিফুল কুরআন)

● ২৩-২৪ নং আয়াতদ্বয়:

আয়াতদ্বয় থেকে প্রমাণিত হয়, গর্ব, অহংকার ও কৃপণতা অত্যন্ত অপছন্দনীয় গুন। যাদের চরিত্রে এসব বিষয় রয়েছে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা পসন্দ করেন না। (আইছারুত্তাফাসীর)

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَاْسٌ شَدِيْدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ وَرُسُلَهٗ بِالْغَيْبِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ ۝	(২৫) আমি তো অবশ্যই আমার রসূলগণকে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি সহকারে পাঠিয়েছি এবং তাদের সাথে কিতাব ও ন্যায়-নীতির বিধান নাযেল করেছি যাতে মানুষ ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি লোহা নাযেল করেছি যাতে আছে প্রচণ্ড শক্তি এবং মানুষের জন্য বহুবিধ উপকারিতা। এবং (এ জন্য লোহা সৃষ্টি করেছি) যাতে আল্লাহ (প্রকাশ্যে) জেনে নেন যে, কে তাকে ও তাঁর রসূলগণকে না দেখে সাহায্য করে। নিশ্চয়, আল্লাহ দৃঢ় শক্তির অধিকারী, পরাক্রমশালী।
وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا وَّاِبْرٰهِيْمَ وَجَعَلْنَا فِيْ ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ فَمِنْهُمْ مُّهْتَدٍ ۚ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ۝	(২৬) আর আমি তো অবশ্যই নূহ ও ইবরাহীমকে রসূলরূপে পাঠিয়েছিলাম এবং তাদের বংশধরদের মাঝেও নবুয়ত ও কিতাব দিয়েছিলাম। ফলে তাদের কিছুলোক হল হেদায়াতপ্রাপ্ত। আর তাদের অধিকাংশই ছিল ফাসেক।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) اَلْمِيْزَان শব্দের অর্থ মাপার যন্ত্র বা দাড়িপাল্লা। এখানে ইনসাফ বা ইনসাফের বিধান বোঝানোই উদ্দেশ্য। (মাআরিফুল কুরআন ও বয়ানুল কুরআন)

(২) এই শক্তিশালী দ্রব্য লোহার দ্বারা পৃথিবীর শৃংখলা বজায় রাখা যায় যারা কিতাবকে মানতে চায় না তাদের এই লোহার তৈরী অস্ত্রের দ্বারা শাসন করে ইনসাফ কায়েম করা যায়। এখানে اَنْزَلْنَا ব্যবহৃত হয়েছে خَلَقْنَا অর্থে। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) লোহা ইত্যাদির দ্বারা তৈরী অস্ত্রের সাহায্যে জিহাদের ক্ষেত্রে। (জালালাইন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৫ নং আয়াত:

১. পৃথিবীতে রসূল ও কিতাব পাঠানোর একটি বড় উদ্দেশ্য হল ইনসাফ কায়েম করা, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত করা।

২. আল্লাহ তা'আলা মানুষের বহু উপকার সাধনের জন্য লোহা সৃষ্টি করেছেন। এর মধ্যে একটি হল, যারা অবাধ্য তাদেরকে লোহানির্মিত অস্ত্রের দ্বারা সত্য পথে চলতে বাধ্য করা। (মাআরিফুল কুরআন প্রভৃতি)

● ২৬ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, প্রতি যুগেই এমনকি নবীদের যুগেও একদল লোক আল্লাহ পাকের নাফরমান ছিল। আর এদের সংখ্যাই ছিল বেশী।

www.maktabatulabrar.com

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ ۙ وَجَعَلْنَا فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ رَاْفَةً وَّرَحْمَةً ۭ وَرَهْبَانِيَّةَ ۨ ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنٰهَا عَلَيْهِمْ اِلَّا ابْتِغَاۗءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۚ فَاٰتَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْهُمْ اَجْرَهُمْ ۚ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ۝	(২৭) অতঃপর তাদের পরে আমি পাঠিয়েছি আমার (অন্যান্য) রসূলগণকে এবং মরিয়মের ছেলে ঈসাকে পাঠিয়েছি (তাদের) পরে এবং তাকে দিয়েছি ইঞ্জিল। এবং তার অনুসারীদের অন্তর-মনে দিয়েছি মায়া ও দয়া[১]। আর বৈরাগ্যবাদ[২] যা তারা (নিজেরাই) নতুনভাবে সৃষ্টি করেছিল, আমি তাদেরকে এর নির্দেশ দেইনি। (তারা তা করেছিল আল্লাহ'র সন্তুষ্টি সন্ধানের উদ্দেশ্যে। অতঃপর তারা সঠিকভাবে তা পালন করেনি। সুতরাং তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে আমি তাদের প্রাতিদান দিয়েছি। আর তাদের অধিকাংশই ফাসেক।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) কেউ বিপদে পড়লে তার বিপদ দূর করাকে رَأْفَة বলা হয় আর رحمت বলা হয় কোন বস্তুর প্রয়োজন থাকলে তাকে দান করাকে। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) رهب শব্দের অর্থ ভয় করা। رهبانية অর্থঃ দুনিয়ার ভোগ-বিলাস ও স্ত্রী সহবাস পরিত্যাগ করা এবং সব সময় ইবাদতে লিপ্ত থাকা। (আইছারুত্তাফাসীর ও সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(৩) হযরত ঈসা (আ.)-এর পর বনী ইসরাইলের শাসক শ্রেণী প্রকাশ্যে ইঞ্জিলের বিরোধিতা শুরু করে। বনী ইসরাইলের কিছু খাঁটি আলেম এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালে এদেরকে হত্যা করা হয়। এদের মধ্য থেকে যারা প্রাণে বেঁচে যান তারা দেখলেন যে, এই জালেমদের মোকাবেলা করার শক্তি তাদের নেই এবং এভাবে সবার সাথে বসবাস করলে তাদের দ্বীন বরবাদ হয়ে যাবে তখন তারা নিজেদের জন্য জরুরী করে নিলেন যে, তারা বৈধ আরাম-আয়েশও ত্যাগ করবেন এবং মানুষ থেকে দূরে কোথাও ইবাদত-বন্দেগীতে কাটিয়ে দিবেন। তাদের এই চিন্তাধারা ও পদ্ধতিই বৈরাগ্যবাদ নামে পরিচিতি লাভ করে। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৭ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, আল্লাহ তা'আলা বৈরাগ্যবাদের নির্দেশ না দিলেও তারা যখন চালু করল তখন তা পালন না করায় তাদেরকে নিন্দা করা হয়েছে। এতে বোঝা যায় কোন নফল আমল নিজের উপর জরুরী করে নিলে তা পূরণ করা ওয়াজিব হয়ে যায়। (মাআরিফুল কুরআন)

● ২৭নং আয়াত:

আয়াত থেকে আরো প্রমাণিত হয়, বৈরাগ্যবাদ সব অবস্থায় নিন্দনীয় নয়। ধর্মীয় প্রয়োজনে কোন হালাল বস্তুকে বর্জন করা নিন্দনীয় নয়। তবে হালালকে হারাম মনে করা এবং হারাম মনে করে তা বর্জন করা এবং এ ধরনের বর্জনকে সওয়াব মনে করা অবশ্যই নিন্দনীয়। এ ধরনের বৈরাগ্যবাদ হারাম। (মাআরিফুল কুরআন)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَاٰمِنُوْا بِرَسُوْلِهٖ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهٖ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهٖ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٨﴾

(২৮) হে ঈমানদারগণ[১], তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তার রসূলের প্রতি ঈমান আন[২]। তিনি তোমাদেরকে নিজ রহমত থেকে দুই অংশ দান করবেন[৩]। আর তোমাদেরকে দিবেন নূর, যার সাহায্যে তোমরা চলাফেরা করবে এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। আর আল্লাহ মহা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

لِّئَلَّا يَعْلَمَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَلَّا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَىْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿٢٩﴾

(২৯) যাতে আহলে কিতাবগণ জানতে পারে যে[৪], আল্লাহ'র অনুগ্রহের কোন অংশের উপরই তারা ক্ষমতা রাখে না এবং অনুগ্রহ তো আল্লাহর-ই এখতিয়ারে। তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তাকে তা দান করেন। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ হে ঈসা (আ.)-এর প্রতি ঈমান আনয়নকারীগণ। (জালালাইন ও বয়ানুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি ঈমান আন। (প্রাগুক্ত)

(৩) كِفْل শব্দের অর্থ অংশ। অর্থাৎ দুই নবীর প্রতি ঈমান আনয়নের ফলে তারা দ্বিগুন রহমত লাভ করবে। (মাআরিফুল কুরআন)

(৪) ১ হরফটি এখানে অতিরিক্ত। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৮ নং আয়াত: থেকে প্রমাণিত হয়, আহলে কিতাবগণ ইসলাম গ্রহণ করলে তারা আলাহপাকের দ্বিগুন রহমত লাভ করবেন। কারণ, তারা দুই নবীর উম্মত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। আরো প্রমাণিত হয় যে, কাফের মুসলমান হলে তার কাফের অবস্থায় কৃত সব নেকআমল বহাল রাখা হয় ফলে সে দুই সওয়াবের অধিকারী হয়। তবে এ সবই সম্ভব ইসলাম গ্রহণের পর। (মাআরিফুল কুরআন)

● ২৯ নং আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, অনুগ্রহ করা ও নাজাত দেয়ার মালিক একমাত্র আলাহ তা'আলা। কাজেই হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি ঈমান আনা এবং আলাহপাকের ইচ্ছার কাছে নিজকে সমর্পন করাই হল অনুগ্রহ ও নাজাত লাভের একমাত্র উপায়। সুতরাং আহলে কিতাবদের উচিত হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি ঈমান আনা। (মাআরিফুল কুরআন)

২৭ নং পারা সমাপ্ত

www.maktabatulabrar.com

পারা–২৮

(৫৮) সূরা মুজাদালা[১] মাদানী

২২ আয়াত, ৩ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِىْ تُجَادِلُكَ فِىْ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِىْٓ اِلَى اللّٰهِ ۖ وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ۝١

(১) অবশ্যই আল্লাহ শুনেছেন সেই নারীর কথা যে তার স্বামীর ব্যাপারে তোমার সাথে বিতর্ক করেছে এবং আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করছে। আর আল্লাহ তোমাদের উভয়ের কথাবর্তা শোনেছেন। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু শোনেন, সবকিছু দেখেন।

اَلَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِّنْ نِّسَآئِهِمْ مَّا هُنَّ اُمَّهٰتِهِمْ ؕ اِنْ اُمَّهٰتُهُمْ اِلَّا الّٰٓئِىْ وَلَدْنَهُمْ ؕ وَاِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ۝٢

(২) তোমাদের মধ্যে যারা নিজেদের স্ত্রীগণের সাথে যিহার[২] করে তাদের তো তারা (স্ত্রীগণ) মাতা নন। তাদের মাতা কেবল তারাই যারা তাঁদেরকে জন্মদান করেছে[৩]। আর তারা তো অবশ্যই বলে এক অবান্তর ও মিথ্যা কথা। আর আল্লাহ তো নিশ্চয় মার্জনাকারী, অতি ক্ষমাশীল।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) শানে নুযূল ঃ- হযরত আওস ইবনে সামেত (রা.) একবার তার স্ত্রী খাওলাকে বলল, তুমি আমার কাছে আমার মায়ের পিঠের মত। জাহিলী যুগে কেউ তার স্ত্রীকে এরূপ বললে স্ত্রীকে চিরতরে হারাম মনে করা হত। খাওলা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, মনে হয় তুমি তোমার স্বামীর জন্য হারাম হয়ে গেছ। খাওলা বলল, সে তো আমাকে "তালাক" শব্দ বলেনি। ইত্যাদি। অতঃপর খাওলা আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করলে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। (বয়ানুল কুরআন ও মাআরিফুল কুরআন)

(২) মা-বোন ইত্যাদি যেসব নারীকে বিয়ে করা হারাম তাদের যে অঙ্গের দিকে বিনা কারণে দৃষ্টিকরা হারাম তার সাথে স্ত্রীর তুলনা করাকেই শরীয়তের পরিভাষায় জিহার বলা হয়। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) যেহেতু স্ত্রীগণ তাদের মাতা নন কাজেই মায়ের সাথে তুলনা করলেই তিনি মাতা হবেন না এবং চিরতরে হারাম হবেন না। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, আল্লাহ তা'আলা মানুষের সকল কথাবার্তা শোনেন এবং তিনি মানুষের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানও অদৃশ্য থেকে করে দেন।

● ২ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, জিহার করা গোনাহের কাজ। কারণ এতে মিথ্যা কথা বলা হয়। যেমন, স্ত্রীকে মায়ের সাথে তুলনা করা হয়। তবে জিহার করার ফলে স্ত্রী চিরতরে হারাম হয়ে যায় না। বরং কাফফারা আদায় করে স্ত্রীকে বরণ করে নেয়া যায়। (মাআরিফুল কুরআন ও আইছারুত্তাফাসীর)

وَالَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ؕ ذٰلِكُمْ تُوْعَظُوْنَ بِهٖ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝٣

(৩) আর যারা তাদের স্ত্রীদের সাথে জিহার করে অতঃপর যা তারা বলেছে তা প্রত্যাহার করে নেয়[১] তবে (তাদের দায়িত্ব হল) একটি গোলাম আযাদ করা একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে[২]। এর দ্বারা তোমাদেরকে উপদেশ দেয়া হল। আর তোমরা যা কর সে ব্যাপারে আল্লাহ সম্যক খবর রাখেন।

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ۚ فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ؕ ذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ؕ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ؕ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝٤

(৪) আর কেউ এতে সক্ষম না হলে (তার দায়িত্ব হল) একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে ধারাবাহিকভাবে দু'মাস রোজা রাখা। আর কেউ (এতেও) সক্ষম না হলে (তার দায়িত্ব হল) ষাটজন অভাবী লোককে আহার করানো। এটা এজন্য যে, তোমরা যেন আল্লাহ ও তার রসুলের প্রতি ঈমান আন। আর এগুলো হল আল্লাহর সীমাসমূহ। এবং কাফেরদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ স্ত্রীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করতে চায়। (জালালাইন ও বয়ানুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ পরস্পর মিলিত হওয়ার পূর্বে। (জালালাইন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩-৪ নং আয়াতদ্বয়:

১. জিহার করার ফলে স্ত্রী চিরতরে হারাম হয় না, তবে আগের মত ভোগ করার অধিকারও থাকে না।

২. কেউ যদি জিহার করার পর স্ত্রীকে গ্রহণ করে নিতে চায় তবে এর কাফফারা হল একটি গোলাম আযাদ করা। এটা সম্ভব না হলে ধারাবাহিক দু'মাস রোযা রাখা। এটাও সম্ভব না হলে ষাটজন লোককে

www.maktabatulabrar.com

দুবেলা পেটভরে আহার করানো। এগুলো করতে হবে স্ত্রীর সাথে মেলামেশা'র পূর্বেই। কাফফারা আদায়ের পূর্বে কিংবা কাফফারা আদায়কালীন মধ্যবর্তী সময়ে স্ত্রীর সাথে সহবাস করে ফেললে আবার নতুন করে কাফফারা আদায় শুরু করতে হবে। (বয়ানুল কুরআন ও সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَآدُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ كُبِتُوْا كَمَا كُبِتَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ اَنْزَلْنَآ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ ؕ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۝٥

(৫) যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের বিরোধীতা করে[১] তাদেরকে অবশ্যই অপদস্থ করা হবে যেভাবে তাদের পূর্ববর্তী দেরকে অপদস্থ করা হয়েছে। আর আমি তো নাযেল করেছি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ। আর কাফেরদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ؕ اَحْصٰىهُ اللّٰهُ وَنَسُوْهُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ ۝٦

(৬) সেদিন যেদিন আল্লাহ তাদের সবাইকে পুনরায় জীবিত করবেন। অতঃপর তাদেরকে তিনি জানিয়ে দিবেন যা তারা করেছে। আল্লাহ তার হিসাব রেখেছেন অথচ তারা একে ভুলে গেছে। বস্তুত আল্লাহ সব বিষয়ে পুরাপুরি জানেন।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ مَا يَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰى ثَلٰثَةٍ اِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ اِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَآ اَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ وَلَآ اَكْثَرَ اِلَّا هُوَ مَعَهُمْ اَيْنَ مَا كَانُوْا ۚ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ۝٧

(৭) তুমি কি জান না যে, আকাশমণ্ডলীতে যা কিছু আছে এবং যা আছে পৃথিবীতে সবই তো আল্লাহ জানেন। তিনজনের এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না যাতে তিনি তাদের চতুর্থ থাকেন না এবং পাঁচ জনেরও হয় না যাতে তিনি তাদের ষষ্ঠ হিসেবে থাকেন না। তারা এর চেয়ে কম হোক বা বেশী হোক তারা যেখানেই থাকুক না কেন তিনি তাদের সাথেই থাকেন। অতঃপর কেয়ামতের দিন তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিবেন যা তারা করেছে। নিশ্চয় আল্লাহ সব বিষয়ে পুরোপুরি জানেন।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) ৫ ও ৬ আয়াতদ্বয় খন্দকের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কাফেরদের সম্পর্কে নাযেল হয়েছে। এ আয়াতে كُبِتُوْا শব্দটি অতীতকালবাচক হলেও ভবিষ্যতকালের অর্থ দিবে। অতীতকালের ক্রিয়া আনার হেকমত হল, তাদের অপদস্থ হওয়ার ব্যাপারটা অস্বীকারের কোন উপায় নেই যেভাবে অতীতে সংঘটিত কোন বিষয়কে অস্বীকার করা যায় না। (জালালাইন-টীকা)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, যারা আল্লাহ ও তার রসূলের বিরোধিতা করবে এবং ইসলামের সাথে শত্রুতা পোষণ করবে তাদের পরিণতি ধ্বংস ও অপমান ছাড়া কিছুই নয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ৬ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, আল্লাহ তা'আলা মানুষের সকল কিছু দেখেন, জানেন এবং হিসাব রাখেন। কাজেই সবসময় আল্লাহকে ভয় করা, শরমপোষণ করা একান্ত জরুরী। (প্রাগুক্ত)

● ৭ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, পরামর্শকমিটি বা সভায় বেজোড়সংখ্যক সদস্য হওয়া উত্তম। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তিন ও পাঁচ-এর সংখ্যা উল্লেখ করেছেন। যাতে মতানৈক্য হলে উভয়পক্ষে সমান সদস্য না হয়ে যায় বরং এক পক্ষে সদস্য অধিক থাকে এবং সেই পক্ষের মতামতকে গ্রহণ করা সম্ভবপর হয়। (প্রাগুক্ত)

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ نُهُوْا عَنِ النَّجْوٰى ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَيَتَنٰجَوْنَ بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ ۫ وَاِذَا جَآءُوْكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللّٰهُ ۙ وَيَقُوْلُوْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللّٰهُ بِمَا نَقُوْلُ ؕ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۚ فَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝٨

(৮) তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ করনি যাদেরকে কানাঘুষা[১] করতে নিষেধ করা হয়েছে? এরপরও তারা পুনরায় সেই কাজ করে যে কাজ করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে এবং তারা গোনাহ সীমালংঘন ও রসূলের অবাধ্যতার ব্যাপারে কানাঘুষা করে। আর যখন তারা তোমার কাছে আসে তখন তারা তোমাকে এমন শব্দ[২] দ্বারা সালাম দেয় যার দ্বারা আল্লাহ তোমাকে সালাম দেননি এবং তারা নিজেদের মনে মনে বলে, আমারা যা বলি তার জন্য আল্লাহ আমাদেরকে শাস্তি দেন না কেন? তাদের জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট। সেখানে তারা প্রবেশ করবে। বস্তুত অত্যন্ত নিকৃষ্ট সেই বাসস্থান।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ۝٩

(৯) হে মুমিনগণ, তোমরা যখন গোপনে শলাপরামর্শ কর তখন গোনাহ, সীমালংঘন, ও রসূলের অবাধ্যতার শলাপরামর্শ কর না। বরং কল্যাণ ও তাকওয়ার ব্যাপারে শলাপরামর্শ কর এবং আল্লাহকে ভয় কর যার কাছে তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে।

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) শানে নুযূল ঃ- ইহুদীরা মুসলমানদেরকে দেখামাত্র তাদেরকে কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে পরস্পর কানাঘুষা করত। তখন মুসলমানগণ মনে করত, তাদের ক্ষতি করার পরামর্শ করা হচ্ছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহুদীদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করেন। এরপরও তারা বিরত হয়নি। তখন এ আয়াত নাযেল হয়। (বয়ানুল কুরআন)

(২) ইহুদীরা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে "আসসালামু আলাইকুম" না বলে "আস্‌সামু আলাইকুম" বলত। অর্থাৎ "আপনার মৃত্যু হোক"। আয়াতে এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৮-৯ নং আয়াতদ্বয়:

১. অপরের মনে কষ্ট হয় এমনভাবে গোপন পরামর্শ করা বা কানাঘুষা করা জায়েয নেই। (মাআরিফুল কুরআন ও আইছারুত্তাফাসীর)

২. কোন অমুসলমান জিম্মি সালাম দিলে তার সালামের উত্তর দেয়া জায়েয। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইহুদীরা সালাম দিলে তিনি তার উত্তর দিতেন "ওয়া আলাইকুমুস সালাম" বলে। যদিও ইহুদীরা কৌশলে সালামকে বিকৃত করত। (প্রাগুক্ত)

اِنَّمَا النَّجْوٰى مِنَ الشَّيْطٰنِ لِيَحْزُنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَيْسَ بِضَآرِّهِمْ شَيْـًٔا اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝١٠

(১০) এই কানাঘুষা তো হয় কেবল শয়তানের পক্ষ থেকে যাতে মুমিনগণ কষ্ট পায়। তবে আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া সে তাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। আর মুমিনদের আল্লাহরই উপর ভরসা করা উচিত।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ ۚ وَاِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ۙ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝١١

(১১) হে মুমিনগণ, তোমাদেরকে যখন বলা হয়, "সভার স্থান প্রশস্ত করে দাও"[১]। তখন তোমরা প্রশস্ত করে দিও,তাহলে আল্লাহ ও তোমাদের জন্য প্রশস্ত করে দিবেন আর যখন বলা হয়, "উঠে যাও" তখন তোমরা উঠে যেয়ো। তোমাদের মাঝে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে ইল্‌ম দেয়া হয়েছে তাদের মর্যাদাসমূহ আল্লাহ উচু করে দিবেন। আর তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ পুরোপুরি খবর রাখেন।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ فَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَىْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقَةً ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاَطْهَرُ ؕ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝١٢

(১২) হে মুমিনগণ, যদি তোমরা রসূলের সাথে গোপন পরামর্শ কর তবে তোমাদের গোপন পরামর্শের আগেই সদকা আদায় কর। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম এবং অধিক পবিত্র

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ দ্বীনি মাহফিলে অপরকে বসার সুযোগ করে দাও। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে একবার কিছু সাহাবী এসে বসার জায়গা না পেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্য সাহাবীদেরকে সরে বসে জায়গা করে দিতে বললেন। এতে মুনাফেকরা বলল, এটা কেমন বিচার? এ প্রসঙ্গেই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। (মাআরিফুল কুরআন ও বয়ানুল কুরআন)

(২) ইহুদী ও মুনাফেকরা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কানে কানে দীর্ঘক্ষন কথা বলত। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটা পছন্দ করতেন না এবং মুসলমানরাও এতে কষ্ট পেত। এদেরকে দমনের জন্যে আল্লাহ তা'আলা এ ধরনের গোপন কথা বলার জন্য সদকা ধার্য করে দিলেন। (মাআরিফুল কুরআন ও বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১০ নং আয়াত:

১. খারাপ শলামর্শ শয়তানের উস্কানিতে হয়ে থাকে।

২. আল্লাহর ইচ্ছা না থাকলে কেউ কারো কোন ক্ষতি করতে পারে না। কাজেই মুমিনের উচিত সব বিষয়ে আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা রাখা। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ১১ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, দ্বীনি মজলিসে কেউ অন্যের জন্য জায়গা ছেড়ে দিলে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে তার জায়গা প্রশস্ত করে দিবেন। এছাড়া আলোচ্য আয়াত থেকে আলেমের সুউচ্চ মর্যাদার কথাও জানা যায়। (আইছারুত্তাফাসীর ও সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

● ১২ নং আয়াত:

আয়াত থেকে বুঝে আসে বিনা প্রয়োজনে, অযথাই কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির কানে কানে দীর্ঘক্ষণ কথা বলা উচিত নয়, ন্যায়সঙ্গত নয়। এতে অন্যের প্রয়োজন থাকলে তা বিঘ্নিত হয়। সাথে সাথে অন্যের কাছে পরামর্শকারীর মর্যাদা ফুটানোর মত হীন প্রচেষ্টাও নিহীত থাকে। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা এরূপ পরামর্শের পথ বন্ধ করার জন্য সদকা ধার্য করেছিলেন।

ءَاَشْفَقْتُمْ اَنْ تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَىْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقٰتٍ ؕ فَاِذْ لَمْ تَفْعَلُوْا وَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٣﴾

(১৩) তোমরা কি তোমাদের গোপন পরামর্শের আগে দান-সদকা করতে ভয় পেয়েছ[১]? যা হোক, তোমরা যখন করলে না এবং আল্লাহও তোমাদের প্রতি রুজু করলেন, কাজেই তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় করতে থাক এবং আল্লাহর আনুগত্য করতে থাক। আর আল্লাহ পুরাপুরি খবর রাখেন।

www.maktabatulabrar.com

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ؕ مَا هُمْ مِّنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ ۙ وَيَحْلِفُوْنَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿١٤﴾

اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا ؕ اِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٥﴾

(১৪) তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ করনি যারা এমন সম্প্রদায়ের সাথে বন্ধুত্ব করে যাদের উপর আল্লাহ অসন্তুষ্ট হয়েছেন? এরা না তোমাদের দলভুক্ত আর না তাদের দলভুক্ত। আর তারা জেনেশুনে মিথ্যার উপর শপথ করে[২]।

(১৫) আল্লাহ তাদের জন্য কঠোর শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। নিশ্চয় তারা যে আমল করত তা অত্যন্ত মন্দ।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) সদকা ধার্য হওয়ার পর ইহুদী ও মুনাফেকরা সদকা দেয়ার ভয়ে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে কানকথা বলা ছেড়ে দিল, আবার টাকার অভাবে অনেক মুসলমানও প্রয়োজনীয় আলাপ থেকে বিরত রইল। একমাত্র হযরত আলী (রা.)ই একবার এক দীনার সদকা দিয়ে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে গোপনে কথা বলেছিলেন, অন্য কেউ উক্ত আয়াতের উপর আমল করার সুযোগ পাননি। ইতোমধ্যেই সদকা দেয়ার বিধান রহিত হয়ে যায়। (মাআরিফুল কুরআন ও বয়ানুল কুরআন)

(২) মুনাফেকরা গোপনে ইহুদীদের সাথে বন্ধুত্ব রাখত। তারা মুসলমানদের দলভুক্তও হতে পারেনি আবার পরোপুরি ইহুদীদের দলভুক্তও হতে পারেনি এবং তারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সামনে এসে মিথ্যা কসম খেত যে, আমরা তো ইসলামে দাখিল হয়েছি। আয়াতে এদের কথাই বলা হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন ও মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৩ নং আয়াত:

আয়াত থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, কোন আয়াতের উপর ব্যাপকভাবে আমল হওয়ার পর যেভাবে তা রহিত হওয়ার নিয়ম আছে তেমনিভাবে আমল হওয়ার পূর্বেও রহিত হওয়ার নিয়ম আছে। যেমন আলোচ্য বিধান শুধুমাত্র হযরত আলী (রা.) পালন করতে পেরেছিলেন। এর পরই তা রহিত হয়ে যায়। এতে হযরত আলী (রা.)-এর শ্রেষ্টত্বও প্রমাণিত হয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ১৪-১৫ নং আয়াতদ্বয়:

আয়াতদ্বয় থেকে প্রমাণিত হয়, কাফেরদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব রাখা মুসলামানদের জন্য জায়েয নয়। যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে তাদের জন্য কঠোর শাস্তি প্রস্তুত রাখা হয়েছে। তবে কাফেরদের সাথে ভালো ব্যবহার, লেন-দেন অর্থনৈতিক সম্পর্ক, তাদের প্রতি সহানুভূতি ইত্যাদি বন্ধুত্বের অর্থের মধ্যে দাখিল নয়। সুতরাং তা জায়েয। (মাআরিফুল কুরআন)

إِنَّ الَّذِيْنَ يُحَآدُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗٓ اُولٰٓئِكَ فِى الْاَذَلِّيْنَ ۝٢٠

(২০) নিশ্চয়, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরোধিতা করে তারা হবে চরম লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত।

كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِىْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ قَوِىٌّ عَزِيْزٌ ۝٢١

(২১) আল্লাহ লিখে রেখেছেন[১] আমি ও আমার রসূলগণ অবশ্যই বিজয়ী হব। নিশ্চয়, আল্লাহ দৃঢ় শক্তির অধিকারী, মহা ক্ষমতাশালী।

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَآدُّوْنَ مَنْ حَآدَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَوْ كَانُوْٓا اٰبَآءَهُمْ اَوْ اَبْنَآءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ ؕ اُولٰٓئِكَ كَتَبَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَاَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ ؕ وَيُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ؕ اُولٰٓئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ ؕ اَلَآ اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝٢٢

(২২) তুমি পাবে না আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী এমন কোন সম্প্রদায় যারা আল্লাহ ও তার রসূলের বিরোধীতাকারীদেরকে ভালবাসে। যদিও তারা তাদের পিতা, তাদের ছেলে, তাদের ভাই অথবা তাদের জ্ঞাতি-গোষ্টির হোক, এদেরই অন্তর-মনে তিনি ঈমানকে গেঁথে দিয়েছেন এবং এদেরকে তিনি নিজ পক্ষ থেকে নূর[২] দিয়ে শক্তিশালী করেছেন। আর এদেরকে তিনি দাখিল করবেন জান্নাতে যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত থাকবে। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহ এদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং এরাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। এরাই আল্লাহর দল। জেনে রেখ, নিঃসন্দেহে আল্লাহর দল-ই সফলতা লাভকারী।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ লওহে মাহফূযে লিখে রেখেছেন অথবা সিদ্ধান্ত করে রেখেছেন। (জালালাইন-টীকা)

(২) এখানে روح শব্দের অর্থ অনেকেই নূর বলেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ পাকের নূরের দ্বারা মুমিন ব্যক্তিকে তিনি শক্তিশালী করেন। روح অর্থ জিব্রাঈল (আ.), কুরআনের প্রমাণাদি ইত্যাদিও করা হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন ও জালালাইন-টীকা)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২০-২১ নং আয়াতদ্বয়:

আয়াতদ্বয় থেকে প্রমাণিত হয়, আল্লাহ, আল্লাহ'র রসূলগণ এবং তার অনুসারীরাই সত্যিকার অর্থে বিজয়ী হবে, আর যারা আল্লাহ ও তার রসূলের যারা বিরোধিতা করবে, লাঞ্ছনাই হবে তাদের একমাত্র পরিণাম।

● ২২ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, কোন কাফেরের সাথে কোন মুমিনের বন্ধুত্ব স্থাপিত হতে পারে না

www.maktabatulabrar.com

اِتَّخَذُوْٓا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۝١٦

(১৬) তারা নিজেদের শপথসমূহকে ঢালস্বরূপ গ্রহণ করেছে[১], ফলে আল্লাহর পথ থেকে বাধা দিয়েছে। সুতরাং তাদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।

لَنْ تُغْنِىَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْئًا ؕ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ؕ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝١٧

(১৭) তাদের ধন-সম্পদ এবং তাদের সন্তান-সন্ততি আল্লাহর কবল থেকে কখনই তাদেরকে কিছুমাত্রও বাঁচাতে পারবে না কখনোই। তারাই জাহান্নামবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيَحْلِفُوْنَ لَهٗ كَمَا يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ عَلٰى شَىْءٍ ؕ اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ۝١٨

(১৮) যেদিন আল্লাহ তাদের সবাইকে পুনরায় জীবিত করবেন সেদিন তাঁর সামনেও তারা শপথ করবে যেভাবে তোমাদের সামনে শপথ করেছে এবং তারা মনে করবে যে, অবশ্যই তারা কিছুটা (উপকৃত) হবে। জেনে রেখ, নিঃসন্দেহে তারাই তো মিথ্যাবাদী।

اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطٰنُ فَاَنْسٰهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓئِكَ حِزْبُ الشَّيْطٰنِ ؕ اَلَآ اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطٰنِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝١٩

(১৯) শয়তান তাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছে। অতঃপর তাদেরকে ভুলিয়ে দিয়েছে আল্লাহর স্মরণ। এরা শয়তানের দল। জেনে রেখ, নিঃসন্দেহে এই শয়তানের দলই

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ মুনাফেকরা পৃথিবীতে নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবী করে এবং তারা কসম খেয়ে বলে যে, আমরা মুসলমান। তারা নিজেদেরকে মুসলমানদের থেকে রক্ষার ন্যে এধরনের কসমকে ঢালরূপে ব্যবহার করে। কিন্তু তারা কখনোই সত্যিকারভাবে মুসলমান হয়নি। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৬-১৮ নং আয়াতসমূহ:

আয়াতসমূহ থেকে প্রমাণিত হয়, মিথ্যা কসম খাওয়া হারাম। মুনাফেকদের স্বভাব হল মিথ্যা কসম খাওয়া। আর মুনাফেকদের জন্যে রয়েছে চরম শাস্তি। (অনুবাদক)

● ১৯ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, আল্লাহ তাআলার স্মরণ থেকে কেউ গাফেল হয়ে গেলে বুঝতে হবে শয়তান তার উপর প্রভাব বিস্তার করেছে এবং সে শয়তানের দলভুক্ত হয়ে পড়েছে। এর পরিণতিতে সে নিশ্চয় চরম ক্ষতিগ্রস্থ হবে। (বয়ানুল কুরআন ও আইছারুত্তাফাসীর)

যদিও সে ঘনিষ্ট আত্মীয় হয়। কারণ, কাফের হল, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের শত্রু। আল্লাহ ও রসূলের প্রতি কারও ভালবাসা থাকলে তাঁদের শত্রুদের প্রতি তার ভালবাসা থাকতে পারে না। আলোচ্য আয়াতে সাহাবায়ে কেরামের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ, তারা বদরের যুদ্ধে নিজ ঘনিষ্ট আত্মীয়দের বিরুদ্ধেও অস্ত্রধারণ করছিলেন। (আইছারুত্তাফাসীর)

(৫৯) সূরা হাশ্‌র[১] মাদানী
২৪ আয়াত, ৩ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ①

(১) আকাশমণ্ডলীতে যা কিছু আছে এবং যা কিছু আছে পৃথিবীতে সবই আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করে। আর তিনিই মহা ক্ষমতাশালী অত্যন্ত হেকমতের অধিকারী।

هُوَ الَّذِىْٓ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِاَوَّلِ الْحَشْرِ ؕ مَا ظَنَنْتُمْ اَنْ يَّخْرُجُوْا وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ مَّانِعَتُهُمْ حُصُوْنُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَاَتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا ۗ وَقَذَفَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُوْنَ بُيُوْتَهُمْ بِاَيْدِيْهِمْ وَاَيْدِى الْمُؤْمِنِيْنَ ۗ فَاعْتَبِرُوْا يٰٓاُولِى الْاَبْصَارِ ②

(২) তিনিই ঐ সত্তা যিনি কাফের কিতাবীদেরকে তাদের বাড়ী-ঘর থেকে বহিষ্কার[২] করেছিলেন প্রথমবার একত্রিত[৩] হওয়ার সময়। তোমরা ধারনাও করনি যে, তারা বহিষ্কৃত হবে আর তারা মনে করেছিল যে, তাদের দুর্গগুলো তাদেরকে আল্লাহর কবল থেকে রক্ষাকারী হবে। অতঃপর তাদের উপর আল্লাহ এমনভাবে হাজির হলেন[৪] যা তারা ধারনাও করতে পারেনি এবং তাদের অন্তর-মনে ঢেলে দিলেন আতংক। (ফলে) তারা নিজেদের বাড়ী-ঘর ধ্বংস করছিল নিজেদের হাতে এবং মুমিনদের হাতে[৫]। অতএব, হে জ্ঞানীগণ, তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) হাশর শব্দের অর্থ একত্রিত হওয়া। এ সূরায় বনী নযীর গোত্রের ইহুদীদের মদীনা ছেড়ে "খায়বার" নামক স্থানে একত্রিত হওয়ার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গেই সূরার নামকরণ "হাশর" হয়েছে।

www.maktabatulabrar.com

(২) শানে নুযূল ঃ মদীনার ইহুদী গোত্র বনূ নযীর এর সাথে মুসলমানদের শান্তিচুক্তি ছিল। কিন্তু উহুদ যুদ্ধের পর তারা সে চুক্তি লংঘন করে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে এবং মক্কার কাফেরদের সাথে মুসলমানদেরকে ধ্বংসের চুক্তি করে। এর ফলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বহিষ্কারের আদেশ দিলে তারা তাদের দুর্গে আশ্রয় নেয়। মুসলমানগণ দুর্গ অবরোধ করলে তারা আত্মসমর্পন করে এবং মদীনার বাইরে খায়বর নামক স্থানে চলে যায়। (মাআরিফুল কুরআন ও বয়ানুল কুরআন)

(৩) ইহুদীদের বহিস্কৃত হয়ে খায়বার-এ একত্রিত হওয়াকে "প্রথমবার একত্রিত হওয়া" বলা হয়েছে। কারণ এরপরে হযরত উমর (রা.)-এর খেলাফত আমলে তাদেরকে দ্বীতীয়বারের মত খায়বার থেকেও বহিষ্কার করা হয়েছিল। (মাআরিফুল কুরআন)

(৪) "আল্লাহ হাজির হলেন" অর্থাৎ আল্লাহ পাকের হুকুম ও শাস্তি হাজির হল। (জালালাইন)

(৫) ইহুদীরা চলে যাবার সময় ঘরের দরজা ইত্যাদি নিয়ে যাওয়ার জন্য নিজ হাতে তাদের ঘরগুলোকে ধ্বংস করছিল। অন্যদিকে দুর্গের ভেতরে থাকার সময় তাদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করার উদ্দেশ্যে মুসলমানগণও তাদের ঘরবাড়ী গাছ-পালা নষ্ট করছিল। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১ নং আয়াত:

আয়াত থেকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। কারণ, পৃথিবীর সবকিছুই তাঁর পবিত্রতা ও তাসবীহ পাঠ করে। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ২ নং আয়াত:

১. কাফেরদেরকে হত্যা বা বন্দী না করে এবং জিযিয়া আদায় না করে দেশ থেকে বহিষ্কার করা জায়েয। কিন্তু সূরা তাওবা'র ২৯ নং আয়াতের দ্বারা এ বিধান রহিত হয়ে গেছে। সে আয়াতে বলা হয়েছে যে, কাফেররা হয়তো জিযিয়া দিয়ে থাকবে অথবা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে হবে।" তবে এ দু'টির উভয়টি অসম্ভব হলে কাফেরদের দেশ ছাড়ার সিদ্ধান্তও নেয়া যেতে পারে। (আহকামুল কুরআন)

২. আয়াত থেকে কিয়াস এর বৈধতাও প্রমাণিত হয়। আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে فاعتبروا-আর اعتبار শব্দের অর্থই হল একটির সাথে অপরটিকে কিয়াস করা। (আহকামুল কুরআন)

وَلَوْلَآ اَنْ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَآءَ لَعَذَّبَهُمْ فِى الدُّنْيَا ؕ وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ③

(৩) আর আল্লাহ যদি তাদের ব্যাপারে বহিষ্কারের বিষয় লিখে না রাখতেন তবে অবশ্যই তাদেরেকে দুনিয়াতেই শাস্তি দিতেন[১]। বস্তুত তাদের জন্য আখেরাতে রয়েছে আগুনের শাস্তি।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَآقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۚ وَمَنْ يُّشَآقِّ اللّٰهَ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ④

(৪) এটা এ কারণে যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। আর যে কেউ আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করলে নিশ্চয় আল্লাহ কাঠোর শাস্তিদাতা।

مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَآئِمَةً عَلٰٓى اُصُوْلِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيُخْزِىَ الْفٰسِقِيْنَ ۝

(৫) তোমরা যেসব খেজুর গাছ কেটে ফেলেছ অথবা যেগুলোকে তার গোড়াসমূহের উপর দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে দিয়েছ তা তো হয়েছে আল্লাহর-ই অনুমতিক্রমে[২] এবং এ জন্য যে, তিনি কাফেরদেরকে অপমানিত করবেন।

وَمَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ فَمَآ اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلَا رِكَابٍ وَّ لٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهٗ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۝

(৬) আর আল্লাহ তাদের (ইহুদীদের) থেকে তার রসূলকে যে "ফায়"[৩] দিয়েছেন তার জন্য তোমরা না কোন ঘোড়া হাঁকিয়েছ আর না উট। কিন্তু আল্লাহ তাঁর রসূলগণকে যার উপর ইচ্ছা প্রাধান্য দেন। আর আল্লাহ সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ হত্যার নির্দেশ দিতেন। (বয়ানুল কুরআন)

(২) لِيْنَة শব্দের অর্থ খেজুর গাছ। বনী নযীর যখন দুর্গে আশ্রয় নিল তখন কিছু মুসলমান তাদের মনে ভীতি সৃষ্টির জন্য তাদের খেজুরগাছ ইত্যাদি কেটে ফেলতে লাগল। আবার অনেকে এ কাজ থেকে বিরত রইল। আল্লাহ তা'আলা উভয়ের সিদ্ধান্তের উপরই সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। (মাআরিফুল কুরআন ও বয়ানুল কুরআন)

(৩) যে সম্পদ অর্জনে যুদ্ধের প্রয়োজন হয় না বরং শত্রুর পলায়ন কিংবা সন্ধি'র মাধ্যমে হাসিল হয় সে সম্পদকে "ফায়" বলা হয়। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩-৪ নং আয়াতদ্বয়:

আয়াতদ্বয় থেকে প্রমাণিত হয়, আল্লাহ ও রসূলের বিরোধিতাকারীরা পৃথিবীতে যে শাস্তি পায় এটাই শেষ নয় বরং আখেরাতেও তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।

● ৫ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, শত্রু-ভূমিতে শত্রুর মনে ভীতি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তাদের বাড়ী-ঘর, গাছ-পালা ধ্বংস করা, জ্বালিয়ে দেয়া জায়েয। তেমনিভাবে ধ্বংস না করাও জায়েয। (আহকামুল কুরআন)

● ৬ নং আয়াত:

আয়াত থেকে জানা যায়, বিনা যুদ্ধে কাফেরদের থেকে যে সম্পদ হাসিল হয় তাকে "ফায়" বলে। পক্ষান্তরে যুদ্ধের বিনিময়ে কিংবা ঘোড়া বা যানবাহন হাঁকিয়ে যে সম্পদ অর্জন করা হয় তাকে গনীমত বলে। গনীমত ও ফায়-এর বন্টনও ভিন্ন রকম। গনীমত-এর ক্ষেত্রে এক পঞ্চমাংশ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে রেখে বাকী অংশ মুজাহিদগণের মাঝে বন্টন করে দেয়া হয়। ফায়-এর ক্ষেত্রে সে রকম নয়।

www.maktabatulabrar.com

مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ كَىْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ ؕ وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۗ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝

(৭) আল্লাহ যা কিছু এ জনপদবাসীদের থেকে তাঁর রসূলকে "ফায়" হিসেবে দিয়েছেন তা আল্লাহর জন্য এবং রসূলের জন্য। তাঁর আত্মীয়-স্বজনের জন্য এতীম, মিসকীন এবং মুসাফিরদের জন্য, যাতে তা তোমাদের ধনীদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়। আর রসূল তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তোমাদেরকে বারণ করেছেন তা থেকে বিরত থাক। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর; নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।

لِلْفُقَرَآءِ الْمُهٰجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا وَّيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ۝

(৮) (এ সম্পদ) সেসব অভাবগ্রস্থ মুহাজিরদের জন্য যাদেরকে তাদের বাড়ী-ঘর ও তাদের ধন-সম্পদ থেকে উৎখাত করা হয়েছে। তারা আল্লাহর দয়া ও সন্তুষ্টি চায় এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাহায্য করে। এরাই তো সত্যপন্থী।

وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِىْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ اُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

(৯) এবং তাদের (জন্যও) যারা তাদের (মুহাজিরদের আসার) আগেই এ অঞ্চলে বাস করেছে এবং ঈমান (এনেছে)। এদের কাছে যারা হিজরত করে এসেছে তাদেরকে এরা ভালবাসে এবং তাদেরকে (মুহাজিরদেরকে) যা দেয়া হয়েছে সে ব্যাপারে নিজেদের মনে কোন ঈর্ষা পোষণ করে না আর এরা নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয় (তাদেরকে) নিজেদের অভাব থাকা সত্ত্বেও। আর যারা নিজ মনের লোভ কার্পণ্য থেকে মুক্ত তারাই হল সফলকাম।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৭ নং আয়াত:

১. "ফায়" এর সম্পদ গনীমতের সম্পদের মত বন্টন করা হবে না। বরং তা পুরোপুরি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এখতিয়ারে থাকবে। তিনি আয়াতে উল্লেখিত হকদারদের মাঝে ইচ্ছেমত বন্টন করে দিবেন। (মাআরিফুল কুরআন)

২. ইসলাম ধনীদের হাতে সম্পদ পুঞ্জিভূত হওয়া তথা নিরঙ্কুশ পুজিবাঁদকে নিরুৎসাহিত

করেছে। এছাড়া উক্ত আয়াতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আনুগত্য সবার উপর ফরয করা হয়েছে।

● ৮ নং আয়াত:

আয়াত থেকে মুহাজিরদের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা প্রমাণিত হয়। তাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার কারণ হিসেবে চারটি গুণ উল্লেখ করা হয়েছে। (১) তারা নিজ দেশ ও সম্পদ থেকে উৎখাত হয়েছেন। (২) আল্লাহর দয়া ও সন্তুষ্টিই তাদের উদ্দেশ্য ছিল। (৩) তারা আল্লাহ ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাহায্যের জন্যই সব করেছেন। (৪) তারা কথা ও কাজে ছিলেন সত্যবাদী। (মাআরিফুল কুরআন)

● ৯ নং আয়াত:

১. আয়াত থেকে আনসারগণের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা প্রমাণিত হয়। কারণ, (১) তারা পূর্ব থেকেই দারুল হিজরত মদীনার বাসিন্দা ছিলেন। (২) তারা দেশী-বিদেশীয় প্রশ্ন না তুলে মুহাজিরগণকে জীবন দিয়ে ভালবেসেছেন। (৩) মুহাজিরদেরকে দেয়া সুযোগ-সুবিধার ব্যাপারে তারা ঈর্ষা করেননি। (৪) নিজেদের অভাব সত্ত্বেও মুহাজিরদের অভাব পূরণকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। (মাআরিফুল কুরআন)

২. কৃপণতা থেকে মুক্ত থাকার ফযীলত বর্ণিত হয়েছে যে, কৃপণতা থেকে মুক্ত থাকলে সফলতা লাভ হবে।

(১০) আর (তাদের জন্যও) যারা তাদের পরে এসেছে[১]। তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক তুমি ক্ষমা কর আমাদেরকে ও আমাদের সেসব ভাইদেরকে যারা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছে। আর মুমিনদের ব্যাপারে আমাদের অন্তর-মনে কোন বিদ্বেষ রেখ না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তো অত্যন্ত কোমল, পরম দয়ালু।	وَالَّذِيْنَ جَآءُوْ مِنْۢ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِىْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝١٠
(১১) তুমি কি সেই মুনাফেকদের প্রতি লক্ষ্য করনি যারা তাদের কিতাবী কাফের ভাইদেরকে বলে, আল্লাহর কসম, যদি তোমরা বহিষ্কৃত হও, তবে আমরাও অবশ্যই তোমাদের সাথে বের হয়ে যাব। আর তোমাদের ব্যাপারে কখনোই কারো কথা মানব না এবং যদি তোমাদের উপর হামলা করা হয় তবে অবশ্যই তোমাদের সাহায্য করব[২]। কিন্তু আল্লাহ স্বাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, অবশ্যই তারা মিথ্যাবাদী।	اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ نَافَقُوْا يَقُوْلُوْنَ لِاِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَئِنْ اُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيْعُ فِيْكُمْ اَحَدًا اَبَدًا ۙ وَّاِنْ قُوْتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ۝١١

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ যেসব মুমিনগণ মুহাজির ও আনসারগণের পরে এসেছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত আসবে। (জালালাইন)

(২) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহুদীদেরকে মদীনা ছেড়ে যেতে বললে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই প্রমুখ মুনাফেকরা তাদেরকে মিথ্যা আশ্বাস দিয়েছিল যে, তোমাদের উপর হামলা হলে আমাদের দু'হাজার লোক তোমাদের পক্ষে যুদ্ধ করবে অথবা তোমাদেরকে বহিষ্কার করা হলে আমরাও তোমাদের সাথে দেশ ত্যাগ করব। বনূ নযীর গোত্রের ইহুদীরা এ আশ্বাস পেয়ে মদীনা ছাড়তে অস্বীকৃতি জানায় এবং দুর্গে আশ্রয় নেয়। কিন্তু মুনাফেকরা তাদের কথা রাখেনি। এ প্রসঙ্গেই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১০ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, মুমিনের পরিচয় হল তারা সাহাবাগণের জন্য দোয়া করবে এবং তাদের প্রতি কোন বিদ্বেষ পোষণ করবে না। আলোচ্য এ আয়াতে ইমাম মালেক (রহ.) বলেন, সাহাবাদেরকে যারা গালি দিবে তারা "ফায়" এর অংশ পাবে না। হযরত মুসআব ইবনে সাদ (রা.) বলেন, সকল মুসলমান তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। (১) মুহাজির (২) আনসার (৩) সাহাবাগণের প্রতি ভালবাসা পোষণকারী। দুই শ্রেণী চলে গেছেন। তোমরা যদি উম্মতের মধ্যে শামিল হতে চাও তবে তৃতীয় শ্রেণীতে দাখিল হয়ে যাও। (আহকামুল কুরআন ও মাআরিফুল কুরআন)

● ১১ নং আয়াত:

আয়াত থেকে মুনাফেকদের স্বভাব ও চরিত্র জানা যায়।

(১২) আল্লাহর কসম[১], তারা বহিষ্কৃত হলে এরা (মুনাফেকরা) তাদের সাথে (দেশ ত্যাগ) করবে না এবং আল্লাহর কসম তাদের প্রতি হামলা করা হলে তাদেরকে সাহায্য করবে না এবং আল্লাহর কসম এরা তাদেরকে সাহায্য করতে এলেও অবশ্যই পিঠ প্রদর্শন করে পালাবে[২]। অতঃপর তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না।	لَئِنْ اُخْرِجُوْا لَا يَخْرُجُوْنَ مَعَهُمْ ۚ وَلَئِنْ قُوْتِلُوْا لَا يَنْصُرُوْنَهُمْ ۚ وَلَئِنْ نَّصَرُوْهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْاَدْبَارَ ۫ ثُمَّ لَا يُنْصَرُوْنَ ۝١٢
(১৩) নিঃসন্দেহে তাদের অন্তরসমূহে তোমরাই আল্লাহ অপেক্ষা বেশী ভয়ের বিষয়। এটা এ কারণে যে, তারা এক নির্বোধ সম্প্রদায়[৩]।	لَاَنْتُمْ اَشَدُّ رَهْبَةً فِىْ صُدُوْرِهِمْ مِّنَ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ ۝١٣
(১৪) তারা সকলে মিলেও তোমাদের সাথে যুদ্ধ করবে না তবে সুরক্ষিত জনপদের মাঝে অথবা দেয়ালের আড়াল থেকে। তাদের যুদ্ধ তাদের ভেতরেই কঠোর[৪]। তুমি তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ মনে করছ অথচ তাদের অন্তরসমূহ বিচ্ছিন্ন। এটা এ কারণে যে, তারা জ্ঞানহীন সম্প্রদায়।	لَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ جَمِيْعًا اِلَّا فِىْ قُرًى مُّحَصَّنَةٍ اَوْ مِنْ وَّرَآءِ جُدُرٍ ؕ بَاْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيْدٌ ؕ تَحْسَبُهُمْ جَمِيْعًا وَّقُلُوْبُهُمْ شَتّٰى ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُوْنَ ۝١٤

www.maktabatulabrar.com

كَمَثَلِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيْبًا ذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٥﴾

(১৫) (তাদের অবস্থা[৫]) তাদের পূর্ববর্তী সেসব লোকের অবস্থার মত যারা তাদের নিকট অতীতে নিজেদের কর্মের শাস্তি ভোগ করেছে। আর আখেরাতেও তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।

كَمَثَلِ الشَّيْطٰنِ اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اكْفُرْ ۚ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّنْكَ اِنِّيْٓ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٦﴾

(১৬) (এদের অবস্থা[৬]) শয়তানের অবস্থার মত, সে মানুষকে বলে, কুফরী কর! অতঃপর সে কুফরী করলে (শয়তান) বলে, অবশ্যই আমি তোমার সম্পর্ক থেকে মুক্ত। আমি তো জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি।

فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَآ اَنَّهُمَا فِى النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيْهَا ۭ وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٧﴾

(১৭) অতঃপর তাদের পরিণতি হল তারা উভয়েই হবে[৭] জাহান্নামী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। বস্তুত এটাই জালেমদের শাস্তি।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) لَئِن শব্দের لام কসম-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ মুনাফেকরা সাহায্য করতে এলেও পরক্ষণেই ভয়ে পালাবে। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) অর্থাৎ, তারা আল্লাহ পাকের বড়ত্ব সম্পর্কে নির্বোধ। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(৪) অর্থাৎ, ইহুদীরা ইসলামের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হলেও নিজেদের ভেতরে হাজারো দ্বন্দ্বে লিপ্ত। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(৫) অর্থাৎ, বনূ নযীর গোত্রের ইহুদীদের দৃষ্টান্ত হল নিকট অতীতে বদরের যুদ্ধে পরাজিত মুশকিদের মত। দুনিয়াতেও শাস্তি পেয়েছে আর আখেরাতে তো শাস্তি আছেই। (মাআরিফুল কুরআন)

(৬) এখানে মুনাফেকদের দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন)

(৭) তারা উভয়ে অর্থাৎ, মুনাফেক ও ইহুদী, শয়তান ও পথভ্রষ্ট মানুষ। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১২-১৪ নং আয়াতসমূহ:

আয়াতসমূহ থেকে প্রমাণিত হয়, ওয়াদা খেলাফ করা, ভীরুতা, মানুষকে আল্লাহ অপেক্ষা বেশী ভয় করা এবং পারস্পরিক অনৈক্য এসব হল ইয়াহুদী ও মুনাফেকদের স্বভাব। কাজেই মুমিনের এরূপ স্বভাব হওয়া কখনোই কাম্য নয়।

● ১৫ নং আয়াত:

আয়াতে ইয়াহুদীদের পরিণতির কথা বলা হয়েছে। ইসলাম বিরোধীদের পরিণতি এমনই হয়ে থাকে।

www.maktabatulabrar.com

● ১৬-১৭ নং আয়াতদ্বয়:

আয়াতদ্বয় থেকে প্রমাণিত হয়, মানুষকে খারাপ কাজে লিপ্ত করে নিজে কেটে পড়া শয়তানের স্বভাব। মুনাফেকরাও এ স্বভাবই গ্রহণ করেছে। এরা তো জাহান্নামী হবেই, এদের ধোঁকায় যারা পড়বে তারাও হবে জাহান্নামী।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٨﴾

(১৮) হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আর প্রত্যেক ব্যক্তির চিন্তা করা উচিত যে, সে আগামীকালের জন্য[১] কী অগ্রীম পাঠিয়েছে। আর আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়, তোমরা যে আমল কর সে সম্পর্কে আল্লাহ পুরোপুরি খবর রাখেন।

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسٰىهُمْ اَنْفُسَهُمْ ۭ اُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿١٩﴾

(১৯) আর তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা আল্লাহকে বিস্মৃত হয়েছে। ফলে তিনি তাদেরকে আত্মবিস্মৃত করে দিয়েছেন[২]। তারাই তো হল নাফরমান।

لَا يَسْتَوِيْٓ اَصْحٰبُ النَّارِ وَاَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۭ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَاۗىِٕزُوْنَ ﴿٢٠﴾

(২০) জাহান্নামবাসী আর জান্নাতবাসী সমান নয়। জান্নাতবাসীগণই হল সফলকাম।

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰي جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ۭ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١﴾

(২১) যদি এ কুরআনকে আমি কোন পাহাড়ের উপর নাযেল করতাম তবে তুমি অবশ্যই তাকে আল্লাহর ভয়ে ভীত ও ফাটা[৩] দেখতে। আর এসব দৃষ্টান্ত আমি বর্ণনা করি মানুষের জন্য যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এখানে "আগামীকাল" বলে কেয়ামত ও আখেরাতকে বোঝানো হয়েছে। (জালালাইন)

(২) অর্থাৎ, তারা আল্লাহ তা'আলাকে ভুলে গিয়ে প্রকৃতপক্ষে নিজেরাই আত্মভোলা হয়ে গেছে। ফলে ভাল-মন্দের জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। (মাআরিফুল কুরআন)

(৩) অর্থাৎ, কুরআন এত মর্যাদাশীল ও প্রভাবশালী যে, তাকে যদি পাহাড়ের মত মজবুত বস্তুর কাছে অর্পন করা হত এবং পাহাড়কে বোধশক্তি দেয়া হত তবে পাহাড় ভয়ে কম্পিত হয়ে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। কিন্তু মানুষ তার স্বাভাবিক চেতনা হারিয়ে ফেলেছে। ফলে সে কুরআনের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে না। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৮ নং আয়াত:

১. প্রত্যেক মানুষের-ই নিজের আমল নিয়ে চিন্তা-ফিকির করা, মোরাকাবা করা উচিত।

২. এছাড়া আলোচ্য আয়াতে আখেরাতকে "আগামীকাল" বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। এর থেকে

প্রমাণিত হয় (ক) দুনিয়ার জীবন আখেরাতের তুলনায় অত্যন্ত কম; একদিনের সমানও নয়। (খ) কেয়ামত সুনিশ্চিত, যেভাবে আগামীকালের আগমন সুনিশ্চিত। (গ) কেয়ামত খুবই কাছে, যেভাবে আজকের পর আগামী কাল কাছে। (মাআরিফুল কুরআন ও আইছারুত্তাফাসীর)

● ১৯ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, কেউ আল্লাহকে ভুলে বসলে তার স্বাভাবিক চেতনাই লোপ পায়। সে নিজের ভালো-মন্দের খবরও রাখে না। ফলে ব্যর্থতাই তার পরিণতি। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ২০ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, যে জান্নাতী সে-ই হল সফলকাম। আর জাহান্নামবাসী হল ব্যর্থ। কাজেই উভয়ে কখনো সমান হতে পারে না। (প্রাগুক্ত)

● ২১ নং আয়াত:

আয়াত থেকে পবিত্র কুরআনের মর্যাদা, তার সীমাহীন গুরুত্ব ও সম্মানের বিষয়টি জানা যায়।

هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ ﴿۲۲﴾

(২২) তিনিই আল্লাহ যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। (তিনি) দৃশ্য ও অদৃশ্য সব জানেন। তিনি অত্যন্ত করুনাময়, অসীম দয়ালু।

هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَیْمِنُ الْعَزِیْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا یُشْرِكُوْنَ ﴿۲۳﴾

(২৩) তিনিই আল্লাহ যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। (তিনি) মালিক, পবিত্র, শান্তিদাতা, নিরাপত্তাদাতা[১], আশ্রয়দাতা[২], পরাক্রমশালী, মহা পরাক্রমশালী, মহিমান্বিত। তারা যা কিছু শরীক করে তা থেকে আল্লাহ পবিত্র।

هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ؕ یُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ﴿۲۴﴾

(২৪) সেই আল্লাহ-ই নমুনাবিহীন সৃষ্টিকর্তা, উদ্ভাবনকর্তা, আকৃতি দাতা, উত্তম নামসমূহ তাঁরই জন্য[৩]। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা আছে সব-ই তার তাসবীহ পাঠ করে। আর তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) اَلْمُؤْمِنُ শব্দটি আল্লাহ পাকের জন্য ব্যবহৃত হলে অর্থ হয় নিরাপত্তাদাতা। অর্থাৎ আল্লাহ ঈমানদারগণকে সব ধরনের বিপদ থেকে নিরাপত্তা দান করেন। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) اَلْمُهَیْمِنُ শব্দের অর্থ দেখাশোনাকারী বা আশ্রয়দাতা। (মাআরিফুল কুরআন)

(৩) হাদীস শরীফে আল্লাহ পাকের উত্তম নাম ৯৯টি বর্ণিত হয়েছে।

আহকাম ও শিক্ষা

● ২২-২৪ নং আয়াতসমূহ:

আয়াতসমূহের দ্বারা আল্লাহ পাকের একত্ববাদ জোরালোভাবে প্রমাণিত হয়। এছাড়া আল্লাহ

www.maktabatulabrar.com

পাকের মহান গুণাবলী এবং তাঁর উত্তম নামসমূহের কথাও জানা যায়। এসব কিছুর আলোকে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র যোগ্য। কাজেই সকল মানুষের উচিত তাঁর-ই ইবাদত করা।

(৬০) সূরা মুমতাহিনা[১] মাদানী

১৩ আয়াত, ২ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّیْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِیَآءَ تُلْقُوْنَ اِلَیْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَآءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ ۚ یُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ وَاِیَّاكُمْ اَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ ؕ اِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِیْ سَبِیْلِیْ وَابْتِغَآءَ مَرْضَاتِیْ ۚ تُسِرُّوْنَ اِلَیْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ ۚ وَاَنَا اَعْلَمُ بِمَاۤ اَخْفَیْتُمْ وَمَاۤ اَعْلَنْتُمْ ؕ وَمَنْ یَّفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِیْلِ ﴿۱﴾

(১) হে মুমিনগণ, তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কর না[২]। তোমরা তাদের কাছে বন্ধুত্বের (খবর) পাঠাও অথচ তোমাদের কাছে যে সত্য এসেছে তারা তো তা অস্বীকার করেছে। তারা রসূল ও তোমাদেরকে বের করে দিয়েছে এ কারণে যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহকে বিশ্বাস কর। যদি তোমরা আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য এবং আমার পথে জিহাদ করার জন্য বের হয়ে থাক (তবে তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কর না।[৩]) তোমরা তাদের সাথে গোপনে বন্ধুত্ব করছ অথচ তোমরা যা গোপনে কর এবং যা প্রকাশ্যে কর সব-ই আমি জানি। আর তোমাদের মধ্য থেকে যে এটা করে সে তো সরল পথ থেকে সরে যায়।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) **নামকরণঃ-** مُمْتَحِنَة শব্দের অর্থ পরীক্ষক। হোদায়বিয়ার সন্ধির ভিত্তিতে মক্কা থেকে কোন পুরুষ মুসলামান হয়ে মদীনায় এলে তাকে আশ্রয় দেয়া হলেও মহিলাদের ক্ষেত্রে এ রীতি কার্যকর ছিল না। অর্থাৎ কোন মহিলা ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় হিজরত করলে তাকে কাফের স্বামীর কাছে ফেরত দেয়া হত না। কারণ, উভয়ের বিবাহ-ই বাতিল হয়ে গেছে। তবে উক্ত মহিলা সত্যিকার ইসলামের কারণেই হিজরত করেছে কি না তা পরীক্ষা করার জন্যে আলোচ্য সূরায় নির্দেশ এসেছে। এ প্রসঙ্গেই সূরার নামকরণ হয়েছে পরীক্ষা বা পরীক্ষক। (জালালাইন-টীকা)

(২) শানে নুযূলঃ- হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা বিজয়ের ইচ্ছা করলে হাতিব ইবনে আবি বালতাআ নামক এক সাহাবী এক মহিলার মাধ্যমে মক্কাবাসীদের এ খবর লিখে পাঠায়।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওহীর মাধ্যমে বিষয়টা জানতে পেরে হযরত আলী (রা.) কে পাঠিয়ে উক্ত চিঠি উদ্ধার করেন। হাতিব (রা.)কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, আমি জানতাম, মুসলমানদের বিজয় হবেই। আমার এ চিঠিতে মুসলমানদের ক্ষতি হবেন না। তবে এ চিঠি পেলে মক্কার কাফেররা হয়ত আমাকে বন্ধু ভেবে মক্কায় অবস্থিত আমার আত্মীয়-স্বজনের সাথে ভালো আচরণ করবে-এ আশায় চিঠি দিয়েছি। (উল্লেখ্য, হযরত হাতিব রা. মূলত ইয়ামানের লোক ছিলেন। তাই মক্কায় তার আত্মীয়-স্বজন তেমন না থাকারই কথা।) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বদরী সাহাবী হওয়ার কারণে ক্ষমা করে দিলেন। এ প্রসঙ্গেই আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। (বয়ানুল কুরআন, মাআরিফুল কুরআন)

(৩) তবে তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না।" বাক্যটি এখানে উহ্য আছে। (জালালাইন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, মুসলমানদের গোপন সংবাদ কাফেরের কাছে পাচার করা গুরুতর অন্যায়। এছাড়া যে ব্যক্তি আল্লাহর দুশমন সে প্রত্যেক মুসলমানেরও দুশমন এবং কাফের যতক্ষণ কাফের থাকবে সে কোন মুসলমানের বন্ধু হতে পারে না। সে সাথে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণের মর্যাদার বিষয়টিও প্রমাণিত হয়। (মাআরিফুল কুরআন ও আইছারুত্তাফাসীর)

(২) তারা তোমাদেরকে কাবু করতে পারলেই তোমাদের দুশমন বনে যাবে এবং মন্দ উদ্দেশ্যে তোমাদের দিকে তাদের হাত ও তাদের জিহবাকে প্রসারিত করবে[১] এবং কামনা করবে যদি তোমরা কাফের হতে।	اِنْ يَّثْقَفُوْكُمْ يَكُوْنُوْا لَكُمْ اَعْدَآءً وَّيَبْسُطُوْٓا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ وَاَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوْٓءِ وَوَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ ۝٢
(৩) কেয়ামতের দিন না তোমাদের আত্মীয়-স্বজন তোমাদের কিছুই উপকারে আসবে আর না তোমাদের সন্তান-সন্ততি। তিনি তোমাদের মাঝে ফয়সালা করে দিবেন। আর তোমরা যা কর আল্লাহ তা পুরোপুরি দেখেন।	لَنْ تَنْفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ ۚ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ۭ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝٣
(৪) অবশ্যই ইবরাহীম[২] ও তাঁর সঙ্গীদের মাঝে তোমাদের জন্য রয়েছে এক উত্তম আদর্শ; যখন তারা নিজ সম্প্রদায়কে বলেছিল, আমরা তোমাদের থেকে এবং আল্লাহ ছাড়া যাদের উপাসনা তোমরা কর তাদের থেকে অবশ্যই সম্পর্কমুক্ত। আমরা তোমাদেরকে মানি না এবং তোমাদের ও আমাদের মাঝে সৃষ্টি হল শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য; যতক্ষণ না তোমরা	قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ ۚ اِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَءٰٓؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۡ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَآءُ

www.maktabatulabrar.com

এক আল্লাহ'র প্রতি ঈমান আন। তবে (ব্যতিক্রম) হল ইবরাহীমের উক্তি তার পিতার উদ্দেশ্যে যে, "আমি নিশ্চয় তোমার জন্য ক্ষমা চাইব। এছাড়া তোমার জন্য আল্লাহর কাছে আমি আর কিছুই করতে সক্ষম নই। হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা তোমারই উপর ভরসা করেছি এবং তোমারই দিকে অভিমুখী হয়েছি। আর ফিরে যেতে হবে তোমারই কাছে।"	اِلَّا قَوْلَ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ اَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ۭ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَاِلَيْكَ اَنَبْنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ۝٤

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ কাফেররা সুযোগ পেলেই তোমাদেরকে কথায় ও কাজে নির্যাতন করবে। কাজেই তাদের থেকে উদারতা আশা করা বৃথা। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ মুশরিকদের সাথে ইবরাহীমের সম্পর্ক ছিন্ন করার মাঝে তোমাদের জন্য আদর্শ রয়েছে এবং এটা অনুসরণযোগ্য বিষয়। তবে ইবরাহীম তার মুশরিক পিতার ক্ষমার জন্য যে দোয়া করেছিলেন তা এর ব্যতিক্রম। তাঁর এ কাজের অনুসরণ করা মুসলমানের জন্য জায়েয নয়। হযরত ইবরাহীম (আ.) তার পিতার অন্তরে ঈমান আছে মনে করে ক্ষমা চেয়েছিলেন, কিন্তু পরে যখন জানলেন যে, সে আল্লাহর দুশমন তখন তিনি এ কাজ পরিত্যাগ করলেন। এ সম্পর্কে সূরা তওবায় বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, কাফেররা চিরদিনই মুসমানদের দুশমন। তারা সব সময়ই মুসলমানদের অকল্যাণ চিন্তায় ব্যস্ত। সাময়িক বন্ধুত্বের ভান ধরলেও সুযোগ আসলেই তাদের শত্রুতা হয়ে উঠবে প্রকাশ্য।

● ৩ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, আত্মীয়-স্বজনের খাতিরে বা তাদের মন জোগানোর উদ্দেশ্যে আল্লাহ পাকের নাফরমানী করা চলবে না। কারণ, তারা কেয়ামতের কঠিন দিনে কোনোই উপকারে আসবে না। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ৪ নং আয়াত:

১. হযরত ইব্রাহীম (আ.) আদর্শ ব্যক্তি। তিনি কাফেরদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার আদর্শ শিক্ষা দিয়ে গেছেন।

২. কাফের ও মুমিনের মাঝে চিরকালই শত্রুতা থাকবে। আল্লাহর সাথে যারা শিরক করে তাদের সাথে কোন আপস নেই।

৩. কাফেরদের জন্য ইস্তিগফার করা যায় না।

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝٥	(৫) হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি আমাদেরকে কাফেরদের জন্য পরীক্ষার[১]পাত্র বানিও না। আর হে আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও। তুমি তো মহা ক্ষমতাশালী, অত্যন্ত হেকমতের অধিকারী।
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْهِمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ ۭ وَمَنْ يَّتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ۝٦	(৬) নিঃসন্দেহে তোমাদের জন্য অর্থাৎ যারা আল্লাহ ও আখেরাতের আশা রাখে তাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে তাদের মাঝে[২]। আর কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে আল্লাহ তো অমুখাপেক্ষী, প্রশংসার্হ।
عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُمْ مِّنْهُمْ مَّوَدَّةً ۭ وَاللّٰهُ قَدِيْرٌ ۭ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝٧	(৭) তাদের মধ্যে যাদের সাথে তোমাদের শত্রুতা রয়েছে আশা করা যায় তাদের মাঝে এবং তোমাদের মাঝে আল্লাহ বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দিবেন[৩]। বস্তুত আল্লাহ সব করতে পারেন এবং আল্লাহ মহা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।
لَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۝٨	(৮) দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের বাড়ী-ঘর থেকে বের করে দেয়নি তাদের প্রতি অনুগ্রহ করা এবং তাদের প্রতি ইনসাফ করার ব্যাপারে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফকারীদেরকে ভালবাসেন।
اِنَّمَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قٰتَلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَاَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظٰهَرُوْا عَلٰٓى اِخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝٩	(৯) আল্লাহ কেবল তাদের সাথে বন্ধুত্ব করা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেন যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে তোমাদের বাড়ী-ঘর থেকে বের করেছে এবং তোমাদেরকে বের করার কাজে সাহায্য করেছে। বস্তুত যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে তারাই জালেম।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ কাফেরদেরকে আমাদের উপর বিজয়ী করো না, যার ফলে তারা আমাদের উপর জুলুম করে নিজেদেরকে ঈমান থেকে দূরে সরিরেয় নেয়ার পরীক্ষায় ফেলে দিবে। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(২) তাদের অর্থাৎ ইবরাহীম (আ.) ও তার সঙ্গীদের মাঝে। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) কাফেরদেরকে মুসলমান বানিয়ে দেয়ার মাধ্যমে। বস্তুত মক্কা বিজয়ের পর তাই ঘটেছিল। (বয়ানুল কুরআন ও জালালাইন)

www.maktabatulabrar.com

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫ নং আয়াত:

আয়াত থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য মুমিনদের উচিত আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করা।

● ৬ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, হযরত ইবরাহীম (আ.) মুমিনদের জন্য এক উত্তম আদর্শ ও নমুনা।

● ৭ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, শত্রুর সাথেও সুসম্পর্ক রাখা উচিত। কারণ, আজকের শত্রু আগামীকাল বন্ধুতে পরিণত হতে পারে। আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম।

● ৮ নং আয়াত:

আয়াত থেকে জানা যায়, যেসব কাফের মুসলমানদের সাথে যুদ্ধরত নয় তাদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ এবং তাদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার অনুমতি রয়েছে। শুধু অনুমতিই নয়, অন্যান্য বিধি-বিধানের আলোকে প্রমাণিত হয়, এর ব্যতিক্রম করা জায়েযও হবে না।

● ৯ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, যুদ্ধরত কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তোলা মুসলমানদের জন্য কখনোই জায়েয নয়।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا جَاۗءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ مُهٰجِرٰتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ ۭ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِهِنَّ ۚ فَاِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ ۭ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ ۭ وَاٰتُوْهُمْ مَّآ اَنْفَقُوْا ۭ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ۭ وَلَا تُمْسِكُوْا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْـَٔـلُوْا مَآ اَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْـَٔـلُوْا مَآ اَنْفَقُوْا ۭ ذٰلِكُمْ حُكْمُ اللّٰهِ ۭ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۭ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝١٠	(১০) হে মুমিনগণ, তোমাদের কাছে মুমিন নারীগণ হিজরত করে[১] এলে তাদেরকে তোমরা পরীক্ষা কর[২]। –তাদের (ঈমানের) ব্যাপারে আল্লাহই ভাল জানেন– অতঃপর যদি তোমরা তাদেরকে মুমিন বলে জানতে পার তবে কাফেরদের কাছে তাদেরকে ফেরত দিও না। এরা (মুমিন নারী) তাদের (কাফেরদের) জন্য হালাল নয় এবং তারাও এদের জন্য হালাল নয়। তবে তারা (কাফেররা) যা ব্যয় করেছে তা তাদেরকে দিয়ে দিয়ো[৩]। অতঃপর তোমরা এদেরকে বিয়ে করলে তোমাদের কোন অপরাধ হবে না যদি তোমরা এদের মোহরানা আদায় করে থাক। আর তোমরা কাফের নারীদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক বহাল রেখ না এবং তোমরা যা ব্যয় করেছ তা চেয়ে নাও আর তারা (কাফেররা) যা ব্যয় করেছে তা-ও তারা চেয়ে নিক। এটাই আল্লাহর বিধান। তিনি তোমাদের মাঝে (ইনসাফের সাথে) ফয়সালা করে দেন। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, অত্যন্ত হেকমতের অধিকারী।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) হুদায়বিয়ার সন্ধির একটি শর্ত ছিল এই, মক্কা থেকে মুসলমান হয়ে মদীনায় এলে তাকে কাফেরদের কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ শর্ত পালন করতেন। কিছু মহিলা মুসলমান হয়ে মদিনায় এলে কাফেররা তাদেরকে ফেরত চাইল। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়ে মহিলাদেরকে সন্ধির শর্ত থেকে বাদ দেয়া হয়। (বয়ানুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ এ পরীক্ষা করবে যে, সত্যিকার অর্থে ইসলাম গ্রহণ করে সে হিজরত করেছে না-কি স্বামীর সাথে ঝগড়া করে বা অন্য কারণে হিজরত করেছে। (জালালাইন)

(৩) অর্থাৎ মহিলা ইসলাম গ্রহণ করলে কাফের স্বামী মোহরানা বাবদ যে টাকা তাকে দিয়েছে তা সেই কাফের স্বামীকে ফেরত দেয়ার ব্যবস্থা করা মুসলমানদের দায়িত্ব। (জালালাইন)

(৪) عِصَم শব্দটি عِصْمَة এর বহুবচন। অর্থঃ সংরক্ষণ, এখানে উদ্দেশ্য বিবাহবন্ধন। كَوَافِر শব্দটি كَافِرَة এর বহুবচন। অর্থঃ মুশরিক নারী। (মাআরিফুল কুরআন)

(৫) অর্থাৎ যদি কোন মুসলিম নারী ধর্ম ত্যাগ করে মক্কায় চলে যায় কিংবা পূর্ব থেকেই মুশরিক হওয়ার দরুণ উপরোক্ত বিধান নাযেল হওয়ার ফলে মুসলমান স্বামীর হাতছাড়া হয়ে যায় তবে এ নারীর মোহরানা বাবদ যা খরচ হয়েছে তা উক্ত স্বামী কাফেরদের থেকে চেয়ে নিবে। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১০ নং আয়াত:

১. থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, কেউ নিজকে নওমুসলিম বলে দাবী করলেই যথেষ্ট হবে না। বরং সে সত্যিই ইসলাম গ্রহণ করেছে কি-না তা পরীক্ষা করে দেখা মুসলমানদের কর্তব্য।

২. আয়াত থেকে আরো জানা যায়, মুমিন ও মুশরিকের মাঝে বিবাহ বৈধ নয়।

৩. কোন নারী ইসলাম গ্রহণ করলে তার কাফের স্বামীর দেয়া মোহরানা তাকে ফেরত দেয়া মুসলিম সমাজের দায়িত্ব। পরবর্তীতে যে পুরুষ তাকে বিয়ে করবে তার দেয়া মোহরানা'র টাকাও এ ব্যাপারে বিনিময় হতে পারে। (মাআরিফুল কুরআন)

وَاِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ اِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَاٰتُوا الَّذِيْنَ ذَهَبَتْ اَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَآ اَنْفَقُوْا ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ⑪

(১১) আর তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে কেউ যদি কাফেরদের কাছে থেকে যাওয়ার দরুণ তোমাদের হাতছাড়া হয়ে যায় (এবং তারা মোহরানা ফেরত না দেয়) অতঃপর তোমাদের পালা আসে; তাহলে যাদের স্ত্রীগণ হাতছাড়া হয়েছে তাদেরকে তারা যা ব্যয় করেছে সে পরিমাণ অর্থ দিয়ে দাও[১]। আর আল্লাহকে ভয় কর যার প্রতি তোমরা বিশ্বাসী।

www.maktabatulabrar.com

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰٓى اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْـًٔا وَّلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِيْنَ وَلَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَاْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَّفْتَرِيْنَهٗ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِيْ مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ⑫

(১২) হে নবী, মুমিন নারীগণ যখন তোমার কাছে আসে তোমার কাছে বায়আত করার জন্য এ মর্মে যে, তারা আল্লাহর সাথে কোন বস্তুকে শরীক বানাবে না, চুরি করবে না, যেনা করবে না, নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না এবং (জারজ-সন্তানদেরকে) নিজেদের আপন সন্তান হওয়ার মিথ্যা দাবী করে অপবাদ রটাবে না[২] আর ভালো কাজে তোমার অবাধ্যতা করবে না, তাহলে তুমি তাদের বায়আত গ্রহণ কর এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও। নিশ্চয় আল্লাহ মহা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوْا مِنَ الْاٰخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ اَصْحٰبِ الْقُبُوْرِ ⑬

(১৩) হে মুমিনগণ, তোমরা এমন সম্প্রদায়ের সাথে বন্ধুত্ব কর না যাদের প্রতি আল্লাহ রুষ্ট হয়েছেন[৩]। তারা তো আখেরাতের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়েছে এমনভাবে যেভাবে কবরবাসী কাফেররা নিরাশ হয়েছে[৪]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) কাফেরদের স্ত্রী মুসলমান হয়ে চলে আসলে তাদেরকে মোহরানা ফেরত দেয়ার বিধান করা হয়েছে। তেমনিভাবে মুসলমানদের কোন স্ত্রী যদি মুরতাদ হয়ে কাফেরদের কাছে চলে যায় অথবা মক্কাতেই থেকে যায় তাহলে কাফেরদের উচিত উক্ত মহিলাকে মোহরানা বাবদ দেয়া টাকা মুসলিম স্বামীকে ফেরত দেয়া। যদি না দেয় তবে নও মুসলিম নারীদের মোহরানা'র টাকা কাফেরদেরকে না দিয়ে উক্ত মুসলমানদের পরিমাণমত দিয়ে দিবে।

(২) بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ অর্থ নিজের হাত ও পায়ের মাঝখান অর্থাৎ নিজের ভূমিষ্ট আপন সন্তান। সে যুগে কোন স্ত্রীলোক অপরের সন্তান চুরি করে নিজের বলে দাবী করে ফেলত অথবা হারামজাদা সন্তানকেও স্বামীর ঔরসজাত বলে দাবী করত। (বয়ানুল কুরআন) يَّفْتَرِيْنَهٗ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ-এর অর্থ এরূপও হতে পারে "জেনে বুঝে মিথ্যা রটনা করে"।

(৩) এখানে ইহুদীদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। (জালালাইন)

(৪) অর্থাৎ কবরবাসী কাফেররা যেভাবে কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করার দরুণ জান্নাত লাভে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়েছে তেমনিভাবে ইহুদীরাও জেনেশুনে সত্য নবীকে দুনিয়ার স্বার্থে অস্বিকার করার দরুণ দুনিয়াতেই জান্নাত থেকে নিরাশ হয়ে গেছে। (জালালাইন ও আইছারুত্তাফাসীর)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১১ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, মুরতাদ স্ত্রী'র মুসলিম স্বামীকে মোহরানার টাকা ফেরত দেয়ার ব্যবস্থা করা ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

● ১২ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, পুরুষের মত নারীদের বায়আত গ্রহণ করাও জায়েয। তবে নারীদের ক্ষেত্রে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাতে হাত রেখে বায়আত করেননি। বরং বায়আতের বাক্যগুলো হযরত ওমর (রা.) মাধ্যম হয়ে মহিলাদের কাছে পৌঁছিয়েছেন এবং পর্দার ব্যবস্থা ছিল। আরো প্রমাণিত হয় যে, বায়আতের উদ্দেশ্যই আমলকে বিশুদ্ধ করা এবং মুর্শিদের জন্য উচিত মুরীদের জন্য দোয়া করা। (মাআরিফুল কুরআন ও বয়ানুল কুরআন)

● ১৩ নং আয়াত:

আয়াত থেকে ইয়াহুদীদের সাথে বন্ধুত্ব করাও নিষেধ বলে প্রমাণিত হয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

(৬১) সূরা সাফ্ফ[১] মাদানী
১৪ আয়াত, ৩ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ①

(১) যা কিছু আছে আসমানসমূহে এবং যা কিছু আছে যমীনে সবই আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করে। আর তিনি মহা ক্ষমতাশালী, অত্যন্ত হেকমতের অধিকারী।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ②

(২) হে মুমিনগণ, তোমরা যা কর না তা কেন বল[২]?

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ③

(৩) তোমরা যা কর না তা বলা আল্লাহর কাছে বড় অসন্তোসজনক।

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ ④

(৪) নিশ্চয় আল্লাহ ভালবাসেন এমন লোকদেরকে যারা তার পথে এমনভাবে সারিবদ্ধ হয়ে লড়াই করে[৩] যেন তারা সীসাঢালা একটি প্রাচীর[৪]।

www.maktabatulabrar.com

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ لِمَ تُؤْذُوْنَنِىْ وَقَدْ تَّعْلَمُوْنَ اَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ ؕ فَلَمَّا زَاغُوْٓا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ⑤

(৫) আর স্মরণ কর যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বলল, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা কেন আমাকে কষ্ট দিচ্ছ? অথচ তোমরা তো নিশ্চিতই জান যে, আমি অবশ্যই তোমাদের কাছে আল্লাহর (প্রেরিত) রসূল। এরপরও যখন তারা বেঁকে রইল তখন আল্লাহ তাদের অন্তর-মনকে বাঁকা করে দিলেন। আর আল্লাহ এমন নাফরমান সম্প্রদায়কে হেদায়াত দেন না।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) صف (ছফ) শব্দের অর্থ সারিবদ্ধভাবে অবস্থান নেয়া। এ সূরার উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা সারিবদ্ধ হয়ে জিহাদকারীদের ভালবাসেন। এ প্রসঙ্গেই সূরার নামকরণ হয়েছে ছফ।

(২) কিছু সাহাবী বলাবলি করছিলেন যে, আল্লাহ পাকের কাছে প্রিয় আমল কোনটি তা জানতে পারলে আমরা অবশ্যই আমল করব। এর কিছুদিন আগে উহুদের ময়দান থেকে কিছু মুসলমান জিহাদ থেকে পিছু হটে ছিলেন। আয়াতে সেদিকে ইঙ্গিত করেই বলা হয়েছে যে, তোমাদের কথা ও কাজে মিল হওয়া উচিত। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) এখানে আল্লাহ পাকের কাছে প্রিয় আমলের বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

(৪) مَّرْصُوْصٌ শব্দের শাব্দিক অর্থ সীসাঢালা। ভাবার্থ মজবুত, সুদৃঢ়।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১ নং আয়াত:

১. আয়াত থেকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের শ্রেষ্ঠত্ব ও পবিত্রতার কথা জানা যায়।

২. আরো জানা যায়, পৃথিবীর সবকিছুই তাঁর তাসবীহ পাঠ করে।

● ২-৩ নং আয়াতদ্বয়:

আয়াতদ্বয় থেকে প্রমাণিত হয়, নিজের আমলকে জাহির করা, আমল করার দাবী করা আর বাস্তবে পেছনে থাকা অন্যায়। আল্লাহ এরূপ পছন্দ করেন না। (বয়ানুল কুরআন ও আইছারুত্তাফাসীর)

● ৪ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, অনৈক্য পরিহার করে সব মুসলমান ঐক্যবদ্ধ হয়ে আল্লাহ পাকের পথে লড়াই করাকে আল্লাহ অত্যন্ত ভালবাসেন। যারা এভাবে লড়াই করে তারা আল্লাহ তা'আলার অত্যন্ত প্রিয় বান্দা।

● ৫ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, যারা বুঝেশুনে দ্বীন থেকে দূরে থাকতে চায় আল্লাহ তাদেরকে হেদায়াত দেন না, তাদের অন্তরকে বক্র করে দেন।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৬ নং আয়াত:

আয়াত থেকে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সত্য নবী হওয়াটা আরো সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। হযরত ঈসা (আ.) স্বয়ং ইঞ্জীলে এ ব্যাপারে সুসংবাদ দিয়েছেন। মূল ইঞ্জীলে বক্তব্যটি ছিল। পরবর্তিতে তা বিকৃত করা হয়েছে। অনুবাদের সময় "আহমাদ" নামের অর্থ "ফারকালীত" করা হয়েছেঅ কোন কোন পুরাতন ইঞ্জীলে এখনো "আহমাদ" নামটি বহাল রয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

● ৭ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, আল্লাহর উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করার চেয়ে বড় জুলুম আর হতে পারে না। আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপ করা বলতে কী বোঝায় তার জন্য দেখুন ২ নং টীকা।

● ৮ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, ইসলামের শত্রুদের হাজারো অপচেষ্টা, হাজারো অপপ্রচার সত্ত্বেও আল্লাহ ইসলামের নূরকে চমকিত রাখবেন।

● ৯ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, ইসলামকে সব ধর্মের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেয়ার জন্যই আল্লাহ তাঁর হাবিবকে পাঠিয়েছেন। এখন আল্লাহর হাবীব রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উম্মতের দায়িত্ব হবে দ্বীনের শ্রেষ্ঠত্ব কায়েম রাখা।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ⑩	(১০) হে মুমিনগণ, আমি কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যবসার দিকে পথ দেখাব যা তোমাদেরকে বেদনাদায়ক শাস্তি থেকে বাঁচাবে?
تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ⑪	(১১) (তা হল) তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও জান-প্রাণ দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জ্ঞান রাখ।
يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ⑫	(১২) তাহলে তিনি তোমাদের গোনাহসমূহ মাফ করে দিবেন আর তোমাদেরকে দাখিল করবেন এমন সব জান্নাতে যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত থাকবে এবং স্থায়ী জান্নাতের উত্তম ঘরসমূহে। এটা মহা সফলতা।
وَاُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا ؕ نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ ؕ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ⑬	(১৩) (তিনি দিবেন) অপর একটি বিষয় যা তোমরা পছন্দ কর[১]। (তাহল) আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য এবং আসন্ন বিজয়। আর তুমি মুমিনদেরকে সুসংবাদ দাও।

وَاِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِيْ مِنْۢ بَعْدِي اسْمُهٗٓ اَحْمَدُ ؕ فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ⑥	(৬) আরো স্মরণ কর: যখন মরিয়ম তনয় ঈসা বলল, "হে বনী ইসরাঈল, নিশ্চয়, আমি তোমাদের কাছে আল্লাহ'র (প্রেরিত) রসূল। আমার পূর্ববর্তী তাওরাতের সত্যায়নকারীরূপে (এসেছি) এবং এমন একজন রসূলের সুসংবাদদাতারূপে (এসেছি) যিনি আমার পরে আসবেন; তাঁর নাম আহমাদ"। অতঃপর সে[১] যখন স্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে আগমন করল তখন তারা বলল, এ তো এক স্পষ্ট যাদু"।
وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعٰٓى اِلَى الْاِسْلَامِ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ⑦	(৭) আর সে ব্যক্তি থেকে বড় জালেম কে আছে যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ[২] দেয় অথচ তাকে ডাকা হচ্ছে ইসলামের দিকে? আর আল্লাহ এমন জালেম সম্প্রদায়কে হেদায়াত দেন না।
يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ⑧	(৮) তারা আল্লাহর নূরকে[৩] তাদের মুখ দিয়ে (ফুৎকারে) নিভিয়ে দিতে চায়। অথচ আল্লাহ তার নূরকে পূর্ণতা দানকারী, যদিও কাফেররা অপছন্দ করে।
هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۙ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ⑨	(৯) তিনিই তাঁর রসূলকে হেদায়াত ও সত্যদ্বীন-সহ পাঠিয়েছেন যাতে সে সকল দ্বীনের উপর একে বিজয়ী করে দেয়[৪] যদিও মুশরিকরা (তা) অপছন্দ করে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) সে অর্থাৎ হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যার ব্যাপারে সুসংবাদ দেয়া হয়েছিল। (জালালাইন)

(২) অর্থাৎ আল্লাহ'র প্রেরিত রসূলকে রসূল বলে স্বীকার করে না এবং আল্লাহ'র সন্তান আছে বলে দাবী করে। এটা আল্লাহ পাকের প্রতি অপবাদ ছাড়া কিছুই নয়।

(৩) আল্লাহর নূর অর্থাৎ ইসলাম। আর মুখ দিয়ে নিভানোর অর্থ হল, মুখে গালাগাল দিয়ে, কবিতা আবৃতি করে কিংবা ইসলামকে যাদু ইত্যাদি বলে একে দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া। (জালালাইন ও বয়ানুল কুরআন)

(৪) অর্থাৎ যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে ইসলামকে সব ধর্ম থেকে শ্রেষ্ঠ এবং সত্য দ্বীন বলে সাব্যস্ত করে দেয়।

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) দুনিয়াতে আল্লাহ পাকের সাহায্য ও দ্রুত বিজয় মানুষের পছন্দের জিনিষ হওয়ার কারণ হল, সাধারণত মানুষ নগদ বস্তুকেই বেশী ভালবাসে। এখানে দ্রুত বিজয় বলে খায়বর বিজয় ও মক্কা বিজয়কে বোঝানো হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১০-১৩ নং আয়াতসমূহ:

আয়াতসমূহ থেকে প্রমাণিত হয়, মুমিনের সবচেয়ে লাভজনক ব্যবসা হল (ক) আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনা এবং (খ) টাকা-পয়সা ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করা। এই ব্যবসার ফলে মুমিন লাভ করবে (ক) জাহান্নাম থেকে নাজাত (খ) জান্নাতে উত্তম বাসস্থান এবং (গ) দুনিয়াতে আল্লাহ পাকের সাহায্য ও দ্রুত বিজয়।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْٓا اَنْصَارَ اللّٰهِ كَمَا قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيّٖنَ مَنْ اَنْصَارِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ؕ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ فَاٰمَنَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْۢ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ وَكَفَرَتْ طَّآئِفَةٌ ۚ فَاَيَّدْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلٰى عَدُوِّهِمْ فَاَصْبَحُوْا ظٰهِرِيْنَ ﴿١٤﴾

(১৪) হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ'র (দ্বীনের) সাহায্যকারী হও, যেমন মরিয়ম তনয় ঈসা খাস শিষ্যদেরকে[১] বলেছিল, আল্লাহর পথে কারা আমার সাহায্যকারী হবে? খাস শিষ্যগণ বলেছিল, আমরা হব আল্লাহর পথে সাহায্যকারী। অতঃপর বনী ইসরাঈলের একদল ঈমান আনল[২] আর অপরদল কুফ্‌রী করল। পরে আমি মুমিনদেরকে তাদের দুশমনের উপর শক্তিশালী করলাম। ফলে তারা বিজয়ী হল।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) حَوَارِيّٖنَ শব্দটি حواري এর বহুবচন। এর অর্থ আন্তরিক বন্ধু। যারা হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি ঈমান এনেছিল। তাদেরকে حواري বলা হত। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ.) কে আসমানে উঠিয়ে নেয়ার পর একদল বলল, তিনি আল্লাহর বান্দা ছিলেন।" তাঁকে আসমানে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। এরা ঈমানদার। অপর দল বলল, তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। তিনি আল্লাহর পুত্র ছিলেন। এরা কাফের। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৪ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, দ্বীনের কাজে সাহায্য-সহযোগিতা করা অত্যন্ত জরুরী। এটা প্রতি মুসলমানের উপর ফরয। আলোচ্য আয়াতে হযরত ঈসা (আ.)-এর ঘটনা উদ্ধৃত করে এ বিষয়েই জোর তাগিদ দেয়া হয়েছে।"

www.maktabatulabrar.com

(৬২) সূরা জুমুআ, মাদানী
১১ আয়াত, ২ রুকু

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ﴿١﴾

(১) আকাশমণ্ডলীতে যা কিছু আছে এবং যা কিছু আছে পৃথিবীতে সবই তাসবীহ পাঠ করে আল্লাহর ! যিনি মালিক, পবিত্র, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۗ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢﴾

(২) তিনিই উম্মীদের[১] মাঝে পঠিয়েছেন তাদেরই মধ্য থেকে একজন রসূল, যে তাদের কাছে তেলাওয়াত করে তাঁর আয়াতসমূহ। আর তাদেরকে পবিত্র করে[২] এবং তাদেরকে কিতাব ও হেকমত[৩] শিক্ষা দেয়। আর ইতোপূর্বে এরা তো ছিল স্পষ্ট গোমরাহীর মাঝে।

وَّاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٣﴾

(৩) এবং তাদের অন্যান্যের জন্যও[৪], যারা (এখনো) তাদের সাথে মিলিত হয়নি। আর তিনি পরাক্রমশালী, অত্যন্ত হেকমতের অধিকারী।

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿٤﴾

(৪) এটা[৫] আল্লাহর অনুগ্রহ। তিনি যাকে চান তাকে এটা দান করেন। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) اَلْاُمِّيّٖنَ শব্দটি امي এর বহুবচন। অর্থ নিরক্ষর। আরবে যেহেতু লেখা-পড়া জানা লোক খুবই কম ছিল সেহেতু তাদেরকে উম্মী বা নিরক্ষর বলা হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

(২) বাইরের দোষ ও ভেতরের দোষ যথা, কুফর, শিরক ইত্যাদি থেকে পবিত্র করে। (মাআরিফুল কুরআন)

(৩) "হিকমত" শব্দের দ্বারা এখানে "সুন্নাহ" কে বোঝানো হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন)

(৪) অর্থাৎ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেবলমাত্র তখনকার উম্মী লোকদের জন্যই প্রেরিত হননি। বরং যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি তথা কেয়ামত পর্যন্ত যত লোক দুনিয়াতে আসবে তাদের জন্যও তিনি রসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন। (মাআরিফুল কুরআন ও সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(৫) এটা অর্থাৎ, রসূলের মাধ্যমে গোমরাহী থেকে হেদায়াতের দিকে টেনে আনা। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১ নং আয়াত:

আয়াত থেকে আল্লাহ পাকের শ্রেষ্টত্ব ও মহত্ব প্রমাণিত হয়। পৃথিবীর সব বস্তুই ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় আল্লাহ পাকের তাসবীহ পাঠ করে।

● ২ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রধানত তিনটি দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। (ক) মানুষকে কুরআন তেলাওয়াত করে শোনানো। (খ) মানুষকে সমস্ত নাফরমানী থেকে পবিত্র করা। (গ) কিতাব অর্থাৎ কুরআন ও হিকমত (তথা সুন্নাহ) শিক্ষা দেয়া। (মাআরিফুল কুরআন)

● ৩ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেয়ামত পর্যন্ত আগত সমস্ত মানুষের ন্যে নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন। তিনি বিশ্বনবী।

● ৪ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, নবুয়ত আল্লাহ পাকের একান্ত অনুগ্রহ। তিনি এটা যাকে ইচ্ছা দান করেন। কেউ চেষ্টা-সাধনা করে এটা অর্জন করতে পারে না।

مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرٰىةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا ؕ بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝٥

(৫) তাওরাতের দায়িত্বভার যাদেরকে দেয়া হয়েছিল অতঃপর তারা সেই দায়িত্বভার গ্রহন করেনি তাদের দৃষ্টান্ত হল সেই গাধার অবস্থার মত যে বড় বড় কিতাব বহন করে[১]। সেই সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত কত নিকৃষ্ট যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে ! আর আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে হোদায়াত দেন না।

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ هَادُوْٓا اِنْ زَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ اَوْلِيَآءُ لِلّٰهِ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝٦

(৬) তুমি বলে দাও, হে ইহুদীগণ, যদি তোমরা মনে কর যে, অন্যান্য মানুষ ব্যতীত কেবল তোমরাই আল্লাহ'র বন্ধু তবে মৃত্যু কামনা কর[২] যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

وَلَا يَتَمَنَّوْنَهٗٓ اَبَدًا ۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ۝٧

(৭) আর তাদের কৃতকর্মের দরুণ কখনোই তারা এটা কামনা করবে না। বস্তুত আল্লাহ জালেমদের ব্যাপারে পূর্ণ জ্ঞান রাখেন।

قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِىْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهٗ مُلٰقِيْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝٨

(৮) তুমি বলে দাও, যে মৃত্যু থেকে তোমরা পলায়ন করছ তা অবশ্যই তোমাদের সাথে সাক্ষাত করবে। অতঃপর তোমাদেরকে গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়সমূহের জ্ঞানী সত্তার কাছে উপস্থিত করা হবে। এরপর তিনি তোমাদেরকে

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) اَسْفَار শব্দটি سِفْر এর বহুবচন। এর অর্থ বড় পুস্তক। ইয়াহুদীদের জন্য প্রেরিত তাওরাত কিতাবে আখেরী নবীকে চেনার সকল আলামত বিদ্যমান ছিল। কিন্তু ইয়াহুদীরা পার্থিব স্বার্থে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বীকৃতি দেয়নি, তাওরাতে'র বাণী অনুসরণ করেনি। ফলে তাদের তাওরাত লাভ করা গাধার পিঠে মূল্যবান কিতাব রাখার মত হয়েছে যা গাধা বহন করে বটে, কিন্তু তার বিষয়বস্তুর কোন খবরই সে রাখে না। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) ইয়াহুদীরা দাবী করত যে, তারা আল্লাহ'র সন্তান-সন্ততি এবং মৃত্যুর পর তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে অন্য কেউ নয়। আয়াতে বলা হয়েছে যে, এ দাবী যদি সত্য হয় তাহলে তোমরা মৃত্যু কামনা কর। কারণ, মৃত্যুর পরই তো তোমরা এ দুনিয়ার চেয়ে হাজার গুণ শ্রেষ্ট জান্নাতে দাখিল হবে। তা হলে ভয় কিসের? কিন্তু ইয়াহুদীরা মৃত্যু কামনা করেনি। এতে তাদের দাবী মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, যে আলেম তাঁর ইল্‌ম অনুযায়ী আমল করে না তার দৃষ্টান্ত ইয়াহুদীদের মত কিংবা বোঝা বহনকারী গাধার মত। (মাআরিফুল কুরআন)

● ৬ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, আল্লাহর প্রিয়পাত্র হওয়ার যে দাবী ইয়াহুদীরা করে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ৭ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, অপরাধীরাই মৃত্যু থেকে বেশী পলায়ন করে থাকে। (প্রাগুক্ত)

● ৮ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, মৃত্যু সকলের জন্য অবধারিত।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝٩ فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝١٠

(৯) হে মুমিনগণ, জুমুআর দিনে[১] যখন নামাযের জন্য আযান দেয়া হয় তখন তোমরা আল্লাহ'র যিকরের দিকে ছুটে যাও[২] এবং বেচা-কেনা ত্যাগ কর। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা জ্ঞান রাখ।

(১০) অতঃপর নামায আদায় হয়ে গেলে তোমরা যমীনে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহ'র অনুগ্রহ সন্ধান কর আর আল্লাহকে বেশী করে স্মরণ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।

(১১) আর তারা যখন কোন ব্যবসার বস্তু অথবা তামাশা দেখে তখন তোমাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখেই সেদিকে ছুটে যায়[৩]। তুমি বলে দাও, আল্লাহ'র কাছে যা আছে[৪] তা তামাশা ও ব্যবসা থেকে উত্তম। আর আল্লাহ-ই সর্বোত্তম রিযিকদাতা।	وَاِذَا رَاَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوَا اِنْفَضُّوْٓا اِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَآئِمًا ۭ قُلْ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۭ وَاللّٰهُ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ۝١١

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) জুমুআর দিনে যখন জুমআর নামাযের আযান দেয়া হয়। (বয়ানুল কুরআন)

(২) যিকর অর্থাৎ নামায ও খুতবা। এ আয়াতের অর্থ দৌড়ানো নয়। বরং কোন কাজ গুরুত্বসহকারে করা। অর্থাৎ নামায ও খুতবার জন্য মসজিদে যেতে যত্নবান হও। কেননা, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযের জন্যে দৌড়ে আসতে নিষেধ করেছেন। (মাআরিফুল কুরআন ও বয়ানুল কুরআন)

(৩) একবার মদীনার একটি ব্যবসায়ী দল এল। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন জুমুআর খুতবা দিচ্ছিলেন। সে সময়ে নামাযের পর খুতবা দেয়া হত। ফরয নামায শেষ হয়ে গেছে এবং খুতবা শোনা জরুরী নয় মনে করে বেশ কিছু সাহাবী মসজিদ ছেড়ে ব্যবসায়ী কাফেলার কাছে ছুটে যান। এ প্রসঙ্গেই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। (মাআরিফুল কুরআন)

(৪) অর্থাৎ সওয়াব ও আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৯ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, জুমুআ'র আযানের পর নামাযের দিকে ধাবিত হওয়া ওয়াজিব এবং বেচা-কেনা করা হারাম। এ বিধান জুমুআ'র প্রথম আযানের পর-ই কার্যকর হবে। যদিও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যামানায় কেবলমাত্র খুতবার পূর্বমুহূর্তের আযান-ই চালু ছিল। পরবর্তীতে সাহাবাগণের ঐক্যমতে'র ভিত্তিতে প্রথম আযানের প্রচলন হয়। হযরত উসমান (রা.)-এর যামানায় এটি চালু হয়। (বয়ানুল কুরআন ও আহকামুল কুরআন)

● ১০ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, জীবিকা উপার্জনের জন্য চেষ্টা-সাধ্য করা উচিত, তবে আল্লাহ পাকের অন্যান্য আহকাম নামায, রোযা ইত্যাদি পরিত্যাগ করে নয়।

● ১১ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, খুতবা শোনা জরুরী। কেননা যারা খুতবা না শুনে চলে গিয়েছিল তাদেরকে এ আয়াতে নিন্দা করা হয়েছে। আরো প্রমাণিত হয় যে, দাঁড়িয়ে খুতবা দেয়া সুন্নাত। (বয়ানুল কুরআ ও আহকামুল কুরআন)

www.maktabatulabrar.com

(৬৩) সূরা মুনাফিকুন, মাদানী
১১ আয়াত, ২ রুকু

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

(১) মুনাফেকরা যখন তোমার কাছে আসে তখন তারা বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি তো অবশ্যই আল্লাহর রসূল। আর আল্লাহও জানেন যে, নিশ্চয় তুমি তাঁর রসূল এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, নিশ্চয় মুনাফেকরা মিথ্যাবাদী[১]।	اِذَا جَآءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ ۘ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ ۭ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ ۝١
(২) তারা তাদের শপথসমূহকে ঢালরূপে গ্রহণ করেছে[২]। অতঃপর তারা আল্লাহর পথ থেকে (মানুষকে) বিরত রাখে। তারা যা করছে তা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত মন্দ।	اِتَّخَذُوْٓا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۭ اِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝٢
(৩) এটা[৩] এ জন্য যে, তারা ঈমান এনেছে আবার কাফের হয়েছে। ফলে তাদের অন্তর-মনে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে। সুতরাং তারা উপলব্ধি করছে না।	ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا فَطُبِعَ عَلٰي قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ ۝٣

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) মুনাফেকরা মিথ্যাবাদী এ কারণে যে, তারা অন্তরে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহর রসূল বলে বিশ্বাস করে না। বিভিন্ন স্বার্থ আদায়ের জন্য তারা কেবল মৌখিক স্বীকৃতি দেয়। (বয়ানুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ মুনাফেকরা ঈমানদার হওয়ার পক্ষে যেসব শপথ উচ্চারণ করে তা শুধুমাত্র নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য; যাতে তারা মুসলমানদের আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকে এবং অন্যান্য সুবিধা ভোগ করতে পারে। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) এটা অর্থাৎ পূর্বোক্ত আয়াতে যে বলা হয়েছে তাদের আমল অন্যন্ত মন্দ তার কারণ। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, আন্তরিক বিশ্বাসের বিপরীতে কথা মিথ্যা বলে সাব্যস্ত হবে। যদিও সে কথা বাস্তবের বিপরীতে না হয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ২ নং আয়াত:

১. আয়াত থেকে আরো প্রমাণিত হয় যে, نَشْهَدُ বা "আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি" এরূপ বাক্য "কসম" এর বাক্য সাব্যস্ত হবে। কেননা, মুনাফেকদের এরূপ বাক্যকেই আল্লাহ তা'আলা পরবর্তী আয়াতে " يَمِيْنَ " বা কসম বলে ব্যক্ত করেছেন। (আহকামুল কুরআন)

২. আয়াত থেকে আরো জানা যায়, মুনাফেকরা নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবী করার আড়ালে ইসলামের ক্ষতিসাধনে লিপ্ত। তাই এদের থেকে সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

● ৩নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, বারংবার অপরাধ করার ফলে মানুষের অন্তর হেদায়াত লাভের ও সত্যকে উপলব্ধি করার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। (আইছারুত্তাফাসীর)

وَاِذَا رَاَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ ؕ وَاِنْ يَّقُوْلُوْا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ؕ كَاَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ ؕ يَحْسَبُوْنَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ؕ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ ؕ قٰتَلَهُمُ اللّٰهُ ۫ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ۝٤

(৪) আর তুমি যদি তাদেরকে দেখ তবে তাদের দেহগুলো তোমাকে অবাক করবে এবং তারা কথা বললেও তুমি তাদের কথা শুনতে চাইবে[১]। তারা তো যেন দেয়ালে ঠেকানো কাঠ[২]। তারা যে কোন শোরগোলকে মনে করে তাদেরই বিরুদ্ধে[৩]। তারাই শত্র। সুতরাং তাদের ব্যাপারে সতর্ক হও। আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুক ! তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে[৪] ?

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَوَّوْا رُءُوْسَهُمْ وَرَاَيْتَهُمْ يَصُدُّوْنَ وَهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ ۝٥

(৫) আর যখন তাদেরকে বলা হয়, আস, আল্লাহর রসূল তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন তখন তারা নিজেদের মাথা ঘুরিয়ে নেয় এবং তুমি তাদেরকে দেখ যে, তারা অহংকারী হয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ সে সময়ের মুনাফেকরা অত্যন্ত সুঠাম দেহ ও সৌন্দর্য্যের অধিকারী ছিল। তেমনিভাবে তাদের কথাবার্তাও ছিল চমৎকার সাহিত্যরস সমৃদ্ধ। ফলে সবাই তাদের কথা শুনতে পছন্দ করত। (বয়ানুল কুরআন)

(২) এখানে মুনাফেকদেরকে দেয়ালে হেলান দেয়া কাঠের সাথে তুলনা করা হয়েছে। যেসব কাঠ ঘরের প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহারের অনুপযোগী সেগুলোকে দেয়ালের সাথে ঠেকিয়ে ফেলে রাখা হয়, যদিও সেগুলো দেখতে খুবই সুন্দর হয়। তেমনিভাবে মুনাফেকদের দেহ ও কথা চমৎকার হলেও তাদের ভেতর ঈমান না থাকার দরুণ তারা অন্তসারশূণ্য ফেলে দেয়া কাঠের মত মূল্যহীন। কিংবা কাঠের সঙ্গে উদাহরণ দেয়া হয়েছে দীর্ঘতা ও না বোঝার ক্ষেত্রে (বয়ানুল কুরআন, সাফওয়াতুত্তাফাসীর ও জালালাইন)

www.maktabatulabrar.com

(৩) অর্থাৎ মুনাফেকরা অপরাধী হওয়ার কারণে কোথাও একটু শোরগোল হলেই তারা আতঙ্কিত হয় এই ভেবে যে, এই বুঝি আমাদের নিফাক ধরা পড়ে গেল এবং মুসলমানরা আমাদের বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করল। (বয়ানুল কুরআন)

(৪) অর্থাৎ তারা সত্য পথ ছেড়ে এ কোন মিথ্যার দিকে ধাবিত হচ্ছে ? (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, চমৎকার দৈহিক সৌন্দর্যের অধিকারী হওয়া কিংবা বাকপটু হওয়া সত্যপন্থী হওয়ার মাপকাঠি নয়। কাফের, মুনাফেক ও বাতিলপন্থীদের কথা ও দেহের সৌন্দর্য দেখে ধোঁকায় পড়া উচিত নয়।

● ৫ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, অহংকারী হওয়া মুনাফেকদের স্বভাব।

سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ اَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ اَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ؕ لَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۝٦

(৬) তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর অথবা তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না কর উভয়ই তাদের জন্য সমান। আল্লাহ কখনোই তাদেরকে ক্ষমা করবেন না[১]। নিশ্চয়ই আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়াত দেন না।

هُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لَا تُنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْفَضُّوْا ؕ وَلِلّٰهِ خَزَآئِنُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَفْقَهُوْنَ ۝٧

(৭) এরাই সেসব লোক যারা বলে, "আল্লাহ'র রসূলের কাছে যারা আছে তাদের জন্য ব্যয়[২] কর না। পরিণামে তারা এমনিতেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে"। বস্তুত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর ধনভাণ্ডারসমূহ আল্লাহর-ই ; কিন্তু মুনাফেকরা তা বোঝে না।

يَقُوْلُوْنَ لَئِنْ رَّجَعْنَاۤ اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ ؕ وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝٨

(৮) তারা বলে, আমরা যদি মদীনায় ফিরে যাই তবে সেখান থেকে সবল অবশ্যই দুর্বলকে বের করে দিবে। বস্তুত শক্তি তো আল্লাহর-ই এবং তাঁর রসূলের ও মুমিনদের। কিন্তু মুনাফেকরা (তো) জানে না।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ মুনাফেকরা যদি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে এসে ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অনুরোধও করত এবং তিনি তা করতেন, তবুও তাদের অন্তরের নিফাকের দরুণ সেই ক্ষমা প্রর্থনা কবুল হত না। (বয়ানুল কুরআন)

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) সম্পদ ও সন্তান দুনিয়ার প্রধানতম দু'টি আকর্ষণ ও ভোগের বস্তু। এর দ্বারা পৃথিবীর যাবতীয় ভোগ-সম্ভারকে বোঝানোই উদ্দেশ্য। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) আল্লাহর স্মরণ অর্থ যাবতীয় ইবাদত ও শরীয়তের আহকাম পালন করা। (মাআরিফুল কুরআন)

(৩) অর্থাৎ যাকাত, হজ্জ ইত্যাদি। (জালালাইন-টীকা)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৯ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, যারা পৃথিবীতে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি'র মায়ায় পড়ে আল্লাহ পাকের বিধানকে ভুলে যাবে তারাই হবে আখেরাতে চূড়ান্ত ক্ষতিগ্রস্থ।

● ১০ নং আয়াত:

১. প্রতিটি মানুষ-ই যারা সম্পদের হক্ব আদায় করেনি তথা হজ্জ করেনি, যাকাত ইত্যাদি আদায় করেনি মৃত্যুর সময় তারা চরম আফসোস করবে। কিন্তু তখন এ ধরনের আফসোস কোনই উপকারে আসবে না।

২. মৃত্যুর সময় ভবিষ্যতে ভাল হওয়ার জন্য দুনিয়াতে আরও কিছুদিন থাকার আবেদন করলেও সে আবেদনে কোন ফায়দা হবে না।

● ১১ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, প্রতিটি মানুষের মৃত্যুর সময় নির্ধারিত সে সময় হলে কাউকে এক মুহূর্তও সময় দেয়া হবে না।

(৬৪) সূরা তাগাবুন[১] মাদানী

১৮ আয়াত, ২ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ۫ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ①

(১) যা কিছু আছে আকাশমণ্ডলীতে এবং যা কিছু আছে পৃথিবীতে সব-ই আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করে। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসাও তাঁরই। আর তিনি সবকিছুর উপর মহা শক্তিশালী।

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ ۭ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ②

(২) তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ কাফের আর কেউ মুমিন[২] আর তোমরা যা কর আল্লাহ তা দেখেন।

(২) **শানে নুযূল** : বনী মুসতালিক যুদ্ধের সফরে একজন মুহাজির ও আনসার সাহাবী'র মাঝে ঝগড়ার উপক্রম হলে মুনাফেক ইবনে উবাই সুযোগ বুঝে অনসারগণকে উস্কানী দিল যে, তোমরা মুহাজিরদেরকে আর কোনো সাহায্য করো না। তাহলেই তারা দুর্বল হয়ে পড়বে এবং আমরা মদীনায় গিয়ে এসব দুর্বল মুহাজিরদেরকে বের করে দেব। এ প্রসঙ্গেই আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৬ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, কাফের-মুনাফেকদের জন্যে ইস্তেগফার বা ক্ষমাপ্রার্থনা করে কোন লাভ নেই। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ৭ নং আয়াত:

১. ইসলামের শত্রুরা সুযোগ পেলেই মুসলামনদের ক্ষতি করার চেষ্টা করে থাকে। সুতরাং এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

২. সম্পদের ভাণ্ডার আল্লাহর হাতে। তিনি যে রিযক দিবেন তা ঠেকিয়ে রাখার সাধ্য কারো নেই।

৩. কাফের মুনাফেকদের বুদ্ধি লোপ পায়।

● ৮ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, আল্লাহ পাকের শক্তি মুমিনদের সাথে রয়েছে। কাজেই ইসলামের শত্রুদের হুমকি ও চক্রান্তে ভীত হওয়ার কারণ নেই।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ⑨

(৯) হে মুমিনগণ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি[১] যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ[২] থেকে গাফেল না করে। বস্তুত যারা এরূপ করে তারাই হল ক্ষতিগ্রস্থ।

وَاَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَآ اَخَّرْتَنِيْٓ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۙ فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ⑩

(১০) আর আমি তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় কর[৩] এর আগেই যে, তোমাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হবে আর সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক আমাকে আরো কিছুদিনের সুযোগ কেন দিলেন না? তাহলে আমি সদকা করতাম এবং নেককারদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।

وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَاۗءَ اَجَلُهَا ۭ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ⑪

(১১) বস্তুত আল্লাহ কখনো কাউকে সুযোগ দেন না যখন তার নির্ধারিত সময় হাজির হয়। আর তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ পুরোপুরি খবর রাখেন।

www.maktabatulabrar.com

(৩) তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে সঠিকভাবে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের আকৃতি গঠন করেছেন। অতঃপর তোমাদের আকৃতিকে করেছেন সুন্দর[৩]। আর তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন হবে।	خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ۚ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ۝٣
(৪) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা আছে তা তিনি জানেন এবং তিনি জানেন যা তোমরা গোপনে কর এবং যা তোমরা প্রকাশ্যে কর। আর আল্লাহ অন্তরসমূহের বিষয় সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল।	يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ۭ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝٤

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) নামকরণঃ التَّغَابُن শব্দের অর্থ লোকসান। কেয়ামতের দিন কে يَوْمُ التَّغَابُن বা লোকসান-এর দিন বলা হয়। কারণ সেদিন অধিকাংশ মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হবে। আলোচ্য সূরায় এ সম্পর্কিত আলোচনা আছে বিধায় সূরার নামকরণ হয়েছে তাগাবুন। (মাআরিফুল কুরআন ও জালালাইন)

(২) অর্থাৎ আল্লাহ'র মাখলুক হিসেবে প্রত্যেক মানুষেরই উচিত ছিল তার প্রতি ঈমান আনা। কিন্তু তা না হয়ে অনেক মানুষ কাফের হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) একজন কুশ্রী মানুষও পৃথিবীর অন্যান্য সকল সৃষ্টজীব থেকে সুন্দর। (মাআরিফুল কুরআন ও জালালাইন-টীকা)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১ নং আয়াত:

আয়াত থেকে জানা যায়, আসমান ও যমীনের সব কিছুই মহান আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করে এবং তাকে স্বীকার করে। কাজেই মানুষেরও উচিত নয় তার তাসবীহ পাঠ থেকে বিরত থাকা।

● ২ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মানুষকেই সমানভাবে তথা মুমিন হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। পরবর্তীতে মানুষ স্বেছায় কাফের হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন)

● ৩ নং আয়াত:

১. আল্লাহ তা'আলা সমস্ত সৃষ্টজগত ও সৃষ্টজীবের চেয়ে মানুষকে বেশী সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন। (প্রাগুক্ত)

২. আল্লাহর কাছেই সকলকে ফিরে যেতে হবে।

● ৪ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, কোন কিছুই আল্লাহ পাকের কাছে গোপন নয়, তাঁর অজানা নয়। কাজেই তার নাফরমানী থেকে মানুষের বেঁচে থাকা উচিত।

www.maktabatulabrar.com

(৫) যারা ইতিপূর্বে কুফ্‌রী করেছিল তাদের ঘটনা কি তোমাদের কাছে পৌছেনি? অতঃপর তারা তাদের কর্মের মন্দ ফল ভোগ করেছে[১]। এবং তাদের জন্য (আখেরাতে) রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।	اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ ۡ فَذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝٥
(৬) এটা এ কারণে যে, তাদের রসূলগণ স্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে তাদের কাছে আগমন করত। তখন তারা বলত, তবে কি মানুষ আমাদেরকে পথ দেখাবে[২]? অতঃপর তারা কুফ্‌রী করত এবং মুখ ফিরিয়ে নিত আর আল্লাহও (তাদের) পরওয়া করেননি[৩]। বস্তুত আল্লাহ হলেন অমুখাপেক্ষী, স্বয়ং প্রশংসিত।	ذٰلِكَ بِاَنَّهٗ كَانَتْ تَّاْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالُوْٓا اَبَشَرٌ يَّهْدُوْنَنَا ۡ فَكَفَرُوْا وَتَوَلَّوْا وَّاسْتَغْنَى اللّٰهُ ۭ وَاللّٰهُ غَنِىٌّ حَمِيْدٌ ۝٦
(৭) কাফেররা মনে করেছে যে, তাদেরকে কখনোই পনুর্জীবিত করা হবে না। তুমি বলে দাও, অবশ্যই হবে। আমার পালনকর্তার কসম, অবশ্যই তোমাদেরকে পুনরায় জীবিত করা হবে। তারপর তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করা হবে আর এটা আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজ।	زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنْ لَّنْ يُّبْعَثُوْا ۭ قُلْ بَلٰى وَرَبِّىْ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ۭ وَذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ۝٧
(৮) সুতরাং তোমরা আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং যে নূর[৪] আমি নাযেল করেছি তার প্রতি ঈমান আন। বস্তুত তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ পূর্ণ খবর রাখেন।	فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالنُّوْرِ الَّذِىْٓ اَنْزَلْنَا ۭ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝٨

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ পূর্ববর্তী কাফেররা পৃথিবীতেই তাদের কর্মের মন্দ ফল ভোগ করেছে। (বয়ানুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ তাদের ধারণা ছিল, মানুষ কখনো নবী-রসূল হতে পারে না। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) পরওয়া করেননি অর্থাৎ সমূলে তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। (বয়ানুল কুরআন)

(৪) অর্থাৎ কুরআন। (জালালাইন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, আল্লাহ'র নাফরমানদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ৬ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, মানুষ হওয়া নবুয়ত ও রিসালাতের পরিপন্থী নয়। বরং রসুল মানব হবেন এটাই স্বাভাবিক। কাফেরদের ধারণা ছিল রসূল বা পথপ্রদর্শক কখনো মানব হতে পারে না। বর্তমানেও কেউ কেউ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মানবত্বকে অস্বীকার করে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নূর হলেও তিনি মানব। কারণ, তাঁর নূরকে চন্দ্র-সূর্যের নূরের মত মনে করা ভুল। (মাআরিফুল কুরআন)

● ৭ নং আয়াত:

আয়াত থেকে আখেরাত বা পুনরুত্থান ঘটানোর সত্যতা প্রমাণিত হয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ৮ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, কুরআনের অপর নাম নূর বা আলো। আলো জ্বালালে যেমন অন্ধকার দূরীভূত হয় তেমনি কুরআনের দ্বারা মিথ্যা ও বাতিলের অন্ধকার দূরীভূত হয়।

يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ؕ وَمَنْ يُّؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝٩	(৯) স্মরণ কর[১] সেদিনকে তথা সমাবেশের দিনকে[২] যেদিন তিনি তোমাদেরকে একত্র করবেন। সেটা হল লোকসানের[৩] দিন। আর যারা আল্লাহ'র প্রতি ঈমান আনবে এবং নেক আমল করবে তাদের গোনাহসমূহকে তিনি তাদের থেকে হটিয়ে দিবেন (মাফ করবেন) এবং তাদেরকে দাখিল করবেন এমন জান্নাতসমূহে যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত থাকবে। সেখান তারা থাকবে চিরকাল। এটাই মহা সাফল্য।
وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝١٠	(১০) আর যারা কুফ্‌রী করবে এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করবে তারা হল জাহান্নামবাসী। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আর সেটা কতই না মন্দ বাসস্থান।
مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يُّؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهٗ ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ۝١١	(১১) আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া কোন বিপদ আসে না। আর কেউ আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলে তিনি তার অন্তরকে হেদায়াত দেন[৪]। বস্তুত আল্লাহ সব বিষয়ে পুরোপুরি খবর রাখেন।

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) "স্মরণ কর" কথাটি এখানে উহ্য আছে। (জালালাইন)

(২) অর্থাৎ কেয়ামতের দিন। (জালালাইন)

(৩) কেয়ামতের দিনকে লোকসানের দিন বলার কারণ হচ্ছে, কেয়ামতের দিন পাওনাদারদেরকে তাদের পাওনা পরিশোধ করা হবে নেক আমলের দ্বারা। ফলে দেনাদার ক্ষতিগ্রস্থ হবে অথবা সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তিই তার জীবনের যে সময়টুকু আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল অবস্থায় কেটেছে তার জন্য ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে আফসোস করবে। (মাআরিফুল কুরআন)

(৪) "হেদায়াত দেন" অর্থাৎ তার অন্তরে ধৈর্যের গুণাবলী সৃষ্টি করেন এবং ধৈর্যের তাওফীক দেন। কারণ, সে বিশ্বাস করে আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া কিছুই হয় না। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৯ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, কেয়ামতের দিন এক ভয়াবহ লোকসানের দিন। তবে ঈমানদার এবং নেক আমল সম্পাদনকারী ব্যক্তিদেরকে আল্লাহ তা'আলা সেদিন নাজাত দিবেন এবং জান্নাতে দাখিল করবেন।

● ১০ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, মানুষের সবকিছুই তার তাকদীরে লিপিবদ্ধ আছে। এছাড়া সকল বিপদে-আপদে ধৈর্যধারণ করাই মানুষের জন্য উত্তম। কারণ, আল্লাহ'র নির্দেশ ছাড়া কিছুই হয় না। আর যে এ কথা বিশ্বাস করে আল্লাহ তাকে ধৈর্যধারনের তাওফীক দেন। (আইছারুত্তাফাসীর)

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاِنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ۝١٢	(১২) আর তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রসূলের আনুগত্য কর। এরপরও যদি তোমরা বিমুখ হও তাহলে আমার রসূলের দায়িত্ব কেবল স্পষ্ট প্রচার করা।
اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝١٣	(১৩) আল্লাহ: তিনি ছাড়া কোন মাবূদ নেই। আর আল্লাহর-ই উপর মুমিনদের ভরসা করা উচিত।
يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ ۚ وَاِنْ تَعْفُوْا وَتَصْفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝١٤	(১৪) হে মুমিনগণ, নিশ্চয়, তোমাদের কোন কোন স্ত্রী ও তোমাদের কোন কোন সন্তান তোমাদের দুশমন[১]। সুতরাং তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাক। আর যদি তোমরা মার্জনা কর, মন থেকে মুছে ফেল এবং ক্ষমা কর তবে আল্লাহ নিঃসন্দেহে অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) কিছু লোক হিজরতের পর মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করে। তারা মদীনায় হিজরত করে চলে যেতে চাইলে তাদের পরিবার-পরিজন বাধা দেয়। দ্বীনের দায়িত্ব পালনে বাধাদানকারী এসব আত্মীয়-স্বজনদেরকেই আলোচ্য আয়াতে শত্রু বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) হিজরতে বাধাদানকারী আত্মীয়-স্বজনদেরকে কুরআনে শত্রু ঘোষণা করায় উক্ত মুসলমানগণ এসব আত্মীয়গণের সাথে কঠোর ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেয়। এর প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিতে বলেন এবং কঠোর ব্যবহার করতে নিষেধ করেন। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১২ নং আয়াত:

১. আল্লাহ ও রসূল উভয়ের আনুগত্য করা আমাদের উপর ফরয।

২. দ্বীনের পথে মানুষ না এলে দ্বীনের প্রচারকদের হতাশ হওয়ার কারণ নেই। কারণ, তাদের দায়িত্ব হল প্রচার করা, আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেয়া।

● ১৩ নং আয়াত:

আয়াত থেকে জানা যায়, প্রত্যেক মুমিনের উচিত সকল কাজে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা স্থাপন করা। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ১৪ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, যেসব স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে এবং আত্মীয়-স্বজন দ্বীনের কাজ করতে বাধা দেয় তারা বন্ধু নয় বরং শত্রু। তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে এবং তাদের আনুগত্য করা চলবে না। তবে তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা উচিত নয়। বরং তাদেরকে ক্ষমা করে তাদেরকে দ্বীনের পথে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে হবে। (মাআরিফুল কুরআন ও আইছারুত্তাফাসীর)

إِنَّمَآ أَمْوَٰلُكُمْ وَأَوْلَٰدُكُمْ فِتْنَةٌ ۚ وَٱللَّهُ عِندَهُۥٓ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾

(১৫) নিঃসন্দেহে তোমাদের ধন-সম্পদ এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততি একটি পরীক্ষা[১]। আর আল্লাহর কাছে রয়েছে মহা প্রতিদান।

فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ وَٱسْمَعُوا۟ وَأَطِيعُوا۟ وَأَنفِقُوا۟ خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ ۗ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِۦ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٦﴾

(১৬) অতএব, তোমরা যথাসাধ্য ভয় কর, (তার বিধান) শোন, আনুগত্য কর এবং ব্যয় কর; তোমাদের নিজেদেরই কল্যাণ হবে। আর যে নিজ মনের লোভ-কার্পণ্য থেকে মুক্ত রয়েছে, সে ধরনের লোকই হল সফলকাম।

إِن تُقْرِضُوا۟ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَٰعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٧﴾

(১৭) তোমরা যদি আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান[২] কর তবে তিনি তোমাদের জন্য তা বৃদ্ধি করে দিবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ অত্যন্ত গুণগ্রাহী, পরম সহিষ্ণু।

عَٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿١٨﴾

(১৮) (তিনি) প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বিষয় সম্পর্কে মহাজ্ঞানী, পরাক্রমশালী, অত্যন্ত প্রজ্ঞার অধিকারী।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) আল্লাহ তা'আলা ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মাধ্যমে বান্দাকে পরীক্ষা করেন যে, তারা এসবের পেছনে পড়ে আল্লাহকে স্মরণ রাখে কি না। (বয়ানুল কুরআন)

(২) আল্লাহকে ঋণ দেয়ার অর্থ আনন্দের সাথে দান-সদকা করা। (জালালাইন)

(৩) আল্লাহ তা'আলা বান্দার দান-সদকা ও নেক আমলের ছওয়াবকে দশগুন থেকে সাতশগুন পর্যন্ত বাড়িয়ে দেন। (জালালাইন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৫ নং আয়াত:

আয়াত থেকে জানা যায়, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছেন পরীক্ষা স্বরূপ। যারা এগুলোর মহব্বতকে পেছনে রেখে আল্লাহ ও রসূলের মহব্বতকে প্রধান্য দেয় তারা পরীক্ষায় কৃতকার্য হয় এবং তাদের জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার।

● ১৬ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, আমাদের সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় করতে হবে। কারণ, আল্লাহর প্রাপ্য অনুযায়ী আল্লাহকে ভয় করার সাধ্য কারো নেই। এ ছাড়া আলোচ্য আয়াতে অকৃপণ হয়ে মুক্ত হাতে আল্লাহর পথে ব্যয় করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন)

● ১৭ নং আয়াত:

আয়াত থেকে জানা যায় আল্লাহ তা'আলা দান-সদকার ছওয়াব বহুগুন বৃদ্ধি করে দেন।

● ১৮ নং আয়াত:

আয়াত থেকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জ্ঞান, ক্ষমতা এবং হেকমতের কথা জানা যায়।

(৬৫) সূরা তালাক, মাদানী

১২ আয়াত, ২ রুকূ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا۟ ٱلْعِدَّةَ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

(১) হে নবী ! তোমরা[১] যখন স্ত্রীগণকে তালাক দিতে চাও[২] তখন তাদেরকে তাদের ইদ্দতের আগেই[৩] তালাক দাও এবং ইদ্দতের হিসেব রেখ। আর ভয় কর তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহকে। তাদেরকে তাদের বাসস্থান থেকে বের করে দিয়ো না[৪] এবং তারাও যেন বের না হয়। তবে তারা প্রকাশ্য অশ্লীলতায়[৫] লিপ্ত হলে ভিন্ন কথা। আর এসব হচ্ছে আল্লাহর নির্ধারিত বিধানসমূহ। বস্তুত যে আল্লাহর বিধানসমূহকে লংঘন করে সে নিজের উপরই জুলুম করে। তুমি জান না, হয়তো আল্লাহ এর পর কোন নতুন উপায় করে দিবেন[৬]।

www.maktabatulabrar.com

টিকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) প্রথম "হে নবী" একবচন শব্দ দিয়ে সম্বোধন করে পরবর্তীতে বহুবচন শব্দ ব্যবহারের কারণ হল, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মাধ্যমে গোটা উম্মতকে সম্বোধন করা। (বয়ানুল কুরআন ও সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(২) তালাক "দিতে চাও" বা أَرَدْتُّمْ বাক্যটি এখানে উহ্য আছে। (বয়ানুল কুরআন ও জালালাইন-টীকা)

(৩) এখানে "আগেই" বা قَبْلَ শব্দটি উহ্য আছে। عدت এর শাব্দিক অর্থ গণনা করা। পরিভাষায় স্ত্রীর এক স্বামীর বিবাহ থেকে বের হয়ে অন্যের সাথে বিবাহ হওয়ার ক্ষেত্রে যে ক'দিন অপেক্ষা করা জরুরী তাকেই ইদ্দত বলে। আমাদের মতে, এ ইদ্দতের পরিমাণ হল তিন হায়েয। সুতরাং আয়াতের মর্ম হল, তোমরা তালাক দিতে চাইলে হায়েয আসার আগেই তালাক দাও। (মাআরিফুল কুরআন)

(৪) কেননা, ইদ্দত চলাকালীন সময়ে স্ত্রীর বাসস্থানের ব্যবস্থা করা স্বামীর উপর ওয়াজিব। (বয়ানুল কুরআন)

(৫) প্রকাশ্য অশ্লীলতা বলতে ব্যভিচার, ঝগড়া, কটু কথা-বার্তা কিংবা স্ত্রীর খোদ নিজেরই ঘর থেকে বের হওয়াকে বোঝানো হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন)

(৬) অর্থাৎ নিয়ম মাফিক তালাক হল তালাকে রাজঈ দেয়া। এরূপ তালাকের পর পুনরায় বিবাহ ছাড়াই স্ত্রীকে গ্রহণ করা যায়। কাজেই তোমরা এ ধরনের তালাক দাও। যাতে পরবর্তীতে স্ত্রীকে রাখার প্রয়োজনবোধ করলে ইদ্দতকালীন সময়ে সহজেই তাকে রাখা যায়।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১নং আয়াত:

১. হায়েয অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দেয়া হারাম। সুন্নত হল, তুহ্‌র বা পবিত্র থাকাকালীন সময়ে মাত্র এক ত্বালাক দিতে হবে যাতে সহজেই ফিরিয়ে নেয়া যায় এবং উক্ত তুহ্‌র-এ স্ত্রীর সাথে মিলিত হতে পারবে না। (আইছারুত্তাফাসীর ও মাআরিফুল কুরআন)

২. স্বামী-স্ত্রী উভয়কে ইদ্দতের পূর্ণ হিসাব রাখতে হবে। যাতে ইদ্দত বাকী থাকতেই শেষ হওয়ার ভুল ধারনা না হয়। (মাআরিফুল কুরআন)

৩. ইদ্দত চলাকালীন সময়ে স্ত্রী'র বাসস্থানের ব্যবস্থা করা স্বামী'র উপর ওয়াজিব।

৪. তবে স্ত্রী স্বেচ্ছায় বের হয়ে গেলে কিংবা কোন প্রকাশ্য অশ্লীল কাজ করে বসলে ভিন্ন কথা। প্রকাশ্য অশ্লীল কাজ বলতে কী বোঝায় তা ৫ নং টীকায় বর্ণনা করা হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন ও আইছারুত্তাফাসীর)

৫. আল্লাহর সীমানা তথা আল্লাহর বিধান লংঘন করা নিজেরই প্রতি অবিচার করার নামান্তর। কেননা বিধান লংঘন জনিত পাপের শাস্তি তাকেই ভোগ করতে হবে।

www.maktabatulabrar.com

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۝	(২) অতঃপর তারা যখন তাদের ইদ্দত শেষ হওয়ার কাছাকাছি[১] পৌঁছে তখন হয় তাদেরকে যথারীতি (স্ত্রীরূপে) বহাল রাখবে অথবা যথারীতি তাদেরকে পৃথক করে দিবে[২] এবং তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোককে স্বাক্ষী রাখবে। আর তোমরা আল্লাহর ওয়াস্তে সঠিক স্বাক্ষ্য দিও। এর দ্বারা যারা আল্লাহ ও আখেরাত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে তাদেরকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে। আর কেউ আল্লাহকে ভয় করলে তিনি তার জন্য পথ তৈরী করে দেন[৩]।
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۝	(৩) আর তাকে তিনি রিযিক দিবেন এমন জায়গা থেকে যা সে ধারণাও করেনি। এছাড়া যে আল্লাহ'র উপর ভরসা করে তার জন্য তিনিই যথেষ্ট। নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর কাজ চূড়ান্তে পৌঁছান। আল্লাহ তো সবকিছুরই একটি পরিমাণ নির্ধারণ করে রেখেছেন।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এখানে أَجَل শব্দের অর্থ ইদ্দত এবং أَجَل বা ইদ্দত পর্যন্ত পৌঁছার অর্থ ইদ্দত শেষ হওয়ার কাছাকাছি হওয়া। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ, যদি তাকে বিবাহে রাখার ইচ্ছা হয় তবে তাকে কোনরূপ কথা ও কাজে কষ্ট না দিয়ে (যেভাবে রুজু করার নিয়ত রয়েছে সেভাবে) রেখে দাও এবং পরবর্তীতে তাকে খোঁটা দিয়ো না। আর যদি তাকে মুক্ত করে দিতে চাও তবে গাল-মন্দ না করে সম্মানের সাথে বিদায় করো। (মাআরিফুল কুরআন)

(৩) দুনিয়া ও আখেরাতের সকল সমস্যা থেকে মুক্তির পথ তৈরী করে দেন। (জালালাইন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২ নং আয়াত:

১. তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করতে হলে ইদ্দত পালনকালীন সময়েই গ্রহণ করতে হবে। ইদ্দত শেষ হওয়ার পর নয়। এবং সর্বাবস্থায় স্ত্রী'র সাথে উত্তম আচরণ করতে হবে। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. স্ত্রীকে রাখা অথবা মুক্ত করা উভয় অবস্থাতেই দু'জন ন্যায়পরায়ণ স্বাক্ষী রাখতে হবে। যাতে পরবর্তীতে কেউ কোনকিছু অস্বীকার করতে না পারে। (মাআরিফুল কুরআন)

৩. যে আল্লাহর হুকুমমত চলে তার সকল সমস্যার সমাধান তিনি করে দেন। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ৩ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, আল্লাহকে ভয় করলে এবং তাকওয়া অবলম্বন করলে রিয্‌কের কোন অভাব হয় না। আল্লাহ তার জন্য এমন স্থান থেকে রিয্‌কের ব্যবস্থা করেন যা সে কল্পনাও করতে পারে না। তার জন্য আল্লাহ-ই যথেষ্ট। আল্লাহ তার জন্য যে পরিমাণ রিয্‌ক নির্ধারণ করেছেন তা তিনি অবশ্যই পৌঁছাবেন। (আইছারুত্তাফাসীর অবলম্বনে)

وَالّٰٓـِٔيْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَآئِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ ۙ وَّالّٰٓـِٔيْ لَمْ يَحِضْنَ ؕ وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ؕ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا ۝٤

(৪) আর তোমাদের স্ত্রীগণের মধ্যে যারা ঋতু থেকে নিরাশ হয়েছে[১] এবং যারা ঋতুবতী হয়নি তাদের ইদ্দত সম্পর্কে যদি তোমরা সন্দেহ কর[২] তবে (জেনে রাখ) তাদের ইদ্দত হল তিন মাস। আর গর্ভবতী নারীদের ইদ্দত হল তাদের গর্ভ প্রসব হওয়া পর্যন্ত। বস্তুত যে আল্লাহকে ভয় করে তার কাজকে তিনি তার জন্য সহজ করে দেন।

ذٰلِكَ اَمْرُ اللّٰهِ اَنْزَلَهٗۤ اِلَيْكُمْ ؕ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُعْظِمْ لَهٗۤ اَجْرًا ۝٥

(৫) এ-ই হল আল্লাহর নির্দেশ যা তিনি তোমাদের প্রতি নাযেল করেছেন। আর যে আল্লাহকে ভয় করে তার গোনাহসমূহকে তিনি তার থেকে হটিয়ে দিবেন (মাফ করে দিবেন) এবং তার জন্য প্রতিদান বাড়িয়ে দিবেন।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ বৃদ্ধা যাদের বেশী বয়স হওয়ার দরুণ ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে গেছে।

(২) সাধারণ ইদ্দত হায়েয দ্বারা গণনা করা হয়। কিন্তু যাদের হায়েয বন্ধ হয়ে গেছে তাদের ইদ্দত কীভাবে গণনা করা হবে এই ভাবনা ও দ্বীধা-দ্বন্দ্বকেই বলা হয়েছে যদি তোমরা সন্দেহ কর। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪ নং আয়াত:

১. যেসব নারীদের হায়েয হয় না তাদেরকে তালাক দেয়া হলে তারা তিন মাস ইদ্দত পালন করবে। আর নারী যদি গর্ভবতী হয় তবে গর্ভ প্রসব হওয়া পর্যন্ত ইদ্দত পালন করবে। (মাআরিফুল কুরআন)

২. যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের দুনিয়া ও আখেরাতের সকল কাজ আল্লাহ তা'আলা সহজ করে দেন। (মাআরিফুল কুরআন)

www.maktabatulabrar.com

● ৫ নং আয়াত:

১. তালাকের উল্লেখিত বিধান সরাসরী আল্লাহ তা'আলার নাযেলকৃত বিধান। এগুলো পরিবর্তন করার অধিকার কারো নেই। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. আয়াতে তাকওয়া'র আরেকটি ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। তা হল, আল্লাহ তাকওয়া অবলম্বনকারী'র গোনাহ মাফ করে দিবেন এবং তার ছওয়াব ও পুরস্কার বাড়িয়ে দিবেন।

اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ ؕ وَاِنْ كُنَّ اُولَاتِ حَمْلٍ فَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ۚ وَاْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍ ۚ وَاِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهٗۤ اُخْرٰى ۝٦

(৬) তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যেখানে বাস কর সে ধরনের স্থানে তাদেরকেও (তালাক-প্রাপ্তা স্ত্রী) বাস করতে দাও[১]। তাদেরকে বিপদে ফেলার জন্য তাদেরকে কষ্ট দিও না[২]। আর যদি তারা গর্ভবতী হয় তাহলে তাদের গর্ভ প্রসব হওয়া পর্যন্ত তাদের ব্যয় বহন করবে। অতঃপর যদি তারা তোমাদের (সন্তান) কে স্তন্য দান করে তবে তাদেরকে তাদের বিনিময় দিবে[৩] এবং তোমরা নিজেদের মধ্যে যথারীতি (এ ব্যাপারে) পরামর্শ করে নিবে। আর যদি তোমরা পরস্পর কষাকষি কর[৪] তবে অবশ্যই অন্য নারী তাকে স্তন্য দান করবে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ ইদ্দত পালনরত অবস্থায় স্ত্রীদের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করা স্বামীর দায়িত্ব। তবে তালাকে বাইন দেয়া হলে পৃথক বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। (বয়ানুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ তাদের সাথে এমন আচরণ করো না যার ফলে তারা বাধ্য হয়ে বাড়ী থেকে বের হয়ে যায়। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) কেননা, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী'র উপর ওয়াজিব নয় সন্তানকে দুধ পান করানো। কাজেই এ ক্ষেত্রে তার পক্ষে বিনিময় গ্রহণ করা জায়েয। (মাআরিফুল কুরআন)

(৪) অর্থাৎ যদি পরামর্শ ফলদায়ক না হয়, যেমন স্ত্রী বেশী পারিশ্রমিক দাবী করে কিংবা স্বামী পারিশ্রমিক কম দিতে চায়। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৬ নং আয়াত:

১. ইদ্দত পালনরত স্ত্রী'র ভরণ-পোষণ ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা স্বামীর উপর ওয়াজিব। তেমনিভাবে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী যদি গর্ভবতী হয় তবে তাদের সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত তাদের ভরণ-পোষণ ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী'র উপর সন্তানকে দুধ পান করানো ওয়াজিব নয়। কাজেই এ ক্ষেত্রে সে সন্তানের পিতার কাছ থেকে পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারবে। পরস্পর পরামর্শের মাধ্যমে পারিশ্রমিকের পরিমাণ স্থির করবে। আর মতের মিল না হলে পিতা অন্য কোন মহিলাকে দিয়ে দুধ পান করাবে। উল্লেখ্য, বিবাহবন্ধনে থাকা অবস্থায় মাতা'র উপর ওয়াজিব সন্তানকে দুধ পান করানো। কাজেই সেক্ষেত্রে স্বামী'র কাছ থেকে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয হবে না। (মাআরিফুল কুরআন)

لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ ۭ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اٰتٰىهُ اللّٰهُ ۭ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَآ اٰتٰىهَا ۭ سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا ۝

(৭) সামর্থ্যবান ব্যক্তির উচিত যে, সে তার সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে[১]। আর যার জীবিকা সংকীর্ণ তার উচিত যে, আল্লাহ তাকে যতটুকু দিয়েছেন তা থেকে ব্যয় করবে। আল্লাহ কোন ব্যক্তিকে যতটুকু সামর্থ্য দিয়েছেন তার বাইরে কিছুই তাকে চাপিয়ে দেন না। আল্লাহ অভাবের পর অচিরেই স্বচ্ছলতা দান করবেন।

وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ اَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهٖ فَحَاسَبْنٰهَا حِسَابًا شَدِيْدًا ۙ وَّعَذَّبْنٰهَا عَذَابًا نُّكْرًا ۝

(৮) আর অনেক জনপদ এমন যে, তারা তাদের প্রতিপালক ও তাঁর রসূলগণের নির্দেশ অমান্য করেছিল। ফলে আমি তাদের থেকে কঠোর হিসাব গ্রহণ করেছি[২]। এবং তাদেরকে দিয়েছি ভীষণ শাস্তি।

فَذَاقَتْ وَبَالَ اَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ اَمْرِهَا خُسْرًا ۝

(৯) অতঃপর তারা তাদের কর্মের মন্দফল ভোগ করেছে। আর ক্ষতি-ই ছিল তাদের কর্মের পরিণাম[৩]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী ও সন্তানের উপর। (জালালাইন, বয়ানুল কুরআন)

(২) আয়াতে উল্লেখিত এসব জাতির হিসাব আখেরাতে হবে, কিন্তু এখানে এটাকে অতীত পদবাচ্যে ব্যক্ত করার কারণ, এর নিশ্চিত হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা যেন হয়েই গেছে। (মাআরিফুল কুরআন)

(৩) এটা ছিল দুনিয়ার পরিণাম। সামনে আখেরাতের পরিণামের কথা আসছে। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৭ নং আয়াত:

১. স্ত্রীর ভরণ-পোষণের ব্যাপারে স্ত্রীর অবস্থা ধর্তব্য হবে না বরং স্বামীর আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী সে স্ত্রীর ব্যয়ভার বহন করবে। স্বামী যদি ধনী হয় তবে সে অনুযায়ী ব্যয় করবে যদিও স্ত্রী দরীদ্র হয়, আর স্বামী যদি দরীদ্র হয় তবে সে অনুযায়ী ব্যয় করবে যদিও স্ত্রী ধনী হয়। (মাআরিফুল কুরআন)

www.maktabatulabrar.com

২. আল্লাহ মানুষের উপর তার সাধ্যের বাইরে কোন দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না। এছাড়া যেসব স্বামীরা স্ত্রীদের হক আদায়ের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে এবং তাদেরকে ঠকানোর ইচ্ছা রাখে না সেসব স্বামীদেরকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে স্বচ্ছলতা দেয়া হবে বলে ইঙ্গিত রয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন)

● ৮–৯ নং আয়াতদ্বয়:

আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ ও রসূলের নির্দেশ অমান্যকারীদের শাস্তির কথা জানা যায়। (আইছারুত্তাফাসীর)

اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا ۙ فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰٓاُولِي الْاَلْبَابِ ۚ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ قَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكُمْ ذِكْرًا ۝

(১০) আল্লাহ তাদের জন্য কঠোর শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন[১]। অতএব হে জ্ঞানীগণ –যারা ঈমান এনেছ– তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি নাযেল করেছেন উপদেশ[২]।

رَّسُوْلًا يَّتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ مُبَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۭ وَمَنْ يُّؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۭ قَدْ اَحْسَنَ اللّٰهُ لَهٗ رِزْقًا ۝

(১১) (এবং পাঠিয়েছেন[৩]) একজন রসূল যে তোমাদের কাছে আল্লাহর সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করে, যারা ঈমান আনে এবং নেক আমলসমূহ করে তাদেরকে অন্ধকারপুঞ্জ থেকে বের করে আলোর দিকে আনার জন্য। আর কেউ আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলে এবং নেক আমল করলে তিনি তাকে দাখিল করবেন এমন জান্নাতসমূহে যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত থাকবে। সেখানে তারা হবে স্থায়ী। আল্লাহ অবশ্যই তাকে উত্তম রিযিক দিয়েছেন[৪]।

اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ ۭ يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ۝

(১২) আল্লাহ এমন যে, তিনি সাত আসমান সৃষ্টি করেছেন এবং তার অনুরূপ যমীনও। এসবের মাঝে (আল্লাহর) নির্দেশ নাযেল হয়[৫] যাতে তোমরা জানতে পার যে, আল্লাহ অবশ্যই সবকিছুর উপর পূর্ণ শক্তিশালী এবং আল্লাহ তো অবশ্যই সব বিষয়ের জ্ঞান বেষ্টন করে আছেন।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) আখেরাতে।

(২) এখানে "উপদেশ" বলে কুরআনকে বোঝানো হয়েছে। (জালালাইন)

(৩) এবং "পাঠিয়েছেন" বাক্যটি এখানে উহ্য আছে। (জালালাইন ও বয়ানুল কুরআন)

(৪) অর্থাৎ আল্লাহ তাকে যে জান্নাত দেয়ার ওয়াদা করেছেন তা অত্যন্ত উত্তম রিযক। (জালালাইন)

(৫) অর্থাৎ হযরত জিব্রাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে ওহী নাযেল হয়। (জালালাইন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১০ নং আয়াত:

আয়াত থেকে জানা যায়, কুরআন আল্লাহ পাকের একটি মহান নেয়ামত। এটি আল্লাহ মানুষের জন্য উপদেশ স্বরূপ পাঠিয়েছেন।

● ১১ নং আয়াত:

আয়াত থেকে জানা যায়, কুফর হল অন্ধকার আর ঈমান হল নূর বা আলো। এছাড়া রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরনের উদ্দেশ্যও আলোচ্য আয়াতে সুস্পষ্ট হয়েছে। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ১২ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, আল্লাহ তা'আলা আসমান ও যমীন উভয়ই সাতটি করে সৃষ্টি করেছেন। তবে এই সাত যমীনের স্বরূপ ও অবস্থান সম্পর্কে আলোচনার প্রয়োজন মনে করেননি। অধিকাংশ মুফাসসিরীনে কেরামের মতে এই সাতটি যমিন একটার মাঝে আরেকটার ব্যবধান সাপেক্ষে ভিন্ন ভিন্ন সাতটি যমিন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)–এর বর্ণনামতে অন্য যমিনগুলোতে জিন ও ফিরিশতা বসবাস করে। এই বর্ণনা মোতাবেক অপর ছয়টি জমিন কোথায় কী অবস্থায় রয়েছে, তার বিবরণ পাওয়া যায় না। সেগুলোতে জিন ফিরিশতা ব্যতীত অন্য কোন প্রাণের অস্তিত্ব রয়েছে কি না সে ব্যাপারে নির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না। উভয় সম্ভাবনাই বিদ্যমান।

(৬৬) সূরা তাহরীম, মাদানী
১২ আয়াত, ২ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ ۚ تَبْتَغِيْ مَرْضَاتَ اَزْوَاجِكَ ۭ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ①

(১) হে নবী, আল্লাহ তোমার জন্য যা হালাল করেছেন তা তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য হারাম সাব্যস্ত করছ কেন[১]? আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ ۚ وَاللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ ۚ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ②

(২) নিশ্চয়, আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের কসম থেকে মুক্তি লাভের উপায় নির্ধারণ করে দিয়েছেন[২]। আর আল্লাহ তোমাদের মালিক এবং তিনি মহাজ্ঞানী,অত্যন্ত হেকমতের অধিকারী।

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) শানে নুযূলঃ একদিন হযরত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিদিনের অভ্যাস অনুযায়ী আছরের পর স্ত্রীদের সাথে দেখা করতে গিয়ে হযরত যয়নব (রা.)-এর ঘরে একটু বেশী সময় কাটালেন এবং মধু পান করলেন। এতে হযরত আয়েশা (রা.)-এর ঈর্ষা হল এবং তিনি হযরত হাফসা (রা.)-এর সাথে পরামর্শ করে নিজেরা সিদ্ধান্ত নিলেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মধ্যে যার ঘরেই আসবে, আমরা সকলেই বলব, আপনি মাগাফির (এক ধরনের দুর্গন্ধযুক্ত আঠা জাতীয় দ্রব্য) পান করেছেন।" অবশেষে এমনি করা হল। তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন স্ত্রীর সামনে কসম খেলেন যে, তিনি আর মধু পান করবেন না। এবং একথা জানলে যয়নব (রা.)-এর কষ্ট হবে ভেবে এ কসমের কথা প্রচার করতে নিষেধ করলেন। কিন্তু উক্ত স্ত্রী তা প্রচার করে দিলেন। যা পরবর্তীতে ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানিয়েছেন। এ সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। (মাআরিফুল কুরআন ও বয়ানুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ তোমার উক্ত কসম রক্ষা করা জরুরী নয়। কসম ভেঙ্গে তার কাফফারা আদায় করলেই হবে। (জালালাইন) পরবর্তীতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি গোলাম আযাদ করে এর কাফফারা দেন। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১ নং আয়াত:

আয়াত থেকে জানা যায়, কাউকে সন্তুষ্ট করার জন্য হালাল বা জায়েয বিষয়কে নিজের জন্য অবৈধ বা হারাম সাব্যস্ত করা ঠিক নয়। অবশ্য বিশেষ প্রয়োজন হলে এরূপ করা জায়েয আছে। এছাড়া আলোচ্য আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি আল্লাহ তা'আলার ভালবাসার চূড়ান্ত প্রকাশ। স্ত্রীদের জন্য রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি খাদ্য বর্জন করে কষ্ট করবেন এটা আল্লাহ পাকের পছন্দনীয় ছিল না। (মাআরিফুল কুরআন প্রভৃতি)

● ২ নং আয়াত:

আয়াত থেকে কসম ভাঙ্গার পদ্ধতির প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আর তাহল ১০জন মিসকীনকে খাওয়ানো কিংবা গোলাম আযাদ করা ইত্যাদি যা সূরা মায়েদায় বর্ণিত হয়েছে।

وَاِذْ اَسَرَّ النَّبِيُّ اِلٰى بَعْضِ اَزْوَاجِهٖ حَدِيْثًا ۚ فَلَمَّا نَبَّاَتْ بِهٖ وَاَظْهَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهٗ وَاَعْرَضَ عَنْۢ بَعْضٍ ۚ فَلَمَّا نَبَّاَهَا بِهٖ قَالَتْ مَنْ اَنْۢبَاَكَ هٰذَا ۭ قَالَ نَبَّاَنِيَ الْعَلِيْمُ الْخَبِيْرُ ③

(৩) আর যখন নবী তার স্ত্রীদের একজনকে কিছু কথা গোপনে বলল[১]। অতঃপর যখন সে তা (অন্য স্ত্রীদের কাছে) বলে দিল আর আল্লাহ তাকে (রসূলকে) এ বিষয়ে জানিয়ে দিলেন তখন সে (নবী) এর কিছু অংশ জানিয়ে দিল আর কিছু অংশ এড়িয়ে গেল[২]। আর যখন সে (নবী) ঐ স্ত্রীকে এ বিষয়ে জানাল তখন সে (স্ত্রী) বলল, কে আপনাকে এ বিষয়ে অবহিত করল? সে বলল, আমাকে অবহিত করেছেন যিনি মহাজ্ঞানী, (যিনি) সবকিছুর খবর রাখেন।

إِنْ تَتُوبَآ إِلَى اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ۚ وَإِنْ تَظٰهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلٰهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ۚ وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ ظَهِيرٌ ۝	(৪) (হে নবী'র স্ত্রীদ্বয়[৩]) তোমাদের মন যেহেতু (অন্যায়ের দিকে) ঝুঁকে পড়েছে[৪] সেহেতু যদি তোমরা আল্লাহর কাছে তওবা কর (তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন[৫])। আর যদি তাঁর বিরুদ্ধে একে অপরকে সহযোগিতা কর তাহলে জেনে রাখ৬। নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাহায্যকারী এবং জীব্রাঈল ও নেককার মুমিনগণও। এ ছাড়া ফেরেশতাগণও তাঁর সাহায্যকারী।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাফসা (রা.)-এর কাছে কসম খেয়ে বলেছিলেন যে, তিনি মধু পান করবেন না। এ কসমের কথা অন্যের কাছে বলতেও নিষেধ করেছিলেন। (জালালাইন)

(২) অর্থাৎ, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওহীর মাধ্যমে জানতে পেরে হাফসাকে বলেছিলেন যে, তুমি তো আমার গোপন কসমের কথা প্রকাশ করে ফেলেছ। কিন্তু এর বেশী কিছু বলেননি ভদ্রতার খাতিরে কিংবা এতে হাফসা লজ্জা পেত এ কারণে। (মাআরিফুল কুরআন)

(৩) "হে নবীর স্ত্রীদ্বয়" কথাটি এখানে উহ্য আছে। অর্থাৎ আয়েশা ও হাফসা (রা.) (জালালাইন)

(৪) অন্যায়ের দিকে ঝুঁকে পড়া অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অন্যান্য স্ত্রীদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিজেদের মাঝে কুক্ষিগত করে রাখা। (বয়ানুল কুরআন)

(৫) "তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন।" বাক্যটি এখানে উহ্য আছে। (জালালাইন)

(৬) অর্থাৎ তোমরা তাঁর কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩ নং আয়াত:

১. পারিবারিক শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য কিছু বিষয় কাউকে বলা আর কারও থেকে তা গোপন রাখার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা যেতে পারে।

২. স্ত্রী যাতে লজ্জা না পায় এজন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেশ কিছু কথা এড়িয়ে গেছেন। এটাই ছিল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আদর্শ।

৩. গোপন বিষয় ওহীর মাধ্যমে জানতে পেরেছেন। এটা তার নবুয়তের সত্যতার একটা প্রমাণ।

● ৪ নং আয়াত:

আয়াত থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, আল্লাহ পাকের কাছে হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সম্মান ও মর্যাদা কত বেশী। (আইছারুত্তাফাসীর)

www.maktabatulabrar.com

عَسٰى رَبُّهٗٓ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهٗٓ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمٰتٍ مُؤْمِنٰتٍ قٰنِتٰتٍ تٰٓئِبٰتٍ عٰبِدٰتٍ سٰٓئِحٰتٍ ثَيِّبٰتٍ وَأَبْكَارًا ۝	(৫) যদি সে তোমাদের সকলকে তালাক দেয় তবে অচিরেই তাঁর প্রতিপালক তাকে পরিবর্তে দিবেন তোমাদের চেয়ে উত্তম স্ত্রী; যারা হবে মুসলিমা মুমিনা, অনুগতা, তওবাকারিনী, ইবাদতকারিনী, রোযাদার, এবং অকুমারী ও কুমারী।
يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوٓا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللّٰهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۝	(৬) হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই আগুন থেকে রক্ষা কর যার জ্বালানী হবে মানুষ[১] ও পাথর। যাতে নিয়োজিত আছে কঠোর হৃদয়, শক্তিশালী ফেরেশতাগণ। আল্লাহ তাদেরকে যে আদেশ করেন তারা তা অমান্য করে না এবং তাদেরকে যে আদেশ দেয়া হয় তারা তা-ই পালন করে।
يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ ۖ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝	(৭) হে কাফেরগণ, তোমরা আজ ওজর পেশ কর না[২]। তোমরা যা করতে তার-ই বদলা তোমাদের দেয়া হবে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, কাফের। (জালালাইন)

(২) কাফেরদেরকে কেয়ামতের পর যখন জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে তখন তাদেরকে একথা বলা হবে। (জালালাইন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫নং আয়াত:

আয়াত থেকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সীমাহীন মর্যাদার কথা প্রমাণিত হয়। তিনি কখনোই কোন স্ত্রীর মুখাপেখী নন। বর্তমান স্ত্রীগণ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অমর্যাদা করলে আল্লাহ তাদের চেয়েও উত্তম স্ত্রীর ব্যবস্থা করে দিবেন। এর অর্থ এই নয় যে, সে সময়ে তাদের চেয়ে উত্তম নারী বিদ্যমান ছিল। বরং আল্লাহ উত্তম গুন দিয়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর স্ত্রী হওয়ার যোগ্যতা দান করবেন।

● ৬নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, নিজে আল্লাহ পাকের বিধান মান্য করার পাশাপাশি স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিকে ফরয কাজসমূহ এবং হালাল ও হারামের বিধান শিক্ষা দেয়া ও তা পালন করানোর চেষ্টা করা প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ফরয। (মাআরিফুল কুরআন ও বয়ানুল কুরআন)

● ৭নং আয়াত:

১. পরকালে কাফের ও নাফরমানদের কোন ওজর-আপত্তি গ্রহণ করা হবে না।

২. কাফেরদের যে শাস্তি দেয়া হবে তা তাদেরই কৃতকর্মের ফল।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا ؕ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ يَوْمَ لَا يُخْزِى اللّٰهُ النَّبِيَّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ۚ نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ۚ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝٨ يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ؕ وَمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝٩

(৮) হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর কাছে তওবা কর খাঁটি[১] তওবা। আশা করা যায়[২] তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের গোনাহসমূহকে তোমাদের থেকে দূর করে দিবেন এবং তোমাদেরকে দাখিল করবেন এমন জান্নাতসমূহে যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত থাকবে। সেদিন নবী ও তাঁর মুমিন সাথীদেরকে আল্লাহ অপদস্ত করবেন না। তাদের নূর তাদের সামনে ও তাদের ডান দিকে দৌড়াতে থাকবে। তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের নূরকে আমাদের জন্য শেষ পর্যন্ত স্থায়ী[৩] কর এবং আমাদেরকে ক্ষমা কর। নিশ্চয়, তুমি সব বিষয়ে মহা শক্তিশালী।

(৯) হে নবী, কাফের ও মুনাফেকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর এবং তাদের বিরুদ্ধে কঠোর হও। আর তাদের ঠিকানা হল জাহান্নাম। বস্তুত তা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) نصوص শব্দটি نصحة থেকে এসেছে। অর্থাৎ, খাঁটি। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) عسى শব্দের অর্থ আশা আছে। কিন্তু উদ্দেশ্য হল ওয়াদা। (মাআরিফুল কুরআন)

(৩) অর্থাৎ জান্নাতে পৌঁছা পর্যন্ত আমাদের নূরকে স্থায়ী কর। উল্লেখ্য, মুনাফেকদের নূর নিভে যাবে। (জালালাইন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৮ নং আয়াত:

১. প্রত্যেক মুমিনের উচিত খাটি তওবা করা। খাঁটি তওবা হল অতীতের গোনাহের জন্য অনুতপ্ত হওয়া, বর্তমানে সেই গোনাহ থেকে বিরত থাকা এবং ভবিষ্যতের জন্য প্রতিজ্ঞা করা যে, আমি কখনোই আর এ গোনাহে লিপ্ত হবো না। (মাআরিফুল কুরআন)

২. তওবার ফায়দা বর্ণিত হয়েছে।

৩. কেয়ামতের দিন নবী ও মুমিনদেরকে আল্লাহ অপদস্থ করবেন না।

www.maktabatulabrar.com

● ৯ নং আয়াত:

আয়াতে কাফের ও মুনাফেকদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনে জিহাদ করার এবং এদের বিরুদ্ধে কঠোর ভূমিকা গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সাধারণভাবে মুফাসসিরগণ বলেছেন, কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদ হল সশস্ত্র যুদ্ধ আর মুনাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদ হচ্ছে দলীল-প্রমাণ দ্বারা এবং মুখের কথা দ্বারা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা।

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوا امْرَاَتَ نُوْحٍ وَّامْرَاَتَ لُوْطٍ ؕ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتٰهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا وَّقِيْلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدّٰخِلِيْنَ ۝١٠ وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا امْرَاَتَ فِرْعَوْنَ ۘ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ وَنَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهٖ وَنَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۝١١

(১০) আল্লাহ কাফেরদের জন্য[১] নূহ-এর স্ত্রী এবং লূত-এর স্ত্রীর দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। তারা (উভয়ে) আমার উচ্চ পর্যায়ের নেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত দুজন বান্দার অধীন (বিবাহবন্ধনে) ছিল। কিন্তু এরা তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল[৩]। ফলে তারা (নূহ ও লূত) আল্লাহর মোকাবেলায় এদের কোনই উপকার করতে পারল না[৪] এবং এদেরকে বলা হল, অন্যান্য প্রবেশকারীদের সাথে তোমরাও জাহান্নামে প্রবেশ কর।

(১১) আর মুমিনদের জন্য[৫] আল্লাহ ফিরাআউনের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত পেশ করছেন[৬]। সে বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমার জন্য জান্নাতে তোমার সান্নিধ্যে একটি ঘর বানিয়ে দিও এবং আমাকে ফেরআউন ও তার কর্ম থেকে উদ্ধার কর আর আমাকে উদ্ধার কর এই জালেম সম্প্রদায় থেকে[৭]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ কাফেরদের উপদেশের জন্য। (বয়ানুল কুরআন)

(২) হযরত নূহ (আ.)-এর স্ত্রীর নাম ছিল ওয়ালেহা এবং লূত (আ.)-এর স্ত্রীর নাম ছিল ওয়াইলা। (মাআরিফুল কুরআন)

(৩) বিশ্বাসঘাত করেছিল অর্থাৎ এরা নবীর প্রতি ঈমান আনেনি এবং গোপনে কাফের ও মুশরিকদের সহযোগিতা করেছে। (মাআরিফুল কুরআন)

(৪) অর্থাৎ যখন এদের উপর আযাব এল তখন এদের স্বামীগণ নবী হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর আযাব থেকে এদেরকে রক্ষা করতে পারেননি।

(৫) মুমিনদের সান্তনার জন্য। (বয়ানুল কুরআন)

(৬) ফিরআউনের স্ত্রীর নাম ছিল আসিয়া। তিনি মুমিনা ছিলেন। (মাআরিফুল কুরআন)

(৭) ফিরআউনের অত্যাচারের মুখে তিনি এই দোয়া করেছিলেন। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১০ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, আখেরাতে এবং দুনিয়ায় একজনের ঈমান অন্যজনের উপকারে আসবে না। এ জন্য নূহ ও লূত (আ.) নবী হওয়া সত্ত্বেও তাদের স্ত্রীদেরকে আযাব থেকে রক্ষা করতে পারেননি। কেননা, তারা কাফের ছিল। (মাআরিফুল কুরআন ও আইছারুত্তাফাসীর)

● ১১ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, কাফেরের ঘর-সংসার করেও আল্লাহকে লাভ করা সম্ভব। যেভাবে হযরত আসিয়া লাভ করেছিলেন। অবশ্য আমাদের মধ্যে কাফেরের সাথে ঈমানদারের বৈবাহিক সম্পর্ক বৈধ নয়।

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرٰنَ الَّتِيْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهٖ وَكَانَتْ مِنَ الْقٰنِتِيْنَ ﴿١٢﴾	(১২) আরো (দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন) ইমরানের কন্যা মারইয়ামের, যে তার সতীত্ব রক্ষা করেছিল। অতঃপর আমি তার মাঝে আমার (পক্ষ থেকে) জীবন ফুঁকে দিলাম[১]। আর সে নিজ প্রতিপালকের বাণীসমূহ ও কিতাবসমূহকে সত্য বলে স্বীকার করেছিল আর সে ছিল অনুগতদের একজন।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) আল্লাহ তা'আলা জীব্রাঈলকে পাঠান মারইয়ামের কাছে। জীব্রাঈল একটি ফুঁক দেন মারইয়ামের দেহে। এতেই হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্ম হয়। (জালালাইন)

(২) "বাণীসমূহ" বলে পয়গম্বরদের কাছে প্রেরিত সহীফা এবং কিতাবসমূহ বলে তাওরাত, ইঞ্জিল, যবুর তথা আসমানী কিতাবাদি বোঝানো হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১২ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, মানুষ তার ঈমান এবং নেক আমলের দ্বারাই আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভ করে। হযরত মারইয়াম (আ.) কোন নবীর স্ত্রী বা কন্যা না হওয়া সত্ত্বেও তিনি আল্লাহ পাকের পরম নৈকট্য অর্জন করেছিলেন। (মাআরিফুল কুরআন)

২৮ নং পারা সমাপ্ত

www.maktabatulabrar.com

পারা-২৯

(৬৭) সূরা মুলক, মক্কী
৩০ আয়াত, ২ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

تَبٰرَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ ۡ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ ۙ﴿١﴾	(১) বরকতময় সত্তা তিনি, সর্বময় কর্তৃত্ব[১] যার করায়ত্ব এবং তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান[২]।
الَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ۭ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ۙ﴿٢﴾	(২) যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু[৩] ও জীবন, তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য কে তোমাদের মধ্যে আমলে অধিক উত্তম[৪] আর তিনি প্রবল পরাকান্ত বড়ই ক্ষমাশীল!

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

সূরা মুলকের ফযীলতঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি এ সূরা পাঠ করে তাকে এ সূরা কবরের আযাব থেকে রক্ষা করবে। হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত এক হাদীছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহর কিতাবে একটি সূরা আছে যার আয়াত মাত্র ত্রিশটি, কিন্তু কিয়ামতের দিন এ সূরা এক এক ব্যক্তির পক্ষে সুপারিশ করবে এবং তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে দাখিল করবে; সেটা হল সূরা মুলক। (মাআরিফুল কুরআন)

(১) অর্থাৎ আসমান-যমীন এবং ইহকাল ও পরকালের সার্বিক কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহ তাআলার হাতে।

(২) আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলার চারটি গুণ বিধৃত হয়েছে: (এক) তিনি বিদ্যমান আছেন। (দুই) তিনি সর্বোচ্চ-সুমহান, সকল পূর্ণ গুণের অধিকারী। (তিন) তাঁর রাজত্ব ও কর্তৃত্ব আসমান ও যমীনের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। (চার) তিনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। পরবর্তী আয়াতসমূহে এ গুণসমূহের সপক্ষে যুক্তি প্রমাণ বিধৃত হয়েছে। আল্লাহ তাআলার সৃষ্টিজগতের মধ্যে চিন্তা-ভাবনা করলে তা ফুটে ওঠে। সুতরাং অলোচ্য সমগ্র সূরায় সমগ্র সৃষ্টিজগত ও সৃষ্টবস্তুর বিভিন্ন প্রকারের বিবরণ দ্বারা আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব, তাওহীদ, তাঁর জ্ঞান-গরিমা এবং শক্তিমত্তার কথা প্রমাণ করা হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন)

(৩) অর্থাৎ জীবন-মৃত্যুর এ ধারা পরিক্রমা তোমাদের আমলের জন্য পরিক্ষা স্বরূপ যে, কে মন্দ কাজ করে আর কে উত্তম থেকে উত্তম আমল করে। এই পরীক্ষা জীবন থেকে মৃত্যুর মধ্যে অধিক। কেননা যে ব্যক্তির মনে মৃত্যুর সার্বক্ষণিক চেতনা বিদ্যমান থাকবে সে যাবতীয় পাপকর্ম থেকে বিরত থাকা এবং নিয়মিত সৎকর্ম সম্পাদনে অধিক সচেষ্ট থাকবে। জীবনের মাঝেও এ পরীক্ষা বিদ্যমান আছে। কারণ জীবনের প্রতি পদক্ষেপে মানুষ এ অভিজ্ঞতা লাভ করতে থাকে যে, সে অক্ষম ও হীন, আর আল্লাহ তাআলা সর্বশক্তিমান, সুমহান! এ অভিজ্ঞতাও মানুষকে সৎকর্মে উদ্বুদ্ধ করে। তবে মৃত্যুচিন্তা আত্মসংশোধন ও নেক আমল সম্পাদনের চেতনা জাগরণে অধিকতর কার্যকর। (তরজমায়ে শাইখুল হিন্দ ও মাআরিফুল কুরআন)

(৪) যে আমল যতবেশি সুন্নাত অনুযায়ী হবে সেটা তত বেশি উত্তম। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১–২ নং আয়াতদ্বয় ঃ

১. আল্লাহ তাআলা সকল পূর্ণ গুণের অধিকারী, সুমহান।

২. আসমান-যমীনের নিরংকুশ মালিকানা এবং সার্বভৌম ক্ষমতা ও রাজত্ব একমাত্র আল্লাহর।

৩. আল্লাহর কাছে আমলের পরিমাণ অধিক নয় বরং আমলটি নির্ভুল ও সুন্নাত অনুযায়ী হওয়াই বিশেষভাবে বিবেচ্য।

৪. আল্লাহর দু'টো গুণ বর্ণিত হয়েছে। যথা: তিনি প্রবল পরাক্রান্ত, তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল!

(৩) যিনি সপ্তাকাশ[১] সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে, তুমি অতিশয় দয়াময় আল্লাহর সৃষ্টিতে কোন অসংগতি দেখতে পাবে না। অতএব, তুমি আবার দৃষ্টি ফিরাও কোথাও কোন ফাটল (ত্রুটি[২]) দেখতে পাও কি?	الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ؕ مَا تَرٰى فِىْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ؕ فَارْجِعِ الْبَصَرَ ۙ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ۝٣
(৪) অতঃপর তুমি বারবার[৩] দৃষ্টি ফিরাও[৪] (অবশেষে) তোমার দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে।	ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ ۝٤

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তাআলা আসমানকে উপর-নিচে সপ্ত আসমানে সুবিন্যস্ত করেছেন এবং এক আসমান থেকে অপরটির দূরত্ব পাঁচশত বছরের দূরত্ব পরিমাণ ব্যবধানে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার সৃষ্টির সবকিছু প্রকৃতির এক অমোঘ বিধানে শৃংখলিত, প্রত্যেক সৃষ্টি যেমন হওয়া চাই তেমনই হয়েছে। এতে ভুল-ত্রুটির লেশমাত্র নেই। আর এ আয়াতসমূহ যদি কেবল আসমান সম্পর্কিত বলা হয় তবে ভাবার্থ এই যে, তোমরা আসমানের দিকে তাকিয়ে দেখ

www.maktabatulabrar.com

কোথাও উঁচু-নিচু সামান্য ফাটল বা এতটুকু খুঁত পাবে না; বরং স্বচ্ছ সমতল এক নিখুঁত বস্তু দেখতে পাবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) হয়ত বা দু'একবার দেখতে ভুল হতে পারে তাই পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করে বারবার দেখতে থাক কোন ত্রুটি দেখতে পাও কি? গভীরভাবে পুনঃপুনঃ তাকাও কোথাও অসামঞ্জস্যতা লক্ষ্য কর কি? স্মরণ রাখ তোমার দৃষ্টি অপমানিত ও ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসবে; কিন্তু খোদার সৃষ্টির মাঝে কোন ভুল-ত্রুটি বের করতে পারবে না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) এই উভয় আয়াত থেকে বাহ্যত বুঝা যায় যে, দুনিয়ার মানুষ আসমানকে দেখতে পারে। তবে উপরে যে নীলাভ শূন্যমণ্ডল পরিদৃষ্ট হয় সেটাই আসমান তা হওয়া জরুরী নয়। কারণ আয়াত এ ব্যাপারে দ্যর্থহীন নয়; বরং এটা সম্ভব যে, আসমান আরো অনেক অনেক উপরে অবস্থিত। আর উপরে যে নীলাভ রঙ দেখা যায় তা বায়ু ও শূন্যমণ্ডলের রঙ, যেমন বিজ্ঞানীগণ বলে থাকেন। তবে এ থেকে এটাও জরুরী হয় না যে আসমান মানুষের দৃষ্টিগোচর হবে না। বরং এটা সম্ভবপর যে, এ নীলাভ শূন্যমণ্ডল কাঁচের মত স্বচ্ছ হওয়ার কারণে বহু উপরে অবস্থিত আসমান দেখার পথে অন্তরায় নয়। তবে হাঁ যদি এটা প্রমাণিত হয় যে, পৃথিবীতে থাকা অবস্থায় আসমান চোখে দেখা যেতে পারে না, তবে এ আয়াতে দেখার অর্থ হবে চিন্তা-ভাবনা করা। তাহলে উপরোক্ত বিশ্লেষণের প্রয়োজন হবে না। (বয়ানুল কুরআন, ফাওয়ায়েদে উছমানী ও মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩–৪ নং আয়াতদ্বয় ঃ

১. আসমান সাতটি।

২. সাতটি আসমান উপর-নিচ–এভাবে সুবিন্যস্ত।

৩. আল্লাহর সৃষ্টি নিখুঁত, নির্মল। এতে কোন ত্রুটি নেই, কোন অসংগতি নেই।

৪. প্রত্যেক সৃষ্টিই আল্লাহর অপার কুদরত ও অসীম জ্ঞান-গরিমার পরিচায়ক।

৫. আল্লাহর কুদরত ও জ্ঞান-গরিমা অনুধাবনের জন্য সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে উৎসাহিত করা হয়েছে।

(৫) আর আমি নিকটবর্তী আসমানকে[১] সুশোভিত করেছি প্রদীপমালা (তারকারাজি) দ্বারা এবং আমি সে (তারকা)গুলোকে শয়তানদের[২] প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ[৩] করেছি এবং আমি তাদের (শয়তানের) জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি।	وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَجَعَلْنٰهَا رُجُوْمًا لِّلشَّيٰطِيْنِ وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيْرِ ۝٥
(৬) আর যারা স্বীয় রব এর সাথে কুফরী করে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি[৪]। আর সেটা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থল!	وَلِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝٦

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) আসমানকে নক্ষত্ররাজি দ্বারা সুশোভিত করার জন্য এটা আবশ্যক নয় যে, নক্ষত্ররাজি আসমানের গায়ে বা তার উপরে সংযুক্ত থাকবে বরং নক্ষত্ররাজি আসমানের বহু নিম্নে মহাশূন্যে থাকা অবস্থায়ও এ আলোকসজ্জা হতে পারে। আধুনিক বিজ্ঞান তা-ই বলছে। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) হাদীছে বর্ণিত আছে– ছোটখাট ব্যাপারগুলো ফিরিশতারা আসমানে আলোচনা করে থাকেন, কখনও মেঘের উপরও আলোচনা করে থাকেন। এর নিকটে কোথাও গোপন থেকে শয়তান সে আলোচনা শোনার চেষ্টা করত। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আবির্ভাবের পূর্বেও শয়তানের আসমানে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু শূন্য পর্যন্ত পৌঁছে তারা কিছু সংবাদ শুনে নিত। আখেরী নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের পর ওহীর হেফাজতের উদ্দেশ্যে আরো অতিরিক্ত ব্যবস্থা গৃহীত হয় এবং জ্বলন্ত অগ্নিশিখা নিক্ষেপের মাধ্যমে শয়তানদেরকে এ চুরি থেকে নিবৃত রাখা হয়। (বয়ানুল কুরআন ও মাআরিফুল কুরআন)

(৩) তারকারাজিকে শয়তান বিতাড়িত করার উপকরণ করে দেয়ার অর্থ এরূপ যে, তারকারাজি থেকে কোন আগ্নেয় উপাদান শয়তানের দিকে নিক্ষেপ করা হয় এবং তারকারাজি স্বস্থানেই থেকে যায়। সাধারণ দর্শকের দৃষ্টিতে এ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ তারকার ন্যায় গতিশীল দেখা যায়। চাই একে তারকা খসে যাওয়া বলে দেয়া হয়। সূরা হিজ্‌রে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

(৪) শয়তানের সাথে কাফেরদের বাসস্থান হবে দোযখ। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৭) যখন তারা তাতে নিক্ষিপ্ত হবে তখন তারা শুনতে পাবে এর বিকট ধ্বনি এবং তা উদ্বেলিত হতে থাকবে।	إِذَآ أُلْقُوْا فِيْهَا سَمِعُوْا لَهَا شَهِيْقًا وَّهِيَ تَفُوْرُ ۙ ⑦
(৮) রোষে সেটা (জাহান্নাম) ফেটে পড়ার উপক্রম হবে, যখনই তাতে নিক্ষিপ্ত হবে (কাফেরদের) কোন দল, তখন তার প্রহরীরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে তোমাদের নিকট কি কোন সতর্ককারী আসেনি?	تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ۭ كُلَّمَآ أُلْقِيَ فِيْهَا فَوْجٌ سَاَلَهُمْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَذِيْرٌ ⑧
(৯) তারা বলবে, হ্যাঁ; নিশ্চয় আমাদের নিকট সতর্ককারী এসেছিল। অতঃপর আমরা (তাঁকে) মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছিলাম এবং বলেছিলাম, আল্লাহ কিছুই অবতীর্ণ করেননি, তোমরা তো মহা ভ্রান্তিতে পড়ে রয়েছ।	قَالُوْا بَلٰى قَدْ جَآءَنَا نَذِيْرٌ ۙ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ ۚ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ كَبِيْرٍ ⑨
(১০) এবং তারা (ফিরিশতাদের সমক্ষে আরো) বলবে, যদি আমরা (নবীদের উপদেশ) শুনতাম অথবা বুঝতাম তবে দোযখীদের মধ্যে শামিল হতাম না।	وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْٓ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ⑩

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) হয়ত বাস্তবিকই আল্লাহ তাআলা দোযখের মধ্যে অনুভূতি এবং ক্রোধ সৃষ্টি করে দিবেন। ফলে আল্লাহর ক্রোধে নিপতিত লোকদের উপর সেও চরম গোস্বায় ফেটে পড়বে। অথবা দোযখের ভয়ংকর উত্তেজিত অবস্থকে গোস্বায় উদ্বেলিত ব্যক্তির সাথে তুলনা করা হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

(২) এ প্রশ্ন জানার জন্য নয় বরং তাদেরকে ধমক দেয়া এবং অধিক লাঞ্ছিত করার উদ্দেশ্য।

(৩) অর্থাৎ, জাহান্নামীরা অতিশয় পরিতাপের সাথে বলবে, হাঁ,সতর্ককারী নবী আগমন করেছিলেন, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা তাদেরকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছি এবং বলেছি, আল্লাহ কোন ওহী প্রেরণ করেননি, কোন নবী পাঠাননি। বরং নবীগণ মহা ভ্রান্তিতে লিপ্ত রয়েছেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) অর্থাৎ কাফেররা অনুতপ্ত হয়ে বলবে, আজ তো সে সতর্ককারীরাই সত্যবাদী প্রমাণিত হলেন। হায় আমরা যদি তাঁদের কথা শুনতাম, মনেপ্রাণে তাদের কথা গ্রহণ করতাম, এবং বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে বিষয়টি অনুধাবন করতাম, তাহলে আজ দোযখবাসী হতাম না। কিন্তু তখন এ অনুতাপ কোনো কাজে আসবে না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

- ৭–৮ নং আয়াতদ্বয় ঃ

১. জাহান্নামের গর্জন থাকবে।

২. জাহান্নাম উদ্বেলিত হতে থাকবে।

৩. জাহান্নাম এত ভয়ংকর হবে যেন রোষে ফেটে পড়ছে।

- ৯–১০ নং আয়াতদ্বয় ঃ

১. নবী-রসূলদের অস্বীকার করা কুফর, চিরস্থায়ী জাহান্নামী হওয়ার কারণ।

(তেমনি নবীদের ওয়ারিছ হক্কানী উলামায়ে কেরামকে অমান্য করাও দ্বীন ও ঈমানের ক্ষেত্রে ভয়াবহ ব্যাপার এবং গোমরাহীর কারণ। –আইছারুত্তাফাসীর)

২. আখেরাতের অনুতাপ অনুশোচনা কোনো কাজে আসবে না। কারণ আখেরাত কর্মফল ভোগ করার জায়গা, কর্মের জায়গা নয়।

(১১) যাহোক তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করে নিল। অতএব জ্বলন্ত আগুনের অধিবাসীদের প্রতি লা'নত।	فَاعْتَرَفُوْا بِذَنْۢبِهِمْ ۚ فَسُحْقًا لِّاَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ⑪
(১২) নিশ্চয় যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে না-দেখেই[১], তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহা প্রতিদান।	اِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ ⑫
(১৩) আর তোমরা তোমাদের কথা চুপিচুপিই[২] বল বা তা উচ্চস্বরেই বল, (সবই তার জানা) তিনি তো অন্তরসমূহের (গোপন) বিষয়গুলোও পূর্ণরূপে অবগত আছেন।	وَاَسِرُّوْا قَوْلَكُمْ اَوِ اجْهَرُوْا بِهٖ ۭ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ⑬

(১৪) যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি জানবেন না[৩]? অথচ তিনি অতিশয় সুক্ষ্মদর্শী, সর্ববিষয়ে পূর্ণ অবগত।	اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ؕ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ﴿١٤﴾
(১৫) তিনি এমন (নেয়ামতদাতা) যিনি তোমাদের জন্য ভূমিকে বশীভূত[৪] করে দিয়েছেন, অতএব তোমরা বিচরণ কর এর স্কন্ধে (পথসমূহে) এবং তাঁর প্রদত্ত রিযিক থেকে আহার কর এবং (স্মরণ রাখবে) তাঁরই নিকট পুনরুত্থান[৫] হবে।	هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِىْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖ ؕ وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ ﴿١٥﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ যারা আল্লাহ তাআলাকে না-দেখা সত্ত্বেও তাঁর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখে। তাঁর মহান গুণাবলী চিন্তা করে শ্রদ্ধাপ্লুত হয় এবং তাঁর আযাবের কথা স্মরণ করে ভীত-প্রকম্পিত হয়। তাদের জন্য ক্ষমা ও মহা পুরস্কার রয়েছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ যদিও তোমরা আল্লাহকে দেখ না কিন্তু তিনি তোমাদেরকে দেখেন এবং তোমাদের গোপন-প্রকাশ্য সবকিছু জানেন। বরং তোমাদের অন্তরে যে কল্পনা আসে তাও তিনি সম্যক অবগত। তিনি অন্তর্যামী।

(৩) তোমাদের কথা ও কর্ম সবকিছুর স্রষ্টা আল্লাহ তাআলা, সবকিছু তাঁরই ইখতিয়ারাধীন, সুতরাং স্রষ্টা যে জিনিষ সৃষ্টি করবেন সে বিষয়ে তাঁর সম্যক জ্ঞান থাকা আবশ্যক। অন্যথায় সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। কাজেই এটা কী করে হয় যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিই জানবেন না?

(৪) অর্থাৎ, বশীভূত তথা ব্যবহারযোগ্য বানিয়ে দিয়েছেন, ফলে যেমন ইচ্ছা তাকে ব্যবহার করতে পার। পানির ন্যায় তরলও করেননি এবং কাদার ন্যায় চাপ সহযোগে নিচেও নেমে যায় না। ভূ-পৃষ্ঠ এমন হলে তার উপর মানুষের বসবাস সম্ভবপর হত না। এমনিভাবে ভূ-পৃষ্ঠকে লোহা ও পাথরের ন্যায় শক্তও করা হয়নি। এরূপ হলে তাতে বৃক্ষ ও শস্য বপন করা যেত না, কূপ ও খাল খনন করা যেত না এবং সুউচ্চ অট্টালিকার ভিত্তি স্থাপন করা যেত না। এর সাথে সাথে আল্লাহ তাআলা ভূ-পৃষ্ঠকে স্থিরতা দান করেছেন যাতে এর উপর দালান-কোঠা স্থির থাকে এবং চলাচলকারীরা হোঁচট না খায়। (মাআরিফুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৫) এ বাক্যে বলা হয়েছে পৃথিবীতে থেকে পানাহার ও বসবাসের যাবতীয় উপকার লাভ কারার অনুমতি আছে, কিন্তু মৃত্যু ও পরকাল সম্পর্কে বে-ফিকর হয়ে যেয়ো না, পরিণামে তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে, তাঁর কাছে সবকিছুর পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব দিতে হবে– এ বিশ্বাস কখনও বিস্মৃত হয়ো না এবং পৃথিবীতে থাকা অবস্থায় পরকালের প্রস্তুতিতে লেগে থাকো। (মাআরিফুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

www.maktabatulabrar.com

আহকাম ও শিক্ষা

- ১১ নং আয়াত :

১. পরকালে অপরাধ স্বীকার করে অনুতপ্ততা প্রকাশ করলেও তাতে কোন ফায়দা হবে না।

২. জাহান্নামীদের প্রতি লা'নত থাকবে অর্থাৎ, তারা আল্লাহর করুণা থেকে বঞ্চিত থাকবে।

- ১২ নং আয়াত :

যারা না দেখে আল্লাহকে ভয় করে এবং সে মোতাবেক আল্লাহর আদেশ নিষেধ মেনে চলে, তাদের জন্য থাকবে ক্ষমা ও মহা প্রতিদান।

- ১৩–১৪ নং আয়াতদ্বয় :

১. আল্লাহ গোপন প্রকাশ্য সর্ব বিষয় সম্বন্ধে অবগত।

২. তিনি সৃষ্টিকর্তা।

৩. তিনি অতিশয় সুক্ষ্মদর্শী, সর্ববিষয়ে পূর্ণ অবগত।

- ১৫ নং আয়াত :

১. আল্লাহ তাআলা ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণ করার নির্দেশ দেয়ার পর বলেছেন, আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক আহার কর, এতে বুঝা যায় যে, ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করা জায়েয এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক হাসিল করার অন্যতম উপায়। (আহকামুল কুরআন ও মাআরিফুল কুরআন)

২. সকলকেই আল্লাহর কাছে পুনর্জীবিত হয়ে ফিরে যেতে হবে।

(১৬) যিনি আসমানে আছেন[১] তিনি তোমাদেরকে যমীনের মধ্যে (কারূনের ন্যায়) ধ্বসিয়ে দিবেন অতঃপর তখনই সে ভূখণ্ড থরথর করে কাঁপতে থাকবে– তোমরা কি তার থেকে নির্ভয়[২] রয়েছ?	ءَاَمِنْتُمْ مَّنْ فِى السَّمَآءِ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمُ الْاَرْضَ فَاِذَا هِىَ تَمُوْرُ ﴿١٦﴾
(১৭) না কি যিনি আসমানে আছেন তিনি তোমাদের প্রতি (আদ সম্প্রদায়ের ন্যায়) এক প্রস্তরবর্ষী বায়ু প্রেরণ করবেন[৩] অতএব অচিরেই তোমরা জানতে পারবে যে, আমার ভীতি প্রদর্শন কেমন ছিল[৪]– তোমরা তার থেকে নির্ভিক হয়ে পড়েছ?	اَمْ اَمِنْتُمْ مَّنْ فِى السَّمَآءِ اَنْ يُّرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ؕ فَسَتَعْلَمُوْنَ كَيْفَ نَذِيْرِ ﴿١٧﴾
(১৮) আর এদের পূর্ববর্তীগণ (সত্যধর্মকে) মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল, অতএব (তাদের প্রতি) আমার শাস্তি কেমন হয়েছিল?	وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ﴿١٨﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, আসমানেও যার রাজত্ব চলে, যিনি আসমানেরও অধিপতি। (বয়ানুল কুরআন)

(২) পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ তাআলার নেআমতের কথা উল্লেখ করে ঈমানের প্রতি আহবান করা হয়েছে। এখানে আল্লাহ তাআলার শানে কহর তথা পরাক্রমশালিতার উল্লেখ করে সতর্ক করা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, এ পৃথিবী তোমাদের আয়ত্বাধীন করে দেয়া হয়েছে সত্য, কিন্তু একথা স্মরণ রাখা উচিৎ যে, এ যমীনে আসমানের অধিপতি সে আল্লাহরই রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত, তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে ভূগর্ভে বিলীন করে দিতে পারেন, তখন যমীন থর থর করে কাঁপতে থাকবে আর তোমরা ভূগভীরে ধসতে থাকবে। কাজেই আল্লাহর আযাব থেকে নিশ্চিন্ত থাকা উচিৎ নয় এবং আযাব আসতে বিলম্ব দেখে ধোঁকা খাওয়া ঠিক নয়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) অর্থাৎ, খোদার এ যমীন তোমাদের জন্য, এর থেকে তোমরা উপকৃত হও, কিন্তু মহান স্রষ্টা আল্লাহকে ভুলো না। অন্যথায় স্মরণ রাখবে আল্লাহ সর্বশক্তিমান। তিনি ইচ্ছা করলে প্রচণ্ড ঝড়-ঝঞ্ঝা প্রেরণ করবেন। আর তোমরা সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবে। (প্রাগুক্ত)

(৪) যদি কোন কারণে দুনিয়াতে আযাব না আসে, তবে মৃত্যু তো অবধারিত, তখন নিশ্চিত জানতে পারবে আমার সতর্কবাণী কতইনা বাস্তব ছিল। (বয়ানুল কুরআন)

(৫) এ আয়াতে পৃথিবীতে আযাবপ্রাপ্ত জাতিসমূহের ঘটনাবলীর দিকে ইংগিত করা হয়েছে। উদ্দেশ্য তাদের পরিণতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৬–১৮ নং আয়াতসমূহ :

১. আল্লাহর আযাব থেকে নির্ভীক হওয়া উচিৎ নয়।

২. আল্লাহর আযাব থেকে নির্ভীক হয়ে ঈমান আমল থেকে গাফেল থাকার কারণে পূর্ববর্তীদের উপর আযাব এসেছিল।

৩. পূর্ববর্তীদের পরিণতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিৎ।

(১৯) তারা কি লক্ষ করেনি তাদের উর্ধ্বদেশে পক্ষীকুলের প্রতি[১] যারা পাখা বিস্তার করে (উড়তে) থাকে এবং (কখনও সে অবস্থায়) পাখা গুটিয়ে নেয়। অত্যন্ত দয়াময় আল্লাহই তাদেরকে (শূন্যমণ্ডলে) ধরে রাখেন[২], নিঃসন্দেহে তিনি প্রত্যেক বস্তুকে দেখছেন।	اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صٰٓفّٰتٍ وَّيَقْبِضْنَ ۛ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا الرَّحْمٰنُ ۭ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍۢ بَصِيْرٌ ۝١٩
(২০) আচ্ছা (বলত) অতিশয় দয়াময় (আল্লাহ) ব্যতীত কে সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের সৈন্য হয়ে তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারে? (নিজেদের মিথ্যা মাবূদ সম্বন্ধে এরূপ ধারণাকারী) কাফেররা তো নিছক ধোঁকার মধ্যে রয়েছে[৩]।	اَمَّنْ هٰذَا الَّذِيْ هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ ۭ اِنِ الْكٰفِرُوْنَ اِلَّا فِيْ غُرُوْرٍ ۝٢٠

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ পক্ষীকুলের ব্যাপারে চিন্তা কর। এরা ভারিদেহ বিশিষ্ট। সাধারণত ভারী বস্তু উর্ধ্বে ছোঁড়া হলে তা মাটিতে পড়ে যায়। বায়ু তা আঁটকে রাখতে পারে না। অথচ কতক পক্ষীকুল ভারি হওয়া এবং কেন্দ্রের প্রতি আকর্ষণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও যমীনে পতিত হয় না, এটা আল্লাহ তাআলার অপার শক্তির প্রমাণ। তিনি পাক্ষীসমূহকে বায়ুমণ্ডলে স্থির থাকার মত করে সৃষ্টি করেছেন। বাতাসে ভর দেয়া, এবং তাতে বিচরণ করার জন্য আল্লাহ তাআলা তাদেরকে পক্ষবিস্তার ও সংকোচনের মাধ্যমে বায়ু নিয়ন্ত্রণ করার নৈপুণ্য শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি সবকিছু সম্পর্কে সবিশেষ অবগত এবং সর্ববিষয়ে সম্যকদ্রষ্টা। (মাআরিফুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) এখানে পখির উপমা বর্ণনা করে সম্ভবত এ দিকে ইংগিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা কাফেরদের প্রতি আযাব প্রেরণে সক্ষম, কিন্তু যেভাবে তিনি তাঁর অপার রহমতে পাখিকে বয়ুমণ্ডলে স্থির রাখেন তেমনি শাস্তি সেই রহমত গুণে বিলম্বিত হচ্ছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) অর্থাৎ কাফেররা মারাত্মক ধোঁকার মাঝে নিপতিত। তারা যদি মনে করে তাদের বাতিল মাবূদ এবং দেবদেবী তাদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করবে, তবে তাদের ভালভাবে জেনে নেয়া উচিৎ যে, দয়াময় আল্লাহ ব্যতীত কেউ তাদেরকে বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারবে না। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৯–২০ নং আয়াতদ্বয় :

১. শূন্যমণ্ডলে পক্ষীকুলের পাখা বিস্তার করে উড়তে থাকা এবং পাখা গুটিয়ে স্থির থাকা আল্লাহ তাআলার তাওহীদ ও অপার কুদরতের বিরাট নিদর্শন। (আইছারুত্তাফাসীর ও বয়ানুল কুরআন)

২. আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সম্যক দ্রষ্টা।

৩. আল্লাহ ব্যতীত সাহায্য করার ও বিপদ থেকে রক্ষা করার কেউ নেই।

৪. কাফেররা সর্বদা ধোঁকা ও আত্মপ্রতারণার জীবন-যাপন করে। এ কারণে তারা হকের দাওয়াত গ্রহণ করতে পারে না। (আইছারুত্তাফাসীর)

(২১) কিংবা কে সেই ব্যক্তি, যে তোমাদেরকে রিযিক দিবে[১] যদি তিনি তাঁর (প্রদত্ত) রিযক বন্ধ করে দেন? বরং তারা ঔদ্ধত্যচারিতা ও সত্য বিমুখতায় অবিচল রয়েছে।	اَمَّنْ هٰذَا الَّذِيْ يَرْزُقُكُمْ اِنْ اَمْسَكَ رِزْقَهٗ ۚ بَلْ لَّجُّوْا فِيْ عُتُوٍّ وَّنُفُوْرٍ ۝٢١
(২২) তবে কি যে ব্যক্তি (উঁচু নিচু পথে হোঁচট খেয়ে) চেহারার উপর ঝুঁকে চলে সে গন্তব্যস্থলে অধিক পৌছতে পারে[২] না কি সে ব্যক্তি যে সমতল পথে সোজা হয়ে চলে?	اَفَمَنْ يَّمْشِيْ مُكِبًّا عَلٰي وَجْهِهٖٓ اَهْدٰٓى اَمَّنْ يَّمْشِيْ سَوِيًّا عَلٰي صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝٢٢

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) আল্লাহ তাআলা আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ এবং ভূমি থেকে শস্য ও উদ্ভিদ উৎপন্ন করার মাধ্যমে যে রিযক দিচ্ছেন তা যদি তিনি বন্ধ করে দেন, তবে এমন কোন শক্তি নেই যে তোমাদের উপর পুনরায় রিযকের দরজা খুলে দিবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) মুমিন এবং কাফেরদেরও ঠিক এই অবস্থা। মুমিন ব্যক্তির চলার পথ সরল ধর্ম ইসলাম, সে চলেও সোজা হয়ে বাড়াবাড়ি ও শিথিলতা থেকে আত্মরক্ষা করে। পক্ষান্তরে কাফেরের চলার পথ বক্র ও ভ্রান্তিমূলক, আবার চলার পথে ভয়-ভীতি ও ধ্বংসাত্মক অবস্থায় পড়তে পড়তে চলে। কাজেই তারা গন্তব্যস্থলে পৌছবে কীকরে? কোন কোন তাফসীরকারকের মতে এ আয়াতে কিয়ামতের মাঠে কাফের ও মুমিনের অবস্থার বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে, সেখানে কাফেররা উপুড় হয়ে মস্তকের উপর ভর দিয়ে চলবে। বুখারী মুসলিমের বর্ণনায় আছে সাহাবায়ে কিরাম হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন কাফেররা মুখে ভর দিয়ে কীভাবে চলবে? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যে আল্লাহ তাদেরকে পায়ে ভর দিয়ে চালান তিনি কি মুখমণ্ডল ও মস্তকের উপর ভর দিয়ে চালাতে সক্ষম নন? (বয়ানুল কুরআন, মাআরিফুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২১–২২ নং আয়াতদ্বয় :

১. আল্লাহ রিযিকদাতা, তিনি রিযিক বন্ধ করে দিলে কারও তা দেয়ার ক্ষমতা নেই।

২. আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক ভোগ করে তার বাধ্যগত থাকা উচিত।

৩. মুমিনদের চলার পথ সরল তথা ইসলাম ধর্ম। পক্ষান্তরে কাফেরদের চলার পথ বক্র ও ভ্রান্তিমূলক।

(২৩) তুমি বল, তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন[১] এবং তোমাদেরকে দিয়েছেন শ্রবণ ও চোখসমূহ[২] এবং অন্তরসমূহ, (কিন্তু) তোমরা খুব সামান্যই শুক্‌রগুযারী কর[৩]।	قُلْ هُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ﴿٢٣﴾
(২৪) তুমি বল, তিনিই সেই সত্তা যিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং তাঁরই সমীপে (কিয়ামত দিবসে) তোমাদেরকে একত্র করা হবে[৪]।	قُلْ هُوَ الَّذِيْ ذَرَاَكُمْ فِى الْاَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٢٤﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা মানব সৃষ্টিতে তাঁর অপরিসীম শক্তি ও ইল্‌মের কতিপয় বিকাশের কথা বর্ণনা করেছেন।

(২) এখানে আল্লাহ তাআলা জ্ঞান ও অনুভূতির উপকরণ –পঞ্চইন্দ্রিয়ের মধ্যে মাত্র দু'টি উল্লেখ করেছেন– কান ও চোখ। কারণ এই যে, ঘ্রাণ, আস্বাদন ও স্পর্শের মাধ্যমে খুব কম বিষয়ের জ্ঞান

www.maktabatulabrar.com

মানুষ অর্জন করতে পারে। মানুষের জানা বিষয়সমূহের বিরাট অংশ শ্রবণ ও দর্শনের মধ্যে সীমিত। এতদুভয়ের মধ্যেও শ্রবণকে অগ্রে আনা হয়েছে। চিন্তা করলে দেখা যায় মানুষ সারা জীবনে যেসব বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করে তন্মধ্যে শোনা বিষয়সমূহের সংখ্যা দেখা বিষয়সমূহের চেয়ে অনেক বেশি। তৃতীয় বস্তু হচ্ছে অন্তকরণ। সেটাই সব জ্ঞানের ভিত্তিমূল। কানে শোনা ও চোখে দেখা বিষয়সমূহের জ্ঞানও অন্তরের উপর নির্ভরশীল। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা শোনার জন্য কান, দেখার জন্য চোখ, বোঝার জন্য অন্তর দিয়েছেন। কাজেই এ শক্তিসমূহকে সঠিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা, আল্লাহর আনুগত্যের কাজে ব্যয় করা শুকরগুযারীর দাবি। অথচ এ কাফেররা আল্লাহর নেআমতের কেমন না-শুকরী করেছে! তাঁর দেয়া শক্তিসমূহকে তাঁরই বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে! (প্রাগুক্ত)

(৪) অর্থাৎ যেখান থেকে আসা, আবার সেখানেই ফিরে যেতে হবে। উচিত তো ছিল মানুষের জন্য আল্লাহ থেকে গাফিল না হওয়া, আল্লাহর দরবারে হাযির হওয়ার চিন্তায় নিমগ্ন থাকা, কিন্তু এমন বান্দা খুবই কম। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

য ২৩–২৪ নং আয়াতদ্বয় :

১. আল্লাহ প্রদত্ত কতিপয় নেয়ামতের বর্ণনা পূর্ণক ঈমান ও আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁর শোকর আদায় করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

২. আল্লাহর কাছে মানুষের একত্র হওয়ার কথা তথা হাশর-নশরের কথা বর্ণিত হয়েছে।

(২৫) আর তারা (কিয়ামতের আলোচনা শুনে) বলে, এই প্রতিশ্রুতি কবে (সংঘটিত) হবে[১]? যদি তোমরা (রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুমিনগণ) সত্যবাদী হও।	وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٢٥﴾
(২৬) তুমি বল, (এর) জ্ঞান আল্লাহরই আছে[২], আর আমি তো কেবল স্পষ্ট সতর্ককারী[৩]।	قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ ۖ وَاِنَّمَآ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٢٦﴾
(২৭) অতঃপর যখন তারা তা (কিয়ামতের সে প্রতিশ্রুত শাস্তি) নিকটবর্তী হতে দেখবে তখন এই কাফেরদের মুখমণ্ডল মলিন হয়ে পড়বে এবং (তাদেরকে) বলা হবে, এটাই তা যা (দ্রুত আন দ্রুত আন বলে) তোমরা চাচ্ছিলে।	فَلَمَّا رَاَوْهُ زُلْفَةً سِيْٓـَٔتْ وُجُوْهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقِيْلَ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تَدَّعُوْنَ ﴿٢٧﴾
(২৮) তুমি বল, তোমারা কি ভেবে দেখেছ– যদি আল্লাহ আমাকে এবং আমার সঙ্গীদেরকে ধ্বংস করে দেন[৪] অথবা আমাদের প্রতি রহম করেন, তবে (উভয় অবস্থায় নিজেদের খবর নাও এবং বল দেখি) কাফেরদেরকে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি থেকে কে রক্ষা করবে?	قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَهْلَكَنِيَ اللّٰهُ وَمَنْ مَّعِيَ اَوْ رَحِمَنَا ۙ فَمَنْ يُّجِيْرُ الْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٢٨﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) কেয়ামতের প্রতি অবিশ্বাস হেতু তারা একথা বলে।

(২) অর্থাৎ, কেয়ামত কবে অসবে, দিন-তারিখ নির্ধারণ করে আমি বলতে পারব না এটা তো কেবল আল্লাহই জানেন। তবে তা অবধারিত ও সুনিশ্চিত, সে সম্পর্কে সতর্ক করা আমার দায়িত্ব। আমি তা করেছি। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) অর্থাৎ যখন কাফেররা দেখতে পাবে হিসাব-নিকাশের পর তাদের প্রতি দোযখে যাওয়ার নির্দেশ হয়ে গেছে তখন তারা নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করবে যে, আযাব এসে পড়েছে। তখন চিন্তায় ও ভয়ে তাদের মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে যাবে। (বয়ানুল কুরআন)

(৪) কাফেররা মুসলমানদের সত্বর ধ্বংস কামনা করত। এর জবাবে ইরশাদ হয়েছে যে, মনে কর তোমাদের ধারনা অনুযায়ী আল্লাহ যদি আমাকে এবং আমার সাথীদেরকে পৃথিবীতে ধ্বংস করে দেন কিংবা আমাদের বিশ্বাস মুতাবেক আল্লাহর অনুগ্রহে আমরা সফলকাম হই, উভয় অবস্থায় এতে তোমাদের কী লাভ? পৃথিবীতে আমাদের পরিণতি যাই হোক না কেন আখেরাতে আমাদের নাজাত সুনিশ্চিত, কিন্তু পরকালে তোমাদের প্রতি যে ভয়াবহ আযাব আসছে তা থেকে তোমাদেরকে কে রক্ষা করবে? কাজেই নিজের চিন্তা বাদ দিয়ে আমাদের প্রতি বিপদের অপেক্ষায় থাকা অর্থহীন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

- ২৫–২৬ নং আয়াতদ্বয় :

১. কেয়ামতের প্রতি অবিশ্বাস হেতু কাফেররা প্রশ্ন করত কেয়ামত কখন হবে?

২. কেয়ামত কখন সংঘটিত হবে তার নির্দিষ্ট সময় কেবল আল্লাহই জানেন।

৩. নবীর দায়িত্ব মানুষকে সতর্ক করা।

- ২৭ নং আয়াত :

কেয়ামতের দিন শাস্তি হবে নিশ্চিতরূপে তা বোঝার পর ভয়ে ও চিন্তায় কাফেরদের মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে যাবে।

- ২৮ নং আয়াত :

১. কাফেরদেরকে তাদের পরিণতি সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করতে বলা হয়েছে।

২. আখেরাতের ভয়াবহ আযাব থেকে কাফেরদের কেউ রক্ষা করতে পারবে না।

قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ اٰمَنَّا بِهٖ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ۚ فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢٩﴾

(২৯) তুমি বল, তিনিই অত্যন্ত দয়ালু, আমরা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি[১] এবং আমরা তাঁরই উপর নির্ভর করি। সুতরাং শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে কে স্পষ্ট গোমরাহীতে আছে?

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّاْتِيْكُمْ بِمَآءٍ مَّعِيْنٍ ﴿٣٠﴾

(৩০) তুমি বল, তোমরা ভেবে দেখেছ কি যদি তোমাদের (কূপের) পানি ভূগর্ভে অদৃশ্য হয়ে যায়[২] তবে এমন কে আছে যে তোমাদের জন্য পুনরায় এনে দিবে স্রোতমান পানি[৩]?

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি ঈমানের বদৌলতে আখেরাতে আমাদের নাজাত সুনিশ্চিত এবং আমরা যেহেতু আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল তথা অবিচল ভরসা রাখি কাজেই উদ্দেশ্যে আমাদের সফলতাও নিশ্চিত। আর তোমাদের মাঝে এর কোনটিই নেই, তবুও তোমরা কীভাবে নিশ্চিন্ত! (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) আল্লাহ তাআলা মাটির উপরের স্তরেই পানি রেখেছেন যা কয়েক ফুট খনন করেই বের করা যায়। এটা আল্লাহর বিরাট দান। তবে তিনি ইচ্ছা করলে একে নিম্নের স্তরে মানুষের নাগালের বাইরে নিয়ে যেতে পারেন।

(৩) অর্থাৎ তোমরা কূপ ইত্যাদির মাধ্যমে যে পানি আনায়াসে বের করে পান করছ তা যদি ভূগর্ভের গভীরে চলে যায় তবে কোন শক্তি পানির এই স্রোতধারা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম? হাদীছে বর্ণিত আছে এই আয়াত তেলাওয়াত করার পর বলা উচিত "আল্লাহ" অর্থাৎ বিশ্বপালনকর্তা আল্লাহই পুনরায় এ পানি আনতে সক্ষম।

আহকাম ও শিক্ষা

- ২৮–২৯ নং আয়াতদ্বয় :

১. আল্লাহ তাআলার উপর তাওয়াক্কুল করা ওয়াজিব।

২. পানি নাগালের মধ্যে থাকা আল্লাহর এক বড় নেয়ামত।

৩. হককে হক এবং বাতিলকে বাতিল হিসাবে প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে বিতর্কও করা জায়েয আছে। (আইছারুত্তাফাসীর)

(৬৮) আল-কুলাম[১] মক্কী
৫২ আয়াত, ২ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ ﴿١﴾

(১) নূন[২], শপথ কলমের[৩] এবং যা তারা লিপিবদ্ধ করে[৪] তার।

مَآ اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ ﴿٢﴾

(২) তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহে[৫] তুমি উন্মাদ নও[৬]।

وَاِنَّ لَكَ لَاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ ﴿٣﴾

(৩) আর নিঃসন্দেহে তোমার জন্য রয়েছে এমন প্রতিদান যা শেষ হবার নয়[৭]।

وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ﴿٤﴾

(৪) আর নিশ্চয় তুমি মহান চরিত্রে[৮] অধিষ্ঠিত[৯]।

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) সূরা মূলকে আল্লাহর সৃষ্টির বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে তাঁর অস্তিত্ব, তাওহীদ, ইলম ও কুদরতের প্রমাণাদি বিবৃত হয়েছে। সূরা কলামে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি কাফেরদের দোষারোপের জবাব দেয়া হয়েছে।

(২) "নূন" একটি খণ্ডবর্ণ। কুরআনে কারীমের অনেক সূরার শুরুতে এ ধরনের খণ্ডবর্ণ ব্যবহৃত হয়েছে। এগুলোর প্রকৃত অর্থ আল্লাহই জানেন। এ সম্পর্কে তথ্য অনুসন্ধান করতে উম্মতকে নিষেধ করা হয়েছে।

(৩) এখানে কলমের অর্থ সাধারণ কলমও হতে পারে। এতে ভাগ্যলিপির কলম (যা দ্বারা লওহে মাহফূজে সৃষ্টির সকল রহস্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে) এবং ফেরেশতা ও মানুষের লেখার কলম সবই অন্তর্ভূক্ত। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উক্তি অনুয়ায়ী এখানে ভাগ্যলিপির কলম বুঝানো হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন ও মাআরিফুল কুরআন)

(৪) অর্থাৎ আমল লেখক ফেরেশতাগণ যা কিছু লিখেন তার শপথ। মোটকথা, আলোচ্য আয়াতে কলম এবং ফেরেশতারা যা কিছু লিখেন তার শপথ করে আল্লাহ তাআলা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর কাফেরদের দোষারোপ খণ্ডণ করে বলেছেন, তুমি তোমার পালনকর্তার কৃপায় কখনও পাগল নও।

(৫) কাফেররা আল্লাহ প্রেরিত পূর্ণবুদ্ধিমান, মহাজ্ঞানী ও সর্বগুণে গুনান্বিত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে (নাআউযু বিল্লাহ) পাগল বলে আখ্যায়িত করে। এর কারণ হয়ত এই ছিল যে, ফেরেশতার মধ্যমে ওহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় ওহীর অদ্ভূত প্রতিক্রিয়া রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দেহ মুবারকে ফুটে উঠত। এরপর তিনি ওহী থেকে প্রাপ্ত আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনাতেন, এ গোটা ব্যাপারটি কাফেরদের জ্ঞান ও অনুভূতির উর্ধ্বে ছিল বিধায় তারা একে পাগলামী বলে আখ্যা দিত। কারো কারো মতে এর কারণ ছিল যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বজাতি এবং সারা বিশ্বে বিদ্যমান ধর্মীয় বিশ্বাসের বিপরীত এই দাবী করেন যে, ইবাদতের যোগ্য একমাত্র আল্লাহ তাআলা। পক্ষান্তরে কাফেররা স্বহস্তে নির্মিত প্রতিমাকে মাবূদ মনে করত। সেগুলো যে জ্ঞান ও চেতনাহীন এবং কারো উপকার বা ক্ষতি করতে অক্ষম এবং মাবূদ হওয়ার সম্পূর্ণ অযোগ্য এ কথা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রকাশ্যে বর্ণনা করতেন। এই ধর্মবিশ্বাস প্রচার করে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একাই আত্মরক্ষার কোনরূপ বাহ্যিক উপায়-উপকরণ ছাড়াই সারা বিশ্বের মুকাবেলায় দাঁড়িয়ে যান। বাহ্যদর্শীদের দৃষ্টিতে এ উদ্দেশ্য সফল হওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না। তাই এরূপ দাবী নিয়ে দণ্ডায়মান হওয়াকে পাগলামী মনে করা হয়েছে। তা ছাড়া নিছক দোষারোপের উদ্দেশ্যেও পাগল বলে দোষারোপ করা হতে পারে। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা কাফেরদের এ ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করে বলেছেন, তোমার পালনকর্তার কৃপায় তুমি পাগল নও। এখানে "তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহে" শব্দ যোগ করে দাবীর স্বপক্ষে দলীলও দেয়া হয়েছে যে, যার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও কৃপা থাকে তিনি কীকরে পাগল হবেন; বরং তাঁকে যে পাগল বলবে সেই পাগল। (মাআরিফুল কুরআন)

(৬) কুরআন পাকে আল্লাহ তাআলা যে বস্তুর শপথ করেন তা শপথের বিষয়বস্তুর পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ হয়ে থাকে। এখানে কলম এবং ফেরেশতারা যা কিছু লিখেন তার শপথ করে বলা হয়েছে

www.maktabatulabrar.com

কলম লাওহে মাহফূজে সৃষ্টি রহস্যের যা কিছু লিখেছে তন্মধ্যে তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার কথাও বিধৃত রয়েছে। এতে বুঝা যায় পূর্ব থেকেই আল্লাহ তাআলা তোমার নবুওয়াত নির্ধারিত করে রেখেছেন এবং আমললেখক ফেরেশতাগণও তোমার প্রতি বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী প্রত্যেকের আমল লিখছেন। কাজেই এমন ব্যক্তি পূর্ণ বুদ্ধিমান, মহাজ্ঞানী ও সর্বগুণে গুণান্বিত হবেন, তিনি কখনও পাগল নন। (বয়ানুল কুরআন ও মাআরিফুল কুরআন)

(৭) অর্থাৎ, তোমার যে কাজকে তারা পাগলামী বলছে প্রকৃতপক্ষে সেটা আল্লাহর নিকট অতি প্রিয় কাজ। এর জন্য তোমাকে অশেষ পুরস্কৃত করা হবে। কোন পাগলকে তার কর্মের জন্য পুরস্কৃত করা হয় কি?

(৮) অর্থাৎ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন সর্বোত্তম গুণাবলীর অধিকারী। তাবৎ মানবিক গুণাবলীর অপূর্ব সমাবেশ ছিল তাঁর পূণ্যময় সত্তায়। তোমরা একটু চিন্তা করে দেখ দুনিয়াতে যারা পাগল তাদের চরিত্র ও কর্ম কি এরূপ হয়ে থাকে?

(৯) হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, স্বয়ং কুরআনই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মহৎ চরিত্র। অর্থাৎ কুরআন কারীম যেসব উত্তম কর্ম ও চরিত্র শিক্ষা দেয় তিনি সেসবের বাস্তব নমূনা ছিলেন।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১ নং আয়াত :

১. কলম আল্লাহ প্রদত্ত একটি বড় নে'আমত। এর মাধ্যমে হিদায়াত ও কল্যাণের কথা লিপিবদ্ধ করা হয়। (আয়ছারুত্তাফাসীর)

● ২-৪ নং আয়াতসমূহ :

১. রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন পূর্ণ বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী। উন্মাদনার লেশমাত্র ও তাঁর মাঝে ছিল না।

২. রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যে কাজকে তারা পাগলামী বলতো প্রকৃতপক্ষে সেগুলো ছিল আল্লাহর নিকট অতি প্রিয় কাজ। এর জন্য রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পুরস্কৃত করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

৩. রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন মহৎ চরিত্রের অধিকারী।

فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُوْنَ ۝	(৫) অতএব শীঘ্রই তুমি দেখতে পাবে এবং তারাও দেখবে।
بِاَيِّكُمُ الْمَفْتُوْنُ ۝	(৬) তোমাদের মধ্যে কার সাথে রয়েছে উন্মাদনা[১]।
اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ۝	(৭) নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক খুব ভাল জানেন সে ব্যক্তিকে যে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুৎ হয়েছে এবং তিনি সত্য পথ অনুসারীদেরকেও খুব ভালরূপে জানেন[২]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি পাগল বলে দোষারোপকারীদের উক্তি প্রমাণাদি দ্বারা খণ্ডন করা হয়েছে। এ আয়াতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, অচিরেই এ তথ্য সবাই জানতে পাবে যে (নাউযুবিল্লাহ) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাগল ছিলেন না বরং যারা তাঁকে পাগল বলত তারাই পাগল ছিল। সুতরাং অল্প দিনের মধ্যেই বিষয়টি বাস্তব সত্য হয়ে বিশ্ববাসীর সমনে এসে দাঁড়ায় এবং পাগল আখ্যাদানকারীদের মধ্য থেকেই হাজার হাজার লোক ইসলামে দীক্ষিত হয়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ ও মহব্বতকে পরম সৌভাগ্যের বিষয় মনে করতে থাকে। অপর দিকে ঈমান গ্রহণে বঞ্চিত অনেক হতভাগা দুনিয়াতেও লাঞ্ছিত ও আপমানিত হয়।

(২) অতএব তিনি তদনুযায়ী প্রত্যেককে তার প্রতিফল দিবেন। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫–৬ নং আয়াতদ্বয় :

আয়াতদ্বয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি পাগল বলে দোষারোপকারীদের উক্তি খণ্ডন করা হয়েছে।

● ৭ নং আয়াত :

আয়াতে বলা হয়েছে আল্লাহ তাআলা সকলের অবস্থাদি সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন। অতএব তদনুযায়ী প্রত্যেককে তার প্রতিফল দিবেন।

(৮) সুতরাং তুমি মিথ্যারোপকারীদের অনুসরণ করবে না[১]।	فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِيْنَ ۝٨
(৯) তারা চায় যদি তুমি (দীন প্রচারে) নমনীয় হও[২] তাহলে তারাও নমনীয় হবে।	وَدُّوْا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُوْنَ ۝٩
(১০) আর তুমি কোন এমন ব্যক্তির[৩] কথা মানবে না যে অত্যাধিক শপথকারী[৪] হীন,	وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيْنٍ ۝١٠
(১১) পাশ্চাতে নিন্দাকারী, চোগলখোরী করে,	هَمَّازٍ مَّشَّآءٍۭ بِنَمِيْمٍ ۝١١
(১২) সৎকাজে বাধাপ্রদানকারী, সীমালংঘনকারী, পাপিষ্ঠ,	مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ ۝١٢
(১৩) রূঢ় স্বভাব, তদুপরি জারজ[৫] (কুখ্যাত)	عُتُلٍّۭ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيْمٍ ۝١٣
(১৪) এই কারণে যে, সে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির অধিকারী[৬]।	اَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَّبَنِيْنَ ۝١٤

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ তুমি মিথ্যারোপকারীদের কথা মানবে না। তারা তো চায় তুমি দীনের প্রচারকার্যে কিছুটা শিথিল হলে, শিরক ও প্রতিমা পূজার নিন্দা ও অসারতা প্রমাণ থেকে বিরত থাকলে তারাও নমনীয় হবে এবং তোমার প্রতি বিদ্রূপ, দোষারোপ ও নির্যাতন ত্যাগ করবে।

(২) এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সতর্ক করে বলেছেন, কাফেরদের উদ্দেশ্য কেবল দীনের প্রচারকার্যে তোমাকে শিথিল করা। ঈমান আনা বা সত্যের সামনে অবনত হওয়া তাদের উদ্দেশ্য নয়। তোমার আগমনের আসল উদ্দেশ্য এভাবে পূরণ হবে না। সুতরাং তুমি তাদের কথায় ভ্রুক্ষেপ না করে হকের প্রচার করতে থাক। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) পূর্ববর্তী আয়াতে সাধারণ কাফেরদের আনুগত্য না করা এবং ধর্মের ব্যাপারে কোনরূপ নমনীয়তা অবলম্বন না করার ব্যাপক আদেশ ছিল। এই আয়াত থেকে পরবর্তী কয়েক আয়াত পর্যন্ত বিশেষ করে দুষ্টমতি কাফের ওলীদ ইবনে মুগীরার কতিপয় কুস্বভাব বর্ণনা করে তার আনুগত্য না করার বিশেষ আদেশ দেয়া হয়েছে।

(৪) অর্থাৎ, তুমি আনুগত্য করবে না এমন ব্যক্তির যে কথায় কথায় শপথ করে, যার অন্তরে আল্লাহর নামের কোন অযমত নেই, মিথ্যা কসম খাওয়া যার কাছে মামূলী ব্যাপার, যে হীন, লাঞ্ছিত, যে মিথ্যা দোষারোপ করে পশ্চাতে নিন্দা করে, একের কথা অপরের কাছে লাগায়, যে সৎ কাজে বাধাদান করে, সীমালংঘন করে, অত্যাধিক পাপাচার করে, যে রুক্ষ স্বভাবের তদুপরি জারজ তথা কুখ্যাত।

(৫) এখানে জারজ দ্বারা বোঝানো হয়েছে যার আমল-আখলাক খুব খারাপ! তাছাড়া এ আয়াতে যে ব্যক্তির বিশেষণ বর্ণিত হয়েছে সে পিতৃপরিচয়হীন তথা জারজ ছিল। (বয়ানুল কুরআন ও মাআরিফুল কুরআন)

(৬) অর্থাৎ, মোটকথা তুমি এমন ব্যক্তির কথা মানবে না। আর তাও কেবল এই কারণে যে, সে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে সমৃদ্ধশালী। কারণ জাগতিক প্রাচুর্য আনুগত্যের মাপকাঠি নয়। (বয়ানুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৮–৯ নং আয়াতদ্বয় :

১. কাফেররা দ্বীনের প্রচারকার্যে শিথিল করার উদ্দেশ্যে কোন কথা বললে সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করা যাবে না।

২. দ্বীনের ব্যাপারে কোনরূপ নমনীয়তা অবলম্বন করা যাবে না। উল্লেখ্য, দ্বীনের ক্ষেত্রে শিথিলতা প্রদর্শন, এটা চারিত্রিক উদারতা নয়; বরং 'মুদাহানাত' (দ্বীনের মধ্যে কাট ছাঁট) যা সম্পূর্ণ নাজায়েয।

● ১০–১৪ নং আয়াতসমূহ :

১. কথায় কথায় কসম খাওয়া, পরনিন্দা, চোগলখোরী, সীমালংঘন করা, পাপকার্যে নিমজ্জিত থাকা এবং রূঢ়তা অত্যন্ত খারাপ স্বভাব, এগুলো অবশ্যই পরিত্যাজ্য। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. ধনবল ও জনবল অনেক সময় গুমরাহীর কারণ হয়। এ ব্যাপারে সতর্ক থাকা চাই।

(১৫) যখন তার সামনে আমার আয়াতসমূহ পঠিত হয় তখন সে বলে, এসব পূর্ববর্তীদের ভিত্তিহীন কথা।	اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٥﴾
(১৬) আমি শীঘ্রই তার শুঁড় দাগিয়ে দিব[১]।	سَنَسِمُهٗ عَلَى الْخُرْطُوْمِ ﴿١٦﴾
(১৭) আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছি[২] যেমন আমি পরীক্ষা করেছিলাম উদ্যান মালিকদেরকে[৩] যখন তারা শপথ করল যে, নিশ্চয়ই তারা প্রত্যুষে গিয়ে বাগানের ফল পেড়ে নিবে[৪]।	اِنَّا بَلَوْنٰهُمْ كَمَا بَلَوْنَاۤ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ ۚ اِذْ اَقْسَمُوْا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِيْنَ ﴿١٧﴾
(১৮) এবং তারা 'ইনশাআল্লাহ' বলছে না।	وَلَا يَسْتَثْنُوْنَ ﴿١٨﴾
(১৯) অতএব তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আবর্তন করল এক আবর্তনকারী[৫] (আযাব) যখন তারা ছিল নিদ্রিত।	فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ مِّنْ رَّبِّكَ وَهُمْ نَآئِمُوْنَ ﴿١٩﴾
(২০) ফলে প্রাতে বাগানটি এমন হয়ে গেল যেমন শষ্য-কাটা-ক্ষেত[৬]।	فَاَصْبَحَتْ كَالصَّرِيْمِ ﴿٢٠﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) পূর্ববর্তী কয়েক আয়াতে ওলীদ ইবনে মুগীরার মন্দ চরিত্র ও অবাধ্যতার কথা উল্লেখ করার পর এ আয়াতে বলা হয়েছে, আমি কেয়ামতের দিন তার নাক দাগিয়ে দিব। ফলে সব লোকের সামনে তার লাঞ্ছনা ফুটে উঠবে। আয়াতে বর্ণিত خُرْطُوم (খুরতূম) শব্দটি বিশেষভাবে হাতী বা শুকরের শুঁড়ের অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এখানে ওলীদের নাসিকাকে ঘৃণা প্রকাশার্থে খুরতূম শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি মক্কাবাসী কাফেরদের দোষারোপের জবাব ছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তাআলা বিগত যুগের একটা ঘটনা বর্ণনা করে মক্কাবাসীদেরকে সতর্ক করেছেন। মক্কাবাসীদেরকে পরীক্ষা করার অর্থ এরূপ হতে পারে যে, বর্ণিতব্য কাহিনীতে উদ্যানের মালিকদেরকে যেমন আল্লাহ তাআলা স্বীয় নেয়ামতরাজি দ্বারা ভূষিত করেছিলেন, তারা নেয়ামতের না-শুকরী করেছিল ফলে তাদের উপর আযাব পতিত হয়েছিল এবং নেয়ামত ছিনিয়ে নেয়া হয়েছিল, তেমনি আল্লাহ তাআলা মক্কাবাসীদেরও অনেক নেয়ামত দান করেছেন। তাদের প্রতি সর্ববৃহৎ নেয়ামত তো এই যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাদের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন। এ ছাড়া তাদের ব্যাবসা-বাণিজ্যে বরকত দান করেছেন এবং তাদেরকে স্বাচ্ছন্দশীল করেছেন। এসব নেয়ামত মক্কাবাসীদের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ ছিল। আল্লাহ দেখতে চান তারা এসব নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে কি না এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনে কি না। যদি তারা কুফর ও শিরকের উপর অটল থাকে তবে উদ্যান মালিকদের কাহিনী থেকে তাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিৎ।

www.maktabatulabrar.com

(৩) হযরত ইবনে আব্বাস প্রমূখের বর্ণনা অনুযায়ী এ উদ্যান ইয়ামানে অবস্থিত ছিল। হযরত যায়েদ ইবনে যুবায়ের এর এক রেওয়ায়েতে আছে যে, ইয়ামনের রাজধানী ও প্রসিদ্ধ শহর 'সানআ' থেকে ছয় মাইল দূরে এই উদ্যান অবস্থিত ছিল। উদ্যানের মালিকরা ছিল আহ্‌লে কিতাব। হযরত ঈসা (আ.)-কে আসমানে উঠিয়ে নেয়ার কিছুকাল পরে এ ঘটনা ঘটে। একজন নেককার ব্যক্তি এ উদ্যানটি তৈরী করেছিলেন। তিনি ফসল কাটার সময় কিছু ফসল ফকীর-মিসকীনদের জন্য রেখে দিতেন। এমনিভাবে ফসল মাড়ানোর সময় যেসব দানা ভূষির মধ্যে থেকে যেত সেগুলোও ফকীর-মিসকীনদের জন্য রেখে দিতেন। এবং উদ্যান থেকে ফল আহরণের সময় যেসব ফল নিচে পড়ে যেত সেগুলোও ফকীর-মিসকীনদের জন্য রেখে দিতেন। একারণে ফসল কাটা ও ফসল আহরণ করার সময় বিপুল সংখ্যক ফকীর-মিসকীন সেখানে সমবেত হত। এই সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার তিন পুত্র উদ্যান ও ক্ষেতের উত্তরাধিকারী হল। তারা পরস্পরে বলাবলি করল, আমাদের পরিবার-পরিজন বেড়ে গেছে। সেই তুলনায় ফসলের উৎপাদন কম। তাই এখন ফকীর-মিসকীনদের জন্য এত শস্য ও ফসল রেখে দেয়ার সামর্থ্য আমাদের নেই। কোন কোন বর্ণনায় আছে তার দুই পুত্র উচ্ছৃঙ্খল লোকদের ন্যায় বলল, আমাদের পিতা বেকুব ছিল, তাই বিপুল পরিমাণে খাদ্যশস্য ও ফসল মিসকীনদের জন্য রেখে দিত। অতএব আমাদের কর্তব্য এ প্রথা বন্ধ করে দেয়া। তাদের কাহিনী কুরআনের ভাষায় নিম্নরূপ। (মাআরিফুল কুরআন)

(৪) অর্থাৎ তারা পরস্পরে শপথ করল এবার আমরা সকালে সকালে যেয়ে ফসল কেটে আনব যাতে ফকীর-মিসকীনরা টের না পায়। এই পরিকল্পনার প্রতি তাদের এতখানি দৃঢ় আস্থা ছিল যে তারা ইনশাআল্লাহ বলারও প্রয়োজনবোধ করল না।

(৫) অর্থাৎ খোদার পক্ষ থেকে উদ্যানে আযাব পতিত হল। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, একটি আগুন এসে সমস্ত তৈরী ফসল জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেয়। এ আযাব রাতের বেলায় হানা দেয় যখন তারা সবাই নিদ্রামগ্ন ছিল।

(৬) অর্থাৎ ফসল কেটে নেয়ার পর ক্ষেত যেমন সাফ ময়দান হয়ে যায়, আগুন এসে ক্ষেতকে সেরূপ করে দিল।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৫-১৬ নং আয়াতদ্বয় :

১৫ নং আয়াতে কুরআন সম্বন্ধে কাফেরদের গদ বাঁধা অভিযোগ উল্লেখ করা হয়েছে। তারা কুরআন সম্বন্ধে বলত, এ-তো পূর্ববর্তীদের ভিত্তিহীন কথা।

১৬ নং আয়াতে ওয়ালিদ ইবনে মুগীরার নাক দাগিয়ে দেয়ার কথা বলে তাকে সকলের সামনে লাঞ্ছিত করা হবে মর্মে ঘোষণা দিয়ে অন্য সব কাফেরকে সতর্ক করা হয়েছে যে, কেয়ামতের দিন তাদেরও লাঞ্ছনা হতে পারে।

● ১৭-২০ নং আয়াতসমূহ :

১. আয়াতসমূহে আল্লাহ তাআলা বিগত যুগের একটা ঘটনা বর্ণনা করে মক্কাবাসীদেরকে সতর্ক করেছেন। বলা হয়েছে, তাদেরকে যেভাবে পরীক্ষা করা হয়েছিল মক্কাবাসীদেরও সেভাবে পরীক্ষা করা হবে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য ২ ও ৩ নং টীকা দেখুন।

২. সুখ-দুঃখ, স্বচ্ছলতা-অসচ্ছলতা বান্দার উভয় অবস্থা, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে পরীক্ষা স্বরূপ। সফল ব্যক্তি সে যে, সুখ-সাচ্ছন্দ্যে আল্লাহর শুক্‌র করে এবং তার নাফরমানী থেকে বেঁচে

থাকে। আর দুঃখ-দুর্দশায় সবর করে এবং আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্যের উপর অটল থাকে। (আইছারুত্তাফাসীর)

فَتَنَادَوْا مُصْبِحِيْنَ ﴿٢١﴾	(২১) অতএব প্রত্যুষে তারা একে অপরকে ডাকতে লাগল যে,
اَنِ اغْدُوْا عَلٰى حَرْثِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰرِمِيْنَ ﴿٢٢﴾	(২২) সকাল সকাল নিজেদের বাগানের দিকে চল, যদি তোমাদের ফল পাড়তে হয়।
فَانْطَلَقُوْا وَهُمْ يَتَخَافَتُوْنَ ﴿٢٣﴾	(২৩) অতঃপর তারা চলল নিম্নস্বরে কথা বলতে বলতে[১]।
اَنْ لَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِّسْكِيْنٌ ﴿٢٤﴾	(২৪) আজ যেন বাগানে তোমাদের নিকট কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি প্রবেশ করতে না পারে।
وَّغَدَوْا عَلٰى حَرْدٍ قٰدِرِيْنَ ﴿٢٥﴾	(২৫) এবং তারা চলল এ বিশ্বাস নিয়ে যে, তারা (অভাবগ্রস্তদেরকে) নিবৃত্ত করতে সক্ষম[২]।
فَلَمَّا رَاَوْهَا قَالُوْٓا اِنَّا لَضَآلُّوْنَ ﴿٢٦﴾	(২৬) অতঃপর যখন তারা উক্ত বাগান প্রত্যক্ষ করল তখন বলল, নিশ্চয় আমরা পথ ভুলেছি[৩]।
بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ ﴿٢٧﴾	(২৭) না, বরং আমরা ভাগ্য-বঞ্চিত।
قَالَ اَوْسَطُهُمْ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُوْنَ ﴿٢٨﴾	(২৮) তাদের ভাল লোকটি বলল, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি (এমন নিয়ত করবে না) এখন তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা কর না কেন[৪]
قَالُوْا سُبْحٰنَ رَبِّنَآ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿٢٩﴾	(২৯) তারা বলল, পবিত্র আমাদের প্রতিপালক[৫], নিশ্চয় আমরা অপরাধী ছিলাম[৬]।
فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَلَاوَمُوْنَ ﴿٣٠﴾	(৩০) অতঃপর তারা একে অপরকে সম্বোধন করে পরস্পরে দোষারোপ করতে লাগল।[৭]
قَالُوْا يٰوَيْلَنَآ اِنَّا كُنَّا طٰغِيْنَ ﴿٣١﴾	(৩১) (অতঃপর একসাথ হয়ে সবাই) বলল, হায় দুর্ভোগ আমাদের, নিশ্চয় আমরা (সকলেই) সীমালংঘনকারী ছিলাম[৮]।
عَسٰى رَبُّنَآ اَنْ يُّبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَآ اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا رٰغِبُوْنَ ﴿٣٢﴾	(৩২) (সকলে মিলে তওবা কর) সম্ভবত আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে বিনিময়ে এর চেয়ে উত্তম বাগান দান করবেন, আমরা আমাদের প্রতিপালকেরই অভিমুখী হলাম।
كَذٰلِكَ الْعَذَابُ ۭ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٣﴾	(৩৩) (আল্লাহর হুকুম অমান্য করলে) এইভাবে শাস্তি হয়ে থাকে[৯], আর পরকালের আযাব এর চেয়ে গুরুতর, কত ভাল হত যদি তারা জানত।

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ তারা অতি প্রত্যুষেই একে অপরকে ডেকে বলতে লাগল, যদি ফসল কাটতে চাও তবে সকাল সকালই ক্ষেতে চল এবং বাড়ী থেকে বের হওয়ার সময় তারা চুপিসারে কথাবার্তা বলছিল যাতে ফকীর-মিসকীনরা টের পেয়ে সাথে না চলে।

(২) অর্থাৎ, তারা ফকীর-মিসকীনকে কিছু না দিতে সক্ষম, এরূপ ধারণা নিয়ে রওয়ানা হল। যতি কোন ফকীর এসেও যায় তবে তাকে হটিয়ে দিতে পারবে।

(৩) যখন তারা গন্তব্যস্থলে পৌছল, ক্ষেত-বাগান কিছুই দেখতে পেল না। তখন প্রথমে বলল, আমরা পথ ভুলে অন্যত্র এসে গেছি। কিন্তু পরে নিকটবর্তী স্থান ও আলামত দেখে বুঝতে পারল যে, ঠিক গন্তব্যস্থলেই এসেছি, কিন্তু ক্ষেত পুড়ে ভস্ম হয়ে গেছে। তখন তারা বলল, আসলে আমাদের কপাল পুড়েছে। আমরা আল্লাহর দরবার থেকে বিতাড়িত হয়েছি। ফলে এ ফসল থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছি।

(৪) অর্থাৎ উত্তম লোকটি বলল, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, এমন নিয়ত করো না। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা এই ব্যক্তিকে ভাল বলেছেন। মোটকথা লোকটি তার সঙ্গীদেরকে তার পূর্বের উক্তি স্মরণ করিয়ে বলল, নিজেদের কর্মফল তো ভোগ করলে। এখন তওবা কর এবং ক্ষমা প্রার্থনা কর যাতে পাপ মোচন হয়ে যায় এবং এর চেয়ে গুরুতর শাস্তি থেকে রক্ষা পাও। (বয়ানুল কুরআন)

(৫) তখন এই ব্যক্তির কথা কেউ না শুনলেও এখন সবাই স্বীকার করল আল্লাহ পবিত্র, মহান, এবং তারা নিজেরাই জালেম।

(৬) এই উত্তম ব্যক্তি সত্য কথা বলেছিল। কিন্তু অনিচ্ছা সত্তেও শেষ পর্যন্ত সে দুষ্টদের সঙ্গী হয়ে তাদেরই মতানুসারে কাজ করে। তাই তার দশাও তাদের মতই হয়েছিল।

(৭) তারা নিজেদের অপরাধ স্বীকারের পরও একে অপরকে দোষারোপ করতে লাগল যে, তুমিই প্রথমে ভ্রান্তপথ দেখিয়েছিলে, যার কারণে এই আযাব এসেছে। অথচ তাদের কেউ একা অপরাধী ছিল না; বরং সবাই অথবা অধিকাংশই অপরাধে শরীক ছিল। (মাআরিফুল কুরআন)

(৮) প্রথমে একে অপরকে দোষী সাব্যস্ত করার পর যখন তারা চিন্তা করল, তখন সবাই একবাক্যে স্বীকার করল, আমরা সবাই গোনাহগার। তাদের এ অনুতপ্ত স্বীকারোক্তি তওবা ছিল। এ কারণেই তারা আশাবাদী হতে পেরেছিল যে আল্লাহ তাদেরকে আরো উত্তম উদ্যান দান করবেন। ইমাম বাগাবীর বর্ণনায় হযরত ইবনে মাসউদ (রাযি.) বলেন, আমি খবর পেয়েছি যে তাদের খাঁটি তওবার বাদৌলতে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে আরো উত্তম বাগান দান করেছিলেন। (বয়ানুল কুরআন ও মাআরিফুল কুরআন)

(৯) এ আয়াতে সাধারণ বিধি বর্ণনা করা হয়েছে যে, যখন আল্লাহর আযাব আসে এমনিভাবে আসে। দুনিয়ায় আযাব আসার পরও তাদের পরকালের আযাব দূর হয়ে যায় না; বরং পরকালের আযাব আরো কঠিন।

আহকাম ও শিক্ষা

● ২১-৩৩ নং আয়াত সমূহ:

আয়াতসমূহে বাগানওয়ালাদের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এ কাহিনী থেকে বিশেষ একটি শিক্ষা

হল পাপ করলে শাস্তি আসে। দুনিয়াতেও শাস্তি আসাতে পারে, যেমন সেই বাগানওয়ালাদের ক্ষেত্রে এসেছিল। আয়াতসমূহ থেকে আর একটি বিশেষ শিক্ষা এই পাওয়া যায় যে, যে ব্যক্তি অন্যদেরকে পাপকাজে নিষেধ করে অতঃপর তাদেরকে বিরত হতে না দেখে নিজেও তাদের সাথে শরীক হয়ে যায় সেও তাদের অনুরূপ। তার উচিত নিজেকে পাপকাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখা।

(৩৪) নিঃসন্দেহে মুত্তাকীদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে নাজ-নেয়ামতপূর্ণ জান্নাত[১]।	اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿٣٤﴾
(৩৫) আমি কি অনুগত বান্দাদেরকে নাফরমানদের সমতুল্য গণ্য করব?	اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ ﴿٣٥﴾
(৩৬) তোমাদের কী হয়েছে? তোমরা কেমন ফয়সালা করছ[২]?	مَا لَكُمْ ۫ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ﴿٣٦﴾
(৩৭) তোমাদের নিকট কি কোন কিতাব আছে যাতে তোমরা পাঠ কর?	اَمْ لَكُمْ كِتٰبٌ فِيْهِ تَدْرُسُوْنَ ﴿٣٧﴾
(৩৮) যে, তোমাদের জন্য তাতে (এমন বস্তু লিখিত) রয়েছে যা তোমরা পছন্দ কর।	اِنَّ لَكُمْ فِيْهِ لَمَا تَخَيَّرُوْنَ ﴿٣٨﴾
(৩৯) তোমাদের জন্য আমার যিম্মায় এমন কসমসমূহ (পালনের দায়িত্ব) আছে কি? যা কিয়ামত দিবস পর্যন্ত বলবৎ থাকবে, (কসমের বিষয় বস্তু এই যে) তোমরা তা-ই (অর্থাৎ সেই ছওয়াব ও বেহেশতই) পাবে যা তোমরা স্থির কর।	اَمْ لَكُمْ اَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۙ اِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُوْنَ ﴿٣٩﴾
(৪০) তুমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর তাদের মধ্যে এ দাবীর যিম্মাদার কে[৩]?	سَلْهُمْ اَيُّهُمْ بِذٰلِكَ زَعِيْمٌ ﴿٤٠﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) মুত্তাকীদের জন্য আখেরাতে যে নাজ-নেয়ামত রয়েছে তার তুলনায় দুনিয়ার ভোগবিলাস তুচ্ছ।

(২) কাফেররা অহংকারবশত একথা স্থির করে রেখেছিল যে, কেয়ামতের দিন মুসলমানরা যদি আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্ত হয় তবে তারা আরো অধিক পরিমাণে আল্লাহর অনুকম্পা লাভ করবে। দুনিয়াতে যেমন আল্লাহ তাদেরকে আরাম-আয়েশে রেখেছেন পরকালেও তারা অনুরূপ আরাম-আয়েশ পাবে। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাদের এ ধারণা খণ্ডন করে বলেছেন, এমন কখনও হতে পারে না। এমন হওয়ার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, অনুগত ভৃত্য আর অপরাধী সমান হয়ে যাবে; এবং আজ্ঞাবহ দাস থেকে বিদ্রোহী দাসের অবস্থা হবে অধিক ভাল হবে! আর এটার ভ্রান্ত হওয়া সুস্পষ্ট। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

www.maktabatulabrar.com

(৩) অপরাধী আর অনুগত এক সমান, এ কথা তো সাধারণ জ্ঞানেরও পরিপন্থী। তবে তোমাদের কাছে এ ব্যাপারে কোন বর্ণনাগত দলীল আছে কি? কোন আসমানী কিতাবে একথা পড়েছ কি যে, যাই তোমরা নিজের জন্য পসন্দ করবে তাই সেখানে পাবে। কিংবা আল্লাহ তাআলা তোমাদের সহিত কিয়ামত পর্যন্ড় বলবৎ এমন কোন প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হয়েছেন কি যে, তোমরা যাই স্থির করবে তাই তোমাদেরকে প্রদান করা হবে। যে ব্যক্তি এমন দাবী করবে তা প্রমাণ করার দায়িত্ব ও তার উপর বর্তাবে। (তরজমায়ে শাইখুল হিন্দ)

আহকাম ও শিক্ষা

- ৩৪ নং আয়াত:

আয়াতে বলা হয়েছে, মুত্তাকীদের জন্য নেয়ামতসমৃদ্ধ জান্নাত রয়েছে।

- ৩৫-৪০ নং আয়াতসমূহ:

১. মুমিন-কাফের এবং অনুগত ও নাফরমান কখনও এক হতে পারে না।

২. কাফেররা পরকালে জান্নাত পাবে বলে তাদের যে ধারণা তার পক্ষে কোন কিতাবী দলীল নেই, আল্লাহর পক্ষ থেকে সেরূপ কোন অঙ্গীকারও নেই।

(৪১) তাদের সাব্যস্তকৃত (খোদার) কিছু শরীক আছে কি (যারা তাদেরকে ছওয়ার ও জান্নাত প্রদানের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে) তাবে তারা সে শরীকদেরকে উপস্থিত করুক[১], যদি তারা সত্যবাদী হয়।	اَمْ لَهُمْ شُرَكَآءُ ۚ فَلْيَاْتُوْا بِشُرَكَآئِهِمْ اِنْ كَانُوْا صٰدِقِيْنَ ﴿٤١﴾
(৪২) (স্মরণ কর) যে দিন পায়ের গোছা উন্মুক্ত করা হবে[২] এবং তাদেরকে ডাকা হবে সাজদা করার জন্য, তখন তারা সাজদা করতে সক্ষম হবে না।	يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَّيُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ﴿٤٢﴾
(৪৩) তাদের চক্ষুসমূহ অবনত থাকবে[৩], লাঞ্ছনা তাদেরকে ঢেকে ফেলবে আর (দুনিয়াতে) তাদেরকে তো সাজদার প্রতি আহবান করা হত এবং তারা সুস্থ ও স্বাভাবিক ছিল[৪]।	خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۭ وَقَدْ كَانُوْا يُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ وَهُمْ سٰلِمُوْنَ ﴿٤٣﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) কাফেররা তাদের মিথ্যা দেব-দেবীকে খোদার শরীক সাব্যস্ত করে থাকে এবং তাদের ধারণা অনুযায়ী এরা তাদের সাহায্যকারী। কিন্তু তাদের এ ধারণা তখনই সত্য বলে প্রমাণিত হবে যদি তারা দেব-দেবীকে আল্লাহর মুকাবেলায় দাঁড় করাতে সক্ষম হয়। আর আল্লাহর বিরুদ্ধে তাদেরকে দিয়ে নিজেদের ইচ্ছা পূরণ করিয়ে নিতে সক্ষম হয়। আর এ কথা সুস্পষ্ট যে, তাদের মাবূদরা এতটাই দুর্বল ও অসহায় যে, অন্যের সাহায্য করা দূরের কথা নিজেদের সাহায্যেরও সামর্থ্য রাখে না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তাআলা কেয়ামতের ময়দানে স্বীয় 'সাক্ব' প্রকাশ করবেন, 'সাক্ব'–এর শাব্দিক অর্থ পায়ের গোছা, এখানে কোন সম্পর্কের কারণে আল্লাহর বিশেষ কোন গুণ বোঝানো হয়েছে। কেননা তিনি শরীর বা দেহ থেকে মুক্ত। এ হাদীছে আরো বর্ণিত আছে 'সাক্ব' উন্মুক্ত হওয়া মাত্র সে নূর দর্শনে ঈমানদাররা তৎক্ষণাৎ সাজদায় পড়ে যাবে। তাদের দেখাদেখি কাফের, মুনাফেকরাও সাজদা করতে চাইবে, কিন্তু পারবে না; বরং তাদের কোমর তক্তার ন্যায় সোজা ও শক্ত হয়ে যাবে। এটা এজন্য করা হবে যেন মুমিন-কাফের, মুখলিস-মুনাফেক পৃথক হয়ে যায়। সবার অন্তরের অবস্থা দৃশ্যমান হয়ে ধরা পড়ে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও বয়ানুল কুরআন)

(৩) লজ্জা ও অনুতাপে চোখ তুলে তাকাতে পারবে না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) অর্থাৎ দুনিয়াতে তাদেরকে সাজদার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। তখন তারা সুস্থ্য সবলও ছিল। কিন্তু তারা মোটেও সাজদা করেনি কিংবা ইখলাসের সাথে করেনি। ফলে তাদের যোগ্যতাই নষ্ট হয়ে গেছে। সুতরাং এখন ইচ্ছা করলেও সাজদা করতে পারবে না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪১ নং আয়াত:

১. আল্লাহ তাআলার কোন শরীক নেই। তিনি লা-শরীক আল্লাহ।

২. কাফেররা তাদের দেব-দেবিদের দিয়ে আল্লাহর বিরুদ্ধে নিজেদের ইচ্ছা পূরণ করিয়ে নিতে পারবে না।

● ৪২-৪৩ নং আয়াতদ্বয়:

আয়াতদ্বয়ে কেয়ামতের বিভীষিকাময় অবস্থার কথা তুলে ধরা হয়েছে। সেটা চিন্তা করে কুফর-শিরক ও যাবতীয় নাফরমানী থেকে বেঁচে থাকা উচিত।

(৪৪) অতএব (বর্তমান অবস্থায়) ছেড়ে দাও[১] আমাকে এবং তাদেরকে যারা এই কালামকে অবিশ্বাস করে (অর্থাৎ তাদের প্রতি আযাব বিলম্বিত হওয়ায় তুমি দুঃখ করবে না) আমি তাদেরকে ক্রমে ক্রমে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাচ্ছি এভাবে যে, তারা টেরও পাচ্ছে না।	فَذَرْنِيْ وَمَنْ يُّكَذِّبُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ ۭ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٤٤﴾
(৪৫) আর আমি তাদেরকে আবকাশ দিচ্ছি, নিশ্চয় আমার কৌশল অতিশয় মজবুত।	وَاُمْلِيْ لَهُمْ ۭ اِنَّ كَيْدِيْ مَتِيْنٌ ﴿٤٥﴾
(৪৬) তুমি কি তাদের নিকট কোন পারিশ্রমিক চাও[২] ফলে তারা সে জরিমানার বোঝায় ভারাক্রান্ত।	اَمْ تَسْـَٔـلُهُمْ اَجْرًا فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُوْنَ ﴿٤٦﴾
(৪৭) না তাদের কাছে গায়বের খবর আছে যে, তারা তা লিপিবদ্ধ করে রাখে?	اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُوْنَ ﴿٤٧﴾

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ যারা কেয়ামতকে অবিশ্বাস করে তুমি তাদেরকে আমার হাতে ছেড়ে দাও, এরপর দেখ আমি কী করি। এখানে 'ছেড়ে দাও' কথাটি একটি বাক-পদ্ধতির অনুসরণে বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য আল্লাহর উপর ভরসা করার কথা বলা। আয়াতের সারমর্ম এই যে, কাফেরদের পক্ষ থেকে বারবার এ দাবী পেশ করা হত যদি আমরা বাস্তবিকই আল্লাহর কাছে অপরাধী হয়ে থাকি এবং আল্লাহ আমাদেরকে আযাব দিতে সক্ষম হন তবে এই মুহূর্তে আমাদেরকে আযাব দেন না কেন? তাদের এ কষ্টদায়ক দাবীর কারণে কখনও কখনও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মনেও এ ধারণা সৃষ্টি হয়ে থাকবে এবং সম্ভবত তিনি কোন সময় এ দুআও করে থাকবেন যে, এদের উপর এই মুহূর্তেই আযাব এসে গেলে অবশিষ্ট লোকদের সংশোধনের পথ হয়ত সুগম হবে। এর প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে, আমার রহস্য আমিই ভাল জানি, আমি তাদেরকে একটা সীমা পর্যন্ত সময় দেই, তাৎক্ষণাৎ আযাব প্রেরণ করি না। এতে তুমি দুঃখিত হয়ো না না। এটা ঢিল দেয়া, যা আযাবেরই একটা অংশ। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও মাআরিফুল কুরআন)

(২) আশ্চর্য ও দুঃখের ব্যাপার হল এ কাফেররা দ্রুত ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তবুও তোমার কথা মানছে না! আখের এর কারণ কী? তুমি কি তাদের কাছে কোন বিনিময় চাও, যার বোঝা তারা বহন করতে পরছে না? না কি তাদের কাছে গায়েবের সংবাদ আসে বা ওহী প্রেরিত হয়, তাই তারা তোমার অনুসরণের প্রয়োজন বোধ করে না? কোন না কোন কারণ তো থাকা চাই। না এসব কিছুই না। নিছক বিদ্বেষ ও হঠকারিতাই তাদের হক গ্রহণের পথে বাধা। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪৪-৪৫ নং আয়াতদ্বয়:

১. কাফেরদের প্রতি তৎক্ষণাৎ আযাব প্রেরণ না করা এবং তাদের দীর্ঘ হায়াত ও ধন-ঐশ্বর্য তাদের প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রমাণ নয়; বরং এটা ঢিল দেয়া যা আযাবেরই অংশ বিশেষ।

২. কাফেরদের বিরুদ্ধে আল্লাহ তাআলা সুক্ষ্ম কৌশল গ্রহণ করে থাকেন।

৩. কাফেরদের বিরুদ্ধে গৃহীত আল্লাহ কৌশল অতি মজবূত হয়ে থাকে।

● ৪৬ নং আয়াত:

১. রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দীনী দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে পারিশ্রমিক গ্রহণ করতেন না।

২. দীনী দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে পারিশ্রমিক গ্রহণ না করা উত্তম। এতে দাওয়াত অধিক কার্যকর হয়।

● ৪৭ নং আয়াত:

১. আয়াতে বলা হয়েছে, কাফেরদের দাবির স্বপক্ষে কোন গায়বী জ্ঞান তথা ওহীর জ্ঞান ছিল না।

২. কাফেররা দ্রুত ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যায়, তবুও তারা নবীর কথা মানে না।

(৪৮) অতএব তুমি তোমার প্রতিপালকের সিদ্ধান্তের জন্য ধৈর্য্যধারণ কর[১], আর মৎস-সহচরের ন্যায়[২] হবে না, যখন সে প্রার্থনা করেছিল এবং চিন্তায় মর্মাহত ছিল[৩]।	فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ ۘ اِذْ نَادٰى وَهُوَ مَكْظُوْمٌ ﴿٤٨﴾
(৪৯) যদি তার প্রতিপালকের অনুগ্রহ তার সহায় না হত[৪] সে উন্মুক্ত প্রান্তরে নিক্ষিপ্ত হত শোচনীয়ভাবে।	لَوْلَآ اَنْ تَدٰرَكَهٗ نِعْمَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ لَنُبِذَ بِالْعَرَآءِ وَهُوَ مَذْمُوْمٌ ﴿٤٩﴾
(৫০) অতঃপর তার প্রতিপালক তাকে মনোনীত করলেন এবং তাকে উপযুক্তদের অন্তর্ভূক্ত করলেন।	فَاجْتَبٰىهُ رَبُّهٗ فَجَعَلَهٗ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٥٠﴾
(৫১) আর এ কাফেররা যখন কুরআন শোনে তখন এরূপ মনে হয় যে, তারা তোমাকে তাদের দৃষ্টি দ্বারা আছাড় দিয়ে ফেলে দিবে[৫] এবং বলে যে, নিশ্চয় এ ব্যক্তি তো উম্মাদ।	وَاِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُوْلُوْنَ اِنَّهٗ لَمَجْنُوْنٌ ﴿٥١﴾
(৫২) অথচ এ কুরআন তো সারা বিশ্বের জন্য উপদেশ[৬]।	وَمَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿٥٢﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্তনা দিয়ে বলেছেন, কাফেরদের শাস্তি অবধারিত। তবে এখন তাদেরকে ঢিল দেয়া হচ্ছে। সময়মত কঠোরভাবে পাকড়াও করা হবে। অতএব তুমি তোমার রবের এ সিদ্ধান্তের উপর ধৈর্যধারণ কর এবং মৎসগ্রাসে পতিত ইউনুসের ন্যায় মনক্ষুণ্ন হয়ো না। তিনি অযাব না আসার কারণে মনক্ষুণ্ন হয়ে অন্যত্র চলে যান। (বয়ানুল কুরআন)

(২) এখানে হযরত ইউনুস (আ.)-কে মৎস-সহচর বলা হয়েছে। কেননা তিনি কিছুকাল মাছের পেটে ছিলেন।

(৩) এটা ছিল কয়েকটা চিন্তার সমষ্টি। স্বীয় উম্মতদের ঈমান না আনা, তাদের উপর থেকে আযাব সরে যাওয়া, আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত তাঁর সে স্থান ত্যাগ করা, মাছের পেটে আবদ্ধ হওয়া। আর সে দুআটি ছিল لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ। এ দুআ পাঠ করার পর আলাহর অনুগ্রহ হয় এবং তিনি মাছের পেট থেকে মুক্তি পান। (বয়ানুল কুরআন)

(৪) অর্থাৎ যদি হযরত ইউনুস (আ.)–এর তওবা কবুল না হত তবে যে প্রান্তরে তিনি মাছের পেট থেকে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন, সে প্রান্তরে ইজতিহাদী ভুলের কারণে আল্লাহ কর্তৃক নিন্দিত হয়ে শোচনীয়ভাবে পড়ে থাকতেন। কিন্তু যেহেতু পূর্বেই তার তওবা কবুল হয়েছে তাই এ নিক্ষেপ লাঞ্ছনাকর ছিল না। (বয়ানুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৫) অর্থাৎ কাফেররা যখন কুরআন শোনে তখন রাগে তাদের ফেঁটে পড়ার উপক্রম হয় এবং এতখানি তীর্যক ও ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তোমার প্রতি দেখে যেন তোমাকে স্বস্থান থেকে সরিয়ে দিবে এবং মুখেও চিৎকার করে বলে, এ ব্যক্তি পাগল হয়ে গেছে। তার কথা শ্রবণযোগ্য নয়। এভাবে তাদের উদ্দেশ্য তোমার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটানো। কিন্তু তুমি সদা তোমার পথে অটল অবিচল থাক এবং মনক্ষুণ্ন হয়ে কোন বিষয়ে তাড়াহুড়া বা শিথিলতা গ্রহণ করবে না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী) কোন কোন তাফসীরবিদ এ আয়াতের সাথে সম্পর্কিত একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। মক্কার জনৈক ব্যক্তি নজর লাগানোর কাজে খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। তারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নজর লাগানোর উদ্দেশ্যে সে ব্যক্তিকে ডেকে আনল। সে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে নজর লাগানোর চেষ্টা করল। কিন্তু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ পাঠ করেন। ফলে সে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত ক'টি নাযিল হয়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও মাআরিফুল কুরআন)

(৬) এ কুরআন সারা বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশ। কাজেই এরূপ কালামের অধিকারী কখনও পাগল হতে পারে না।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪৮-৫০ নং আয়াতসমূহ:

১. রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সবর করতে বলা হয়েছে। এবং মৎসগ্রাসে পতিত ইউনুস (আ.)–এর ন্যায় মনক্ষুণ্ন না হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

২. হযরত ইউনুস (আ.)কে মৎস-সহচর বলা হয়েছে–এ থেকে বুঝা যায় তিনি কিছুকাল মাছের পেটে ছিলেন।

৩. হযরত ইউনুস (আ. উম্মতদের ঈমান না আনা, তাদের উপর থেকে আযাব সরে যাওয়া, আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত তাঁর সে স্থান ত্যাগ করা, মাছের পেটে আবদ্ধ হওয়া ইত্যাদি কারণে) মনক্ষুন্ন ছিলেন।

৪. হযরত ইউনুস (আ.)–এর প্রতি আল্লাহর খাস অনুগ্রহ হয়েছিল।

● ৫১-৫২ নং আয়াতদ্বয়:

১. নজর লাগা একটা বাস্তব সত্য। সহীহ হাদীছসমূহেও এর সত্যতা সমর্থিত হয়েছে।

২. হযরত হাসান বসরী (রহ.) বলেন, নজর লাগা ব্যক্তির গায়ে– وَاِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত পাঠ করে ফুঁক দিলে নজর লাগার অশুভ প্রতিক্রিয়া দূর হয়ে যায়। (মাআরিফুল কুরআন)

৩. নবীকে উম্মাদ আখ্যা দেয়া ছিল অমূলক। কারণ যার কাছে ওহী ও উপদেশ নাযেল হয় সে কীকরে উম্মাদ হতে পারে। একজন উম্মাদের প্রতি কি ওহী নাযেল হতে পারে।

● ৫৩ নং আয়াত:

১. কুরআন হচ্ছে উপদেশ বাণীতে সমৃদ্ধ।

২. কুরআন সমগ্রজগৎবাসীর জন্য। এ থেকে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিশ্বজনীন নবুয়তও প্রমাণিত হয়।

www.maktabatulabrar.com

(৬৯) সূরা আল-হাক্কাহ[১] মক্কী
৫২ আয়াত, ২ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

(১) সেই সত্য ঘটনা[২]।	اَلْحَآقَّةُ ۝١
(২) কী সেই সত্য ঘটনা?	مَا الْحَآقَّةُ ۝٢
(৩) আর তুমি কিছু জান সেই সত্য ঘটনা কি, কত ভীষণ[৩]!	وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْحَآقَّةُ ۝٣

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) সূরার সারকথাঃ এই সূরায় কেয়ামতের ভয়াবহ ঘটনাবলী ও পাপাচারীদের শাস্তি এবং মুমিন খোদাভীরুদের প্রতিদানের কথা বর্ণিত হয়েছে। এই সূরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু দু'টি। কুরআন কারীমের সত্যতা প্রমাণ এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর আরোপিত অপবাদ খণ্ডন করা।

(২) এ আয়াতে কিয়ামতকে اَلْحَآقَّةُ নামে অভিহিত করা হয়েছে। اَلْحَآقَّةُ শব্দের অর্থ প্রমাণিত সত্য। আর কেয়ামত যেহেতু সত্য, সুনিশ্চিত তাই একে اَلْحَآقَّةُ নামে অভিহিত করা হয়েছে। এখানে কেয়ামতের এ নাম উল্লেখ করে বার বার প্রশ্ন করে ইংগিত করা হয়েছে যে, কেয়ামত সকল প্রকার অনুমানের উর্ধে এবং সাংঘাতিক ভয়াবহ!

(৩) অনুবাদে "কত ভীষণ" শব্দ যোগ করার কারণ হল التكرار والاستفهام لزيادة التفخيم و التهويل (صفوة التفاسير)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১–৩ নং আয়াতসমূহ:

১. কেয়ামত সুনিশ্চিত এবং সকল প্রকার সন্দেহের উর্দ্ধে।

২. কেয়ামত সাংঘাতিক ভয়াবহ!

(৪) ছামূদ ও আদ গোত্র অস্বীকার করেছিল সেই করাঘাতকারী বিষয়কে[১]।	كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ وَعَادٌۢ بِالْقَارِعَةِ ۝٤
(৫) সুতরাং ছামূদ সম্প্রদায়, তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে এক সিমাহীন বিপর্যয়[২] দ্বারা।	فَاَمَّا ثَمُوْدُ فَاُهْلِكُوْا بِالطَّاغِيَةِ ۝٥

www.maktabatulabrar.com

(৬) আর আদ সম্প্রদায়, তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা ও শোঁ শোঁ আওয়াজসম্পন্ন প্রবল ঝঞ্ঝাবায়ু দ্বারা।	وَاَمَّا عَادٌ فَاُهْلِكُوْا بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ۝٦
(৭) যে বায়ুকে আল্লাহ তাদের উপর নিযুক্ত রাখেন সাত রাত ও আট দিন পর্যন্ত বিরামহীন-ভাবে[৩], অতএব তুমি সে সম্প্রদায়কে সেখানে দেখতে পেতে লুটিয়ে পড়া অবস্থায়, যেন তারা সারশূন্য[৪] উৎপাটিত খেজুর বৃক্ষের কাণ্ডসব।	سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَّثَمٰنِيَةَ اَيَّامٍ ۙ حُسُوْمًا ۙ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعٰى ۙ كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ۝٧
(৮) সুতরাং তাদের কাউকেও তুমি অবশিষ্ট দেখতে পাও কি[৫]?	فَهَلْ تَرٰى لَهُمْ مِّنْۢ بَاقِيَةٍ ۝٨

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এ আয়াতে কেয়ামতকে اَلْقَارِعَةِ নামে অভিহিত করা হয়েছে। اَلْقَارِعَةِ শব্দের অর্থ, খট খট শব্দকারী। কেয়ামত যেহেতু স্বীয় ভয়াবহতা দ্বারা মানুষের অন্তরে আঘাত করবে এবং সব মানুষকে ব্যাকুল ও অস্থির করে দিবে, তাই কেয়ামতকে اَلْقَارِعَةِ বলা হয়েছে।

(২) اَلطَّاغِيَةِ শব্দের অর্থ সীমালংঘনকারী। এখানে উদ্দেশ্য এমন কঠোর শব্দ যা সারা দুনিয়ার শব্দসমূহের বাইরে ও বেশি। মানুষের মন মস্তিষ্ক এমন শব্দ বরদাশত করতে পারে না। ছামূদ গোত্রের অবাধ্যতা সীমা ছাড়িয়ে গেলে তাদের উপর এ শব্দের আকারেই আযাব এসেছিল। ফলে তাদের হৃদপিণ্ড ফেটে গিয়েছিল। (মাআরিফুল কুরআন)

(৩) এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে– বুধবারের সকাল থেকে এ প্রচণ্ড বায়ুর আযাব শুরু হয়ে পরবর্তী বুধবারের সন্ধ্যা পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এভাবে দিন আটটা ও রাত সাতটা হয়েছিল। (মাআরিফুল কুরআন)

(৪) যে জাতি অহংকারের আতিশয্যে বলত, من اشد منا قوة (শক্তিতে আমাদের চেয়ে প্রবল কে?) তারা আমার বায়ুর মুকাবেলা করতে পারল না। এমন বিশালকায় পালোয়ানরা বাতাসের ঝাপটায় এভাবে ভূপাতিত হয়েছে যেন সারশূন্য খেজুর গাছের কাণ্ডসমূহ উপর থেকে যার মাথা কর্তিত হয়েছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৫) আদ সম্প্রদায়ের চিহ্নও বাকি থাকেনি। আল্লাহ তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দেন।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪ নং আয়াত:

আয়াত দ্বারা প্রমাণিত: ছামূদ ও আদ– উভয় সম্প্রদায় কিয়ামত অস্বীকারকারী ছিল।

● ৫-৭ নং আয়াতসমূহ:

আয়াতসমূহে ছামূদ ও আদ সম্প্রদায়ের শাস্তির বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। কাফেরদের প্রতি দুনিয়ার এ শাস্তি কেয়ামতে কুবরার ক্ষুদ্র নমুনা মাত্র।

(৯) আর ফেরাউন ও তার পূর্ববর্তীরা[১] এবং উল্টে যাওয়া জনপদসমূহ[২] জঘন্য পাপ করল।	وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهٗ وَالْمُؤْتَفِكٰتُ
(১০) তারা তাদের প্রতিপালকের রসূলকে অমান্য করল, ফলে তিনি তাদেরকে কঠোরভাবে পাকড়াও করলেন।	بِالْخَاطِئَةِ ۝٩ فَعَصَوْا رَسُوْلَ رَبِّهِمْ فَاَخَذَهُمْ اَخْذَةً رَّابِيَةً ۝١٠

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ আদ ও ছামূদ সম্প্রদায়ের পর ফিরআউন অহংকার প্রদর্শন করল এবং তার পূর্বে নূহ, শুআয়েব ও লূত সম্প্রদায় পাপাচারে লিপ্ত হল। তারা সবাই স্বীয় নবীকে অমান্য করল। পরিণামে আল্লাহ তাদের সবাইকে কঠোরভাবে পাকড়াও করলেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) এখানে الْمُؤْتَفِكٰتُ (উল্টে যাওয়া জনপদসমূহ) বলে লূত সম্প্রদায়ের জনপদকে বোঝানো হয়েছে। সেই জনপদের অধিবাসীদের জঘন্য পাপাচারের দরুন আল্লাহর নির্দেশে হযরত জিবরাইল (আ.) নিজের ডানার আঘাতে তাদের বস্তিগুলো আসমান পর্যন্ত উঠিয়ে উল্টিয়ে ফেলে দেন।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৯-১০ নং আয়াতদ্বয়:

আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে, ফেরাউনী সম্প্রদায়, তাদের পূর্ববর্তীরা এবং লূত সম্প্রদায় জঘন্য পাপে লিপ্ত হওয়ায়, তাদের রসূলকে অমান্য করায় আল্লাহ তাআলা তাদেরকে কঠোরভাবে পাকড়াও করলেন।

(১১) যখন পানি স্ফীত হয়েছিল তখন আমি তোমাদেরকে নৌযানে আরোহণ করিয়েছিলাম[১]।	اِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَآءُ حَمَلْنٰكُمْ فِى الْجَارِيَةِ ۝١١
(১২) যেন আমি সে ব্যাপারকে তোমাদের জন্য একটি স্মরণীয় বস্তু[২] করি এবং স্মরণকারী কান তা স্মরণ রাখে।	لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَّتَعِيَهَآ اُذُنٌ وَّاعِيَةٌ ۝١٢
(১৩) অতঃপর যখন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে৩- একটি মাত্র ফুৎকার।	فَاِذَا نُفِخَ فِى الصُّوْرِ نَفْخَةٌ وَّاحِدَةٌ ۝١٣
(১৪) এবং যমীন ও পর্বতমালা উত্তোলিত হবে অতঃপর উভয়কে একটিমাত্র আঘাতে একবারেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হবে।	وَّحُمِلَتِ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً ۝١٤
(১৫) সুতরাং সে দিন সে সত্য ঘটনা সংঘটিত হবে।	فَيَوْمَئِذٍ وَّقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۝١٥

(১৬) এবং আসমান বিদীর্ণ হয়ে যাবে আর তা সেদিন খুব দুর্বল হবে[৪]।	وَانْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَهِىَ يَوْمَئِذٍ وَّاهِيَةٌ ۝١٦
(১৭) এবং ফেরেশতাগণ আসমানের কিনারায় এসে পড়বে, আর সেদিন তোমার রবের আরশকে আটজন ফেরেশতা[৫] তাদের উর্ধে ধারণ করে রাখবে।	وَّالْمَلَكُ عَلٰٓى اَرْجَآئِهَا ۭ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمٰنِيَةٌ ۝١٧
(১৮) যেদিন তোমাদেরকে (হিসাবের জন্য) উপস্থিত করা হবে, তোমাদের কোন গোপন বিষয় গোপন থাকবে না[৬]।	يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُوْنَ لَا تَخْفٰى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ۝١٨

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ তোমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে –যারা নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায়ভূক্ত ছিল, তাদেরকে– নৌকায় আরোহণ করিয়ে মহাপ্লাবন থেকে রক্ষা করেছিলাম। এটা তোমাদেরকে শোনানোর কারণ হল এই যে, তাদের মাধ্যমেই তোমরা অস্তিত্বপ্রাপ্ত হয়েছ। (বয়ানুল কুরআন)

(২) হযরত নূহ (আ.)-এর যুগে যে মহা প্লাবন সংঘটিত হয়েছিল। বাহ্যত তার হাত থেকে বাঁচার কারো কোন উপায় ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা কাফেরদেরকে নিমজ্জিত করেন এবং স্বীয় অনুগ্রহে মুমিনদেরকে রক্ষা করেন। আল্লাহ তাঁর কুদরতের এ কারিশমা এজন্য প্রদর্শন করলেন যেন কিয়ামত পর্যন্ত অনাগত মানুষ এ ঘটনা স্মরণ রাখে এবং উপদেশ গ্রহণ করে এবং যে কান সত্য কথা শুনে বুঝে তা সংরক্ষণ করে। সে যেন কখনও আল্লাহর বিরাট অনুগ্রহের কথা বিস্মৃত না হয় এবং অনুধাবন করে যে, যেমন এ পৃথিবীতে অনুগতদেরকে অবাধ্যদের থেকে পৃথক রাখা হয় তেমনি কেয়ামতের ভয়াবহ দিনেও তারা পৃথক থাকবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) কুরআন ও হাদীছ দ্বারা কিয়ামতে শিংগার দুটি ফুঁৎকার প্রমাণিত আছে। প্রথম ফুঁৎকারের ফলে আসমানের ফেরেশতা, পৃথিবীতে বসবাসকারী মানুষ, জিন ও জীব-জন্তু অজ্ঞান হয়ে যাবে। অতঃপর এ অজ্ঞান অবস্থায় সবার মৃত্যু ঘটবে। আর দ্বিতীয় ফুৎকারের মাধ্যমে সকল মৃত জীবিত হয়ে উঠবে। আলোচ্য আয়াতে প্রথম ফুঁৎকারের কথা বলা হয়েছে। এ ফুৎকারের সাথে সাথে আসমান-যমীন নিজ নিজ স্থান থেকে উত্তোলিত হবে এবং সবকিছু চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। সুতরাং সেদিনই কেয়ামত সংঘটিত হবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) আজ যে আসমান এতটা মযবুত ও সুদৃঢ়, কত হাজার বছর অতিক্রান্ত হয়েছে অথচ কোথাও সামান্য ফাটলও সৃষ্টি হয়নি, সেদিন এ আসমান বিদীর্ণ হয়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। আর যখন মাঝখান থেকে ফাটা শুরু হবে তখন ফেরেশতাগণ কিনারায় এসে পড়বে। পরে তাদেরও মৃত্যু ঘটবে। এসব ঘটনা শিংগায় প্রথম ফুঁৎকারের সময় সংঘটিত হবে। (বয়ানুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৫) এখান থেকে দ্বিতীয় ফুৎকারের পরবর্তী ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে। হাদীছে বর্ণিত আছে, এখন চারজন ফেরেশতা আরশ বহন করে আছে। কেয়ামতের দিন আটজন ফেরেশতা বহন করে থাকবে এবং আটজন ফেরেশতা আরশ বহন করে কেয়ামতের মাঠে আনবে। অতঃপর হিসাব-নিকাশ আরম্ভ হবে। (বয়ানুল কুরআন)

www.maktabatulabrar.com

(৬) অর্থাৎ যে দিন হিসাব-নিকাশের জন্য আল্লাহর আদালাতে হাজির করা হবে সেদিন নেকী-বদী কোন কিছুই গোপন থাকবে না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১১-১২ আয়াতদ্বয়:

১. নূহ সম্প্রদায়ের কাফেরদের উপর আযাব ও মুমিনদের রক্ষার জন্য নৌযানে আরোহণের কথা তুলে ধরা হয়েছে।

২. আল্লাহর আযাব ও শাস্তি তামাশা বানানোর জিনিষ নয় বরং এর থেকে উপদেশ গ্রহণ করা উচিৎ।

● ১৩-১৬ নং আয়াতসমূহ:

এসব আয়াতে কেয়ামতের সময়ে প্রথম ফুঁৎকারের পরে সংঘটিত কিছু বিষয়ের কথা তুলে ধরে বোঝানো হয়েছে কেয়ামত সুনিশ্চিত সত্য। এর অস্বীকারকারী কাফের।

● ১৭-১৯ নং আয়াতসমূহ:

১. আয়াতসমূহে দ্বিতীয় ফুঁৎকারের পরে সংঘটিত কিছু বিষয় তুলে ধরা হয়েছে এবং হিসাব নিকাশের কথার দিকে সংক্ষেপে ইংগিত করা হয়েছে।

২. আল্লাহর কাছে কোন কিছুই গোপন নয় সেমতে প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য কোনকিছুর হিসাব নিতে তাকে বেগ পেতে হবে না।

فَاَمَّا مَنْ اُوْتِیَ كِتٰبَهٗ بِیَمِیْنِهٖ ۙ فَیَقُوْلُ هَآؤُمُ اقْرَءُوْا كِتٰبِیَهْ ﴿۱۹﴾	(১৯) অতঃপর যার আমলনাম তার ডান হাতে দেয়া হবে সে ব্যক্তি বলবে, নাও আমার আমলনামা পড়ে দেখ[১]।
اِنِّیْ ظَنَنْتُ اَنِّیْ مُلٰقٍ حِسَابِیَهْ ﴿۲۰﴾	(২০) আমার বিশ্বাস ছিল যে নিশ্চয় আমি আমার হিসাবের সম্মুখীন হব[২]।
فَهُوَ فِیْ عِیْشَةٍ رَّاضِیَةٍ ﴿۲۱﴾	(২১) ফলকথা সে যাপন করবে সন্তোষজনক জীবন,
فِیْ جَنَّةٍ عَالِیَةٍ ﴿۲۲﴾	(২২) সুউচ্চ জান্নাতে,
قُطُوْفُهَا دَانِیَةٌ ﴿۲۳﴾	(২৩) যার ফলরাশি নিকটবর্তী (নাগালের ভিতরে) থাকবে।
كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِیْٓـًٔا بِمَآ اَسْلَفْتُمْ فِی الْاَیَّامِ الْخَالِیَةِ ﴿۲۴﴾	(২৪) (তাদেরকে বলা হবে,) তোমরা পানাহার কর অনায়াসে, তৃপ্তির সাথে[৩], সে সকল কাজের বিনিময়ে যা তোমরা বিগত কালে প্রতিদানের আশায় করেছিলে[৪]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) আমলনামা ডান হাতে আসা নাজাতপ্রাপ্ত হওয়ার দলীল। ফলে সে আহলাদে আটখানা হয়ে স্বীয় আমলনামা যে কোন ব্যক্তিকে দেখাতে থাকবে এবং বলবে, লও আমার আমলনামা পড়ে দেখ! (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

www.maktabatulabrar.com

(২) আমি দুনিয়াতে বিশ্বাসে করতাম অবশ্যই আমাকে হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে। এ বিশ্বাসে আমি আল্লাহকে ভয় করেছি। দুনিয়াতেই নিজের আমলের হিসাব-নিকাশ করেছি। কাজেই আজ তার হৃদয় জুড়ানো ফল সম্মুখে দেখছি। আল্লাহর রহমতে আমার হিসাব একেবারে পরিষ্কার। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) অর্থাৎ দুনিয়াতে তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণে বিরত ছিলে। ক্ষুদা-পিপাসার বিভিন্ন কষ্ট সহ্য করেছিলে। কাজেই আজ কোন বাধা-বিঘ্ন নেই। যা মন চয় সানন্দে তৃপ্তির সাথে পানাহার কর।

(৪) বয়ানুল কুরআনের আলোকে بِمَآ اَسْلَفْتُمْ –এর তর্জমা করা হয়েছে "সে সকল কাজের বিনিময়ে যা তোমরা বিগতকালে প্রতিদানের আশায় করেছিলে"। সেখানে লেখা হয়েছে– معنى الاسلاف تقديم ما ترجوان يعود عليك بخير

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৯-২৪ আয়াতসমূহ:

১. যারা ডান হাতে আমলনামা প্রাপ্ত হবে তারা আনন্দে অন্যদেরকে তা পড়তে বলবে।

২. "আমার বিশ্বাস ছিল নিশ্চয় আমি আমার হিসাবের সম্মুখীন হব" এ কথা থেকে বুঝা যায় ডান হাতে আমলনামা প্রাপ্তির জন্য ঈমান শর্ত।

৩. যারা ডান হাতে আমলনামা প্রাপ্ত হবে তাদের আরামের যিন্দেগী হবে।

وَاَمَّا مَنْ اُوْتِیَ كِتٰبَهٗ بِشِمَالِهٖ ۙ فَیَقُوْلُ یٰلَیْتَنِیْ لَمْ اُوْتَ كِتٰبِیَهْ ﴿۲۵﴾	(২৫) আর যার আমলনামা তার বাম হাতে দেয়া হবে সে (আক্ষেপের সাথে) বলবে, কী উত্তম হত যদি আমার আমলনামা আমাকে দেয়াই না হত।
وَلَمْ اَدْرِ مَا حِسَابِیَهْ ﴿۲۶﴾	(২৬) এবং আমি এটাই জানতে না পারতাম যে, আমার হিসাব-নিকাশ কী?
یٰلَیْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِیَةَ ﴿۲۷﴾	(২৭) কী উত্তম হত যদি সে মৃত্যুই আমাকে নিঃশেষ করে দিত[১]।
مَآ اَغْنٰی عَنِّیْ مَالِیَهْ ﴿۲۸﴾	(২৮) আমার ধন-সম্পদ আমার কোনই কাজে আসল না।
هَلَكَ عَنِّیْ سُلْطَانِیَهْ ﴿۲۹﴾	(২৯) আমার ক্ষমতা-প্রতিপত্তিও আমার থেকে অপসৃত হয়েছে[২]।
خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ ﴿۳۰﴾	(৩০) (ফেরেশতাদেরকে বলা হবে,) ধর এ ব্যক্তিকে এবং তাকে বেড়ী পরিয়ে দাও[৩],
ثُمَّ الْجَحِیْمَ صَلُّوْهُ ﴿۳۱﴾	(৩১) অতঃপর তাকে দোযখে ঢোকাও।
ثُمَّ فِیْ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ ﴿۳۲﴾	(৩২) অতঃপর তাকে একটা এমন শৃংখলে শৃংখলিত কর যার দৈর্ঘ সত্তর হাত[৪]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ পুনরুত্থান না হত। কিন্তু আফসোস! পুনরুত্থান হল, আমলনামা প্রদান করা হল, এবং হিসাব-নিকাশও আরম্ভ হয়ে গেল। (বয়ানুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ দুনিয়াতে অন্যদের উপর আমার ক্ষমতা ও অধিপত্য ছিল। আমি সবার বড় একজন। আজ সে রাজত্ব ও বড়ত্ব কোনই কাজে আসল না।

(৩) অর্থাৎ ফেরেশতাদেরকে আদেশ করা হবে এ অপরাধীকে ধর এবং তার গলদেশে বেড়ী পরিয়ে দাও। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর এবং সত্তর হাত দীর্ঘ শৃংখলে আবদ্ধ কর যেন আগুনে জ্বলা অবস্থায়ও এদিক-সেদিক নড়তে না পারে। কেননা এতেও কিছুটা হালকাবোধ হয়।

(৪) এই হাতের পরিমাণ আল্লাহই ভাল জানেন। কেননা এর পরিমাণ পরলোকের হিসাবে হবে। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৫–২৯ নং আয়াতসমূহ:

আয়াতসমূহে যাদেরকে বাম হাতে আমলনামা দেয়া হবে তারা কী বলে আক্ষেপ করবে তার বিবরণ প্রদান করা হয়েছে।

● ৩০–৩২ নং আয়াতসমূহ:

আয়াতসমূহে বলা হয়েছে, যাদের বাম হাতে আমলনামা আসবে তাদেরকে গলায় বেড়ী পরিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। জাহান্নামে সত্তর হাত দীর্ঘ শৃংখলে তাদেরকে শৃংখলিত করে রাখা হবে। (আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করেন!)

(৩৩) এ ব্যক্তি মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখত না।	اِنَّهٗ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ ﴿٣٣﴾
(৩৪) এবং মিসকীনকে আহার্য দানে উৎসাহ প্রদান করত না[১]।	وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ﴿٣٤﴾
(৩৫) অতএব আজ এখানে সে ব্যক্তির জন্য কোন সুহৃদ নেই[২]।	فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هٰهُنَا حَمِيْمٌ ﴿٣٥﴾
(৩৬) এবং কোন আহার্য বস্তুও নেই ক্ষতনিঃসৃত স্রাব ব্যতীত[৩]।	وَّلَا طَعَامٌ اِلَّا مِنْ غِسْلِيْنٍ ﴿٣٦﴾
(৩৭) যা অপরাধীরা ব্যতীত আর কেউ ভক্ষণ করবে না[৪]।	لَا يَاْكُلُهٗۤ اِلَّا الْخَاطِئُوْنَ ﴿٣٧﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ সে দুনিয়াতে না আল্লাহর হক চিনেছে না বান্দার হক চিনেছে। ফকীর-মিসকীনদের নিজে খেদমত করবে দূরের কথা অন্যকেও এ ব্যাপারে উৎসাহ দেয় না। সুতরাং যখন আল্লাহর প্রতি যথাযথ ঈমান নেই নাজাত কীভাবে হবে? এবং যখন ছোট বড় কোন নেক কাজও সে করতে পারেনি তখন আযাব হালকা হওয়ারও কোন উপায় নেই। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

www.maktabatulabrar.com

(২) অর্থাৎ আজ তার কোন বন্ধু তাকে কোনরূপ সাহার্য করতে পারবে না এবং আযাব থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

(৩) তার খাদ্য জাহান্নামীদের ক্ষতনিঃসৃত রক্ত, পূজ ও পানি ব্যতীত কিছু হবে না। 'কিছু হবে না' অর্থ কোন সুখাদ্য হবে না। এ খাদ্যের অনুরূপ অন্য কোন নোংরা খাদ্য হতে পাবে। যেমন অন্য আয়াতে জাহান্নামীদের খাদ্য "যাক্কুম" উল্লেখ করা হয়েছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও মাআরিফুল কুরআন)

(৪) অর্থাৎ কাফেররা ছাড়া আর কেউ ভক্ষণ করবে না।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩৩–৩৭ নং আয়াতসমূহ:

১. কাফেরদের জাহান্নামে যাওয়ার ও শাস্তি লাঘব না হওয়ার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাদের ঈমানও নেই, ছোট-বড় নেক কাজও নেই। কাজেই নাজাত কীভাবে হবে? এবং আযাব হালকা হওয়ারই বা উপায় কী?

২. পরকালে কাফেরদের কোন বন্ধু তাদেরকে কোনরূপ সাহার্য করতে পারবে না এবং আযাব থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

৩. জাহান্নামীদের ক্ষতনিঃসৃত রক্ত, পূজ ও পানি ব্যতীত জাহান্নামীদের জন্য কোন সু-খাদ্য থাকবে না।

(৩৮) অতঃপর আমি সে সকল বস্তুরও শপথ করছি- যা তোমরা দেখছ,	فَلَاۤ اُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُوْنَ ﴿٣٨﴾
(৩৯) আর সে সব বস্তুরও যা তোমরা দেখছ না[১]।	وَمَا لَا تُبْصِرُوْنَ ﴿٣٩﴾
(৪০) নিশ্চয় এ কুরআন একজন সম্মানিত ফরেশতার আনীত বাণী[২]।	اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ﴿٤٠﴾
(৪১) এবং এটা কোন কবির উক্তি নয়, তোমরা অতি অল্পই ঈমান আন[৩]।	وَّمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ؕ قَلِيْلًا مَّا تُؤْمِنُوْنَ ﴿٤١﴾
(৪২) আর না এটা কোন গণকের কথা[৪], তোমরা খুব কম অনুধাবন কর।	وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٤٢﴾
(৪৩) (বরং এটা) সকল জাহানের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।	تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٣﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবীর শপথ। কেউ কেউ বলেন 'যা দেখ না' বলে আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলীকে বোঝানো হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন, 'যা দেখ' বলে দুনিয়ার বস্তুসমূহ এবং 'যা দেখছ না' বলে পরকালের বস্তুসমূহ বোঝানো হয়েছে।

(২) অর্থাৎ জান্নাত-জাহান্নাম সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়েছে এটা কবির কল্পনাও নয় আবার গণকের

অনুমানও নয়। বরং এটা আল্লাহর কালাম, যা আসমান থেকে এক সম্মানিত ফেরেশতা এক মহান নবীর নিকট নিয়ে এসেছেন। যিনি নিয়ে এসেছেন, যার নিকট এসেছেন, উভয়েই কারীম তথা অত্যন্ত সম্মানিত। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) কুরআন আল্লাহর কালাম হওয়ার ব্যাপারে ইয়াকীনের কিঞ্চিত ঝলকানি কখনও কখনও তোমাদের অন্তরে ক্ষীণ আলোর সঞ্চার করে থাকে। তবে তা খুবই সামান্য যা নাজাতের জন্য যথেষ্ট নয়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) কাফেরদের কেউ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে কবি, তাঁর কালামকে কবিতা, আবার কেউ তাঁকে গণক এবং তাঁর কালালকে গণকের কথা বলে আখ্যায়িত করে। কিন্তু তোমরা কি নিরক্ষেপ দৃষ্টিতে বলতে পারবে এটা কোন কবির কবিতা? কবিতার থাকে নিজস্ব ছন্দ, তাল, অথচ এখানে তা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। কবিদের কথা অধিকাংশ হয় বাস্তবতাবিবর্জিত কাল্পনিক, খেয়ালী। আর এ কুরআন, প্রতিষ্ঠিত বাস্তবতা, দ্যর্থহীন নীতিমালা, এবং অকাট্য দলীল-প্রমাণের সমাহার। ভালভাবে অনুধাবনের চেষ্টা কর তবে বুঝতে পারবে এ কুরআন কোন গণকের কথাও নয়। আরবে গণক তারাই হত যাদের ভৃত, প্রেত ও জিনের সাথে ছিল হরদম মাখামাখি। ওদের কাছ থেকে এরা দু'চারটি অদৃশ্যের খণ্ডিত কথা শুনত এবং পরে তা ছন্দায়িত কালামে জনসমক্ষে উপস্থাপন করত। তাদের সে কালাম হত লৌকিক, অর্থহীন শব্দভারে ভারাক্রান্ত। আর এ কুরআন মু'জিযাময়, অলৌকিক। মানব-দানব সবাই মিলেও এর ন্যায় একটি সূরা রচনা করতে সক্ষম হবে না। এর প্রতিটি শব্দ, অক্ষর অর্থবহ, জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎসমূল। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

- ৩৮–৪৩ নং আয়াতসমূহ:

১. কুরআন সম্মানিত ফেরেশতার মাধ্যমে আগত কিতাব।

২. কুরআন কবির কবিতা নয়, গণকের কথাও নয় বরং আল্লাহর প্রেরিত বাণী।

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ ﴿٤٤﴾	(৪৪) আর সে[১] যদি আমার উপর কোন মিথ্যা কথা আরোপ করত।
لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ﴿٤٥﴾	(৪৫) তবে আমি অবশ্যই তার ডান হাত ধরে ফেলতাম।
ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ ﴿٤٦﴾	(৪৬) আতঃপর কেটে দিতাম তার মহা ধমনী[২]।
فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حٰجِزِيْنَ ﴿٤٧﴾	(৪৭) অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ শাস্তি থেকে তার রক্ষাকারী হত না।
وَاِنَّهٗ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٨﴾	(৪৮) আর নিঃসন্দেহে এ কুরআন মুত্তাকীদের জন্য উপদেশ[৩]।
وَاِنَّا لَنَعْلَمُ اَنَّ مِنْكُمْ مُّكَذِّبِيْنَ ﴿٤٩﴾	(৪৯) আর আমি ভালভাবে জানি তোমাদের মধ্যে কতক লোক অবিশ্বাসীও রয়েছে।

www.maktabatulabrar.com

وَاِنَّهٗ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٥٠﴾	(৫০) এবং এ কুরআন নিশ্চয় অবিশ্বাসীদের জন্য পরিতাপের কারণ।
وَاِنَّهٗ لَحَقُّ الْيَقِيْنِ ﴿٥١﴾	(৫১) আর এ কুরআন যথার্থ, সুনিশ্চিত সত্য বাণী[৪]।
فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ﴿٥٢﴾	(৫২) অতএব তুমি তোমার সুমহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ঘোষণা কর।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এখানে 'সে' বলে হযরত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যদি মেনে নেয়া হয় যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর প্রতি একটি অক্ষরও মিথ্যারোপ করেছেন তবে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তাকে প্রাণে হত্যা করতেন (নাউযু বিল্লাহ!)। কেননা অনেক দলীল-প্রমাণ দ্বারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যতা সুপ্রমাণিত হয়েছে। এমতাবস্থায় তড়িৎ কঠোর শাস্তি প্রদান না করা হলে ওহীর নির্ভরতা বিনষ্ট হয়ে যেত। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তির নবী-রসূল হওয়া প্রমাণিত নয়, বরং অকাট্য দলীল দ্বারা তার মিথ্যাবাদী হওয়া সাব্যস্ত হয়েছে তার কথা তো ভ্রুক্ষেপেরই যোগ্য নয়। যেমন কোন ঝাড়ুদার যদি বলে, সরকার আমার মাধ্যমে এ অধ্যাদেশ জারী করেছে, তবে সবাই তাকে পাগল বলে সাব্যস্ত করবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) মহা ধমনী কেটে দিলে মানুষের মৃত্যু হয়। অতএব এখানে উদ্দেশ্য হল হত্যা করা। আর যেহেতু হত্যা করার সময় জল্লাদ অপরাধীর ডান হাত ধরে হত্যা করে থাকে। সুতরাং এ ডান হাত ধরার দ্বারাও প্রাণে হত্যা করার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) যারা আল্লাহকে ভয় করে এ কালাম থেকে একমাত্র তারাই উপদেশ গ্রহণ করবে। আর যার আল্লাহকে ভয় করে না তারা একে অস্বীকার করবে। কিন্তু এক সময় এমন আসবে যখন এ কালাম তাদের জন্য আফসোস ও অনুতাপের কারণ হবে। তখন তারা দুঃখ করে বলবে, হায় কেন আমরা সত্যকে অস্বীকার কছিলাম! যার কারণে আজ এ ভয়াবহ আযাব দেখতে হল! (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) এ কিতাব সুনিশ্চিত সত্য। কাজেই এর উপর সর্বোচ্চ বিশ্বাস স্থাপন করে আল্লাহর তাসবীহ-তাহমীদে রত থাকা উচিৎ। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

- ৪৪–৪৮ নং আয়াতসমূহ:

১. কুরআন রসূলের মনগড়া রচিত এবং আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপিত কিছু নয়।

২. রসূলের পক্ষে আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করা অসম্ভব।

৩. আল্লাহর শাস্তি প্রতিহত করার কেউ নেই।

৪. কুরআন মুত্তাকীদের জন্য উপদেশ। অর্থাৎ, যারা আল্লাহকে ভয় করে এ কালাম থেকে একমাত্র তারাই উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।

● ৪৯-৫২ নং আয়াতসমূহ:

১. কুরআন অস্বীকারকারীদেরকে পরকালে আফসোস করতে হবে।

২. কুরআন সুনিশ্চিত সত্য কিতাব।

৩. সুমহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ঘোষণা করতে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

(৭০) সূরা মা'আরিজ, মক্কী
৪৪ আয়াত, ২ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

سَاَلَ سَآئِلٌۢ بِعَذَابٍ وَّاقِعٍ ①

(১) এক আবেদনকারী[১] সে আযাব সম্বন্ধে আবেদন করল যা পতিত হবে-

لِّلْكٰفِرِيْنَ لَيْسَ لَهٗ دَافِعٌ ②

(২) কাফেরদের উপর, যার কোন প্রতিরোধকারী নেই[২]।

مِّنَ اللّٰهِ ذِى الْمَعَارِجِ ③

(৩) যা আল্লাহর পক্ষ থেকে সংঘটিত হবে, যিনি সোপানসমূহের[৩] (অর্থাৎ আকাশসমূহের) অধিপতি।

تَعْرُجُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ اِلَيْهِ فِىْ يَوْمٍ كَانَ

(৪) (যে সোপানসমূহে আরোহণ করে) ফেরেশতাগণ এবং আত্মাসমূহ তার (আল্লাহর) দিকে ঊর্ধগামী হয়[৪], (এবং সে আযাব[৫] এমন এক দিনে সংঘটিত হবে যার পরিমাণ (পার্থিব) পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান[৬]।

مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ ④

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) শানে নুযূলঃ নাসায়ী শরীফের বর্ণনা অনুযায়ী নযর ইবনে হারিছ এ আযাব চেয়েছিল। সে কুরআন ও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি মিথ্যারোপ করতে যেয়ে ধৃষ্টতাবশত বলেছিল, اَللّٰهُمَّ اِنْ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَآءِ اَوِائْتِنَا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ অর্থাৎ, হে আল্লাহ যদি এ কুরআন আপনার পক্ষ থেকে সত্য হয় তবে আমাদের উপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ করুন অথবা অন্য কোন আযাব প্রেরণ করুন। এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাদের আবেদনের কথা উল্লেখ করেছেন এবং চতুর্থ আয়াতে এর জবাব দিয়েছেন যে, দুনিয়ার শাস্তি আর কত, আসল শাস্তির অপেক্ষা কর যা এমন দিনে আসবে যার পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছর। অর্থাৎ কিয়ামত দিবস। কোন কোন বর্ণনায় আছে আল্লাহ তাআলা নযরকে বদর যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে শাস্তি দেন। তবে আসল আযাব তো কেয়ামতের দিন হবে। (বয়ানুল কুরআন ও মাআরিফুল কুরআন)

(২) কাফেরদের আযাবের এ আবেদন ছিল অবিশ্বাস ও বিদ্রূপমূলক। তাই আল্লাহ তাআলা এর জবাবে বলেছেন, তাদের উপর এমন আযাব পতিত হবে যা কেউ প্রতিহত করতে পরবে না। এটা তাদের নিতান্ত মূর্খতা যে, তারা এমন আযাব চাচ্ছে!

(৩) আয়াতে বর্ণিত ذِى الْمَعَارِجِএর অর্থ দু'টো হতে পারে। এক, সমুচ্চ মর্যাদার অধিকারী, দুই, সোপানসমূহের অধিপতি অর্থাৎ আকাশসমূহের মালিক।

(৪) অর্থাৎ ফেরেশতাগণও মুমিনদের আত্মাসমূহ সেসব সিড়িতে আরোহণ করে আল্লাহর দিকে ঊর্ধগামী হয় এবং তাদের জন্য নির্ধারিত স্থানে অবস্থান করে। আর যেহেতু এ ঊর্ধগমনের পথ হল আসমান তাই একে ذِى الْمَعَارِجِ বা সোপান বলা হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

(৫) "সে আযাব সংঘটিত হবে" কথাটি فِى يَوْمٍ –এর مُتَعَلِّق হিসাবে এখানে উহ্য আছে। (বয়ানুল কুরআন)

(৬) এবং সে প্রতিশ্রুত আযাব এমন দিনে সংঘটি হবে যার পরিমাণ পার্থিব হিসাব অনুযায়ী পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান হবে। এবং সে দিবস হবে কেয়ামতের দিবস। আলোচ্য আয়াতে কেয়ামত দিবসের দৈর্ঘ্য পঞ্চাশ হাজার বলা হয়েছে, অথচ সূরা তানযীলে এক হাজার বছর বলা হয়েছে। বাহ্যত উভয়ের মাঝে বৈপরিত্য মনে হয়। এর জবাব হল সে দিনের দৈর্ঘ্য বিভিন্ন দলের দিক থেকে বিভিন্ন রূপ হবে। কাফেরদের জন্য পঞ্চাশ হাজার বছর এবং হাদীছের বর্ণনা অনুযায়ী মুমিনদের জন্য এক নামাযের ওয়াক্তের সমান হবে। আবার কুফরের স্তর হিসাবে কাফেরদের বিভিন্ন দল থাকবে। সম্ভবত তাদের কোন কোন দলের জন্য এক হাজার বছরের সমান হবে। অস্থিরতা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দের পার্থক্যে সময় দীর্ঘ ও খাটো মনে হওয়া সুবিদিত। সুতরাং কেয়ামতের দৈর্ঘ্য ও সংক্ষিপ্ততা বিভিন্ন লোকের জন্য তাদের অবস্থানুযায়ী বিভিন্ন রূপ হবে। (বয়ানুল কুরআন ও মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১-৪ নং আয়াতসমূহ:

১. খোদায়ী আযাব-গযবকে প্রতিহত করার ক্ষমতা কারো নেই।

২. আল্লাহর কাছে আযাব প্রার্থনা করা হারাম। বরং সর্বদা তাঁর রহমত কামনা করা উচিৎ।

৩. কাফেরদের জন্য কেয়ামতের দিন হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। (৬ নং টীকা দ্রষ্টব্য)

فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيْلًا ⑤

(৫) অতএব তুমি সবর কর[১] এমন সবর যেখানে কোনো প্রকার অভিযোগের নামও না থাকে।

اِنَّهُمْ يَرَوْنَهٗ بَعِيْدًا ⑥

(৬) তারা সে দিনকে দেখছে দূরবর্তী[২]।

وَّنَرٰىهُ قَرِيْبًا ⑦

(৭) আর আমি তাকে দেখছি নিকটবর্তী।

يَوْمَ تَكُوْنُ السَّمَآءُ كَالْمُهْلِ ⑧

(৮) (ঐ আযাব সে দিন সংঘটিত হবে) যে দিন আকাশ হবে গলিত তামার মত;

وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ⑨

(৯) এবং পাহাড়-পর্বত হবে রংগীন (ধুনিত) পশমের মত[৩]।

www.maktabatulabrar.com

وَلَا يَسْـَٔلُ حَمِيْمٌ حَمِيْمًا ۝١٠	(১০) এবং কোন বন্ধু কোন বন্ধুকে জিজ্ঞাসাও করবে না[৪]।
يُّبَصَّرُوْنَهُمْ ؕ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِيْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍۭ بِبَنِيْهِ ۝١١	(১১) যদিও তাদের একের সঙ্গে অন্যকে দেখা সাক্ষাৎ করানো হবে (এবং সেদিন) অপরাধী (কাফের) এ কামনা করবে যে, সেদিনের আযাব থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য স্বীয় সন্তান-সন্ততিদেরকে,
وَصَاحِبَتِهٖ وَاَخِيْهِ ۝١٢	(১২) এবং স্বীয় স্ত্রী ও ভাইকে,
وَفَصِيْلَتِهِ الَّتِيْ تُـْٔوِيْهِ ۝١٣	(১৩) এবং তার খান্দানকে –যারা তাকে আশ্রয় দিত–
وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا ۙ ثُمَّ يُنْجِيْهِ ۝١٤	(১৪) এবং পৃথিবীর সকলে অধিবাসীকে মুক্তিপণ স্বরূপ প্রদান করবে[৫] অতঃপর এ মুক্তিপণ তাকে রক্ষা করবে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ এ কাফেররা যদি অস্বীকার ও বিদ্রূপবশত তড়িৎ আযাব চায় তাহলেও তুমি তাড়াহুড়া করবে না। মনক্ষুন্ন হবে না, কোন প্রকার অভিযোগ মুখে উচ্চারণও করবে না। বরং ধৈর্য ও অবিচলতার সাথে পরিস্থিতির মুকাবেলা করবে। তাদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও তোমার ধৈর্য অবশ্যই ফল বয়ে আনবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) এখানে স্থান ও কালের দিক থেকে নিকট ও দূর বোঝানো হয়নি। বরং সম্ভাব্যতা ও বাস্তবতার দূরবর্তিতা বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, কেয়ামতের প্রতি বিশ্বাস না থাকার কারণে কাফেররা এর বাস্তবতা বরং সম্ভাব্যতাকেও সুদূর পরাহত মনে করে। আর আমার যেহেতু এটা সংঘটিত হওয়ার সঠিক জ্ঞান রয়েছে তাই আমি দেখছি এটা অতি নিকটবর্তী সুনিশ্চিত। (বয়ানুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) সূরা ক্বারিয়ায় ইরশাদ হয়েছে, পর্বতসমূহ ধুনিত পশমের মত হয়ে যাবে। অর্থাৎ কেয়ামতের দিন আসমান গলিত তামার ন্যায় হয়ে যাবে এবং পাহাড়-পর্বত ধুনিত রংগীন পশমের মত উড়তে থাকবে। রংগীন এ জন্য বলা হয়েছে যেহেতু পাহাড়-পর্বত বিভিন্ন রংগের হয়ে থাকে। (বয়ানুল কুরআন)

(৪) কেয়ামতের দিন কোন বন্ধু বন্ধুকে জিজ্ঞাসাও করবে না, সাহায্য তো দূরের কথা। জিজ্ঞাসা না করার কারণ সামনেও না থাকা নয়, বরং আল্লাহর কুদরত তাদের সবাইকে একে অপরের সামনেও করে দিবে, কিন্তু প্রত্যেকে নিজেকে নিয়ে এত ব্যস্ত থাকবে যে, কেউ অপরের প্রতি লক্ষ্য করতে পারবে না। (মাআরিফুল কুরআন)

(৫) কাফেররা কেয়ামতের দিন পৃথিবীর সবকিছু দিয়ে হলেও আযাব থেকে রক্ষা পেতে চেষ্টা করবে কিন্তু তা সম্ভব হবে না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

www.maktabatulabrar.com

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫ নং আয়াত:

আয়াতে সবরে জামীলের নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। সবরে জামীল তথা উত্তম সবর সেটাই যেখানে বাহ্যতও কোনো অভিযোগ-অনুযোগ থাকে না।

● ৫–১৪ নং আয়াতসমূহ:

১. কেয়ামত দূরবর্তী নয় বরং নিকটবর্তী।

২. কেয়ামতের অবস্থা হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। আকাশ হবে গলিত তামার মত, পাহাড়-পর্বত হবে ধুনিত পশমের মত, মানুষ স্ত্রী, পুত্র পরিজনকে মুক্তিপণ দিয়ে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হলেও তা দিতে প্রস্তুত হয়ে যাবে এমনকি তা কামনাও করবে।

৩. কেয়ামতের দিন কোন বন্ধু কোন বন্ধুকে জিজ্ঞাসাও করবে না, সাহায্য তো দূরের কথা।

৪. কেয়ামতের দিন পৃথিবীর সবকিছু দিয়ে আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করলেও রক্ষা হবে না।

كَلَّا ؕ اِنَّهَا لَظٰى ۝١٥	(১৫) এটা কখনও হবে না[১], (বরং) সেটা লেলিহান অগ্নিশিখা।
نَزَّاعَةً لِّلشَّوٰى ۝١٦	(১৬) যা চামড়া (পর্যন্ত) খসিয়ে ফেলবে।
تَدْعُوْا مَنْ اَدْبَرَ وَتَوَلّٰى ۝١٧	(১৭) জাহান্নাম সে ব্যক্তিকে ডাকবে যে (হকের প্রতি) পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে[২] এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।
وَجَمَعَ فَاَوْعٰى ۝١٨	(১৮) এবং সম্পদ সঞ্চয় করেছে অতঃপর আগলে রেখেছে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ কাফেররা আযাব থেকে কখনও মুক্তি পাবে না। বরং সে আযাব জাহান্নামের প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখা হবে যা গায়ের চামড়া পর্যন্ত খসিয়ে ফেলবে।

(২) যে ব্যক্তি হকের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে এবং আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য থেকে বিমুখ হয়েছে এবং অন্যের হক নষ্ট করে কিংবা অতিশয় লোভী হয়ে সম্পদ পুঞ্জিভূত করেছে অতঃপর তা ব্যয় না করে কার্পন্যবশত আগলে রেখেছে অর্থাৎ মালের ফরয ও ওয়াজিব হক আদায় করেনি এমন ব্যক্তিকে জাহান্নাম নিজেই ডাকবে এই বলে যে, হে কাফের, হে মুনাফেক, হে সম্পদ কুক্ষিগতকারী, আমার দিকে আস। এ আওয়াজ শুনে মানুষ এদিক সেদিক পালাতে থাকবে। অতঃপর একটা দীর্ঘ গর্দান বের হয়ে আসবে যা কাফেরদেরকে বেছে বেছে এমনভাবে উঠিয়ে নিবে যেমন জীব-জন্তু যমীন থেকে দানা উঠিয়ে নেয়। (বয়ানুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৫–১৮ নং আয়াত:

১. কাফেররা কখনও আযাব থেকে মুক্তি পাবে না।

২. যারা হকের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য থেকে বিমুখ থাকে, অন্যের হক নষ্ট করে কিংবা অতিশয় লোভী হয়ে সম্পদ পুঞ্জিভূত করেছে অতঃপর তা ব্যয় না করে কার্পন্যবশত আগলে রাখে অর্থাৎ মালের ফরয ও ওয়াজিব হক আদায় করে না– এমন লোকদের জাহান্নাম নিজেই এই বলে ডাকবে যে, হে কাফের, হে মুনাফেক, হে সম্পদ কুক্ষিগতকারী, আমার দিকে আস।

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿١٩﴾	(১৯) মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে দুর্বলমন রূপে[১]।
إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ﴿٢٠﴾	(২০) যখন তাকে দুঃখ স্পর্শ করে তখন সে হা-হুতাশ করতে থাকে।
وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿٢١﴾	(২১) আর যখন স্বচ্ছলতা তাকে স্পর্শ করে তখন সে কার্পন্য করতে থাকে[২]।
إِلَّا الْمُصَلِّينَ ﴿٢٢﴾	(২২) কিন্তু সেই নামাযীগণ ব্যতীত[৩],
الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴿٢٣﴾	(২৩) যারা স্বীয় নামাযের প্রতি সর্বদা মনোযোগ নিবদ্ধ রাখে[৪]।
وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ﴿٢٤﴾	(২৪) আর যাদের সম্পদে নির্ধারিত হক রয়েছে[৫]-
لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾	(২৫) প্রার্থী-অপ্রার্থী সকলের জন্য,
وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿٢٦﴾	(২৬) আর যারা কর্মফল দিবসের (কেয়ামত দিবসের) প্রতি বিশ্বাস রাখে[৬],
وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ﴿٢٧﴾	(২৭) আর যারা স্বীয় প্রতিপালকের আযাব সম্পর্কে ভীত-সন্ত্রস্ত[৭]।
إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ ﴿٢٨﴾	(২৮) বস্তুত তাদের প্রতিপালকের আযাব নির্ভয়ের বস্তু নয়[৮]।
وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٢٩﴾	(২৯) আর যারা তাদের লজ্জাস্থানসমূহকে হেফাজত করে (সংযত রাখে)
إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٣٠﴾	(৩০) তাদের পত্নীগণ অথবা তাদের অধিকারভূক্ত দাসীগণ ব্যতীত, (কেননা তাদের উপর (এতে) কোন ইলযাম নেই।) কেননা এতে তারা তিরস্কৃত হবে না।
فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٣١﴾	(৩১) অতঃপর যারা তাদের ব্যতীত (অপর স্থানে কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে) প্রয়াসী হয়, তারাই এমন লোক যারা সীমালংঘনকারী।

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٣٢﴾	(৩২) আর যারা তাদের আমানতসমূহ ও অংগিকারের প্রতি লক্ষ রাখে।
وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ ﴿٣٣﴾	(৩৩) এবং যারা নিজেদের সাক্ষ্যসমূহ ঠিক ঠিকভাবে আদায় করে।
وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٣٤﴾	(৩৪) আর যারা স্বীয় নামাযসমূহের পাবন্দী করে[৯]।
أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ ﴿٣٥﴾	(৩৫) এমন লোকেরাই জান্নাতে সম্মানিত হবে[১০]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এ আয়াতে هَلُوعًا শব্দের অর্থ লোভী, অধৈর্য, অস্থিরচিত্ত, ভীরু ব্যক্তি। অর্থগুলো কাছাকাছি। কাজেই এর যে কোনটা গ্রহণ করা যেতে পারে। এবং আয়াতে বর্ণিত الْإِنْسَانَ (মানুষ) বলে কাফেরদেরকে বোঝানো হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন, মাআরিফুল কুরআন ও সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

এখানে একটি প্রশ্ন হয় যখন তাকে সৃষ্টিই করা হয়েছে দোষযুক্ত করে তখন তাকে অপরাধী কেন সাব্যস্ত করা হয়? জওয়াব এই যে, এখানে সৃজিত হওয়ার অর্থ জন্মলগ্ন থেকেই সে মন্দ এমন নয় এবং দুর্বলচিত্ততা ও ভীরুতা দ্বারা জন্মগত মন্দ প্রতিভা বোঝানো হয়েনি। বরং এ দুর্বলতার স্বেচ্ছাধীন মন্দ উপকরণ বোঝানো হয়েছে, যা অবলম্বন করার কারণে সে নিজ কর্মদোষে দুর্বলচিত্ত হয়ে পড়ে। (বয়ানুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ কোন দিক থেকে তার মাঝে দৃঢ়তা ও সাহস নেই। যখন সে কোন দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হয় তখন সে হা-হুতাশ শুরু করে দেয় এবং এমন হতাশ হয়ে পড়ে যেন বিপদ থেকে নিষ্কৃতির আর কোনো পথ নেই। পক্ষান্তরে যখন কোন সুখ-শান্তি ও আরাম লাভ করে তখন কৃপণ হয়ে যায়। এখানে হা-হুতাশ দ্বারা শরীআতের সীমার বাইরে হা-হুতাশ বোঝানো হয়েছে। এমনিভাবে কৃপণতা বলে ফরয ও ওয়াজিব কর্তব্য পালনে ত্রুটি বোঝানো হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন, মাআরিফুল কুরআন ও আইছারুত্তাফাসীর)

(৩) এখান থেকে সাধারণ মানুষের এই মন্দ স্বভাব থেকে সৎকর্মী খালিস মুমিনদের ব্যতিক্রম হওয়ার বিষয় প্রকাশ করে তাদের নেক আমলসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে। এই ব্যতিক্রম إِلَّا الْمُصَلِّينَ(নামাযীগণ ব্যতীত) থেকে শুরু করে الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (যারা তাদের নামাযের প্রতি যত্নবান) পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে।

(৪) এ আয়াত থেকে নামাযী তথা মুমিনদের গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমত বলা হয়েছে, প্রকৃত নামাযী সে ব্যক্তি যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমগ্র নামাযে নামাযের দিকেই মনোযোগ নিবদ্ধ রাখে। এদিক সেদিক তাকায় না। (বয়ানুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৫) অর্থাৎ যারা তাদের সম্পদে শরীআত কর্তৃক নির্ধারিত হক রয়েছে বলে বিশ্বাস করে এবং তা খুশী মনে যোগ্য হকদারকে প্রদান করে। যেমন যাকাত, সদকায়ে ফিতর ইত্যাদি। (আইছারুত্তাফাসীর)

(৬) অর্থাৎ এ ইয়াকীন ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে নেক আমল করে যে কর্মফল দিবসে তার কাজে আসবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

www.maktabatulabrar.com

(৭) অর্থাৎ যারা আযাবের ভয়ে আল্লাহর নাফরমানী ও যাবতীয় পাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৮) অর্থাৎ আল্লাহর আযাব এমন জিনিষ নয় যার থেকে নির্ভীক হয়ে নিশ্চিন্তে বসে থাকা যায়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৯) অর্থাৎ যারা নামাযের ওয়াক্ত ফরয-ওয়াজিব এবং আদবসমূহের প্রতি যত্নবান থাকে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(১০) এ যাবত মুমিন ও জান্নাতীদের মোট আটটি গুণাবলী উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং যার মাঝে এ আটটি গুণ বিদ্যমান থাকবে তিনি দুর্বল চিত্ততার মন্দ স্বভাব মুক্ত থাকবেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৯–২১ নং আয়াতসমূহ:

আয়াতসমূহে বলা হয়েছে, দুর্বলচিত্ততা, ভিরুতা, লোভ, অধৈর্য, কাফেরের গুণাবলী। মুমিনের মাঝে এ সব গুণ থাকতে পারে না।

● ২২–৩৫ নং আয়াতসমূহ:

১. নামাযী বলে মুমিন বুঝিয়ে ইংগিত করা হয়েছে যে, নামায মুমিন হওয়ার সর্বপ্রথম ও সর্ববৃহৎ আলামত। যারা নামাযী তারাই মুমিন বলার যোগ্য হতে পারে।

২. যাকাত ও সদকায়ে ফিতরের পরিমাণ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত, যা সহীহ হাদীছসমূহে বর্ণিত আছে। তা হ্রাস-বৃদ্ধি করার ক্ষমতা কারো নেই। (মাআরিফুল কুরআন)

৩. একমাত্র স্বীয় বিবাহিতা স্ত্রী ও শরীয়তসম্মত দাসী যৌন চাহিদা পূরণের বৈধপাত্র।

৩০ নং আয়াতে যৌন কামনা চরিতার্থ করার বৈধ পাত্র বিবাহিতা স্ত্রীও মালিকানাধীন বাদী উল্লেখ করা হয়েছে। পরের আয়াতে এগুলো ছাড়া যৌন কামনা চরিতার্থ করার প্রত্যেক প্রকারকে নিষিদ্ধ ও অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। অতএব প্রমাণিত হয় যে, হস্তমৈথুন, পুরুষমৈথুন ও শিয়াদের মাঝে প্রচলিত মুত'আ হারাম।

৪. আমানত ও অংগিকার রক্ষা করা ওয়াজিব।

৫. যথাযথ সাক্ষ্য প্রদান ওয়াজিব।

৬. ৩২ নং আয়াতে আমানত শব্দটি বহুবচন ব্যবহার করে ইংগিত করা হয়েছে যে, আমানত কেবল সে অর্থকেই বলে না যা কেউ কারো কাছে গচ্ছিত রাখে। বরং যেসব হক আদায় করা ফরয তথা অত্যাবশ্যক সেগুলো সবই আমানত। এ গুলোতে ত্রুটি করা খেয়ানত। কাজেই এতে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, ইত্যাদী আল্লাহর হকও দাখিল আছে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার যেসব হক ওয়াজিব করা হয়েছে কিংবা কোন লেনদেন ও চুক্তির মাধ্যমে যেসব হক কেউ নিজের উপর ওয়াজিব করে নেয় সেগুলোও আমানতের অন্তর্ভূক্ত। এগুলো আদায় করা ফরয। এতে ত্রুটি করা খেয়ানতের অন্তর্ভূক্ত। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও মাআরিফুল কুরআন)

৭. ৩৩ নং আয়াতেও শাহাদাত (সাক্ষ্য) শব্দটি বহুবচন আনার কারণে ইংগিত পাওয়া যায় যে, শাহাদাত তথা সাক্ষ্যের অনেক প্রকার আছে এবং প্রত্যেক প্রকার সাক্ষ্য কায়েম রাখা ওয়াজিব। এতে

www.maktabatulabrar.com

ঈমান, তাওহীদ ও রিসালতের সাক্ষ্যও দাখিল এবং ঈদুল ফিতরের চাঁদ বিচার-আচার ও পারস্পরিক লেনদেনের সাক্ষ্যও দাখিল। এসব সাক্ষ্য গোপন করা বা কম বেশ করা হারাম। (মাআরিফুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

فَمَالِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا قِبَلَكَ مُهْطِعِيْنَ ﴿٣٦﴾	(৩৬) সুতরাং কাফেরদের কী হল যে, তারা তোমার দিকে দৌড়ে আসে[১]?
عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِيْنَ ﴿٣٧﴾	(৩৭) ডান দিক থেকে এবং বাম দিক থেকে দলে দলে?
اَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُّدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيْمٍ ﴿٣٨﴾	(৩৮) তাদের মধ্যে প্রত্যেকে কি এ আকাংখা রাখে যে, তাকে নেআমতপূর্ণ জান্নাতে দাখিল করা হবে[২]?
كَلَّا ۭ اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّمَّا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٩﴾	(৩৯) এটা কখনও হবে না। আমি তাদেরকে এমন বস্তু দ্বারা সৃষ্টি করেছি৩ যে সম্পর্কে তারাও অবগত আছে।
فَلَآ اُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشٰرِقِ وَالْمَغٰرِبِ اِنَّا لَقٰدِرُوْنَ ﴿٤٠﴾	(৪০) অতঃপর আমি শপথ করছি উদয়াচলসমূহ এবং অস্তাচলসমূহের অধিপতির, নিশ্চই আমি ক্ষমতাবান।
عَلٰٓى اَنْ نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ ۙ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ ﴿٤١﴾	(৪১) তাদের স্থলে তাদের অপেক্ষা উত্তম লোক আনতে[৪] এবং আমি অক্ষম নই।
فَذَرْهُمْ يَخُوْضُوْا وَيَلْعَبُوْا حَتّٰى يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِيْ يُوْعَدُوْنَ ﴿٤٢﴾	(৪২) অতএব, তুমি তাদেরকে ছেড়ে দাও তারা কথা রচনায় লিপ্ত থাকুক এবং ক্রীড়া- কৌতুকে মত্ত থাকুক যে পর্যন্ত না তারা তাদের সে দিবসের সম্মুখীন হয়, যে দিবসের ওয়াদা তাদের সাথে করা হচ্ছে[৫]।
يَوْمَ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْاَجْدَاثِ سِرَاعًا كَاَنَّهُمْ اِلٰى نُصُبٍ يُّوْفِضُوْنَ ﴿٤٣﴾	(৪৩) যেদিন তারা কবরসমূহ থেকে বের হয়ে পড়বে দ্রুত বেগে যেন তারা কোন লক্ষ্যস্থলের দিকে ছুটে যাচ্ছে[৬],
خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۭ ذٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِيْ كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ ﴿٤٤﴾	(৪৪) তাদের চক্ষুসমূহ অবনমিত থাকবে, অপমান তাদেরকে ঘিরে ফেলবে, এটাই সেই দিন যার ওয়াদা তাদেরকে দেয়া হত[৭]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ ভাল-মন্দ এবং সৌভাগ্য ও দূর্ভাগ্যের কারণসমূহ জানার পরও কাফেরদের কী হল যে, তারা এসব বিষয়কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য তোমার দিকে ছুটে আসে। উচিৎ তো ছিল এ সকল বিষয়ে তারা বিশ্বাস স্থপন করবে। কিন্তু তারা দলবদ্ধ হয়ে তোমার দিকে ছুটে আসে, উদ্যেশ্য কুরআনে বর্ণিত বিষয় নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা। (বয়ানুল কুরআন)

(২) মক্কার কাফেররা কুরআন তিলাওয়াত ও তাতে জান্নাত-জাহান্নামের আলোচনা শুনে হযরত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে দলে দলে ছুটে আসত। অতঃপর এ রিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত। এসত্ত্বেও কী তারা জান্নাতে প্রবেশের আশা রাখে? যেমন তারা বলে থাকে, আমরা যদি আল্লাহর সমীপে প্রত্যানীত হই তবে সেখানেও আমাদের জন্য রয়েছে সুখই সুখ। না, তা কস্মিনকালেও হবে না।

(৩) অর্থাৎ মাটি ও শুক্রের ন্যায় ঘৃন্য বস্তু থেকে সৃষ্ট জীব জান্নাতে প্রবেশের উপযোগিতা কী করে লাভ করবে? তবে হাঁ যে, ব্যক্তি ঈমান ও আমালের মাধ্যমে নিজেকে পবিত্র করে নিয়েছে তার কথা ভিন্ন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা যখন তাদের স্থলে আরো উত্তম লোক আনতে সক্ষম তখন তাদেরকে পুনঃরায় কেন সৃষ্টি করতে পারবেন না? তারা কী আল্লাহর ক্ষমতার বাইরে যেতে পারবে? কিংবা আয়াতের অর্থ এই যে, কাফেরদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রূপে মত্ত থাকতে দাও আমি ইসলামের খেদমতের জন্য তাদের চেয়ে উত্তম লোক নিয়ে আসব। সেমতে তিনি কুরায়েশের স্থলে আনসারদেরকে দাঁড় করিয়ে দিলেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও বয়ানুল কুরআন)

(৫) অর্থাৎ অল্প কয়দিনের অবকাশ দাও। অতঃপর আযাব অবধারিত। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৬) কোন নির্দিষ্ট নিশানা বা লক্ষ্যের দিকে যেমন একে অন্যের আগে পৌছার চেষ্টায় মানুষ ছুটে দৌড়ায় তেমনি কেয়ামতের দিনে তারা হাশর মাঠের দিকে দ্রুত বেগে দৌড়াবে। ফাওয়ায়েদে উছমানী

(৭) অর্থাৎ কেয়ামত দিবস। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩৬–৩৯ নং আয়াতসমূহ:

আয়াতসমূহে বোঝানো হয়েছে, যারা কুরআন হাদীছ নিয়ে ঠাট্টা-উপহাস করে তারা জান্নাতে প্রবেশের আশা রাখতে পারে না।

● ৪০–৪৪ নং আয়াতসমূহ:

১. যারা কুরআন-হাদীছ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে তাদের মনে রাখা চাই আল্লাহ ইসলামের খেদমতের জন্য তাদের চেয়ে উত্তম লোক নিয়ে আসতে সক্ষম।

২. যারা কুরআন-হাদীছ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে তাদেরকে পরকালের শাস্তির হুমকি প্রদান করা হয়েছে।

৩. কাফেরদের জন্য কেয়ামতের ভয়াবহতার কথা তুলে ধরা হয়েছে যে, কেয়ামতের দিন এতই ভয়াবহ হবে যে, কাফেরদের চক্ষুসমূহ অবনমিত থাকবে, অপমান তাদেরকে ঘিরে ফেলবে।

www.maktabatulabrar.com

(৭১) সূরা নূহ, মক্কী
২৮ আয়াত, ২ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

اِنَّآ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖٓ اَنْ اَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ①	(১) আমি নূহকে পাঠিয়েছিলাম তার সম্প্রদায়ের প্রতি যে, তুমি তোমার সম্প্রদায়কে সতর্ক কর[১] তাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আসার পূর্বে[২]।
قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّيْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ②	(২) সে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী–
اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ وَاَطِيْعُوْنِ ③	(৩) (এবং বল) যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তাঁকে ভয় কর এবং আমার কথা মেনে চল[৩]।
يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ اِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ اِذَا جَآءَ لَا يُؤَخَّرُ ۘ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ④	(৪) (তাহলে) তিনি তোমাদের কিছু পাপ ক্ষমা করবেন[৪] এবং তিনি তোমাদেরকে অবকাশ দিবেন[৫] এক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত। অবশ্যই আল্লাহর নির্ধারিত সময় যখন এসে পড়বে[৬] তখন তা বিলম্বিত হবে না। কী উত্তম হত যদি তোমরা বুঝতে!

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ কুফর ও শিরকের ভয়াবহ পরিণতি থেকে সতর্ক কর। (বয়ানুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ তাদেরকে বলে দাও, ঈমান না আনলে দুনিয়াতে, অন্যথায় আখেরাতে তো অবশ্যই তাদের জন্য যন্ত্রণাময় আযাব অবধারিত রয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) অর্থাৎ আল্লাহর ভয়ে কুফর ও শিরক এবং যাবতীয় পাপাচার থেকে বেঁচে থাক। এবং তাওহীদ, ইবাদাত ও আনুগত্যের পথ অনুসরণ কর। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) অর্থাৎ ঈমান আনলে ইতিপূর্বেকার আল্লাহর হক সম্পর্কিত যাবতীয় গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। কেননা বন্দার হক মাফ হওয়ার জন্য ঈমান আনার পরও একটি শর্ত আছে। তাহল হক আদায়যোগ্য হলে তা হকদারকে আদায় করে দিতে হবে, যেমন আর্থিক দায়-দেনা এবং আদায়যোগ্য না হলে তা মাফ করিয়ে নিতে হবে। যেমন: মুখে কিংবা হাতে কাউকে কষ্ট দেয়া।

(৫) অর্থাৎ কুফর-শিরকের উপর মৃত্যুর পূর্বে যে আযাব আসার ওয়াদা ছিল ঈমান আনলে তা আর

আসবে না। বরং তোমাদেরকে বয়সের স্বাভাবিক সময়সীমা পূরণের অবকাশ দেয়া হবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও বয়ানুল কুরআন)

(৬) অর্থাৎ ঈমান না আনলে যে আযাবের ওয়াদা করা হয়েছে তা যদি এসে পড়ে তাহলে কেউ তা অপসারিত করতে পারবে না। কিংবা এর অর্থ হল মৃত্যু নির্ধারিত সময়েই আসবে, এতে সামান্যও বিলম্ব হবে না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১–৩ নং আয়াতসমূহ:

১. হযরত নূহ (আ.) তার উম্মতকে সতর্ক করেছিলেন। এমনিভাবে প্রত্যেক নবীই তার উম্মতকে সতর্ক করে থাকেন। অতএব নবীর উত্তরাধিকারী উলামায়ে কেরামেরও দায়িত্ব মানুষকে সতর্ক করা।

২. ইবাদত করা, তাকওয়া অর্জন করা এবং নবীর আনুগত্য করা ফরয।

● ৪ নং আয়াত:

১. ইবাদত করলে, তাকওয়া অর্জন করলে এবং নবীর আনুগত্য করলে গোনাহ মোচন হয়।

২. ঈমান না আনলে যে আযাবের ওয়াদা করা হয়েছে তা এসে পড়লে কেউ তা অপসারিত করতে পারে না।

৩. মৃত্যু নির্ধারিত সময়েই আসবে, এতে সামান্যও বিলম্ব হবে না।

(৫) সে (নূহ) বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো আমার সম্প্রদায়কে দিবা-রাত্রি আহবান করেছি।	قَالَ رَبِّ اِنِّیْ دَعَوْتُ قَوْمِیْ لَیْلًا وَّنَهَارًا ۝
(৬) কিন্তু আমার আহবান তাদের পলায়ন-প্রবনতাই বৃদ্ধি করেছে[১]।	فَلَمْ یَزِدْهُمْ دُعَآءِیْۤ اِلَّا فِرَارًا ۝
(৭) আর আমি যখনই তাদেরকে আহবান করেছি –যাতে তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর– তখনই তারা নিজ নিজ কানসমূহে স্ব স্ব আংগুল প্রবিষ্ট করেছে[২], এবং তাদের বস্ত্রসমূহ নিজেদের উপর জড়িয়ে নিয়েছে[৩] আর জিদ করেছে[৪] এবং অতিশয় অহংকার প্রদর্শন করেছে।	وَاِنِّیْ كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوْۤا اَصَابِعَهُمْ فِیْۤ اٰذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِیَابَهُمْ وَاَصَرُّوْا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ۝
(৮) অতঃপর আমি তাদেরকে উচ্চস্বরে দাওয়াত দিয়েছি[৫]।	ثُمَّ اِنِّیْ دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ۝
(৯) অতঃপর আমি তাদেরকে প্রকাশ্যেও বুঝিয়েছি এবং তাদেরকে সম্পূর্ণ গোপনেও বুঝিয়েছি[৬]।	ثُمَّ اِنِّیْۤ اَعْلَنْتُ لَهُمْ وَاَسْرَرْتُ لَهُمْ اِسْرَارًا ۝

www.maktabatulabrar.com

(১০) আর আমি বলেছি, তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিঃসন্দেহে তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল।	فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا ۝
(১১) তিনি তোমাদের উপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন[৭],	یُّرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَیْكُمْ مِّدْرَارًا ۝
(১২) এবং তিনি তোমাদেরকে সমৃদ্ধি দান করবেন ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততি দ্বারা এবং তোমাদের জন্য করে দিবেন বাগ-বাগিচা ও করে দিবেন নদ-নদী।	وَّیُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِیْنَ وَیَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّیَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهٰرًا ۝

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) হযরত নূহ (আ.) তাঁর কওমকে সাড়ে নয়শত বছর পর্যন্ত দাওয়াত দিতে থাকেন। কিন্তু আশার শেষ আলোটুকুও যখন নিভে গেল, তখন তিনি নিরাশ হয়ে আল্লাহর দরবারে আরয করলেন হে আমার রব, আমি দাওয়াত-তাবলীগের ক্ষেত্রে সামান্য ত্রুটিও করিনি। রাতের আঁধারে দিনের আলোকে আমি তাদেরকে ডেকেছি বিরামহীনভাবে। কিন্তু আমি তাদেরকে যতই ডেকেছি পরিণামে এ হতভাগারা আরো বেশি বিমুখ হয়েছে। আমার পক্ষ থেকে যত বেশি মমতা ও হৃদয়ের আঁকুতি প্রকাশিত হয়েছে তাদের ঘৃণাবোধ ততোধিক বৃদ্ধি পেয়েছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) কেননা তারা আমার কথা শুনতে চায় না তাই কানে আংগুল প্রবিষ্ট করে। (প্রাগুক্ত)

(৩) যেন তারা আমার এবং আমি তাদের চেহারা দেখতে না পাই। (প্রাগুক্ত)

(৪) অর্থাৎ তারা তাদের কুফর ও শিরকের উপর জিদ করে থাকল এবং নবীর আনুগত্যের ব্যাপারে চরম অহংকার প্রদর্শন করল। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও বয়ানুল কুরআন)

(৫) অর্থাৎ আ'ম মাহফিলেও আমি তাদেরকে বুঝিয়েছি। এ ধরনের মাহফিলে সাধারণত আওয়াজ উচ্চ হয়ে থাকে। (বয়ানুল কুরআন)

(৬) অর্থাৎ বিশেষ সম্বোধনের মাধ্যমে প্রকাশ্যেও বুঝিয়েছি এবং একান্ত গোপনেও বুঝিয়েছি। (প্রাগুক্ত)

(৭) অর্থাৎ ঈমান ও ইস্তিগফারের বরকতে তোমাদের উপর আরোপিত অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ দূর হয়ে যাবে এবং আল্লাহ তাআলা মুষলধারে বৃষ্টিপাত করবেন। ফলে জমি জিরাত আবার সজীব হয়ে উঠবে। সবুজ ফসলে ভরে উঠবে মাঠ। মোটকথা আখেরাতের চির শান্তির সাথে সাথে পার্থিব জীবনেও দান করবেন সুখ সমৃদ্ধি। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫–৯ নং আয়াতসমূহ:

১. হযরত নূহ (আ.) তাঁর সম্প্রদায়কে সর্বতোভাবে পথে আনার চেষ্টা করেছেন। কখনও আযাবের ভয় প্রদর্শন করে, কখনও জান্নাতের নাজ-নেয়ামতের লোভ দেখিয়ে, আবার কখনও ঈমান ও আমলের

বরকতে আল্লাহ দুনিয়াতেও সুখ-সাচ্ছন্দ্য দান করবেন এ কথা বলে এবং কখনও আল্লাহর কুদরতের নিদর্শনাবলী পেশ করে বুঝিয়েছেন। কিন্তু তারা কিছুতেই কর্ণপাত করেনি।

২. হযরত নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায় নানানভাবে তাঁর দাওয়াতকে উপেক্ষা করেছে আর নূহ (আ.) তা সহ্য করেছেন।

● ১০-১২ নং আয়াতসমূহ:

১. আল্লাহর কাছে ইস্তিগফার তথা ক্ষমা প্রার্থনা করলে তিনি ক্ষমা করেন। কেননা তিনি অতি ক্ষমাশীল।

২. ইস্তিগফার তথা ক্ষমা প্রার্থনা করলে ক্ষমার সাথে সাথে তিনি জাগতিক উপকারিতা তথা যথাসময়ে প্রচুর বৃষ্টি, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে বরকত ইত্যাদিও দান করে থাকেন।

مَا لَكُمْ لَا تَرْجُوْنَ لِلّٰهِ وَقَارًا ﴿١٣﴾	(১৩) তোমাদের কী হল যে, তোমরা আল্লাহর মহত্বে বিশ্বাসী হচ্ছ না[১]?
وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَطْوَارًا ﴿١٤﴾	(১৪) অথচ তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন বিভিন্ন রকমে[২] (পর্যায়ক্রমে)।
اَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ﴿١٥﴾	(১৫) তোমারা কি জান না, আল্লাহ কিরূপে সৃষ্টি করেছেন সাত আসমানকে স্তরে স্তরে।
وَّجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُوْرًا وَّجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ﴿١٦﴾	(১৬) এবং সেখানে চাঁদকে স্থাপন করেছেন আলোরূপে ও সূর্যকে স্থাপন করেছেন প্রদীপরূপে,
وَاللّٰهُ اَنْۢبَتَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ نَبَاتًا ﴿١٧﴾	(১৭) আর আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন যমিন থেকে এক বিশেষ পদ্ধতিতে,
ثُمَّ يُعِيْدُكُمْ فِيْهَا وَيُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجًا ﴿١٨﴾	(১৮) অতঃপর তিনি তোমাদেরকে পুনরায় তাতেই ফিরিয়ে নিবেন এবং (কেয়ামতের দিন পুনরায় সে যমিন থেকেই) তোমাদেরকে বের করে আনবেন।
وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ بِسَاطًا ﴿١٩﴾	(১৯) আর আল্লাহ তোমাদের জন্য যমীনকে বিছানা (স্বরূপ) বানিয়েছেন।
لِّتَسْلُكُوْا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴿٢٠﴾	(২০) যেন তোমরা এর প্রশস্ত পথসমূহে চলাফেরা কর[৩]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এর অর্থ এরূপও হতে পারে- তোমরা (ঈমান আনলে তোমাদের প্রতি) আল্লাহর মাহাত্বের (প্রকাশ ঘটবে তার) আশা করছ না কেন?

(২) আদিতে মানুষ ছিল আগুন পানি মাটি ইত্যাদি বিভিন্ন পদার্থে ছড়ানো, অতঃপর খাদ্যের মাঝে, অতঃপর বীর্যরূপে, আবার মায়ের জরায়ুতে জমাট রক্ত আকারে, অতঃপর মাংসপিণ্ড স্তরে।

www.maktabatulabrar.com

এভাবে বিভিন্ন স্তরে পর্যায়ক্রমে আল্লাহ তাআলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। কাজেই মানুষকে আল্লাহর বড়ত্ব ও মহত্বে বিশ্বাসী হওয়া উচিৎ। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) এ পর্যন্ত কথাগুলো হযরত নূহ (আ.) আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ হিসাবে পেশ করলেন। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৩-১৭ নং আয়াতসমূহ:

১. আল্লাহর মহত্বে বিশ্বাসী হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। (১ নং টীকা দ্রষ্টব্য)

২. মানুষ যেন আল্লাহর বড়ত্ব ও মহত্বে বিশ্বাসী হয় এজন্য আল্লাহ কীভাবে পর্যায়ক্রমে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তার নজীর টানা হয়েছে।

৩. সাত আসমান, চাঁদ, সূর্য ইত্যাদি সৃষ্টি করার কথা তুলে ধরা হয়েছে, যাতে মানুষের সামনে আল্লাহর কুদরত ও মহত্ব ফুঠে ওঠে এবং মানুষ তাতে বিশ্বাসী হয়।

● ১৮-২০ নং আয়াতসমূহ:

১. আল্লাহ যমিন থেকে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং পুনরায় তাদেরকে যমিনে ফিরিয়ে নিবেন।

২. আবার এক সময় তাকে যমিন থেকে বের করা হবে তথা পুনরুত্থান হবে।

৩. যমিনকে বসবাসযোগ্য ও চলাচলযোগ্য করার কথা তুলে ধরে মানুষকে আল্লাহর এহসান উপলব্ধি পূর্বক তার অনুগত হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

قَالَ نُوْحٌ رَّبِّ اِنَّهُمْ عَصَوْنِيْ وَاتَّبَعُوْا مَنْ لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهٗ وَوَلَدُهٗٓ اِلَّا خَسَارًا ﴿٢١﴾	(২১) নূহ বলল, হে আমার প্রতিপালক, তারা আমাকে অমান্য করেছে এবং এমন লোকদের অনুসরণ করেছে যাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করেছে[১]।
وَمَكَرُوْا مَكْرًا كُبَّارًا ﴿٢٢﴾	(২২) আর তারা অনেক বড় ষড়যন্ত্র করেছে[২]।
وَقَالُوْا لَا تَذَرُنَّ اٰلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَّلَا سُوَاعًا ۙ وَّلَا يَغُوْثَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرًا ﴿٢٣﴾	(২৩) আর তারা বলেছে, তোমরা তোমাদের উপাস্যদের কখনও পরিত্যাগ করবে না। আর না পরিত্যাগ করবে (বিশেষত) ওয়াদকে এবং না সুওয়াকে এবং না য়াগূছ, য়া'উক ও নসরকে[৩]।
وَقَدْ اَضَلُّوْا كَثِيْرًا ۚ وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا ضَلٰلًا ﴿٢٤﴾	(২৪) আর তারা অনেককে গুমরাহ করেছে। আর জালেমদের গুমরাহী আরো বৃদ্ধি করে দাও[৪]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ তারা হযরত নূহ (আ.)কে অমান্য করত তাদের সমাজপতি ও সম্পদশালী ব্যক্তিদের অনুসরণ করেছে। যাদের ধন-সম্পদ তাদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করেছে। কেননা এ ধন-সম্পদ তাদের ঔদ্ধত্য বৃদ্ধি করেছে এবং তাদেরকে হক গ্রহণ থেকে বঞ্চিত রেখেছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ তারা অনুসরণ করেছে এমন সব লোকদের যারা হকের বিরুদ্ধে ভয়াবহ ষড়যন্ত্র করেছে। এবং তাদের অনুগত-অনুসারীদের উপদেশ দিয়েছে যেন তারা কোনক্রমেই তাদের উপাস্য দেব-দেবীদেরকে বিশেষত উল্লেখিত পাঁচ মা'বূদকে কখনও ত্যাগ না করে।

(৩) এ আয়াতে উল্লেখিত শব্দগুলো পাঁচটি প্রতিমার নাম। এ প্রতিমাগুলো অধিক প্রসিদ্ধ হওয়ার কারণে এদেরকে ভিন্নভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে এ পাঁচজন প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর নেকবান্দা ছিলেন। এ নেক বন্দাদের মৃত্যুর পর শয়তানের কুমন্ত্রণায় লোকেরা তাদের প্রতিকৃতি তৈরী করে উপাসনালয়ে স্থাপন করে এবং তাদের প্রতি বিশেষ সম্মান ও মর্যাদার ব্যবহার করতে থাকে। এমনিভাবে ধীরে ধীরে পরবর্তী প্রজন্ম এ মূর্তিগুলোকেই মা'বূদ মনে করে তাদের উপাসনা শুরু করে। ফলে এখান থেকে মূর্তি পূজার সূচনা হয়। এটা ছিল হযরত আদম (আ.) ও হযরত নূহ (আ.)-এর আমলের মাঝামাঝি সময়। (বয়ানুল কুরআন, ফাওয়ায়েদে উছমানী ও মাআরিফুল কুরআন)

(৪) হযরত নূহ (আ.) সাড়ে নয়শ বছর যাবত তাঁর সম্প্রদায়কে দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন এবং সকল পন্থায় হকের পথে আহবান করেছেন। কিন্তু তারা কিছুতেই কর্ণপাত করেনি। অবশেষে আল্লাহ তাআলা হযরত নূহ (আ.) কে জানিয়ে দেন যে, তোমার সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে, তাদের ছাড়া নতুন করে আর কেউ ঈমান আনবে না। এমনি নৈরাশ্যের পর্যায়ে পৌছার পর হযরত নূহ (আ.)-এর মুখে এ বদ দোয়া উচ্চারিত হয় যে, "তাদের গোমরাহী আরো বৃদ্ধি করে দিন"। যেন তারা তাড়াতাড়ি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কেননা বিষাক্ত অংগ কেটে ফেলার মাঝে অন্যান্য অংগের হিতকমনা নিহিত। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২১-২৪ নং আয়াতসমূহ:

১. ধন-সম্পদ অনেকের ঔদ্ধত্য বৃদ্ধির কারণ ঘটে।

২. নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায় তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল। মূর্তিপূজার জন্য লোকদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

৩. কোন সম্প্রদায়ের ঈমান আনয়নের ব্যাপারে নৈরাশ্যের পর্যায়ে পৌছার পর তাদের জন্য ধ্বংসের দোয়া করা যায়। যেন তারা তাড়াতাড়ি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কেননা বিষাক্ত অংগ কেটে ফেলার মাঝে অন্যান্য অংগের হিতকমনা নিহিত। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও মাআরিফুল কুরআন অবলম্বনে)

(২৫) তাদের (সে) সকল অপরাধের দরুনই তাদেরকে নিমজ্জিত করে দেয়া হল[১]। অতঃপর দোযখে প্রবিষ্ট করা হল। আর তারা নিজেদের জন্য আল্লাহ ব্যতীত সাহার্যকারীদেরও পায়নি।	مِمَّا خَطِيٰٓـَٔاتِهِمْ اُغْرِقُوْا فَاُدْخِلُوْا نَارًا ۙ فَلَمْ يَجِدُوْا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْصَارًا ﴿٢٥﴾
(২৬) আর নূহ বলল, হে আমার প্রতিপালক! কাফেরদের মধ্য থেকে জমিনের উপর এক গৃহবাসীকেও রেহাই দিয়ো না।	وَقَالَ نُوْحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا ﴿٢٦﴾

www.maktabatulabrar.com

(২৭) যদি তুমি তাদেরকে (ভূ-পৃষ্ঠে) থাকতে দাও তবে তারা তোমার বান্দাদেরকে গুমরাহ করবে এবং তারা কেবল দুষ্কার্যকারী ও কাফের সন্তানই জন্ম দিবে[২]।	اِنَّكَ اِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوْٓا اِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿٢٧﴾
(২৮) হে আমার প্রতিপালক ক্ষমা কর[৩] আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে, যে মুমিন অবস্থায় আমার পরিজনের অন্তর্ভূক্ত রয়েছে তাকে এবং সমস্ত মুমিন নর-নারীকে। আর সেই জালেমদের ধ্বংস আরো বৃদ্ধি করে দাও[৪]।	رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَّلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ۭ وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا تَبَارًا ﴿٢٨﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) বাহ্যত তারা পানিতে নিমজ্জিত হয়েছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বরযখের আগুনে প্রবিষ্ট হয়েছে। আর এখানে আগুন দ্বারা জাহান্নামের আগুন বোঝানো হয়নি, কেননা তাতে কেয়ামতের হিসাব-নিকাশের পর প্রবেশ করবে, বরং এটা বরযখী আগুন। এ আয়াত বরযখী আগুনে প্রবেশ করার খবর দিয়েছে। (বয়ানুল কুরআন ও মাআরিফুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ এদের কারোর মাঝে হক গ্রহণ করার যোগ্যতা নেই। বরং আমার অভিজ্ঞতা হল এদের বীর্য থেকে কেবল সত্য প্রত্যাখ্যানকারী কাফেরই জন্ম নিবে। এদের কেউ অবশিষ্ট থাকলে সে ঈমান আনা তো দূরের কথা বরং অন্যান্য মুমিনদেরকেও গুমরাহ করার চেষ্টা করবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) অর্থাৎ, আমার মর্তবা অনুযায়ী আমার থেকে যে ভুল-ভ্রান্তি হয়েছে তা স্বীয় অনুগ্রহে ক্ষমা করে দাও এবং আমার পিতা-মাতাকে এবং যারা আমার নৌকায় বা আমার গৃহে কিংবা আমার মসজিদে মুমিন হয়ে প্রবেশ করেছে তাদের সকলকে ক্ষমা করে দাও। বরং কেয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সকল মুমিন পুরুষ ও নারীকেও ক্ষমা করে দাও। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) অর্থাৎ তাদের ধ্বংস আরো বৃদ্ধি করে দাও যেন নাজাত পাওয়ার কোন পন্থা অবশিষ্ট না থাকে এবং নির্ঘাত ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৫ নং আয়াত:

১. নূহ-সম্প্রদায়কে ডুবিয়ে মারা হয়েছিল তাদের অপরাধের কারণে। বোঝা গেল অপরাধের শাস্তি দুনিয়াতেও হতে পারে, আখেরাতে তো রয়েছেই।

২. আযাবে কবর তথা আযাবে বরযখ হক ও সত্য।

● ২৬-২৮ নং আয়াতসমূহ:

১. কোন সম্প্রদায়ের হক গ্রহণের যোগ্যতা নষ্ট হয়ে গেলে তাদের জন্য ধ্বংসের দুআ করা যায় যেমন হযরত নূহ (আ.) তা করেছিলেন।

২. উক্ত বদ দুআর হেকমতও বর্ণনা করা হয়েছে যে, অন্যথায় তাদের দ্বারা আরও বহু মানুষ বিভ্রান্ত হবে এবং আরও বহু খারাপ লোকের বিস্তার ঘটবে।

(৭২) সূরা জিন, মক্কী
২৮ আয়াত, ২ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

قُلْ اُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْٓا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا ۙ﴿١﴾

(১) তুমি বল, আমার প্রতি ওহী প্রেরিত হয়েছে যে, জিনদের একটি দল মনোযোগ সহকারে কুরআন শুনেছে, অতঃপর (সংগীদের নিকট ফিরে গিয়ে) তারা বলেছে, আমরা এক বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি,

يَّهْدِيْٓ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ ؕ وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَآ اَحَدًا ۙ﴿٢﴾

(২) যা সঠিক পথ প্রদর্শন করে। সেমতে আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি, আর আমরা কখনও আমাদের রবের সঙ্গে কাউকে শরীক করব না।

وَّاَنَّهٗ تَعٰلٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا ۙ﴿٣﴾

(৩) এবং নিশ্চয় আমাদের প্রতিপালকের শান[১] (মর্যাদা) সমুচ্চ; তিনি কাউকেও না স্ত্রী রূপে গ্রহণ করেছেন আর না সন্তান রূপে[২]।

وَّاَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا ۙ﴿٤﴾

(৪) আর আমাদের মধ্যে যে নির্বোধ[৩] সে আল্লাহর শানে সীমার বাইরে কথা-বার্তা বলত।

وَّاَنَّا ظَنَنَّآ اَنْ لَّنْ تَقُوْلَ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ۙ﴿٥﴾

(৫) আর আমাদের এ ধারণা ছিল যে, মানব ও জিন আল্লাহর শানে কখনও মিথ্যা উক্তি করবে না[৪]।

وَّاَنَّهٗ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا ۙ﴿٦﴾

(৬) আর মানুষের মাঝে কতক লোক এমন ছিল যে, তারা জিনদের কতিপয় লোকের আশ্রয় গ্রহণ করত[৫] তাই তারা সে জিনদের আত্মগরিমা আরো বৃদ্ধি করে দিয়েছিল।

وَّاَنَّهُمْ ظَنُّوْا كَمَا ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ اَحَدًا ۙ﴿٧﴾

(৭) আর তোমরা যেমন ধারণা করে রেখেছিলে তদ্রূপ মানব সমাজও ধারণা করে রেখেছিল যে, আল্লাহ আদৌ কাউকে পুনর্জীবিত করবেন না[৬]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

শানে নুযূল ঃ সহীহ বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযী ইত্যাদি হাদীছ গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, এ ঘটনায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিনদেরকে ইচ্ছাকৃতভাবে কুরআন শোনাননি এবং তিনি তাদেরকে অবলোকনও করেননি। এ ঘটনা তখনকার যখন শয়তানদেরকে আসমানের খবর শোনা থেকে উল্কাপিণ্ডের মাধ্যমে প্রতিহত করা হত। এ সময় জিনরা পরস্পরে পরামর্শ করেছিল যে, আসমানের খবর শোনার ব্যাপারে বাধাদানের এ ব্যাপারটা কোন আকস্মিক অহেতুক ঘটনা মনে হয় না। পৃথিবীতে নিশ্চয় কোন নতুন ব্যাপার সংঘটিত হয়েছে। অতঃপর তারা স্থির করল যে, পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিম আনাচে কানাচে জিনদের প্রতিনিধি দল প্রেরণ করতে হবে। এবং যথাযথ খোঁজাখুঁজি করে এ নতুন ব্যাপারটা কি তা জেনে আসতে হবে। সেমতে হেজাযে প্রেরিত তাদের প্রতিনিধিদল যখন বাত্‌নে নাখ্‌লা নামক স্থানে উপস্থিত হল, তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কতিপয় সাহাবীকে নিয়ে ফজর নামাযে কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন। জিনদের এ প্রতিনিধিদল নামাযে কুরআন পাঠ শুনে পরস্পরে শপথ করে বলতে লাগল, এ কুরআনই আমাদের ও আসমানের খবররদারির মধ্যে অন্তরায় হয়েছে। তারা সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে স্বজাতির নিকট ঘটনা বিবৃত করে বলল, আমরা এক বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি। এসব আয়াতে এ সমস্ত ঘটনা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা তাঁর রসূলকে অবহিত করেছেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী, সূরা আহকাফ ও মাআরিফুল কুরআন)

তাফসীরে মাযহারীতে উল্লেখ আছে চাচা আবূ তালিবের ইন্তেকালের পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তায়েফবাসীদের নিকট দ্বীন প্রচারের উদ্দেশ্যে গিয়ে ছিলেন। কিন্তু তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত গ্রহণ করার পরিবর্তে তাঁর উপর নির্মমভাবে অত্যাচার চালিয়েছিল। ফলে তিনি নিরাশ হয়ে মক্কাভিমুখে রওয়ানা হন। ফেরার পথে তিনি নাখ্‌লা নামক স্থানে অবস্থান করে শেষ রাতে তাহাজ্জুদ নামায শুরু করেন। নাসীবাইন নামক শহরের জিনদের একটি দলও তখন সেখানে অবস্থান করছিল। তারা কুরআন পাঠ শুনল এবং তাতে বিশ্বাস স্থাপন করল। অতঃপর তারা স্বজাতির কাছে গিয়ে ঘটনা বর্ণনা করল। এ সূরায় আল্লাহ তারই আলোচনা করেছেন।

ভাষাশৈলী, অলংকার, সাহিত্যরস, বলিষ্ট ও আকর্ষনীয় বর্ণনাভঙ্গি এবং অফুরন্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস হওয়ার দিক থেকে কুরআন একটি বিস্ময়কর মহাগ্রন্থ। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(১) আল্লাহ তাআলার শান ও মর্যাদা সবার উর্ধে। কেননা যিনি সকল সৃষ্টির রব তথা পালনকর্তা তাঁর শান যে উর্ধে হবে তা বলাই বাহুল্য।

(২) অর্থাৎ আল্লাহর শানে শির্‌কমূলক উক্তি করত। যেমন বলত, তিনি স্ত্রী-পুত্র গ্রহণ করেছেন।

(৩) কোন কোন তাফসীরকারকের মতে এখানে "নির্বোধ" বলে ইবলীস শয়তানকে বোঝানো হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) এ আয়াতে সদ্য ঈমান গ্রহণকারী জিনরা এ পর্যন্ত কুফর ও শিরকে লিপ্ত থাকার অজুহাত বর্ণনা করে বলেছে, যেহেতু অধিকাংশ মানুষ ও জিন শিরকে লিপ্ত ছিল তাতে আমরা বুঝেছি এত অধিক সংখ্যক লোক মিথ্যার উপর একমত হতে পারে না। তাই আমরাও তাদের পথ অনুসরণ করেছি। এখন কুরআন শুনে আমাদের চোখ খুলেছে। (বয়ানুল কুরআন)

(৫) এ আয়াতে মু'মিন জিনরা বলেছে, জাহিলিয়ার যুগে মানুষ যখন কোন বিজন প্রান্তরে অবস্থান করত, তখন মানুষ প্রান্তরের জিনদের আশ্রয় গ্রহণ করত। এতে জিনরা মনে করে বসল আমরা মানবের চেয়েও শ্রেষ্ট। ফলে জিনদের পথভ্রষ্টতা আরো বৃদ্ধি পায়।

www.maktabatulabrar.com

(৬) অর্থাৎ মুসলমান জিনরা তাদের স্বজাতির সাথে আলোচনা প্রসংগে এ কথাও বলেছে, যেমন তোমাদের ধারণা তেমনি অনেক মানুষেরও ধারণা যে, আল্লাহ মৃত্যুর পর আর কাউকে পুনর্জীবিত করবেন না। কিংবা আল্লাহ ভবিষ্যতে আর কোন নবী পাঠাবেন না। আর এখন কুরআন থেকে জানা গেল যে, তিনি একজন মহান রসূল পাঠিয়েছেন যিনি বলেন, মৃত্যুর পর পুনরুত্থান হবে এবং সবকিছুর হিসাব-নিকাশ হবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

وَّاَنَّا لَمَسْنَا السَّمَآءَ فَوَجَدْنٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيْدًا وَّ شُهُبًا ﴿٨﴾

(৮) আর আমরা আসমানের (সংবাদসমূহ) অনুসন্ধান করতে চাইলাম[১] তখন আমরা সেটাকে কড়া প্রহরা ও অগ্নিশিখাতে পরিপূর্ণ পেলাম[২]।

وَّاَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ؕ فَمَنْ يَّسْتَمِعِ الْاٰنَ يَجِدْ لَهٗ شِهَابًا رَّصَدًا ﴿٩﴾

(৯) আর (পূর্বে) আমরা আকাশের বিভিন্ন ঘাটিতে সংবাদ শোনার জন্য বসতাম, কিন্তু এখন যে কেউ শুনতে চায় সে নিজের জন্য এক প্রস্তুত অগ্নিশিখা পায়।

وَّاَنَّا لَا نَدْرِيْٓ اَشَرٌّ اُرِيْدَ بِمَنْ فِي الْاَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿١٠﴾

(১০) আমরা জানি না বিশ্ববাসীদের অমংগলই উদ্দেশ্য[৩] না কি তাদের প্রতিপালক তাদেরকে হেদায়াত করার ইচ্ছা করেছেন।

وَّاَنَّا مِنَّا الصّٰلِحُوْنَ وَمِنَّا دُوْنَ ذٰلِكَ ؕ كُنَّا طَرَآئِقَ قِدَدًا ﴿١١﴾

(১১) আমাদের মধ্যে কতক নেককার আর কতক অন্য ধরনের রয়েছে। আমরা বিভিন্ন পন্থার উপর[৪] ছিলাম।

وَّاَنَّا ظَنَنَّآ اَنْ لَّنْ نُّعْجِزَ اللّٰهَ فِي الْاَرْضِ وَلَنْ نُّعْجِزَهٗ هَرَبًا ﴿١٢﴾

(১২) আমরা বুঝতে পেরেছি যে, আমরা ভূপৃষ্ঠে আল্লাহকে আদৌ পরাজিত করতে পারব না আর না আদৌ পলায়ন করে তাঁকে পরাভূত করতে[৫] পারব।

وَّاَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدٰٓى اٰمَنَّا بِهٖ ؕ فَمَنْ يُّؤْمِنْۢ بِرَبِّهٖ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَّلَا رَهَقًا ﴿١٣﴾

(১৩) আর আমরা যখন হেদায়াতের বাণী শুনেছি তখন আমরা তার প্রতি নিশ্চিতই বিশ্বাস স্থাপন করেছি[৬], অতএব যে নিজ প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনবে, না তার কোন হ্রাসের আশংকা থাকবে, না বৃদ্ধির[৭]।

وَّاَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُوْنَ وَمِنَّا الْقٰسِطُوْنَ ؕ فَمَنْ اَسْلَمَ فَاُولٰٓئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ﴿١٤﴾

(১৪) আর আমাদের মধ্যেও কতিপয় মুসলমান আছে আর আমাদের মধ্যে কতিপয় জালেম আছে, সুতরাং যারা মুসলমান হয়েছে তারা কল্যাণের পথ[৮] খুঁজে নিয়েছে।

وَاَمَّا الْقٰسِطُوْنَ فَكَانُوْا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴿١٥﴾

(১৫) আর যারা জালেম, তারা হয়েছে জাহান্নামের ইন্ধন![৯]

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়ত লাভের পূর্বে আসমানের সংবাদ চুরির ধারা নির্বিঘ্নে অব্যাহত ছিল। জিনরা বিনা বাধায় মেঘমালা পর্যন্ত পৌঁছে ফেরেশতাদের পরস্পরের আলোচনা শুনে নিত। বুখারী শরীফে হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত এক হাদীছে উল্লেখ আছে যে, ফেরেশতারা মেঘমালা পর্যন্ত অবতরণ করে। এবং সেখানে আল্লাহ তাআলার জারীকৃত সিদ্ধান্তসমূহ পরস্পরে আলোচনা করে। জিনরা এখান থেকে এগুলো চুরি করে অতীন্দ্রিয়বাদীদের কাছে পৌঁছে দেয় এবং তাতে নিজেদের পক্ষ থেকে অনেক মিথ্যা কথা সংযোজন করে দেয়। কিন্তু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়ত লাভের সময় তাঁর ওহীর হেফাজতের উদ্দেশ্যে চুরির সুযোগ বন্ধ করে দেয়া হল এবং কোন শয়তান সংবাদ চুরির উদ্দেশ্যে উপরে গেলে তাকে লক্ষ্য করে জলন্ত শিখা নিক্ষিপ্ত হতে লাগল। চোর বিতাড়নের এ নতুন উদ্যোগ দেখেই শয়তান ও জিনরা চিন্তিত হয়ে কারণ অনুসন্ধানের জন্য পৃথিবীর কোণে কোণে সন্ধানকারী দাল প্রেরণ করেছিল। অতঃপর 'নাখলা' নামক স্থানে একদল জিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কুরআন শুনে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। যা আলোচ্য সূরায় বর্ণিত হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) জগতের আদিকাল থেকেই অগ্নিশিখা বা তারকা-বিচ্যুতি ও উল্কাপিণ্ডের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। তবে এ আগ্নেয় পদার্থকে শয়তান বিতাড়নের কাজে ব্যাবহার করা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়ত লাভের সময় থেকে শুরু হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন)

(৩) অর্থাৎ এ নতুন ব্যবস্থাপনা এবং কঠোর প্রহরা ব্যবস্থার উদ্দেশ্য কী? কুরআনে কারীমের অবতরণ ও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমন এর কারণ তা তো আমরা বুঝতে পেরেছি। কিন্তু এর পরিণতি কী হবে? পৃথিবীবাসী কি কুরআন মেনে চলবে ফলে আল্লাহ তাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন? না কি এটা স্থির হয়েছে যে, মানুষ কুরআন থেকে বিমুখ হওয়ার কারণে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে? এটা তো একমাত্র আলিমুল গায়ব আল্লাহই জানেন। আমরা কিছুই বলতে পারব না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) অর্থাৎ কুরআন নাযেল হওয়ার পূর্বেও আমরা সবাই এক মত ও পথের অনুসারী ছিলাম না। এখন কুরআন এসেছে সকল মত ও পথ মিটিয়ে সবাইকে হকের উপর ঐক্যবদ্ধ করার জন্য। কিন্তু এমন লোক কোথায় যে সবাই হক গ্রহণ করে একই পথে চলবে। কাজেই এখনও হক-বাতিল ও নেক-বদের মতবিরোধ থাকবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৫) অর্থাৎ আমরা বুঝতে পেরেছি যে, আমরা যদি কুরআন অমান্য করি তবে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা পাব না। না পৃথিবীর কোথাও আত্মগোপন করে না কোথাও পলায়ন করে, না বাতাসে উড়ে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৬) অর্থাৎ এটা আমাদের জন্য গর্বের বিষয় যে, জিনদের মাঝে আমরা সর্বপ্রথম ঈমান এবেছি এবং কুরআন শোনামাত্র নির্দ্বিধায় এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৭) অর্থাৎ এমন হবে না যে, কোন নেকী লিপিবদ্ধ করা থেকে বাদ পড়ে যাবে। আবার এমনও হবে না যে, কোন গুনাহ অতিরিক্ত লিখে রাখা হবে। (বয়ানুল কুরআন ও আইছারুত্তাফাসীর)

www.maktabatulabrar.com

(৮) অর্থাৎ কুরআন নাযেল হওয়ার পর আমরা এখন দুই শেণীভূক্ত: এক শেণী যারা আল্লাহর পয়গাম গ্রহণ করে নিয়েছে। এরা সত্যের সন্ধানে সফল হয়েছে এবং হেদায়াদের পথে উপনীত হয়েছে। দ্বিতিয় শ্রেণী যারা কুরআন থেকে বিমুখ হয়েছে। এরা জাহান্নামের ইন্ধন হয়েছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৯) এ পর্যন্ত মুসলমান জিনদের কথোপকথনের বর্ণনা শেষ হল। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

وَّاَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوْا عَلَى الطَّرِيْقَةِ لَاَسْقَيْنٰهُمْ مَّآءً غَدَقًا ﴿١٦﴾	(১৬) আর (এ প্রত্যাদেশও করা হয়েছে যে,) যদি[১] তারা সত্য পথে কায়েম হয়ে যেত, তবে আমি তাদেরকে প্রচুর বৃষ্টি দ্বারা সিঞ্চিত করতাম[২] (অর্থাৎ জীবনোপকরণ দ্বারা সমৃদ্ধ করে দিতাম)।
لِّنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ؕ وَمَنْ يُّعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهٖ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿١٧﴾	(১৭) এতে তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য৩। আর যে ব্যক্তি স্বীয় প্রতিপালকের স্মরণ থেকে বিমুখ হয়ে থাকবে, আল্লাহ তাকে কঠিন আযাবে দাখিল করবেন।
وَّاَنَّ الْمَسٰجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا ﴿١٨﴾	(১৮) এবং (এ ওহীও করা হয়েছে যে,) যত সাজদা আছে তা সমস্তই আল্লাহর হক, সুতরাং তোমরা আল্লাহর সাথে অন্য কারো ইবাদত করবে না।
وَّاَنَّهٗ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوْهُ كَادُوْا يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴿١٩﴾	(১৯) আর (এ ওহীও করা হয়েছে যে,) যখন আল্লাহর খাস বান্দা[৪] আল্লাহর ইবাদত করতে দাঁড়ায়, তখন এ কাফেররা সে বান্দার উপর জটা বাঁধার উপক্রম করে।
قُلْ اِنَّمَآ اَدْعُوْا رَبِّيْ وَلَآ اُشْرِكُ بِهٖٓ اَحَدًا ﴿٢٠﴾	(২০) তুমি বল, আমি কেবল আমার রবের ইবাদত করি এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করি না[৫]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এখান থেকে পূর্বে বর্ণিত 'আমার নিকট ওহী প্রেরিত হয়েছে'-এর অন্যান্য বিষয়গুলো উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ আমার কাছে যে সকল বিষয়ে ওহী এসেছে তন্মধ্যে একটি এটাও। (বয়ানুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) মক্কাবাসীদের জুলুম নির্যাতন ও অপকর্মের কারণে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বদ দুআয় কয়েক বছর যাবত তাদের উপর দুর্ভিক্ষ চলছিল, তাই আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, যদি মক্কাবাসী হকের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেত তাহলে তিনি বারি বর্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে সমৃদ্ধ করে দিতেন। (বয়ানুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) অর্থাৎ, এ সমৃদ্ধি দানের মাধ্যমে তাদের পরীক্ষাও হত যে, তারা নেয়ামতের শুকর আদায় করে, না কি না-শুকরী করে।

www.maktabatulabrar.com

(৪) আল্লাহর খাস বান্দা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নামাযে দাঁড়িয়ে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতেন তখন তাঁর উপর লোকদের ভিড় ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হত। মুমিনগণ আসতেন আগ্রহভরে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তিলাওয়াত শুনতে আর কাফেররা আসত হিংসা বিদ্বেষবশত অহেতুক ভিড় জমাতে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৫) অর্থাৎ তুমি কাফেরদেরকে বলে দাও, তোমরা বিরোধিতা করার উদ্দেশ্যে ভিড় জমাচ্ছ কেন? তোমাদের অসন্তুষ্টির তো কিছুই নেই। আমি অযৌক্তিক বা মন্দ কথা তো কখনও বলি না। একমাত্র আল্লাহকে ডাকি এবং তাঁর কোনো শরীক নেই বলে বিশ্বাস করি, এতে ঝগড়া-বিরোধের তো কিছুই নেই। আর তোমরা সবাই একত্র হয়ে যদি আমার উপর ভিড় জমাতে চাও তবে স্মরণ রাখবে আমার ভরসা সে এক খোদার উপর যিনি সকল শিরক থেকে পাক-পবিত্র এবং বেনিয়ায, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

قُلْ اِنِّيْ لَآ اَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا رَشَدًا ﴿٢١﴾	(২১) তুমি বল, আমি না তোমাদের কোন ক্ষতি সাধনের ক্ষমতা রাখি[১] আর না কোন হিত সাধনের।
قُلْ اِنِّيْ لَنْ يُّجِيْرَنِيْ مِنَ اللّٰهِ اَحَدٌ ۙ وَّلَنْ اَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا ﴿٢٢﴾	(২২) তুমি বল, আল্লাহর (গযব) থেকে আমাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না[২], আর না তিনি ব্যতীত আমি কোন আশ্রয় পেতে পারি।
اِلَّا بَلٰغًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِسٰلٰتِهٖ ؕ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ﴿٢٣﴾	(২৩) কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকে পৌছানো এবং তাঁর পয়গাম আনয়ন করাই আমাকে রক্ষা করবে[৩]। আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আদেশ অমান্য করে, নিশ্চিয় তাদের জন্য দোযখের আগুন রয়েছে[৪] যাতে তারা সর্বদা অবস্থান করবে।
حَتّٰٓى اِذَا رَاَوْا مَا يُوْعَدُوْنَ فَسَيَعْلَمُوْنَ مَنْ اَضْعَفُ نَاصِرًا وَّ اَقَلُّ عَدَدًا ﴿٢٤﴾	(২৪) এমন কি যখন তারা সে বস্তু দেখতে পাবে যার প্রতিশ্রুতি তাদেরকে দেয়া হচ্ছে[৫] তখন নিশ্চিত জানতে পারবে যে, কারা সাহার্যকারীর দিক থেকে অতি দুর্বল এবং কে সংখ্যায় অতি স্বল্প।
قُلْ اِنْ اَدْرِيْٓ اَقَرِيْبٌ مَّا تُوْعَدُوْنَ اَمْ يَجْعَلُ لَهٗ رَبِّيْٓ اَمَدًا ﴿٢٥﴾	(২৫) তুমি বল, আমি অবগত নই যে বস্তুর প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হচ্ছে তা নিকটবর্তী, না কি আমার প্রতিপালক এর জন্য কোন দীর্ঘ মেয়াদ স্থির করে রেখেছেন[৬]।
عٰلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖٓ اَحَدًا ﴿٢٦﴾	(২৬) তিনিই গাযেবী বিষয়ের পরিজ্ঞাতা[৭]। অতএব তিনি তার গায়েবী বিষয় সম্বন্ধে কাউকেও অবহিত করেন না।

(২৭) কিন্তু হাঁ তাঁর কোন মনোনীত রসূলকে[৮]। তখন (এরূপে জানান) যে, সে রসূলের সম্মুখে ও পশ্চাত দিকে প্রহরী ফেরেশতাদেরকে পাঠান[৯],	اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ فَاِنَّهٗ يَسْلُكُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ رَصَدًا ﴿٢٧﴾
(২৮) যেন আল্লাহ (প্রকাশ্যে) জানতে পারেন যে, সে ফেরেশতাগণ স্বীয় রবের বার্তা (রসূলদের নিকট হেফাজতের সাথে) পৌঁছিয়েছে এবং আল্লাহ তাদের (প্রহরী ফেরেশতাদের) সকল অবস্থা বেষ্টন করে আছেন[১০], আর তিনি প্রত্যক বস্তুর সংখ্যা সম্যক অবগত আছেন[১১]।	لِّيَعْلَمَ اَنْ قَدْ اَبْلَغُوْا رِسٰلٰتِ رَبِّهِمْ وَاَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَاَحْصٰى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴿٢٨﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ আমার ইখতিয়ারে নেই যে, তোমাদেরকে সুপথে নিয়ে আসব কিংবা না আসলে কোন ধরনের ক্ষতি সাধন করব। ভাল-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ সবই এক আল্লাহর দস্তে কুদরতে রয়েছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) কারো ইষ্ট-অনিষ্ট সাধন তো দূরের কথা। আমার নিজের কল্যাণ-অকল্যাণও আমার হাতে নেই। এমনকি আমি যদি আমার দায়িত্ব আদায়ে কোনরূপ ত্রুটি করি তবে আল্লাহর শাস্তি থেকে কেউ আমাকে রক্ষা করতে পারবে না। এবং এমন কোন স্থানও নেই যেখানে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারব। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) অর্থাৎ আল্লাহর তরফ থেকে পয়গাম আনয়ন করা এবং তা প্রচার করা আল্লাহ আমার ইখতিয়ারে দিয়েছেন। সুতরাং এ দয়িত্ব যথাযথভাবে আদায় করার মাধ্যমে আমি তার আশ্রয় লাভ করতে পারব। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) অর্থাৎ তোমাদের ইষ্ট-অনিষ্টের মালিক আমি নই। তবে আল্লাহ ও রসূলের নাফরমানীর পরিণতিতে তোমাদের শাস্তি অবশ্যম্ভাবী। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৫) অর্থাৎ তোমরা যে আজ দলবদ্ধভাবে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ভিড় জমাচ্ছ এবং মনে করছ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাথীগণ সংখ্যায় স্বল্প আবার দুর্বল, তবে শোন যখন সে প্রতিশ্রুত আযাব এসে পড়বে, তখন বুঝতে পারবে কার সাথীরা দুর্বল ও সংখ্যায় স্বল্প। আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ মুমিনদের সাহায্যকারী। কাজেই মু'মিনদের সাহায্যকারীই সবল এবং তাদের সাহায্যকারীর সংখ্যাও স্বল্প নয়। কেননা তাদের সাথে ফেরেশতাগণও আছেন। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৬) অর্থাৎ যেসব অবিশ্বাসী তোমাকে কেয়ামতের নির্দিষ্ট দিন-তারিখ বলে দেয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করে তাদেরকে বলে দাও, কেয়ামতের আগমন ও হিসাব-নিকাশ নিশ্চিত; কিন্তু তার নির্দিষ্ট দিন-তারিখ আল্লাহ কাউকে জানাননি, তাই আমি নির্দিষ্ট করে কিছু বলতে পারব না।

www.maktabatulabrar.com

(৭) এ আয়াতে পূর্বের আয়াতের দলীল বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ আমার না জানার কারণ এই যে, আমি 'আলিমুল গায়েব' নই, বরং আলিমুল গায়েব একান্তই আল্লাহ। আর তিনি এ ব্যাপারে কাউকে অবহিত করেন না।

(৮) অর্থা রিসালতের জন্য যে পরিমাণ গায়েবের খবর তথা অদৃশ্য বিষয়াদির জ্ঞান কোন রসূলকে দেয়া অপরিহার্য সে পরিমাণ গায়েবের খবর রসূলকে দান করা হয়েছে। যে গায়েব সম্পর্কে বলা হয়েছে "আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানেন না" এখানে ব্যতিক্রমের মধ্যে রসূলের জন্য সে গায়েব প্রমাণ করা হয়নি। বরং বিশেষ ধরনের 'ইলমে গায়ব' প্রমাণ করা হয়েছে। তা হচ্ছে শরীআত ও বিধি-বিধানের জ্ঞান, এবং নবুয়তের প্রমাণ স্বরূপ কৃত ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ। একে 'ইলমে গায়ব' বলা হয় না। বরং কুরআনের স্থানে স্থানে একে انباء الغيب তথা "গায়েবের সংবাদ" শব্দে অভিহিত করা হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন ও মাআরিফুল কুরআন)

(৯) রসূলকে ওহীর মাধ্যমে যে ইল্ম দান করা হয় তা খুবই সংরক্ষিত পথে দেয়া হয়। ওহী অবতরণের সময় রসূলের চতুর্দিকে ফেরেশতাগণের কড়া প্রহরা থাকে। যাতে শয়তান কোনরূপ হস্তক্ষেপ করতে সক্ষম না হয়। (বয়ানুল কুরআন)

(১০) সুতরাং তিনি এমন প্রহরী নিযুক্ত করেছেন যারা এ কাজের জন্য যথোপযোগী। (বয়ানুল কুরআন)

(১১) অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুর পরিসংখ্যান আল্লাহ তাআলাই পরিজ্ঞাত। পাহাড়ের অভ্যন্তরে কি পরিমাণ অণু-পরামাণু রয়েছে, সারা বিশ্বের জলাধারসমূহে কি পরিমাণ জলবিন্দু আছে প্রত্যেক বৃষ্টিতে কি পরিমাণ ফোঁটা বর্ষিত হয়, পৃথিবীর বৃক্ষরাজির পত্র-পল্লবের পরিসংখ্যান কত এ সব একমাত্র আল্লাহরই জানা। সমস্ত ইলমে গায়ব যে আল্লাহরই বিশেষ গুণ, এ আয়াতে তা আবার ফুঁটিয়ে তোলা হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

সূরা জিন থেকে সংগৃহীত বিশেষ বিশেষ হুকুম ও শিক্ষা নিম্নরূপ ঃ

১. জিনদের কুরআন শ্রবণ ও তাদের ঈমান আনয়নের বিশেষ একটি ঘটনার বর্ণনা রয়েছে। এতে জিনের অস্তিত্ব যেমন প্রমাণিত হয় তেমনি তারা মানুষের ন্যায় ঈমান আনার ব্যাপারে দায়িত্বশীল তাও প্রমাণিত হয়।

২. হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিন-ইনসান মানব-দানব সকলের নবী।

৩. জিনদের থেকে সাহার্য প্রার্থনা করা এবং তাদের আশ্রয় কামনা করা জায়েয নেই।

৪. জিনদের মধ্যে ভাল-মন্দ সব ধরনেরই রয়েছে।

৫. সকল ধরনের সাজদা আল্লাহর জন্য নির্ধারিত। গায়রুল্লাহকে সাজদা করা হারাম!

৬. একমাত্র আল্লাহই ইলমে গায়বের অধিকারী। আর কারো গায়বের ইলম নেই।

৭. আল্লাহর ইল্ম সবকিছুকে পরিবেষ্টনকারী। কোনো কিছুই তাঁর ইল্মের বাইরে নয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

৮. আল্লাহ ও রসূলের নাফরমানী করলে তাদের জন্য রয়েছে অনন্তকালের জাহান্নাম।

(৭৩) সূরা মুয্যাম্মিল, মক্কী
২০ আয়াত, ২ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

يٰٓاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ①

(১) হে বস্ত্রাবৃত![১]

قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا ②

(২) রাত্রিকালে (নামাযে) দণ্ডায়মান থাক[২] কিয়দংশ ব্যতীত।

نِّصْفَهٗٓ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا ③

(৩) (অর্থাৎ) অর্ধেক রাত[৩] অথবা অর্ধেক থেকেও কিছু কম কর;

اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ④

(৪) কিংবা তার (অর্ধাংশ) থেকে কিছু বৃদ্ধি কর। আর কুরআনকে খুব স্পষ্ট ও পৃথক পৃথক করে[৪] পাঠ কর।

اِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا ⑤

(৫) আমি অচিরেই[৫] তোমার প্রতি এক গুরুভার বাণী[৬] প্রেরণ করব।

اِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَطْاً وَّاَقْوَمُ قِيْلًا ⑥

(৬) নিঃসন্দেহে রাত্রিকালে ওঠা খুব কঠিন[৭] প্রবৃত্তি দলনে[৮] এবং খুব সঠিক বাক্য স্ফুরণে[৯]।

اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيْلًا ⑦

(৭) নিশ্চয় দিবাভাগে রয়েছে তোমার দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা[১০]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, সর্ব প্রথম হেরাগুহায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ফেরেশতা হযরত জিবরাঈল আগমন করে সূরা ইকরার প্রাথমিক আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনান। এটা ছিল ফেরেশতার সান্নিধ্য ও ওহীর তীব্রতা সম্পর্কিত অনুভূতির একেবারে প্রথম পর্যায়। ফলে এর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত খাদীজা (রা.)-র নিকট গমন করলেন এবং তীব্র শীত অনুভব করার কারণে বললেন, زَمِّلُوْنِيْ زَمِّلُوْنِيْ-আমাকে বস্ত্রাবৃত করে দাও আমাকে বস্ত্রাবৃত করে দাও। এ সাময়িক অবস্থার প্রেক্ষিতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিশেষ গুণ দ্বারা সম্বোধন করে ইরশাদ হয়েছে, يٰٓاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ-হে বস্ত্রাবৃত রসূল। এভাবে সম্বোধন করার মাঝে বিশেষ এক করুণা ও অনুগ্রহ প্রচ্ছন্ন আছে। যেমন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্নেহ-আপ্লুত হয়ে হযরত আলীকে 'আবুতুরাব' (মাটির পিতা) বলে সম্বোধন করেছিলেন। (মাআরিফুল কুরআন ও বয়ানুল কুরআন)

www.maktabatulabrar.com

(২) আলোচ্য আয়াতসমূহ ইসলামের শুরুতে এবং কুরআন অবতরণের প্রাথমিক যুগে অবতীর্ণ হয়ে ছিল। তখন পর্যন্ত পাঞ্জেগানা নামায ফরয ছিল না। এ আয়াতেসমূহে কমপক্ষে রাতের এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ তাহাজ্জুদ নামাযে মাশগুল থাকা ফরজ করা হয়েছে। সেমতে উক্ত আদেশ পালনার্থে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম অধিকাংশ রাত্রি তাহাজ্জুদের নামাযে ব্যয় করতেন, ফলে তাদের পদদ্বয় ফুলে যায়। এবং আদেশটি বেশ কষ্টসাধ্য প্রতীয়মান হয়। পূর্ণ এক বছর পর এই সূরার শেষাংশ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ-'যে পরিমাণ কুরআন সহজে পাঠ করা যায় পড়ে নাও' অবতীর্ণ হলে তাহাজ্জুদ নামায পড়ার ফরযিয়্যাত ও অপরিহার্যতা রহিত হয়ে যায়। তবে এরপরও তাহাজ্জুদ পড়া সুন্নাত ও মানদুব থেকে যায়। (বয়ানুল কুরআন ও মাআরিফুল কুরআন)

(৩) তুমি অর্ধেক রাত্রি অথবা তদপেক্ষা কিছুটা কম অর্থাৎ রাতের এক তৃতীয়াংশ অথবা অর্ধেকের চেয়ে কিছু বেশি তথা রাতের দুই তৃতীয়াংশ নামাযে রত থাক। মোটকথা কমপক্ষে রাতের এক তৃতীয়াংশ নামাযে মাশগুল থাকা ফরয। বাকি দুই পরিমাণের ব্যাপারে ইখতিয়ার রয়েছে। (বয়ানুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) পরিষ্কার ও স্পষ্ট উচ্চারণের নাম 'তারতীল'। যথাসম্ভব সুললিত স্বরে তিলাওয়াত করাও 'তারতীলের' অন্তর্ভুক্ত। আয়াতের উদ্দেশ্য হল দ্রুত তিলওয়াত না করা। বরং পৃথক পৃথক ও পরিষ্কার উচ্চারণের সাথে তিলাওয়াত করা চাই।

(৫) আলোচ্য আয়াতে কিয়ামে লাইল তথা তাহাজ্জুদ পড়ার নির্দেশ দানের রহস্য ও কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। তাহল তাহাজ্জুদের মাধ্যমে মুজাহাদা ও কষ্টে অভ্যস্ত হওয়ার মেযাজ গড়ে উঠবে। কেননা রাত্রিকালে নিদ্রার প্রাবল্য ও মানসিক সুখের বিরুদ্ধে এটা একটা জেহাদ বৈ কি? ফলে এর মাধ্যমে ভবিষ্যতে কুরআন বহন করার শক্তি ও যোগ্যতা লাভ হবে এবং কুরআনে বর্ণিত কষ্টসাধ্য ও ভারি বিধি-বিধান মেনে চলা সহজ হবে। (বয়ানুল কুরআন ও মাআরিফুল কুরআন)

(৬) এখানে "গুরুভার বাণী" বলে কুরআন কারীমকে বোঝানো হয়েছে। কেননা কুরআনে বিবৃত হালাল-হারাম, ও জায়েয-নাজায়েযের সীমা স্থায়ীভাবে মেনে চলা স্বভাবত ভারি ও কঠিন। তবে যার জন্য আল্লাহ সহজ করে দেন তার কথা ভিন্ন। কুরআনকে ভারি বলার আরেকটা কারণ এই যে, কুরআন নাযেল গওয়ার সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশেষ ওজন ও তীব্রতা অনুভব করতেন। ফলে প্রচণ্ড শীতেও তিনি ঘর্মাক্ত হয়ে পড়তেন এবং ওহী নাযেল হওয়ার সময় তিনি কোন উটের উপর সওয়ার থাকলে প্রচণ্ডতার কারণে উট নুয়ে পড়ত। (বয়ানুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৭) অর্থাৎ, খুব কার্যকর।

(৮) রাতে আরামের শয্যা ত্যাগ করে নামাযে দণ্ডায়মান হওয়া মোটেও সহজসাধ্য নয়। বরং নিদ্রার প্রাবল্য, মানসিক সুখ ও নফসের চাহিদার বিরুদ্ধে বিরাট জেহাদ। তাই রাতের নামায প্রবৃত্তি দলনে খুবই কার্যকর। এর মাধ্যমে প্রবৃত্তিকে বশীভূত করা ও অবৈধ বাসনা থেকে বিরত রাখার কাজে সাহায্য পাওয়া যায়। এই হল তাহাজ্জুদ নামাযের দ্বিতীয় রহস্য ও উপযোগিতা।

(৯) অর্থাৎ রাতের বেলার দুআ, যিকির ও তিলাওয়াত অধিক শুদ্ধতা ও স্থিরতা এবং হৃদয়ের একাগ্রতা ও প্রশান্ততার সাথে আদায় হয়। মুখ ও হৃদয়ের খুব মিল থাকে। মুখে যা উচ্চারিত হয় হৃদয়ে তা দৃঢ়মূল হতে থাকে। কারণ তখন বিভিন্ন প্রকার ধ্বনি ও হট্টগোল দ্বারা মন-মস্তিষ্ক ব্যাকুল হয়ে ওঠে না। বরং আল্লাহ তাআলার দুনিয়ার আসমানে অবতরণের ফলে হৃদয়ে অনুভূত হয় এক অনাস্বাদিত স্বর্গীয় স্বাদ। (ফাওয়ায়েদে উছমানী, বয়ানুল কুরআন ও মাআরিফুল কুরআন)

(১০) আলোচ্য আয়াতে তাহাজ্জুদের তৃতীয় রহস্য বর্ণিত হয়েছে। তা হল দিনের বেলায় তাবলীগ ও ইরশাদ, শিক্ষা-দীক্ষা ও মানব জাতির কল্যাণ সাধন ইত্যাদি অনেক কর্মব্যস্ততায় থাকতে হয়। ফলে একাগ্রচিত্তে ইবাদতে মনোনিবেশ করা কঠিন হয়। কাজেই রাতই এ কাজের জন্য সবচেয়ে উপযোগী সময়।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১-৭ নং আয়াতসমূহ ঃ

১. তাহাজ্জুদ নামায পড়া মুস্তাহাব। এ নামায দুনিয়া-আখেরাতের প্রভূত কল্যাণের চাবিকাঠি।

২. নবী আলাইহিস সালামকে তাহাজ্জুদের বিশেষ নির্দেশ প্রদান থেকে প্রতীয়মান হয় যে, উলামা-মাশায়েখ যারা উম্মতের তালীম ও তারবিয়্যাতে গুরুদায়িত্ব পালন করেন, বিশেষত তাদের জন্য শেষ রাতে আল্লাহর ইবাদাতে মাশগুল থাকা একান্ত আবশ্যক।

৩. ধীরে ধীরে পরিস্কারভাবে সুললিত স্বরে তথা তারতীলের সাথে কুরআন তিলওয়াত কাম্য।

৪. কুরআনের বিধান গুরুভার। (৬ নং টীকা দ্রষ্টব্য)

৫. তাহাজ্জুদ পড়ার নির্দেশ দানের রহস্য ও কারণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, এর মাধ্যমে প্রবৃত্তি দমন হয় এবং একাগ্রচিত্তে ইবাদতে মনোনিবেশ করা সম্ভব হয়।

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴿٨﴾	(৮) আর স্বীয় রবের নাম স্মরণ করতে থাক[১], এবং সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাঁরই অভিমুখী থাক[২]।
رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ﴿٩﴾	(৯) তিনি পূর্ব পশ্চিমের মালিক। তিনি ভিন্ন কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়। অতএব তাঁকেই গ্রহণ কর কর্মবিধায়ক রূপে[৩]।
وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ﴿١٠﴾	(১০) আর এরা যে সব উক্তি করে তাতে ধৈর্য ধারণ কর[৪] এবং উত্তমভাবে তাদেরকে পরিহার করে চল।
وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا ﴿١١﴾	(১১) আর আমাকে এবং বিত্ত-বৈভবের অধিকারী মিথ্যারোপকারীদেরকে (বর্তমান অবস্থায়) ছেড়ে দাও[৫] (থাকতে দাও) এবং তাদেরকে আরো কিছু দিন অবকাশ দাও।
إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيمًا ﴿١٢﴾	(১২) নিশ্চয় আমার কাছে রয়েছে শিকলসমূহ ও প্রজ্বলিত আগুন,
وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٣﴾	(১৩) আর আছে এমন খাদ্য যা গলায় আঁটকে যায় ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি[৬]।
يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا ﴿١٤﴾	(১৪) যে দিন যমিন ও পাহাড়-পর্বত কম্পিত হতে থাকবে[৭] এবং পাহাড়-পর্বত (চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে) বহমান বালুকারাশিতে পরিণত হবে (অতঃপর উড়তে থাকবে)।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) পূর্ববর্তী আয়াতে তাহাজ্জুদ নামাযের আদেশ দেয়ার পর এ আয়াতে এমন এক ইবাদতের আদেশ দেয়া হয়েছে যা দিন বা রাতের সাথে সম্পৃক্ত নয়, বরং সর্বদা ও সর্বাবস্থায় অব্যাহত থাকে। তা হল আল্লাহর যিক্‌র। অর্থাৎ দিনের বেলায় যদিও আনেক কর্মব্যস্ততা থাকে কিন্তু চলতে-ফিরতে, উঠতে বসতে মুখে অন্তরে এবং অংগ-প্রত্যংগকে আল্লাহর আদেশ নিষেধ পালনে ব্যাপৃত রেখে যে কোন প্রকারে আল্লাহর স্মরণে মাশগুল থাকা উচিৎ।

(২) এ আয়াতে যে, সবকিছু থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করতে বলা হয়েছে তা رہبانیت তথা বৈরাগ্য থেকে ভিন্ন জিনিস। কারণ শরীআতের পরিভাষায় رہبانیت তথা বৈরাগ্যের অর্থ দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং ভোগসামগ্রী ও হালাল বস্তুসমূহকে ইবাদতের নিয়তে পরিত্যাগ করা। অর্থাৎ এরূপ বিশ্বাস থাকা যে, হালাল বস্তু পরিত্যাগ করা ব্যতীত আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হতে পারে না। অথবা ওয়াজিব হক আদায়ে ত্রুটি করে কার্যত সম্পর্ক ছেদ করাও বৈরাগ্যতা। আর এখানে যে সম্পর্ক ছেদের আদেশ করা হয়েছে তা হল আকীদা ও বিশ্বাসগতভাবে অথবা আমল ও কার্যগতভাবে আল্লাহর সম্পর্কের উপর কোন সৃষ্টির সম্পর্ককে প্রবল হতে না দেয়া। আর এ সম্পর্ক ছেদ দুনিয়ার কাজ-কারবারের সাথে জড়িত থেকেও সম্ভব। মোটকথা হৃদয়কে সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন করে সর্বদা আল্লাহর সাথে জুড়ে রাখা হল উদ্দেশ্য। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও মাআরিফুল কুরআন)

(৩) যাকে কোন কাজ সোপর্দ করা হয় অভিধানে তাকে وَكِيل বা কর্মবিধায়ক বলা হয়। সুতরাং فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا বাক্যের অর্থ হল নিজের সব কাজ-কারবার ও অবস্থা আল্লাহর কাছে সোপর্দ কর। পরিভাষায় একে তাওয়াক্‌কুল বলা হয়। তাওয়াক্‌কুলের এ নির্দেশ দেয়ার পূর্বে আল্লাহর গুণ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ (পূর্ব-পশ্চিমের মালিক) বর্ণনা করে ইংগিত করা হয়েছে যে, যে সত্তা পূর্ব-পশ্চিম তথা সারা জাহানের পালনকর্তা ও মালিক এবং সারা জাহানের প্রয়োজনাদি পূর্ণ করার যিম্মাদার, একমাত্র তিনিই তাওয়াক্‌কুল ও ভরসা রাখার যোগ্য হতে পারেন। এবং তাঁর উপর যে ব্যক্তি ভরসা করবে সে কখনও বঞ্চিত হবে না।

(৪) অর্থাৎ আল্লাহর পথে মানুষের জুলুম-নির্যাতন ও গালি-গালাজে সবর কর। এবং কাফেরদের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ কর। তবে তাদের দুর্ব্যবহারের অভিযোগ কারো কাছে করবে না। তাদের প্রতিশোধ গ্রহণের পিছে পড়বে না। এবং তাদের সাথে কথা-বার্তায় আচার-আচরণে বক্র ও রুক্ষ ব্যাবহার করবেন না। বরং সম্পর্ক ত্যাগ করা সত্ত্বেও তাদেরকে হেদায়াতের পথে আনার চেষ্টা করবে। এটা হল "উত্তমভাবে পরিহার করা"। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৫) এ আয়াতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে যে, তুমি কাফেরদের জুলুম-নির্যাতনে দুঃখিত হয়ো না। আমি তাদেরকে কঠোর শাস্তি দিব। তবে বিশেষ রহস্যের কারণে আরো কিছু দিন অবকাশ দিয়েছি।

(৬) অর্থাৎ তুমি আর কিছু দিন ধৈর্য্য ধারণ কর। অতি সত্তর তাদেরকে শাস্তি দিব। কেননা আমার কাছে রয়েছে বেড়ীসমূহ ও জাহান্নাম এবং গলায় আঁটকানো খাদ্য যা গলাধকরণও করা যায় না এবং উদগীরণও করা যায় না। এ নির্দিষ্ট আযাব ছাড়াও আরো অনেক কঠোর শাস্তি। (বয়ানুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৭) এ আয়াতে কিয়ামতের কিছু ভয়াবহ অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে।

www.maktabatulabrar.com

আহকাম ও শিক্ষা

● ৮ নং আয়াত ঃ

১. সর্বদা আল্লাহর যিক্‌রে মাশগুল থাকার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে।

২. আকীদা-বিশ্বাসগতভাবে এবং আমলগতভাবে আল্লাহর সম্পর্কের উপর কোন সৃষ্টির সম্পর্ককে প্রবল হতে না দেয়ার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। (২ নং টীকা দ্রষ্টব্য)।

● ৯ নং আয়াত ঃ

১. তাওহীদের শিক্ষা বর্ণিত হয়েছে।

২. নিজের সব কাজ-কারবার ও অবস্থা আল্লাহর কাছে সোপর্দ করতে বলা হয়েছে।

● ১০–১৪ নং আয়াতসমূহ ঃ

১. রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে যে, তুমি কাফেরদের জুলুম-নির্যাতনে দুঃখিত হয়ো না। সবর কর।

২. অতি সত্তর কাফেরদেরকে শাস্তি দেয়ার কথা বলা হয়েছে।

৩. কেয়ামতের ভয়াবহতা ও জাহান্নামের আযাবের ভয়াবহতা তুলে ধরা হয়েছে।

(১৫) নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকট এমন একজন রসূল পাঠিয়েছি যে তোমাদের সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবে, যেমন আমি ফেরআউনের নিকট একজন রসূল প্রেরণ করেছিলাম।	إِنَّآ أَرْسَلْنَآ إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَآ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿١٥﴾
(১৬) অতঃপর ফেরআউন সে রসূলের কথা অমান্য করল। ফলে আমি তাকে পাকড়াও করলাম কঠোরভাবে[১]।	فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَٰهُ أَخْذًا وَبِيلًا ﴿١٦﴾
(১৭) অতএব যদি তোমরাও (রসূল প্রেরিত হওয়ার পর) কুফরী কর[২] তবে সেদিন থেকে কীরূপে রক্ষা পাবে যেদিন বালকদেরকেও বৃদ্ধা করে দিবে?	فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَٰنَ شِيبًا ﴿١٧﴾
(১৮) যেদিন আসমান ফেটে যাবে, তাঁর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে[৩]।	السَّمَآءُ مُنفَطِرٌۢ بِهِۦ ۚ كَانَ وَعْدُهُۥ مَفْعُولًا ﴿١٨﴾
(১৯) নিশ্চয় এটা একটা উপদেশ[৪], অতএব যার ইচ্ছা হয় সে তার প্রতিপালকের দিকে পথ অবলম্বন করুক।	إِنَّ هَٰذِهِۦ تَذْكِرَةٌ ۖ فَمَن شَآءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِۦ سَبِيلًا ﴿١٩﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এ আয়াতে কাফেরদেকে হযরত মূসা (আ.) ও ফিরআউনের ঘটনা শুনিয়ে সতর্ক করা হয়েছে যে, ফিরআউন হযরত মূসাকে অমান্য করে আযাবে গ্রেফতার হয়েছে। তোমরাও নবীর উপর মিথ্যারোপ অব্যাহত রাখলে তোমাদের উপরও দুনিয়াতে আযাব আসতে পারে।

www.maktabatulabrar.com

(২) এ আয়াতে বলা হয়েছে, দুনিয়ার শাস্তি থেকে যদি তোমরা রক্ষা পেয়েও যাও, কেয়ামতের আযাব থেকে (তোমরা) রক্ষা পাবে না, যেদিন ভয়াবহ এবং দীর্ঘ হওয়ার কারণে বালককেও বৃদ্ধে পরিণত করে দিবে। কেউ কেউ এটাকে উপমা বলেছেন, অর্থাৎ 'বালককে বৃদ্ধে পরিণত করে দিবে' বলে কেয়ামতের ভয়াবহতা ও কঠোরতার দিকে ইংগিত করা হয়েছে। কেউ কেউ এটাকে প্রত্যক্ষ অর্থে গ্রহণ করেছেন অর্থাৎ, দিনটা এত দীর্ঘ হবে যে, বালকও বৃদ্ধ বয়সে পৌঁছে যাবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও মাআরিফুল কুরআন)

(৩) অর্থাৎ আল্লাহর ওয়াদা অটল, অবশ্যই তা বাস্তবায়িত হবে। তোমরা এটাকে যতই অসম্ভব মনে কর না কেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) অর্থাৎ উপরোল্লিখিত বিষয়গুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে বলিষ্ট উপদেশ। এখন যার ইচ্ছা এর উপর আমল করে হেদায়াত লাভ করুক। পথ খোলা কোন বাধা-বিপত্তি নেই। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৫ নং আয়াত ঃ

১. হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়ত প্রমাণিত।

২. নবী কেয়ামতের দিন সাক্ষী হবেন।

৩. ফেরআউনের নিকটও রসূল প্রেরিত হয়েছিলেন।

● ১৬–১৮ নং আয়াতসমূহ ঃ

১. রসূলকে অমান্য করার কারণে ফেরআউনকে কঠিন শাস্তি দেয়া হয়েছিল।

২. এই নবীকে অমান্য করলেও দুনিয়াতে শাস্তি আসতে পারে। পরকালেও শাস্তি থেকে তো অমান্যকারী কেউই রক্ষা পাবে না।

৩. কেয়ামতের ভয়াবহতা তুলে ধরা হয়েছে যে, সেদিন বালককে বৃদ্ধে পরিণত করে দিবে, আকাশ ফেটে যাবে ইত্যাদি।

৪. আল্লাহর ওয়াদা অটল, অবশ্যই তা বাস্তবায়িত হবে।

● ১৯ নং আয়াত ঃ

আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ উপদেশ স্বরূপ পূর্ববর্তী ঘটনা ও কথাগুলো পেশ করেছেন। উপদেশ গ্রহণের ব্যাপারে কাউকে বাধ্য করা হয় না। পরীক্ষা স্বরূপ মানা না মানা উভয়ের পথই খোলা রাখা হয়েছে।

(২০) নিশ্চয় তোমার রব অবগত আছেন[১] যে, তুমি ও তোমার সংগীদের মধ্যে কতিপয় লোক (কখনও) রাতের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ এবং (কখনও) অর্ধেক রাত আর (কখনও) রাতের এক তৃতীয়াংশ দণ্ডায়মান থাক, এবং আল্লাহই রাত-দিনের পরিমাণ সম্বন্ধে অবগত। তিনি আল্লাহ জানেন যে, তোমরা আদৌ তার যথাযথ হিসাব রাখতে পারবে না। অতএব তিনি তোমাদের (অবস্থার) প্রতি মনোযোগী হয়েছেন।	إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ الَّيْلِ وَنِصْفَهُۥ وَثُلُثَهُۥ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا

مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ؕ عَلِمَ اَنْ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَّرْضٰى ۙ وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِى الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ ۙ وَاٰخَرُوْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۖ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ؕ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا ؕ وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَّاَعْظَمَ اَجْرًا ؕ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝٢٠

অতএব যে পরিমাণ কুরআন সহজে পাঠ করা যায় পাঠ কর। তিনি অবগত আছেন যে, তোমাদের মধ্যে কতক পীড়িত হবে, আর কতক জীবিকা অন্বেষণের জন্য পৃথিবীতে ভ্রমণ করবে, আর কতক আল্লাহর পথে জিহাদ করবে, সুতরাং যে পরিমাণ কুরআন সহজে পাঠ করা যায় পাঠ কর। আর (ফরয) নামাযের পাবন্দী কর[২], যাকাত প্রদান করতে থাক, এবং আল্লাহকে উত্তমরূপে করয দাও[৩]। আর তোমরা যে নেক আমল নিজের জন্য (আখেরাতের পুঁজিস্বরূপ) পূর্বে প্রেরণ করবে[৪] তা আল্লাহর কাছে পাবে উত্তম আকারে এবং প্রতিদান হিসাবে মহোত্তর রূপে, আর তোমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রর্থনা করতে থাক, নিঃসন্দেহে আল্লাহ অতিশয় ক্ষশাশীল[৫], অতি দয়ালু।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) তাহাজ্জুদ নামায ফরয হওয়ার পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম রাতের অধিকাংশ সময় নামাযে অতিবাহিত করে এ ফরয আদায় করতেন। প্রতি রাতে এ নামায এবং দিনের বেলায় দীনী দাওয়াত ও প্রচারকার্য তদুপরি ব্যক্তিগত প্রয়োজনাদি নির্বাহ করা নিঃসন্দেহে এক দুরূহ ব্যাপার ছিল। ফলে নিয়মিতভাবে এ দীর্ঘ নামায আদায় করতে করতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের পদযুগল ফুলে যায়। তাঁদের এ কষ্ট ও শ্রম আল্লাহ তাআলার অগোচরে ছিল না। কিন্তু তাঁর ইলমে পূর্ব থেকেই নির্ধারিত ছিল যে এই পরিশ্রম ও মেহনতের ইবাদত ক্ষণস্থায়ী হবে, যাতে তাঁরা পরিশ্রম ও সাধনায় অভ্যস্ত হয়ে যায়। কাজেই এক বছর পর যখন এ সাধনা ও পরিশ্রমে অভ্যস্ত করার উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে গেল তখন তাহাজ্জুদের ফরয রহিত করে দেয়া হল। সুতরাং আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, তোমরা যে কখনও অর্ধেক রাত কখনও প্রায় দুই তৃতীয়াংশ রাত আবার কখনও এক তৃতীয়াংশ ইবাদতে নিমগ্ন থেকে কঠোর সাধনা কর এটা তোমাদের রব অবগত আছেন। সামনে আল্লাহ তাআলা তাহাজ্জুদ নামাযের ফরয রহিত হওয়ার দুটো কারণ উল্লেখ করেছেন। প্রথম কারণ হল তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য অর্ধেক রাত, দুই তৃতীয়াংশ, কিংবা এক তৃতীয়াংশ রাতের যে সময়সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছিল তা পূরোপূরি নিয়ন্ত্রণ করা সাহাবায়ে কেরামের জন্য কঠিন ছিল। কারণ তখনকার সময় ঘড়ি ইত্যাদি ছিল না। কোন কোন সাহাবী এ আশংকায় রাতভর ঘুমাতেন না যে, ঘুমের ঘোরে যেন এক তৃতীয়াংশ রাত জাগ্রত থাকা থেকেও বঞ্চিত না হন। অতএব আল্লাহ তাদের অবস্থার প্রতি দয়া পরবশ হয়েছেন এবং

www.maktabatulabrar.com

সে পূর্বের হুকুম রহিত করে দিয়ে ইরশাদ করেছেন, "যতটুকু কুরআন সহজে পাঠ করা যায় পাঠ কর" এখানে কুরআন পাঠ করা দ্বারা তাহাজ্জুদ পড়া বোঝানো হয়েছে। মোটকথা তাহাজ্জুদ নামাযে ফরয রহিত হওয়ার আসল কারণ ছিল কষ্ট।

আল্লাহ তাআলা তাহাজ্জুদ নামায রহিত হওয়ার দ্বিতীয় কারণ বর্ণনা করে বলেছেন, "আল্লাহ জানেন তোমাদের মধ্যে কতক অসুস্থ্য হবে, কতক জীবিকার সন্ধানে ভ্রমণ করবে, আবার কতক জেহাদে অংশ গ্রহণ করবে" যেহেতু এ সকল অবস্থায় তাহাজ্জুদের পাবন্দী করা খুব দুরূহ ব্যাপার, তাই অনুমতি প্রদান করা হয়েছে "তোমরা যতটুকু কুরআন সহজে পাঠ করতে পার পাঠ কর"।

(২) অর্থাৎ তাহাজ্জুদ ফরয হওয়া যদিও রহিত হয়ে গেছে তবে হাঁ পাঞ্জেগানা ফরয নামায পাবন্দীর সাথে আদায় করতে থাক, যাকাত প্রদান করতে থাক এবং আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করতে থাক। এ আমলসমূহের পাবন্দীর মাধ্যমে অনেক রূহানী কল্যাণ লাভ হবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) ইখলাসের সাথে বিধিসম্মতভাবে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করাই আল্লাহকে উত্তমভাবে করয দেওয়া। ফরয যাকাতের আদেশ পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। তাই কারো কারো মতে এখানে নফল দান-খয়রাত ও কার্যাদি বোঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, যাকাত ছাড়াও আরো অনেক আর্থিক ওয়জিব পাওনা মানুষের উপর বর্তে যেমন– পিতা-মাতা এবং স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির ভরণ-পোষণ ইত্যাদি। কাজেই এ বাক্যে এসব ওয়াজিব পাওনা আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও মাআরিফুল কুরআন)

(৪) অর্থাৎ আমরা যে নেক আমল করি তা এখানে শেষ হয়ে যায় না। বরং আল্লাহর নিকট জমা হয়। ঠিক প্রয়োজনের মুহূর্তে আমাদের কাজে আসবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৫) অর্থাৎ আল্লাহর সকল হুকুম মেনে চল, অতঃপর ইসতিগফার কর। কেননা কেউ বন্দেগীর হক আদায় করার দাবী করতে পারে না। বরং যত বড় বান্দা তত বেশি নিজেকে অপরাধী মনে করেন এবং স্বীয় কোতাহীর ক্ষমা চান। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২০ নং আয়াত:

১. আয়াতে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের তাহাজ্জুদ আদায়ের কষ্টের কারণে তাহাজ্জুদের বিধানে আসানী করার কথা বর্ণিত হয়েছে।

২. পাঞ্জেগানা ফরয নামায পাবন্দীর সাথে আদায় করতে থাকা, যাকাত প্রদান করতে থাকা এবং আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করতে থাকার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

৩. আল্লাহর নিকট নেক আমলের যে প্রতিদান পাওয়া যাবে তা দুনিয়ায় যা পাওয়া যায় তার চেয়ে উত্তম এবং বৃহৎ।

৪. যেহেতু বন্দেগীর হক পুরোপুরি আদায় করা সম্ভব নয় তাই বন্দেগী করার সাথে সাথে ইস্তিগফারও করতে বলা হয়েছে।

৫. আল্লাহ তাআলার বিশেষ দুটো গুণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাহল তিনি অতিশয় ক্ষশাশীল ও অতি দয়ালু।

(৩) আয়াতে বর্ণিত اَنْذِرْ অর্থ সতর্ক কর। এমন সতর্ক যা স্নেহ, ভালবাসা ও কল্যাণকামিতার উপর নির্ভরশীল।

(৪) অর্থাৎ, কথায় ও কাজে শুধু আপন রবের বড়ত্ব ও মহত্ব ঘোষণা করতে থাক। কেননা এরই মাধ্যমে অন্তরে খোদাভীতি পয়দা হয়। এবং আল্লাহর শ্রেষ্টত্ব ও মহত্ব এমন জিনিস যার পরিচয় সর্বাগ্রে হওয়া উচিৎ। এখানে رب তথা পালনকর্তা শব্দ ব্যাবহার করে এ নির্দেশের কারণ বলে দেয়া হয়েছে যে, যিনি সারা জাহানের পালনকর্তা একমাত্র তিনিই সকল মহত্ব বর্ণনারযোগ্য। নামাযে তাকবীর বলাও এ আয়াতের ব্যাপকতার অন্তর্ভুক্ত।

(৫) আয়াতে বর্ণিত ثياب এর আসল অর্থ কাপড়। রূপক অর্থে কর্মকেও ثوب ও لباس বলা হয়; এমনিভাবে মন, চরিত্র ও ধর্মকেও বলা হয়। মানবদেহকেও ثياب বলে ব্যক্ত করা হয়। আলোচ্য আয়াতে উক্ত সকল অর্থ গ্রহণ করা যেতে পারে। এমতাবস্থায় নির্দেশের অর্থ হবে এই যে, আপন পোষাক ও দেহকে বাহ্যিক অপবিত্রতা থেকে পবিত্র রাখ এবং অন্তর ও মনকে ভ্রান্ত বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনা থেকে এবং কুচরিত্র থেকে মুক্ত রাখ।

(৬) এ আয়াতে উল্লেখিত رجز এর দুটি অর্থ বর্ণিত আছে। তাহল প্রতিমা ও গুনাহ। কাজেই আয়াতের অর্থ হবে, প্রতিমা পূজা এবং গোনাহ পরিত্যাগ কর। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো পূর্ব থেকেই এসবের ধারেকাছেও ছিলেন না। এমতাবস্থায় তাঁকে এ আদেশ করার অর্থ ভবিষ্যতেও এসব বিষয় থেকে দুরে থাক। প্রকৃতপক্ষে উম্মতকে শিক্ষা দেয়ার জন্য এবং অতিশয় গুরুত্বদানের উদ্দেশ্যে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে এ আদেশ দেয়া হয়েছে।

(৭) অর্থাৎ, পরে বেশি পাওয়ার অভিপ্রায়ে কারো প্রতি অনুগ্রহ করো না। সাধারণ মুসলমানদের জন্য এটা জায়েয তবে অপছন্দীয়, যেমন অন্য আয়াত থেকে জানা যায়। তবে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুউচ্চ মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য করে তাঁকে বিশেষভাবে নিষেধ করা হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

(৮) এর পূর্বের আয়াতসমূহে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দীনের প্রতি দাওয়াত দানের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর এর ফলতিতে অনেক মানুষ তাঁর বিরোধিতায় মেতে উঠবে এবং তাঁর অনিষ্ট সাধনে উদ্যত হবে। তাই সবরের অভ্যাস গড়ে তুলতে আদেশ দেয়া হয়েছে।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১-৭ নং আয়াতসমূহ:

১. দ্বীনী দাওয়াত ও জনশুদ্ধির কাজে আত্মনিয়োগ করা ওয়াজিব।

২. স্নেহ ও ভালবাসার সাথে দাওয়াত প্রদান দায়ীর অন্যতম গুণ। (৩ নং টীকা দ্রষ্টব্য)

৩. একমাত্র আল্লাহই মাহাত্মের অধিকারী, একমাত্র তিনিই মহত্ব বর্ণনার যোগ্য।

৪. দৈহিক ও আত্মিক সকল প্রকার নাপাকী থেকে পবিত্রতা অর্জন করা ওয়াজিব।

৫. পরে বেশি পাওয়ার আশায় দান করা অনুচিৎ।

৬. ইবাদত ও আনুগত্য এবং যাবতীয় গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার উপর সবর করা এবং বিপদ আপদে ধৈর্যধারণ করা ওয়াজিব।

www.maktabatulabrar.com

(৭৪) সূরা মুদ্দাছ্ছির, মক্কী
৫৬ আয়াত, ২ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

يٰٓاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۝١	(১) হে বস্ত্রাবৃত[১],
قُمْ فَاَنْذِرْ ۝٢	(২) উঠ[২] অতঃপর সতর্ক[৩] কর,
وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۝٣	(৩) এবং তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব[৪] ঘোষণা করতে থাক,
وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۝٤	(৪) তোমার পোষাক-পরিচ্ছদ পবিত্র[৫] রাখ,
وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۝٥	(৫) এবং মূর্তিসকল[৬] থেকে দূরে থাক।
وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ۝٦	(৬) আর কাউকে এ উদ্দেশ্যে প্রদান[৭] করবে না যে (অন্য সময়) অধিক বিনিময় চাবে।
وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ۝٧	(৭) আর তোমার প্রতিপালকের (সন্তুষ্টির) উদ্দেশ্যে সবর[৮] কর।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) সূরা মুদ্দাছ্ছির ইসলামের প্রাথমিক যুগে অবতীর্ণ সূরাসমূহের অন্যতম। এ কারণেই কেউ কেউ একে সর্বপ্রথম অবতীর্ণ সূরাও বলেছেন। সহীহ বর্ণনা অনুযায়ী সর্বপ্রথম সূরা ইকরার প্রাথমিক আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। এরপর ওহী অবতরণ বেশ কিছুদিন বন্ধ থাকে। এই বিরতির শেষ ভাগে একদিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় পথ চলাকালে উপর থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পান। তখন তিনি আকাশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই দেখতে পান যে, হেরাগুহায় আগমনকারী সেই ফেরেশতা শূন্যমণ্ডলে একটি ঝুলন্ত চেয়ারে উপবিষ্ট আছেন। ফেরেশতাকে এমতাবস্থায় দেখে হেরাগুহার অনুরূপ তিনি আবার ভীত-বিহবল হয়ে পড়েন। শীত ও কম্পন অনুভব করে তিনি গৃহে ফিরে গিয়ে হযরত খাদীজাকে বলেন, আমাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত কর, বস্ত্রাচ্ছাদিত কর। অতঃপর তিনি বস্ত্রাবৃত হয়ে শুয়ে পড়েন। এর পরিপ্রেক্ষিতে সূরা মুদ্দাছ্ছিরের প্রাথমিক আয়াতগুলো নাযেল হয়। তাই আয়াতে তাঁকে يٰٓاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ 'হে বস্ত্রাবৃত' বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

(২) এটা হল সূরা মুদ্দাছ্ছিরে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রদত্ত সর্বপ্রথম নির্দেশ। এখানে 'قُمْ এর আক্ষরিক অর্থ 'দাঁড়াও'ও হতে পারে। অর্থাৎ তুমি বস্ত্রাচ্ছাদন পরিত্যাগ করে দণ্ডায়মান হও। আবার কাজের জন্য প্রস্তুত হওয়ার অর্থও নেয়া যায়। উদ্দেশ্য এই যে, তুমি ওহীর ওজন ও তীব্রতায় ঘাবড়ে যেয়ো না। বরং সতর্কবাণী প্রচার করা এবং জনশুদ্ধির দায়িত্বপালনে ব্রতী হও।

فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ﴿٨﴾	(৮) অতঃপর যখন[১] সিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে,
فَذَٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ ﴿٩﴾	(৯) বস্তুত সে সময় অর্থাৎ সে দিবসটি এক কঠিন দিবস হবে।
عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ﴿١٠﴾	(১০) কাফেরদের উপর, বিন্দুমাত্রও সহজ হবে না।
ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴿١١﴾	(১১) আমাকে এবং ঐ ব্যক্তিকে[২] থাকতে দাও, যাকে আমি সৃষ্টি করেছি একক[৩] করে।
وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُودًا ﴿١٢﴾	(১২) আর আমি তাকে বিস্তৃত ধন-সম্পদ দান করেছি,
وَبَنِينَ شُهُودًا ﴿١٣﴾	(১৩) এবং (নিকটে) উপস্থিত[৪] পুত্রগণ।
وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا ﴿١٤﴾	(১৪) এবং তার জন্য সকল কিছুর বিস্তৃতি দান করেছি[৫]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কেয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা বর্ণনা করে ইরশাদ করেছেন যেদিন সিঙ্গায় দ্বিতীয় ফুঁৎকার দেয়া হবে সেদিনটি কাফেরদের জন্য সাংঘাতিক কঠিন হবে।

(২) আলোচ্য আয়াতসমূহে দুষ্টমতি কাফের ওলীদ ইবনে মুগীরার অবস্থা ও তার কঠোর শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তাকে ধনৈশ্চর্য ও সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্য দান করেছিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর ভাষায় তার ফসলের ক্ষেত ও বাগ-বাগিচা মক্কা থেকে তায়েফ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ছওরী বলেন, তার বার্ষিক আয় ছিল এক কোটি দিনার। কেউ কেউ আরো কম বলেছেন। তবে এতটুকু সবার কাছে স্বীকৃত যে, তার ক্ষেতের ফসল ও বাগানের আমদানী শীত গ্রীস্ম সব ঋতুতে অব্যাহত থাকত। সে অহংকার ও গর্ববশত নিজেকে ওহীদ ইবনুল ওহীদ অর্থাৎ এককের পুত্র একক বলে দাবী করত। তার দাবী ছিল সম্প্রদায়ের মধ্যে সে ও তার পিতা মুগীরা ছিল অদ্বিতীয়। কিন্তু সে আল্লাহর নে'আমতসমূহের শোকর আদায় করেনি এবং কুরআনকে আল্লাহর কালাম মেনে নেয়া সত্ত্বেও মিথ্যা রচনা বলে রটনা চালাতে থাকে। ঘটনা নিম্নরূপ–

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন حٰمٓ تَنْزِيلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللهِ থেকে إِلَيْهِ الْمَصِيرُ পর্যন্ত আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করছিলেন। ওলীদ ইবনে মুগীরা এই তেলাওয়াত শুনে একে খোদায়ী কালাম মেনে নিতে এবং একথা বলতে বাধ্য হয় যে, "আল্লাহর শপথ আমি তাঁর মুখে এমন কালাম শুনেছি যা কোন মানুষের কালাম হতে পারে না এবং কোন জিনেরও হতে পারে না।" কিন্তু আবূ জাহল তাকে প্ররোচিত করল এবং কুরাইশের মাঝে আলোচনা হতে লাগল যে, ওলীদ যদি মুসলমান হয়ে যায় তবে এটা হবে আমাদের উপর বিরাট আঘাত। সুতরাং সবাই একত্র হল এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে আলোচনা শুরু হল। কেউ বলল, তিনি একজন শায়ের তথা কবি। কেউ বলল তিনি একজন কাহিন তথা গণক। কিন্তু ওলীদ এ উভয় উক্তির প্রতিবাদ করে বলল, আমি নিজেই

একজন দক্ষ কবি আর কাহিনদের কথাও আমি অনেক শুনেছি। এ কুরআন কবিতাও নয়, কাহিনের উক্তিও নয়। তখন সবাই বলল, তবে আপনার মত কি? ওলীদ বলল, একটু চিন্তা করে নেই। চিন্তা-ভাবনা করে সে বলল, এটা যাদু মনে হয়। ওলীদ এ উক্তি কেবল তার সম্প্রদায়কে খুশী করার জন্যই করেছে। অন্যথায় সে ভাল করেই জানত যে এটা আল্লাহর কালাম যেমন পূর্বে সে নিজে স্বীকারও করেছে। (মাআরিফুল কুরআন ও বয়ানুল কুরআন)

(৩) অর্থাৎ, এখানে وَحِيد তথা "একক" বলে ওলীদ ইবনে মুগীরাকে বোঝানো হয়েছে। সে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির দিক থেকেও আরবে এক অদ্বিতীয় ছিল। উদ্দেশ্য এই যে, এ ধরনের কাফেরদের ব্যাপারে আপনি তাড়াহুড়া করবেন না। তাদেরকে ঢিল দেয়ার কারণে মনক্ষুন্ন হবেন না। বরং তাকে আমার সোপর্দ করুন। সময়মত আমি তার ব্যবস্থা নিব। কাজেই আপনার পেরেশানির কোন কারণ নেই। (বয়ানুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) ওলীদ ইবনে মুগীরার দশ সন্তান ছিল। তারা সর্বদা তার চোখের সামনে থাকত। এবং নিকটে অবস্থান করত। ফলে মজলিসে পিতার সম্মান বৃদ্ধি পেত। ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য কায়-কারবারের জন্য প্রচুর চাকর-নওকর থাকায় সন্তানদের পিতার অগোচরে যাওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৫) অর্থাৎ, ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, ইজ্জত-সম্মান ইত্যাদি যাবতীয় উপায়-উপকরণ আমি তাকে দান করেছি। (আইছারুত্তাফাসীর)

আহকাম ও শিক্ষা

- ৮–১০ নং আয়াতসমূহ:

১. শিংগায় ফুৎকার সত্য।

২. কাফেরদের জন্য কেয়ামতের দিন হবে বড়ই ভয়াবহ দিন।

৩. মুমিনদের জন্য কেয়ামতের দিন কঠিন হবে না।

- ১১–১৪ নং আয়াতসমূহ:

১. কাফেরদের শাস্তির জন্য তাড়াহুড়া করতে নেই। আল্লাহ তাদেরকে অবকাশ দিলে মনক্ষুন্ন না হওয়া চাই। যথাসময়ে আল্লাহ তাদের ঠিকই পাকড়াও করবেন।

২. সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণ করা ও জীবিত থাকা যেমন আল্লাহর নেয়ামত, তেমনি সন্তান-সন্ততি কাছে উপস্থিত থাকাও আল্লাহর নেয়ামত।

ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ﴿١٥﴾	(১৫) এরপরও সে লালসা[১] করে যে, আমি তাকে আরও অধিক দেই।
كَلَّا ۖ إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا ﴿١٦﴾	(১৬) কখনও নয়[২], সে আমার আয়াতসমূহের বিরুদ্ধাচারী হয়ে গেছে।
سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا ﴿١٧﴾	(১৭) আমি অচিরেই তাকে সউদে (দোযখের পাহাড়ে)[৩] চড়াব।

www.maktabatulabrar.com

(২১) অতঃপর সে দৃষ্টি দিল[১]।	ثُمَّ نَظَرَ ﴿٢١﴾
(২২) অতঃপর সে মুখ বিকৃত করল, আরো অধিক বিকৃত[২] করল,	ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ﴿٢٢﴾
(২৩) অতঃপর সে মুখ ফিরাল[৩] এবং দম্ভ প্রকাশ করল।	ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ﴿٢٣﴾
(২৪) অতঃপর বলল, এটা তো (লোক পরম্পরায়) বর্ণিত হয়ে আসা যাদু মাত্র।	فَقَالَ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ ﴿٢٤﴾
(২৫) এটা তো মানুষের উক্তি বৈ কিছু নয়।	إِنْ هَٰذَآ إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ﴿٢٥﴾
(২৬) অচিরেই আমি তাকে সাকারে[৫] দাখিল[৬] করব,	سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ﴿٢٦﴾
(২৭) তুমি কি জান সাকার কি?	وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا سَقَرُ ﴿٢٧﴾
(২৮) না তা (কোন কিছু জ্বালানো থেকে) বাদ দিবে[৭] (অক্ষত রাখবে) আর না কাউকে ছাড়বে।	لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ ﴿٢٨﴾
(২৯)সে দেহের সৌষ্ঠব বিকৃত করে দিবে।	لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ ﴿٢٩﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অতঃপর সে তার উক্তি শোনানোর জন্য উপস্থিত লোকদের প্রতি দৃষ্টি দিল। (বয়ানুল কুরআন)

(২) অতঃপর সে মুখ বিকৃত করল যেন উপস্থিত লোকজন বুঝতে পারে যে, কুরআনের প্রতি তার প্রচণ্ড ঘৃণা রয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) যেমন মানুষের অভ্যাস হল অপসন্দনীয় বস্তুর আলোচনার সময় ঘৃণা প্রকাশার্থে মুখও ফিরিয়ে নেয়। (বয়ানুল কুরআন)

(৪) ওলীদ ইবনে মুগীরা কুরআনের সত্যতা স্বীকার করা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তার সম্প্রদায়কে খুশী করার জন্য দম্ভভরে উক্তি করল যে, কুরআন মানব রচিত কালাম, একটি যাদু, যা পিতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রী ও বন্ধু-বান্ধবের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৫) জাহান্নামের একটি নাম সাকার। (আইছারুত্তাফাসীর)

(৬) অতিসত্বর আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে অহংকার ও দম্ভের আস্বাদ গ্রহণ করাব। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৭) অর্থাৎ, সাকার তার মাঝে নিক্ষিপ্তদের কোন কিছুই জ্বালানো থেকে বাদ দিবে না। আর যে কাফেররা তখনও জাহান্নামে প্রবেশ করেনি তাদের কাউকেও তার ভিতরে না নিয়ে ছাড়বে না। কোন কোন তাফসীরকারক এ আয়াতের অর্থ করেছেন জাহান্নাম দোযখীদের কোন কিছুই জ্বালানো থেকে অক্ষত রাখবে না এবং জ্বালানোর পর সে অবস্থায় ছেড়েও দিবে না বরং আবার পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা হবে। আর এ ধারা অনন্তকাল পর্যন্ত চলতে থাকবে। (বয়ানুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(১৮) সে চিন্তা[৪] করল। এবং একটি মন্তব্য স্থির করল।	إِنَّهُۥ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ﴿١٨﴾
(১৯) সুতরাং সে ধ্বংস হোক, কেমন মন্তব্য স্থির করল?	فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿١٩﴾
(২০) আবারও (বলছি) সে ধ্বংস হোক, সে কেমন মন্তব্য স্থির করল?	ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿٢٠﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, তার উচিৎ ছিল আল্লাহ প্রদত্ত নাজ নেয়ামতের শুকর আদায় করা এবং ঈমান গ্রহণ করা। কিন্তু না সে পৌত্তলিকতা ও সম্পদ পুঞ্জিভূত করার মোহে আরো অধিক মত্ত হল। এবং কামনা করে আল্লাহ তাকে আরো প্রাচূর্য দিবেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) না, সে অধিক পাওয়ার যোগ্য নয়। কেননা সে কুরআনী আয়াতসমূহের ঘোর বিরোধী। বর্ণিত আছে যে, এ আয়াতসমূহের অবতরণের পর তার ধন-সম্পত্তি হ্রাস পেতে থাকে। অবশেষে সে নিঃস্ব অবস্থায় অপদস্থ হয়ে মারা যায়। (বয়ানুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) তিরমিযী শরীফের হাদীছে বর্ণিত আছে, সউদ দোযখের একটি পাহাড়ের নাম। যার চূড়ায় আরোহণ করতে সত্তর বছর লাগবে। জাহান্নামী কাফের এ পাহাড়ে চড়বে আবার গড়িয়ে পড়বে। এভাবে তার এ শাস্তি অব্যাহত থাকবে। (বয়ানুল কুরআন)

(৪) হতভাগা ওলীদ ইবনে মুগীরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নবুয়ত ও কুরআনের সত্যতা স্বীকার করা সত্ত্বেও এর বিরুদ্ধাচারণের সিদ্ধান্ত নিল। এবং অনেক চিন্তা-ভাবনার পর কুরআন সম্পর্কে উক্তি করল যে, এটা একটা যাদু। তাই আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি পুনঃপুনঃ অভিসম্পাত করেছেন। (মাআরিফুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৫–১৭ নং আয়াতসমূহ:

১. ধন-সম্পদ পেয়ে তার হক আদায় না করে আরও কামনা করা কাফেরদের রীতি।

২. জাহান্নামী কাফের সউদ নামের পাহাড়ে চড়বে আবার তার উপর থেকে নিচে গড়িয়ে পড়বে। এভাবে তার এ শাস্তি অব্যাহত থাকবে।

● ১৮–২০ নং আয়াতসমূহ:

১. আল্লাহ রসূল সম্বন্ধে বা দ্বীন সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করা কাফেরদের রীতি।

২. আল্লাহ রসূল সম্বন্ধে বা দ্বীন সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করা আল্লাহর অভিসম্পাতের কারণ। এটা মহা পাপ।

www.maktabatulabrar.com

আহকাম ও শিক্ষা

● ২১–২৫ নং আয়াতসমূহ:

১. মুখ বিকৃত করে বা যেকোনোভাবে কুরআনের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করা কাফেরদের রীতি।

২. কাফেররা কুরআনকে যাদু বলে আখ্যায়িত করেছিল।

৩. কাফেররা কুরআনকে মানব-রচিত বলে আখ্যায়িত করেছিল।

● ২৬–২৯ নং আয়াতসমূহ:

১. যারা কুরআনের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে বা কুরআনকে অস্বীকার করে তাদেরকে জাহান্নামে ঢোকানো হবে।

২. জাহান্নাম তার মাঝে নিক্ষিপ্তদের কোন কিছুই জ্বালানো থেকে বাদ দিবে না।

৩. জাহান্নাম তার মাঝে নিক্ষিপ্তদের দেহের সৌষ্টব জ্বালিয়ে বিকৃত করে দিবে।

عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ۝٣٠

وَمَا جَعَلْنَا اَصْحٰبَ النَّارِ اِلَّا مَلٰٓئِكَةً ۙ وَّمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ اِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۙ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَيَزْدَادَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِيْمَانًا وَّلَا يَرْتَابَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۙ وَلِيَقُوْلَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْكٰفِرُوْنَ مَاذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ؕ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ ؕ وَمَا هِيَ اِلَّا ذِكْرٰى لِلْبَشَرِ ۝٣١

(৩০) তার (সাকারের) উপর উনিশজন[১] (ফেরেশতা) নিযুক্ত থাকবে।

(৩১) আর আমি দোযখের কর্মী কেবল ফেরেশতাদেরকে[২] রেখেছি এবং কাফেরদের পরীক্ষা[৩] করার জন্যই আমি তাদের এ সংখ্যা রেখেছি, যাতে কিতাবীগণ (শোনার সাথে সাথে) দৃঢ় বিশ্বাস[৪] করে নেয় এবং ঈমানদারদের ঈমান আরো বর্ধিত[৫] হয় আর কিতাবীগণ ও মু'মিনগণ সন্দেহ পোষণ না করে, আর যাদের অন্তরে ব্যাধি[৬] আছে তারা আর কাফেররা যেন বলে যে, এই (অভিনব) বক্তব্য দ্বারা আল্লাহ কী বোঝাতে চেয়েছেন? এভাবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা গুমরাহ[৭] করে থাকেন আর যাকে ইচ্ছা হেদায়াত করে থাকেন। আর তোমার প্রতিপালকের বাহিনী[৮] সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন। আর সেটা (জাহান্নামের বর্ণনা) শুধু মানুষের উপদেশের জন্য।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, দোযখের ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে ফেরেশতাদের যে বাহিনী নিয়োজিত থাকবেন তাদের অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন উনিশজন ফেরেশতা। যাদের সবচেয়ে বড় দায়িত্বশীলের নাম হল 'মালিক'। তাদের সংখ্যা উনিশজন হওয়ার প্রকৃত রহস্য আল্লাহই জানেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

www.maktabatulabrar.com

(২) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত عليها تسعة عشر "জাহান্নামের তত্ত্বাবধানে উনিশজন ফেরেশতা নিয়োজিত থাববে"– এ আয়াত নাযেল হওয়ার পর আবূ জাহল কুরাইশকে সম্বোধন করে বলল, জাহান্নামের দারোগা তো মাত্র উনিশজন। আর তোমরা অনেক বাহাদুর রয়েছ। তবে কি তোমাদের দশজন তাদের একজনের জন্য যথেষ্ট হবে না? তখন আবুল আশাদ্দ নামক জনৈক বাহাদুর বলল, আমি একাই সতের জনের জন্য যথেষ্ট। বাকী দু'জনকে তোমরা দেখে নিয়ো। কোন কোন বর্ণনায় আছে উক্ত আয়াত নাযেল হওয়ার পর জনৈক কুরাইশ কাফের বলে উঠল, এ উনিশজনের জন্য আমি একাই যথেষ্ট। আমি ডান বাহু দ্বারা দশজনকে এবং বাম বাহু দ্বারা নয়জনকে দূর করে দিয়ে উনিশজনের কিস্‌সা চুকিয়ে দিব। এ প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এবং এতে বলা হয় যে, জাহান্নামের প্রহরী উনিশজন বটে তবে তারা মানুষ নয়, ফেরেশতা। তাদের একেকজনের মাঝে সকল জিন ইনসানের সমপরিমাণ শক্তি রয়েছে। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর ও বয়ানুল কুরআন)

(৩) অর্থাৎ, উনিশ সংখ্যা উল্লেখ করার দ্বারা কাফেরদের পরীক্ষা করা উদ্দেশ্য। কে এটা শুনে ভয় পায়, আর কে বিদ্রূপ করে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) যেহেতু কিতাবীগণ পূর্ব থেকেই এ সংখ্যা সম্পর্কে অবগত, তাই শোনামাত্রই তারা এটাকে বিশ্বাস করে নিবে। কিংবা আসমানী কিতাবের মাধ্যমে কমপক্ষে এতটুকু তো তারা জানত যে, ফেরেশতাগণ কতখানি বিস্ময়কর শক্তির অধিকারী। কাজেই তারা বুঝতে পারবে যে, উনিশের সংখ্যা মোটেও কম নয়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৫) মু'মিনদের ঈমান বৃদ্ধির দুই ব্যাখ্যা। এক. কুরআনের বর্ণনার প্রতি কাফেরদের বিশ্বাস দেখে গুণগত দিক থেকে মু'মিনদের ঈমান বর্ধিত হবে। দুই. যেহেতু প্রত্যেক নবীর উপর অবতীর্ণ বিষয়ের প্রতি মু'মিনগণ ঈমান এনে থাকেন তাই সংখ্যাগত দিক থেকেও তাদের ঈমান বৃদ্ধি পাবে। (বয়ানুল কুরআন)

(৬) 'যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে' দ্বারা এখানে মুনাফেক কিংবা দুর্বল ঈমানদারদের বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ মুনাফেক এবং কাফেররা এ সংখ্যার ব্যাপারে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে আরো অধিক শাস্তির যোগ্য হবে।

(৭) অর্থাৎ, একই বস্তুর দ্বারা এক ব্যক্তি গোমরাহ হয়। আরেক ব্যাক্তি তার হৃদয়ে বিদ্যমান নূর ও খোদাভীতির কারণে হেদায়াত পেয়ে যায়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৮) অর্থাৎ, জাহান্নামের অফিসার ফেরেশতা উনিশজন। তাদের প্রত্যেকের অধীনে কাফেরদেরকে আযাব দেয়ার জন্য অসংখ্য ফেরেশতা রয়েছে। তাছাড়া আল্লাহর বাহিনী ফেরেশতাদের সংখ্যা তিনি ব্যতীত কেউ জানে না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩০–৩১ নং আয়াতদ্বয়:

১. জাহান্নামের প্রহরীদের প্রধান থাকবে উনিশ জন।

২. উনিশ সংখ্যা উল্লেখ করার দ্বারা কাফেরদের পরীক্ষা করা উদ্দেশ্য। কে এটা শুনে ভয় পায়, আর কে বিদ্রূপ করে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

৩. উনিশ সংখ্যা উল্লেখ করার ফায়দা বর্ণনা করা হয়েছে যে, এর দ্বারা মু'মিনদের ঈমান বর্ধিত

হবে এবং কাফের মুনাফেক ও দুর্বল ঈমানদাররা এ সংখ্যার ব্যাপারে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে আরো অধিক শাস্তির যোগ্য হবে।

৪. একই বস্তুর দ্বারা এক ব্যক্তি গোমরাহ হয়। আরেক ব্যক্তি তার হৃদয়ে বিদ্যমান নূর ও খোদাভীতির কারণে হেদায়াত পেয়ে যায়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

৫. জাহান্নামের যেকোনো বর্ণনা প্রদান করা হয় উপদেশের জন্য।

كَلَّا وَالْقَمَرِ ﴿٣٢﴾	(৩২) সাবধান! শপথ চন্দ্রের,
وَ الَّيْلِ اِذْ اَدْبَرَ ﴿٣٣﴾	(৩৩) এবং শপথ রজনীর যখন সে মুখ ফিরিয়ে যেতে থাকে[১],
وَالصُّبْحِ اِذَآ اَسْفَرَ ﴿٣٤﴾	(৩৪) এবং প্রভাতের যখন সে আলোকিত হয়।
اِنَّهَا لَاِحْدَى الْكُبَرِ ﴿٣٥﴾	(৩৫) নিশ্চয় এই জাহান্নাম বড় বিষয়াবলীর অন্যতম;
نَذِيْرًا لِّلْبَشَرِ ﴿٣٦﴾	(৩৬) মানুষের জন্য সতর্ককারী।
لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّتَقَدَّمَ اَوْ يَتَاَخَّرَ ﴿٣٧﴾	(৩৭) (অর্থাৎ) তোমাদের মধ্যে যে সম্মুখপানে[২] অগ্রসর হতে ইচ্ছা করে তার জন্যও কিংবা যে পশ্চাদপসরণ করে তার জন্যও।
كُلُّ نَفْسٍۢ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ﴿٣٨﴾	(৩৮) প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মের[৩] দায়ে আবদ্ধ হবে।
اِلَّآ اَصْحٰبَ الْيَمِيْنِ ﴿٣٩﴾	(৩৯) ডান পার্শ্বস্থ ব্যক্তিগণ ব্যতীত[৪]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ যখন সে অতিক্রান্ত হতে থাকে।

(২) তোমাদের মধ্যে যে ঈমান ও আনুগত্যে অগ্রসর আর যে ঈমান ও আনুগত্য থেকে পশ্চাতে এই দোযখ তাদের সবার জন্য সতর্ককারী। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) অর্থাৎ, কেয়ামতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তি তার গুনাহের বিনিময়ে আঁটক ও বন্দী থাকবে। কিন্তু "আসহাবুল ইয়ামীন" তথা ডানদিকস্থ সৎলোকগণ এ থেকে মুক্ত থাকবে।

(৪) "আসহাবুল ইয়ামীন" তথা ডানদিকস্থ লোকগণ বলে সেইসব সৎলোকদেরকে বোঝানো হয়েছে যাদের আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩২–৩৯ নং আয়াতসমূহ:

১. কেয়ামত ভয়াবহ বিষয়সমূহের অন্যতম।

২. দোযখ ভাল-মন্দ সকলের জন্য এক বড় সতর্ক। (২ নং টীকা দ্রষ্টব্য)

www.maktabatulabrar.com

৩. কেয়ামতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তি তার গুনাহের বিনিময়ে আঁটক ও বন্দী থাকবে।

৪. "আসহাবুল ইয়ামীন" তথা ডানদিকস্থ সৎলোকগণ বন্দিদশা থেকে মুক্ত থাকবে।

فِىْ جَنّٰتٍ ۛ يَتَسَآءَلُوْنَ ﴿٤٠﴾	(৪০) তারা থাকবে[১] বেহেশতে (এবং) তারা পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করবে,
عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٤١﴾	(৪১) অপরাধী (কাফের)দের অবস্থা সম্বন্ধে
مَا سَلَكَكُمْ فِىْ سَقَرَ ﴿٤٢﴾	(৪২) কীসে তোমাদেরকে জাহান্নামে দাখিল করল?
قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ﴿٤٣﴾	(৪৩) তারা বলবে, আমরা না নামায পড়তাম,
وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ ﴿٤٤﴾	(৪৪) আর না অভাবগ্রস্তকে আহার্য দান করতাম
وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَآئِضِيْنَ ﴿٤٥﴾	(৪৫) (আর যারা সত্য ধর্মকে বিলোপ করার ধান্ধায় রত ছিল সে) ধান্ধাকারীদের সঙ্গে আমরাও ধান্ধায় রত থাকতাম[২]।
وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ﴿٤٦﴾	(৪৬) আর কর্মফল দিবসকে অস্বীকার করতাম।
حَتّٰٓى اَتٰىنَا الْيَقِيْنُ ﴿٤٧﴾	(৪৭) এমনকি (এ অবস্থায়ই) আমাদের মৃত্যু এসে পড়ল।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, ডানদিকস্থ সৎকর্মপরায়ণশীলগণ জান্নাতে বসবাস করবে। এবং কাফেরদের অবস্থা সম্পর্কে কাফেরদেরকেই জিজ্ঞাসা করবে যে, বিবেক-বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও তোমরা জাহান্নামে গেলে কেমন করে?

(২) অর্থাৎ, আমরা না আল্লাহর হক চিনেছি না বান্দার হক আদায় করেছি। বরং হকের বিরুদ্ধে অপচেষ্টাকারীদের সাথে অপচেষ্টায় লিপ্ত ছিলাম। সবচেয়ে বড় কথা আমরা আখেরাতে বিশ্বাসী ছিলাম না। এমনকি এ অবস্থায় আমাদের মৃত্যু এসে পড়ল। আর দেখতে পেলাম যা অস্বীকার করেছি সবই সত্য। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪০–৪৭ নং আয়াতসমূহ:

১. জান্নাতীগণ জাহান্নামী কাফেরদের সঙ্গে কথা বলতে পারবে।

২. জাহান্নামী জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হল নামায না পড়া, অভাবগ্রস্তকে আহার্য দান না করা, ধর্ম নিয়ে অপচর্চা করা ও পরকালকে অস্বীকার করা ইত্যাদি।

৩. মৃত্যু পর্যন্ত এসব অপরাধে লিপ্ত থাকলে তাদের পরিণাম জাহান্নাম।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, তারা দলীল হিসাবে কুরআন করীমকে যথেষ্ট মনে করে না। বরং তারা প্রত্যেকেই চায় যে, তার কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে খোলা চিঠি আসুক যেখানে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মান্য করার আদেশ লিপিবদ্ধ থাকবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) এমন কখনও হবে না। কেননা, না তাদের সে যোগ্যতা আছে, আর না এর কোন প্রয়োজন আছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) তাদের এ দরখাস্ত মানার জন্য নয় বরং নিছক হঠকারিতামূলক। আসল কথা হল তারা আখেরাতের আযাবকে ভয় করে না। তাই তাদের মাঝে হকের অন্বেষা নেই। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) আল্লাহর চাওয়া না চাওয়ার মাঝে অনেক রহস্য আছে। তিনি সকলের যোগ্যতা সম্পর্কে অবগত আছেন এবং সে অনুসারে ফয়সালা করেন।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫২–৫৩ নং আয়াতদ্বয়:

১. তখনকার কাফেররা দলীল হিসাবে কুরআন করীমকে যথেষ্ট মনে করত না বলেই রসূলের বক্তব্যের সমর্থনে আল্লাহর পক্ষ থেকে খোলা চিঠি আসার দাবি করত। অথচ না মানুষের এরকম চিঠি পাওয়ার যোগ্যতা আছে আর না তার প্রয়োজন আছে।

২. আখেরাতের আযাবের ভয় না থাকলে তাদের মাঝে হকের অন্বেষা সৃষ্টি হয় না।

● ৫৪–৫৬ নং আয়াতসমূহ:

১. কুরআন হচ্ছে উপদেশনামা।

২. যার ইচ্ছা কুরআন থেকে উপদেশ গ্রহণ করবে। আল্লাহ কাউকে জবরদস্তি উপদেশ গ্রহণ করাবেন না।

৩. আল্লাহর ফয়সালা না হলে কেউ উপদেশ লাভ করতে পারে না।

৪. একমাত্র আল্লাহই ভয়ের যোগ্য এবং তিনিই ক্ষমা করার অধিকারী।

(৭৫) সূরা ক্বিয়ামাহ, মক্কী
৪০ আয়াত, ২ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

لَآ اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ ①

(১) আমি শপথ[১] করছি কেয়ামত দিবসের।

وَلَآ اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ②

(২) আরো শপথ করছি এমন আত্মার যা (নিজেকে) তিরস্কার[২] করে।

فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشّٰفِعِيْنَ ⑱

(৪৮) অতএব (এ অবস্থায়) সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের উপকারে[১] আসবে না।

فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِيْنَ ⑲

(৪৯) (কুফ্‌রের কারণে যখন তারা এ অবস্থায় পতিত হবে) তাহলে তাদের কী হল যে, তারা এ উপদেশ (কুরআন) থেকে মুখ[২] ফিরিয়ে নেয়?

كَاَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ ⑳

(৫০) যেন তারা ভীত সন্ত্রস্ত বন্য গাধা

فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ㉑

(৫১) যারা সিংহ থেকে পলায়ন করে[৩]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, কেয়ামতের দিন কাফেরদের জন্য কোন সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হবে না।

(২) অর্থাৎ, অবধারিত আযাব সামনে এরপরও তারা উপদেশ গ্রহণ করে না এমনকি শুনতেও প্রস্তুত নয়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) অর্থাৎ, এরা হকের ধ্বনি ও খোদার পথের সিংহ শার্দুলদের বলিষ্ঠ আহবান শুনে বন্য গাধার ন্যায় পলায়নপর হয়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪৮ নং আয়াত:

আয়াতে বলা হয়েছে, কাফেরদের জন্য কারো কোন সুপারিশ কাজে আসবে না। বরং তাদের জন্য সুপারিশ করার অনুমতিও কাউকে দেয়া হবে না।

● ৪৯–৫১ নং আয়াতসমূহ:

আয়াতসমূহে কাফেরদের প্রতি আক্ষেপ করা হয়েছে যে, অবধারিত আযাব সামনে থাকার পরও তারা উপদেশ গ্রহণ করে না বরং উপদেশ শুনে উপদেশদাতাদের থেকে পালিয়ে যায়।

بَلْ يُرِيْدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُّؤْتٰى صُحُفًا مُّنَشَّرَةً ㉒

(৫২) বরং তারা প্রত্যেকেই কামনা করে যে, তাকে (আসমান থেকে) খোলাচিঠি[১] প্রদান করা হোক।

كَلَّا ؕ بَلْ لَّا يَخَافُوْنَ الْاٰخِرَةَ ㉓

(৫৩) কখনও না[২]; বরং তারা আখেরাতকে[৩] ভয় করে না ;

كَلَّاۤ اِنَّهٗ تَذْكِرَةٌ ㉔

(৫৪) কখনও না, অবশ্যই এ কুরআন (যথেষ্ট) উপদেশ।

فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهٗ ㉕

(৫৫) অতএব যার ইচ্ছা হয় সে এখান থেকে উপদেশ গ্রহণ করুক

وَمَا يَذْكُرُوْنَ اِلَّاۤ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ؕ هُوَ اَهْلُ التَّقْوٰى وَاَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ㉖

(৫৬) আর আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত[৪] তারা উপদেশ গ্রহণ করবে না; তিনিই এমন সত্তা যাকে ভয় করা উচিৎ, আর (তিনিই এমন) যিনি বান্দার পাপ মোচন করে থাকেন।

www.maktabatulabrar.com

(৩) মানুষ কি মনে করে যে আমি তার হাঁড়সমূহকে কখনও একত্র[৩] করব না?	اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَّنْ نَّجْمَعَ عِظَامَهٗ ۝٣
(৪) হাঁ, (আমি অবশ্যই একত্র করব) আমি তার আংগুলগুলোর অগ্রভাগ পর্যন্ত পূনর্বিন্যস্ত করতে সক্ষম।	بَلٰى قٰدِرِيْنَ عَلٰٓى اَنْ نُّسَوِّيَ بَنَانَهٗ ۝٤

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) বান্দার জন্য গায়রুল্লাহর শপথ জায়েয নেই। তবে আল্লাহর শান ভিন্ন। তিনি মাখলুকের শপথ করেন। আল্লাহর নিকট যে জিনিস প্রিয় বা কল্যাণকর, কিংবা গুরুত্বপূর্ণ ও গাম্ভীর্যময় সাধারণত এমন বিষয়ে তিনি শপথ করেন। কিংবা আল্লাহ এমন জিনিসের শপথ করেন যা مقسم عليه তথা যে বিষয়ে শপথ করা হয়, তার জন্য হুজ্জত ও দলীল হতে পারে। এখানে কেয়ামতের শপথ করেছেন তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণে। আর শপথের জবাব উহ্য আছে। তা হল 'তোমারা অবশ্যই পুনর্জীবিত হবে'। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও বয়ানুল কুরআন)

(২) মানুষের আত্মা একটি। তবে তিন অবস্থার প্রেক্ষিতে এর তিন নাম। এক. নফসে মুতমায়িন্নাহ। নফস, সৎকর্মে উন্নতি ও খোদায়ী নৈকট্যলাভে সাধনা করতে করতে যখন শরীয়তের আদেশ-নিষেধ তার মজ্জাগত ব্যাপার হয়ে যায় এবং নেক আমলে পুলক ও প্রশান্তি লাভ হয় আর শরীয়-তবিরোধী কাজের প্রতি স্বভাবগত ঘৃণা অনুভব করতে থাকে তখন এ নফস মুতমায়িন্নাহ উপাধিপ্রাপ্ত হয়। দুই. নফসে আম্মারাহ, অর্থাৎ যে নফস মানুষকে শরীয়তবিরোধী কাজে লিপ্ত হতে জোরদার আদেশ করে। তিন. নফসে লাওয়ামাহ তথা তিরস্কার ও ধিক্কারকারী নফস। অর্থাৎ যে নফস কৃতগুনাহ অথবা ফরয ওয়াজিব মর্মে ত্রুটির কারণে নিজেকে ভর্ৎসনা করে এবং সৎকর্ম করার পরও নিজেকে এই বলে তিরস্কার করে যে, এতে অনেক ত্রুটি হয়েছে, পুরোপুরি ইখলাস রক্ষিত হয়নি। কখনও এই বলে ভর্ৎসনা করে যে, আরো বেশি নেক আমল করে উচ্চ মর্যাদালাভ করলে না কেন? মোটকথা– কামিল মু'মিন ব্যক্তি সর্বদাই তার সকল আমলের জন্য নিজেকে তিরস্কার করে থাকে। এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নফসে লাওয়ামাহ-এর শপথ করে তার মাহাত্ম ও মাকবূল হওয়া প্রকাশ করেছেন। এখানেও শপথের জবাব উহ্য আছে। তাহল অবশ্যই তোমরা পুনরুত্থিত হবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও বয়ানুল কুরআন)

(৩) অর্থাৎ, কেয়ামত অবিশ্বাসীদের ধারণা হল মৃত্যুর পর মানুষ মাটিতে পরিণত হয়ে যায়। তার অস্থিসমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। কাজেই এমতাবস্থায় সেগুলোকে পুনরায় একত্র করা অসম্ভব। এর জবাবে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, তিনি অবশ্যই সবকিছু একত্র করবেন। এবং এটা তাঁর জন্য অতি সহজ। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১-৪ নং আয়াতসমূহ:

১. কেয়ামত স্ব-প্রমাণিত।

www.maktabatulabrar.com

২. তিরস্কারকারী আত্মা বলে আত্মার একটা প্রকার তথা একটা অবস্থার দিকে ইংগিত করা হয়েছে।

৩. কিছু মানুষ পুনরুত্থানকে অসম্ভব মনে করলেও আল্লাহর পক্ষে তা সম্ভব।

(৫) বরং মানুষ[১] চায় যে, নিজেদের ভবিষ্যৎ জীবনেও পাপকাজে লিপ্ত থাকবে[২]।	بَلْ يُرِيْدُ الْاِنْسَانُ لِيَفْجُرَ اَمَامَهٗ ۝٥
(৬) সে জিজ্ঞাসা করে কেয়ামত-দিবস কবে[৩] আসবে?	يَسْـَٔلُ اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ ۝٦
(৭) সুতরাং যখন চক্ষু চমকে (স্থির) হয়ে যাবে,	فَاِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ۝٧
(৮) এবং চাঁদ নিষ্প্রভ হয়ে পড়বে,	وَخَسَفَ الْقَمَرُ ۝٨
(৯) আর সূর্য ও চন্দ্র এক অবস্থাপ্রাপ্ত হবে,	وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ ۝٩
(১০) সেদিন মানুষ বলবে, আজ পালাবার স্থান কোথায়?	يَقُوْلُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَرُّ ۝١٠
(১১) কখনও নয়, কোথাও আশ্রয়ের[৪] স্থান নেই,	كَلَّا لَا وَزَرَ ۝١١
(১২) সেদিন কেবল তোমার রবের সমীপেই ঠিকানা আছে।	اِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذِ ِالْمُسْتَقَرُّ ۝١٢
(১৩) সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে সে কী আগে[৫] পাঠিয়েছে ও কী পিছনে রেখে গেছে?	يُنَبَّؤُا الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَاَخَّرَ ۝١٣
(১৪) বরং মানুষ নিজের অবস্থা[৬] সম্বন্ধে খুব অবহিত হবে,	بَلِ الْاِنْسَانُ عَلٰى نَفْسِهٖ بَصِيْرَةٌ ۝١٤
(১৫) যদিও সে নিজের ওজরসমূহ পেশ করবে।	وَّلَوْ اَلْقٰى مَعَاذِيْرَهٗ ۝١٥

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, কোন কোন মানুষ।

(২) অর্থাৎ, কাফের ও গাফেল মানুষ আল্লাহ তাআলার কুদরতের চাক্ষুষ বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে না, যাতে অতীতের অস্বীকারের দরুন অনুতপ্ত হয়ে ভবিষ্যৎ ঠিক করে নিতে পারে; বরং ভবিষ্যতেও সে কুফর শিরক, অস্বীকার ও মিথ্যারোপে অটল থাকতে চায়। (বয়ানুল কুরআন ও মাআরিফুল কুরআন)

(৩) যেহেতু কাফেররা ভবিষ্যতেও কুফর, শিরকের উপর অটল থাকতে চায়, তাই তারা অস্বীকারমূলকভাবে জিজ্ঞাসা করেছে কেয়ামত কবে আসবে? আল্লাহ তাআলা জবাবে ইরশাদ করেছেন, যেদিন দু' চোখ ধাঁধিয়ে যাবে, ফলে স্থির চোখ কোন বস্তু দেখতে পাবে না। আর দুনিয়াতে

যে সকল বিষয় তারা অস্বীকার করত সেগুলো হঠাৎ সত্য হয়ে সামনে উপস্থিত হওয়া তাদের চোখ স্থির হওয়ার কারণ হবে। এবং যেদিন চাঁদ জ্যোতিহীন হয়ে পড়বে। শুধু চাঁদই নয় বরং চাঁদ-সূর্য উভয়ই একই অবস্থাপ্রাপ্ত হবে অর্থাৎ উভয় আলো হারিয়ে ফেলবে।

(৪) অর্থাৎ, আজ তো জিজ্ঞাসা করে সেদিন কোথায় কবে আসবে? কিন্তু সেদিন পেরেশান হয়ে বলবে, আজ কোথায় পলায়ন করব, কোথায় আশ্রয় গ্রহণ করব? ইরশাদ হবে, আজ পালাবার কোন স্থান নেই, আজ কেউ তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না। আজ সবাইকে আল্লাহর আদালতে হাজির হতে হবে। অতঃপর তিনি ফয়সালা করবেন, জান্নাত বা জাহান্নাম। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৫) মানুষ মৃত্যুর পূর্বে যে নেক আমল করে নেয় তা সে অগ্রে প্রেরণ করে এবং নেক অথবা বদ, উপকারী বা অপকারী কাজ ও প্রথা এমন ছেড়ে যায় যা তার মৃত্যুর পর মানুষ বাস্তবায়িত করে তা সে পিছনে রেখে আসে। এর ছওয়াব অথবা গুনাহ সে পেতে থাকবে। (মাআরিফুল কুরআন)

(৬) অর্থাৎ, যদিও ন্যায়-বিচারের বিধি অনুযায়ী মানুষকে তার প্রত্যেকটি কর্ম সম্পর্কে হাশরের মাঠে অবহিত করা হবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর প্রয়োজন নেই। কেননা মানুষ তার কর্ম সম্পর্কে খুব জ্ঞাত। যদিও মানুষ তার অপরাধ ও ত্রুটি-বিচ্যুতি জানা সত্ত্বেও বাহানাবাজি ত্যাগ করবে না।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫ নং আয়াত:

আয়াতে অতীত পাপের কথা স্মরণ করে অনুতপ্ত হওয়ার পরিবর্তে যারা ভবিষ্যতেও পাপের উপর অটল থাকার চিন্তা করে তাদের নিন্দা করা হয়েছে।

● ৬-১২ নং আয়াতসমূহ:

১. কেয়ামত কবে হবে- এই প্রশ্নের জবাবে কেয়ামতের সময় বর্ণনা না করে কেয়ামতের ভয়াবহতার বর্ণনা প্রদান থেকে বোঝা যায় কেয়ামতের নির্দিষ্ট সময় মানুষকে জানানো হবে না।

২. কেয়ামতের সময় পৃথিবীর সবকিছুর স্বাভাবিক নিয়ম ভেঙ্গে পড়বে, চন্দ্র সূর্য আলোহীন হয়ে পড়বে। এমন ভয়াবহ অবস্থা হবে যে, মানুষের চোখ স্থির থাকা সত্ত্বেও তারা কোন কিছু দেখতে পাবে না, যেন চোখে ধাঁধা লেগে যাবে।

৩. কেয়ামতের ভয়াবহতা থেকে মানুষ পালাতে চাইবে, কিন্তু পালানোর কোন স্থান পাবে না। আল্লাহ ছাড়া কোন আশ্রয় থাকবে না।

● ১৩-১৫ নং আয়াতসমূহ:

১. মানুষ ভাল বা মন্দ যে কাজ ও প্রথা চালু করে যায় তার ছওয়াব ও গোনাহের একটা অংশ মৃত্যু পরবর্তী জীবনেও সে পেতে থাকবে। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. ন্যায় বিচারের বিধি অনুযায়ী মানুষকে তার সব আমল সম্বন্ধে অবহিত করা হবে। যদিও সে নিজের সবকিছু সম্বন্ধে অবগত থাকবে।

৩. মানুষ তার অপরাধ ও ত্রুটি-বিচ্যুতি জানা সত্ত্বেও জান বাঁচানোর জন্য বিভিন্ন ওজুহাত পেশ করবে।

www.maktabatulabrar.com

لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ ﴿١٦﴾	(১৬) (হে রসূল !) তুমি কুরআনের ব্যাপারে স্বীয় জিহবা সঞ্চালন করবে না তা ত্বরিৎ আয়ত্ত করার জন্য[১]।
اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْاٰنَهٗ ﴿١٧﴾	(১৭) আমারই দায়িত্ব (তোমার বক্ষে) এটা জমিয়ে দেয়া এবং (তোমা কর্তৃক) তার পাঠ[২]।
فَاِذَا قَرَاْنٰهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ ﴿١٨﴾	(১৮) অতএব যখন আমি তা পাঠ করতে থাকি, তখন তুমি তার পাঠ অনুসরণ করতে থাক[৩]।
ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهٗ ﴿١٩﴾	(১৯) অতঃপর তার ব্যাখ্যা[৪] আমারই দায়িত্ব।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) শুরু থেকে এ পর্যন্ত কেয়ামতের পরিস্থিতি ও ভয়াবহতা আলোচিত হল। পরেও এ আলোচনা আসবে। মাঝখানে চার আয়াতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একটি বিশেষ নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যা ওহী নাযেল হওয়ার সময় অবতীর্ণ আয়াতগুলো সম্পর্কিত। নির্দেশটি এই যে, যখন জিবরাঈল (আ.) কুরআনের কিছু আয়াত নিয়ে আগমন করতেন তখন তা পাঠ করার সময় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিবিধ চিন্তায় জড়িয়ে পড়তেন। (১) কোথাও এর শ্রবণ ও তদানুযায়ী পাঠে কোন পার্থক্য না হয়ে যায়। (২) কোথাও এর কোন অংশ, কোন বাক্য স্মৃতি থেকে উধাও না হয়ে যায়। এই চিন্তার কারণে যখন হযরত জিবরাঈল (আ.) কোন আয়াত শোনাতেন তখন হযরত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাথে সাথে পাঠ করতেন এবং জিহবা নেড়ে দ্রুত আবৃত্তি করতেন, যাতে বার বার পড়ে তা মুখস্থ হয়ে যায়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কষ্ট ও পরিশ্রম দূর করার উদ্দেশ্যে আলোচ্য চার আয়াতে আল্লাহ তাআলা কুরআন পাঠ করানো, মুখস্থ করানো এবং কুরআনের বিশদ ব্যাখ্যার দায়িত্ব এবং মুসলমানদের কাছে হুবহু পেশ করানোর দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করেছেন। এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলে দিয়েছেন, তুমি এ উদ্দেশ্যে জিহবাকে দ্রুত সঞ্চালন করতে যাবে না।

(২) অর্থাৎ, আয়াতসমূহকে আপনার অন্তরে সংরক্ষণ করা এবং হুবহু তোমার দ্বারা তা পাঠ করিয়ে দেয়া আমার দায়িত্ব। কাজেই তুমি এ চিন্তা পরিত্যাগ কর।

(৩) যখন আমি জিবরাঈলের যবানে এই কুরআন পাঠ করি অর্থাৎ আমার পক্ষ থেকে জিবরাঈল কুরআন পাঠ করে, তখন তুমি সাথে সাথে পাঠ করবে না। বরং তুমি এ পাঠের অনুসরণ করবে অর্থাৎ একাগ্রচিত্তে শুনবে। (বয়ানুল কুরআন)

(৪) اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهٗ এ আয়াতে 'বয়ান' অর্থ দু'টি হতে পারে। (১) বর্ণনা করা। তাহলে আয়াতের অর্থ এই হবে যে, তোমার যবানে মানুষের সামনে বর্ণনা করিয়ে দেয়া আমার দায়িত্ব। (২) বিশদব্যাখ্যা। অর্থাৎ অবতীর্ণ আয়াতসমূহের সঠিক মর্ম ও উদ্দেশ্য কি তা বুঝিয়ে দেয়াও আমার দায়িত্ব। (বয়ানুল কুরআন, মাআরিফুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৬-১৯ নং আয়াতসমূহ:

১. ওহী নাযেল হওয়ার সময় তা সংরক্ষণ করার কষ্ট থেকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মুক্তি দেয়া হয়েছে।

২. যেভাবে ওহী নাযেল হয়েছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুবহু সেভাবে উম্মতের সামনে তা পেশ করতে পেরেছেন। আল্লাহ তাআলাই সে দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছেন।

৩. অবতীর্ণ আয়াতসমূহের সঠিক মর্ম ও উদ্দেশ্য কি তা বুঝিয়ে দেয়ার দায়িত্বও আল্লাহ তাআলা নিয়ে নিয়েছেন।

كَلَّا بَلْ تُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ ﴿٢٠﴾

(২০) (হে অবিশ্বাসীগণ! তোমরা মনে কর কেয়ামত সংঘটিত হবে না) এরূপ কখনও নয়, বরং তোমরা দুনিয়াকে ভালোবাস[১]।

وَتَذَرُوْنَ الْاٰخِرَةَ ﴿٢١﴾

(২১) এবং পরকালকে ছেড়ে বসছ।

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ﴿٢٢﴾

(২২) বহু মুখমণ্ডল[২] সেদিন উজ্জ্বল হবে।

اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٣﴾

(২৩) তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে।

وَوُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ﴿٢٤﴾

(২৪) আর বহু মুখমণ্ডল সেদিন মলিন হবে।

تَظُنُّ اَنْ يُّفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴿٢٥﴾

(২৫) তারা বিশ্বাস করবে যে, তাদের সাথে কোমর-ভাঙ্গা আচরণ করা হবে[৩]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, দুনিয়ার মহব্বতই তোমাদের আখেরাত অস্বীকার করার কারণ। ফলে দুনিয়ার মহব্বতে অন্ধ হয়ে তোমরা আখেরাতকে ছেড়ে বসছ। (বয়ানুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, মু'মিনদের চেহারা সেদিন হাসি-খুশী, সজীব থাকবে। এবং তারা আল্লাহর দীদার লাভ করবে। বিভিন্ন হাদীছে এ বিষয়টি আরো স্পষ্টভাবে প্রমাণিত আছে। তবে এ দীদারে জান্নাতীদের বিভিন্ন স্তর থাকবে। কেউ সপ্তাহে একবার শুক্রবারে এই সাক্ষাৎ লাভ করবে, কেউ দৈনিক সকাল-বিকাল লাভ করবে এবং কেউ সারাক্ষণ সাক্ষাতেই থাকবে। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) অর্থাৎ, তারা বিশ্বাস করবে যে, তাদের উপর ধ্বংসকারী বিপর্যয় আসন্ন। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর ও আইছারুত্তাফাসীর)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২০-২৫ নং আয়াতসমূহ:

১. দুনিয়ার ভালবাসাই আখেরাতকে অস্বীকার করার কারণ।

২. কেয়ামতের দিন মুমিনদের চেহারা হাস্যোজ্জ্বল থাকবে।

৩. মুমিনরা আল্লাহর দীদার লাভ করবে।

৩. কাফেরদের চেহারা সেদিন মলিন হবে এবং তাদের উপর ধ্বংসকারী বিপর্যয় নেমে আসবে।

www.maktabatulabrar.com

كَلَّآ اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ﴿٢٦﴾

(২৬) (তোমরা যে দুনিয়ার মোহে লিপ্ত আছ এবং আখেরাতকে পরিহারযোগ্য মনে করছ) কখনও এরূপ নয়, যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হবে[১],

وَقِيْلَ مَنْ ۜ رَاقٍ ﴿٢٧﴾

(২৭) এবং বলা হবে[২] যে, কোন ঝাড়-ফুঁককারী আছে কি? (অর্থাৎ কোন চিকিৎসক আছে কি?)

وَّظَنَّ اَنَّهُ الْفِرَاقُ ﴿٢٨﴾

(২৮) এবং সে নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করবে যে, এখন (দুনিয়া) ত্যাগের সময়।

وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴿٢٩﴾

(২৯) এবং এক পায়ের গোছা অপর পায়ের গোছার সাথে জড়িয়ে যেতে থাকবে[৩]।

اِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذِ ِالْمَسَاقُ ﴿٣٠﴾

(৩০) সেদিন তোমার প্রতিপালকের নিকট হবে যাত্রা[৪]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এ আয়াতসমূহে মৃত্যুর চিত্র অংকন করে বলা হয়েছে, গাফেল মানুষ যখন বিস্মৃতির অতল তলে তলিয়ে থাকে, এমতাবস্থায় তার মাথার উপর মৃত্যু এসে দণ্ডায়মান হয় এবং আত্মা কণ্ঠনালীতে এসে ঠেকে। পায়ের গোছা অন্য গোছার সাথে জড়িয়ে যায়। এটাই আল্লাহর কাছে যাওয়ার সময়। এ সময় কোন তাওবা কবূল হয় না এবং কোন আমলও করা যায় না। বুদ্ধিমানের উচিৎ এর আগেই সংশোধনের চেষ্টা করা।

(২) অর্থাৎ, আশপাশের লোকেরা বলাবলি করবে।

(৩) অর্থাৎ, তখন মৃত্যুযন্ত্রণার কারণে এক গোছা অপর গোছার সাথে জড়িয়ে পড়ে। কিংবা এর অর্থ অতিশয় দুর্বলতার কারণে পা নাড়া এবং এক পাকে অন্য পা থেকে পৃথক রাখা তার এখতিয়ারে থাকবে না। ফলে অনিচ্ছাকৃতভাবে এক গোছা অন্য গোছার সাথে জড়িয়ে পড়বে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) সুতরাং এমতাবস্থায় দুনিয়ার মোহে ডুবে থাকা এবং আখেরাতকে ভুলে থাকা কতটা বোকামি।

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৬-৩০ নং আয়াতসমূহ:

১. মৃত্যুকালীন ভয়াবহ ও অসহায় অবস্থার বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে।

২. আখেরাত পরিহার যোগ্য নয়।

৩. কুরআন করীম বা যেকোন উত্তম কালাম দ্বারা ঝাড়-ফুঁক জায়েয আছে। (আইছারুত্তাফাসীর)

৪. আত্মা কণ্ঠনালীর দিক থেকে তথা মুখ থেকে বের হয়।

৫. মৃত্যুর সময় সকলেই বুঝতে পারে যে, আখেরাতের পথে তার যাত্রা হচ্ছে।

فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلّٰى ﴿٣١﴾	(৩১) (আল্লাহর কাছে নীত হওয়ার পর সে যদি কাফের হয় তবে তার অবস্থা হবে খুবই মন্দ। কেননা) সে না বিশ্বাস[১] করেছে না নামায আদায় করেছে,
وَلٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ﴿٣٢﴾	(৩২) বরং সে মিথ্যারোপ করেছে এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।
ثُمَّ ذَهَبَ اِلٰٓى اَهْلِهٖ يَتَمَطّٰى ﴿٣٣﴾	(৩৩) অতঃপর সে তার পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে গেছে অহংকারী চালে।
اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى ﴿٣٤﴾	(৩৪) (বলা হবে,) তোমার জন্য দুর্ভোগের উপর দুর্ভোগ।
ثُمَّ اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى ﴿٣٥﴾	(৩৫) আরও তোমার জন্য দুর্ভোগের[২] উপর দুর্ভোগ।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, সে আল্লাহ ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিশ্বাস করেনি বরং মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। এবং খোদায়ী বিধি-বিধান থেকে বিমুখ হয়েছে। এবং এর উপর অনুতপ্ত হওয়া নয় বরং উল্টো অহংকার প্রদর্শন করেছে। এমন ব্যক্তিকে বলা হবে, তোমার জন্য দুর্ভোগের উপর দুর্ভোগ। (বয়ানুল কুরআন)

(২) যে, ব্যক্তি কুফর ও মিথ্যারোপকেই আঁকড়ে থাকে এবং দুনিয়ার ধন-সম্পদে মত্ত থাকে ও তদবস্থায় মারা যায়, তার জন্য এখানে চারবার দুর্ভোগ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ মৃত্যুর সময়, মৃত্যুর পর কবরে, হাশরে সমবেত হওয়ার সময় এবং অবশেষে জাহান্নামে প্রবেশের সময় বিপর্যয় ও দুর্ভোগই তার প্রাপ্য। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩১–৩৫ নং আয়াতসমূহ:

১. সঠিক ধর্মীয় বিশ্বাস না থাকা, নামায না পড়া, মিথ্যারোপ করা, ধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া এবং দম্ভ করা ইত্যাদি কারণে আখেরাতে দুর্ভোগ হবে।

২. এ ধরনের লোকদের জন্য আখেরাতে চার স্থানে দুর্ভোগ হবে– মৃত্যুর সময়, মৃত্যুর পর কবরে, হাশরে সমবেত হওয়ার সময় এবং অবশেষে জাহান্নামে প্রবেশের সময়

৩. চলা-ফেরায় আচার-আচরণে অহংকার প্রদর্শন করা হারাম। (আইছারুত্তাফাসীর)

www.maktabatulabrar.com

اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُّتْرَكَ سُدًى ﴿٣٦﴾	(৩৬) মানুষ কি মনে করে যে তাকে এমনি বেকার[১] ছেড়ে দেয়া হবে?
اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُّمْنٰى ﴿٣٧﴾	(৩৭) সে কি একবিন্দু শুক্র ছিল না যা (মাতৃগর্ভে) স্খলিত হয়?
ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّٰى ﴿٣٨﴾	(৩৮) অতঃপর সে আলাকায় (লেগে থাকা জমাট রক্তে) পরিণত হয়েছে, অতপর আল্লাহ (তার) গঠন সৃষ্টি করেছেন অতঃপর সুঠাম করেছেন,
فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى ﴿٣٩﴾	(৩৯) অতঃপর তাকে করেছেন যুগল– নারী ও পুরুষ,
اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يُّحْيِۦَ الْمَوْتٰى ﴿٤٠﴾	(৪০) (যে খোদা শুরু থেকে এত বিবর্তন ঘটালেন) তিনি কি মৃতদেরকে জীবনদানে সক্ষম নন[২]?

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, তার উপর আল্লাহর আদেশ-নিষেধের পাবন্দী থাকবে না। এবং মৃত্যুর পর তার হিসাব-নিকাশও হবে না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও মাআরিফুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ, যে সত্তা এক ফোঁটা নাপাক বীর্যকে সুঠাম মানুষে পরিণত করলেন তিনি কি মৃত্যুর পর পুনরায় তাকে জীবিত করতে পারবেন না? অবশ্যই পারবেন। হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে– রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সূরা কিয়ামার এ আয়াত পাঠ করে তার বলা উচিৎ بَلٰى وَاَنَا عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ অর্থাৎ নিঃসন্দেহে তিনি সক্ষম এবং আমিও এর একজন সাক্ষী। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩৬ নং আয়াত:

আয়াতে বলা হয়েছে, মানুষকে অনর্থক সৃষ্টি করা হয়নি যে, তার উপর আল্লাহর আদেশ-নিষেধের পাবন্দী নেই এবং মৃত্যুর পর তার হিসাব-নিকাশও হবে না।

● ৩৭–৪০ নং আয়াতসমূহ:

১. মানব সৃষ্টির কয়েকটি স্তরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

২. নারী হোক পুরুষ হোক সকলেই আল্লাহর সৃষ্টি।

৩. আয়াতসমূহে বোঝানো হয়েছে, যে সত্তা এক ফোঁটা নাপাক বীর্যকে সুঠাম মানুষে পরিণত করলেন তিনি কি মৃত্যুর পর পুনরায় তাকে জীবিত করতে পারবেন না? অবশ্যই পারবেন।

(৭৬) সূরা দাহ্‌র/সূরা ইনসান, মাদানী
৩১ আয়াত, ২ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْـًٔا مَّذْكُوْرًا ①

(১) নিঃসন্দেহে মানুষের উপর কালক্রমে এমন একটি সময় অতীত হয়েছে যখন সে কোন উল্লেখযোগ্য বস্তুই[১] ছিল না।

اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ ۖ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ②

(২) আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিশ্রিত শুক্র বিন্দু থেকে[২], তাকে পরীক্ষা করার জন্য[৩]; সেমতে আমি তাকে করেছি শ্রবণশক্তিসম্পন্ন ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন।

اِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّاِمَّا كَفُوْرًا ③

(৩) আমি তাকে পথ দেখিয়ে[৪] দিয়েছি, হয়ত সে কৃতজ্ঞ বা অকৃতজ্ঞ।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, মানুষের উপর এমন দীর্ঘ এক সময় অতিবাহিত হয়েছে যখন তার নাম-নিশানা এমনকি আলোচনা পর্যন্ত ছিল না। মূলে খাদ্যের পূর্ববর্তী উপকরণ জড়পদার্থে, অতঃপর খাদ্যে, অতঃপর বীর্যরূপে বিদ্যমান ছিল। আর এ স্তরও এমন নয় যা উল্লেখ করা যায়। সারকথা– এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা মানুষের দৃষ্টি এক নিগূঢ় তত্ত্বের দিকে আকৃষ্ট করেছেন। মানুষ যদি এই তত্ত্ব সম্পর্কে সামান্য চিন্তা-ভাবনাও করে, তবে একদিকে তার নিজের স্বরূপ তার কাছে উদঘাটিত হয়ে যাবে, অপরদিকে স্রষ্টার অস্তিত্বজ্ঞান ও অপার শক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করা ছাড়া তার গত্যন্তর থাকবে না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও মাআরিফুল কুরআন)

(২) এ আয়াতে মানব সৃষ্টির সূচনা এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ মানুষকে নারী-পুরুষের মিশ্র বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছেন। পুরুষের শুক্রাণু ও নারীর ডিম্বাণু– এতদুভয়ের মিলিতরূপ থেকে মানবের সূচনা। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(৩) এ আয়াতে মানবসৃষ্টির উদ্দেশ্য বিধৃত হয়েছে। অর্থাৎ মানুষকে এভাবে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য হল খোদায়ী বিধি-বিধানের আদিষ্ট করার মাধ্যমে তাকে পরীক্ষা করা যে, সে কতখানি শরীয়তের হুকুম-আহকাম মেনে চলে এবং কতখানি আনুগত্য স্বীকার করে। আর এ জন্যই তাকে শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি এবং বোধশক্তিসম্পন্ন করা হয়েছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) এ আয়াতে পরীক্ষার বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে, আমি নবী-রসূল ও ঐশি গ্রন্থের মাধ্যমে মানুষকে পথ বলে দিয়েছি যে, এ পথ জান্নাতের পথ আর এ পথ জাহান্নামের পথ। এরপর তাকে ক্ষমতা দিয়েছি

www.maktabatulabrar.com

যেকোন পথ অবলম্বন করার! সেমতে মানুষ দু'দলে বিভক্ত হয়ে যায়। একদল তাদের স্রষ্টা ও নেআমত-দাতাকে চিনে তার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছে ও তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে। কিন্তু অপরদল অকৃতজ্ঞ হয়ে কাফের হয়ে গেছে।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১–৩ নং আয়াতসমূহ:

১. মানব-সৃষ্টির নিগূঢ় তত্ত্বের দিকে মানুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হয়েছে। যাতে মানুষ তার অসহায়ত্ব ও আল্লাহর কুদরত অনুধাবন করে আল্লাহর কৃতজ্ঞ ও অনুগত হয়।

২. মানবসৃষ্টির উদ্দেশ্য বিধৃত হয়েছে যে, মানব-সৃষ্টির উদ্দেশ্য হল খোদায়ী বিধি-বিধানের আদিষ্ট করার মাধ্যমে তাকে পরীক্ষা করা যে, সে কতখানি শরীয়তের হুকুম-আহকাম মেনে চলে এবং কতখানি আনুগত্য স্বীকার করে।

৩. মানুষের কান ও দৃষ্টি দান করা হয়েছে যাতে এগুলো ব্যবহার করে হেদায়াত লাভ করতে পারে।

اِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَلٰسِلَا۠ وَاَغْلٰلًا وَّسَعِيْرًا ④

(৪) আমি কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি শিকলসমূহ ও বেড়ীসমূহ এবং প্রজ্বলিত অগ্নি।

اِنَّ الْاَبْرَارَ يَشْرَبُوْنَ مِنْ كَاْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْرًا ⑤

(৫) যারা নেককার তারা এমন পানপাত্রে (শরাব) পান করবে যাতে কাফুরের মিশ্রণ থাকবে।

عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ يُفَجِّرُوْنَهَا تَفْجِيْرًا ⑥

(৬) (অর্থাৎ) এমন ঝরনা থেকে যেখান থেকে আল্লাহর খাস বান্দাগণ পান করবে, যা তারা (যেখানে ইচ্ছা) সহজে প্রবাহিত করে নিয়ে যাবে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এখান থেকে উল্লেখিত উভয়দলের প্রতিফল ও শেষ পরিণতি উল্লেখ করা হয়েছে যে, কাফেরদের জন্য রয়েছে শিকল, বেড়ী ও জ্বলন্ত আগুন। আর নেককার লোকদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত নেআমত।

(২) জান্নাতের নেআমতসমূহের মাঝে সর্বপ্রথম পানীয় বস্তুর উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাদেরকে এমন শরাবের পাত্র দেয়া হবে যাতে কাফুরের মিশ্রণ থাকবে। কোন কোন তাফসীরবিদের মতে কাফুর জান্নাতের একটি ঝরণার নাম। শরাবের স্বাদ ও গুণ বৃদ্ধি করার জন্য তাতে এ ঝরণার পানি মিলানো হবে। এ তাফসীর অনুসারে পরবর্তী আয়াত عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ এর মাঝে عينا শব্দটি كافورا থেকে بدل হবে। আর যদি কাফুরের প্রসিদ্ধ অর্থ (কর্পুর) নেয়া হয় তবে জরুরী নয় যে, জান্নাতের কাফুর দুনিয়ার কাফুরের ন্যায় অখাদ্য হবে। বরং সে কাফুরের বৈশিষ্ট ভিন্ন হবে। এ ব্যাখ্যানুসারে عَيْنًا শব্দটি

مِنْ كَأْسٍ থেকে بدل হবে তখন আয়াতের অর্থ হবে যে তারা পানপাত্র থেকে তথা এমন ঝরণা থেকে পান করবে যেখান থেকে আল্লাহর বিশিষ্ট বান্দাগণ পান করবেন। (বয়ানুল কুরআন, ফাওয়ায়েদে উছমানী ও মাআরিফুল কুরআন)

(৩) অর্থাৎ, এ নহর সে খাস বান্দাদের বশীভূত থাকবে। তারা যেদিকে ইঙ্গিত করবে নহর সে দিকে প্রবাহিত হবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪–৬ নং আয়াতসমূহ:

১. জাহান্নামীদের জন্য রয়েছে শিকল, বেড়ী ও প্রজ্বলিত অগ্নির শাস্তি।

২. জান্নাতীদের জন্য থাকবে কাফূর-মিশ্রিত শরাব।

৩. কাফূর নামক বিশেষ নহর আল্লাহর খাস বান্দাদের বশীভূত থাকবে। তারা যেদিকে ইঙ্গিত করবে সে নহর সে দিকে প্রবাহিত হবে।

(৭) তারা ওয়াজিব[১] কাজগুলো পালন করে থাকে এবং সে দিবসকে ভয় করে যার বিপত্তি হবে সর্বব্যাপী।	يُوْفُوْنَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُوْنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهٗ مُسْتَطِيْرًا ۝٧
(৮) তারা (কেবল) আল্লাহর মহব্বতে[২] অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীকে[৩] আহার্য দান করে।	وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا ۝٨
(৯) আমরা তোমাদেরকে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই খাদ্য দান করি। তোমাদের নিকট না আমরা প্রতিদান চাই আর না কৃতজ্ঞতা।	اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّلَا شُكُوْرًا ۝٩
(১০) আমরা আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এমন এক দিবসের ভয়[৪] করি যা বীভৎস কঠিন বীভৎস।	اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوْسًا قَمْطَرِيْرًا ۝١٠

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) আলোচ্য আয়াতসমূহে আবরার তথা নেককারদের কতিপয় গুণ ও বৈশিষ্ট্য বিধৃত হয়েছে। এ আয়াতে বর্ণিত 'নযর' শব্দের অর্থ নিজের জন্য এমন কোন কাজ ওয়াজিব করে নেয়া যা শরীয়তের তরফ থেকে তার দায়িত্বে ওয়াজিব নয়। এটাকে নযর ও মানত বলা হয়। এরূপ মানত পূর্ণ করা শরীয়তের আইনে ওয়াজিব। তাই কোন কোন তাফসীরকারকের মতে এখানে 'নযর' বলে যাবতীয় ওয়াজিব কাজ বোঝানো হয়েছে।

(২) অর্থাৎ, নেককারগণ জান্নাতে এসব নেআমত লাভ করার একটি কারণ এটাও যে, তারা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে গরীব, এতীম ও বন্দীদেরকে আহার্য দান করে। কোন কোন

www.maktabatulabrar.com

তাফসীরবিদ আয়াতে বর্ণিত عَلٰى حُبِّهٖ মর্মার্থ এরূপ বর্ণনা করছেন যে, আহার্যের প্রতি তাদের প্রয়োজন ও আসক্তি থাকা সত্ত্বেও নিজেদের প্রয়োজন দাবিয়ে তারা গরীব ইয়াতীমদেরকে খাদ্য দান করে। এ আয়াতে বন্দী বলে মুসলমান কাফের উভয় প্রকার বন্দী বোঝানো হয়েছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী, মাআরিফুল কুরআন)

(৩) বন্দী বলতে যারা বিনা অপরাধে অন্যায়ভাবে বন্দী হয়ে আছে তাদেরকে বোঝানো হয়েছে।

(৪) অর্থাৎ, আমরা ইখলাসের সাথে খাদ্য এ জন্য দান করি যেন সে কঠিন দিন থেকে রক্ষা পাই। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৭–১০ নং আয়াতসমূহ:

১. নেককার লোক যারা জান্নাতী হবে তাদের কয়েকটি গুন নিম্নরূপ: ওয়াজিব দায়িত্ব আদায় করা, আখেরাতের ভয়, গরীব-মিসকীন প্রমুখকে আহার্য দান করা, আমলে ইখলাস, মানুষের উপকার করের তাদের থেকে কোন বদলা বা কৃতজ্ঞতা কামনা না করা।

২. যেসব লোক বিনা অপরাধে অন্যায়ভাবে বন্দী হয়ে থাকে তাদেরকে আহার্য দান করাও নেক কাজ।

৩. কেয়ামত হবে অত্যন্ত বীভৎস। অর্থাৎ, সেদিন অনেকের চেহারা ভীষণভাবে বিকৃত হয়ে যাবে।

(১১) অতএব আল্লাহ তাদেরকে (সে নেক আমল ও ইখলাসের বরকতে) সে দিবসের কঠোরতা থেকে নিরাপদে রাখবেন এবং তাদেরকে দান করবেন সজীবতা (ফূর্তি) ও আনন্দ[১]।	فَوَقٰىهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقّٰىهُمْ نَضْرَةً وَّسُرُوْرًا ۝١١
(১২) আর তাদের দ্বীনের উপর অটল-অবিচল থাকার বিনিময়ে তাদেরকে বেহেশত ও রেশমী-পোষাক[২] প্রদান করবেন।	وَجَزٰىهُمْ بِمَا صَبَرُوْا جَنَّةً وَّحَرِيْرًا ۝١٢
(১৩) এ আবস্থায় যে, তারা সেখানে সুসজ্জিত পালঙ্কের উপর হেলান দিয়ে থাকবে[৩], তারা সেখানে না উত্তাপবোধ করবে আর না শীত[৪]।	مُّتَّكِـِٕيْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَآئِكِ ۚ لَا يَرَوْنَ فِيْهَا شَمْسًا وَّلَا زَمْهَرِيْرًا ۝١٣
(১৪) আর এ অবস্থায় যে, (জান্নাতের) বৃক্ষসমূহের ছায়া তাদের উপর ঝুঁকে থাকবে[৫], এবং তার ফলমূল সম্পূর্ণরূপে তাদের আয়ত্তাধীন করে দেয়া হবে[৬]।	وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلٰلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوْفُهَا تَذْلِيْلًا ۝١٤

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, তাদের চেহারায় থাকবে সজীবতা আর হৃদয়ে থাকবে পরম আনন্দ।

(২) অর্থাৎ, উন্নতমানের রকমারী পোষাক প্রদান করা হবে। রেশমী পোষাক আরবদের মূল্যবান পোষাক ছিল বিধায় কেবল রেশমী পোষাকের কথা বলা হয়েছে। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর, ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) দেখুন সাফওয়াতুত তাফাসীর।

(৪) অর্থাৎ, জান্নাতের পরিবেশ হবে ভারসাম্যপূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। (ফাওয়ায়েদে উছমানী, বয়ানুল কুরআন)

(৫) জান্নাতে সূর্যের ছায়া থাকবে না বটে তবে অন্যান্য নূরানী বস্তুর ছায়া থাকবে। আর ছায়া হবে নেআমতের মাঝে বৈচিত্রতা সৃষ্টি করার জন্য। (বয়ানুল কুরআন)

(৬) জান্নাতী দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে সর্বাবস্থায় আনায়াসে ফল পাড়তে পারবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১১–১৪ নং আয়াতসমূহ:

১. নেককার লোকগণ কেয়ামত দিবসের কঠোরতা থেকে নিরাপদ থাকবে। তাদের চেহারায় থাকবে সজীবতা আর হৃদয়ে থাকবে পরম আনন্দ।

২. সবর তথা দ্বীনের উপর অটল থাকার ওছীলায় জান্নাত লাভ হবে।

৩. জান্নাতীগণ জান্নাতে উন্নতমানের পোশাক প্রাপ্ত হবে।

৪. জান্নাতের পরিবেশ হবে ভারসাম্যপূর্ণ– না অতি শীত আর না অতি গরম। তবে নেয়ামতের মাঝে বৈচিত্র সৃষ্টি করার জন্য বিভিন্ন নূরানী বস্তুর ছায়া থাকবে।

৫. জান্নাতীগণ দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে সর্বাবস্থায় আনায়াসে ফলমূল আহরণ করতে পারবে।

(১৫) তাদেরকে ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করা হবে রূপার পাত্রে[১] এবং এমন পেয়ালায় যেগুলো হচ্ছে কাঁচপাত্র।	وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِاٰنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَّاَكْوَابٍ
(১৬) রৌপ্য-নির্মিত কাঁচপাত্র[২], পরিবেশন-কারীরা তা যথাযথভাবে পূর্ণ করে দিবে।	كَانَتْ قَوَارِيْرَاْ ﴿١٥﴾
(১৭) আর সেখানে তাদেরকে এমন শরাবের পেয়ালা পান করানো হবে যা আদ্রক[৩] মিশ্রিত হবে।	قَوَارِيْرَاْ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوْهَا تَقْدِيْرًا ﴿١٦﴾
(১৮) (অর্থাৎ) জান্নাতের এমন এক প্রস্রবণ থেকে, যার নাম সালসাবিল।	وَيُسْقَوْنَ فِيْهَا كَاْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيْلًا ﴿١٧﴾
	عَيْنًا فِيْهَا تُسَمّٰى سَلْسَبِيْلًا ﴿١٨﴾

www.maktabatulabrar.com

(১৯) তাদের কাছে (এসব জিনিস) ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করবে চির কিশোরগণ, যখন তুমি তাদেরকে (চলা-ফেরা করতে) দেখবে, মনে করবে ছড়িয়ে দেয়া মুক্তা[৪]।	وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ۚ اِذَا رَاَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنْثُوْرًا ﴿١٩﴾
(২০) আর যখন তুমি সে স্থান দেখবে, তখন তুমি দেখতে পাবে বিরাট নেআমত ও বিশাল রাজত্ব।	وَاِذَا رَاَيْتَ ثَمَّ رَاَيْتَ نَعِيْمًا وَّمُلْكًا كَبِيْرًا ﴿٢٠﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, তাদেরকে রূপার পাত্রে করে খানা-পিনা পরিবেশন করা হবে। (বয়ানুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ, জান্নাতের পানপাত্র আসলে রৌপ্যের তৈরী হবে। এবং খুব শুভ্র হবে। আবার স্বচ্ছতা ও চাকচিক্যের দিক থেকে কাঁচের ন্যায় হবে। দুনিয়ার রৌপ্যপাত্র গাঢ় ও মোটা হয়ে থাকে, কাঁচের মত স্বচ্ছ হয় না। পক্ষান্তরে কাঁচের পাত্র রৌপ্যের মত শুভ্র হয় না। উভয়ের মধ্যে বৈপরিত্য আছে। কিন্তু জান্নাতের বৈশিষ্ট এই যে, সেখানকার রৌপ্য যেমন শুভ্র হবে আবার কাঁচের মত স্বচ্ছও হবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী, বয়ানুল কুরআন ও মাআরিফুল কুরআন)

(৩) জান্নাতের এক শরাব কাফূর মিশ্রিত হবে। আরেক শরাব আদ্রক মিশ্রিত হবে। তবে এ আদ্রক দুনিয়ার আদ্রক নয়। বরং এটা জান্নাতের একটি প্রস্রবণ যাকে সালাসাবীল বলা হয়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) তাদেরকে সৌন্দর্য্য ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিক থেকে মুক্তার সাথে তুলনা করা হয়েছে। এবং তাদের চলাফেরাকে বিক্ষিপ্ত মুক্তার সাথে তুলনা করা হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

(৫) অর্থাৎ, একেকজন সাধারণ বেহেশতীও বিপুল নায-নেআমত ও বিশাল রাজত্বের মালিক হবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৫–২০ নং আয়াতসমূহ:

১. আয়াতসমূহে জান্নাতের খাদ্য-খাবারের পাত্র, শরাব, শরাবের পেয়ালা ও শরাব পরিবেশনকারীদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে।

২. জান্নাতের খাদ্য-খাবার ও শরাব পরিবেশনকারী কিশোরগণ চিরকিশোর হয়ে থাকবে, কখনও তারা বৃদ্ধ হবে না। তারা ঘুরে ঘুরে খাদ্য-খাবার ও শরাব পরিবেশন করবে।

৩. জান্নাতের শরাব পরিবেশনকারী কিশোরগণ হবে অপরূপ সুন্দর। সৌন্দর্য ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিক থেকে তাদেরকে মুক্তার সাথে তুলনা করা হয়েছে।

৪. একেকজন সাধারণ বেহেশতীও বিপুল নায-নেআমত ও বিশাল রাজত্বের মালিক হবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

عٰلِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَّاِسْتَبْرَقٌ ۫ وَّحُلُّوْٓا اَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ ۚ وَسَقٰىهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوْرًا ﴿٢١﴾	(২১) সে বেহেশতবাসীদের উপর মিহী রেশমের সবুজ পোষাক থাকবে আর মোটা রেশমের পোষাকও, আর তাদেরকে রৌপ্যনির্মিত কংকনে অলংকৃত করা হবে[১], আর তাদের প্রতিপালক তাদেরকে পান করাবেন অতি পবিত্র পানীয়[২]।
اِنَّ هٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءً وَّكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُوْرًا ﴿٢٢﴾	(২২) (বলা হবে,) নিশ্চয় এটা তোমাদের প্রতিদান, তোমাদের সাধনা স্বীকৃত (মাকবূল) হয়েছে।
اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ تَنْزِيْلًا ﴿٢٣﴾	(২৩) অবশ্যই আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি ক্রমেক্রমে।
فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ اٰثِمًا اَوْ كَفُوْرًا ﴿٢٤﴾	(২৪) অতএব তুমি তোমার প্রতিপালকের নির্দেশের[৩] উপর অটল থাক আর তাদের অন্তর্গত কোন পাপিষ্ঠ কিংবা কাফের ব্যক্তির অনুসরণ করবে না।
وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ﴿٢٥﴾	(২৫) এবং তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করতে থাক সকাল ও সন্ধ্যায়[৪]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এ আয়াতে রূপার কংকন অন্য আয়াতে সোনার কংকণ উল্লেখ করা হয়েছে। উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কেননা কোন সময় রূপার এবং কোন সময় সোনার কংকণ ব্যবহৃত হতে পারে, অথবা কেউ রূপার এবং কেউ স্বর্ণের ব্যবহার করতে পারে। আর পুরুষের জন্য অলংকার দুনিয়াতে দোষণীয় মনে হলেও আখেরাতে ভিন্ন জগতের প্রেক্ষিতে সেটা দোষণীয় মনে হবে না। (বয়ানুল কুরআন ও মাআরিফুল কুরআন)

(২) পরিশেষে তারা তাদের মাহবুবে হাকীকীর পক্ষ থেকে শরাবের এমন এক জাম লাভ করবে যেটা হবে পূত-পবিত্র অনাবিল, স্বচ্ছ। যাতে দূর্গন্ধ থাকবে না। কোন ধরনের মাথার চক্কর থাকবে না। এটা পান করার পর ঘর্ম নির্গত হবে যা মেশকের ন্যায় সুঘ্রাণময় হবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) অর্থাৎ, তুমি দাওয়াত ও তাবলীগসহ আমার যাবতীয় আদেশের উপর অটল থাক। যারা তোমাকে তাবলীগ থেকে বিরত থাকতে বলে তাদের কথা মানবেন না। (বয়ানুল কুরআন)

(৪) অর্থাৎ, সর্বদা আল্লাহর যিক্‌র করবে। বিশেষত এ দু'সময়ে। কারণ আল্লাহর যিক্‌র সকল পেরেশানির উপশম। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২১–২২ নং আয়াতদ্বয়:

১. জান্নাতে থাকবে রেশমী পোশাক, কংকন এবং অতি পবিত্র ও বিশুদ্ধ পানীয়।

www.maktabatulabrar.com

২. জান্নাতীরা জান্নাতে পৌছার পর আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা হবে, তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টা মাকবূল হয়েছে। এ ঘোষণা শুনে জান্নাতীরা আরো অধিক আনন্দ লাভ করবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

● ২৩–২৫ নং আয়াতদ্বয়:

১. রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর কুরআন একযোগে নয় বরং ক্রমেক্রমে নাযেল হয়েছে।

২. আল্লাহর নির্দেশের উপর অটল থাকা ফরয।

৩. ফাসেক ও কাফেরদের অনুসরণ করা হারাম।

৪. সর্বদা আল্লাহর যিক্‌র করা চাই, বিশেষত সকাল ও সন্ধ্যা–এ দু'সময়ে।

وَمِنَ الَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهٗ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيْلًا ﴿٢٦﴾	(২৬) রাতের কিছু অংশেও[১] তাকে সাজদা করতে থাক এবং দীর্ঘরাত তাঁর তাসবীহতে রত থাক[২]।
اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ يُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُوْنَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيْلًا ﴿٢٧﴾	(২৭) এরা পার্থিব জীবনকে[৩] ভালোবাসে এবং এক কঠিন দিবসকে তাদের পিছনে ছেড়ে রাখে।
نَحْنُ خَلَقْنٰهُمْ وَشَدَدْنَآ اَسْرَهُمْ ۚ وَاِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَآ اَمْثَالَهُمْ تَبْدِيْلًا ﴿٢٨﴾	(২৮) আমিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং আমিই সুদৃঢ় করেছি তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও গ্রন্থিসমূহের বন্ধনকে[৪] এবং আমি যখন ইচ্ছা করব তাদের অনুরূপ তাদের স্থলে পরিবর্তে এনে দিব।
اِنَّ هٰذِهٖ تَذْكِرَةٌ ۚ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا ﴿٢٩﴾	(২৯) এটা একটি উপদেশ, অতএব যার[৫] ইচ্ছা সে তার প্রতিপালকের দিকে পথ অবলম্বন করুক।
وَمَا تَشَآءُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿٣٠﴾	(৩০) আর আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত তোমরা কোন বিষয়ের ইচ্ছা[৬] করতে পারবে না। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।
يُّدْخِلُ مَنْ يَّشَآءُ فِيْ رَحْمَتِهٖ ۭ وَالظّٰلِمِيْنَ اَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿٣١﴾	(৩১) তিনি যাকে ইচ্ছা তার রহমতের অন্তর্ভুক্ত করে নেন[৭], আর জালেমদের জন্য তিনি প্রস্তুত করে রেখেছেন যন্ত্রণাময় শাস্তি।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, মাগরিব-এশার ফরয নামায আদায় কর। (বয়ানুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, তাহাজ্জুদ নামায আদায় কর। এবং তাসবীহ-তাহলীলে মাশগুল থাক। (বয়ানুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) এ আয়াতে কাফেরদের সত্য বিমুখতার মূল কারণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, দুনিয়ার মোহে মত্ত

থাকার কারণেই তারা হকের বিরোধিতা করে। এবং দুনিয়া যেহেতু নগদ হাতে আসে তাই তারা দুনিয়া কামনা করে এবং আখেরাতকে ভুলে থাকে। বরং অসম্ভব মনে করে। সামনের আয়াতে আল্লাহ তাআলা এর জবাব দিয়েছেন।

(৪) অর্থাৎ, প্রথমবার আমিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছি, আমিই তাদের গঠন সুদৃঢ় করেছি। আজ আমার সে কুদরত শেষ হয়ে যায়নি। কাজেই আমি এ দেহ নিঃশেষ করে পুনরায় এমন দেহ আনতে সম্পূর্ণ সক্ষম। এবং এদের স্থলে অনুরূপ অন্য জাতি প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৫) অর্থাৎ, জোরপূর্বক মানানো তোমার দায়িত্ব নয়। তুমি কুরআনের মাধ্যমে উপদেশ প্রদান কর। অতঃপর প্রত্যেকের এখতিয়ার আছে হেদায়াত গ্রহণ করুক বা না করুক। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৬) যেহেতু বান্দার ইচ্ছা আল্লাহর ইচ্ছার অনুগত। এবং তিনিই প্রত্যেকের যোগ্যতা সম্পর্কে সম্যক অবগত। কাজেই সে অনুযায়ী তার ইচ্ছা কাজ করে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৭) অর্থাৎ, যার মাঝে হক গ্রহণ করার যোগ্যতা আছে তাকে আল্লাহ সঠিক পথে চলার তাওফীক দেন এবং তাঁর রহমতের অন্তর্ভূক্ত করে নেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৬ নং আয়াত:

আয়াতে রাতের এক অংশে তাহাজ্জুদ ও যিক্‌র-আযকারে মাশগুল থাকার কথা বলা হয়েছে। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ২৭ নং আয়াত:

আয়াত থেকে বোঝা যায় দুনিয়ার মোহে মত্ত থাকা এবং আখেরাতকে ভুলে যাওয়াই সত্য থেকে বিমুখতার মূল কারণ।

● ২৮ নং আয়াত:

আয়াতে বোঝানো হয়েছে, যে আল্লাহ প্রথমবার মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তাদের গঠন সুদৃঢ় করেছেন, তাঁর সে কুদরত শেষ হয়ে যায়নি। তিনি এ দেহ নিঃশেষ করে পুনরায় এমন দেহ তৈরি করতে সম্পূর্ণ সক্ষম।

● ২৯ নং আয়াত:

আয়াতে বোঝানো হয়েছে, কুরআন হচ্ছে একটি উপদেশ গ্রন্থ, প্রত্যেকের এখতিয়ার আছে এর থেকে উপদেশ গ্রহণ করে হেদায়েত লাভ করুক বা না করুক। জোরপূর্বক কাউকে মানানো হবে না।

● ৩০–৩১ নং আয়াতদ্বয়:

১. আল্লাহর ইরাদা-ইচ্ছা সকল ইচ্ছার উপরে। সেমতে বান্দার ইচ্ছা আল্লাহর ইচ্ছার অনুগত। তবে তিনি প্রত্যেকের যোগ্যতা সম্পর্কে সম্যক অবগত। কাজেই সে অনুযায়ী তার ইচ্ছা কাজ করে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও আইছারুত্তাফাসীর)

২. যার মাঝে হক গ্রহণ করার যোগ্যতা আছে তাকে আল্লাহ সঠিক পথে চলার তাওফীক দেন এবং তাকে তাঁর রহমতের অন্তর্ভূক্ত করে নেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

www.maktabatulabrar.com

(৭৭) সূরা মুরসালাত, মক্কী
৫০ আয়াত, ২ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

وَالْمُرْسَلٰتِ عُرْفًا ①	(১) শপথ[১] সে সমস্ত বায়ুর যা কল্যাণ সাধনের জন্য প্রেরিত হয়,
فَالْعٰصِفٰتِ عَصْفًا ②	(২) অতঃপর সে সকল বায়ুর যা প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়,
وَّالنّٰشِرٰتِ نَشْرًا ③	(৩) এবং সে সমস্ত বায়ুর যা মেঘমালাকে ছড়িয়ে দেয় (যার পর বৃষ্টিপাত হয়)
فَالْفٰرِقٰتِ فَرْقًا ④	(৪) আর সে সমস্ত বায়ুর যা মেঘরাশিকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় (যেমন বৃষ্টির পর হয়)
فَالْمُلْقِيٰتِ ذِكْرًا ⑤	(৫) অতঃপর সে সকল ফেরেশতাদের শপথ যারা অন্তরে ঢেলে দেয় ওহী বা উপদেশ।
عُذْرًا اَوْ نُذْرًا ⑥	(৬) অভিযোগ থেকে অব্যাহতির জন্য[২] বা সতর্ক করার জন্য।
اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَوَاقِعٌ ⑦	(৭) নিশ্চয়ই তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি[৩] দেয়া হচ্ছে তা ঘটবেই।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এ সূরার শুরুতে আল্লাহ তাআলা পাঁচটি বস্তুর শপথ করে কেয়ামতের নিশ্চিত আগমনের কথা ব্যক্ত করেছেন।

(২) অর্থাৎ, আল্লাহ ওহী প্রেরণ করে সবকিছু জানিয়ে দিয়েছেন যাতে পরে কারো ওজর-আপত্তি করার অবকাশ না থাকে। কেউ যেন বলতে না পারে যে আমি জানতাম না। আর যার তাকদীরে ঈমান গ্রহণ করা আছে তাকে সতর্ক করা উদ্দেশ্য যাতে সে ঈমান কবূল করে নেয়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) অর্থাৎ, কেয়ামত সংঘটিত হওয়া আখেরাতের হিসাব-কিতাব এবং শাস্তি ও প্রতিদানের ওয়াদা। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) এ আয়াত পূর্ববর্তী কসমসমূহের জবাব।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১–৭ নং আয়াতসমূহ:

১. বান্দার জন্য গায়রুল্লাহর কসম খাওয়া জায়েয নেই। তবে আল্লাহ তা'আলা মাখলূকের কসম করেন। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. কেয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হবে।

৩. আল্লাহ ওহী প্রেরণ করেন যাতে পরে কারো ওজর-আপত্তি করার অবকাশ না থাকে। কেউ যেন বলতে না পারে যে আমি জানতাম না।

৪. সতর্ক করার ওহী প্রেরণের একটা উদ্দেশ্য।

فَاِذَا النُّجُوْمُ طُمِسَتْ ۝٨	(৮) অতএব যখন নক্ষত্রসমূহ জ্যোতিহীন হয়ে পড়বে[১],
وَاِذَا السَّمَآءُ فُرِجَتْ ۝٩	(৯) আর যখন আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যাবে,
وَاِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ ۝١٠	(১০) আর যখন পাহাড়-পর্বত উড়তে থাকবে,
وَاِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ ۝١١	(১১) আর যখন সমস্ত রসূলকে নির্দিষ্ট সময়ে সমবেত করা হবে[২], (তখন সকলের মীমাংসা হবে)
لِاَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ ۝١٢	(১২) (তোমরা জান কি) কোন্ দিনের জন্য রসূলদের বিষয়টি স্থগিত রাখা হয়েছে[৩]?
لِيَوْمِ الْفَصْلِ ۝١٣	(১৩) মীমাংসার (বিচার) দিনের জন্য।
وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ۝١٤	(১৪) তুমি জান কি সে মীমাংসার দিনটি কেমন[৪]?
وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝١٥	(১৫) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের সর্বনাশ হবে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছে, কেয়ামতে হিসাব-নিকাশ, প্রতিদান-শাস্তি অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। আলোচ্য আয়াতসমূহে সে বাস্তবায়ন মুহূর্তের কতিপয় অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, প্রথমে সব নক্ষত্র আলোহীন হয়ে পড়বে। ফলে সমগ্র বিশ্ব অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে। দ্বিতীয় অবস্থা হল আসমান ফেটে যাবে। তৃতীয় অবস্থা এই যে, পাহাড়-পর্বত তুলার ন্যায় উড়তে থাকবে।

(২) অর্থাৎ, সকল নবী-রসূলকে এক নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত করা হবে তাদের এবং উম্মতের মাঝে মীমাংসা করার জন্য। তখন রসূলগণ স্ব স্ব উম্মতের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিবেন। আর এটা হবে কেয়ামতের দিবসে। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) অর্থাৎ, রসূলগণও তাদের উম্মতের বিষয়টি মুলতবী রাখা হয়েছে বিচার দিবসের জন্য যেদিনের ফয়সালা হবে চূড়ান্ত ফয়সালা। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) এ প্রশ্ন মীমাংসার দিবসের ভয়াবহতা বোঝানোর জন্য করা হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৮–১৫ নং আয়াতসমূহ:

১. আয়াতসমূহে কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময়কার কতিপয় অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে।

www.maktabatulabrar.com

২. সকল নবী-রসূলকে এক নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত করা হবে তাদের এবং উম্মতের মাঝে মীমাংসা করার জন্য।

৩. কেয়ামতের দিন মিথ্যারোপকারীদের সর্বনাশ হবে। এতে বোঝা গেল মিথ্যারোপ করা মারাত্মক ধরনের গোনাহ।

اَلَمْ نُهْلِكِ الْاَوَّلِيْنَ ۝١٦	(১৬) আমি কি পূর্বকালের (কাফের) লোকদেরকে ধ্বংস করিনি?
ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْاٰخِرِيْنَ ۝١٧	(১৭) অতঃপর আমি পরবর্তী কাফেরদেরকেও তাদের অনুগামী করে দিব[১]।
كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ۝١٨	(১৮) আমি অপরাধীদের সাথে এরূপই করে থাকি।
وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝١٩	(১৯) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের বড় সর্বনাশ হবে।
اَلَمْ نَخْلُقْكُّمْ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ۝٢٠	(২০) আমি কি তোমাদেরকে এক তুচ্ছ পানি থেকে সৃষ্টি করিনি[২]?
فَجَعَلْنٰهُ فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ۝٢١	(২১) অতঃপর আমি তা রেখেছি এক সংরক্ষিত আধারে,
اِلٰى قَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ ۝٢٢	(২২) এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত।
فَقَدَرْنَا ۖ فَنِعْمَ الْقٰدِرُوْنَ ۝٢٣	(২৩) ফলকথা, আমি একটি পরিমাপ নির্ধারণ করেছি; আর আমি কত উত্তম পরিমাপ নির্ধারণকারী।
وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝٢٤	(২৪) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের বড় সর্বনাশ হবে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এখানে কয়েক আয়াতে বর্তমান লোকদেরকে পূর্ববর্তী লোকদের অবস্থা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। এ আয়াতে পূর্ববর্তী কাফের বলে আদ, ছামূদ, কাওমে লূত ও ফিরআউন সম্প্রদায়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

(২) এ আয়াতে 'পরবর্তী' বলে উম্মতে মুহাম্মাদীর কাফেরদেরকে বোঝানো হয়েছে।

(৩) এখান থেকে আল্লাহর কুদরত ও পুনরুত্থান সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। অর্থাৎ মানুষ শুরুতে বীর্যরূপে ছিল। অতঃপর আল্লাহ তাকে মায়ের জরায়ুর নিরাপদ স্থানে স্থাপন করেছেন নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত, যা সাধারণত নয় মাস হয়ে থাকে। এবং আল্লাহর কাছে এ সকল বিবর্তনের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাপ আছে। সবকিছু তিনি সে অনুপাতে করেন। সুতরাং এমন স্রষ্টা পুনরুত্থানের উপর অবশ্যই সক্ষম। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৬-২৪ নং আয়াতসমূহ:

১. বর্তমান লোকদেরকে পূর্ববর্তী লোকদের অবস্থা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। এবং বলা হয়েছে, এই উম্মতও যদি অমান্য করে তাহলে এদেরও পূর্ববর্তীদের অনুগামী করে দেয়া হবে অর্থাৎ, পূর্ববর্তীদের ন্যায় এদেরও ধ্বংস করে দেয়া হবে।

২. মানুষ সৃষ্টির প্রসঙ্গ আলোচনা করে আল্লাহর কুদরত দেখানো হয়েছে এবং বোঝানো হয়েছে, যে আল্লাহ এই ক্ষমতা রাখেন তিনি পুনরুত্থান ঘটাতেও সক্ষম।

৩. বীর্য থেকে পূর্ণাঙ্গ মানব গঠন পর্যন্ত কয়েকটি স্তর রয়েছে, প্রত্যেকটা স্তরের পরিমাপ আল্লাহই নির্ধারণ করেছেন। তিনি উত্তম পরিমাপ নির্ধারণকারী।

৪. পরকালে মিথ্যারোপকারীদের সর্বনাশ হবে।

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا ﴿٢٥﴾	(২৫) আমি কি যমীনকে করিনি সমবেতকারী[১]-
اَحْيَآءً وَّاَمْوَاتًا ﴿٢٦﴾	(২৬) জীবিতদের এবং মৃতদের?
وَّجَعَلْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ شٰمِخٰتٍ وَّاَسْقَيْنٰكُمْ مَّآءً فُرَاتًا ﴿٢٧﴾	(২৭) আর আমি তাতে স্থাপন করেছি সুউচ্চ পর্বতমালা[২] এবং আমি তোমাদেরকে সুমিষ্ট পানি পান করিয়েছি।
وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٢٨﴾	(২৮) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের বড় সর্বনাশ হবে।
اِنْطَلِقُوْٓا اِلٰى مَا كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ﴿٢٩﴾	(২৯) (কাফেরদেরকে কেয়ামতের দিন বলা হবে,) তোমরা সে আযাবের দিকে চল যা তোমরা অবিশ্বাস করতে।
اِنْطَلِقُوْٓا اِلٰى ظِلٍّ ذِيْ ثَلٰثِ شُعَبٍ ﴿٣٠﴾	(৩০) চল তিন শাখাবিশিষ্ট ছায়ার[৩] দিকে,
لَّا ظَلِيْلٍ وَّلَا يُغْنِيْ مِنَ اللَّهَبِ ﴿٣١﴾	(৩১) যা নয় ছায়া[৪] আর না তা রক্ষা করবে উত্তাপ থেকে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) আল্লাহ তাআলা ভূমিকে জীবিত ও মৃত মানুষের জন্য ধারণকারী ও সমবেতকারীরূপে বানিয়েছেন। সেমতে ভূমি জীবিত মানুষকে তার পিঠে এবং মৃত মানুষকে তার পেটে সমবেত করে। (বয়ানুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা এ ভূমির উপর পর্বতের ন্যায় ভারী ও শক্ত বস্তু তৈরী করে দিয়েছেন যা একটুও নড়ে না। আবার এ ভূমিতেই পানির নহর প্রবাহিত করে দিয়েছেন, যা কোমল, প্রবহমান। এটা আল্লাহর কুদরতের দলীল। কাজেই দুর্ভোগ অস্বীকারকারীদের জন্য। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

www.maktabatulabrar.com

(৩) এ ছায়া দোযখ থেকে নির্গত একটি ধুম্রজাল। এবং প্রচুর পরিমাণে নির্গত হওয়ার কারণে উর্ধে উঠে তিন খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়বে। হিসাব-নিকাশ সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত কাফেররা এ ধুম্রজালের তলে থাকবে। পক্ষান্তরে আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ আরশের ছায়াতলে অবস্থান করবে। (বয়ানুল কুরআন)

(৪) অর্থাৎ, আরামদায়ক শীতল ছায়া নয়।

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৫-২৮ নং আয়াতসমূহ:

আয়াতসমূহে আল্লাহ তাআলার কুদরত ও নেয়ামতের বর্ণনা রয়েছে। এতসব কুদরত ও নেয়ামত সত্ত্বেও যারা আল্লাহকে অস্বীকার করবে তাদের জন্য দুর্ভোগ।

● ২৯-৩১ নং আয়াতসমূহ:

১. কেয়ামতের দিন কাফেরদের আযাব প্রত্যক্ষ করার কথা বর্ণিত হয়েছে।

২. হিসাব-নিকাশ সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত কাফেররা এক বিশেষ ধরনের ধুম্রজালের তলে থাকবে।

اِنَّهَا تَرْمِيْ بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ ﴿٣٢﴾	(৩২) সে আগুন উৎক্ষেপ করবে অট্টালিকা-তুল্য স্ফুলিঙ্গসমূহ[১]
كَاَنَّهٗ جِمٰلَتٌ صُفْرٌ ﴿٣٣﴾	(৩৩) যেন কাল কাল উষ্ট্র;
وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٣٤﴾	(৩৪) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের বড় সর্বনাশ হবে।
هٰذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُوْنَ ﴿٣٥﴾	(৩৫) এটা সেদিন হবে যেদিন তারা কথা বলতেও পারবে না[২]।
وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُوْنَ ﴿٣٦﴾	(৩৬) এবং তাদের জন্য অনুমতিও থাকবে না যে তারা ওজর পেশ করবে।
وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٣٧﴾	(৩৭) সেদিন মিথ্যারোপ[৩]কারীদের বড় সর্বনাশ হবে।
هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ ۚ جَمَعْنٰكُمْ وَالْاَوَّلِيْنَ ﴿٣٨﴾	(৩৮) এটাই হল ফয়সালার দিন, আমি (আজ) তোমাদেরকে ও পূর্ববর্তীদেরকে (মীমাংসার জন্য) একত্র করেছি[৪]।
فَاِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيْدُوْنِ ﴿٣٩﴾	(৩৯) অতএব যদি তোমাদের নিকট (এই মীমাংসা থেকে রক্ষা পাওয়ার) কোন তদবীর থাকে তবে আমার উপর সে তদবীর প্রয়োগ কর[৫]।
وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٤٠﴾	(৪০) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের বড় সর্বনাশ হবে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে জাহান্নামের আগুন বিশালাকায় স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করবে যা বিরাট অট্টালিকার ন্যায় মনে হবে। অতঃপর তা বিচ্ছিন্ন হয়ে ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত হয়ে যমীনে পড়বে তখন খণ্ডগুলো মনে হবে যেন কালো কালো উষ্ট্রী। নিয়ম হল আগুন থেকে স্ফুলিঙ্গ যখন উৎক্ষিপ্ত হয় তখন তা বড় বড় হয়, অতঃপর ছোট ছোট খণ্ড হয়ে যমীনে পতিত হয়। তাই প্রথম অবস্থাকে তুলনা করা হয়েছে অট্টালিকার সাথে। আর শেষ অবস্থাকে উষ্ট্রীর সাথে। এ আয়াতে বর্ণিত صفر শব্দের অর্থ পীতবর্ণ কিন্তু এখানে কৃষ্ণবর্ণ অর্থ করা হয়েছে যেহেতু পীতবর্ণ কৃষ্ণাভ হয়ে থাকে। তা ছাড়া হাদীছে বর্ণিত আছে জাহান্নামের আগুন কালো হবে। তাই বর্ণের দিক থেকেও জাহান্নামের আগুনকে কালো উষ্ট্রীর সাথে তুলনা করা যায়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও মাআরিফুল কুরআন)

(২) এ আয়াতে বলা হয়েছে, কেয়ামতের দিন কাফেররা কথা বলতেও পারবে না এবং তাদেরকে কৃতকর্মের ওজর পেশ করতেও অনুমতি দেয়া হবে না। অথচ অন্যান্য আয়াতে কাফেরদের কথা ও ওজর পেশ করার কথা উল্লেখ রয়েছে। সেটা এর পরিপন্থী নয়। কারণ হাশরের ময়দানে বিভিন্ন স্থান আসবে। কোন স্থানে কথা বলা, ওজর পেশ করা নিষিদ্ধ থাকবে এবং কোন স্থানে অনুমতি দেয়া হবে। (মাআরিফুল কুরআন)

(৩) যারা এ ধারনায় নিশ্চিন্ত যে, দুনিয়ার আদালতের ন্যায় বাক-চটুলতা ও ওজর-আপত্তির মাধ্যমে রেহাই পেয়ে যাবে তাদের জন্য ধ্বংস। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) সবাইকে একত্র করেছি চূড়ান্ত ফয়সালা শোনানোর জন্য। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৫) অর্থাৎ, অদ্যকার এ ফয়সালা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য তোমরা সম্মিলিতভাবে সম্ভাব্য সকল তদবীর তথা কৌশল গ্রহণ করতে পার; কিন্তু আজ কোন তদবীর কৌশল কাজে আসবে না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩২–৩৪ নং আয়াতসমূহ:

আয়াতসমূহে জাহান্নামের আগুণের স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপের বর্ণনা এসেছে। অস্বীকারকারীদের এ শাস্তিরও সম্মুখীন হতে হবে।

● ৩৫–৩৭ নং আয়াতসমূহ:

১. কেয়ামতের দিন কোন কোন অবস্থায় কথাও বলা যাবে না।

২. কেয়ামতের ওজর-আপত্তি পেশ করেও রেহাই পাওয়ার কোন উপায় থাকবে না।

৩. পরকালে মিথ্যারোপকারীদের জন্য বড়ই দুর্ভোগ রয়েছে।

● ৩৮–৪০ নং আয়াতসমূহ:

১. কেয়ামতের ময়দানে পূর্ববর্তী পরবর্তী সকলকে সমবেত করা হবে।

২. কেয়ামতের দিন কোন তদবীর-কৌশল কাজে আসবে না।

৩. পরকালে মিথ্যারোপকারীদের জন্য বড়ই দুর্ভোগ রয়েছে।

www.maktabatulabrar.com

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ ﴿٤١﴾	(৪১) নিশ্চয় মুত্তাকীগণ ছায়াসমূহ[১] ও প্রস্রবন-সমূহের মধ্যে থাকবে,
وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٤٢﴾	(৪২) এবং ইপ্সিত ফল-মূলের মাঝে থাকবে।
كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾	(৪৩) (বলা হবে,) তোমরা যে আমল করতে তার ওছীলায় স্বাচ্ছন্দ্যে পানাহার কর।
إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٤٤﴾	(৪৪) আমি উত্তমভাবে নেক আমল সম্পন্নকারী-দেরকে এরূপ প্রতিদানই প্রদান করে থাকি।
وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٥﴾	(৪৫) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের বড় সর্বনাশ হবে।
كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ ﴿٤٦﴾	(৪৬) তোমরা (দুনিয়াতে) আরো কিছুদিন[২] খেয়ে নাও, এবং উপভোগ করে নাও, নিঃসন্দেহে তোমরা অপরাধী।
وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٧﴾	(৪৭) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের বড় সর্বনাশ হবে।
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ ﴿٤٨﴾	(৪৮) আর যখন তাদেরকে বলা হয় (আল্লাহর প্রতি) নত[৩] হও, তারা নত হয় না।
وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٩﴾	(৪৯) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের বড় সর্বনাশ হবে।
فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٠﴾	(৫০) তাহলে এর (কুরআনের) পর তারা আর কোন্ বাণীর[৪] উপর ঈমান আনবে?

টিকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, প্রথম আরশের ছায়ায় অতঃপর জান্নাতের ছায়ায় থাকবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, এ ক্ষণস্থায়ী আরামের পর তোমাদের জন্য ভয়াবহ আযাবই আযাব রয়েছে। যা কখনও শেষ হবার নয়।

(৩) অর্থাৎ, ঈমান এনে আল্লাহর বন্দেগী গ্রহণ কর। (বয়ানুল কুরআন)

(৪) অর্থাৎ, তারা যখন কুরআনের মত অপূর্ব অলংকারপূর্ণ, তত্ত্বপূর্ণ ও সুস্পষ্ট প্রমাণসমৃদ্ধ কিতাবে বিশ্বাস স্থাপন করল না, তখন তারা আর কোন্ কিতাবে বিশ্বাস স্থাপন করবে। উদ্দেশ্য তাদের ঈমানের ব্যাপারে নৈরাশ্য ব্যক্ত করা। হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে– এ সূরা তেলাওয়াতকারী যখন এ আয়াত পাঠ করবে তখন তার اٰمَنَّا (আমরা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম) বলা উচিৎ। তবে ফরয নামাযে এটা বলবে না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪১–৪৫ নং আয়াতসমূহ:

১. মুত্তাকীগণ জান্নাতে যেসব নায-নেয়ামত লাভ করবেন তার কিছু বর্ণনা পেশ করা হয়েছে।

২. মুত্তাকীগণ জান্নাতে যা চাবেন তাই পাবেন।

৩. যারা উত্তমভাবে নেক আমলাদি সম্পন্ন করে তাদের জন্যই রয়েছে জান্নাতের-নায নেয়ামত।

● ৪৬–৫০ নং আয়াতসমূহ:

১. অপরাধীদেরকে দুনিয়ায় কিছুদিনের জন্য ভোগ-বিলাসের সুযোগ দেয়া হয়। তারপর তাদের জন্য রয়েছে দূর্ভোগ।

২. আল্লাহর প্রতি নত হওয়া তথা ঈমান এনে আল্লাহর বন্দেগী করার মাধ্যমেই পরকালের দূর্ভোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে।

৩. কুরআনের ন্যায় অপূর্ব অলংকারপূর্ণ, তত্ত্বপূর্ণ ও সুস্পষ্ট প্রমাণসমৃদ্ধ কিতাবে বিশ্বাস স্থাপন করা না গেলে অন্য কোন্ কিতাবে বিশ্বাস স্থাপন করা যাবে?

২৯ নং পারা সমাপ্ত

বুরহানুল কুরআন–৩ সমাপ্ত

www.maktabatulabrar.com